যুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

স্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ-গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের ধ্যাতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না ার উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—দ্মহোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও য়)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা

ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাক রভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পারিভা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১৲ এক টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

র্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য াচনা করিয়াছেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

১। **ধর্ম্মপূজাবিধান**—রামাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্বান্বেষীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রাচীন বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। মূল্য—সদস্যপক্ষে ॥০, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ॥৵০, সাধারণপক্ষে ৸০।

২। **মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা**—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। যাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন হইলেও অতি প্রাঞ্জল ও মধুর। ভাষাতত্ত্বান্বেষীর জানিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ৸০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৸৵০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৩। **গঙ্গা মঙ্গল**—দ্বিজ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যস্তোতক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষায় অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে দুই একখানি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মস্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। অনুসন্ধিৎসু ভাষাতত্ত্বজ্ঞের জানিবার ও শিখিবার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ॥০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ॥৵০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

"—বাঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা—"

'বাঙ্গালীর চিরকালের সামগ্রী'

দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

"বাঙ্গালীর
সুখে ও দুঃখে
বিশ্রামে
ও
উৎসবে"

বাঙ্গালার
পবিত্র বই

ঠানদিদির থলে

বাঙ্গালার ব্রতকথা
রাজ সংস্করণ
এক টাকা

—অন্যান্য গ্রন্থ—
খোকা খুকুর খেলা ।৵৹
প্রসন্ন ও রঞ্জন প্রণীত
আর্য্য-নারী ১৷৹
সরল চণ্ডী ৵৹

বঙ্গগৌরব

বঙ্গোপন্যাস ঠাকুরদাদার ঝুলি

"—বাঙ্গালীর সম্মান ও সম্পাদ—"

বাঙ্গালার চিরসুন্দর বই

দাদামহাশয়ের থলে

বাঙ্গালার রসকথা

বঙ্গোপন্যাস—রাজ-সং ২৲, সুলভ বাঁধাই ১৷৹
রসকথা—রাজসংস্করণ এক টাকা।

"বিশ্বসাহিত্যে
বাঙ্গালীর
গৌরবের
চির-উজ্জ্বল
মাণিক"

বাঙ্গালার
সোণার বই

ঠাকুরমার ঝুলি

বাঙ্গালার রূপকথা
রাজ সংস্করণ
এক টাকা

—অন্যান্য গ্রন্থ—
ছেলেদের উপন্যাস
চারু ও হারু
আমার বই
সোণার শৈশব

—প্রকাশিত হইতেছে—

"দেশবিদেশের কথা"—"ইতিহাস-কথা"—"ইতিহাসের গল্প"

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাদুড়ী, এম্. এ.

গ্র গ্রন্থাবলী
উপহারে,
লাইব্রেরীতে,

সমগ্র গ্রন্থাবলী
গৃহে, পাঠ্যে,
পুরস্কারে

৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।
এবং
সমগ্র বাঙ্গালার সকল পুস্তকালয়

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মন্দির

সংস্কার জন্য সদস্যগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত

চাঁদার তালিকা

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১০০৲
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১০০৲
„ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ২৲
„ কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায় ৪৲
„ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (গোরাবাজার) ৫৲
„ কৃষ্ণনাথ সেন (দিনাজপুর) ২৲
„ প্রভাসচন্দ্র মিত্র (ভবানীপুর) ২৲
„ সুরেন্দ্রকুমার বসু (শিবপুর) ২৲
„ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (নিমতিতা) ২৲
„ বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (নাটোর) ২৲
„ কুঞ্জমোহন মৈত্র (ঘোড়ামারা) ২৲
„ সতীশচন্দ্র সিংহ (পুরুলিয়া) ২৲
„ প্রিয়নাথ দত্ত (বর্দ্ধমান) ২৲
„ বামাপদ দত্ত (খাগড়া) ৫৲
„ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (ভদ্রকালী) ১৲
„ বসন্তকুমার চৌধুরী (পাবনা) ১৲
„ ঈশানচন্দ্র ঘোষ (মেদিনীপুর) ১৲
„ কুমার প্রমথনাথ মালিয়া ২৲
„ পরমেশপ্রসন্ন রায় (আসানসোল) ২৲
„ রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী (শ্রীরামপুর) ২৲
„ রাজা নরেন্দ্রলাল খান ২৲

২৪৩৲

জের— ২৪৩৲

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক (হাবড়া) ২৲
„ নন্দলাল দে (চুঁচুড়া) ২৲
„ শ্যামাকিশোর মুন্সী (শেরপুর) ২৲
„ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (নিমতিতা) ২৲
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ২৲
„ বাসন্তীচরণ সিংহ (মজঃফরপুর) ৫৲
„ কুঞ্জবিহারী সেন ৫৲
„ রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী (রংপুর) ৫৲
„ অতুলচন্দ্র গুপ্ত (কলিকাতা) ৫৲
„ কৃষ্ণচরণ সরকার (কলিগাঁও) ৪৲
„ জে, এম, রায় (ভাগলপুর) ৪৲
„ উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য (রংপুর) ২৲
„ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বহরমপুর) ২৲
„ পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় (পাঁচথুপী) ২৲
„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (দিনাজপুর) ২৲
„ ভূপতি মুখোপাধ্যায় (জিওলগড়া) ২৲
„ নরেন্দ্রনাথ রায় ২৲
„ জে, এম, রায় (রাইপুর) ২৲
„ বিপিনচন্দ্র দাসগুপ্ত (রংপুর) ২৲
„ জানকীনাথ রায় (মালদহ) ২৲
„ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় (কাশী) ২৲

৩০১৲

জের—	৩০১৲
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু মুন্সী	২৲
„ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	২৲
„ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২৲
„ রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া	২৲
„ মোহান্ত ভগবানদাস (জাফরগঞ্জ)	২৲
„ দ্বারকানাথ রায় (পীরগঞ্জ)	২৲
„ মহিমচন্দ্র ঘোষ (পাবনা)	২৲
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য (গৌহাটী)	২৲
„ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ সুকুমার হালদার	২৲
„ কালীপদ ভাদুড়ী	২৲
„ নির্ম্মলাশিব বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)	২৲
„ শচীন্দ্রমোহন ঘোষ	২৲
„ নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী	২৲
„ এন, রায় (ওয়ারী, ঢাকা)	২৲
„ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী (হরিপুর, বড়বাড়ী)	২৲
„ হরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	২৲
„ উমাপদ বসু	২৲
„ কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	২০৲
„ রাধিকানাথ সাহা	২৲
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲
„ অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় (ঢাকা)	১৲
„ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র (পাবনা)	২৲
„ বেণীমাধব ঘোষাল	২৲
„ নগেন্দ্রনাথ মিত্র (হাটুরিয়া)	২৲
„ জে, এন, বসু (কটক)	২৲
„ রাসগোপাল আচার্য্য গোস্বামী	২৲
„ এস, সি, ভট্টাচার্য্য (মগলাবাজার)	২৲
„ সার বিপিনকৃষ্ণ বসু (নাগপুর)	১০৲
	৩৮৪৲

জের—	৩৮৪৲
শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় চৌধুরী (বেনারস)	২৲
„ আর, সি, মিত্র (সদরবাজার)	৫৲
„ রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়	৩৲
„ ব্রজেন্দ্রনাথ বসু	২৲
„ অটলবিহারী ঘোষ	২৲
„ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
„ যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ বি, কে, মিত্র	৫৲
„ অতুলানন্দ দাস	২৲
„ যোগেশপ্রসন্ন ভাদুড়ী	২৲
„ মাননীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার	২৲
„ কুমুদনাথ চৌধুরী	২৲
„ সুবোধচন্দ্র মজুমদার	২৲
„ উপেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত	২৲
„ সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
„ যোগেশচন্দ্র রায়	২৲
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বালুরঘাট)	১৲
„ জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২৲
„ গঙ্গাচরণ সেন ও ভুবনমোহন সেন	২৲
„ বিপিনচন্দ্র গুহ	২৲
„ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন (মীরাট)	২৲
„ সৈয়দ আউলাদ হোসেন	২৲
„ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী	২৲
„ কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর	১০৲
„ পান্নালাল মল্লিক	২৲
„ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার	২৲
	৪৫২৲

	জের—	৪৫৯৲
শ্রীযুক্ত	সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫৲
"	সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲
"	অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
"	জ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী	২৲
"	বরদাপ্রসাদ বসু	২৲
"	জে, সি, দত্ত	২৲
"	রাজা জগদীশচন্দ্র দেও ধবলদেব	২৲
"	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	২৲
"	ডাঃ আর, জি, কর	২৲
"	রাজা শ্রীনাথ রায়	২৲
"	রায় বিনোদবিহারী বসু বাহাদুর	২৲
"	মাননীয় ডাঃ নীলরতন সরকার	২৲
"	অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲
"	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৲
"	গোপালদাস চৌধুরী	৪৲
"	হরিচরণ সেন (বদনগঞ্জ)	১৲
"	দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক	১৲
"	গিরিশচন্দ্র সেন (বর্দ্ধমান)	২৲
"	মাননীয় ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়	২৲
"	কালীভূষণ সেন	২৲
"	মাননীয় কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	২৲
"	শরৎকুমার দত্ত (আগড়তলা)	২৲
"	কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (গুজাদিয়া)	২৲
"	রাখালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (দ্বারভাঙ্গা)	২৲
"	দেবেন্দ্রনাথ সিংহ (দ্বারভাঙ্গা)	২৲
"	অতুলকৃষ্ণ নিয়োগী	২৲
"	গণপতি সরকার	২৲
	যোগেন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী (মাণিকগঞ্জ)	২৲
		৫৪৫৲

	জের—	৫৪৫৲
শ্রীযুক্ত	হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
"	ডাঃ চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর	২৲
"	অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
"	এন, সিংহ (ডালটনগঞ্জ)	২৲
"	রাখালদাস মজুমদার	২৲
"	ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত (চট্টগ্রাম)	২৲
"	ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
"	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
"	দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়	২৲
"	মুকুন্দলাল লাএক	২৲
"	হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
"	শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
"	কালীকুমার বসু	২৲
"	মাননীয় ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	২৲
"	ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
"	অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
"	মাননীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৫৲
"	নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	২৲
"	রমেশচন্দ্র দত্ত (নাওগাঁও)	২৲
"	ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (চুঁচুড়া)	২৲
"	গৌরচন্দ্র রায় (দিল্লী, দেওয়ানগঞ্জ)	২৲
"	বিক্রমকুমার বসু	২৲
"	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৲
"	গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল	২৲
"	বীরচন্দ্র সিংহ (ভাগলপুর)	২৲
"	যতীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী (বরাহী)	২৲
"	শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (এলাহাবাদ)	৫৲
"	পাঁচকড়ি ঘোষ	২৲
"	সার চন্দ্রমাধব ঘোষ	৫৲
		৬১৮৲

জের—	৬১৮৲
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা	২৲
" বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস	২৲
" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	২৲
" সুরেন্দ্রনাথ রায়	২৲
" ক্ষেত্রমোহন বসু	২৲
" যামিনীকান্ত সোম	২৲
" বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (কৃষ্ণনগর)	২৲
" রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
" যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	২৲
" বীরেন্দ্রকুমার বসু	২৲
" প্রভাসচন্দ্র বসু	২৲
" কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য	২৲
" কালিদাস রায়চৌধুরী	২৲
" যোগেন্দ্রনাথ দে	২৲
" হেমচন্দ্র সেন	২৲
" কিরণচন্দ্র ঘোষ	২৲
" মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমান	২৲
" এম, এন ঘোষ	২৲
" শিবচন্দ্র শীল	২৲
" সারদানাথ দত্ত	২৲
" যদুনাথ ঘোষ	২৲
" বনমালী চক্রবর্ত্তী	২৲
" শ্রীশচন্দ্র সিংহ রায়	২৲
" মন্মথেশচন্দ্র সান্ন্যাল	২৲
" রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ	২৲
" মৌলবী দৌলত আহম্মদ	২৲
" নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়	২৲
" রাইকিশোর প্রামাণিক	২৲
" কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
" প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	৪৲
	৬৮০৲

জের—	৬৮০৲
শ্রীযুক্ত এস, সি, বানার্জ্জি	২৲
" নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৲
" সুরেন্দ্রনাথ সেন	২৲
" নগেন্দ্রনাথ দে.	২৲
" তারাচরণ চক্রবর্ত্তী	২৲
" পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু	২৲
" সারদামোহন বসু	২৲
" তারাগোবিন্দ চৌধুরী	২৲
" হরিদাস সাহা	২৲
" হরেন্দ্রনারায়ণ রায়	২৲
" অমৃতলাল শীল	৫৲
" গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
" নগেন্দ্রনাথ বসু	২৲
" যোগেন্দ্রনাথ সেন	২৲
" পুলিনবিহারী দত্ত	২৲
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	২৲
" শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু	২৲
" অমরেশ শিকদার	২৲
" বিপিনচন্দ্র চন্দ্র	১৲
" কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী	২৲
" গোষ্ঠবিহারী আঢ্য	২৲
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ)	২৲
" রজনীকান্ত রায় দস্তিদার	২৲
" চন্দ্রনাথ চৌধুরী	২৲
" সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	২৲
" রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়	২৲
" বাহাদুর সিং সিংহী	২৲
" শ্যামাদাস কবিরাজ	২৲
" শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত	২৲
" কালীকৃষ্ণ ঘোষ	১৲
	৭৪১৲

নাম	টাকা
জের—	৭৪১৲
শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি	২৲
" সেখ আব্দুল জব্বর	১৲
" অভয়কুমার গুহ	২৲
" যজ্ঞেশ্বর ঘোষ	২৲
" সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫৲
" কালীকুমার ভট্টাচার্য্য	২৲
" গোকুলচন্দ্র সিংহ	২৲
" যদুপতি চট্টোপাধ্যায়	২৲
" সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৲
" বিমলচন্দ্র সিংহ	২৲
" অনাথনাথ ঘোষ	২৲
" সার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৲
" ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার	২৲
" শ্রীরাম মৈত্রেয়	২৲
" সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
" অমৃতলাল দত্ত	২৲
" অক্ষয়কুমার সরকার	২৲
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
" ফণীন্দ্রলাল সেন	২৲
" কালীমোহন সেন	২৲
" চারুচন্দ্র ঘোষ	২৲
" এস কে চৌধুরী	২৲
" বিধুভূষণ গোস্বামী	২৲
" ললিতমোহন মৈত্র	২৲
	৮০৫৲

নাম	টাকা
জের—	৮০৫৲
শ্রীযুক্ত দামোদরদাস বর্ম্মণ	৫৲
" সত্যচরণ লাহা	৪৲
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
" বীরেশ্বর সেন	২৲
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	২৲
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	২৲
" শরচ্চন্দ্র মজুমদার	২৲
" রাধিকাভূষণ রায়	২৲
" দেবনারায়ণ ঘোষ	২৲
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত	২৲
" এ, সি মুখার্জ্জি	২৲
" বসন্তকুমার বসু	২৲
" বরদাকান্ত রায় (পুরুলিয়া)	২৲
" অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
" নিখিলনাথ মৈত্র	২৲
" এস্. কে সেন	২৲
" রামেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৲
" কালিদাস মিত্র	২।০
" রবীন্দ্রনারাণ ঘোষ	২৲
" বলাইচাঁদ মল্লিক	২৲
" ভূপতিচন্দ্র দাসগুপ্ত	২৲
" কালীপদ সরকার	২৲
" ভুজঙ্গধর শ্রীমানী	২৲
" কিরণচন্দ্র দত্ত	২৫৲
	৮৮১।০

১৩২৩। ২৭শে চৈত্র পর্য্যন্ত এই টাকা আদায় হইয়াছে।

শ্রীরামকমল সিংহ

প্রধান কর্ম্মচারী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রয়োবিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৩

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩ ্টাকা] [প্রতি সংখ্যায় মূল্য ৸৹ বার আনা।

মফঃস্বলে ৩৷৵৹ তিন টাকা ছয় আনা।

ত্রয়োবিংশ ভাগের সূচী

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন*

এই তাম্রশাসনখানি নবাবিষ্কৃত নহে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং তদবধি বহু দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত ইহার পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যার উদ্যম করিয়াছেন, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Pālas of Bengal" এবং "বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ" নামক গ্রন্থদ্বয় রচনাকালে আমাকে এই তাম্রশাসনখানি পুনর্ব্বার পাঠ করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে যে পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদালের [কোম্পানী বাহাদুরের] কুঠীর প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরবর্ত্তী [সুলতানপুরের অন্তর্গত] আমগাছি নামক একটি পুরাতন ইষ্টকাচ্ছাদিত পরিত্যক্ত স্থানে এক কৃষক মৃত্তিকা খনন করিতে গিয়া, এই তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়া, পুলিশের হস্তে সমর্পণ করায়, ইহা দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাট্ল সাহেব কর্ত্তৃক কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল এবং ইহার আবিষ্কার-কাহিনী সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শাসনখানি তদবধি সোসাইটির পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইতেছে।"

"সুবিখ্যাত অধ্যাপক কোলব্রুক্ এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষর বিলোপের জন্য, তিনি ইহার সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতে অশক্ত হইয়া, একটি আংশিক বিবরণ মাত্রই প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন। সোসাইটির শত-বার্ষিকী বিবরণী প্রকাশিত করিবার সময়, অধ্যাপক হরণ্লি আর একবার পাঠোদ্ধার সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাই মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে এই শাসনলিপির পদ্যাংশের পাঠ অধ্যাপক কিলহর্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ লিপির পাঠ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।"

"অধ্যাপক কোলব্রুক্ এবং অধ্যাপক হরণ্লি যত দূর পর্য্যন্ত পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তত দূর ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। বংশবিবৃতি-সূচক শ্লোকাবলীর মধ্যে অনেক শ্লোকই নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] এবং মহীপালদেবের [বাণগড়ে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসন হইতে গৃহীত বলিয়া, এই দুইটি শাসন-লিপির সাহায্যে অধ্যাপক কিলহর্ণ পদ্যাংশের একটি ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্দ্বারা কাহাকে ভূমি দান করা হইয়াছিল, তাহা নির্ণীত হইতে পারে নাই; "দূতকে"র পরিচয়ও উদ্ঘাটিত হইতে পারে নাই। অধ্যাপক কোলব্রুক্ ইহাকে "দ্বাদশ সংবৎসরের লিপি" বলিয়া এবং অধ্যাপক

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কিল্‌হর্ণ "দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ সংবৎসরের লিপি" বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন"।[১]

"গৌড়লেখমালা" সঙ্কলনকালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাম্রশাসনের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া, স্বর্গগত অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ যে অংশের পাঠ উদ্ধার করিয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন, মাত্র সেই অংশের উদ্ধৃত পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন[২]। আমার অনুরোধে এসিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত জি, এচ., টিপার (G. H. Tipper) তাম্রশাসনখানি চারি বৎসর কাল আমার নিকট রাখিয়াছিলেন। "Pālas of Bengal" প্রকাশকালে এই তাম্রশাসনের ভূমিগ্রহীতার নাম সম্পূর্ণরূপে পড়িতে পারা যায় নাই। তাম্রশাসনখানি আমার হস্তগত হইলে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, তখনও পর্য্যন্ত উহা পরিষ্কৃত হয় নাই, উহার অক্ষরসমূহের মধ্যে মৃত্তিকা ও তাম্রকলঙ্ক প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। তাম্রশাসনের যে স্থানে ভূমিগ্রহীতার নাম ও বংশপরিচয় আছে, পরিষ্কৃত হইলে দেখা গেল যে, ঐ অংশের যে আনুমানিক পাঠ "Pālas of Bengal"[৩] গ্রন্থে ও "বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগে"[৪] মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা মূলানুগত নহে।

তাম্রশাসনখানি পরিষ্কৃত হইলে দেখিতে পাওয়া গেল যে, ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের ও বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালের তাম্রশাসনের সাহায্যে স্বর্গীয় অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ, এই তাম্রশাসনের প্রথম বিংশতি পংক্তির যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। তাম্রশাসনের উৎকীর্ণ লিপির অনেকাংশ ক্ষয়ের জন্য অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাল-রাজবংশের যে সমস্ত তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমূহের মধ্যে এই তাম্রশাসনখানির অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। একখানি তাম্রপট্টের উভয় দিকে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাম্রপট্টখানি ১৪½" দীর্ঘ ও ১১¾" প্রশস্ত। তাম্রপট্টের ঊর্দ্ধ দিকে রাজকীয় মুদ্রা সংলগ্ন আছে। মুদ্রাটি গোলাকার এবং এই বৃত্তের পরিধি উচ্চ, বৃত্তের পার্শ্বে গোলাকার বিন্দুর বৃত্তাকৃতি মালা আছে। বৃত্তের বাহিরে চারি দিকে লতাপত্র আছে এবং ইহার উর্দ্ধে একটি ক্ষুদ্র চৈত্য এবং তদুপরি একটি ছত্র আছে। বৃত্তমধ্যে উর্দ্ধার্দ্ধে ধর্ম্মচক্র আছে; মধ্যস্থলে একটি চক্র, চক্রের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট এক একটি মৃগ এবং চক্রের নিম্নে "শ্রীবিগ্রহপালদেবঃ" লিখিত আছে। বৃত্তের নিম্নার্দ্ধ লতাপত্রে পরিপূর্ণ। রাজকীয় মুদ্রা ৭½" দীর্ঘ এবং বৃত্তের ব্যাস ২¾"।

এই লিপিতে যে সমস্ত অক্ষর আছে, সেগুলির উচ্চতা $\frac{৩}{১৬}$" হইতে $\frac{৩}{১৬}$"। অক্ষরগুলি সাবধানতার সহিত উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বহু কাল ভূগর্ভে অবস্থান হেতু লিপির অনেক স্থল

১। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২১-২২।
২। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৩—২৬।
৩। Pālas of Bengal, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 80.
৪। বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৩৬।

ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। প্রথম বিংশতি পংক্তিতে, আরম্ভে বিংশ হইতে পঞ্চবিংশতি অক্ষর পর্য্যন্ত লিপি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাম্রপট্টের দ্বিতীয় দিকে প্রতি পংক্তিতে শেষের তিন চারিটি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪৮ ও ৪৯ পংক্তির অধিকাংশ একবার লিখিত হইবার পরে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে পূর্ব্বলিখিত অক্ষরগুলি এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, সুতরাং সেই অংশ সেই স্থানে দ্বিতীয় বার লিখিত হইলে পূর্ব্বলেখ ও উত্তর-লেখের রেখাসমূহ একত্র মিশ্রিত হওয়ায় লিপির এই অংশের পাঠোদ্ধার অসম্ভব হইয়াছে। আমগাছি লিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা প্রথম মহীপালদেবের বাণগড়-লিপির বর্ণমালা অপেক্ষা সাদৃশ্যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার নিকটতর। স্বরবর্ণের মধ্যে "অ" এবং "আ" সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে "জ" এবং "ত" বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ণ-মালার আকার ধারণ করিয়াছে। এই সময় হইতে উত্তর-পূর্ব্ব-ভারতের বর্ণমালায় "ভ" ও "হ"এর প্রভেদ সহজে নির্ণয় করা যায়।

লিপির ভাষা সংস্কৃত, ইহার প্রথম বিংশতি পংক্তিতে পালরাজ-বংশের বংশপরিচয় সম্বন্ধে চতুর্দ্দশটি শ্লোক আছে, তাহাতে প্রথম গোপালদেব হইতে তৃতীয় বিগ্রহপালদেব পর্য্যন্ত কুল-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই চতুর্দ্দশটি শ্লোকের মধ্যে দ্বাদশটি পুরাতন, ইহার প্রথম চারিটি শ্লোক ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে এবং দ্বাদশটি বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। আমগাছি-লিপির চতুর্দ্দশ শ্লোকটিও বাণগড়-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা উক্ত লিপির একাদশ শ্লোক। আমগাছি-লিপির দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোক নূতন।

এই তাম্রশাসন হ(?) রধা(?) ম সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীনয়পালদেবের পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেব (তৃতীয়) কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং এতদ্দ্বারা চন্দ্রগ্রহণকালে বিধিবৎ গঙ্গাস্নান করিয়া বিগ্রহপালদেব শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডলে বিষমপুরাংশে দণ্ডত্রেশ্বর সমেত তিন কাকিনা, দুই উন্মান, দুই দ্রোণ এবং ষট্‌কুল্যপ্রমাণ ভূমি শাণ্ডিল্য-গোত্রজ শাণ্ডিল্যাসিত-দেবলপ্রবর সামবেদের কৌথুমী-শাখাধ্যায়ী হরিসব্রহ্মচারী মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিদ্যাবিদ্ ক্রোড়ঞ্চি ও মৎস্যাবাস হইতে আগত, ছত্রাগামবাসী, বেদান্তবিৎ পদ্মাবনদেবের পৌত্র, মহোপাধ্যায় অর্কদেবের পুত্র, খোদ্ভূল দেবশর্ম্মাকে ভগবান্ বুদ্ধভট্টারকের উদ্দেশে, তাঁহার রাজ্যের দ্বাদশ সংবৎসরে, চৈত্র মাসের নবম দিবসে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের দূতকের নাম অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই মাত্র পড়িতে পারা যায় যে, তিনি একজন মন্ত্রী ছিলেন। পোসলী গ্রামনিবাসী মহীধরদেবের পুত্র, শিল্পী শশিদেব কর্ত্তৃক এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মহীধরদেব বিক্রমা-দিত্যের পুত্র এবং বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসন তৎকর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

প্রবন্ধের সহিত যে প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল, তাহা কলিকাতা চিত্রশালার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শিল্পী মুন্সী ওয়াহিদউদ্দিন্ আহম্মদ কর্ত্তৃক আমার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল।

প্রশস্তি-পাঠ

প্রথম দিক্

১। ওঁ স্বস্তি ॥ [মৈ]ত্রী[ং] কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ

২। [স]ম্যক্ সম্বো[ধিবি]দ্যাসরি [দমলজলক্ষা] লিতাজ্ঞানপ-

৩। -ঙ্কঃ। জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভব[ং] শাশ্বতী[ং]

৪। প্রাপ শান্তি[ং]স শ্রী-মান্-লোকনাথো জয়তি দশবলোহন্যশ্চ

৫। গোপালদেবঃ ॥(১*) লক্ষ্মী[১]-জন্ম-নিকেতনং সমকরো বোঢ়ু[ং] ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং পক্ষচ্ছেদ-ভয়াদুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃত[া]ং। মর্য্যাদা-পরিপালনৈকনিরতঃ সৌ (শৌ)-র্য্য [া]-

৬। -[লয়োহস্মাদভূদ্] দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসহাসিমহিমা শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ[২] ॥ (২*) রাম-স্যেব গৃহীতসত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্য-

৭। [মহিমা বাক্‌পা]ল-নামানুজঃ। যঃ শ্রীমান্নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ [॥*] (৩*)[৩] তস্মাদু-

৮। [-পেন্দ্র-চরিতৈর্জগ]তী পুনানঃ পুত্রো বভুব বিজয়ী জয়পালনামা। ধর্ম্মদ্বিষা[ং] শময়িতা যুধি দেবপালে যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈ(নৈ)ষীৎ[৪] ॥ (৪*) শ্রীমা-

৯। -[ন্ বিগ্র]হপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ। শত্রুবনিতা-প্রসাধনবিলোপি-বিমলা-সিজলধারঃ ॥ (৫*)[৬] দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহেবিভ-

১০। -[ক্তান্ গুণান্] শ্রীমন্তং জনয়াম্বভূব তনয়ং নারায়ণং স প্রভুং। যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশ্লিষ্টাংঘ্রি[ ] পীঠোপল[ং] ন্যায়োপাত্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ[৭]।

১১। [স্বৈ]রেব ধর্ম্মাসনং ॥ (৬*)[৮] তোয়াশয়ৈর্জলধিমূলগভীরগর্ভৈর্দেবালয়ৈশ্চ কুল-ভূধর[৯]-তুল্যকক্ষৈঃ। বিখ্যাত-কীর্ত্তিরভবত্তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপাল ই-

১২। -তি ম[ধ্যম]লোকপালঃ ॥ (৭*)[১০] তস্মাৎ পূর্ব্বক্ষিতিধ্রান্নিধিরিব মহসা[ং] রাষ্ট্র-কূটান্বয়েন্দোস্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলের্দ্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যা[ং] প্রসূতঃ [।*] শ্রীমা-

---

১। স্রগ্ধরা। ২। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত। ৩। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

৪। তাম্রশাসনে এই পাঠ আছে, মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক অনুমিত সংশোধন-চিহ্ন মূলে নাই—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৪, পাদটীকা ৪। ৫। বসন্ততিলক।

৬। আর্য্যা। ৭। এই স্থানে ছেদ অনাবশ্যক। ৮। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

৯। "কুলভূধর"। মূলে "কুলভূরর" উৎকীর্ণ আছে। ১০। বসন্ততিলক।

১৩। -[ন্‌-গোপাপদেব]শ্চিরতরমবনেরেকপত্ন্যা ইবৈকো ভর্ত্তাভূন্নৈকরত্নদ্যুতিখচিতচতুঃসিন্ধুচিত্রাংশুকায়াঃ ॥১১ (৮*) য[ং] স্বামিন[ং] রাজগুণৈরনুনমাসেবতে চা-

১৪। -[রুতরাম্বু]রক্তা। উৎসাহমন্ত্রপ্রভুশক্তিলক্ষ্মীঃ পৃথ্বী-[ং] সপত্নীমিব শীলয়ন্ত[ং]॥ (৯*)১২ তস্মাদ্বভূব সবিতুর্ব্বসুকোটিবর্ষী। কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেব

১৫। -[ঃ। নেত্রপ্রিয়েণ] বিমলেন কলা[ময়েন যে]নোদিতেন দলিতো ভুবনস্য তাপঃ॥ (১০*)১৩ হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিকৃত-বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যম্ [।*]

১৬। [নিহিত-চর]ণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি [তস্মা] দভবদবনি-পালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ (॥*)১৪ (১১*) ত্যজন্দোষাসঙ্গ[ং] শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভৃতা[ং] বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ প্রসভ-

১৭। [মুদয়াদ্রেঃ]রিব রবিঃ [।*] হত[ধ্বান্তঃ স্নিগ্ধ]প্রকৃতিরনুরাগৈকবসতিস্ততো ধন্যঃ পুণ্যৈরজনি নয়পালো নরপতিঃ॥০ (১২*)১৫ পীতঃ সজ্জনলেচনৈঃ১৬ স্মররিপোঃ পূজা-

১৮। [সুরক্তঃ স]দা। সংগ্রামে [চতুরোহ]ধিক[ঞ্চ] হরিতঃ ক্বাল[ঃ] কুলে বিদ্বিষাং। চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাশ্রয়ঃ সিতযশ[ঃ] পু[ঞ্জৈ]র্জ্জগদ্রঞ্জয়ন্ শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেবনৃপতি(ঃ)

১৯। [পুণ্যৈর্জ্জনানা]মভূৎ॥ (১৩*)১৭ [দেশে] প্রাচি প্রচুরপয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনুমলয়োপত্যকাচন্দনেষু। কৃত্বা সান্দ্রেস্তরুষু জড়তাং শীকরৈর-

২০। [-ভ্রতুল্যাঃ প্রালেয়াদ্রেঃ] কটক[মভজ] ন্যস্য সেনাগজেন্দ্রাঃ॥ (১৪*)১৮ স খলু ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান নানাবিধনৌবাটকসম্পাদিতসেতুবন্ধনিহিত-

২১। [শৈলশিখরশ্রেণী বিভ্রমাৎ]॥ নিরতিশয়ঘনঘনাঘনঘটাশ্যামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমারব্ধ-সন্তত-জলদসময়সন্দেহাৎ। উদীচীনানেক-

২২। -নরপতি প্রাভৃ[তি কৃতাপ্রামেয় হ]য়বাহিনী খ[রখুরো ৎখাত] ধূলিধূসরিতদিগন্ত-রালাৎ। পরমেশ্বর-সেবা-সমাযাতাশেষজম্বুদ্বীপভূপালানন্ত

২৩। -পাদাতভর[নমদবনেঃ। (হ?)র] ধা (?) ম সমাবাসিত [শ্রী]মজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ। পরমসৌগতো মহারা[জা*]ধিরাজ শ্রীনয়পালদেবপাদানুধ্যাতঃ পরমে-

২৪। -শ্বরঃ [পরমভট্টারকো মহা]রাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ বিগ্রহপালদেবঃ কুশলী। শ্রীপুণ্ড্র-বর্দ্ধনভুক্তৌ কোটীবর্ষবিষয়ান্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রাম-

২৫। মণ্ডল[ান্তঃপাতি স্ব] সম্বদ্ধাবচ্ছিন্নতলোপেত অধুনা হলকলিত॥ কাকিনীত্রয়োধিকোদমানদ্বয়োপেত১৯।

১১। স্রগ্ধরা। ১২। ইন্দ্রবজ্রা।

১৩। বসন্ততিলক। ১৪। মালিনী।

১৫। শিখরিণী।

১৬। মূলে 'লোচনৈঃ' স্থানে 'লেচনৈঃ' লিখিত আছে।

১৭। শিখরিণী। ১৮। মন্দাক্রান্তা।

১৯। মূলে "কাকিনীত্রয়োধিকোদ্মানদ্বয়োপেত" স্থানে "কাকিনীত্রয়োধিকোদমানদ্বয়োপেত" উৎকীর্ণ আছে

২৬। স······ সীমান্তঃ। দ্রোণদ্বয়সমেত। ষট্‌কুল্যপ্রমাণ দণ্ড (?) ত্রহেশ্বরসমেত বিষম-পুরাংশে সমুপগতাশে-

২৭। -ষ-[রাজপুরুষান্‌ রাজ] রাজন্যক। রাজপুত্র। রাজামাত্য। মহাসান্ধিবিগ্রহিক। মহাক্ষপটলিক। মহাসামন্ত। মহাসেনাপতি। মহাপ্রতীহার।

২৮। দৌ (ঃ সাধসাধনিক। মহা] দণ্ডনায়ক। মহাকুমারামাত্য। রাজস্থানীয়োপরিক দাসাপরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিক। দাণ্ডপাসিক। সৌ—

২৯। -[ল্কি] [ক। গৌল্মিক। ক্ষেত্রপ।] প্রান্তপাল। কোট্টপাল। অঙ্গরক্ষ। তদাযুক্ত বিনিযুক্তক। হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক। কিশোরবড়বাগোমহিষাজা-

৩০। -[বিকাধ্যক্ষ দূতপ্রেষণিক। গমা] গমিক। অভিত্বরমাণ। বিষয়পী[১১]। গ্রামপতি। তরিক। গৌড়। মালব। খস। হূণ। কুলিক। কর্ণাট। লাট। চাট।

৩১। [ভট। সেবকাদীন্‌। অন্যাংশ্চা] কীর্ত্তিতান্‌। রাজাপাদোপজীবিন [ঃ*]। প্রতি-বাসিনো। ব্রাহ্মণোত্তরান্‌। মহত্তমোত্তমকুটুম্বিপুরোগা মেদান্ধ্রচণ্ডালপর্য্যন্তা-

৩২। -[ন্‌ যথার্হং মানয়তি। বোধয়তি] সমাদিশতি চ। বিদিতমস্তু ভবতা[ং]। যথোপরিলিখিতোয়ং গ্রামঃ। স্বসীমাতৃণযূতি-[গোচ]রপর্য্যন্তঃ সতলঃ সো[দ্দেশঃ]

৩৩। [সাম্রমধুকঃ। সজলস্থলঃ সগর্ত্তো] ষরঃ সদশাপচারঃ সচৌরোদ্ধরণঃ পরিহৃত-সর্বপীড়ঃ। অচাটভট [প্রবেশঃ] অকিঞ্চিদ্‌প্রগ্রা[হ্যঃ সমস্তভা-]

দ্বিতীয় দিক্‌

৩৪। -গ ভোগকর হিরণ্যাদিপ্রত্যায়সমেতঃ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েনা-

৩৫। -চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালম্‌ মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ [চ পুণ্য]

৩৬। -যশোভিবৃদ্ধয়ে ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদিশ্য [শাণ্ডি]-

৩৭। -ল্যসগোত্রায়। শাণ্ডিল্য-অসিত-দৈবলপ্রবরা[য়]

৩৮। -হরিসব্রহ্মচারিণে। সামবেদিনে। কৌথুমীশাখাধ্যায়ি-

৩৯। -নে। মীমাংসাম্যা(ব্যা)করণতর্কবিদ্যাবিদে। ক্রোড়ঞ্চিবিনির্গতমৎস্যাবাসবিনির্গ-তায়। ছত্রাগ্রামবাস্তব্যায়। বেদান্তবিৎপদ্মাবনদেবপৈ(পৌ)ত্রায়। মহো-

৪০। পাধ্যায় অর্কদেবপুত্রায়। খোহ্লদেবশর্ম্মণে। সোমগ্রহে বিধিবৎ গঙ্গায়াং স্নাত্বা শাসনীকৃত্য প্রদত্তোহস্মাভিঃ। অতো ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্ত[ব্য]-

৪১। ম্‌ ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ। ভূমের্দানফলগৌরবাৎ। অপহরণেন চ মহানরক-পাতভয়াৎ। দানমিদমনুমোদ্যানুমোদ্যনুপালনীয়ম্‌ প( )ত(ভি)বাসিভি-

৪২। -শ্চ ক্ষেত্রকরৈঃ। আজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ীভূয় যথাকালং সমুচিতভাগভোগকরহিরণ্যাদি-প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি॥ সম(ম্ব)ৎ ১২ চৈত্র দিনে ৯ ভবন্তি

১১। মূলে "বিষয়পতি" স্থানে "বিষয়পী" লিখিত আছে।

৪৩। °চাত্র ধর্ম্মানুশ [ং] সিনঃ শ্লোকাঃ ॥ বহুভি (´) বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্ত যস্ত যদা ভূমিস্তস্ত তস্ত তদা ফল[ং]॥ ভূমি[ং] যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমি[ং] প্র-

৪৪। -যচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্য[ক]র্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গ-গামিনৌ। [।*] গামেকাং স্বর্ণমেকাঞ্চ ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলং। হরন্নরকমাপ্নোতি যাবদাহূত[সংপ্ল]বম্॥ ষষ্টিবর্ষ-

৪৫। সহস্রাণি স্বর্গে মোদ[তি, ভূ]মিদঃ॥ (।) আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ॥ স্বদত্তা[ং] পরদত্তা[ং] বা যো হরেত বসুন্ধরাম্। স বি[ষ্ঠায়াং] কৃমি[´] ভূত্বা পি-

৪৬। -তৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রাং (ন্) ভূয়ো ভূয়ঃ প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ। সামান্যোয়ম্ [ধ]র্ম্মসেতুর্ন্ পাণা [ং] কালে কালে পাল[নীয়ঃ ক্র]মেণ॥ ই-

৪৭। -তি কমলদলাম্বু [বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য-জীবিতঞ্চ। সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলো[প্যাঃ॥] সোসা-

৪৮। -বন্তিমার্য্যাং২০ [দার (?) সং সত্যদ(?) সানিপিঃ ব্রহ্মাণি সুরধামাধনোঃ শ(?)ক্র(?) ণাম্ দণ্ড ভূভুজাং॥ শ্রীমদ্বিগ্রহপালক্ষিতিপতিতিলকো ম্ পি ··ঃ। শ্রীবুর্দ্ধায় [রাজ ম (?) কী] বাম্-

৪৯। মন্ত্রিণমিহ শাসনে দূতং॥ পোসলীগ্রামনির্য্যাত-মহীধরদেবসূনুনা ইদং শাসন-মুৎকীর্ণং শশিদেবেন সি (শি) ল্পিনা [॥]

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২০। মূলে এই অংশ এক বার লিখিত হইলে তাহা কাটিয়া সেই অংশের উপরে পুনর্ব্বার যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার আংশিক পাঠমাত্র সম্ভব।

বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য*

আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালা শব্দকোষ† রাঢ় বা পশ্চিম-বঙ্গের প্রদেশ-বিশেষের শব্দ-কোষ; ইহা সমগ্র বাঙ্গালার শব্দকোষ নহে। কেন না, আমরা এই গ্রন্থে উক্ত দেশ বা প্রদেশের গ্রাম্য এবং কথ্য ভাষার শব্দাদি যে পরিমাণে উদ্ধৃত দেখিতে পাই, পূর্ব্ব বা উত্তর-বঙ্গের সেরূপ দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ এক জনের পক্ষে সমগ্র বঙ্গের শব্দ সংগ্রহ করা একরূপ অসাধ্য। তবে আশা করা যায়, অদূর-ভবিষ্যতে পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের কোনও মনীষী এ বিষয়ে অধ্যাপক যোগেশ বাবুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া সেই সেই দেশের শব্দকোষ সংকলন করিলে, বাঙ্গালা শব্দকোষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

যে সকল শব্দ প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় আগত, শব্দকোষে সেই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত হইতে নির্ণীত হওয়ায় অনেক স্থলে কষ্ট-কল্পনা হইয়াছে। নিম্নে তাহার বিষয় আলোচিত হইতেছে।

(১) "অকম্মা" শব্দ শব্দকোষে গ্রাম্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং গ্রাম্য শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে—"গ্রাম্য, অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষায়।" 'অকম্মা' শব্দ যে কেবল অশিক্ষিতেরাই ব্যবহার করে, ইহা ঠিক নহে। কথা কহিবার ভাষায় শিক্ষিতদিগকেও উহা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। 'কম্ম' শব্দ শিষ্ট প্রাকৃত এবং ইহারই পরিণতিতে 'কাম' শব্দ জাত। সুতরাং কথ্য ভাষায় 'কম্ম' ও 'কাম' উচ্চারণই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, শিক্ষিত লোকেরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না। এ অবস্থায় এই শ্রেণীর শব্দকে "অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষায়" না বলিয়া "কথিত ভাষায়" বলিলেই শোভন হইত।

(২) "অকাজ" শব্দ সংস্কৃত "অকার্য্য" শব্দ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের পরিণতির ধারা আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তু:—ধর্ম্ম—ধরম, কর্ম্ম—করম, ভ্রম—ভরম, প্রীতি—পিরীতি প্রভৃতি। উপরোক্ত নিয়মে "কার্য্য" শব্দের পরিণতিতে 'কারয়' শব্দ উৎপন্ন হওয়া এবং 'জ' স্থানে 'য' হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রাকৃত 'কজ্জ' শব্দ হইতে 'কাজ' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা বলিলে কোন গোল-যোগ হয় না। কজ্জ=কাজ, তথা অকজ্জ=অকাজ, ইহা সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে।

(৩) "অতিথ" শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী।" ইহা ঠিক হয় নাই। শ্রীধরস্বামী অতিথি শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"অজ্ঞাতপূর্ব্বগৃহাগতব্যক্তিঃ।" অতিথির লক্ষণে লিখিত হইয়াছে,—

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, এম্ এ, বাহাদুর-প্রণীত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গালা শব্দকোষ।

"যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ।
অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"

অমরকোষে—"আগন্তুঃ গৃহাগতঃ।" হেমচন্দ্রে—"অভ্যাগতঃ।" এই সকল প্রমাণে অপরিচিত কোন ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে, তাঁহাকেই অতিথি বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহা জানা গেল। কিন্তু আজকাল পরিচিত কোন ব্যক্তি গৃহে আসিলে তাঁহাকেও 'অতিথ' বলা হয়। তা তিনি সাধু-সন্ন্যাসীই হউন, আর সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ব্যক্তিই হউন। ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী অর্থে অতিথ শব্দের ব্যবহার কোথাও নাই। অতিথ-অভ্যাগত সহচর শব্দ নহে, উহা অতিথি শব্দের এক পর্য্যায়ের শব্দ। সহচর ও এক পর্য্যায়—এই দুইটি শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। সমান অর্থে ব্যবহৃত যে শব্দ, তাহাই এক পর্য্যায়; আর শব্দের পর নিরর্থক যে সব শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাই সহচর।

(৪) "অভরণ" শব্দটি গ্রাম্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন এবং পদাবলী-সাহিত্যে শব্দটির এত অধিক শিষ্ট-প্রয়োগ দেখা যায়, যাহাতে ইহাকে কোনরূপেই গ্রাম্য বলা যায় না। নিম্নে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—

কৈলাস জিনিয়া শিব দেহের বরণ।
প্রতি অঙ্গে শোভিয়াছে নানা অ ভ র ণ॥—গঙ্গামঙ্গল।
ঝলকত অ ভ র ণ চমকিত চন্দন :—শারদামঙ্গল।
আপন কন্যারে নানা অ ভ র ণ দিল।
গন্ধ চন্দন মাল্যে সুবেশ করিল॥—চৈতন্যমঙ্গল, বঙ্গবাসী সং।

সুতরাং 'অভরণ' শব্দটিকে গ্রাম্য বলা আমাদের মতে সমীচীন নহে। হিন্দী ভাষাতেও 'অভরণ' শব্দ আছে।

(৫) "অমিয়" শব্দটির ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে অনেক দেখা যায়। উহার অর্থ অমৃত। অমিয়, ইহার উচ্চারণ-বৈষম্যে অমিয়া—এই শব্দটির প্রয়োগও প্রাচীন সাহিত্যে প্রচুর আছে। প্রাকৃত 'অমিঅ' এবং শেষের স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু অমিআ' শব্দ হইতেই যে উক্ত শব্দ দুইটি আগত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু সংস্কৃত 'অমৃত' শব্দ হইতেই উক্ত শব্দটিকে জাত ঠিক করিয়াছেন এবং 'অমিয়' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'অমিয়া' এইরূপ বলিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, 'অমিয়' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'অমিয়া'—এরূপ বলা ঠিক নহে। রামা, শ্যামা, কেষ্টা প্রভৃতি শব্দ যেরূপ অন্ত্য স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু জাত, প্রাকৃত "অমিঅ" শব্দও সেইরূপ কথ্য বঙ্গভাষায় উচ্চারণে অন্ত্য স্বরের বলবৃদ্ধিবশতঃ 'অমিআ' রূপের মধ্য দিয়া 'অমিয়া' আকার পাইয়াছে, ইহাই আমাদের মত।

(৬) "আ" ধাতুর প্রয়োগে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে—"আমি আই," এরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালায় হয় না। কিন্তু আমরা জানি, পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। তবে শিক্ষিত লোকে প্রায়ই এরূপ প্রয়োগে অভ্যস্ত নহেন।

(৭) "আই, আউ" শব্দ দুইটি গ্রাম্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে;—অর্থ আয়ু। 'আই' শব্দটির প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে আছে কি না, আমরা জানি না; কিন্তু 'আউ' শব্দ প্রাচীন শিষ্ট-সাহিত্যে অনেক দেখা যায় এবং শব্দটি প্রাকৃত। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু 'শূন্যপুরাণ' হইতে 'আউ' শব্দের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া উহাকে গ্রাম্য বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, শূন্যপুরাণের বানান-পদ্ধতি প্রাকৃতের নিকটবর্ত্তী বলিয়া, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু উহাকে মূর্খ লোকের লিখিত অশুদ্ধ বানান-বোধে 'আউ' শব্দটিকে গ্রাম্য বলিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ প্রাকৃত ব্যাকরণ এবং বঙ্গভাষার প্রাচীন রূপ আলোচনা করিলে উহাকে অশুদ্ধ বানান বলা যায় না। প্রাচীন সাহিত্য হইতে 'আউ' শব্দের দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল,—

অ া উ থাকিতেঁ কাহ্নাঞি মরণ ইছসি।—চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন।

নমস্কার কৈলে ন্যথ বোলে দীর্ঘ অ া উ।—গোরক্ষবিজয়।

এই সকল দেখিয়া 'আউ' শব্দটিকে কোন মতেই গ্রাম্য বলা সমীচীন নহে।

(৮) "আই আই" শব্দ দুইটি সংস্কৃত "অয়ি" সম্বোধন হইতে জাত বলা হইয়াছে এবং "আই মা" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—"অয়ি মাতঃ।" আমরা কিন্তু মনে করি, মাতৃবাচক 'আই' শব্দ হইতেই 'আই মা' এবং 'আই আই' শব্দের জন্ম অনুমান করা সঙ্গত। "অয়ি মাতঃ" এরূপ সম্বোধন কোথাও শোনা যায় না, পক্ষান্তরে "মা জননি" এরূপ সম্বোধন আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। 'মা জননি' সম্বোধনে যেরূপ একার্থক দুইটি শব্দ বর্ত্তমান এবং তাহা শ্রুতিকটু বা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, সেইরূপ 'আই' শব্দের মাতা অর্থ হইলেও তাহার পরে আবার 'মা' শব্দ সংযোগ করিয়া 'আই মা' সম্বোধন হইতে পারে, ইহা মনে করা অসঙ্গত নয়। বিস্ময়সূচক "আই আই" শব্দের দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতচন্দ্র হইতে শব্দকোষে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

নাকে হাত এয়োগণ বলে অ া ই অ া ই।

কোন একটা বিস্ময়ের বিষয় উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ "ওমা ওমা" বা কেহ কেহ "আই আই" এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহার অর্থ একই মাতৃবাচক বটে। কিন্তু সংস্কৃত 'অয়ি' শব্দ হইতে 'আই' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা স্বীকার করিলে এ স্থলে "আই আই" শব্দের কোন সদর্থ হয় না। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকেরা বিস্ময়ে নাকে হাত দিয়া আই আই অর্থাৎ ও মা ও মা বলিতেছে—এইরূপ অর্থ বেশ সংলগ্ন হইতে পারে; সুতরাং আমাদের মনে হয়, বিস্ময়, নিন্দা, ঘৃণা প্রভৃতি অপরাপর অর্থে যে সব 'আই' শব্দ প্রযুক্ত হয়, মাতৃবাচক 'আই' শব্দ হইতেই তাহার উৎপত্তি অনুমান করা অযুক্ত নহে।

(৯) "আঁখর" শব্দটি সংস্কৃত 'অক্ষর' শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহা না বলিয়া প্রাকৃত "অক্‌খর" শব্দ হইতে জাত হইয়াছে, এই কথা বলিলে ভাল হয়। কেন না, 'আঁখর' শব্দের 'খ' সংস্কৃত 'অক্ষর' শব্দ হইতে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রাকৃত হইতে পাওয়া যায়।

(১০) সংস্কৃত 'আকুল' শব্দের পরিণতিতে প্রাকৃত "আউল" শব্দ জাত হইয়াছে,—উহার অর্থ আকীর্ণ অর্থাৎ ছড়ান। প্রাকৃত এই 'আউল' শব্দই বাঙ্গালা ভাষায় "আউল" তথা "আউলা" ধাতুতে পরিণত হইয়াছে। শব্দরত্নাবলী ও অভিধানচিন্তামণি প্রভৃতি সংস্কৃতকোষে আকুল শব্দের উপরোক্ত অর্থই ধৃত হইয়াছে এবং প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় আউল, আউলা ধাতুর প্রচলিত অর্থও এইরূপ বটে। কিন্তু শব্দকোষে আউল ও আউলা ধাতুর অর্থ লিখিত হইয়াছে,—"আউলাই—মোচন করি" এবং ইহার যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই,—'আউলিয়া কবরী, আউলাইল মাথায় কেশ।" উদ্ধৃত দুই স্থলে 'আউল' ধাতুর 'আকীর্ণ' ও 'ছড়ান' অর্থ হইতে মোচন বা খোলা—এই গৌণ অর্থ (Secondary meaning) কোন মতে স্বীকার করিয়া লইলেও 'সূতা আউলান, কাপড় আউলান' প্রভৃতি স্থলে 'খোলা' বা 'মোচন করা' অর্থ কোনরূপেই কল্পনা করা যায় না। কোনও শৃঙ্খলা বা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিন্যস্ত জিনিষকে বিপর্য্যস্ত করা অর্থেই আউলা ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত 'আউলিয়া কবরী ও আউলাইল মাথার কেশ' এই দুই স্থলে মোচন অর্থ কোনরূপে মানিয়া লইলেও, এখানে যে 'বিপর্য্যস্ত' অর্থই অধিক সমীচীন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং আউলা ধাতুর কেবল 'মোচন' অর্থ না করিয়া 'আকীর্ণ' ও 'ছড়ান' অর্থও গ্রহণ করা উচিত। আবার 'ব্যাকুল', 'উৎকণ্ঠা' অর্থেও 'আউলা' ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—

"দেখিতে কি সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আ উ লা ই ছে গা ॥"—প-ক-ত, ৭৬৮ পদ।

(১১) সংস্কৃত 'আবর্ত্ত' শব্দ প্রাকৃতে 'আঁবট্ট' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ব-কারের উচ্চারণ ও-কারে পরিণত হয়, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যেমন, আবাস—আওয়াস। এইরূপে প্রাকৃত 'আবট্ট' শব্দ 'আওট' রূপ পরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা 'আওটা' ধাতুতে পরিণত হইয়াছে। দুগ্ধ আওটান অর্থে দুধ জ্বালে চড়াইয়া আলোড়িত করা; ইহার অর্থ কখন 'দ্রবীভূত করা' হইতে পারে না। তবে 'ধাতুদ্রব্য আওটান'—ইহাতে দ্রবীভূত অর্থ আসিতে পারে। ধাতু দ্রব্যের উল্লেখ না করিয়া, দুগ্ধ আওটানের দৃষ্টান্তের পূর্ব্বে 'দ্রবীভূত করি' এই কথা বলায় সাধারণ পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণা হইবার সম্ভাবনা। আর 'আওটা' ধাতুর উৎপত্তি সংস্কৃত আবর্ত্তিত শব্দ হইতে না করিয়া প্রাকৃত 'আবট্ট' শব্দ হইতে করাই উচিত।

(১২) "আছ" ধাতু সংস্কৃত অস্ ধাতু হইতে জাত, শব্দকোষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই ধাতুটি খাঁটি প্রাকৃত। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দিলাম,—

পরিফুল্লিঅ কেসু ণআ বণ অ া ছে।—প্রাকৃতপৈঙ্গল।

(১৩) প্রাকৃত 'অজ্জ' শব্দ হইতে বাঙ্গালায় আজ, আইজ, আজি ও আজু প্রভৃতি শব্দ জাত হইয়াছে, ইহাই ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত। কিন্তু শব্দকোষে দেখিলাম,—"স° অন্ত—

অইদ—আইদ—আইজ আসিয়াছে, সংপ্রা' অজ্জ হইতে নহে। অজ্জ হইতে আসিলে উচ্চারণ আজ্ব হইত, আজি হইত না।" আমরা এই কথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। "অজ্জ হইতে আসিলে উচ্চারণ আজ হইত," এই কথায় আমরা বুঝিয়াছি যে, বঙ্গভাষায় যে 'আজ' শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই এবং এই জন্ম উক্ত 'আজ' শব্দটিও ভ্রমবশতঃই শব্দকোষে লিখিত হয় নাই। যে নিয়মে 'আজ' শব্দ হইতে 'আজু' উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নিয়মেই আজ শব্দের শেষে ই-কার আগম হইয়া 'আজি' এবং এই ই-কার পৃথক্ উচ্চারিত হইয়া 'আইজ' শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বলা অসঙ্গত নহে। এই সকল বিবেচনা করিয়া এবং 'আজ' শব্দ যখন বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত, তখন প্রাকৃত 'অজ্জ' শব্দ হইতেই উপরোক্ত শব্দ সকল উৎপন্ন, ইহা বলা সঙ্গত।

(১৪) সংস্কৃত অষ্ট শব্দ হইতে 'আঠ' ও 'আট' শব্দের উৎপত্তি না বলিয়া, প্রাকৃত 'অট্ঠ' শব্দ হইতে বলিলেই ভাল হয়। কেন না, 'অষ্ট' শব্দ হইতে অষ্ট=অষট=আষট শব্দ উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

(১৫) অষ্টাদশ শব্দ হইতে বাঙ্গালায় 'আঠার' শব্দের উৎপত্তি হয় নাই। প্রাকৃত 'অট্ঠারহ' শব্দ হইতেই উক্ত শব্দ জাত।

(১৬) "আঁঠি" শব্দ সংস্কৃত 'অস্থি' শব্দ হইতে উৎপন্ন না বলিয়া, প্রাকৃত 'অট্ঠি" শব্দজাত বলাই বিধেয়।

(১৭) "আধ"-শব্দটিকে গ্রাম্য বলা চলে না। শিক্ষিত লোকের লিখিবার বা কহিবার ভাষায় যে শব্দের ব্যবহার নাই, তাহাকেই গ্রাম্য বলা যাইতে পারে। যে শব্দ শিক্ষিত লোকে কহিবার ভাষায় ব্যবহার করেন, কিন্তু সাহিত্যে যাহার প্রয়োগ দেখা যায় না, এরূপ শব্দকেও গ্রাম্য বলা ঠিক নহে। পরন্তু যাহার প্রয়োগ কথিত এবং সাহিত্য উভয় ভাষাতেই পাওয়া যায়, সেই শব্দ কোনরূপেই গ্রাম্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। 'আধ' শব্দের ব্যবহার প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্য ও কহিবার ভাষায় এত অধিক যে, ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। আর 'আধ' শব্দ সংস্কৃত অর্দ্ধ শব্দ হইতে জাত নহে—উহা প্রাকৃত 'অদ্ধ'-শব্দজ। সংস্কৃত 'অর্দ্ধ' হইতে 'অরধ' শব্দ হওয়াই সম্ভব। অদ্ধ=অধ=আধ। অদ্ধ শব্দের পরবর্ত্তী 'অধ' রূপ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে ; যথা,—

আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ।
অ ধ নদী গেলেঁ পুনি বহেঁ খর বাএ॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

(১৮) "অন্ধল" শব্দটি প্রাকৃত-সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে—অর্থ 'অন্ধ'। 'অন্ধল' শব্দের পরবর্ত্তী রূপ 'আন্ধল' প্রাচীন বাঙ্গালায় পাওয়া যায় ; যথা,—

কামে অ া ন্ধ ল হঅঁা বাট নাহিঁ দেখ॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

ইহার পরবর্ত্তী রূপ 'আঁধল'। যথা—"আঁধলের নড়ি"—কবিকঙ্কণ। 'আঁধল প্রেম পহিলে

নাহি হেরলুঁ।" - প্রাচীন পদ। সুতরাং "আঁধল" শব্দটি প্রাকৃত 'অন্ধল' শব্দের রূপভেদ মাত্র। কিন্তু শব্দকোষে 'অন্ধ' শব্দ হইতে 'আঁধল' শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা হইয়াছে।

(১৯) "আন্ধার" এবং "আঁধার" শব্দ সংস্কৃত 'অন্ধকার' শব্দ অপেক্ষা প্রাকৃত 'অন্ধার' বা 'অন্ধআর' শব্দের খুব নিকটবর্ত্তী। প্রাচীন বাঙ্গালা চর্য্যাপদে ইহারই সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

নিসিঅ অ ন্ধা রী সুসার চোরা।

(২০) "আপন" শব্দ সংস্কৃত আত্মন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন না বলিয়া প্রাকৃত 'অপ্পণ' শব্দজাত বলাই উচিত বোধ হয়। কারণ, প্রাচীন বাঙ্গালায় 'অপণ' শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা—

অ প ণে রচি রচি ভবনির্ব্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অ প ণা॥—চর্য্যাপদ।

ইহার পরবর্ত্তী রূপ 'আপণ' আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনে দেখিতে পাই। যথা,—

আ প ণ গৌরব রাধা রাখহ আ প ণে॥

বর্ত্তমান রূপ 'আপন'।

(২১) সংস্কৃত অহং শব্দ হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ আসিয়াছে, ইহা বড় কষ্ট-কল্পনা। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু যদি কতক পরিমাণে সংস্কৃতের পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার মূলে প্রাকৃতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তবে এরূপ গোলযোগ হইত না। 'অহং' অর্থে প্রাকৃতে 'অম্মি', 'হুং' এবং 'মম' এই তিন প্রকম প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা, -

অহমর্থে অম্মি-হুং-মমাঃ।—প্রাকৃতসর্ব্বস্ব।

এই 'অম্মি' হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ সহজেই আসিতে পারে।

(২২) "আবার" শব্দের ব্যুৎপত্তিস্থলে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে—"(অপর বার, আর বার=আবার)।" কিন্তু আঅর বার=আর বার=আবার, এইরূপ বলিলেই ভাল হইত। অপর-শব্দজাত এই 'আঅর' শব্দের দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়। যথা,—

আ অ র সন্দেশ লওঁ বাহুর কহনে।—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

(২৩) যোগেশ বাবুর সিদ্ধান্ত—'আলগ' এবং 'আলগা' শব্দ সংস্কৃত 'অলগ্ন' শব্দ হইতে জাত। বস্তুতঃ উহা প্রাকৃত 'অলগ্‌গ' শব্দ হইতেই উৎপন্ন। 'অলগ্ন' শব্দের পরিণতিতে 'অলগন' তথা 'আলগন' শব্দ উৎপন্ন হওয়াই সম্ভব এবং বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে। হিন্দী ভাষাতেও প্রাকৃতের অনুরূপ 'অলগ্' শব্দ আছে।

(২৪) "আলোনা, লোণ, লোনা" প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত 'অলবণ' ও 'লবণ' শব্দ হইতে বাঙ্গালায় আসে নাই। প্রাকৃত-সাহিত্যে 'অলোণ', লোণ' শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। ইহা হইতেই বাঙ্গালায় "আলোনা, লোণ ও লোনা" শব্দ জাত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

(২৫) "আহীর" শব্দটি প্রাকৃত। সংস্কৃত 'আভীর' হইতে বাঙ্গালায় 'আহীর' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বলা অনাবশ্যক।

(২৬) "উকি" শব্দ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"উকি (ওঠা).. ব্য, (সং হিক্কা)। হেচকি।" এ সম্বন্ধে আমাদের মত অন্যরূপ। প্রাকৃতে "ওক্কিঅ" বলিয়া একটি শব্দ আছে; উহার অর্থ বান্ত, বমি করা। এই বান্ত এবং 'বান্তকালীন শব্দ' অর্থে 'ওক' শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত। প্রাকৃত 'ওক্কিঅ' শব্দের পরিণতিতে পূর্ব্ববঙ্গে 'ওক' শব্দ যে যে অর্থে প্রচলিত, ওক্কিঅ=ওকি=উকি শব্দও পশ্চিমবঙ্গে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ 'হিক্কা' বা 'হেচকি' নহে, বমি বা বমিকালীন শব্দ। পূর্ব্ববঙ্গে "ওক উঠা" শব্দের অর্থ বমি ওঠা। বঙ্গের সমস্ত জায়গার খবর অবশ্য আমরা জানি না। 'হিক্কা' অর্থে 'উকি' শব্দের ব্যবহার কোথাও থাকিলে উহা যে বান্তকালীন শব্দের ভ্রান্ত সাদৃশ্যে প্রচলিত হইয়া থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(২৭) বাঙ্গালা 'উঘাড়' ধাতু প্রাকৃত 'উগ ঘাড়' ধাতু হইতেই জাত। সংস্কৃত 'উৎঘাটি' ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

(২৮) 'উচ্ছব' শব্দ সংস্কৃত 'উৎসব' শব্দ হইতে আসে নাই এবং উহা গ্রাম্যও নহে। সেতুবন্ধ নামক প্রাকৃত মহাকাব্যে শব্দটি পাওয়া গিয়াছে, ইহা শিষ্টপ্রাকৃত। যথা,—

> মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
> সাগরঃ সুক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্ ॥—কাব্যাদর্শ।

(২৯) বাঙ্গালা "উঠ" ধাতুর মূলে প্রাকৃত "উট ঠ" ধাতু বর্ত্তমান। ইহার সহিত সংস্কৃত 'উৎ-স্থা' ধাতু বা 'উত্থান' শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই।

(৩০) "উড়নী" শব্দের মূল প্রাকৃত "ওড্ঢণ"; অর্থ—উত্তরীয়। ইহা হইতেই হিন্দী ওঢ়না, ওঢ়নী; ওং ওঢ়ণা; বাঙ্গালা ওড়না ও উড়নী শব্দ জাত হইয়াছে। সংস্কৃত "(আ)বরণ শব্দ স্বচ্ছন্দে ওরণ, ওড়ণ, ওড়না হইতে পারে" না।

(৩১) "উড়ি" শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা হয় নাই। উহা প্রাকৃত 'উড়িদ' শব্দ হইতে আসিয়াছে।

(৩২) "সং উৎ-লুট, লুঠ বা লুণ্ঠ ধাতু" হইতে বাঙ্গালা 'উলট' ধাতুর জন্ম কল্পনা করিবার আবশ্যক মোটেই নাই। উহা প্রাকৃত "উল্লট ট" ধাতু হইতে আসাই সহজ। উলট ধাতুর "প্রাচীন রূপ উলুটা" বলা হইয়াছে। ইহার একটি সুপ্রাচীন দৃষ্টান্ত দিলে 'উলুটা' ধাতুর প্রাচীনত্ব বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারিতাম। প্রাচীন এবং পদাবলীসাহিত্যে আমরা এ পর্য্যন্ত 'উলট' ধাতুর প্রয়োগই লক্ষ্য করিয়াছি।

(৩৩) এগার, বার, তের, চৌদ্দ, পনর প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে প্রাকৃত এগারহ, বারহ, তেরহ, চউদ্দহ, পণ্ণরহ প্রভৃতি শব্দ হইতে জাত। ইহাতে সংস্কৃতের কোন সংশ্রবই নাই।

(৩৪) "এবে" শব্দ প্রাকৃত 'এবহিং' শব্দের পরিণতি। উহার অর্থ 'ইদানীং'; 'অদ্যাপি' নহে। যথা—

দাণিং এন্‌হিং এত্তহে এ ব হিং ইদানীমঃ।—প্রাকৃতলক্ষণ।

মরাঠী এবহাঁ, প্রাচীন বাঙ্গালায় এবেঁ।

(৩৫) "ওথা" শব্দ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"ওথা…ব্য. (স° তত্র)।" এই অর্থ আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হইল না। সংস্কৃতে আমরা যে স্থলে 'তত্র' শব্দ ব্যবহার করি, বাঙ্গালায় সেই স্থলে 'তথা' শব্দের ব্যবহার হয়। সেইরূপ সংস্কৃতে যেখানে 'অমুত্র', 'অমুষ্মিন্' শব্দের প্রয়োগ হইবে, বাঙ্গালায় তথায় 'ওথা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; উহা সংস্কৃত অদস্ শব্দজাত, তদ্‌শব্দজাত নহে।

(৩৬) "কই" শব্দ সংস্কৃত ক, কহি শব্দ হইতে জাত নহে। উহার মূলে প্রাকৃত 'কহিং' শব্দ বর্ত্তমান। চর্য্যাপদে ইহার পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস।

বলা বাহুল্য, এই 'কহিঁ' শব্দ প্রাকৃত 'কহিং' শব্দেরই অনুরূপ এবং কহিঁ=কহি=কই, ইহা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে।

(৩৭) "কড়াই, কড়া" এই শব্দ দুইটি সংস্কৃত 'কটাহ' শব্দ হইতে জাত না বলিয়া, প্রাকৃত "কড়াহ" শব্দজ বলিলে খুব সহজ হইত। মৃচ্ছকটিকে—"লোহকড়াহ।"—১ম অ°।

(৩৮) "কনয়" ও "কনয়া" শব্দ দুইটি প্রাচীন সাহিত্যে সুপরিচিত। প্রাকৃত "কণঅ" শব্দ হইতে বাঙ্গালায় এই শব্দটি আগত হইয়াছে এবং ইহার অবিকৃত রূপও প্রাচীন বাঙ্গালায় বর্ত্তমান। যথা,—

"ক ণ অ। সদৃশ রাধা তোহ্মার গাঅ।"—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

প্রাকৃত 'কণঅ' শব্দের অ-কার য়-কারে[১] এবং ণকার সংস্কৃত 'কনক' শব্দের আদর্শে ন-কারে পরিণত হইয়াই যে 'কনয়, কনয়া' শব্দ জাত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু ইহা স্বীকার না করিয়া, সংস্কৃত 'কনক' শব্দ হইতেই 'কনয়' শব্দের উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালা শব্দকোষ দেখিয়া যাঁহারা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের শব্দগত ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। আর একটি কথা এই যে, 'কনয়' শব্দ আমরা শব্দকোষে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ইহার প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক আছে। এ স্থলে একটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম,—

ক ন য়-খচিত অবলম্বনদণ্ড।—গোবিন্দদাস।

(৩৯) "কমন" শব্দ সম্বন্ধে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে,—"কমনে…ব্য° (স° কিং

১। কোন প্রাকৃত গ্রন্থে 'কণয়' শব্দও পাওয়া গিয়াছে।

স্থানে)। কোথায়।" সংস্কৃত 'কিং স্থান' হইতে 'কমন' শব্দের উৎপত্তি আমাদের অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া ইহার মৌলিক অর্থ যে "কোথায়", এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। "কোন্" এবং "কি" অর্থে প্রাকৃতে "কমণ" শব্দের প্রয়োগ আছে। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও উক্ত অর্থে অবিকল এই শব্দটি পাওয়া যায়। যথা,—

"ইহার মরণ হুএ ক ম ণ উপাএ॥"—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

সুতরাং "কমণ" শব্দের মৌলিক অর্থে যে "কি" এবং প্রাকৃত "কমণ" শব্দ হইতেই যে ইহা আগত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। 'কোথায়' অর্থেও অধুনা 'কমন' শব্দের ব্যবহার আছে; কিন্তু ইহা ঐ শব্দটির গৌণ অর্থ (Secondary meaning)। কম্‌নে যাও—কোথাও যাও।

(৪০) "ঘুম" শব্দ অপ্রাচীন বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহার বিপরীত প্রমাণ পাইয়াছি। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল,—

ঘু ম ই ন চেবই সপরবিভাগা।—চর্য্যাপদ।
তবে কেহ্নে কাল ঘু ম যাইবোঁ।—কৃষ্ণকীর্ত্তন।
ঘু ম ক আলসে জদি পলটি হোউ পাস।—বিদ্যাপতি।
পালঙ্কে শয়ন ঘু মে অচেতন।—　　ঐ
আঁখি ঢুলুঢুলু ঘু মে তে আকুল।—চণ্ডীদাস।
লখাই বিপুলা হৈল ঘু মে অচেতন।—পদ্মাপুরাণ, (বংশীদাস)।

ইহা ছাড়া প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যে ইহার আরও অনেক প্রয়োগ আছে।

'ঘুম' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও এ পর্য্যন্ত ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি নাই। কিন্তু চর্য্যাপদে অপরাপর প্রাকৃত রূপের মত ইহার "ঘুমই" রূপ দেখিয়া আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, উক্ত শব্দটি প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় আসিলেও আসিতে পারে। তবে যত দিন না ঐ শব্দটি প্রাকৃত-সাহিত্যে বা কোষগ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে, তত দিন নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যাইবে না।

বাঙ্গালা শব্দকোষের ১ম খণ্ডের খানিকটা মাত্র এ পর্য্যন্ত আমরা দেখিবার অবসর পাইয়াছি। তাহার মধ্যে যে কয়টি বিষয় আমাদের নিকট ভুল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা সে সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। শব্দকোষের এই সামান্য অংশ পাঠ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, সংস্কৃতের দিক্ দিয়া বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন নাই। বঙ্গভাষায় যে সংস্কৃত শব্দ বহু পরিমাণে প্রচলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃতি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী। সুতরাং যে সকল শব্দ প্রাকৃত ভাষা

হইতে আগত বা উৎপন্ন, সে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃতের ভিতর দিয়া করা ঠিক নহে। তা ছাড়া আমরা এত দিন যে সকল শব্দকে খাঁটি সংস্কৃত বলিয়া জানিতাম, এখন দেখিতেছি যে, তাহাদের অনেকগুলিই তৎসম। সময় ও সুযোগ হইলে শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং লিখন-প্রণালী*

বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সাত কোটী, এবং এই সাত কোটী অধিবাসীর সাধারণ নাম বাঙ্গালী। বর্ত্তমান সময়, কয়েকটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সমবায়ে বাঙ্গালী জাতি গঠিত। তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুইটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই প্রধান। আমার বিশ্বাস, কোন ধর্ম্মের নামে কোন জাতির নামকরণ হয় নাই। মাতৃভাষা, এবং মাতৃভূমির নামানুসারেই জাতির নামকরণ হইয়া থাকে। যাঁহারা কেবল হিন্দুকে বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, এবং মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান প্রভৃতিকে বাদ দেন, আমার মতে তাঁহারা ভ্রান্ত। কারণ, বঙ্গদেশে 'বাঙ্গালী' নামে কোন ধর্ম্ম নাই। বাঙ্গালার হিন্দু-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের নাম 'আর্য্য-ধর্ম্ম' এবং মুসলমান-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের নাম 'ইসলাম-ধর্ম্ম'। বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ নাম যেমন বাঙ্গালী, সেই প্রকার মান্দ্রাজের হিন্দু-মুসলমান মান্দ্রাজী, গুজরাতের হিন্দু-মুসলমান গুজরাতী, বেহারের হিন্দু-মুসলমান বেহারী, পঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান পাঞ্জাবী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বাঙ্গালার ন্যায় ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশেই হিন্দু-সম্প্রদায় বাস করেন। বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া, হিন্দু-সম্পাদিত সংবাদপত্রাদিতে, কেবল হিন্দুদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করার ফলে, "ক্যাল্‌কেশিয়ান" (কলিকাতাবাসী) মুসলমানেরা হিন্দুমাত্রকেই বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং ক্রমে সুদূর পল্লীগ্রামেও এই সংক্রামকতা প্রবেশ করিতেছে। ইহা যে অমঙ্গলের চিহ্ন, সে কথা বলাই বাহুল্য। ক্রমে হয় ত ইহা এক প্রকাণ্ড বিষ-বৃক্ষের সৃষ্টি করিবে—হিন্দু মুসলমানের মিলনে অন্তরায় ঘটাইবে।

যে সকল মুসলমান, বাঙ্গালা দেশের মুসলমান অধিবাসীদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আরবের মুসলমানদিগকে 'আরবী', পারস্যের মুসলমানদিগকে 'পার্শী' এবং আফ্‌গানের মুসলমানদিগকে 'আফ্‌গানী' বলা হয় কেন? আমাদের এই প্রশ্নের কি কোন সদুত্তর তাঁহারা দিতে পারেন? যে কারণে আরবের, পারস্যের অথবা আফ্‌গানের মুসলমানদিগকে 'আরবী', 'পার্শী' ও 'আফ্‌গানী' বলিয়া উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না, সেই কারণে বাঙ্গালার মুসলমানদিগকেও 'বাঙ্গালী' বলিয়া উল্লেখ করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না কেন?

কিন্তু বঙ্গদেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসিবৃন্দের বাঙ্গালী নাম

---

* যত দিন ইহা অপেক্ষা কোন উত্তম প্রণালী আবিষ্কৃত না হয়, তত দিন বঙ্গসাহিত্যে এই প্রণালীরই প্রচলন বাঞ্ছনীয়।

সার্থক করিতে হইলে, সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগকে 'বাঙ্গালী'র যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ বাঙ্গালা সাহিত্য—তথা বাঙ্গালী সাহিত্যকে এরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহার ফলে, ঐ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব ও শ্লাঘা অনুভব করিতে পারেন।

'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য-সভা। ইহা কেবল হিন্দুরও নহে, এবং কেবল মুসলমানেরও নহে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি বঙ্গভাষাভাষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এখানে সমান অধিকার। এক কথায় ইহাই বলা উচিত যে, এই "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির" বাঙ্গালীমাত্রেরই মহাতীর্থ। মধ্যে মধ্যে এই তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই অবশ্য কর্ত্তব্য-কার্য্যমধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। এ জাতি সকল প্রকার অত্যাচারই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ, ধর্ম্মের নিন্দা সহ্য করিতে অক্ষম। পরন্তু বাঙ্গালা দেশে ইহাই একমাত্র স্থান, যে স্থানে একে অপরের ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ ও ধর্ম্মের নিন্দা করিতে বিধি অনুসারে অক্ষম। কেবল তাহাই নহে, এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুশাসন মান্য করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রাদির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমাধার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা ও চর্চ্চা করিতে সক্ষম। অতএব এরূপ মহাসুযোগ ত্যাগ করা হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কোনক্রমেই উচিত নহে।

হিন্দুর সংস্কৃত, মুসলমানের আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূ, এবং খৃষ্টিয়ানের ইংরাজী, ল্যাটীন ও হিব্রু ধর্ম্মভাষা। কিন্তু ঐ সকল ভাষা, এ দেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কথিত ভাষা নহে। এ দেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কথিত ভাষা বাঙ্গালা। সুতরাং ঐ সকল ভাষায় লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি যত দিন পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অনূদিত ও বঙ্গাক্ষরে আমূল উদ্ধৃত হইয়া প্রকাশিত না হইবে, তত দিন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও উন্নতি লাভ একপ্রকার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, এবং তত দিন সম্পূর্ণরূপে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিলাভ ঘটিবে না। সুখের বিষয়, হিন্দু-ভ্রাতারা পূর্ব্ব হইতেই এই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থাদির বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আমূল উদ্ধৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং এই কার্য্যে তাঁহারা অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছেন। কিন্তু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানেরা এই কার্য্যে এখনও তত মনোযোগী হয়েন নাই।

খৃষ্টিয়ান ভ্রাতারা, ইংরাজী, ল্যাটিন ও হিব্রুভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তিকা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমার মনে হয়, তাহা যথেষ্ট নহে। মুসলমানেরা, আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় যে সমস্ত পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা অনেক অধিক হইলেও, ঐ সকল গ্রন্থ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় লিখিত নহে বলিয়া, শিক্ষিত হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান ভ্রাতারা তাহার কোনই

খবর রাখেন না, এবং আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদিগের নিকটও তাহার কদর কম'। বঙ্গদেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লিখিত ভাষা যে একপ্রকার হওয়া উচিত, বোধ হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। যত দিন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের লিখিতভাষা একপ্রকার না হইবে, তত দিন পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হইবে না,—তত দিন পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবের বৃদ্ধি হইবে না। আবশ্যক হইলে সকল ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার হইতে নূতন নূতন শব্দ গ্রহণ করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে। কেবল সংস্কৃতভাষার শব্দ অথবা কেবল আরবী, পার্শী ভাষার শব্দ বঙ্গভাষার নামে চালাইলে চলিবে না, এবং 'যাহা চলিয়াছে, কেবল তাহাই চালাও' বলিলেও চলিবে না।

বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজে এক দল লোক আছেন, তাঁহারা আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূ ভাষায় লিখিত ইসলাম ধর্ম্মগ্রন্থগুলির বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় (সম্পূর্ণ অথবা আংশিক) অনুবাদ করা বা হওয়া পছন্দ করেন না। তাই তাঁহারা 'মুসলমানী বাঙ্গালার' পক্ষপাতী।* এ দলের যুক্তি এই যে, "মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের ভাষা আরবী, এবং তাঁহাদের দৈনিক ধর্ম্মকার্য্য উপাসনাদি কোরাণের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। পরন্তু আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূ ভাষার বর্ণমালার মধ্যে এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, যাহার উচ্চারণ অতি কঠিন। পার্শী ও উর্দ্দূ ভাষার বর্ণমালাগুলি, আরবী ভাষার বর্ণমালার অনুরূপ। তাই আরবী ভাষার শব্দ, পার্শী-উর্দ্দূ বর্ণমালার সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোন ব্যাঘাত জন্মে না। মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল পুস্তক রচনা করা হয়, তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আরবী, পার্শী ও উর্দ্দূ অক্ষর ব্যবহার করিবার সুযোগ ঘটে। কিন্তু বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় ও তাহার বর্ণমালার সাহায্যে, মুসলমানী ধর্ম্মগ্রন্থাদি অনুবাদ, এবং উদ্ধৃত করিতে হইলে, মূলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। কারণ, আরবী বর্ণমালার মধ্যে এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, যাহার উচ্চারণ বাঙ্গালা বর্ণমালার কোন অক্ষরের দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। আবার উচ্চারণ ঠিক না হইলে অর্থের পার্থক্য উপস্থিত হয়। সুতরাং বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে আরবী, পার্শী ও উর্দ্দূ ভাষায় লিখিত মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের মূল ও অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।"

আমার মনে হয়, যদি বাঙ্গালা বর্ণমালার মধ্যে দুই চারিটি অক্ষরের রূপান্তর উপস্থিত করতঃ কয়েকটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে উপরোক্ত দলের আপত্তি খণ্ডন হইতে পারে, এবং পরিষদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আরবী বর্ণমালার দিকে লক্ষ্য করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, মোট ত্রিশটি অক্ষর আরবী বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। পার্শী ও উর্দ্দূ বর্ণমালার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; এতদুভয়ের অক্ষরের সংখ্যা প্রত্যেকটিতে ৩৮টি। বাঙ্গালা বর্ণমালার মধ্যে মোট অক্ষরসংখ্যা ৪৬টি। সুধীবৃন্দের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর অক্ষরগুলি পর পর সন্নিবেশিত করিলাম।

* 'মুসলমানী বাঙ্গালা' ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলিতে প্রায় দশ, কি বার আনা রকম শব্দ আরবী ও পার্শী।

আরবী-বর্ণমালা

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه لا ء ي

পার্শী-উর্দ্দূ-বর্ণমালা

ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ ذ ر ڑ ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک
گ ل م ن و ہ لا ء ی ے

এইবার আমরা বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার কোন্ কোন্ অক্ষরের সাহায্যে, আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূ বর্ণমালার কোন্ কোন্ অক্ষর লেখা যাইতে পারে, এবং তাহা যথাযথভাবে উচ্চারিত হইবে কি না, নিম্নে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আরবীর 'আলেফ' ও পার্শী-উর্দ্দূর 'আলেফ' বঙ্গভাষার বর্ণমালার 'আ'র সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোন পার্থক্য ঘটিবে না। আরবীর 'বে' ও পার্শী-উর্দ্দূর 'বে' বাঙ্গালার 'ব'র সাহায্যে লিখিলে কোনপ্রকার অসুবিধার কারণ নাই। আরবী বর্ণমালার মধ্যে 'পে' ও 'টে' অক্ষর নাই; পার্শী-উর্দ্দূ বর্ণমালায় ঐ দুইটি অক্ষর দেখা যায়। সুতরাং বাঙ্গালার 'প'র সাহায্যে 'পে' ও 'ট'র সাহায্যে 'টে' লিখিলে কোনই ক্ষতি নাই। আরবীর ও পার্শী-উর্দ্দূর 'তে' অক্ষর, বাঙ্গালার 'ত'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'সে' অক্ষর বাঙ্গালার 'স'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হইবে না; সে কারণ আমার মনে হয়, বাঙ্গালার 'স'এর নিম্নে 'স্' ছোট ড্যাস দিয়া একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'জিম' বাঙ্গালার 'জ'র সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোনই ত্রুটি হইবে না। আরবীতে 'চে' অক্ষর নাই, পার্শী-উর্দ্দূতে আছে; সুতরাং উহা বাঙ্গালার 'চ' অক্ষরের সাহায্যে লেখার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'হে' (বড় 'হে') বাঙ্গালার 'হ'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'খে' বাঙ্গালার 'খ'র সাহায্যে লিখিলে ঠিক হয়।

আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'দাল্' বাঙ্গালার 'দ'র সাহায্যে লেখার পদ্ধতি প্রচলন হওয়া উচিত। আরবীতে 'ডাল্' অক্ষর নাই, পার্শী-উর্দ্দূর 'ডাল্' অক্ষর বাঙ্গালার 'ড'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'জাল্' বাঙ্গালার 'জ' দিয়া লেখার ব্যবস্থা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'রে' অক্ষর বাঙ্গালার 'র' অক্ষরের সাহায্যে লেখা হউক। আরবীতে 'ড়ে' অক্ষর নাই। বাঙ্গালার 'ড়' অক্ষরের সাহায্যে পার্শী-উর্দ্দূর 'ড়ে' অক্ষর লিখিলে ঠিক হয়। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূর 'জে' অক্ষর বাঙ্গালার 'জ'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হয় না। সে কারণ 'জ'র নিম্নে একটি বিন্দু 'জ়' দিয়া, একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করতঃ, উক্ত 'জে' অক্ষর লেখার ব্যবস্থা করা হউক। আরবীতে 'জ়ে' অক্ষর নাই। পার্শী-উর্দ্দূর 'জ়ে' অক্ষর, বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে লিখিতে হইলে, আরও একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন আমার মতে বাঙ্গালা 'জ'

অক্ষরের নিম্নে দুইটি ক্ষুদ্র ন্যাস দিয়া, একটি নূতন অক্ষর-সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'সিন' অক্ষর, বাঙ্গালার 'স' দিয়া লেখা উচিত। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'শিন' বাঙ্গালার 'শ'র সাহায্যে লিখন-পদ্ধতি আছে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'সোয়াদ' বাঙ্গালার 'স'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হইবে না। সে কারণ 'স'র নিম্নে একটি বিন্দু দিয়া "স়" একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'দোওয়াদ' বা 'জোয়াদ' বাঙ্গালার 'দ' বা 'জ' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। কিন্তু যিনি 'দোওয়াদ' উচ্চারণ করিবেন, তাঁহার কোন গোলযোগ না হইলেও, 'জোয়াদ' উচ্চারণ-কারীর পক্ষে বাঙ্গালার 'জ' ব্যবহার ঠিক হইবে না। সে কারণ 'জ'র নিম্নে দুইটি বিন্দু যোগ করিয়া, আর একটি নূতন ( ) অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক।

আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর "তো'এ" অক্ষর বাঙ্গালার 'ত'র সাহায্যে লিখিলে কোন দোষ হয় না। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'জো'এ' লিখিবার জন্য বাঙ্গালার 'জ'র নিম্নে তিনটি বিন্দু দিয়া (জ) আর একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'আয়েন' বাঙ্গালার 'আ' অক্ষরের নিম্নে একটি বিন্দু (আ়) দিয়া, অপর একটি নূতন অক্ষর সৃষ্টি করতঃ লেখার ব্যবস্থা করা উচিত। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'গায়েন' অক্ষরের জন্য বাঙ্গালার 'গ' অক্ষরের নিম্নে একটি বিন্দু (গ়) দিয়া একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'ফে' অক্ষর বাঙ্গালার 'ফ'র সাহায্যে লেখা যায়। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'ছোট কাফ' বাঙ্গালার 'ক'র সাহায্যে লিখিলে চলিতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'বড় কাফ' অক্ষর লেখার জন্য, বাঙ্গালার 'ক' অক্ষর ব্যবহার করিলে ঠিক হয়। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'লাম', 'মিম', 'নুন' ও 'ওয়াও' অক্ষর বাঙ্গালার 'ল', 'ম', 'ন' ও 'ও' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। কিন্তু 'ওয়াও' কখনও কখনও 'ব'র ন্যায় উচ্চারণ হয়। যখন এই প্রকার ঘটে, তখন বাঙ্গালার শেষ 'ব' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'ছোট হে' বাঙ্গালার 'হ্ব' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর "লা'মালেফ" একমাত্র যুক্ত অক্ষর। সুতরাং এই অক্ষরটি, বাঙ্গালার 'লাম-আলেফ' রূপে লিখিলে ভাল হয়। আরবী ও পার্শী-উর্দ্দুর 'হামজা' ও 'ইয়া' বাঙ্গালার 'হ' ও 'ই' অক্ষরের সাহায্যে লেখা উচিত। হিন্দির ইয়া নামক পার্শী-উর্দ্দুর ঈয়া "ঈ" অক্ষরের সাহায্যে লিখিলে ভাল হয়।

• উল্লিখিত ব্যবস্থানুসারে যদি আরবী ও পার্শী-উর্দ্দু ভাষাকে বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আবশ্যকানুযায়ী উদ্ধৃত করা যায় এবং ঐ ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি আরবী ও পার্শী-উর্দ্দু-ভাষায় লিখিত ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রন্থগুলির বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে না। ভরসা করি, বাঙ্গালার পণ্ডিতমণ্ডলী আমার এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার করিয়া স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

শ্রীনগর*

রাণাঘাটে অবস্থানকালে প্রায়ই শ্রীনগরের কথা শুনিতাম। সরকারী কার্য্য ব্যপদেশে কয়েক বার শ্রীনগর যাইতে হইয়াছিল। প্রথম যখন সেখানে উপস্থিত হই, তখনও বসন্ত ঋতুর অবসান হয় নাই। বর্ষাকালে জঙ্গল সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এ সময়ে এরূপ জঙ্গলপূর্ণ স্থান পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। বাস্তু-ভিটাগুলি কণ্টক-গুল্মে লুপ্তপ্রায়, পথের উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষশাখাগুলি বনজ লতা প্রভৃতির সহিত আবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে স্বাভাবিক তোরণের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবেশ-পথের দক্ষিণ ধারে একটি সুদীর্ঘ পরিখা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন রাজপুরী এই পরিখায় বেষ্টিত ছিল বলিয়া শুনা যায়। পরিখার উত্তর পার্শ্ব জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখিলাম, কেবল একটি Kiosque জলটুঙ্গীর কঙ্কাল। ইহারই অপর পার্শ্বে কাজী সাহেবের দর্গা স্থানীয় মুসলমানগণের মধ্যে বিশেষ আশ্রিত স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে অনেকে এখানে মুর্গী জবাই করিয়া "শীর্ণি" দিয়া থাকে। ব্যাঘ্র-ভয় নিবারণার্থও অনেককে গাজী সাহেবের শরণাপন্ন হইতে হয়। স্থানীয় কৃষকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিল যে, গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত জমীদার মহাশয় গাজী সাহেব কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এখানে ব্যাঘ্র শীকার করিতে বিরত হয়েন। তাহারা সরল বিশ্বাসে ইহাই সত্য বলিয়া মনে করে।

গাজী সাহেবের দর্গার উপর তোগ্রা আরবী লিপি-খোদিত একখানি প্রস্তরখণ্ড আছে। বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে কেহই উহা স্থানচ্যুত করে নাই। প্রথমে অত্রস্থ মুসলমান খোদারের সাহায্যে প্রস্তরখানি উল্টাইয়া দেখিতে পাই যে, উহা কোনও বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠ হইতে সংগৃহীত। গরুড়ের মূর্ত্তি সুন্দররূপে খোদিত রহিয়াছে এবং উহারই শিরোদেশে বিষ্ণুপদের কিয়দংশ এখনও দেখা যাইতেছে। আরবী লিপির একখানি ছাপ উঠাইয়া, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্নতত্ত্ববিশারদ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করি। ছাপ সম্পূর্ণ উঠে নাই বলিয়া তখন লিপিখানির সন্তোষজনক পাঠোদ্ধার হয় নাই। তবে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, এই অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব লিপিখানি প্রাক্-মোগল-যুগের—বঙ্গদেশের কোনও স্বাধীন বাদসাহগণের রাজত্বকালে রক্ষিত। স্থানীয় কিংবদন্তী এইরূপ যে, গাজী সাহেব রাজবাটীর সান্নিধ্যে "আস্তানা" স্থাপন করিয়া লশুন পলাণ্ডু সহযোগে অখাদ্য পাক আরম্ভ করিলে স্থানীয় হিন্দু রাজা তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই নগরটি ধ্বংসাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৺দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বাঙ্গালা ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে দেখিতে পাই যে, নদীয়ার বিখ্যাত সংক্রামক জ্বর বা ম্যালেরিয়ার প্রকোপেই শ্রীনগর

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উৎসন্ন হইয়াছিল। ফকির সন্ন্যাসীর শাপের অপেক্ষা ম্যালেরিয়ার শাপ যে সমধিক ভয়াবহ, তাহা নদীয়াবাসিগণ ভালরূপেই বুঝিয়াছে। নিকটবর্ত্তী পরিখা ও জলাশয় প্রভৃতির অবস্থা পরিদর্শন করিলে ম্যালেরিয়াই এইরূপ ধ্বংসের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। স্থানীয় কোনও প্রাচীন পুথি বা লিপিতে এই জনপদবিধ্বংসী মহামারীর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না; সুতরাং কোন্ বৎসর হইতে শ্রীনগর রাজপরিবারবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অসম্ভব। নগর প্রতিষ্ঠার কাল নির্ণয়ের জন্য আমি প্রথমে আরবী লিপি-খানির উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। বটতলা থানার ইন্সপেক্টর মিঃ এম, হোসেনের সাহায্যে আমি উহার যে আংশিক অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রস্তরফলকটি গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহার রাজত্ব-কালেই উৎকীর্ণ এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্বে উহা কোনও মসজিদে সংলগ্ন ছিল। এক্ষণে নূতন ছাপ আনাইয়া যেটুকু পাঠোদ্ধার হইয়াছে, নিম্নে পাদটীকায় আরবী অক্ষরে তাহা অনুবাদ সহ প্রদত্ত হইল।* ফলকটি যে অন্য কোনও স্থান হইতে আনীত এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। কারণ, গাজী সাহেবের দরগার নিকট কোনও মস্‌জিদ দেখিতে পাই নাই। কেবল একটি পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবক-বিনম্র অশোকতরু স্থানটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিল। নিকটে একটি পাতাল-ঘরের প্রবেশদ্বার দেখিলাম। এ সম্বন্ধে আমাদিগের অনুসন্ধিৎসা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই; কারণ, স্থানটি সর্পাদির আবাস বলিয়া পরিচিত। স্থানীয় লোকেরা বলিল,—রমজানের রোজার সময় গাজী সাহেব এই পাতাল-ঘরে প্রবেশ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ৪০ দিবস ভগবদারাধনায় কালাতিপাত করিতেন। গাজী সাহেবের আবির্ভাব বা তিরোভাব-কাল জানিবার উপায় নাই বটে—কিন্তু শ্রীনগরের প্রাচীনত্ব নিরূপণ দুঃসাধ্য নহে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতং" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা রাঘব "মাদর্ণাখ্যগ্রামে চৈকাং পুরীং চকার" এবং তৎপুত্র রুদ্র রায় "মহুর্ণেতি খ্যাত ইতি গ্রামে পদ্মপুষ্পাণাং বহ্বীঃ শ্রীনিবিশ্য শ্রীনগরেতি তস্য সংজ্ঞাং চকার"। উপস্থিত শ্রীনগরে দুইটি মাত্র পুষ্করিণী আছে, তাহার একটিতে এখনও পদ্ম পুষ্প বিকশিত হইয়া থাকে। রাজা রাঘবের পৌত্র রাজা রামচন্দ্রই প্রথমে এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ তৎপূর্ব্বে ইহা নদীয়াধিপতিগণের বিশ্রাম-

---

* قال الله تعالى ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا قال النبي صلى الله عليه وسلم ... ... ابوالمظفر حسين شاه السلطان خلد الله ملكه و سلطانه ... ...

অনুবাদ—পরম শক্তিমান্ ভগবান্ কহিয়াছেন, মস্‌জিদসমূহ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের, ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহারও আরাধনা করিও না। ... ... আমাদিগের ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি—ভগবানের কৃপা তাঁহার প্রতি বর্ষিত হউক ... বলিয়াছেন ... ... আবুল মুজাফর হোসেন শাহ ভগবান্ তাঁহাকে ও তাঁহার দেশ (রাজ্য) ও রাজত্বকে রক্ষা করুন।

নিবাসরূপেই ব্যবহৃত হইত। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থের জর্ম্মণ টীকাকার W. Pertsch ১৮৫২ খৃঃ অব্দের বার্লিন সংস্করণে লিখিয়াছেন যে, রাজা রামচন্দ্র জাহাঙ্গীরের শাসনকর্ত্তা কোনও মুসলমান রাজপুরুষের সাহায্যে পিতৃরাজ্যের কিয়দংশ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনগর অধিকার করেন এবং তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থানে Pertschএর অনুবাদ যথাযথ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মূল সংস্কৃতে দেখিতে পাই—"হুগলী-ফৌজদারোঽপি মহাশৌর্য্যাদিনা পরিতোষিতো রামচন্দ্রস্য রামজীবনস্য চ ব্যবসায়ং জাঁহগীরনগরাধিকৃতেন জবনং স্বীয়লিখনেন বিজ্ঞাপ্য তৎস্বাক্ষরাঙ্কিতং রামচন্দ্রস্য রাজ্যাধিকারিত্বসূচকং লিখনমানায্য সমর্পিতরাজ্যং রামচন্দ্রং স্বদেশং প্রস্থাপয়ামাস। ততস্তেন প্রস্থাপিতঃ শ্রীনগরস্থিতরাজধানীমাক্রম্য রাজ্যং শাসিতুং উপচক্রমে।" এই "জাঁহগীর-নগরাধিকৃতেন" পংক্তিটি স্মরণ করিয়া "শ্রীনগর" শব্দে। টীকায় Pertsch লিখিয়াছেন,—When the (Ram chandra) had obtained from the governor of Jâmhâgira the permission to hold Government over a part of the realm of his father"। ঢাকার পূর্ব্বতন নাম জাহাঙ্গীর নগর; সুতরাং "জাঁহগীরনগরাধিকৃতপ্রধান-জবনং" প্রভৃতির দ্বারা ঢাকার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

Pertsch সাহেবের মতে শ্রীনগর হুগলীর উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। বৈদেশিক পণ্ডিতের এরূপ ভ্রম স্বাভাবিক। ৺দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের গ্রন্থে শ্রীনগরের নিকটস্থ গোপালনগর গ্রাম আঢ্য ব্যবসায়িগণের বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। গোপালনগর সেণ্ট্রাল সেক্সান্ ই, বি, এস রেলপথের একটি অনতিক্ষুদ্র ষ্টেশন। এখন যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইলেও পূর্ব্বে ইহা নদীয়া জেলারই অন্তর্গত ছিল। উভয় স্থানের ব্যবধান তিন চারি মাইলের অধিক হইবে না। শ্রীনগরে বঙ্গাক্ষরে খোদিত দুইখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বিদ্বৎসমাজে এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোনও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। এই শিলাখণ্ডদ্বয় পরস্পর সান্নিহিত দুইটি প্রাচীন শিবমন্দিরে সংলগ্ন ছিল। মন্দির দুইটি এখনও বর্ত্তমান। একটিতে এখনও পূজা হইয়া থাকে, অপরটিতে কোনও বিগ্রহাদি নাই। এখন উহা অসংখ্য চর্ম্মচটিকার আবাসস্থান এবং এরূপ জঙ্গলে সমাকীর্ণ যে, উহাতে দিবাভাগেও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু থাকা অসম্ভব নহে। মন্দিরদ্বারে পঁহুছিতে আমাদিগকে দা, কুড়াল প্রভৃতির দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইয়াছিল। মন্দির দুইটি প্রাচীন বঙ্গদেশীয় রীতি অনুসারে নির্ম্মিত। তাৎকালীন স্থপতিগণ বোধ হয়, আমাদিগের সনাতন পর্ণশালার অনুকরণেই মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন। উভয় মন্দিরেই উদ্গত স্তম্ভগুলি (ornamental pilasters) কারুকার্য্য-শোভিত ইষ্টকে বিনির্ম্মিত। অনেকগুলি ইষ্টকে শিব-মন্দিরের চিত্র ও পৌরাণিক মূর্ত্তি প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে; কিন্তু সুখের বিষয়, কোথাও অশ্লীলতার চিহ্নমাত্র নাই। আমরা সাহিত্য-পরিষৎ-চিত্রশালার জন্য যে দুইখানি ইষ্টক আনয়ন করিয়াছি, তাহা পরিত্যক্ত মন্দিরটির ইষ্টকস্তূপ হইতে সংগৃহীত। শুনা যায়, দেবপ্রতিষ্ঠার অল্প কাল পরেই কোনও অনাথা স্ত্রীলোক মন্দি-

রাত্যন্তরে প্রসব হওয়ায় এখানে আর কখনও পূজাচ্চর্না হয় নাই। এই মন্দিরের শিলা-ফলকটিই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। উহাতে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে মন্দির সংস্থাপনবিষয়ক নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে ;—

"১৫৯৬
শাকে রসগ্রহশরদ্বিজরাজসংখ্যে
সংখ্যাবদম্বুজবিজৃম্ভণভানুবিম্বম্।
শ্রীরাজবল্লভপতী* নিজনির্ম্মিতেস্মি-
রন্তা(স্থা)পয়ৎ পরমবেশ্মনি বিশ্বনাথং॥"

সম্ভবতঃ তক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত শিল্পীর প্রমাদবশতঃ "অস্থাপয়ৎ" স্থানে অন্তাপয়ৎ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় শিলালিপিতে এরূপ রচনা-চাতুর্য্য নাই ; কেবল মাত্র লিখিত আছে,—

"১৫৯৩
শাকে রামাঙ্কবাণে দ্যৌ
রাজেন্দুরিহ রাঘবঃ।
রাঘবেশ্বরনামানং
মঠে শিবমতিষ্ঠিপৎ॥"

ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীনগরস্থাপয়িতা রাজা রাঘব প্রায় ২৪৪ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অধুনা-বিলুপ্ত রাজপুরী ও অন্যান্য অট্টালিকাদি সম্ভবতঃ একই সময়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। রাজা রাঘব বোধ হয়, শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি দিঘীনগর বা দিগ্‌নগর† গ্রামে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া সেখানেও একটি শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজা রাঘবই বহু গোপ-অধ্যুষিত রেউই গ্রাম কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। রাঘবের পুত্র রুদ্ররায় অবসর বিনোদনার্থ মধ্যে মধ্যে শ্রীনগরে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা রামচন্দ্রের পূর্ব্বে তথায় রীতিমত রাজধানী সংস্থাপিত হয় নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও বোধ হয়, মধ্যে মধ্যে নৌকাযোগে শ্রীনগরে গমন করিতেন। চূর্ণী নদী হইতে বাচ্‌কুয়ার খাল দিয়া তাৎকালীন নৌকার আড্ডা, নৌকাড়ি বা মোকাড়ি গ্রাম এবং সেখান হইতে মাঝের গ্রামের সন্নিকটস্থ বিল দিয়া শ্রীনগর পর্য্যন্ত জলপথে যাতায়াত চলিত বলিয়া বোধ হয়। ৺কালীময় ঘটকের চরিতাষ্টক গ্রন্থেও এ প্রবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাচ্‌কুয়ার খাল এখন অপ্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী মাত্র।

---

* বসন্ততিলক ছন্দ, পত্নী লিখিত হইলে পূর্ব্ববর্ণের গুরুত্ব হইবে বলিয়া পতী লিখিত হইয়াছে।

† দিগ্‌নগর রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর লাইট রেলওয়ের একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন। কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় ৫।০ মাইল দূরে অবস্থিত।

আমি "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং" হইতে নদীয়া-রাজগণের যে বংশলতিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—
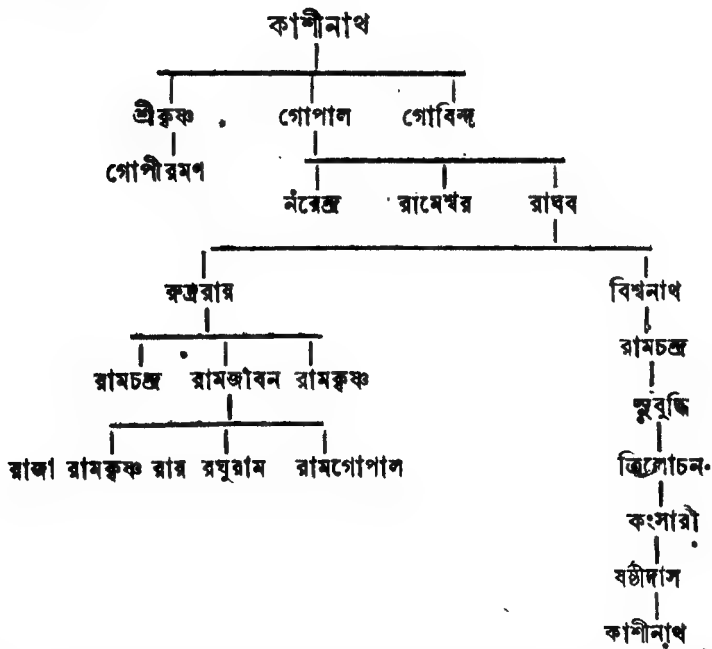
শ্রীনগরের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রাজা রুদ্র ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে আলমগীর বাদসাহের নিকট ফার্ম্মান প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পিতা—শিলালিপি-বর্ণিত রাজা রাঘব—মোগল-সম্রাট্ সাজাহানের সমসাময়িক ছিলেন এবং উক্ত বাদসাহের নিকট হইতে রায়পুর, খারিজুড়ি, আলুইয়া, মুলগড় প্রভৃতি পরগণা প্রাপ্ত হয়েন। রুদ্র ও তাঁহার পৌত্রের রাজত্বকালে শ্রীনগরের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। রাজা গোপাল বা তৎপুত্র রাজা রাঘবের সমসাময়িক, পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক, শিলালিপি-কথিত রাজবল্লভ যে কে ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। পূর্ব্বোক্ত ভগ্ন মন্দিরের পূজারী একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরিত্যক্ত মন্দিরটি "রাজসখা" কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকাশ করেন। রাজার সখাস্থানীয় কোনও অমাত্য বা তৎপত্নী কর্ত্তৃক এরূপ সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে। আমি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মেরুদণ্ড, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের সাহায্যে শিলালিপি দুইটির যে ছাপ লইতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। প্রস্তরখণ্ড দুইখানি স্থানীয় জমীদারগণের অনুমতিক্রমে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় আমার নিকট শ্রীনগরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তথায় শুভাগমন করেন। ইহার পূর্ব্বে মন্দির-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেও আমি ছাপ লইবার অবসর পাই নাই। শ্রীনগর সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ

অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কথিত আছে যে, রুদ্ররায় তাঁহার রাজপুরীর সন্নিধানে কয়েক লক্ষ টাকা গুপ্তভাবে রাখিয়া দেন এবং ধনাধ্যক্ষকে শপথ করাইয়া লয়েন যে, রাজপরিবারবর্গের বিশেষ বিপদ্ উপস্থিত না হইলে তিনি এই গুপ্তধনের কথা ব্যক্ত করিবেন না। ধনাধ্যক্ষ এই সত্যভঙ্গ করিতে অস্বীকার করায় রুদ্রের কোনও পুত্র—সম্ভবতঃ রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহাকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করেন যে, তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। রুদ্রের পুত্রগণ এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা এই লুকায়িত ধন বাহির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই সফলমনোরথ হয়েন নাই। বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহ মহারাজ সতীশচন্দ্রের রাজত্বকালে কোনও এক ব্যক্তি এই গুপ্ত ধনের সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া জনরব হয়, কিন্তু মহারাজা উহাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই। শ্রীনগরের বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সুবৃহৎ গ্রাম-বেষ্টনীর মধ্যে ১২।১৩ ঘরের অধিক লোকের বাস নাই। ২ঘর ব্রাহ্মণ, ২।৩ ঘর শূদ্র ও ৮।৯ ঘর মুসলমান। মুসলমানেরা গাজীর দরগার নিকটেই বাস করে। পূর্ব্বে পটুয়া, কাংস্যকার প্রভৃতি শিল্পিগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পল্লী নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন উহার নিদর্শন মাত্র পাওয়া যায় না। রাত্রিতে বাঘের উপদ্রবে লোকে ঘরের বাহির হইতে সাহসী হয় না। সন্ধ্যার পর গোবৎসাদি ফিরিয়া না আসিলে উহা আর পরদিবস খুঁজিয়া পাইবার ভরসা থাকে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার ডাকাইতের উপদ্রব হওয়ায় জনসংখ্যা আরও হ্রাস হইয়া গিয়াছে। সম্পন্ন গৃহস্থগণ আর কেহই এ স্থানে বাস করেন না। শুনিয়াছি, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীনগরের উন্নতি-কল্পে মাঝেরগ্রাম পর্য্যন্ত আগমন করেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রমুখাৎ গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থার কথা অবগত হইয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হয়েন নাই। রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ পালচৌধুরী জমীদারগণ নদীয়ার মহারাজা বাহাদুরের নিকট এই গ্রাম পত্তনী গ্রহণ করেন। তাঁহাদেরই কোনও আত্মীয় দরপত্তনীদাররূপে এখন শ্রীনগরের দখলীকার আছেন। শুনিতে পাই, মন্দির দুইটি নাকি এখনও মহারাজা বাহাদুরেরই খাসদখলে আছে। এই প্রাচীন কীর্ত্তির সংস্কার হওয়া বড়ই প্রয়োজনীয়। অল্প দিন হইল, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট চাকদহের এইরূপ একটি প্রাচীন মন্দির সংরক্ষিত সৌধরূপে পরিগণিত করিয়া জীর্ণসংস্কারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আপনাদের ধৈর্য্যগুণের আর অধিক পরীক্ষা করা উচিত নহে। শ্রীনগরের শ্রী বহু দিন বিলুপ্ত হইয়াছে। উহার আধুনিক প্রসিদ্ধি অধিবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নহে—কেবল হিংস্র ব্যাঘ্রের আবাসভূমি বলিয়া। Kiplingএর Jungle Bookএর নায়ক মৌগ্লীর পিতৃপরিত্যক্ত গ্রামের বাস্তুভিটাগুলির ন্যায় জনহীনপ্রায় শ্রীনগরের বাস্তুগুলিও নিবিড় জঙ্গল-সমাবৃত। বোধ হয়, প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের তিক্তাস্বাদ স্মরণ করাইবার জন্যই—

Karela—the wild Karela
grows over them all.

শ্রীগুরুদাস সরকার

দশম স্বতঃসিদ্ধ*

"ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে, আধুনিক জ্যামিতিকারগণ, ইউক্লিডের পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধের সহিত আরও নূতন পাঁচটি যোগ করিয়া, তৎসঙ্গে ৪র্থ ও ৫ম স্বীকার্য্য সম্মিলন পূর্ব্বক স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা দ্বাদশটিতে পরিণত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম নয়টি (ইউক্লিডের পাঁচটি ও আধুনিক চারিটি) "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধেই বিবৃত হইয়াছে। একাদশ ও দ্বাদশ স্বতঃসিদ্ধ ইউক্লিডের স্বীকার্য্য হইতে গৃহীত। সুতরাং ইহারা অপরাপর স্বীকার্য্যের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে বিবৃত হইবে। অবশিষ্ট দশম স্বতঃসিদ্ধটি প্রথম স্বীকার্য্যের সহিত বিশেষরূপে ঘনিষ্ঠতা বিধায় উহার অব্যবহিত পরেই সন্নিবেশিত হইল। স্বতঃসিদ্ধটি এই,—

দুইটি সরল রেখা দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টিত হইতে পারে না। রেখা দ্বারা মাত্র তলই পরিবেষ্টিত হইতে পারে। সুতরাং স্থানের পরিবর্ত্তে তল শব্দ ব্যবহার করাই সঙ্গত। তদবস্থায় স্বতঃসিদ্ধটি এই হইবে ;—

দুইটি সরল রেখা দ্বারা কোন তলের অংশ পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।

ইউক্লিডের জ্যামিতির একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রতিজ্ঞায় দেখান হইয়াছে যে, দুইটি সমতল অবচ্ছিন্ন হইলে, তাহাদের অবচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দুর যোজক সরল রেখা উক্ত সমতলদ্বয়ের যে কোনটিতেই অবস্থিতি করিবে। কিন্তু দশম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে উক্ত বিন্দুদ্বয়ের যোজক সরল রেখার সংখ্যা দুইটি হওয়া অসম্ভব (প্রচলিত সংস্করণ)। অতএব উক্ত অবচ্ছেদ রেখাই সরল রেখা।

এখানে উক্ত রেখাদ্বয় দ্বারা স্থান পরিবেষ্টিত হওয়ার কথা জ্যামিতিতে উল্লিখিত থাকিলেও কার্য্যতঃ তদ্রূপ কোন প্রকারের স্থানের আভাষ পাওয়া যায় না। কারণ, চিত্রে উক্ত দুইটি সমতল ব্যতীত অপর কোন তলই নাই ; অথচ রেখা দ্বারা তল ব্যতীত অপর কোন স্থানও পরিবেষ্টিত হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় এই প্রতিজ্ঞায় দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ কিরূপে সম্ভবে ?

দুইটি রেখা দ্বারা কোন স্থান অর্থাৎ তলাংশ পরিবেষ্টিত হইলে, তাহাদের উভয় প্রান্ত নিশ্চয়ই সংযুক্ত থাকিবে। যে দুইটি রেখা কোন তলাংশ পরিবেষ্টন করে না, তাহারা উভয় প্রান্তে সংযুক্তও হইতে পারে না। পুনশ্চ উক্ত তৃতীয় প্রতিজ্ঞায় দেখিতেছি, যদিও চিত্রস্থিত রেখাদ্বয় দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টন দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপি উহারা উভয় প্রান্তে সংযুক্ত আছে এবং ইহার উপরই নির্ভর করিয়া দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব দুইটি

*বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বাঁকীপুর, ১০ম অধিবেশনে পঠিত।

সরল রেখার উভয় প্রান্তে সংযোগে অসমর্থতা প্রকাশই দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাহা হইলে স্বতঃসিদ্ধটি এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে ;—

যে কোন দুইটি সরল রেখা উভয় প্রান্তে সংযুক্ত থাকিতে পারে না।

সাধারণতঃ "একটি রেখা তাহার প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে আছে," এইরূপ বলা হয়। অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধটিকে এরূপভাবে লিখা যাইতে পারে ;—

যে কোন দুই বিন্দুর মধ্যে দুইটি সরল রেখা থাকিতে পারে না।

"ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে,—"রেখার প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের যে কোনটিকে আরব্ধি ও সমাপ্তি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।" অতএব স্বতঃসিদ্ধটিকে নিম্নলিখিত-রূপে আরও পরিবর্ত্তিত করা যায় ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত দুইটি সরল রেখা টানা যায় না।

দুইটি টানা না গেলেই পাঁচটি, সাতটি অথবা দশটি টানা যাইবে না। অতএব স্বতঃসিদ্ধটি এই হইবে ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে পারে না।

আমি একটি পাখী দেখিতেছি, মাঝে একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল। আর পাখীটি দেখা গেল না। কারণ, পাখী হইতে যে পথে দৃষ্টি আসিতেছিল, সে পথে বাধা পড়িল। তবেই একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অপর একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত দৃষ্টি আসিবার মাত্র একটি পথ। ইহা দশম স্বতঃসিদ্ধের ব্যবহারিক প্রমাণ। "ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, দৃষ্টিপথ দ্বারাই সরল রেখার জ্ঞানের উৎপত্তি। এখন দেখিতেছি, এক স্থান হইতে অপর স্থান পর্য্যন্ত দৃষ্টির পথ মাত্র একটি। অতএব সরল রেখার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দশম স্বতঃসিদ্ধের অভিজ্ঞতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই স্বতঃসিদ্ধটিকে যে আকারে পরিণত করা হইল, তদ্দ্বারা সরল রেখার ধর্ম্মই প্রকাশ পায়। সরল রেখার জ্ঞানের সঙ্গে এই ধর্ম্মের উপলব্ধি হওয়ায় অর্থাৎ সরল রেখার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া যুক্তি দেওয়ার পূর্ব্বেই দশম স্বতঃ-সিদ্ধের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ নামে কথিত হইয়াছে।

ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্যটি এই ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানা যাইতে পারে।

"এক" শব্দ সাধারণতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা ;—(১) একটি টাকা দেও অর্থাৎ দুই, কি ততোধিক নহে। (২) একটি পথ হইবেই। এখানে দুই, কি ততোধিক পথ হইবে না, এরূপ কথা প্রকাশ করে না। শব্দ মাত্রই এক অর্থে ব্যবহার করা সঙ্গত। এমতাবস্থায় গণিতশাস্ত্রে "এক" শব্দের সংখ্যাবাচক অর্থ রাখাই উচিত। তাহা হইলে প্রথম স্বীকার্য্য অনুসারেই এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে পারে না।

অর্থাৎ প্রথম স্বীকার্য্য দ্বারাই দশম স্বতঃসিদ্ধের কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। অবশ্য আমি গ্রীক-ভাষা জানি না। সুতরাং ইউক্লিড তাঁহার নিজের ভাষায় প্রথম স্বীকার্য্যকে যে আকারে লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ কি এবং তাহাই উক্ত স্বতঃসিদ্ধটি অনুল্লেখ রাখিবার কারণ কি না, তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালায় স্বীকার্য্যটি যে আকারে পাইয়াছি, তাহারই অর্থ করা গেল।

ভাষার জটিলতা দূর করিবার নিমিত্ত এক শব্দের পূর্ব্বে মাত্র শব্দ রাখিয়া দশম স্বতঃসিদ্ধকে অন্তর্নিহিত করতঃ প্রথম স্বীকার্য্যের নিম্নলিখিত আকার প্রদত্ত হইল ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত মাত্র একটি সরল রেখা টানা যাইতে পারে।

ইউক্লিড সরল রেখার এই সংজ্ঞা দিয়াছেন ;—

যে রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকে সরল রেখা বলে।

সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিন্দুগুলিই যখন পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিত, তখন কাজে কাজেই তাহার অংশস্থিত বিন্দুগুলিও, উক্ত সমস্ত বিন্দুর অভ্যন্তরে অবস্থিত কতকগুলি বিন্দু হওয়ায়, পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিত। অতএব সরল রেখার অংশও সরল রেখা।

আমরা "ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে সরল রেখার উক্ত সংজ্ঞাকে সংজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করি নাই। অতএব—

যে কোন সরল রেখার অংশও সরল রেখা

এই একটি অতিরিক্ত অপ্রমাণিত সত্য হইয়া পড়িল।

ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সরল রেখাকে সীমাবদ্ধ আকারে দেখা যায়। কিন্তু বিশ্লেষক জ্যামিতিতে (Analytical Geometry) ইহার আকৃতি অসীম। অর্থাৎ ইউক্লিডের জ্যামিতিতে যাহা সরল রেখা নামে কথিত, বিশ্লেষক জ্যামিতি অনুসারে তাহা সরল রেখার অংশ মাত্র।

ইউক্লিড দ্বিতীয় স্বীকার্য্যে সরল রেখাকে উভয় পার্শ্বে যথেচ্ছা বৃদ্ধি করিবার সমর্থতা স্বীকার করিয়াছেন। এতদবস্থায় আমরা পূর্ব্ব হইতেই একটি অসীম সরল রেখার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, যে সরল রেখা বর্দ্ধিত করিতে হইবে, তাহাকে উক্ত অসীম সরল রেখার অংশ মাত্র ধরিলে দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের কোন আবশ্যকতা থাকে না। অধিকন্তু সরল রেখার সংজ্ঞা অস্বীকার করার দরুণ যে অতিরিক্ত সত্যটি হইয়া পড়িল, তাহাও বাদ দেওয়া চলে।

তাহা হইলে প্রথম স্বীকার্য্যটি এইরূপ দাঁড়াইবে—

যে কোন দুই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি সরল রেখা অতিক্রম করে।

এক্ষণে আর দশম স্বতঃসিদ্ধের স্বাতন্ত্র্য রহিল না। তবে নবগঠিত স্বীকার্য্যের অন্তর্নিহিত

উক্ত স্বতঃসিদ্ধের ভাবপ্রকাশক "দুই বিন্দু দিয়া একাধিক সরল রেখার অতিক্রমণে অসমর্থতা" বিশ্লেষণ করিয়া সরলত্ব ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা অবগত হইতে পারা যায়, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইউক্লিড সরল রেখার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা সংজ্ঞা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ উক্ত সংজ্ঞা দ্বারা প্রমাণেরও কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। প্রমাণ সময়ে বিশেষত্ব উপস্থিত করিতে না পারিলে, "সরল" শব্দ প্রয়োগই নিষ্প্রয়োজন। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে, এরূপ কতকগুলি সত্য জ্যামিতির অঙ্গীভূত আছে যে, উহা সরল রেখার বিশেষত্ব জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত যথাসময়ে প্রমাণ-কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। অবশ্য এতাদৃশ দ্বিবিধ সত্য জ্যামিতির মূলভাগে উল্লিখিতও আছে। ইহারা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য। ইহাদের মধ্যে দশম স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্বীকার্য্যে "সরল রেখা" শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্মধ্যে দশম স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য প্রথম স্বীকার্য্যের অন্তর্নিহিত হইল। অতএব প্রথম ও পঞ্চম স্বীকার্য্যই অবশিষ্ট রহিল। পঞ্চম স্বীকার্য্যে সরল রেখার ধর্ম্ম প্রকাশ করে সত্য, কিন্তু তাহা সমধিক জটিল ভাবাপন্ন এবং পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞায় প্রযোজ্য। কারণ, প্রথম অধ্যায়ের ঊনত্রিংশতি প্রতিজ্ঞা প্রমাণেই পঞ্চম স্বীকার্য্যের প্রথম প্রয়োগ। প্রথম অষ্টাবিংশ প্রতিজ্ঞায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরল রেখার ধর্ম্মপ্রকাশক একমাত্র প্রথম স্বীকার্য্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। (যেহেতু দশম স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য ইহার অন্তর্নিহিত।) এমতাবস্থায় প্রথম স্বীকার্য্যে সরল রেখার সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্ম্ম নিহিত আছে কি না, প্রথমতঃ তাহাই দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞায় পরিণত করিতে হইলে, তাহার আকার এই হইবে ;—

কোন দুইটি বিন্দু দিয়া যে জাতীয় মাত্র একটি রেখা অতিক্রম করে, তাহাকে সরল রেখা বলে।

উক্ত সংজ্ঞায় নিম্নলিখিত দুইটি আপত্তি আছে,—
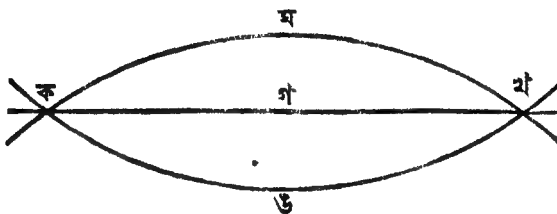
(১) ক ও খ দুই বিন্দু দিয়া গ একটি সরল রেখা, এবং ঘ ও ঙ একই জাতীয় অপর দুইটি রেখা অতিক্রম করিয়াছে। এখন ঘ ও ঙ রেখাদ্বয়ে কি সাদৃশ্য থাকায় তাহারা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং গ সরল রেখায় কি বিশেষত্ব থাকায় ঘ, ঙ প্রভৃতি ক ও খ বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত অপর যাবতীয় রেখার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য উৎপন্ন করিয়া সজাতীয়

সমস্ত রেখার সঙ্গে সাদৃশ্য সম্পাদন করে, তাহা অবগত না হইলে, সরল রেখাসমূহকে অপরাপর রেখা হইতে পৃথক্ করিয়া কি প্রকারে একজাতির অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে?
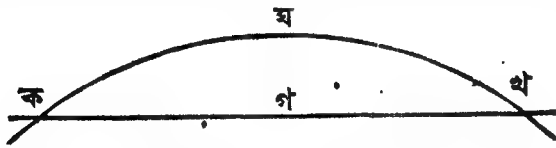
(২) ক ও খ যে কোন দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত গ ও ঘ দুই জাতীয় দুইটি রেখা। গ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা ক ও খ বিন্দু দিয়া অতিক্রম করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় গ রেখা সরল রেখা। কিন্তু গ রেখা সরল রেখা হইলে, ঘ রেখা কেন সরল রেখা হইবে না? অর্থাৎ গ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা ক ও খ বিন্দু দিয়া অতিক্রম করা অসম্ভব হইলে, ঘ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা কোন না কোন ক ও খ বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবেই, তাহা অবগত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে সত্যটি স্বতঃই উপলব্ধি হয়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি রেখার উৎপত্তির কারণ নহে। অতএব সত্যটি দৃষ্টিশক্তির উপরে নির্ভর করা যায় না।

সাধারণতঃ দ্রব্যের অবস্থিতি দ্বারাই স্থান সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মে। সুতরাং বিভিন্ন স্থানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যঘটিত জ্যামিতিক বা জ্ঞান ও ব্যবহারতঃ দ্রব্যের অবস্থিতিজ্ঞান হইতেই লব্ধ। "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধেও উক্ত হইয়াছে,—"একমাত্র চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধই যাবতীয় সমানতা নিরূপণের ভিত্তি।" পুনরায় সমানতা নিরূপণ ব্যতীত কোন জ্যামিতির প্রমাণ সম্ভবে না। সুতরাং যাবতীয় জ্যামিতি প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ উপরিপাতনের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব উপরিপাতনরূপ দ্রব্যের অবস্থিতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ("ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ") উপরেই জ্যামিতি-শাস্ত্র স্থাপিত।

ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ প্রতিজ্ঞায় দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রথম প্রয়োগ। পূর্ব্ব-লিখিত আটাশটি প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞায় সরল রেখার ধর্ম্ম প্রকাশের আবশ্যক, তাহা চতুর্থ প্রতিজ্ঞার সাহায্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণ হইতেই দশম স্বতঃসিদ্ধের সূত্রটি গৃহীত। চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণের মধ্যে আরও দুইটি সত্য অপ্রমাণিত অবস্থায় ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। নিম্নে প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ প্রদত্ত হইল এবং তাহা হইতে উক্ত সত্য দুইটি সঙ্কলিত হইল।

যদি দুই ত্রিভুজের একের দুই বাহু যথাক্রমে অন্যের দুই বাহুর সমান হয় এবং সমান সমান সরল রেখার মধ্যবর্ত্তী কোণদ্বয়ও পরস্পর সমান হয়, তবে একের ভূমি অন্যের ভূমির সমান হইবে এবং একের সমান সমান বাহুর সম্মুখস্থ কোণ-দ্বয়ও যথাক্রমে অন্যের সমান সমান বাহুর সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমান হইবে।
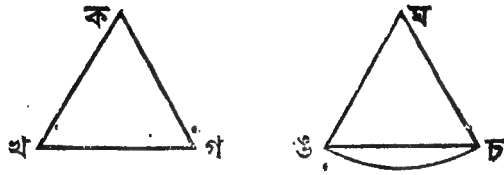
ক খ গ এবং ঘ ঙ চ দুইটি ত্রিভুজ। ইঁহাদের ক খ ও ক গ বাহুদ্বয় যথাক্রমে ঘ ঙ ও ঙ চ বাহুদ্বয়ের সমান এবং খ ক গ কোণ ঙ ঘ চ কোণের সমান।

খ গ ভূমি ঙ চ ভূমির সমান হইবে এবং অবশিষ্ট কোণদ্বয়ের মধ্যে ক খ গ কোণ ঘ ঙ চ কোণের এবং ক গ খ কোণ ঘ চ ঙ কোণের সমান হইবে।

কারণ, যদি ক খ গ ত্রিভুজকে ঘ ঙ চ ত্রিভুজের উপরে পাতিত করা যায়

এবং ক বিন্দুকে ঘ বিন্দুর উপরে স্থাপিত করা যায়,

এবং ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার উপরে স্থাপিত করা যায়,

তবে খ বিন্দু ঙ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হইবে। কারণ, ক খ, ঘ ঙএর সমান।

পুনরায় ক খ, ঘ ঙ এর সঙ্গে মিলিত হইলে,

ক গ সরল রেখাও ঘ চএর সঙ্গে মিলিত হইবে; কারণ, খ ক গ কোণ ঙ ঘ চ কোণের সমান;

তাহা হইলে গ বিন্দুও চ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হইবে, কারণ, ক গ, ঘ চএর সমান।

কিন্তু খ, ঙএর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে ;

তাহা হইলে খগ ভূমি ঙচ ভূমির সঙ্গে মিলিত হইবে।

[কারণ, যদি খ, ঙএর সঙ্গে এবং গ, চএর সঙ্গে মিলিত হওয়াতেও খ গ ভূমি ঙ চ ভূমির সঙ্গে মিলিত না হয়, তবে দুইটি সরল রেখা একটি স্থান পরিবেষ্টন করে। যাহা অসম্ভব।

সুতরাং খ গ, ঙ চএর সঙ্গে মিলিত হইবে] এবং তাহার সমান হইবে। [৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ

তবে সমগ্র ক খ গ ত্রিভুজ সমগ্র ঘ ঙ চ ত্রিভুজের সঙ্গে মিলিত হইবে

এবং তাহার সমান হইবে।

এবং অবশিষ্ট কোণদ্বয়ও অবশিষ্ট কোণদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হইবে এবং তাহাদের সমান হইবে,

অর্থাৎ ক খ গ, ঘ ঙ চএর

এবং ক গ খ, ঘ চ ঙএর সমান হইবে।

সুতরাং ... ...

ইহাই প্রমাণ করিবার আবশ্যক ছিল।

(১) ক বিন্দুকে ঘ বিন্দুর উপরে পাতিত করিয়া ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার উপরে পাতিত করা হইয়াছে এবং এই উপরিপাতন এরূপভাবে সিদ্ধ হইয়াছে যে, ক খ সরল রেখা ঘ ঙ সরল রেখার সমান হওয়ায় খ বিন্দু ঙ বিন্দুর সঙ্গে মিলিয়া যাইবে। অর্থাৎ উপরিপাতন দ্বারা সরল রেখা দুইটি একই সরল রেখায় পরিণত হইয়াছে। এই উপরিপাতনে সাধারণ জাতীয় দুইটি রেখা না মিলিয়াও থাকিতে পারে। একটি সরল রেখা একটি বৃত্তের সঙ্গে কিছুতেই মিলিত হয় না। একই জাতীয় রেখার মধ্যে একটি লঘুতর বৃত্তের ধনুর সঙ্গে একটি বৃহত্তর বৃত্তের ধনু মিলান অসম্ভব। এমন কি, একই বৃত্তাভাষের (ellipse) একাংশ অপর সকল অংশের সঙ্গে মিলান যায় না। অতএব বলিতে হইবে, সরল রেখাকে এইরূপ ভাবে মিলাইবার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া ইউক্লিড ইহার একটি বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই স্বীকৃতিকে সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করিয়া সরল রেখার অপর একটি ধর্ম্ম পরিষ্কাররূপে দেখাইতেছি।

ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার সঙ্গে মিলাইবার সময় এইরূপে পাতিত করা হইয়াছে যে, ক বিন্দু ঘ বিন্দুর উপর পড়ে। ইহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সূত্রটি পাইতেছি।

একটি সরল রেখার প্রান্ত বিন্দুকে অপর একটি সরল রেখার প্রান্ত বিন্দুতে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সরল রেখাটিকে দ্বিতীয় সরল রেখার উপরে এইরূপ ভাবে রাখা যায় যে, সরল রেখা দুইটি মিলিয়া এক হইয়া যায়।

আমরা সরল রেখাকে অসীম ধরিয়া নিয়া ইউক্লিডের জ্যামিতিতে স্থিত সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে তাহার অংশরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছি। অতএব সূত্রটি এই হইবে,—

যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সরল রেখাটিকে দ্বিতীয় সরল রেখার উপরে এইরূপ ভাবে রাখা যায় যে, সরল রেখা দুইটি মিলিয়া এক হইয়া পড়ে।
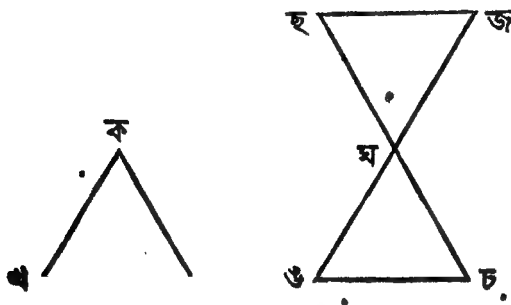
ক খ গ ত্রিভুজকে যে ত্রিভুজের উপর পাতিত করা হইয়াছে, তাহার বাহু ঘ ঙ না হইয়া, ঙ ঘ সরল রেখার বর্দ্ধিতাংশেও থাকিতে পারিত। অর্থাৎ বাহুটি ঘ বিন্দুর উভয় পার্শ্বেই

থাকিতে পারে। যথা,—**ঘ ছ জ** ত্রিভুজ। এরূপ অবস্থায় **ক** বিন্দুকে **ঘ** বিন্দুর উপর স্থাপিত করিয়া **ক খ** বাহুকে, **ঘ ঙ চ** ত্রিভুজের **ঘ ঙ** বাহু এবং **ঘ ছ জ** ত্রিভুজের **ঘ জ** বাহু এই উভয়ের সঙ্গেই মিলান যাইতে পারে। অতএব সূত্রটি এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে,—

যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বকে অপর সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সরল রেখা দুইটি মিলান যাইতে পারে।

আমরা এই সত্য অনুসারে যে কোন সরল রেখাকে অপর যে কোন সরল রেখার সঙ্গে মিলাইতে পারি। এতদ্দ্বারা অপরাপর রেখা হইতে সরল রেখার বিশেষত্ব নিরূপিত হইলে, ইহা নিশ্চয় যে, অপর কোন রেখা তদ্রূপ মিলাইবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। পুনশ্চ অকৃতকার্য্যতা প্রকাশ পাইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, উক্ত চেষ্টার পরিণামও আমরা অবগত আছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের পর্য্যবেক্ষণের (experience) সাহায্য নিতে হইতেছে।

বিভিন্ন আকারের শলাকা বিভিন্ন প্রকারের রেখারূপে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থানকে বিন্দুরূপে কল্পনা করিয়া দেখিতে পাই,—যে কোন একটি রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি বিন্দুকে অপর যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন করা যায়। পরে বিন্দুদ্বয় উক্তরূপে সংলগ্ন রাখিয়া রেখাদ্বয়ের একটিকে আবর্ত্তনপূর্ব্বক তাহার অন্তর্ভুক্ত যথেষ্ট নিকটবর্ত্তী অপর একটি বিন্দুকে অপর রেখাটির যে কোন পার্শ্বে অপর একটি বিন্দুর উপরে স্থাপন করা যায়। তদবস্থায় রেখাদ্বয়ের উভয়ে সরল হইলে উহারা পরস্পর মিলিয়া যাইবে। যেহেতু দুই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি সরল রেখা অতিক্রম করিতে পারে।

অতএব আমরা উক্ত প্রকারে উল্লিখিত চেষ্টার পরিণাম অবগত হইয়া নিম্নলিখিত সত্যটি পাইতেছি,—

(ক) যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত রেখাকে এরূপভাবে পাতিত করা যায় যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত যথেষ্ট নিকটবর্ত্তী অপর একটি বিন্দু উক্ত অপর রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বস্থিত একটি বিন্দুর উপর স্থাপন করা যায়।

উক্ত রেখাদ্বয়ের উভয়ে সরল রেখা হইলে নবগঠিত প্রথম স্বীকার্য্য অনুসারে তাহারা পরস্পর মিলিয়া এক হইয়া যাইবে। সুতরাং তদ্দ্বারা উক্ত ক সত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সত্যটি প্রমাণিত হইল।

(২) **ক খ গ** ত্রিভুজকে **ঘ ঙ চ** ত্রিভুজের উপর এইরূপে পাতিত করা হইয়াছে যে,

ক খ সরল রেখা ঘ ঙ সরল রেখার উপর স্থাপিত হয়, তাহাতে খ ক গ কোণ ঙ ঘ চ কোণের সমান হওয়ায় ক গ সরল রেখা ঘ চ সরল রেখার সঙ্গে মিলিত হইবে।

"ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, আমরা কোণ সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান সমতল হইতে প্রাপ্ত হই। অতএব ক খ গ কোণ ঘ ঙ চ কোণের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় উক্ত ত্রিভুজদ্বয় যে যে সমতলের উপর স্থাপিত, তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়াছে বলিতে হইবে। অধিকন্তু ত্রিভুজের তিন বাহু ও তিন কোণ মিলিয়া যাওয়ায় ত্রিভুজদ্বয় পরস্পর মিলিত হইল, এই কথায় উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছে। অতএব ইহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সত্যটি পাইতেছি।

যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখাকে অপর যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখার উপরে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সমতলকে দ্বিতীয় সমতলের সঙ্গে মিলান যাইতে পারে।
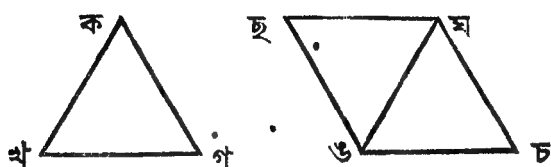
ক খ গ ত্রিভুজটি যে ত্রিভুজের উপর পাতিত করা হইয়াছে, তাহা ঘ ঙ চ ত্রিভুজ না হইয়া ঘ ঙ সরল রেখার অপর পার্শ্বেও থাকিতে পারে। যথা,—ঘ ঙ ছ ত্রিভুজ। এরূপ অবস্থায়ও ত্রিভুজদ্বয় পরস্পর মিলান যাইতে পারে। অতএব সূত্রটি এই দাঁড়াইবে;—

(ক) যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখাকে অপর যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখার উপরে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত সমতলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পার্শ্বকে অপর সমতলের অন্তর্ভুক্ত সরল রেখাটির যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সমতল দুইটি মিলান যাইতে পারে।

এই সত্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত আলোচনা অনাবশ্যক বোধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে ক্ষান্ত রাখা গেল। প্রসঙ্গানুযায়ী পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করা সম্বন্ধে যে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রথম আপত্তিটি ক সত্য দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে। কারণ, সরল রেখাসমূহ মিলিত করার ক্ষমতায়ই তাহাদের একজাতির অন্তর্ভুক্ত করার বাধা অপনোদিত হইবে।

কিন্তু তাহাতেও দ্বিতীয় আপত্তিটি থাকিয়া যায়। কারণ, ক সত্য অনুসারে অন্তর্ভুক্ত বিন্দুদ্বয় মিলান গেলে, যে যে রেখা মিলিয়া পড়ে, তাহারা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হইলে, তদ্রূপ অপর এক জাতি কেন থাকিতে পারিবে না যে, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটি উক্তরূপ অব-

স্থায় পরস্পর মিলিত হওয়া সম্ভব থাকিলেও তাহারা প্রথম জাতীয় রেখার সঙ্গে নাও মিলিত হইতে পারে।

আমরা নিম্নে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিয়া এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

সংজ্ঞা

১। যে রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন অংশকে উক্ত রেখার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া যে কোন পার্শ্বে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করা যাইতে পারে, তাহাকে নিয়মিত (Homoeomeric) রেখা বলে।

১ম প্রতিজ্ঞা

যে কোন সরল রেখা নিয়মিত রেখা হইবে।

ক খ গ

ক একটি সরল রেখা, ইহা নিয়মিত রেখা হইবে।

মনে কর, ক সরল রেখার, খ গ যে কোন একটি অংশ।

খ গ অংশের অন্তর্ভুক্ত খ বিন্দুকে ক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে রাখিয়া তাহাকে তদবস্থায় ক সরল রেখার সঙ্গে মিলান যায়। [ক সত্য

অতএব খ গ অংশের অন্তর্ভুক্ত খ বিন্দুকে ক সরল রেখার যে কোন পার্শ্বে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে ক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া অপসারিত করা যাইতে পারে।

অতএব ক একটি নিয়মিত রেখা।

সংজ্ঞা

২। যদি কোন তল এরূপ হয় যে, তাহার যে কোন অংশের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু উক্ত তলে অবস্থিত যে কোন রেখায়ই চালিত হউক, তৎসঙ্গে অংশটিকে উক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াই চালিত করা যায়, তবে উক্ত তলকে নিয়মিত তল বলে।

২য় প্রতিজ্ঞা

যে কোন সমতল নিয়মিত হইবে।
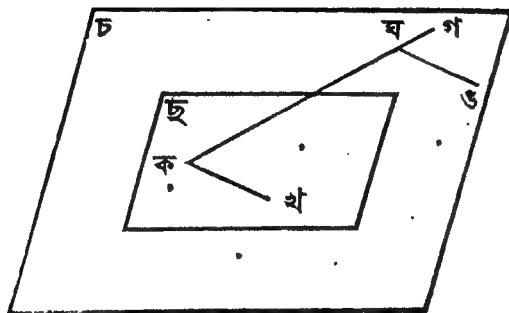
চ একটি সমতল; ইহা নিয়মিত হইবে।

মনে কর, চ তলের ছ যে কোন একটি অংশ।

মনে কর, ছ তলাংশের অন্তর্ভুক্ত ক খ যে কোন একটি সরল রেখা এবং চ তলের অন্তর্ভুক্ত ক গ যে কোন একটি রেখা।

ক গ রেখার অন্তর্ভুক্ত ঘ যে কোন বিন্দু হইতে চ সমতলে ক খ সরল রেখার সমান ঘ ঙ একটি সরল রেখা টান।

ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার সঙ্গে এরূপভাবে মিলিত কর, যেন ক বিন্দু ঘ বিন্দুর উপরে পড়ে।

ঘ ঙ সরল রেখা চ তলে অবস্থিত।

অতএব উক্ত পাতিত ক খ সরল রেখাও চ তলে অবস্থিতি করিবে।

ঘ, ক গ সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু।

অতএব ক বিন্দুকে ক গ সরল রেখার উপরে যত ইচ্ছা অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে ক খ সরল রেখাকে চ সমতলে রাখিয়া অপসারিত করা যাইতে পারে।

ক খ সরল রেখা চ সমতলে থাকিয়া অপসারিত হইলে তৎসঙ্গে ছ তলাংশও চ সমতলে থাকিয়া অপসারিত হইতে পারে।

অর্থাৎ ক বিন্দুকে ক গ রেখার উপরে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে চ সমতলে অবস্থিত থাকিয়া ছ তলাংশও অপসারিত হইতে পারে।

অতএব চ সমতল নিয়মিত।

৩য় প্রতিজ্ঞা

যে কোন বৃত্ত নিয়মিত রেখা হইবে।
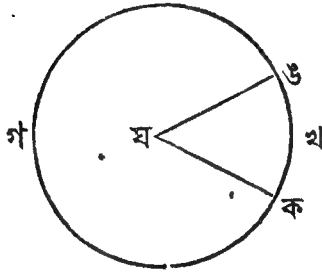
ক খ গ একটি বৃত্ত ; ইহা নিয়মিত হইবে।

মনে কর, ক খ গ বৃত্তের ঘ কেন্দ্র এবং ক খ যে কোন একটি ধনু।

মনে কর, ক খ গ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত ঙ যে কোন একটি বিন্দু, ঘ ও ক এবং ঘ ও ঙ যোগ কর।

ঘ ক সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার সঙ্গে এরূপভাবে মিলিত কর, যেন ঘ বিন্দু ঘ বিন্দুতেই অবস্থিত থাকে।

ঙ, ক খ গ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি বিন্দু।

অতএব ঘ বিন্দু স্থির রাখিয়া ঘ ক সরল রেখাকে যত ইচ্ছা অপসারিত করা যায়।

উক্ত সরল রেখার সঙ্গে ক খ গ বৃত্ত যে সমতলে অবস্থিত, সেই সমতলটি উক্ত সমতলের সঙ্গে মিলিত ভাবেই অপসারিত করা যায়।

তদবস্থায় ঘ ঙ ব্যাসার্দ্ধ হওয়ায় ঙ বিন্দু সর্ব্বদাই বৃত্তের পরিধিতে থাকিবে।

কিন্তু ঙ, ক খ গ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত বিন্দু।

অতএব উক্ত অপসারণে ক খ ধনু সর্ব্বদাই ক খ গ বৃত্তের সঙ্গে মিলিত ভাবে অপসারিত হইবে।

অতএব ক খ গ বৃত্ত একটি নিয়মিত রেখা।

৪র্থ প্রতিজ্ঞা

যে কোন বর্ত্তুল নিয়মিত হইবে।

[প্রমাণ পূর্ব্বানুরূপ।

৫ম প্রতিজ্ঞা

সামতলিক নিয়মিত রেখা মাত্রই হয় সরল রেখা, না হয় বৃত্ত হইবে।
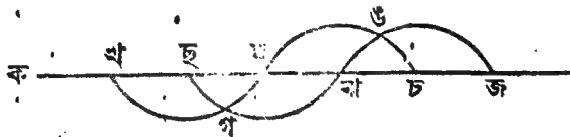
ক একটি সামতলিক নিয়মিত রেখা; ইহা হয় সরল রেখা, না হয় বৃত্ত হইবে।

মনে কর, ক রেখার সঙ্গে খ, ঘ ও চ এই যে কোন তিন বিন্দুতে সংলগ্ন, এরূপ খ গ ঘ ঙ চ যে কোন অপর একটি রেখা।

ক নিয়মিত রেখার খ চ অংশ ক রেখার সঙ্গে মিলিত ভাবে ছ জ অংশ পর্য্যন্ত অপসারিত কর।

উক্ত খ চ অংশের সঙ্গে খ গ ঘ ঙ চ রেখা অপসারিত হইয়া মনে কর, তদবস্থায় ছ গ ঝ ঙ জ রেখায় পরিণত হইল।

মনে কর, তখন ঘ বিন্দু ঝ বিন্দুতে পরিণত হইলে এবং খ গ ঘ ঙ চ রেখা ছ গ ঝ-ঙ জ রেখার সঙ্গে গ ও ঙ বিন্দুতে সংযুক্ত হইল।

অতএব খ গ ঘ ঙ চ রেখাই অপসারিত অবস্থায় উৎপন্ন ছ গ ঝ ঙ চ রেখার সঙ্গে গ ও ঙ সাধারণ বিন্দুদ্বয়ে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে এক রেখায় পরিণত হইল না।

অতএব খ গ ঘ ঙ চ রেখা সরল রেখা নয়।

কিন্তু ইহা ক রেখার সঙ্গে খ, ঘ ও চ এই যে কোন তিন বিন্দুতে সংযুক্ত, এরূপ যে কোন রেখা।

অতএব ক ঊর্দ্ধশক্তির (degree) রেখা না হইয়া প্রথম অথবা দ্বিতীয় শক্তির রেখা হইবে।

যদি ক রেখা প্রথম শক্তির রেখা হয়, তবে ইহা সরল রেখা।

যদি ক দ্বিতীয় শক্তির রেখা হয়।

মনে কর, ক রেখার ঘ শীর্ষবিন্দু (vertex)।

ক রেখার সঙ্গে মিলিত ভাবে খ চ অপসারিত হইলে চ শীর্ষবিন্দু তৎসঙ্গে অপসারিত হইবে।

অর্থাৎ ক রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু ক রেখার শীর্ষবিন্দুরূপে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

অতএব ক রেখা বৃত্ত।

৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞা

নিয়মিত তল মাত্রই হয় সমতল, অথবা বর্ত্তুল হইবে।

[প্রমাণ পূর্ব্বরূপ। রেখার স্থলে তল, সরল রেখার স্থলে সমতল এবং বৃত্তের স্থলে বর্ত্তুল ধরিতে হইবে।]

৭ম প্রতিজ্ঞা

বার্ত্তুলিক নিয়মিত রেখা মাত্রই বৃত্ত হইবে।

[প্রমাণ যে প্রতিজ্ঞার ন্যায়। প্রভেদের মধ্যে **ক** দ্বিতীয় শক্তির তলের অন্তর্ভুক্ত রেখা হওয়ায় ইহা প্রথম শক্তির রেখা হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ ক সরল রেখা হইতে পারে না।]

নিয়মিত রেখা ও নিয়মিত তলের নিয়মিত শব্দ একই অর্থবাচক। তবে রেখার অন্তর্ভুক্ত পথ মাত্র একটি—উক্ত রেখা। তলের অন্তর্ভুক্ত একই বিন্দু হইতে বিভিন্ন পথ নির্গত হইতে পারে। সুতরাং নিয়মিত তলের সংজ্ঞায় "যে কোন বিন্দু উক্ত তলে অবস্থিত যে কোন রেখায়ই হউক," এই অতিরিক্ত একটি কথা প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা সাধারণতঃ কথায় বলিয়া থাকি,—"ঘটটি যে স্থানে আছে, আসনটি সে স্থানে ছিল।" ঘটি ও আসনের আকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের স্থান অবরোধ করে। একটি যে স্থান অবরোধ করে, অপরটি সে স্থান অথবা তাহার অংশ অবরোধ করিতে পারে না, তবে উভয়ে একই স্থানে ছিল বলিলে, আমরা মাত্র এই বুঝিতে পারি যে, ঘটি যে স্থানে আছে, তাহার অভ্যন্তরে এরূপ একটি স্থান আছে যে, আসনটি যে স্থানে ছিল, উহা সেই স্থানের অভ্যন্তরে অবস্থিত। আমরা উপরোক্ত পরবাক্যচিহ্নের অন্তর্ভুক্ত বাক্য সাধারণতঃ এইরূপ অর্থেই ধরিয়া থাকি। উক্ত অর্থ ধরিয়াই "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে ;—

"একটি দ্রব্য যে কোন একটি স্থানে নেওয়া যাইতে পারে।"

তজ্জন্যই উক্ত প্রবন্ধে বাক্যটি দার্শনিক ভাষায় নিম্নলিখিত আকারে পরিণত হইয়াছে ;—

"যে কোন একটি দ্রব্যের অংশ যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।"

একটি বাক্য দার্শনিক ভাষায় নির্দ্দোষ ভাবে বলা যায় সত্য, কিন্তু কথিত ভাষায় দোষ থাকিলেও কথাটি সহজে আয়ত্ত হয়। সুতরাং উক্ত সত্যটিতে দার্শনিক ভাষায় জটিলতা প্রকাশ পাইলেও কথিত ভাষায় কোন সন্দেহের নিমিত্ত আপত্তির কারণ, অথবা বোধ-সৌকর্য্যার্থে প্রমাণের আবশ্যকতা আদবেই অনুভূত হয় না।

আমরা সত্যটিতে দ্রব্যের অংশ ও স্থানের অংশের স্থলে কণিকা ও বিন্দু শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি। তাহা হইলে সত্যটি এইরূপ হইবে ;—

একটি দ্রব্যকে এরূপ ভাবে চালিত করা যাইতে পারে যে, তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট কণিকা একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে উপস্থিত হয়।

অবশ্য তদবস্থায় কণিকাটি কোন একটি পথে চালিত হইবে এবং কণিকাটি এরূপ ভাবে যে কোন পথেই চালিত হইতে পারে। অতএব সত্যটি এই দাঁড়াইবে ;—

একটি দ্রব্যকে এরূপ ভাবে চালিত করা যাইতে পারে যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি কণিকা যে কোন রেখার যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত চালিত হয়।

অর্থাৎ দেশ একটি নিয়মিত ঘন।

তবেই দেশের সঙ্গে সমধর্ম্মবিশিষ্ট কোন জাতীয় তল ও রেখাকে যথাক্রমে সমতল ও সরল রেখা নাম দিয়া জ্যামিতিক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং উক্ত ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া যে কোন দ্রব্য যে কোন স্থানে যাইতে সমর্থ হওয়ায়, তৎসাহায্যে উপরিপাতনের প্রয়োগ দ্বারা সমগ্র জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার মূলস্বরূপ ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ও অষ্টম প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে পারা গিয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তুল ও বৃত্তও দেশের সঙ্গে সমধর্ম্মবিশিষ্ট। তবে সমতল ও সরল রেখায় এরূপ একটি বিশেষত্ব আছে যে, শুধু ইহারাই জ্যামিতিক শাস্ত্রের আরম্ভে প্রযুক্ত হইবার উপযুক্ত। বর্ত্তুল ও বৃত্তে সেই বিশেষত্ব না পাওয়াতেই তাহার সাহায্যে জ্যামিতি আরম্ভ করা হয় নাই। বিশেষত্বটি এই ;—যে কোন একটি সরল রেখা অপর যে কোন সরল রেখার উপরে, কি যে কোন একটি সমতল অপর যে কোন সমতলের উপরে পাতিত করিয়া পরস্পর মিলান যাইতে পারে। কিন্তু কি বৃত্ত, কি বর্ত্তুল, ইহাদের যে কোন জাতীয় দুইটির পরিমাণ সমান হইলেই তাহারা মিলিত হইবে। পরিমাণ অসমান হইলে তাহাদের মিলান অসম্ভব।

আমরা সরল রেখার যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তিটি এইরূপে উত্থাপিত হইয়াছিল ;—

এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত একজাতীয় একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে না পারিলেও বিভিন্ন জাতির একাধিক সরল রেখা টানার অসম্ভবতা কি থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশায় আমরা নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বৃত্ত হইতে সরল রেখা এবং বর্ত্তুল হইতে সমতলের উপরোক্ত বিশেষত্ব বিশ্লেষণের উপরেই উক্ত আপত্তির মীমাংসা নির্ভর করে। যেহেতু ইহারা যথাক্রমে সাধারণ জাতি (genus) নিয়মিত রেখা ও নিয়মিত তলকে বিশেষ জাতিতে (species) বিভক্ত করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সরল রেখা সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিশ্লেষক জ্যামিতিতে ইহার আকৃতি অসীম। সমতল উভয় জ্যামিতিতেই সীমাবহির্ভূত। আমাদের জ্ঞান সান্ত। অতএব কি সান্ত, কি অনন্ত, যে কোন পদার্থের যুক্তি আমরা সান্ত পদার্থের সাহায্যেই গ্রহণ করিয়া থাকি। এরূপ অবস্থায় কি সরল রেখা, কি সমতল, উভয়ের সান্ত অংশই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তদবস্থায় সরল রেখা পার্শ্ববর্ত্তী বিন্দুদ্বয় দ্বারা এবং সমতল কতিপয় রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে। কিন্তু বৃত্ত ও বর্ত্তুল তদ্রূপ বিন্দুদ্বয় দ্বারা, কি রেখাসমষ্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। কাজে কাজেই আমরা সরল রেখা ও সমতলের সঙ্গে তুলনা করিবার নিমিত্ত বৃত্ত ও বর্ত্তুলের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে ধনু ও বর্ত্তুলাংশ গ্রহণ করিব।

সমতলে সরল রেখা ও ধনু এই উভয় জাতীয় রেখাই টানা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তুলাংশে একমাত্র ধনুই অঙ্কণের যোগ্য।

সমতলস্থিত যে কোন সরল রেখা অপর সরল রেখার সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে মিলান যায়। কিন্তু সমতলস্থিত ধনুগুলির মধ্যে যেগুলি সমান সমান বৃত্তের ধনু, মাত্র তাহারাই মিলিত

হইবে। পুনরায় সরল রেখাগুলি দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলে যে কোন অবস্থাতেই মিলিবে। কিন্তু সমান সমান বৃত্তের ধনুগুলির যে কোন দুইটি মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থাতেই থাকিতে পারে।
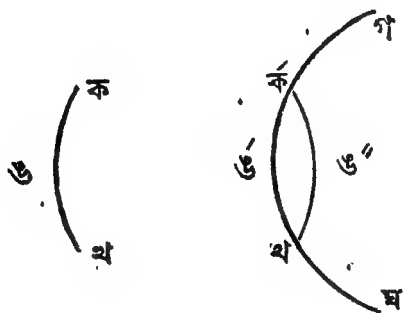
ক খ ও গ ঘ দুইটি সমান সমান বৃত্তের ধনু। ক খ ধনুকে যদি গ ঘ ধনুর উপর এইরূপে পাতিত করা যায় যে, ক ও খ বিন্দুদ্বয় গ ঘ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ক ও খ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়, তবে ক খ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ঙ বিন্দু গ ঘ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ঙ বিন্দুতে পতিত হইয়া উভয় ধনুকে মিলিত করাইয়া দিতে পারে। পুনশ্চ ঙ বিন্দু গ ঘ ধনুর বহির্ভাগে ঙ বিন্দুতে পতিত হইয়া ক খ ধনুকে ক ঙ খ ধনুরূপে স্বতন্ত্র ভাবেও রাখিতে পারে।

বর্ত্তুলাংশে সরল রেখার অবস্থিতি সম্ভবে না। সমতলের ন্যায় ইহাতেও অসমান বৃত্তের ধনুগুলি মিলান যায় না। সমান সমান বৃত্তের ধনুগুলি সমতলস্থিত বৃত্তের ন্যায় উভয় ভাবেই অবস্থিতি করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তুলাংশ যদি অর্দ্ধবৃত্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়, তবে ইহাতে এরূপ কতকগুলি সমান সমান বৃত্তের ধনু আছে, যাহাদিগকে উক্ত বর্ত্তুলাংশের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলে যে কোন অবস্থায়ই পরস্পর মিলিত হইবে। ইহারা বৃহৎ বৃত্তের (great circle) ধনু দুইটি বৃহৎ বৃত্ত দুই বিন্দুতে সংযুক্ত হইলে উভয় বৃত্তই উক্ত বিন্দুদ্বয়ে সমদ্বিখণ্ডিত হইবে। সুতরাং অর্দ্ধ বর্ত্তুল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বর্ত্তুলাংশে উহাদের দুই বিন্দুতে সংযোগ অসম্ভব।

এই জাতীয় রেখাকে আমরা বর্ত্তুল রেখা নামে অভিহিত করিব। বর্ত্তুল রেখা মাত্রই বর্ত্তুলার্দ্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বর্ত্তুলাংশে অবস্থিতি করিতে পারে। অতএব ইহার পরিমাণ বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। অর্থাৎ বৃহৎ বৃত্তের লঘু (minor) ধনুর নাম বর্ত্তুল রেখা। ইউক্লিড জ্যামিতিক প্রমাণের নিমিত্ত যে পাঁচটি স্বীকার্য্য পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে পঞ্চম স্বীকার্য্যটি প্রথম আটাশটি প্রতিজ্ঞায় প্রযুক্ত হয় নাই। সমতল ও সরল রেখার স্থলে যথাক্রমে বর্ত্তুলাংশ ও বর্ত্তুল রেখা প্রযুক্ত হইলে অপর স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ কয়টিতে কোন ব্যত্যয় উপস্থিত হয় না।

স্বতঃসিদ্ধ কয়টিতে সরল রেখা ও সমতল সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই ইহাদের প্রয়োগের কোন ইতর-বিশেষ থাকিতে পারে না।

সমতলের পরিবর্ত্তে বর্ত্তুলাংশ ধরিয়া লইলে বর্ত্তুলাংশস্থিত বৃত্তের কেন্দ্র উক্ত বর্ত্তুলাংশের উপরেই অবস্থিতি করিবে এবং কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত বর্ত্তুল রেখা উক্ত বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ হইবে। এমতাবস্থায় বর্ত্তুলাংশেও তৃতীয় স্বীকার্য্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

ত্রিকোণমিতি অনুসারে সমতলের উপরে সরল রেখার আবর্ত্তনে কোণ উৎপন্ন হয়। উক্ত রূপে বর্ত্তুলাংশের উপরে বর্ত্তুল রেখাও আবর্ত্তিত হইতে পারে। অতএব বর্ত্তুলাংশে চতুর্থ স্বীকার্য্য প্রয়োগেরও কোন বাধা নাই।

অবশিষ্ট নবগঠিত প্রথম স্বীকার্য্যটি এইরূপ হইবে ;—

যে কোন দুই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি বর্ত্তুল রেখা অতিক্রম করিতে পারে।

মাত্র এই কয়টি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্যের সাহায্যে ইউক্লিডের প্রথম আটাশটি প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শেষ দুইটি প্রতিজ্ঞা সমান্তরাল সরল রেখা নিয়া। সমান্তরাল সরল রেখার জ্ঞান অনন্ত-সাপেক্ষ। অপর ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞায় সমতল ও সরল রেখার স্থলে যথাক্রমে বর্ত্তুলাংশ ও বর্ত্তুল রেখা গ্রহণ করিলে উক্ত স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য কয়টিতে কোনরূপ ব্যত্যয় না হওয়ায়, প্রমাণের পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত হইবে না।

তবে বাহুত্রয় পাদরেখা (quadrant) অপেক্ষা লঘুতর না হইলে ষোড়শ প্রতিজ্ঞায় উক্ত ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ অন্তরস্থ দূরবর্ত্তী কোণদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা লঘুতর হইতে পারে না। এরূপ স্থলে বর্ত্তুল রেখার পরিমাণ পাদরেখার অর্দ্ধাংশ অপেক্ষা লঘুতর ধরিয়া নিলেই আপত্তি চুকিয়া যায়।

আমরা দেখাইয়াছি, চতুর্থ প্রতিজ্ঞা প্রমাণে অতিরিক্ত দুইটি সত্যের আবশ্যক। ইহাদিগকে **ক** ও **খ** নামে অভিহিত করা হইয়াছে। **ক** সত্য সাধারণ রেখা সম্বন্ধেই উক্ত। কিন্তু **খ** সত্য বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে তদবস্থায় ত্রিভুজদ্বয়ের ভূমি, ভূমিস্থিত অবশিষ্ট কোণদ্বয় ও ক্ষেত্রফলের সমানতা দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ ত্রিভুজদ্বয়ের একটিকে অপরটির উপরে পাতিত করিতে না পারিলেও এবং তাহারা যে সর্ব্বতোভাবে সমান, ইহা উর্দ্ধতন জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণিত হইলেও প্রতিজ্ঞাটি যে সত্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বর্ত্তুলাংশে উক্ত ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা প্রমাণের একমাত্র যে আপত্তি ছিল, তাহাও অপনোদিত হইল।

পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলি সমান্তরাল নামক এরূপ একপ্রকার যুগ্ম সরল রেখার উপর নির্ভর করে, যাহার প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে বর্ত্তুল রেখায় প্রয়োগ করা যায় না। সমতল ও সরল রেখাকে সান্ত-বর্ত্তুল ও বর্ত্তুল রেখার সঙ্গে উক্ত ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা নিয়াই তুলনা করিতে হইবে।*

---

* আমরা ভবিষ্যতে ইহা দেখাইব যে, বর্ত্তুলাংশে এরূপ কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইতে পারে, যাহারা, বর্ত্তুলের পরিমাণ অনন্তে পরিণত হইলে সমান্তরাল সরল রেখাসংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা হইয়া পড়ে।

এখন দেখা যাইতেছে, বর্ত্তুলের সঙ্গে বর্ত্তুল রেখার যে সম্পর্ক, সমতলের সঙ্গে সরল রেখার সেই সম্পর্ক। পুনরায় সামতলিক জ্যামিতিতে সরল রেখা এবং ঘন জ্যামিতিতে সমতল, উভয়েই প্রথম শক্তির সমীকরণ দ্বারা (equation) প্রকাশিত। অতএব সমতলের সঙ্গে সরল রেখা এবং দেশের সঙ্গে সমতল একই রূপ সম্পর্কান্বিত অর্থাৎ দেশ, সমতল ও বর্ত্তুল, ইহাদের সঙ্গে যথাক্রমে সমতল, সরলরেখা ও বর্ত্তুল রেখার একই রকমের বিশেষ একটি সম্পর্ক আছে। এমতাবস্থায় আমরা উক্ত সম্পর্ক জ্ঞাপনের নিমিত্ত "সম" শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি এবং দেশের সঙ্গে উক্ত সম্পর্ক থাকার নিমিত্ত সমতল নাম হইয়াছে, এরূপ ধরিয়া নিয়া সমতল ও বর্ত্তুলের সঙ্গে সেই সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত সরল রেখা ও বর্ত্তুল রেখার সাধারণ নাম সমরেখা দেওয়া হইল।

"সমরেখা" কোন জাতিবাচক নাম নহে। ইহা দ্বারা নিয়মিত তলের সঙ্গে কোন একটি বিশেষ সম্পর্ক জ্ঞাপিত হয়, এইমাত্র। একটি নিয়মিত তলে অবস্থিত সমরেখা অপর নিয়মিত তলেও থাকিতে পারে এবং তদবস্থায় শেষোক্ত তলের সমরেখা উক্ত রেখা না হইয়া অপর রেখাও হইতে পারে।
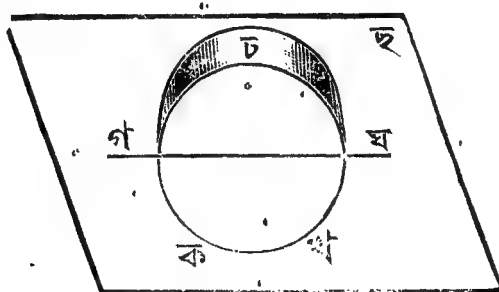
উদাহরণ। **ক খ** ধনু **চ** বর্ত্তুল ও **ছ** সমতল এই উভয় তলেই অবস্থিত। **ক খ** ধনু **চ** বর্ত্তুলের বর্ত্তুল রেখা। অতএব ইহা **চ** বর্ত্তুলের সমরেখা। কিন্তু **ক খ** ধনু **ছ** সমতলের সমরেখা নহে। পক্ষান্তরে **গ ঘ** সরল রেখা **ছ** সমতলের সমরেখা।

এক্ষণে **ক** সত্যানুসারে নিয়মিত তলে অবস্থিত যে কোন দুইটি সমরেখা উক্ত তলে রাখিয়া যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই তাহারা পরস্পর মিলিয়া যাইবে এবং উক্ত তলে অবস্থিত অপর কোন রেখা, কি সম, কি অসম, কোন রেখার সঙ্গেই, দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই মিলিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। অতএব সমরেখার সংজ্ঞা এইরূপ হইবে ;—

একই নিয়মিত তলে অবস্থিত যে যে রেখা উক্ত নিয়মিত তলে রাখিয়া যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহার নাম সমরেখা।

অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দু মিলাইতে গেলে, একই অথবা বিভিন্ন সমতলে অবস্থিত যে কোন সমরেখা অপর সমরেখার সঙ্গে পরস্পর মিলিয়া যায়। পুনরায় একই অথবা সমান সমান

বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখাও তদ্রূপ মিলিত হয়। কিন্তু সমতলস্থিত সমরেখা বর্ত্তুলস্থিত সমরেখার সঙ্গে কোন রূপেই মিলিতে পারে না। অপিচ অসমান বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখারও যে কোনরূপ মিলান অসম্ভব।

আমরা যাবতীয় সমতলে অবস্থিত সমরেখাসমূহকে এক জাতিতে এবং সমান সমান বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক এক জাতিতে পরিণত করিলে দেখিতে পাই, যে সমস্ত সমরেখা মিলান যায়, তাহারা একজাতীয় এবং যাহাদিগকে মিলান যায় না, তাহারা ভিন্নজাতীয় সমরেখা হইয়া পড়ে।

এরূপ অবস্থায় যদিও সমরেখাদ্বারা কোন জাতি প্রকাশিত না হউক, তথাপি বিভিন্ন জাতীয় সমরেখার অন্তর্ভুক্ত সরল রেখা একটি বিশেষ জাতি এবং সমান সমান বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত বর্ত্তুল রেখাগুলিও এক একটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে। একই নিয়মিত তলে অবস্থিত দুইটি সমরেখা যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই পরস্পর মিলিয়া যায়। অতএব যে কোন দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া যে কোন নিয়মিত তলে অবস্থিত মাত্র একটি সমরেখা অতিক্রম করে।

দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া সমতল এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহুবিধ পরিমাণবিশিষ্ট বর্ত্তুল অতিক্রম করিতে পারে এবং তদবস্থায় ইহাদের প্রত্যেক নিয়মিত তলে অবস্থিত এক একটি সমরেখা উক্ত বিন্দুদ্বয় দিয়া অতিক্রম করিবে। অর্থাৎ দুইটি বিন্দু দিয়া একজাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করা অসম্ভব হইলেও বিভিন্নজাতীয় বহুবিধ সমরেখা অতিক্রম করিতে পারে।

নবগঠিত প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করা সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, এত ক্ষণে তাহার রহস্যভেদে কৃতকার্য্য হওয়া গেল। স্বীকার্য্যটি সরল রেখার ন্যায় বর্ত্তুল রেখায়ও প্রযোজ্য হইতে পারে। অর্থাৎ ইহা যাবতীয় সমরেখার সাধারণ ধর্ম্ম জ্ঞাপন করে।

২৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করার প্রথম আপত্তিটি ক সত্য দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও দ্বিতীয় আপত্তিটি সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হয় না। সংজ্ঞানুযায়ী সমরেখা বলিয়া যাচাই করিবার নিমিত্ত দুইটি রেখা মিলান ক সত্য দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং দুই বিন্দুতে মিলানে সমরেখাদ্বয় মিলিত হইবার নিমিত্তই দুই বিন্দু দিয়া এক জাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করিতে অসমর্থ। অর্থাৎ ক সত্যের বর্ত্তমানতার শক্তিতে ১ম স্বীকার্য্যের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশ করিয়া সমরেখার সংজ্ঞা গঠিত হইয়াছে। অথচ উক্ত দ্বিতীয় আপত্তিটিও নিরর্থক সন্দেহ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কারণ, দুই বিন্দু দিয়া বিভিন্নজাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করিতে পারে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিয়মিত তল নিয়াই চর্চ্চা করা গেল। সমরেখা সম্বন্ধে ঘন জ্যামিতির আলোচনা ভবিষ্যতের নিমিত্ত স্থগিত রহিল।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত

নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি*

[হারহা-প্রশস্তি]

এই শিলালিপি যুক্ত-প্রদেশে বড়বাঁকী জেলার অন্তর্গত হারহা গ্রামে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ নগরের প্রাদেশিক চিত্রশালার অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুত হীরানন্দ শাস্ত্রী, এম্. এ মহাশয় সর্ব্বপ্রথম জনৈক লোকের মুখে ইহার সন্ধান অবগত হন। সম্প্রতি যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটরী শ্রীযুত আর্ বার্ণ্ [R. Burn, I. C. S.] মহোদয়ের যত্নে উহা লক্ষ্ণৌ-চিত্রশালায় আনীত হইয়া রক্ষিত হইতেছে। হারহার রাজা শ্রীযুত রঘুরাজ বাহাদুর সিংহ এই লিপিখানি উক্ত চিত্রশালায় সংরক্ষণের জন্য অর্পণ করিয়াছেন[১]। উৎকীর্ণ লিপির একখানি ছাপ উক্ত রাজা বাহাদুর কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে গত বৎসর প্রেরণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোসাইটির এক অধিবেশনে হারহা-লিপির উদ্ধৃত পাঠ বিবৃত করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে 'সরস্বতী' নামক একখানি হিন্দী পত্রিকায় [মাঘ, ১৩২২, পৃঃ ৮০—৮৬] পণ্ডিত শ্রীযুত হরিরামচন্দ্র দিবেকর এম্ এ, উক্ত লিপির ছাপ ও উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য লিপি সম্বন্ধে পণ্ডিত হীরানন্দের লিখিত এক ইংরাজী প্রবন্ধ 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রেরিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, উহা উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইবে। বিগত শারদীয় পূজার পূর্ব্বে মদীয় শিক্ষক, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী পরিদর্শক শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় আমাকে বাঙ্গালায় হারহালিপি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন এবং আমার ব্যবহারের জন্য পণ্ডিত হীরানন্দের নিকট হইতে উহার দুইখানি সুন্দর ছাপ আনাইয়া দেন। তদনুসারে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

লক্ষ্ণৌ চিত্রশালার ১৯১৪-১৫ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে শিলাপট্টের আয়তন ও উহার আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে[২]। এক খণ্ড সুমসৃণ-বালুকা-প্রস্তরের উপরিভাগে অত্যন্ত যত্নসহকারে অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রস্তরখণ্ডের দৈর্ঘ্য ২´-২½″—ও প্রস্থ ১´ ৪½″। সর্ব্বসমেত দ্বাবিংশতি ছত্রে লিপি সমাপ্ত হইয়াছে। কাল-বশে প্রস্তরের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই, কতিপয়-সংখ্যক অক্ষরের অংশবিশেষ ভগ্ন

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৭ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1916, p. 3 ; Appendix, D. p. 8.

২। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1915, p. 3.

হইয়াছে মাত্র। গুপ্তনরপালগণের সমসাময়িক উত্তর-ভারতীয় লেখমালায় যে শ্রেণীর অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই শ্রেণীর অক্ষরে লিপিখানি উৎকীর্ণ। মন্দশোর নগরে আবিষ্কৃত কূপ-প্রশস্তি[১], মহানামের বুদ্ধগয়ালিপি[২], মহারাজ আদিত্যসেনের অফসড়-লিপি[৩], মহাশিবগুপ্তের সিরপুর-লিপি[৪] প্রভৃতির অক্ষরের সহিত হারহা-লিপির অক্ষরের সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। প্রথম হইতে শিল্পীর নামোল্লেখের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই লিপি সংস্কৃত শ্লোকে রচিত। গুপ্তযুগের সংস্কৃত-সাহিত্যে কৃত্রিম-পদবিন্যাস-পদ্ধতি সবিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠে। এই কালের প্রশস্তি-সমূহ ভাষার আড়ম্বর এবং উপমার বাহুল্যহেতু তাদৃশ সরল বা সহজবোধ্য নহে। যাঁহারা সমসাময়িক সংস্কৃত-কাব্যসাহিত্য এবং উৎকীর্ণ প্রশস্তি-সমূহের একত্র অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, উভয় শ্রেণীর রচনাই একই প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। হারহা-লিপি গুপ্ত-নরপালগণের রাজ্যকালে রচিত বলিয়া ইহাও সমসাময়িক যুগের সাধারণ প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। শব্দের আড়ম্বরে ইহার প্রকৃত অর্থ অধিকাংশ স্থলেই অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং নানারূপ উপমার চক্রে পড়িয়া প্রশস্তি-রচয়িতার বক্তব্য সুচারুরূপে ব্যক্ত হয় নাই।

কবির ভাবের দৈন্য ও বর্ণনার বৈচিত্র্যহীনতা স্থানে স্থানে অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। সপ্তম ও দশম শ্লোকের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু ভাব অভিন্ন। উভয় শ্লোকেই, আকাশে সমুত্থিত, হোমাগ্নি-সঞ্জাত 'ধূমজালে' মেঘ বলিয়া ভ্রম হওয়ায় শিখিগণ উন্মত্ত ও মুখর হইয়া উঠিতেছে। অন্য আর একজন প্রশস্তিকারও হোমাগ্নি হইতে অভ্যুত্থিত ধূমরাশিকে মেঘ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন।

যশোধর্ম্মদেবের মন্দশোরে আবিষ্কৃত একখানি প্রশস্তিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়,—

"স্নিগ্ধশ্যামাম্বুদাভৈঃ স্থগিতদিনকৃতো যজ্বনামাজ্যধূমৈ-
রম্ভো মেঘ্যং মঘোনাবধিষু বিদধতা গাঢ়সংপন্নসস্যৈঃ।"

—প্রাচীন-লেখমালা, কাব্যমালা-সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩।

কলির অন্ধকার হইতে পৃথিবীর উদ্ধারের কল্পনা হারহা-প্রশস্তির একাধিক শ্লোকে লক্ষিত হয়। একই ভাবের পুনরুক্তি কবির ভাব-দৈন্যের পরিচায়ক। লিপির কুত্রাপি রচয়িতার বর্ণনার বিশেষত্ব প্রকাশ পায় নাই। তবে উহার কোনও কোনও শ্লোকে চমৎকার ললিত পদ-যোজনার পরিচয় আছে। অনেকাংশে আলোচ্য লিপির রচনা উল্লিখিত মন্দশোর-লিপির রচনার অনুরূপ। প্রশস্তির আরম্ভে মহাদেবের বন্দনা করিয়া উভয় কবিই মুখবন্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়িয়া দিলেও একটি স্থলবিশেষে উভয় প্রশস্তির রচনারীতির সাদৃশ্য

১। Fleet's Gupta Inscriptions, pl. xxii.
২। Ibid. pl. xii.
৩। Ibid. pl. xxviii.
৪। Epigraphia Indica, Vol. xi, pl. (after p. 190)

লক্ষিত হইবে। হারহা-লিপির যে শ্লোকে লিপির তক্ষণাব্দ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকেই বৎসরের কোন্ কালে অর্থাৎ কোন্ ঋতুতে তক্ষণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আছে। মন্দশোর-লিপিতেও ঠিক এই রীতিই অনুসৃত হইয়াছে। হারহা-লিপি বর্ষাকালে উৎকীর্ণ হয়, তাহার আরম্ভ এইরূপ,—'যস্মিন্ কালেঽম্বুবাহা নব-গবলরুচঃ প্রাপ্ত-লগ্নেন্দ্রচাপাঃ'। মন্দশোরলিপি বসন্তকালে উৎকীর্ণ হয়, তাহার আরম্ভ এইরূপ,—'যস্মিন্ কালে কলমৃদুগিরাং কোকিলানাং প্রলাপাঃ।' দুইটি শ্লোকেরই রচনা এক রকম। আরও কৌতূহলের বিষয় এই, উভয় প্রশস্তিই একই বৎসরে উৎকীর্ণ হয়। হারহা-প্রশস্তি ও মন্দশোর-প্রশস্তির পদযোজনা হইতে আমরা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। এই যুগের সংস্কৃত কাব্যের ভাষা কিরূপ বিশেষত্বহীন, কৃত্রিম ও জটিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পরিচয় হারহা-প্রশস্তির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে।

আলোচ্য লিপির বর্ণবিন্যাস-সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

দুই রকম 'আ'-কার, যথা—'কারণং (১), 'বেধসাং' (১)
　　„　'উ'-কার, যথা—'হুতভুজি' (৬), 'ত্রিপুরান্তকঃ' (১)
　　„　'ঊ'-কার, যথা—'ভূতাত্মা' (১), 'সূর্য্যবর্ম্মা' (১৬)
　　„　'এ'-কার, যথা—'কুলেন' (৮), 'তেন' (১৬)
　　„　'ও'-কার, যথা—'লোক' (১), 'যোগিনঃ' (১)
　　„　'ঔ-কার, যথা—'গৌড়ান্' (১৩), 'নৌ' (১৫)
　　„　'ণ'-কার, যথা—'শিখিগণা' (১০), 'রেণুনা' (১৪)
　　„　'ব'-কার, যথা—'বলার্ণবাভিগমন' (১৩), 'বারিভার' (১০)
　　„　'য'-কার, যথা—'বিয়তি' (৬), 'যৌবনং' (৮)

লিপিতে 'র্য'-স্থানে 'র'-এ 'য'-ফলা সংযুক্ত হইয়াছে, যথা—'র্যং প্রাপ্য' (৫), 'শৌর্য্যং' (৮)
রেফাক্রান্ত 'ক'-বর্ণের দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে, যথা—দিক্চক্রবালে (৯), 'ক্রতু' (৭)
রেফসংযুক্ত 'ণ'-এরও দ্বিত্ব হইয়াছে, যথা—'উৎকীর্ণা' (২২), 'বর্ণাশ্রমাচার' (৫)
অবগ্রহচিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই, যথা—'অর্দ্ধস্থিতযোষিতোপি' (১), 'নৃপোশ্বপতি' (৩)

কাব্যাংশে নগণ্য হইলেও ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া কথিত হইতে পারে। এই প্রশস্তি মৌখরিবর্ম্ম-রাজগণের আধিপত্য-কালের অন্যতম অভিজ্ঞান। ইহার পূর্ব্বে মৌখরিদিগের আর পাঁচখানি খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে ;—

(১) জৌনপুরের আতালা মসজিদে প্রাপ্ত মৌখরি ঈশ্বরবর্ম্মার লিপি[১] ;

(২) মধ্য-প্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত আশিরগড় নামক স্থানে আবিষ্কৃত শর্ব্ববর্ম্মার উৎকীর্ণ তাম্রমোহর[২] ;

১। Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 228-30.
২। Ibid. pp. 219-21.

(৩-৪) নাগার্জ্জুনী-গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ অনন্তবর্ম্মার দুইখানি খোদিত লিপি[১];

এবং (৫) বরাবর-গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ অনন্তবর্ম্মার একখানি খোদিত লিপি[২]।

এতদ্ভিন্ন দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেববরুণার [দেওবরণার্কের] উৎকীর্ণ লিপি[৩], আদিত্যসেনের অফসড়লিপি[৪] এবং লিচ্ছবিরাজ অংশুবর্ম্মা ও জয়দেবের খোদিত লিপিতে[৫] কোনও কোনও মৌখরি নৃপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গগত স্তর আলেক্জণ্ডার কানিংহাম গয়ার সন্নিকটে মৌখরিদিগের এক মৃন্ময় শিলমোহর[৬] আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হর্ষচরিতের বহু স্থলে[৭], মুদ্রারাক্ষসের[৮] কোনও কোনও পুথিতে এবং কাদম্বরীর একটি শ্লোকে[৯] মৌখরিদিগের বা মৌখরি নৃপবিশেষের উল্লেখ আছে। ফৈজাবাদ জেলায় মৌখরিগণের বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[১০]। এই সকল বিক্ষিপ্ত উপাদান-পরম্পরা হইতে মৌখরি-রাজবংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইতে পারে। শর্ব্ববর্ম্মার আশিরগড়-লিপি হইতে[১১] এই বংশের নিম্নলিখিত বংশতালিকা সংগ্রহ করা যায়,—

হরিবর্ম্মা + জয়স্বামিনী
|
আদিত্যবর্ম্মা + হর্ষগুপ্তা
|
ঈশ্বরবর্ম্মা + উপগুপ্তা
|
ঈশানবর্ম্মা + লক্ষ্মীবতী
|
শর্ব্ববর্ম্মা + ?

হারহা-লিপি হইতে এই বংশের একজন নূতন লোকের নাম জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে; তিনি ঈশানবর্ম্মার পুত্র সূর্য্যবর্ম্মা। আশিরগড়-লিপিতে ঈশানবর্ম্মার পুত্র রাজা শর্ব্ববর্ম্মার নাম আছে। দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেওবরণার্ক লিপিতেও শর্ব্ববর্ম্মার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[১২]। এতদ্ভিন্ন ইঁহার নামাঙ্কিত কতিপয় মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৩]। ঈশানবর্ম্মার রাজ্যকালের লিপিআবিষ্কারের পর এখন অবগত হওয়া যাইতেছে যে, তাঁহার দুই পুত্র ছিল—শর্ব্ববর্ম্মা ও সূর্য্যবর্ম্মা। হারহা-লিপির ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে মৌখরিদিগের

১। Ibid pp. 223-26; 226-28.
২। Ibid pp. 221-23.
৩। Ibid p. 216.
৪। Ibid p. 203.
৫। Indian Antiquary, Vol. ix. pp. 171, 178.
৬। Fleet's Gupta Inscriptions, Introduction, p. 14.
৭। *Harsacharita*, Edited and translated by Cowell and Thomas, pp. 122, 123, 124, 173, 194, 233, 238, 246.
৮। *Mudraraksasa*, Bombay Sans. series, Introduction, p. 21.
৯। *Kadambari*, Bombay Sans. series, p, 1.
১০। J. R. A. S. 1906. pp. 843-50.
১১। Fleet's Gupta Inscriptions, p. 220.
১২। Smith, J. A. S. B. 1894, p. 193.
১৩। J. R. A. S. 1906, p. 844.

সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ অভিনব ও কৌতূহলজনক তথ্য পাওয়া গিয়াছে। অন্ধ্রাধিপতিকে সমরে পরাজিত করিয়া এবং 'সমুদ্রাশ্রয়'-স্থিত গৌড়ীয়গণের ['গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্'] রাজ্য জয় করিয়া, তৎপরে ঈশানবর্ম্মা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বেই—অর্থাৎ পিতা ঈশ্বরবর্ম্মার রাজত্বকালেই ঈশান-বর্ম্মা এই বিজয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন,—"সমানকর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে" [৩।৪।২১], অর্থাৎ সমানকর্ত্তৃক দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি অন্যতর ক্রিয়ার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ['পূর্ব্বকালে'] হয়, সেই ক্রিয়ার ধাতু ক্ত্বাচ্-প্রত্যয়ান্ত হইয়া থাকে। 'জিত্বা অন্ধ্রাধিপতিং সিংহাসনমধ্যাসিষ্ট'—এখানে সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বে অন্ধ্রাধি-পতির পরাজয় নিষ্পন্ন হইয়াছিল, এই অর্থ সূচিত করিবার জন্যই 'জি'-ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় করিয়া 'জিত্বা' পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ 'সমুদ্রাশ্রয়ান্ গৌড়ান্ আয়তি-মোচিতস্থলভুবো কৃত্বা সিংহাসনমধ্যাসিষ্ট', এই বাক্যেও সূচিত হইতেছে যে, গৌড়বিজয় পূর্ব্বে এবং সিংহাসনে আরোহণরূপ ক্রিয়া পরে হইয়াছিল। অতএব ঈশ্বরবর্ম্মার জীবিত-কালেই অন্ধ্ররাজ ও গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পুত্র মৌখরিকুলের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। গুপ্তরাজত্বকালে প্রাচীন অন্ধ্ররাজ্যের লোপ হইয়াছিল, সুতরাং এখানে 'অন্ধ্রাধিপতি' শব্দে কাহাকে বুঝান হইয়াছে, বলা যায় না। তৎকালে গৌড়রাজ্যই বা কোন্ রাজবংশের শাসনাধীন ছিল, তাহাও স্থির করা অসম্ভব। জৌনপুরে ঈশ্বরবর্ম্মার যে ভগ্ন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে অন্ধ্রগণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ['বিন্ধ্যাদ্রেঃ প্রতিরন্ধ্রমন্ধ্রপতিনা শঙ্কাপরেণাসিতম্'[১]]; কিন্তু লিপির অধিকাংশ ভাগ বিলুপ্ত হওয়ায় তাহাদিগের সম্বন্ধে কি তথ্য খোদিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। বিন্ধ্যগিরির রন্ধ্রে অন্ধ্রাধিপতির সশঙ্ক অবস্থিতির উল্লেখমাত্র হইতে অবশ্য কোনও অনুমান করা সঙ্গত নহে, তথাপি ঈশানবর্ম্মার শিলালিপিতে ঈশ্বরবর্ম্মার রাজত্বকালে সংঘটিত মৌখরিগণকর্ত্তৃক অন্ধ্রদিগের পরাজয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আবিষ্কৃত হওয়ায় সন্দেহ হয়, হয় ত জৌনপুরের ভগ্নপ্রায় শিলাপট্টেও প্রশস্তিকার উক্ত জয়বার্ত্তাই সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। মৌখরিগণ-কর্ত্তৃক গৌড়বিজয়ও বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তরাপথের রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাস এখনও অনাবিষ্কৃত। গুপ্তবংশের রাজত্বলোপের পূর্ব্বেই যে মৌখরিরাজবংশ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে ঈদৃশ প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিকসমাজে কৌতূহলজনক বলিয়া গণ্য হইবে। গুপ্তরাজগণের সহিত মৌখরিবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, ইহার আভাস অফসড়লিপি হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্য সত্যই যে মৌখরিগণ গুপ্তরাজ্যের কিয়দংশ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, ইহার অবিসম্বাদিপ্রমাণ নবাবিষ্কৃত হারহালিপি হইতেই পাওয়া যাইতেছে। মহাশিবগুপ্ত-বালার্জ্জুনের সিরপুরলিপি হইতে জানা যায়, বর্ম্ম-উপাধিধারী এক রাজবংশ মগধে আধিপত্য করিতেন এবং এই বংশে সূর্য্যবর্ম্মা

১। Fleet's Gupta Inscriptions, p. 230.

নামে একজন নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাশিবগুপ্তের মাতামহ[১]। সিরপুর লিপিতে তারিখ নাই, ইহার অক্ষর আলোচনা করিয়া অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং মহাশিবগুপ্তের মাতামহ সূর্য্যবর্ম্মা খুব সম্ভব খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন[২]। রায়বাহাদুর হীরালাল অনুমান করেন, এই সূর্য্যবর্ম্মার নাম আবিষ্কারে পশ্চিম-মগধের বর্ম্মরাজবংশের অর্থাৎ মৌখরিবর্ম্মবংশের বংশতালিকায় একজন নূতন ব্যক্তির নাম আবিষ্কৃত হইল[৩]। নানা কারণে হারহালিপির সূর্য্যবর্ম্মা ও সিরপুরলিপির সূর্য্যবর্ম্মাকে এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়।

এ যাবৎ মৌখরিদিগের যত খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সবগুলিই তারিখশূন্য। কিন্তু হারহালিপিতে উহার তক্ষণকাল বর্ণিত আছে। ঈশানবর্ম্মার রাজত্ব-কালে, [কোনও প্রচলিত অব্দের] 'একাদশাতিরিক্ত' ষট্‌শত সম্বৎসর অতীত হইলে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে ৬১১ অব্দ পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌ-চিত্রশালার কার্য্যবিবরণীতে লিখিত হইয়াছে—"Taking *atirikta* in the sense of superfluous the other possible meaning will be '589'[৪]." আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব, লিপির তক্ষণকাল ৬১১ অব্দ হওয়া সম্ভব নহে, ৫৮৯ অব্দই হইবে। আলোচ্য লিপির উল্লিখিত অব্দকে বিক্রমাব্দ ধরিতে হইবে। অফসড়লিপি হইতে জানা যায় যে, আদিত্যসেনের পিতা মাধবগুপ্ত স্থাণ্বীশ্বররাজ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন[৫]। ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে, হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে অনুমান ৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন[৬]; সুতরাং মাধবগুপ্ত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ঈশানবর্ম্মা মাধবগুপ্তের প্রপিতামহ তৃতীয় কুমারগুপ্তের সমসাময়িক, ইহা উক্ত লিপি হইতেই জানা যায়[৭]; অতএব ঈশানবর্ম্মা নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক। হারহালিপির তক্ষণাব্দ ৬১১ অথবা ৫৮৯কে বিক্রমাব্দ বলিয়া গণনা করিলে ৫৫৫—৫৬ এবং ৫৩৩—৩৪

১। "নিষ্পঙ্কে মগধাধিপত্যমহতাং জাতঃ কুলে বর্ম্মণাং
পুণ্যাভিঃ কৃতিভিঃ কৃতী কৃতমনঃকম্পঃ সুধাভোজিনাম্।
যামাসাদ্য সুতাং হিমাচল ইব শ্রীসূর্য্যবর্ম্মা নৃপঃ
প্রাপ প্রাক্‌পরমেশ্বর-শ্বশুরতা-গর্ব্বানিখর্ব্বং পদম্॥"
—Epigraphia Indica, Vol. xi. p. 191.

২। নারায়ণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭৫৬।

৩। Epigraphia Indica, Vol. xi, p. 185.

৪। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1915, p. 3.

৫। Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 203-4.

৬। V. A. Smith, Early History of India, Third Edition, p. 359.

৭। Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 203-4.

খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ অব্দকে শকাব্দ বা অন্ত কোনও পরবর্ত্তী অব্দ বলিয়া গণনা করিলে যথাক্রমে ৬৮৯ এবং ৬৬৭ বা ইহার পরবর্ত্তী কোনও খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ৬৬৭, ৬৮৯ বা ইহার পরবর্ত্তী কোনও বৎসরকে ঈশানবর্ম্মার লিপির তক্ষণকাল বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, তৃতীয় কুমারগুপ্ত স্বীয় প্রপৌত্রের রাজত্বপ্রাপ্তির পর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতএব ৬১১ বা ৫৮৯ সম্বৎসরকে বিক্রমাব্দ না ধরিয়া অন্ত কোনও অপেক্ষাকৃত আধুনিক অব্দ বলিয়া গণনা করিলে এইরূপ ঐতিহাসিক বিভ্রাট ঘটিবে সন্দেহ নাই।

ফৈজাবাদ জেলায় ঈশানবর্ম্মার পুত্র শর্ব্ববর্ম্মার কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার কয়েকটিতে মুদ্রাঙ্কণবৎসর গুপ্তাব্দে প্রদত্ত হইয়াছে। বার্ণ এই সকল মুদ্রার তারিখের অঙ্কগুলি পাঠ করিয়াছেন। উহার অন্ততঃ একটি ২৩৪ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল১। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে বা তাহার পূর্ব্বে শর্ব্ববর্ম্মার পিতা ঈশানবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল। বার্ণের কৃত পাঠোদ্ধার যদি সঙ্গত হয়, তবে ঈশানবর্ম্মার ৫৫৫—৫৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকা অসম্ভব এবং হারহালিপি কখনই উক্ত বৎসরে উৎকীর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং কাজে কাজেই উহা ৫৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল ধরিতে হইবে।

মৌখরিদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে বর্ত্তমান শিলালিপির ৩য় শ্লোকে কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে। এই শ্লোকে মহাভারত-বর্ণিত একটি অবদানের অংশবিশেষ প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত করিয়া কবি বলিয়াছেন, নৃপ অশ্বপতি যমরাজের নিকট হইতে যে শত পুত্র লাভ করেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিবর্গই 'মুখর' নামে প্রসিদ্ধ হন। ইঁহারা ক্ষত্রিয়—'মুখরাঃ ক্ষিতীশাঃ ক্ষতারয়ঃ'। মৌখরিগণের জাতিসম্বন্ধে কিছু দিন পূর্ব্বে স্বর্গগত ডাক্তার ব্লক (Theodore Bloch) যে মত প্রকাশ করেন,২ তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—"It is evident that southern Magadha * * * must often have changed hands between the scions of the Imperial Gupta family and the Maukhari clan of Rajputs." কিন্তু মৌখরিদিগকে রাজপুত বলিয়া বর্ণনা করিবার পক্ষে বিশেষ কোনও প্রমাণ আছে বলিয়া জানি না। আপাততঃ ইঁহারা ক্ষত্রিয় এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

আলোচ্য প্রশস্তির প্রথম দুই শ্লোকে মহাদেবের স্তুতি করা হইয়াছে। এই বর্ণনায় প্রায় সর্ব্বাংশেই শিবের প্রচলিত মূর্ত্তিকল্পনারীতি অনুসৃত হইয়াছে, কেবল বিশেষত্বের মধ্যে এই যে, তাঁহার পরিধেয় বসন ব্যাঘ্রাজিনের পরিবর্ত্তে সিংহাজিন ['সৈংহীং বসানং ত্বচম্']। তৃতীয় শ্লোকে মৌখরিকুলের উৎপত্তির কথা, এবং চতুর্থ শ্লোক হইতে উনবিংশশ্লোকপর্য্যন্ত মৌখরিনৃপতিগণের নাম, স্ব স্ব কীর্ত্তিকলাপ ও গুণাবলীর বর্ণনা আছে। বিংশ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, একদা ঈশানবর্ম্মার তনয় সূর্য্যবর্ম্মা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মহা-

১। J. R. A. S. 1916, pp. 848-49.

২। Annual Report of the Archæological Survey of India, 1908-9, p. 141.

দেবের একটি প্রাচীন ['আন্তম্'] ও ভগ্ন ['বিশীর্ণম্,] দেবালয় দেখিতে পান। কুমারের ইচ্ছাক্রমে উহার সংস্কারকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। একবিংশ শ্লোকে শিলালেখের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাজ ঈশানবর্ম্মার জীবিতকালে ৫৮৯ সম্বৎসরে উহার তক্ষণ হয়। দেবালয়ের সংস্কারকার্য্য যে বর্ষাঋতুতে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা দ্বাবিংশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ত্রয়োবিংশ শ্লোক হইতে জানা যায়, কুমারশান্তির পুত্র গর্গরাকট-নিবাসী ['গর্গরাকটবাসিনা'] রবিশান্তি বর্ত্তমান প্রশস্তির রচয়িতা। তৎপরে, সর্ব্বশেষে শিল্পীর নাম। মিহিরবর্ম্মা কর্ত্তৃক এই লেখ উৎকীর্ণ হইয়াছে।

উদ্ধৃত পাঠ

১। লোকাবিষ্কৃতি-সংক্ষয়-স্থিতিকৃতাং যঃ কারণং বেধসাম্ ধ্বস্তধ্বান্তচয়াঃ পরাস্তরজসো ধ্যায়ন্তি যং যোগিনঃ [।] যস্যার্দ্ধস্থিতযোষিতোপি হৃদয়ে নাস্থায়ি চেতোভুবা ভূতাত্মা ত্রিপুরান্তকঃ স

২। জয়তি শ্রেয়ঃ-প্রসূতির্ভবঃ (১)[১] ॥ আশোণাং ফণিনঃ ফণোপলরুচা সৈন্দ্রীং বসানং ত্বচম্ শুভ্রাং লোচনজন্মনা কপিশয়ন্তাসা কপালাবলিম্ [।] তন্বীং ধ্বান্তনুদং মৃগাকৃতি-ভৃতো বিভ্রৎ কলাং মৌলিনা দিশ্যাদস্ক

৩। কবিদ্বিষঃ স্ফুরদহি-স্থেয়ঃ পদং বো বপুঃ (২)[২] ॥ সুতশতং লেভে নৃপোশ্বপতি বৈব(র্ব্বৈ)বস্বতাদ্যাদ্গুণোদিতম্ [।] তৎপ্রসূতা দুরিতবৃত্তি-রুধো মুখরাঃ ক্ষিতীশাঃ ক্ষতারয়ঃ(৩)[৩] ॥ তেষ্বাপে'হরিবর্ম্মণাবনিভুজা ভূতির্ভু

৪। র্যো ভূতয়ে রুদ্ধাশেষদিগন্তরাল-যশসা রুগ্ণারিসম্পদ্বিষা [।] সঙ্গ্রামে হুতভুক্-প্রভা-কপিশিতং বক্তুং সমীক্ষ্যারিভির্য্যো ভীতেঃ প্রণতস্ততশ্চ ভুবনে জ্বালামুখাখ্যাং গতঃ (৪)[৪] ॥ লোকস্থিতীনাং স্থিতয়ে স্থি

৫। তস্য মনোরিবাচার-বিবেক-মার্গে [।] অগাহিয়ে যস্য জগন্তি রম্যাঃ সৎকীর্ত্তয়ঃ কীর্ত্তয়িতব্যনাম্নঃ (৫)[৫] ॥ তস্মাৎ পয়োধেরিব শীতরশ্মিরাদিত্যবর্ম্মা নৃপতির্ব্বভূব [।] বর্ণা-শ্রমাচার-বিধি-প্রণীতে র্য়ং প্রাপ্য

৬। সাফল্যমিয়ায় ধাতা (৬)[৬] ॥ হুতভুজি মথমধ্যাসঙ্গিনি ধ্বান্তনীলম্ বিয়তি পবনজন্ম-ভ্রান্তিবিক্ষেপভুগ্নঃ [।] মুখরয়তি সমন্তাদুৎপতদ্ধূমজালম্ শিখিকুলমুরুমেঘাশঙ্কি যস্য

৭। প্রসক্তম্ (৭)[৭] ॥ তেনাপীশ্বরবর্ম্মণঃ ক্ষিতিপতেঃ ক্ষত্রপ্রভাবাপ্তয়ে জন্মাকারি কৃতাত্মনঃ ক্রতুগণেষ্বাহুত-বৃত্রদ্বিষঃ [।] যস্তোৎখাত-কলিস্বভাব-চরিতস্যাচারমার্গং নৃপা যত্নেনাপি যযাতি-

১। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ২। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৩। আর্য্যা জাতি।
৪। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৫। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা-সংযুক্ত উপজাতি।
৬। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা-সংযুক্ত উপজাতি। ৭। মালিনী।

৮। তুল্যযশসো নান্যেষুগন্তং ক্ষমা (৮)১ ॥ নীতা শৌর্য্যং বিশালং সুহৃদমকুঠিনেং (?) নোত্তমেচ্ছাঙ্কুলেন ত্যাগং পাত্রেণ চিত্তপ্রভবমপি হৃষ্যা যৌবনং সংযমেন [।] বাচং সত্যেন চেষ্টাং শ্রুতিপথবিধিনা প্রশ্রয়ে

৯। পোত্তমর্দ্ধিম্ যো বয়ং৩ নৈব খেদং ব্রজতি কলিময়প্রবাস্তমগ্নেপি লোকে (৯)৪ ॥ যস্তেজ্যাস্বনিশং যথাবিধিহুতজ্যোতির্জ্বলজ্জন্মনা ধূমেনাঞ্জনভঙ্গ-মেচকরুচা দিক্চক্রবালে ততে [।] আয়াতা নব-

১০। বারিভার-বিনম্রমেঘাবলী প্রাবৃড়িত্যুন্মাদোদ্ধতচেতসঃ শিখিগণা বাচালতামা-যযুঃ (১০)৫ ॥ তস্মাৎ সূর্য্য ইবোদয়াদ্রিশিরসো ধাতুর্মরুত্বানিব ক্ষীরোদাদিব তর্জ্জিতেন্দুকিরণঃ কান্তপ্রভঃ কৌস্তভঃ [।]

১১। ভূতানামুদপদ্যত স্থিতিকরঃ শ্রেষ্ঠং মহিম্নঃ পদম্ রাজন্যাজক-মণ্ডলাম্বরশশি-শ্রীশানবর্ম্মা নৃপঃ (১১)৬ ॥ লোকানামুপকারিণারিকুমুদ-ব্যালুপ্তকান্তি-শ্রিয়া মিত্রাম্ভোরুহাগর-দ্যুতিকৃতা ভূরি-

১২। প্রতাপত্বিষা [।] যেনাচ্ছাদিত-সৎপথং কলিযুগ-ধ্বান্তাবমগ্নঞ্জগৎ সূর্য্যেনেব সমুত্থিতা-কৃতমিদং ভূয়ঃ প্রবৃত্তক্রিয়ম্ (১২)৭ ॥ জিত্বান্ধ্রাধিপতিং সহস্রগণিত-ত্রেধাক্ষরদ্বারণম্ ব্যাবল্গি-যুতাতি-

১৩। সংখ্যতুরগান্ ভঙ্ক্ত্বা রণেস্থ(মূ ?)লিকাম্ [।] কৃত্বা চায়তিমোচিতস্থলভুবো গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ানধ্যাসিষ্ট নত-ক্ষিতীশচরণঃ সিংহাসনং যো জিতী(১৩)৮ ॥ প্রস্থানেষু বলার্ণবাভিগমন-ক্ষোভ-স্ফুটদ্ভূতল-

১৪। প্রোদ্ভূত-স্থগিতার্কমণ্ডলরুচা দিগ্ব্যাপিতা রেণুনা [।] যস্যামূঢ়-দিনাদিমধ্যবিরতৌ লোকেন্ধকারীকৃতে ব্যক্তিং নাড়িকয়ৈব যান্তি জয়িনো যামাস্ত্রিযামাস্বিব (১৪)৯ ॥ প্রবিশতী কলিমারুত-ঘট্টিতা

১৫। ক্ষিতিরলক্ষ্য-রসাতলবারিধৌ [।] গুণশতৈরববধ্য সমন্ততঃ স্ফুটিতনৌরিব যেন বলাদ্ধৃতা (ধৃতা) (১৫)১০ ॥ জ্যাঘাত-ব্রণরূঢ়ি-কর্কশভুজ-ব্যাকৃষ্টশার্ঙ্গচ্যুতান্যস্তাবাপ্য পত ত্রিণো রণমুখে প্রাণানমুঞ্চ

১৬। ন্ দ্বিষঃ [।] যস্মিন্ শাসতি চ ক্ষিতিং ক্ষিতিপতৌ জাতেব ভূয়স্ত্রয়ী তেন ধ্বস্তকলি-প্রবৃত্তিতিমিরঃ শ্রীসূর্য্যবর্ম্মাজনি (১৬)১১ ॥ যো বালেন্দু-সকান্তি-কৃৎস্নভুবনপ্রেয়ো দধদ্যৌ-বনম্ শান্তঃ শাস্ত্রবিচারণা-

১। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।　২। সম্ভবতঃ "অকঠিনেন" পাঠ করিতে হইবে।

৩। সম্ভবতঃ 'বয়্যাপৈব' লিপিকরপ্রমাদে এই আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।　৪। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

৫। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।　৬। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।　৭। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

৮। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।　৯। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

১০। পজ্ঝটিকা।　১১। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

১৭। হিতমনাঃ পারম্ভলানাঙ্গতঃ [।] লক্ষ্মী-কীর্ত্তি-সরস্বতীপ্রভৃতয়ো যং (যং) স্পর্ধয়েবাশ্রিতা লোকে কামিত-কামিভাব-রসিকঃ কান্তাজনো ভূয়সা (১৭)[১] ॥ সদ্বৃত্তেন বলাৎ কলেরবনতং তাবৎ প্রবৃদ্ধাত্মনো বাপৈ

১৮। স্তাবদবস্থিতং স্থিতিভুবঃ কান্তা-শরীরক্ষতৌ [।] লক্ষ্মা তাবদকাণ্ড-ভঙ্গজ-ভয়ং ত্যক্তম্ পরাপাশ্রয়ম্ যাবন্নাবিরকারি যস্য জনতাকান্তং বপুর্ব্বেধসা (১৮)[২] ॥ লক্ষ্মা (শ্রীঃ) শক্রভুবঃ কচগ্রহ-ভয়াবেশ-ভ্রম-

১৯। ল্লোচনা যেনাকৃষ্য ভুজেন বিস্ফুরদসি-জ্যোতিঃকণা-সঙ্গিনা [।] কান্তা মন্মথিনেব কামিতবিদা গাঢ়ং নিপীড্যোরসা প্রায়েণান্যমনুষ্য-সংশ্রয়কৃতং ভাবং পরিত্যাজিতা (১৯)[৩] ॥ তেনানতোন্নতিকৃতা

২০। মৃগয়াগতেন দৃষ্ট্বান্তমন্ধকভিদো ভবনং বিশীর্ণম্ [।] স্বেচ্ছাসমুন্নতমকারি ললামভূমেঃ ক্ষেমেশ্বর-প্রথিতনাম শশাঙ্কশুভ্রম্ (২০)[৪] ॥ একাদশাতিরিক্তেষু ষট্সু শাতিতবিদ্বিষি [।] শতেষু শরদাং

২১। পত্যৌ ভুবঃ শ্রীশানবর্ম্মণি (২১)[৫] ॥ যস্মিন্ কালেম্বুবাহা নব-গবলরুচঃ প্রান্ত-লগ্নেন্দ্রচাপা স্তন্বন্ত্যাশাবিতানং স্ফুরদুরুতড়িতঃ সান্দ্রধীরং কণন্তঃ [।] বাতাশ্চাবান্তি নীপান্ নব-কুসুমচয়ানম্র-মূর্দ্ধ্বা

২২। ধুনানাস্তস্মিন্ মুক্তাম্বুমেব-দ্যুতি-ভবসমদো নির্ম্মিতং শূলপাণেঃ (২২)[৬] ॥ কুমারশান্তেঃ পুত্রেণ গর্গরাকট-বাসিনা [।] নৃপানুরাগাৎ পূর্ব্বেয়মকারি রবিশান্তিনা (২৩)[৭] ॥

উৎকীর্ণা মিহিরবর্ম্মণা

অনুবাদ

১। ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী প্রজাপতিগণের ['বেধসাম্'][৮] উৎপত্তির যিনি কারণ, তমঃশূন্য ['ধ্বস্তধ্বান্তচয়া'] ও রজোগুণহীন যোগিগণ যাঁহার আরাধনা করেন, অর্দ্ধনারীশ্বর ['অর্দ্ধস্থিত-যোষিতঃ'] হইলেও যাঁহার হৃদয়ে কন্দর্প অবস্থিত নহেন, জীব-সমূহের যিনি পরমাত্মা ['ভূতাত্মা'], ত্রিপুর নামক দৈত্যকে যিনি নাশ করিয়াছেন, কল্যাণের প্রসবিতা ['শ্রেয়ঃ-প্রসূতিঃ'] সেই মহাদেব জয়যুক্ত হউন।

২। যে দেহ সর্পের ফণাস্থিত মণির ['ফণোপল'[৯]] জ্যোতিঃহেতু মৃদু রক্তাভ ['আশোণাং'] সিংহাজিনে ['সৈংহীং ত্বচম্'] সমাবৃত, লোচনজাত দীপ্তিতে যে দেহের

১। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ২। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
৩। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ৪। বসন্ততিলক।
৫। অনুষ্টুপ্। ৬। স্রগ্ধরা। ৭। অনুষ্টুপ্।
৮। 'স্রষ্টা প্রজাপতির্বেধাঃ'—অমর। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ—এই দশ জন প্রজাপতি। ৯। "উপলঃ প্রস্তরে মণৌ"—বিশ্ব।

(দোদুল্যমান) শুভ্র নরকপাল-মালা কপিশাভ হইয়াছে, যাহার শিরোভাগে চন্দ্রের ['মৃগাকৃতি-ভৃতো'] তিমিরনাশিনী ['ধ্বান্তনুদং'] ক্ষীণকলা, মহাদেবের ['অন্ধকবিদ্বিষঃ'] সেই স্ফুরিত সর্পে বেষ্টিত দেহ তোমাদের স্থির আশ্রয় হউক।

৩। অশ্বপতি যমের ['বৈবস্বতাৎ'] নিকট হইতে গুণশালী শতসংখ্যক পুত্র লাভ করেন১। ইঁহাদের বংশ হইতে পাপাচরিতগণের শাসয়িতা ['দুরিতংবৃত্তিরুধো'] মুখর নামক ক্ষত্রিয়রাজকুলের উৎপত্তি হইয়াছিল।

৪। এই বংশে ধরিত্রীর কল্যাণকল্পে হরিবর্ম্মা নামে অবনীপতি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার যশোরাশির দ্বারা 'অশেষ'-দিঙ্‌মণ্ডল অবরুদ্ধ হইয়াছিল। অরিকুলের সম্পৎ-রূপ তেজঃ ইনি প্রভাহীন ['রুগ্ণ'] করিয়া দিয়াছিলেন। সংগ্রামস্থলে ইঁহার যজ্ঞাগ্নি প্রভা সঞ্জাত-কপিশবর্ণ-মুখমণ্ডল-দর্শনেই রিপুগণ ভীতিহেতু (তৎসকাশে) 'প্রণত' হইত বলিয়া ইনি জগতে 'জ্বালামুখ' বা বহ্নিমুখ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৫। যাঁহারা জনসমূহের জন্ত জীবন ধারণ করেন ['লোক৩স্থিতীনাং'], তাঁহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত সেই নরপতি মনুর ন্যায় আচার ও বিবেকের মার্গে অবস্থিতি করিতেন। সেই কীর্ত্তনীয়নামা নৃপতির রম্য-সদ্‌গুণাবলীর কীর্ত্তন ত্রিজগৎ গান করিত।

৬। সমুদ্র-[বক্ষঃ] হইতে চন্দ্রের উদয়ের ন্যায় সেই নৃপতি হইতে লোকপাল আদিত্য-বর্ম্মার উদ্ভব হয়। বর্ণাশ্রম ও আচারবিধিপ্রণয়নের সাফল্য ব্রহ্মা ['ধাতা'] ইঁহাকে পাইয়াই লাভ করিয়াছিলেন।

৭। যাঁহার যজ্ঞমধ্যস্থ হোমাগ্নি প্রজ্বালিত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে আকাশে সমুত্থিত, যজ্ঞাগ্নি-সঞ্জাত ['পবন, জন্ম'] অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ['ধ্বান্তনীলম্'৫], ভ্রাম্যমান 'ধূম-জাল' মেঘের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিয়া (?) প্রগাঢ়-মেঘাশঙ্কি-শিখিকুলকে মুখর করিয়া তুলিত।

৮। সেই নরপতি হইতে ক্ষত্রিয়গণের প্রভাবপ্রতিষ্ঠায় কৃতযত্ন ['কৃতাত্মনঃ'] ক্ষিতিপতি ঈশ্বরবর্ম্মা জাত হন। তিনি ক্রতুক্রিয়ায় শতক্রতু ইন্দ্রেরও সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন ['ক্রতুগণেষ্বাহূতবৃত্রদ্বিষঃ'৬]। তিনি কলহ-স্বভাবযুক্ত ['কলিস্বভাবঃ'৭] নরসমূহকে উৎখাত করিয়াছিলেন। অন্যান্য নৃপগণ যত্নসহকারেও তাঁহার আচারমার্গের অনুসরণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

১। মহাভারত, বনপর্ব্ব।

২। "দুরিতং দুষ্কৃতম্"—অমর।

৩। "লোকস্তু ভুবনে জনে"—অমর। লোকানাং স্থিতির্যে তেষাম্।

৪। 'The sacred fire, Theodore Benfey's Sanskrit English Dictionery, p. 534.

৫। "কৃষ্ণে নীলাসিতশ্যামকালশ্যামলমেচকাঃ"—অমর।

৬। আহূতঃ বৃত্রদ্বিট্ যেন সঃ, তস্য। "স্পর্দ্ধায়ামাঙঃ" [পাণিনি—১।৩।৩১]। আঙ্-পূর্ব্বক হ্বে-ধাতু স্পর্দ্ধা করা ['challenge'] অর্থে প্রযুক্ত হয়।

৭। "কলিঃ স্ত্রী কলিকায়াং না শরাজিকলহে যুগে"—মেদিনী।

৯। তিনি নীতি-পালনের দ্বারা অসামান্য শক্তি, অপরুষ ব্যবহারদ্বারা [অকঠিনেন?] বান্ধব, সৎকুল-জন্মদ্বারা শোভন-ইচ্ছা, সৎপাত্রে বিনিয়োগের দ্বারা ত্যাগ, লজ্জাশীলতার দ্বারা কন্দর্প ['চিত্তপ্রভবম্'], সংযমের দ্বারা যৌবন, সত্যকথনশীলতার দ্বারা বাক্য, বেদ-মার্গানুমোদিত অনুষ্ঠানাদির দ্বারা ['শ্রুতিপথবিধিনা'[১]] কার্য্য এবং বিনয়ের ['প্রশ্রয়েণ'] দ্বারা ঐশ্বর্য্যকে বন্ধন করিয়াছিলেন (?)। এই বিদ্বেষময় ও তামস-[সাগর]-মগ্ন জগতে তিনি কখনও দুঃখ প্রাপ্ত হন নাই।

১০। যাঁহার যজ্ঞসমূহে যথাবিধি দিবানিশি হোমানল প্রজ্বালিত হইত এবং তাহা হইতে উৎপন্ন কজ্জলতরঙ্গের ন্যায় কৃষ্ণ-আভাযুক্ত ['অঞ্জনভঙ্গমেচকরুচা'[২]] ধূমে 'দিক্‌চক্র-বাল' বিতত হইলে, বর্ষাকালে জলভারনত নব মেঘাবলীর উদয় হইল ভাবিয়া উন্মত্ত এবং উদ্ধতচিত্ত ময়ূরবৃন্দ বাচাল হইয়া উঠিত।

১১। (সেই লোকপাল হইতে) উদয়াদ্রি-শির হইতে সমুত্থিত সূর্য্যের ন্যায়, ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূত দেবরাজের ন্যায়, অথবা ক্ষীরোদসাগর হইতে উত্তোলিত 'নিন্দিতেন্দুকিরণ' ['তর্জ্জিতেন্দুকিরণঃ'], 'কান্তপ্রভ' কৌস্তভমণির ন্যায়, জীবগণের সংরক্ষণকর্ত্তা, মহিমার স্থিরতম আশ্রয়স্থল, রাজাধিরাজগণের অম্বররূপ মণ্ডলের শশী শ্রীঈশানবর্ম্মা নৃপতির জন্ম হয়।

১২। যিনি প্রজাগণের কল্যাণকারী, রিপুরূপ কুমুদের কান্তি ও শ্রী যিনি বিলুপ্ত করিয়াছেন, মিত্রগণের মুখরূপ কমলের যিনি অমৃতময় বিকাশ সম্পন্ন করিয়াছেন ['অগরদ্যুতি-কৃতা'][৩], সেই প্রভূত-প্রতাপদ্যুতিশালী নরপতি, ধর্ম্মমার্গ হইতে বিচ্যুত, কলিযুগ-তামসাবমগ্ন এবং অভ্যুত্থিতপাপ জগৎকে পুনরায় ধর্ম্মাচরণে প্রবর্ত্তিত ['প্রবৃত্তক্রিয়ম্'] করিয়াছিলেন।

১৩। সমরে অন্ধ্রাধিপতিকে পরাজিত করিয়া তিন সহস্র ['সহস্রগণিতত্রেধা'] মদস্রাবী গজ ও মূলিকানামক[৪] (?) রাষ্ট্র জয় করিয়া ['ভঙ্‌ক্ত্বা'] নিযুতাধিক সামরিক

১। শ্রুতিপথবিধিনা—'শ্রুতি'র অর্থ বেদ। 'বিধি'র অর্থ অনুষ্ঠান। 'কল্পে বিধি ক্রমৌ'—অমর। বিধি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কোলব্রুক্ বলেন, "Practice prescribed by the *Vedas* for the effecting of certain consequences."—*Umara Kosha*, p. 185, note *d*.

২। ভঙ্গ=তরঙ্গ। "ভঙ্গস্তরঙ্গ উর্ম্মির্বা স্ত্রিয়াং বীচিরথোর্ম্মিষু"—অমর। মেচক=কৃষ্ণবর্ণ। "কৃষ্ণস্তু মেচকঃ"—হেমচন্দ্র।

৩। অগর=ন+গর। গর=বিষ। অগর=অমৃত।

৪। অন্ধ্ররাজ শ্রীসাতকর্ণি গোতমিপুত্রের মাতা বলশ্রীর নাসিকগুহালিপিতে 'মূলক'-দেশের উল্লেখ আছে। সাতকর্ণি মূলকদেশ অধিকার করিয়াছিলেন—Epigraphia Indica, Vol. viii, pp. 60, 62. র‍্যাপসন্ বলেন, এই 'মূলক' ও 'মূলিকা' অভিন্ন। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় 'মৌলিক' জাতির নাম পাওয়া যায়। ফ্লিটের মতে ইহা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি জাতি এবং 'মূলিকা' ও 'মৌলিকা' অভিন্ন—Catalogue of Coins of the Andhra Dynasty, p. xxxi; বৃহৎসংহিতা—১৪।৮, ২৩; Indian Antiquary, 1893, p. 186.

অশ্ব ['সংখ্যতুরগান্'] লাভ করেন এবং ['সমুদ্রাশ্রয়ান্'] সমুদ্রাশ্রয়বিশিষ্ট গৌড়ীয় জনগণকে উত্তরকালে দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করাইয়া সেই বিজয়ী ['জিতী'১] নরপতি সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিখিল-ক্ষিতীশমণ্ডলী তাঁহার চরণে অবনত হইয়াছিল।

১৪। যে বিজয়ী নরপতি প্রস্থিত হইলে, সেনারূপ অর্ণবের চাঞ্চল্যজনিত আঘাতে ভূমিতল হইতে উত্থিত, সূর্য্যের তেজোমণ্ডল-রোধকারী ধূলিকণায় দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইত। 'আমূঢ়' অর্থাৎ দিগ্ বিদিক্‌শূন্য (?) দিবসের আদি ও মধ্যভাগবিরহিত হইলে এবং জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে, যেন একনাড়িকামধ্যে ['নাড়িকয়ৈবং'] (দিবাভাগের) প্রহরসমূহ নিশাকালের প্রহরে পরিণত হইত। (?)

১৫। কলিমারুতচালিতা বসুধা গভীর রসাতলবারিধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তিনিই বিদীর্ণ নৌকার ন্যায় সেই বসুধাকে অসংখ্য গুণদ্বারা সর্ব্বাংশে অববদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়াছিলেন।

১৬। যাঁহার জ্যাঘাতব্রণহেতু-কর্কশবাহু-দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট ধনুঃ হইতে নিক্ষিপ্ত ['ব্যাকৃষ্টশার্ঙ্গচ্যুতানি'] বাণসমূহে আহত হইয়া শত্রুবৃন্দ 'রণমুখে' পক্ষীর ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, এবং যাঁহার ক্ষিতিশাসনকালে পুনরায় যেন বেদত্রয়ের ['ত্রয়ী'] উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই নরপতি হইতে কলিকালোৎপন্ন তিমিরতরঙ্গের নাশয়িতা ['ধ্বস্তকলিপ্রবৃত্তিতিমিরঃ'] শ্রীসূর্য্যবর্ম্মার জন্ম হয়।

১৭। যৌবনশালী, বালশশীর ন্যায় কান্তিযুক্ত, নিখিল ভুবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, শাস্ত্র এবং শাস্ত্রবিচারে আরোপিতচিত্ত ['আহিতমনাঃ'] (সেই কুমার) সর্ব্বকলাবিদ্যায় বিশারদ হইয়াছেন। (ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) লক্ষ্মী, কীর্ত্তি ও সরস্বতী যেন প্রতিযোগিতা করিয়াই তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। এই ভূলোকে, ঈপ্সিত ও কামিজনোচিত রতিভাবের তিনি রসিক ['কামিত-কামিভাবরসিকঃ৩'], এবং (সেই হেতুই) সর্ব্বাংশে রতিপতির তুল্য হইতে পারিয়াছেন।

১৮। যাঁহার জনচিত্তবিমোহন ['জনতাকান্তং'] বপুঃ যত দিন না বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তত দিন 'প্রবৃদ্ধ' কলির বলহেতু ধর্ম্ম অবনত হইয়াছিল ; রতির দেহক্ষতসম্পাদনে তত দিন কন্দর্পের বাণ নিযুক্ত ছিল, এবং কমলা আকস্মিক পরাজয়জনিত ['অকাণ্ড-ভঙ্গভয়ং'] ভীতিহেতু পরের অপকৃষ্ট আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

১। জিতী—জিতং জয়ঃ অস্যাস্তীতি জিতী।

২। নাড়িকা—'ক্ষণৈঃ ষড়্ভিশ্চ নাড়িকা'—হেমচন্দ্র। 'Equivalent to 24 minutes'—Colebrooke's *Umura kosha*, p. 313, note *d*.

৩। ভাব—"শৃঙ্গারাদৌ রসস্যাপি কারণে চাত্তরাত্মনি"—নানার্থার্ণব-সংক্ষেপ, Edited by Ganapati Sastri, p. 119.

১৯। কেশাকর্ষণ-শঙ্কা-জনিত-ত্রাসহেতু বিচলিতলোচনা রতিপ্রতিম অরিকুল-লক্ষ্মীকে তিনি বিস্ফুরিত-অসির জ্যোতিঃকণা-সংযুক্ত ভুজপাশের দ্বারা সমাকর্ষণপূর্ব্বক কামবিৎ মন্মথের ন্যায়, তাঁহার উরঃস্থল প্রগাঢ়ভাবে নিপীড়িত করিয়া অন্যপুরুষাশ্রয়-জনিত শঙ্কা প্রায়শঃ বিদূরিত করিয়াছিলেন।

২০। (সেই রাজতনয়) যিনি পতিতকে উন্নমিত করেন, তিনি (একদা) মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মহাদেবের ['অন্ধকভিদঃ'] এক প্রাচীন ['আস্তম্'] ভগ্ন দেবালয় দেখিয়া, শক্তির আশ্রয়ভূত ['ললামভূমেঃ'] (সেই দেবাদিদেবের) ক্ষেমেশ্বরনামে প্রসিদ্ধ (এবং) 'শশাঙ্কশুভ্র' নিকেতন স্বেচ্ছায় সমুন্নত করিলেন।

২১। (অব্দের) 'একাদশাতিরিক্ত', ষট্‌গুণিত শতসম্বৎসর অতীত হইলে, নিপাতিতারি ['শাতিতবিদ্বিষি'], ভূমিপতি ঈশানবর্ম্মার রাজ্যকালে (এই নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইল)।

২২। যৎকালে আরণ্য মহিষশিশুরূপ-প্রতীয়মান ['নব-গবল[১]রুচঃ'] ঘনবিদ্যুৎ-স্ফুরিত জলধরগণ প্রান্তভাগে ইন্দ্রচাপসংযুক্ত (ইন্দ্রচাপদ্বারা আহত) হইয়া দিগন্ত (দিগন্তরূপ বিতানস্থল) সমাচ্ছন্ন করিয়া ঘন ও মৃদু গর্জ্জন করিতেছিল, এবং নবকুসুম-ভারাবনম্র কদম্বতরুর শীর্ষদেশে পুষ্পরাজি পবনের ঈষৎ-আন্দোলনে বিকম্পিত হইতেছিল, সেই কালে বর্ষণ-নিঃশেষিত মেঘের কান্তির ন্যায় কান্তিযুক্ত, ভগবান্ শূলপাণির এই মন্দির নির্ম্মিত হইল।

২৩। কুমারশান্তির পুত্র গর্গরাকট-বাসী ['গগ্‌র্গরাকট-বাসিনা'] রবিশান্তি নৃপানুরাগ-বশতঃ পূর্ব্বে ইহা (এই প্রশস্তি) রচনা করিয়াছিলেন।

মিহিরবর্ম্মকর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইল।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

১। গবল=বন্য মহিষ, "......অরণ্যজেঽস্মিন্ গবলঃ"—হেমচন্দ্র।

আম্রগাছির তাম্রশাসন, প্রথম দিক

আমগাছির তাম্রশাসন, দ্বিতীয় দিক

শ্রীনগরের পরিত্যক্ত মন্দিরের শিলালিপি

শ্রীনগরের রাজা রাঘবের শিবমন্দিরের শিলালিপি
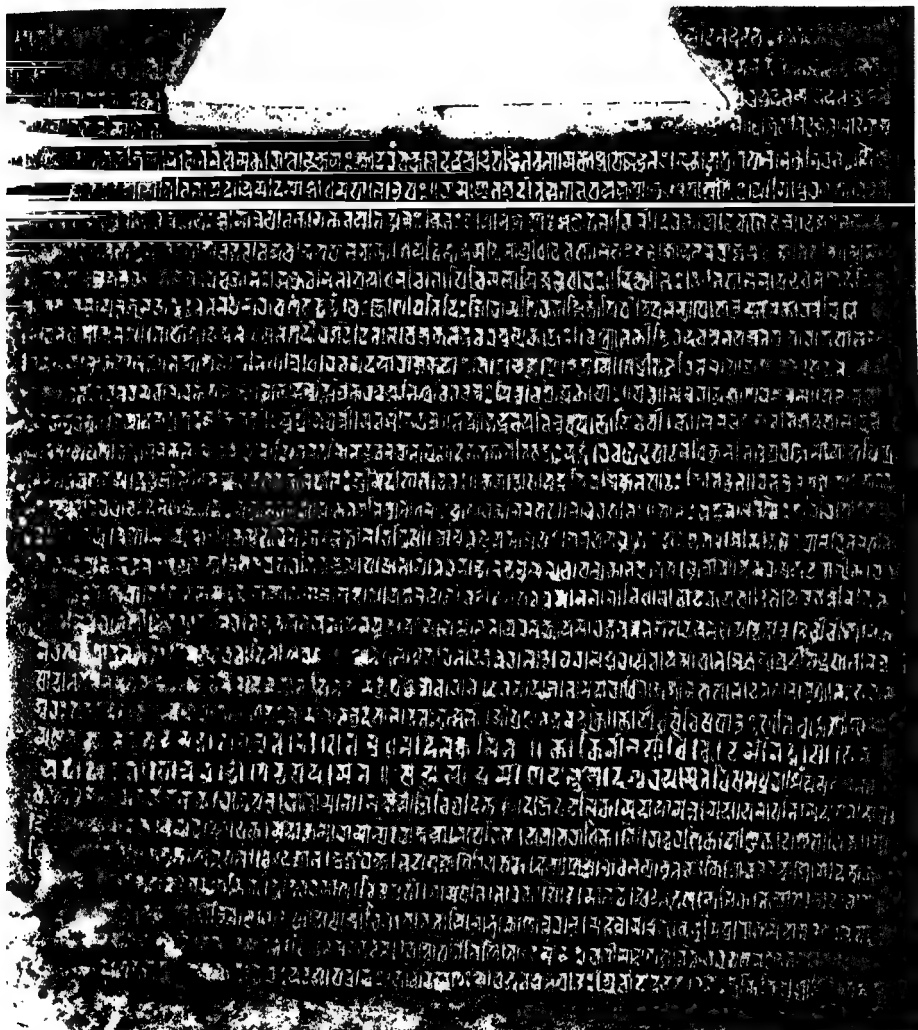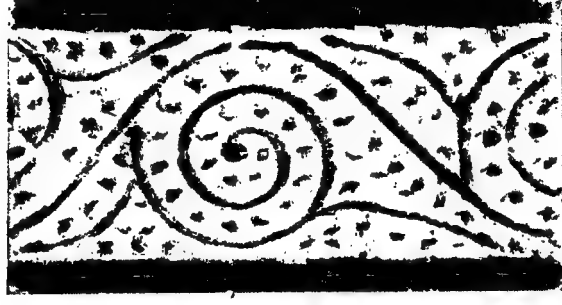
শ্রীনগরের পরিত্যক্ত মন্দিরের কারুকার্য্য খচিত ইষ্টকের প্রতিলিপি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

কার্য্য-বিবরণী

একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৯ই শ্রাবণ, ১৩২২, ২৫শে জুলাই, ১৯১৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥টা।

আলোচ্য বিষয়,—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। একবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ। ৪। ১৩২২ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নিয়োগ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন। ৫। ১৩২২ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ। ৬। সহায়ক-সদস্য-নির্ব্বাচন। ৭। পদক ও পুরস্কার বিতরণ। ৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক ১৩২১ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ পাঠ। ৯। প্রদর্শন—(ক) রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারাণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তি। (খ) শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী দাসী মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের ব্যবহৃত গাউন, হুড্, শালের চোগা ও পাগড়ি, দোয়াত প্রভৃতি। (গ) স্বর্গীয় উদয়েন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত শক ও অন্ধ্ররাজগণের এবং মুসলমান বাদশাহগণের ২৬টি মুদ্রা। (ঘ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক নবাবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন। ১০। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ১১। শোক-প্রকাশ—(ক) বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস, (খ) ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল্, (গ) অধ্যাপক সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম এ, (ঘ) রাজচন্দ্র চন্দ্র এম্ এ, (ঙ) মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল ও (চ) অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ বি এল্ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ১২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ১৩। বিবিধ।

গত ৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে পরিষদের একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন;—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই (সভাপতি)

„ „ ডাঃ „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল
„ সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক

শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলী
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" শুদ্ধানন্দ স্বামী
" রসিকলাল রায়
" নিত্যানন্দ রায়
" চারুচন্দ্র বসু
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" কবিরাজ বসন্তকুমার রায়
" ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ
" বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস
" রমণীমোহন ঘোষ
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" অমূল্যধন রায়
" প্রমথনাথ দত্ত
" ডাঃ আবদুলগফুর সিদ্দিকী
" কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" প্রফুল্লকুমার সরকার
" হরপ্রসাদ মজুমদার
" কুঞ্জবিহারী বসু
" কালীচরণ মিত্র

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার
" সত্যচরণ ধর
" রমেশচন্দ্র মজুমদার
" সুরেশচন্দ্র বসু
" নরেশচন্দ্র সিংহ
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" অনন্তকুমার ঘোষ
" হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত
" পশুপতিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" মন্মথমোহন বসু
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" তারাপদ চট্টোপাধ্যায়
" নিকুঞ্জমোহন কবি-সার্ব্বভৌম
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" শ্যামসুন্দর দত্ত
" রামকমল সিংহ
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
" জগদ্বন্ধু মোদক
" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" সরোজবন্ধু নিয়োগী
" অতুলচন্দ্র মিত্র
" ননীগোপাল রায়
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" বাণীনাথ নন্দী
" শচীন্দ্রসেবক নন্দী
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" বসন্তকুমার রায়
" আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়
" বিজয়কুমার মল্লিক
" জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" উপেন্দ্রনাথ মিত্র
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
" যোগেশচন্দ্র সিংহ
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" ললিতমোহন পাল
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" শ্রীশচন্দ্র সেন
" কৃষ্ণবিহারী দত্ত-চৌধুরী
" কুঞ্জবিহারী দত্ত
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" অক্ষয়কুমার নন্দী
" সত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
" চুণীলাল বসু
" পরশুরাম মিত্র

শ্রীযুক্ত চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
" সহদেব বিশ্বাস
" জীবনধন চক্রবর্ত্তী
" বিপিনবিহারী ঘোষ
" ননীগোপাল মজুমদার
" নরেন্দ্রনাথ দে
" রামহরি ভড়
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" গিরিজাকুমার বসু
" নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত
" জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
" পুলিনবিহারী দত্ত
" অমৃতলাল দত্ত
" রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" পঞ্চানন মিত্র
" গৌরহরি সেন
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" যামিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপ্রভাবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীপ্রমথলাল সরকার ৫১ শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ বিএ ৩ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন এম্ এ ব্যারিষ্টার, এডিশন্তাল জজ, ছোট আদালত, ১৬ পার্ক-লেন, কলিকাতা।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগগনবিহারী সেন পোষ্ট্যাল ইনস্পেক্টার, ৫৯।৩ ভবানীচরণ দত্তের লেন।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীহরিচরণ মিত্র ৯ গৌরমোহন মুখার্জ্জীর ষ্ট্রীট্।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু ডিরেক্টর সাহেবের অবসরপ্রাপ্ত পার্শন্তাল আসিষ্টাণ্ট, বারাসত।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীবিপিনবিহারী সেনগুপ্ত ৯১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
রায়সাহেব শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	„	শ্রীজয়কালী দত্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, রাঁচী।
„	„	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল্ উকীল, রাঁচী।
„	„	শ্রীআশুতোষ রায় এম্এ, বি এল্, উকীল, রাঁচী।
„	„	শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রাঁচী।
„	„	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্, রাঁচী।
„	„	শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রাঁচী।
„	„	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, রাঁচী।
„	„	শ্রীএককড়ি সেন বি এল্ উকীল, রাঁচী।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীরসিকরঞ্জন ঘোষ শিল্ক ফ্যাক্টরী, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায় ৭৩ ল্যান্সডাউন রোড।
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	”	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি Calcutta Training Acadamy. ১৩ সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, আরামবাগ, হুগলী।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম্ এ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কণ্ট্রোলার ইণ্ডিয়া ট্রেজারির অফিস, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	”	শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের বাটী, কুটীঘাটা, বরাহনগর।
শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সান্যাল ম্যানেজার মেসার্স এইচ্ পি মৈত্র এণ্ড কোং, চক্রধরপুর।
	”	শ্রীকঙ্গালীচরণ বিশ্বাস দেওয়ারফিরা এষ্টেট্, চক্রধরপুর্।
শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ ৮৬।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনরেন্দ্রকুমার সেন বি এ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, উয়ারী, ঢাকা।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, ইউনিভারসিটী কলেজের অধ্যাপক, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।
শ্রীদুর্গাদাস রায়		শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ সেন এম্ এ, বি এল্, উকীল, বহরমপুর।
		শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ দত্ত উকীল, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র		শ্রীচারুচন্দ্র সরকার এম্ এ ৬৭ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
	”	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ প্রেসিডেন্সী কলেজের ডিমনষ্ট্রেটর, ১৮।১।১ বীডন স্কো, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন এম্ এস্ সি কায়স্থ পাঠশালার অধ্যাপক, বাদসাহীমুণ্ডী, এলাহাবাদ।
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীকানাইলাল মিত্র ৩৭ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	রায় শ্রীকৃপানাথ দত্ত বাহাদুর ১২ কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, টালা।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এল্ হাইকোর্টের উকীল, ১৩১।২ বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	পণ্ডিত শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম লক্ষ্মীপাশা এইচ্, ই, স্কুল, লক্ষ্মীপাশা, যশোহর।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদক্ষিণামোহন সেনগুপ্ত ৯১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
„	„	শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ ঐ , ঐ।
„	„	শ্রীশম্ভুনাথ দে ঐ ঐ।
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ইষ্ট এণ্ড হাউস, উয়ারী, ঢাকা।
শ্রীরামহরি ভড়	„	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্, ১৪ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	„	শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ ২৬।৩ স্কটস্ লেন, কলিকাতা।
„	„	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ১৪ সরকার লেন, চোরবাগান।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	„	ডাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক, কাশীনাথ হাউস, বরাহনগর।
„	„	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচী এম্ এ, ডি এল্, University College, Darbhanga Building, কলিকাতা

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
ডাঃ শ্রীআব্দুল গফুর	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শ্রীসৈয়দ আব্দরবর সাহেব ভাতশীলা, পোঃ কালীমোহর, ফরিদপুর।
"	"	মৌলবী শ্রীআব্দররহিম খাঁ চৌধুরী মোক্তার, সাতক্ষীরা, খুলনা।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত, কলিকাতা।
"	"	শ্রীরমেশচন্দ্র ধর বি এ Senior Sanskrit Teacher, C. M. S. School, Garden Reach, ৬৮।৪ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ৺কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের চিত্র প্রতিষ্ঠা-সভার বিশেষ বিবরণ ও দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পড়িয়া শুনাইলে তাহা গৃহীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে পড়িয়া শুনাইলেন। এই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ হইতে জানা গেল, আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদে সকল প্রকার সদস্যের সংখ্যা ২১৪৮ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ২৪ জন সদস্যের ও সদস্য ব্যতীত ১২ জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইয়াছে। এই বর্ষে গ্রন্থশালার গ্রন্থ-সংখ্যা সকল প্রকার বাড়িয়া ৩২৫৭৮ এবং পুথিশালার পুথির সংখ্যা ৩০৯০ হইয়াছে। এই বৎসর চিত্রশালায় অনেক নূতন মূর্ত্তি ও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন মুদ্রাও আসিয়াছে। এই বৎসর সর্ব্বপ্রকারে ৫১৬৯৩৮৶৹ আনা জমা হইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকারে ২৭৭৮৩৸১১ পাই ব্যয় বাদে বর্ষশেষে ২৩৯১০।/১ পাই উদ্বৃত্ত আছে। গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ হইতে এ বৎসর চণ্ডীদাসের পদাবলী, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ৩য় খণ্ড, শ্রীভাষ্যের ৪র্থ খণ্ড ও সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম প্রকাশিত হইয়াছে এবং আর তিন চারিখানি গ্রন্থের মূলাংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে, ভূমিকাদি ছাপা হইতেছে। এই বৎসর স্থায়ী তহবিলে লালগোলার রাজা বাহাদুরের দান ১৩০০০৲ হাজার টাকা ও বর্দ্ধমানাধিপতির দান ৫০০০৲ হাজার টাকা একুনে ১৮০০০৲ টাকা বাড়িয়াছে। রমেশ-ভবনের জন্য মহারাজা সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ভূমিদানের ট্রাষ্টডিড (ন্যাসপত্র) রেজিষ্টারী হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর বাঙ্গালায় একটি, বাঙ্গালার বাহিরে দুটি শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। এ বৎসর পরিষৎ হইতে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রসার বৃদ্ধি ও পঠন-পাঠনের এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদে অধ্যাপক-সদস্যের ন্যায় মৌলবী-সদস্য লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বৎসর লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বেদান্তদর্শন সংক্রান্ত প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও ভাষ্যাদি অনুবাদ সহ প্রকাশের জন্য সমস্ত ব্যয়

দিতে স্বীকার করিয়াছেন। লালগোলার রাজা বাহাদুরের প্রদত্ত স্থায়ী তহবিলের ১৩০০০৲ টাকার সুদ হইতে আরও প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ উদ্ধারের পথ আলোচ্য বর্ষে আরও সুগম হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন রাজা বাহাদুর দশ হাজার টাকা ব্যয়ে মুদ্রিত সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমের যাবতীয় স্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন। উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রন্থপ্রকাশ-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের নিয়মিত দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল ও তিনটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুরের) শতবার্ষিক জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান সর্ব্বপ্রধান। কবিবর নবীনচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের চিত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আর দুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দন ও সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গ্রন্থপ্রকাশের সাহায্যার্থ যে ১২০০৲ টাকা বার্ষিক দান পাওয়া যায়, তাহা আলোচ্য বর্ষে বজায় আছে এবং মিউনিসিপ্যালিটি হইতে পুস্তকালয়ের জন্য যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা বাড়িয়া ৫২৫৲ হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের সকল বিভাগেই কাজের উন্নতি হইয়াছে। হেমবাবু এই বলিয়া এই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—গ্রন্থশালায় খরচ-পত্রের মধ্যে এক দফা বেতন খরচ লেখা আছে, আর বেতন শীর্ষকে এক দফা বেতন খরচ লেখা আছে। ব্যাপার কি? শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন—বেতন শীর্ষকে নিয়মিত বেতনগুলিই ধরা হইয়াছে, আর পুস্তকের তালিকাদি করাইতে যে অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হইয়াছে, তাহা গ্রন্থশালার ব্যয়মধ্যে ধরা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ বলিলেন,—উভয় বেতন একত্র লিখিলেই চলিত।

রায় শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—এরূপ আলোচনায় বোধ হয়, আমরা অনধিকারী। কোন্ খরচটা খাতায় কেমন করিয়া লিখিলে ভাল হয়, তাহা বলিয়া দেওয়া আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য। এ বিষয়ে যদি কাহারও কিছু বলিবার থাকে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহার আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলিলেন,—গ্রন্থশালার খরচগুলির বিশেষ বিবরণ দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—গ্রন্থশালার খরচের দপ্তরী, বেতন, পুস্তক-খরিদ ইত্যাদি শীর্ষক দিয়া যে বিবরণ পড়িয়াছি, তাহার অধিক বিশেষ কথা জানাইবার মত কাগজ-পত্র লইয়া আজ আমরা এখানে আসি নাই, কাজেই তাহা বলিতে পারিব না। আর আজ বার্ষিক অধিবেশনে এ সকল বিষয়ের আলোচনার অবসর আছে বলিয়া মনে হয় না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ স্বামী বলিলেন,—কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার সংক্ষেপে দুই চারি কথা শুনিলাম মাত্র। সমস্ত না শুনিয়া, না জানিয়া, কি গ্রহণের প্রস্তাব শুনিব? যদি জানাইবারই প্রয়োজন ছিল, তবে বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে কার্য্য-বিবরণ ছাপাইয়া সকলকে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আমরা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া আসিয়া মতামত দিতে পারিতাম। লাট সাহেবের আসা উপলক্ষে একটা মস্ত খরচ-পত্রের ব্যাপার শুনিলাম, অথচ তাহার বিন্দুবিসর্গ আমরা জানি না। সদস্যদের সকলকে নিমন্ত্রণ হয় নাই। লাট-বেলাটের দর্শন পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এমন সব স্থানেও যদি তাহার সুযোগ দেওয়া না হয়, তবে আর কিরূপে হইবে? যাহার ফল আমরা পাইলাম না, পাইবার সুযোগ সত্ত্বেও কেহ দিল না, তাহার খরচ আমরা কেমন করিয়া মঞ্জুর করিব? কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কি করিয়াছেন, কেন করিয়াছেন, তাহা এক বৎসরান্তে আমরা একবার শুনিতে পাই, তাহাও যদি পুরা না শুনিয়া মঞ্জুর করিতে হয়, তবে আমাদের শুনাইবার আবশ্যকই বা কি? গাড়ী ভাড়ার একটা মস্ত খরচ শুনিলাম। যদি এ খরচের বিশেষ বিবরণ না জানিতে পারি, তবে স্বভাবতঃই মনে হইবে, এ বিলাসের মঞ্জুর করিব কেন? সেই জন্য বলি, বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ ছাপাইয়া বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে সকলকে বিতরণ করা উচিত, নতুবা না দেখিয়া শুনিয়া কি গ্রহণ করিব?

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলিলেন,—প্রস্তাব যাহা হইল, সে ভাবে কাজ হইবে কিরূপে? প্রথমতঃ কার্য্য-বিবরণ এই বার্ষিক সভায় গৃহীত না হইলে ছাপা হইতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ যদি খসড়া ছাপাইয়া বিলি করিতে হয়, তবে এখনও মাসের মাথায় বার্ষিক অধিবেশন হইতেছে, তখন খসড়া ছাপাইতে দু-এক মাস, তাহা বিলি করিয়া সমালোচনা ও মতামত আনাইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে তাহার মীমাংসা করিয়া ঠিক করিতে এক মাস, পুনরায় সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ছাপাইয়া বিলি করিতে আরও এক মাস—এইরূপে আরও ৫।৬ মাসের ধাক্কায় পড়িবে। ইহার তিন বার ছাপার খরচা ও তিনবার বিলির ডাক-খরচা আছে, সে বোধ হয় হাজার টাকার উপর। অতএব বার্ষিক অধিবেশনের সময় ৯ মাস পরে না করিলে হইবে না।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—যাহাই হউক, বার্ষিক বিবরণ যখন বিচারের জন্য আসিয়াছে, তখন না শুনিয়া বুঝিয়া বিচার করা যায় না। এ জন্য ইহা স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন,—বার্ষিক বিবরণ ছাপাইয়া বার্ষিক অধিবেশনে বিতরণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—লর্ড কারমাইকেল সাহিত্য-পরিষদে আসিয়াছিলেন,—তাঁহার আসার দিন সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই,—তাহার প্রধান কারণ এই, ছোট হলে দুই হাজার লোক নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার মধ্যে লাট সাহেবকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহার যৎপরোনাস্তি কষ্ট ও অসুবিধা হইত। তদ্ভিন্ন যাহাতে ভিড় না হয়, সে জন্য রাজপুরুষ-

গণের বিশেষ অনুরোধ ছিল। তাহার পর তিনি যে জন্য আসিয়াছিলেন বা যে জন্য তাঁহাকে আনা হইয়াছিল, মহা ভিড়ের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে সকল দেখান বা সে সকল কাজ করা অসম্ভব হইত। আপনাদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই সকল বুঝিয়া যাহা ভাল, তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার আসায় যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা কিছু অন্যায় হয় নাই। তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদের ছাপা সমস্ত পুস্তক, পত্রিকা উৎকৃষ্ট চামড়ায় বাঁধাইয়া উৎকৃষ্ট কাঠাধারে সাজাইয়া তাহাতে খোদাই-করা রূপার প্লেটে নাম লিখিয়া উপহার দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গেশ্বরের সম্মানের উপযুক্তরূপে সভাগৃহ সাজাইতেও ব্যয় হইয়াছে। প্রোগ্রাম ছাপাইতেও ব্যয় হইয়াছে, কাজেই কিছুই অন্যায় হয় নাই এবং যে উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তাহাতে অপব্যয়ও হয় নাই। কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি এই সমস্ত খরচ মঞ্জুর করিয়াছেন, আপনাদের কাছে সেই হিসাব অনুমোদনের জন্য আনা হইয়াছে মাত্র।

গাড়ীভাড়া, লাইব্রেরী প্রভৃতি খরচ সম্বন্ধেও যে আপত্তি হইয়াছে, তাহাও ঐরূপ। বিশেষতঃ এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণে নূতন কিছুই নাই,—বার মাসে পরিষৎ যাহা খরচ-পত্র করিয়াছেন, প্রতি মাসে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন; সভায় অন্য যে সমস্ত কাজ হইয়াছে, প্রতি মাসে মাসিক অধিবেশনে আপনারাই তাহা মঞ্জুর করিয়া আসিয়াছেন। আজ সেই সকল অনুমোদন করা, মঞ্জুর করা কাজের আর খরচ-পত্রের একটা মোট বিবরণ আপনাদের সম্মুখে হাজির করা হইয়াছে মাত্র। আপনারা যাহা মাসে মাসে করিয়া আসিয়াছেন,—আজ সেইগুলা একত্র করিয়া লিখিয়া আপনাদের শুনাইয়া মঞ্জুর করাইয়া লইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে মাত্র। এই বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হেম বাবুর দুই মাস সময় লাগিয়াছে। সমস্ত পড়িতে হইলে ৪।৫ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে। প্রতি বৎসরই, আজ বাইশ বৎসর কাল এই ভাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়া আপনারা বার্ষিক কার্য্যবিবরণ মঞ্জুর করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে ছাপাইয়া কার্য্যবিবরণ বিলি করার যে কি অসুবিধা এবং অনর্থক কত ব্যয়, তাহা আপনারা শুনিয়াছেন। আর সেরূপ নিয়ম এখন আপনাদের নাই। আপনারা যদি সেইরূপ নিয়ম করেন, পরে সে নিয়মে কাজ হইতে পারে। এ বার বোধ হয়, বর্ত্তমান নিয়মেই কাজ হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল বলিলেন,—যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে সমস্ত কার্য্যবিবরণ ছাপাইয়া বিলি করা অসম্ভব, তবে কেবল হিসাবের ফর্দটা ছাপাইয়া বিলি করা যাইতে পারে। অনেক স্থানে তাহাই হয়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলিলেন,—রায় যতীন্দ্রনাথ যে নিয়মের পরিবর্ত্তন করার কথা বলিলেন, তাহা এখনই করা হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বলিলেন,—তাহা করিতে পারা যায় না, নিয়মানুসারে বাধা ঘটে। এই বলিয়া হেমবাবু নিয়ম পড়িয়া শুনাইলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,— সভার ভাব দেখিয়া ;এবং আগ্রহ বুঝিয়া

বলিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, অন্ততঃ হিসাবের ফর্দ্দটা বিলি করা হইলে যদি কাহারও কিছু দেখা শুনার দরকার হয়, তিনি বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে দেখিয়া শুনিয়া লইতে পারেন। ইহার জন্য একটা নিয়ম করিতে পারা যায়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,—যদি এখানে এই নিয়ম করার প্রস্তাব করা সম্ভব হয়, তবে হইয়া যাক, আমি বকাবকি করিবার পক্ষে নয়।

হেমবাবু তখন পুনরায় পূর্ব্ব নিয়মের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—আমি প্রস্তাব করিতেছি, অদ্যকার এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হউক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিতেছি যে, আজিকার এই সভার আলোচনার ভাব বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—ভালই হইল, এরূপ মীমাংসাই প্রয়োজন। যে সকল অসঙ্গত প্রস্তাব শুনিলাম, তাহা কোথাও নাই। স্কুলের বা লাইব্রেরীর রিপোর্ট বার্ষিক অধিবেশনে ছাপাইয়া বিলি করা হয় বটে, কিন্তু সেখানে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিই তাহা শেষ মঞ্জুর করিয়া থাকেন, আর তাঁহাদের উপর বিশ্বাস করিয়া বার্ষিক অধিবেশনে রিপোর্ট adopt করা হয়। যে সকল বড় বড় কার্য্যবিবরণ বার্ষিক অধিবেশনে মঞ্জুর হইবার অপেক্ষা রাখে, সেখানে ছাপা হয় না; সংক্ষিপ্ত বিবরণই পড়া হয়, নতুবা কাজ চলে না। যেখানে বড় বড় Report taken as read হয়, সেখানে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহাদের ছাপিয়া দেওয়া রিপোর্টকে এমন অভ্রান্ত বলিয়া লওয়া হয় যে, আর পড়িবার অপেক্ষাও থাকে না। আমরা যদি আজ নূতন কিছু করি, তবে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অবিশ্বাস করা হইবে, অপমান করা হইবে, তাঁহারা একটা যা' তা' আনিয়া আমাদের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন, এমনটা মনে না করাই উচিত। সমিতির উপর যদি এতটুকু অবিশ্বাস থাকে, তবে সমিতির লোক বদল করিয়া ফেলা ভাল।

অতঃপর সভাপতি কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইবে কি না, তাহার জন্য মতামত চাহিলে গ্রহণের বিপক্ষে মাত্র ৪টি ভোট হওয়ায় অধিক ভোট অনুসারে কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি জানাইয়া দিলেন।

তাহার পরে সভাপতি মহাশয় নিজের সম্বোধন পাঠ করিলেন। (পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় ছাপা হইবে) এই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আবিষ্কৃত বৌদ্ধ সহজ-যানের গ্রন্থ-গুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা এবং বাঙ্গালা ভাষার আকার কিরূপ ছিল, তাহার কতকটা আভাস ইহাতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সকল গ্রন্থ হইতে রচনার নমুনা এবং যে যে গ্রন্থকারের যতটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহারও বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। এই সকল কারণে এই প্রবন্ধটিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অজানা অবস্থায় অনেক কথা জানা গিয়াছে।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর দ্বাবিংশ বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও কর্ম্মাধ্যক্ষের নামাদি লিখিত হইল।

সভাপতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্।

সমর্থক—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি।

সহকারী সভাপতি—

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল।

২। মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, ডি এল, এল্ এল্ ডি, সি আই ই, সি এস্ আই।

৩। রাজারাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর।

৪। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত।

সহকারী সম্পাদকগণ—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

২। " ব্যোমকেশ মুস্তফী।

৩। " মৃণালকান্তি ঘোষ।

৪। " বাণীনাথ নন্দী।

৫। " সুরেন্দ্রনাথ কুমার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকি।

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, পি এইচ ডি।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত চিরসুহৃৎ লাহিড়ী।

ছাত্রাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল।

২। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু।

সমর্থক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাধারণ-নির্ব্বাচনে দ্বাবিংশ বর্ষের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" রওশন আলী চৌধুরী

শ্রীযুক্ত জে এন্ দাশগুপ্ত বি এ
" ডাঃ শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এম এ
" পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
" অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
" হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ
" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ

এবং নিম্নলিখিত চারি জন ব্যক্তি সমস্ত শাখা সভার নির্ব্বাচনে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর)
" নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল (ভাগলপুর)
" দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল)
" সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ (বর্দ্ধমান)

এই ২০ জন সদস্য এবং আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় ব্যতীত অপর সমস্ত কার্য্যাধ্যক্ষকে লইয়া, দ্বাবিংশ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় এত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিষদের কাজের প্রতি তন্ময় হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদকের কাজ চালাইয়া আসিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এই কয় বৎসর তাঁহারই হস্তে কার্য্যালয়ের সকল প্রকার ব্যবস্থা করার ভার ছিল। তিনি সকল দিকে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে কাজ করিয়াছেন। তিনি প্রয়োজন-মত রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত আফিসে বসিয়া পরিষদের কাজ করিয়া পরিষদের প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ ও অসীম প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। এ জন্য সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার কাছে বিশেষ ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই অনেক সময়ে সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এ জন্য ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। পরিষদের নিয়ম আছে, কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ একই পদে একাদিক্রমে ৫ বৎসরের অধিক কাল থাকিতে পারিবেন না। সেই নিয়মে যদিও হেমবাবু আর এক বৎসরকাল সহকারী সম্পাদক থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় এই বৎসরই আমরা তাঁহাকে ছাড়িতে বাধ্য হইতেছি, এ জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবে সুখের বিষয় এই যে, তিনি এ বৎসর সাধারণ-নির্ব্বাচনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন; সুতরাং তিনি সহকারী সম্পাদক না থাকিলেও, তাঁহার সৎপরামর্শে ও স্নেহে সাহিত্য-পরিষৎ বঞ্চিত হইবেন না। আমাদের ভরসা আছে যে, আগামী বৎসর তাঁহাকে পুনরায় সহকারী সম্পাদকরূপে আমরা পাইব।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহায়ক-সদস্য নিযুক্ত করা হইল,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়
সমর্থক—রায় শ্রীকিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর

১। পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
২। শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
৩। শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ১৩২০ সালের পুরস্কার-প্রবন্ধ রচনায় ফলাফল ও পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নামাদি জ্ঞাপন করিলেন,—

	নাম	পুরস্কার
(১)	শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত	২০৲ মূল্যের পুস্তক
(২)	" যোগেন্দ্রনাথ ভৌমিক	১৫৲ " "
(৩)	" কালীদয়াল ভট্টাচার্য	১৪৲ " "
(৪)	" রসিকলাল সেন	১২৲ " "
(৫)	" শশিভূষণ পাল	১০৲ " "
(৬)	" শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী	৮৲ " "
(৭)	" দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৲ " "
(৮)	" মোহিনীমোহন রায়	৫৲ " "
(৯)	" প্রফুল্লকুমার সরকার	৫৲ " "
(১০)	" সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়	৫৲ " "
		১০০৲

ইহাঁরা সকলেই পরিষদের ছাত্র-সভ্য। ছাত্রাধ্যক্ষের নির্দ্দেশানুসারে ইহাঁরা স্ব স্ব রুচি অনুসারে প্রবন্ধ লিখিয়া এই সকল পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহাঁদের ইচ্ছামত বহি ইহাঁদিগকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকে নিজ নিজ পাঠ্য পুস্তক লওয়ায়, তাহাই তাঁহাদিগকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হেমচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির স্বর্ণপদক এ বৎসর "কবিবর হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার সমালোচনা" প্রবন্ধের জন্য দেওয়া হইবে, এরূপ ব্যবস্থা ছিল। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার এই সমালোচনা লিখিয়া এইবার এই স্বর্ণপদক পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট এ বার শিশিরকুমার ঘোষ স্মৃতি-পুরস্কারের নগদ ২৫৲ টাকা পাইয়াছেন।

অতঃপর "১৩২১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" প্রবন্ধ অতি বড় হওয়ায় এবং সভার অন্যান্য কার্য্য বাকী থাকায় স্থির হইল, প্রবন্ধটি আগামী দ্বাবিংশ বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে পড়া হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় দিনাজপুরে রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অনুমতি অনুসারে তাঁহার জমীদারীর মধ্যে প্রাচীন মূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে গিয়া যে যে গ্রামে গিয়াছিলেন এবং যেখান হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন বা যাহা করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার যথাযথ বিবরণ দিলেন। তিনি নিজের সঙ্গে যে কয়টি পাথরের ও ছাঁচে ঢালা ইটের ছবি আনিয়াছিলেন, সেগুলি দেখাইলেন। পাথরের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কার্ত্তিকের জন্ম-দৃশ্যের এক খণ্ড ভগ্নাংশ দিনাজপুর কাটাবাড়ী গ্রামের বুড়া শিবের মন্দিরে পাইয়াছেন। একটি গণেশ ও মন্দিরের কারুকার্য্যের একটু অংশ রাজসাহী সারতা গ্রামের এক মণ্ডপে পাইয়াছেন। ইটের

ছবিগুলি সমস্তই রাজসাহী মহাদেবপুরের এক ক্রোশ উত্তরে আম্বাবাড়ীর এক মন্দির-ধ্বংসের মধ্যে পাইয়াছেন। ইহাতে নৌকারোহী রাবণ, গোচারণে কৃষ্ণবলরাম, আর একটি ময়ূরমূর্ত্তি আছে। একটি পদ্ম সারতা গ্রামের গম্ভীরাতলায় পাওয়া গিয়াছে। অন্য সব বৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি রাজা বাহাদুরের কাঞ্চনের কাছারীতে জমা হইতেছে। সেটেলমেণ্টের কাজ চুকিয়া গেলে কর্ম্মচারীরা সেগুলি পাঠাইয়া দিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন যে, ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনের যুগের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁহার কোন স্মৃতি-নিদর্শন আমাদের নাই। শাস্ত্রী মহাশয় স্মৃতিনিদর্শন প্রার্থনা করিয়া তাঁহার পত্নী রাণী ভুবনমোহিনীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তদনুসারে রাণী মহোদয়া রাজা বাহাদুরের নিত্য ব্যবহৃত শালের পাগড়ী, শালের চোগা, ডি এল্ উপাধির গাউন ও হুড, নোট বুক, ডায়েরী ও দোয়াতটি সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। আমার ছাত্র ও স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয়ের যত্নে এইগুলি পাওয়া গিয়াছে। আমি ইঁহাদিগকে সাহিত্য-পরিষদের অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য শকরাজ-মুদ্রা, অন্ধ্র রাজমুদ্রা, পালরাজমুদ্রা, পাঠান রাজমুদ্রা, মোগল রাজমুদ্রা উপহার দিয়া জানাইলেন,—তাঁহার পিতা ৺উদয়েন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারও এগুলি পরিষদেই দিবার ইচ্ছা ছিল। আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করা হইল। এইগুলি ব্যতীত বিভিন্ন দেশের আধুনিক মুদ্রাও অনেকগুলি আছে, সেগুলিও সাহিত্য-পরিষৎকেই দিব।

সভাপতি মহাশয় এই মুদ্রা দানের জন্য পঞ্চানন বাবুকে ধন্যবাদ জানাইয়া মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে মুদ্রাগুলির পরিচয় দিতে অনুরোধ করিলেন।

রাখালদাস বাবু বলিলেন,—ইহার মধ্যে ইস্লাম্ শাহ সুরীর একটি, দিল্লীর প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা মহম্মদ বন্ সামের একটি, ফিরোজ শাহের একটি, মহম্মদ শাহের একটি এবং আরঙ্গজেবের একটি মুদ্রা আছে, আর শকরাজ নহপানের ৬টি, বিগ্রহপালের একটি, অন্ধ্ররাজাদের ১৩টি আর লাবিন মুদ্রা একটি আছে। নহপানের একটি মুদ্রার উপর গোমতীপুত্র শাতকর্ণীরাজের ছাপ দেওয়া আছে। এইটি কৌতুকজনক এবং দুষ্প্রাপ্য।

ইহার পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লক্ষ্মণ সেনের একখানি নূতন আবিষ্কৃত তাম্রশাসন দেখাইয়া বলিলেন,—এখানি ২৪পরগণা বারুইপুরের নিকট গোবিন্দপুর গ্রামে চারি বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুষ্করিণী

কাটাইতে গিয়া মাটীর মধ্যে পাইয়াছিলেন। এখানি লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-কালের ৩য় বৎসরের দানপত্র। রাজ্যাভিষেককালে বাৎস্যগোত্রীয় ব্যাসশর্ম্মাকে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত গঙ্গাতীরে যে জমি দান করিয়াছিলেন, এখানি সেই জমি দানের দলীল। ইহার উপরে তাঁহার অন্যান্য দানপত্রের ন্যায় সদাশিবমুদ্রা এবং তাঁহার সান্ধি-বিগ্রহিক নারায়ণদত্তের নামই আছে। অমূল্য বাবুই ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় অমূল্য বাবুকে এই নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধারের জন্য ধন্যবাদ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠন-যুগের একতম নেতা ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরের স্মৃতি-নিদর্শন আজ আমরা তাঁহার পত্নীর অনুগ্রহে অনেকগুলি পাইলাম। সেই যুগেরই আরও একজন মহোদয়েরও কোন স্মৃতি-নিদর্শন সংগ্রহ করিতে পারি নাই,—তিনি মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর। আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আজ তাঁহার মধ্যম দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন; তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের একটি প্যারীপ্ল্যাষ্টারের অর্দ্ধমূর্ত্তি দান করিবেন বলিয়া আমায় জানাইয়াছেন। এই দানের জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতাদিগকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ধন্যবাদ করা হইল এবং নূতন সদস্যের নির্ব্বাচন হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
ডাঃ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার	১। অভাগিনী (নাটক)
নাগরীপ্রচারিণী সভা, কাশী	২। পৃথ্বীরাজ রাসৌ (৬১ হইতে ৬৯সর্গ)
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	৩। ঋণ পরিশোধ
	৪। রাজপুত-কাহিনী
	৫। সরল চণ্ডী
	৬। লহর
” আশুতোষ মহলানবীশ	৭। কৈবল্যতত্ত্ব
	৮। রা’সের বা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনী
” পঞ্চানন নিয়োগী	৯। আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন (১ম ভাগ)
	১০। বৈজ্ঞানিক জীবনী
” যদুনাথ মণ্ডল বি এ	১১। ইমার্সন সন্দর্ভ
” প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২। গো-জীবন
” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৩। রসায়ন-প্রবেশ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৪। সরল পদার্থবিজ্ঞান
	১৫। সরল পদার্থবিদ্যা
	১৬। সহজ পরিমিতি
	১৭। ভূগোলসূত্র
	১৮। কল্যাণমঞ্জুষ বা ন্যায়প্রকাশ
	১৯। টৈলিমেকস্
	২০। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
„ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২১। কমেলা
	২২। যৎ কিঞ্চিৎ
	২৩। সাঁজের বাতী
„ দেবালয়-সম্পাদক	২৪। নবযুগের সাধনা
	২৫। ঐ
„ বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা বেদান্তভূষণ	২৬। আত্মবোধ
„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত	২৭। কনক-রেখা
„ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক	২৮। সত্যনারায়ণের পাঁচালী
„ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	২৯। সঙ্গীত-শিক্ষা (১ম ভাগ)
	৩০। ক্লিওপেট্রা
	৩১। জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি
	৩২। সমাজচিত্র
„ উদয়চাঁদ রায়	৩৩। কবি-জীবন
	৩৪। প্রাণের হিসাব (১ম ও ২য় খণ্ড)
„ নবকৃষ্ণ ঘোষ	৩৫। তর্পণ
„ চারুচন্দ্র বসু	৩৬। অশোক-অনুশাসন
„ হরিদাস হালদার	৩৭। গোবর-গণেশের গবেষণা
„ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক	৩৮। আহ্নিক আচারতত্ত্বাবশিষ্টম্
„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	৩৯। নানান্ বিধি
„ কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত	৪০। পুরাণ কথা
Supdt. Govt. Printing, India.	(41) Archæological Survey of India, annual Report. 1911-12.
Chief Inspector of Explosives in India.	(42) Sixteenth annual Report of the Chif Inspector of Explosives in India, for the year ending 31st March 1915.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Officer in charge Bengal sectt Book-Depot.	(43)	Statistical Returns with a brief Note of the Registration Department in Bengal 1914.
Director, Geological Survey of India, 27, Chowringhee Road.	(44)	Recrods of the Geological Survey of India, vol. XLV. Part 2, 1915.
Asst. Sacretary of the Government of Punjab, P. W. D.	(45)	Annual Archæological Progress Report, Northern circle, 1914.
Cambridge University	(46)	Le museon tonce I no 1.
Sj. Ramendra Sundar Trivedi	(47)	Public meeting on the Civil Service Question held at the Town Hall of Calcutta 1879.
do.	(48)	Hindu Idolatry.
Supdt. Govt. Press, Madras	(49)	A Descriptive catalogue of the Sanskrit Mss. in the Govt. oriental, Mss. Library, Madras, Vol. 19
Officer in charge Bengal Sectt. Book-Depot.	(50)	Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal for the years 1912, 1913 & 1914.
do.	(51)	Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency, for 1914.
Supdt. Govt. Printing, India	(52)	Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills. April 1915.
Registrar University of Calcutta	(53)	Calcutta University Calendar, Part II. 1914.
Sj. Ramendra Sundar Trivedi	(54)	A vocabulary of the Japanese & Aryan Languages hypothitically compared by Kinza Hirat.

উপহারপ্রাপ্ত পুথি

উপহারদাতা		পুথির নাম
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১।	অধ্যাত্ম রামায়ণ (সম্পূর্ণ)
	২।	বর্ষক্রিয়াকৌমুদী (অসম্পূর্ণ)
	৩।	নিরুত্তর তন্ত্র (খণ্ডিত)
	৪।	উড্ডীশ তন্ত্র (অসম্পূর্ণ)

উপহারদাতা	পুথির নাম
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫। মহাবংশাবলী (অসম্পূর্ণ)
	৬। অমরকোষ (খণ্ডিত)
	৭। উদ্বাহতত্ত্ব (সম্পূর্ণ)
	৮। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব (অসম্পূর্ণ)
	৯। শুদ্ধিতত্ত্ব (খণ্ডিত)
	১০। তিথিতত্ত্ব "
	১১। সুপদ্ম ব্যাকরণ (সম্পূর্ণ)
	১২। " " "
	১৩। হরিবংশ (খণ্ডিত)
	১৪। " "
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী	১৫। তন্ত্রসার "
	১৬। " "
	১৭। গঙ্গাজল (স্মৃতিসংগ্রহ, সম্পূর্ণ)
	১৮। স্মার্ত্ত ব্যবস্থার্ণব "
	১৯। উদ্বাহতত্ত্ব (খণ্ডিত)
	২০। শ্রাদ্ধতত্ত্ব (সম্পূর্ণ)
	২১। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব "
	২২। জ্যোতিস্তত্ত্ব "
	২৩। তিথিতত্ত্ব "
	২৪। হাস্যার্ণব কাব্য "
	২৫। ভট্টিকাব্য (খণ্ডিত)
	২৬ একাক্ষরাভিধান (সম্পূর্ণ)
	২৭ অমরকোষ (অসম্পূর্ণ)
	২৮ " (সম্পূর্ণ)
	২৯ " (খণ্ডিত)
	৩০ ভক্তিরত্নাবলী (সম্পূর্ণ)
	৩১ শ্রীমদ্ভাগবত (খণ্ডিত)
	৩২ দুর্গাপূজাপদ্ধতি "
	৩৩। মহাভারত, বিরাটপর্ব্ব "
	৩৪। মণি-কণিকা (২য়, অসম্পূর্ণ)
	৩৫। রসমঞ্জরী (খণ্ডিত)

উপহারদাতা	পুথির নাম
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী	৩৬। সামুদ্রিক লক্ষণ (সম্পূর্ণ)
	৩৭। আনন্দলহরী „
	৩৮। ভক্তিরত্নাবলী (অসম্পূর্ণ)
	৩৯। শান্তিশতক (সম্পূর্ণ)
	৪০। শিবপূজা-বিধি „
	৪১। কাতন্ত্রবৃত্তি „
	৪২। প্রয়োগরত্নমালা প্রকরণ
	৪৩। প্রয়োগরত্নমালা
	৪৪। প্রয়োগরত্নমালা (সমাসবিন্যাস, সম্পূর্ণ)
	৪৫। „ (কারক কি)
	৪৬। „
	৪৭। „ (তদ্ধিত প্রকরণ)
	৪৮। „ (আখ্যাত)
	৪৯। „ ভাষা-বৃত্তি (১ম ২য় অঃ) „
	৫০। „ (৩য় ৪র্থ অঃ) „
	৫১। „ (৫ম ৬ষ্ঠ অঃ) „
	৫২। „ (৭ম ৮ম অঃ) „
	৫৩। সূর্য্যের ব্রতকথা (খণ্ডিত)
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	৫৪। দণ্ডিপর্ব্ব „
	৫৫। মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব) „
	৫৬। „ আশ্চর্য্যপর্ব্ব (আশ্রমিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ)
	৫৭। „ (ভীষ্মপর্ব্ব) „
	৫৮। „ (বনপর্ব্ব, খণ্ডিত)
	৫৯। „ (নারীপর্ব্ব, সম্পূর্ণ)
	৬০। „ (সভাপর্ব্ব) „
	৬১। „ (অশ্বমেধপর্ব্ব, খণ্ডিত)
	৬২। „ (আদিপর্ব্ব) „
	৬৩। „ (অশ্বমেধপর্ব্ব) „
	৬৪। „ (সভাপর্ব্ব, সম্পূর্ণ)
	৬৫। রতিশাস্ত্র („)

উপহারদাতা	পুথির নাম
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	৬৬। চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য খণ্ড, খণ্ডিত)
	৬৭। „ (অন্ত্য খণ্ড, „)
	৬৮। মহাভারত (আশ্চর্য্যপর্ব্ব, আশ্রমিকপর্ব্ব)
	৬৯। রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)
	৭০। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব (খণ্ডিত)
	৭১। „ মুষলপর্ব্ব „
	৭২। „ স্ত্রীপর্ব্ব „
	৭৩। „ বিরাটপর্ব্ব „
	৭৪। „ উদ্যোগপর্ব্ব (সম্পূর্ণ)
	৭৫। „ বিরাটপর্ব্ব „
	৭৬। „ দ্রোণপর্ব্ব „
	৭৭। „ সৌপ্তিকপর্ব্ব „
	৭৮। রুক্মিণীহরণ (মাধব-চরিত)
	৭৯। চৈতন্য-সংহিতা
	৮০। স্মরণমঙ্গল পদাবলী (খণ্ডিত)
	৮১। প্রাচীন পদ (সম্পূর্ণ)
	৮২। কুম্ভকর্ণের রায়বার „

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, আজ বার্ষিক অধিবেশনের আনন্দের মধ্যেও আমাদিগকে কয়েকটি শোক-সংবাদ প্রকাশ করিতে হইতেছে। তন্মধ্যে সুকবি, হুগলীর জজ ৺বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্ মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে সাধারণের নিকট হইতে আমরা একটি সভা আহ্বানের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি, তাঁহার বিয়োগে শোকপ্রকাশের ব্যবস্থা সেই বিশেষ অধিবেশনে হইবে। অপর কয়েক জনের মধ্যে এলাহাবাদের ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল-মৃত্যু বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইয়াছে। তিনি অল্প বয়সে বিদ্যায় ও কৃতিত্বে যশস্বী হইয়াছিলেন। গৌড়পাদ ও নারায়ণের সাংখ্যদর্শনের যে টীকা আছে, তাহার ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমপ্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে স্বনামধন্য অতি যশস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শ্বশুর ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ এক জন সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন, ব্রজমোহন কলেজ, মেট্রোপলিটান কলেজ ও রিপন কলেজে তিনি অধ্যাপকতা করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। ৺রাজচন্দ্র চন্দ্র কলিকাতার সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ ছিল, তিনি ব্যবসায়ে যশস্বী ছিলেন। তাঁহার গুপ্ত দান ছিল। তাঁহার দানের কথা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু তাঁহার কাছে অনেকেই

উপকৃত হইতেন। তিনি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ৺মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতবাজারের সহকারী সম্পাদক হইয়া বেশ যশোলাভ করিয়াছিলেন, নানা মাসিক পত্রে লিখিতেন। ইঁহারা সকলেই অল্প বয়সে অকালে পরলোকে গিয়াছেন। এক সঙ্গে এতগুলি কৃতবিদ্য, কৃতী, যশস্বী যুবকের জন্য আজ আমাদের শোক করিতে হইতেছে! ৺অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ৺শঙ্করঘোষের বংশধর ছিলেন, তিনি ছোট আদালতে ওকালতী করিতেন ও সাহিত্য-পরিষদের বহু পুরাতন সদস্য ছিলেন। ইঁহার কিছু দিন পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু আমরা সম্প্রতি সংবাদ পাইয়াছি মাত্র। যাহা হউক, এই সকল ব্যক্তির শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান হউক। অতঃপর সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে শ্রাবণ ১৩২২, ৮ই আগষ্ট ১৯১৫, রবিবার, ৬৷৹টা।

সভাপতি—কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ (সহকারী সভাপতি)

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। পরিষদের সহকারী সভাপতির সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব (২৭ ও ৫৭ সংখ্যক নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য)। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ,—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২১ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিবরণ" ও (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয়ের "শিলিমপুরের খোদিত লিপি" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ, (খ) যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ ও (গ) কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু
রায় সাহেব " দীনেশচন্দ্র সেন বিএ
ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" নিখিলনাথ রায়
" রসময় লাহা
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" বোধিসত্ত্ব সেন
" অমৃতলাল বসু
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস
" মনোমোহন বসু

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ
" অঘোরনাথ ঘোষ
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" সত্যচরণ পাল
" রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
" সুরেশচন্দ্র বসু
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" কৃষ্ণনাথ সেন
" যতীন্দ্রমোহন মিত্র
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কিরণচন্দ্র দত্ত
ডাঃ যতীন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত এম্ এস্ সি
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ শান্তনুচরণ বিশ্বাস
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ নিত্যানন্দ রায়
„ পণ্ডিত কস্তুরী ব্রহ্মচারী
„ ললিতমোহন পাল
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ রামহরি গুড়
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ গিরিশচন্দ্র দত্ত
„ ননীগোপাল সরকার
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ
„ দেবকুমার রায় চৌধুরী
„ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিএল্
„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম্এ, বিএল্
„ জে, এন্ দাশ গুপ্ত বিএ (অক্সন)
„ অমৃতলাল বসু
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্এ
„ ভূতনাথ ঘোষ এম্এ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহঃ সম্পাদকগণ।

সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল। তাহার পর পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল এবং নূতন সদস্য নির্ব্বাচন করা হইল। নিম্নে উপহারদাতাদিগের নাম, উপহারের বিবরণ এবং প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম সহ নূতন সদস্যগণের নামাদি লিখিত হইল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীবসন্তকুমার রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযাদবানন্দ বসাক বি এ, ৫৯ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীকালীচরণ মিত্র		শ্রীমহাদেব সেন ৯৪।১ মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত ১৮১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এন্, গুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীকিরণশঙ্কর রায় বি এ (অক্সন্) ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা ৭৮।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীননীগোপাল রায়	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বরা ১০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমরেশচন্দ্র সিকদার C/o. St. Clear Marry & Co. ৫।১ রয়াল এক্সচেঞ্জ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীনীলমণি গঙ্গোপাধ্যায় বি এ হিন্দু স্কুলের শিক্ষক। ৬৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১। তত্ত্বসংহিতা
„ আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবীশ	২। টিয়া না কি
„ গণপতি সরকার	৩। ঋতুসংহার ৪। পুষ্পবাণবিলাসং
„ সুখেন্দ্রলাল মিত্র	৫। প্রভাত-কমল ৬। মহৎ জীবন (১ম খণ্ড) ৭। ভারত উপন্যাস ৮। আদিশূর ও বল্লাল সেন ৯। চিতোর-চাতকিনী ১০। মেঘনাদ বধ নাটক ১১। ধর্ম্মসমন্বয়, (১ম ভাগ) ১২। নৈশ-কামিনী কাব্য ১৩। চোর না সাধু ১৪। কর্ত্তব্যমীমাংসা ১৫। রূপকরত্নং

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer-in-Charge, Bengal Sect.	16. Report on the Maritime Trade of Bengal, 1914—15.
	17. Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies.
V. S. Dalal Esq. B. A	18. History of India from the Earliest Times, Vol 1.
Supdt, Govt. Printing, India	19. Annual Report of the Archæological Survey of India, pt. I, 1912-13.

উপহারদাতা

Smithsonian Institution, Washington. (through the Agent for Govt. Consignments, Bombay)

উপহৃত পুস্তক

20. List of Publications of the Smithsonian Institution.
21. Smithsonian Miscl. Collections Vol. 45 Parts 3 4.
22. Do Vol 47, Part 1
23. Do " 2
24. Do " 3
25. Do " 4
26. Smithsonian Miscl Collections Vol 48, Part 1
27. Do " 2
28. Do " 3
29. Do " 4
30. Do Vol 50, Part 1
31. Do " 2
32. Do " 3
33. Do " 4
34. Do Vol 52, Part 1
35. Do " 2
36. Do " 3
37. Do " 4
38. Smithsonian Report for 1883
39. Do " 1884
40. Do Pt. I up to July 1885
41. Do Pt. I for 1886
42. Do Pt. I for 1887
43. Do " 1888
44. Do " 1889
45. Do " 1890
46. Smith. Miscl. Collections 1913
47. Smithsonian Contributions to Knowledge Vol 27, no 3.
48. Do Vol 30
49. Do " 31
50. Do " 32
51. Do " 33
52. Do " Part of 34
53. Do " Pt. of 34 Record of Atmospheric Nucleation
54. Do " Pt. of Vol. 35 The young of the Craytishes.
55. Do " Part of Vol. 35 The Apodons Holothurians
56. Do " Pt. of 34. Glaciers of the Canadian Rockies and Selkirks.
57. Do " no. 884. The Internal work of the wind.

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

58. Smith. Misol. Collections no. 801
Experiments in Acrodynamics.
59. Do " no. 353
Tables & Results of the Precipitation in Rain and Snow in the U. S.
60. Do " no. 443
Results of Meteorological Observations made at Providence.
61. Do " no. 1309
Experiments with Ionized air.
62. Do " no. 980
On the Densities of Oxygen and Hydrogen and on the ratio of their atomic weights.
63. Do " " 989
The Composision of Expired Air and its effects upon animal life.
64. Do " no. 1033
Argon, a new constituent of the atmosphere
65. Do " no. 1034
Atomospheric actinometry.
66. Do Pt. of Vol. 29
A Determination of the ratio of the Specific heats, constant pressure and at constant Volume for air. etc.
67. Do The structure of the Nucleus.
68. On the Absorption and Emission of air and its ingredients for light of wave lengths

উপহৃত পুস্তক

69. Smithsonian Miscl. Collections Vol. I.
70. Do " " " 9
71. Do Diptera of North America Pt. 4
72. Do Vol. 10
73. Do " 11
74. Do " 13
(W. S. National Museum)
75. Smith. Miscl. Collections Vol. 14
76. Do " Do 15
77. Do " Do 16
78. Do " Do 17
79. Do " Do 18
80. Do " Do 19
81. Do " Do 20
82. Do " Do 21
83. Do " Do 22
84. Do " Do 23
85. Do " Do 24
86. Do " Do 25
87. Do " Do 27
88. Do " Do 29
89. Do " Do 30
90. Do " Do 31
91. Do " Do 32
92. Do " Do 33
93. Mountain Observatories in America and Europe. (M. C. 1035)
94. Bibliography of the Platinum Group
95. Index to the Literature of the Spectroscope.

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

96. Bibliography of Chemistry of Manganese 1785—1900.
97. Phylogeny of Fusus.
98. Bibliography of Chemistry, 1492-1879—See. 8.
99. Do „ 1st Supplement.
100. Do „ 1492 to 1902—2nd Supplement.
101. Index to the Literature of Thorium.
102. „ „ Thaliam (1861 to 1896)
103. Researches in Helminthology and Parasitology.
104. Researches on attainment of very low temperatures Pt. I
105. Index to the Litrature of Gallium 1874 1903.
106. Do of Indium 1863 to 1903.
107. Do of Germanium 1886-1903.
108. Simthsonian Exploration in Alaska in 1904.
109. Report on the Crustacea collected by the North Pacific Expedition 1853-56.
110. Researches on the attainment of low temperatures Pt. II.
111. Index to Cambrian Geology and Paleontology Pt. I.
112. Cambrian Geology & Paleontology no. I.
113. The Mechanics of the Earth's Atmosphere.
114. The Taxonomy of the Muscoidean Flies.

উপহৃত পুস্তক

115. The development of the American Alligotor.
116. Smith. Explorations in Alaska in 1907.
117. Cambrian Geology and Paleontology no. 2.
118. Do „ 3.
119. Do „ 4.
120. Do „ 5.
121. Do „ 6.
122. Do „ 7.
123. Samua Pierpont Langley Memorial Meeting.
124. The Constants of Nature Pt. V. (atomic weights)
125. A new rodent of the genus Saccostomus.
126. Five new rodents from British East Africa.
127. A new sable antelope.
128. A new species of Hippopotamus
129. Development of the Brain of American alligator.
130. Landmarks of Botanical History Pt. I Prior to 1562 A. D.
131. Smith. Miscl. Collection. 1929 Vol 56 no I.
Do 1930 „ 2
Do 1931 „ 3
132. Do 1933 „ 4
133. Do 1935 „ 5
134. Do 1936 „ 6
135. Do 1937 „ 7
136. Do 1941 „ 8

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

	উপহৃত পুস্তক			
137.	Smith Miscl. Collection, 1942	Vol 56	no	9
138.	Do	1945	„	10
139.	Do	1946	„	11
140.	Do	1947	„	12
141.	Do	1988	„	13
142.	Do	2003	„	14
143.	Do	2004	„	15
144.	Do	2005	„	16
145.	Do	2006	„	17
146.	Do	2007	„	18
147.	Do	2008	„	19
148.	Do	2010	„	20
149.	Do	2015	„	21
150.	Do	2053	„	22
151.	Do	2054	„	23
152.	Do	2055	„	24
153.	Do	2056	„	25
154.	Do	2062	„	26
155.	Do	2058	„	27
156.	Do	2059	„	28
157.	Do	2064	„	29
158.	Do	2066	„	30
159.	Do	2067	„	31
160.	Do	2068	„	32
161.	Do	2069	„	33
162.	Do	2070	„	34
163.	Do	2072	„	35
164.	Do	2073	„	36
165.	Do	2074	„	37
166.	Cambrian Geology and Paleontology II.	Vol 57	no	I.
167.	Do	„	„	2
168.	Do	„	„	2
169.	Do	„	„	3

	উপহৃত পুস্তক			
170.	Cambrian Geology and Paleontology II.	Vol 57	no	4
171.	Do	„	„	5
172.	Do	„	„	6
173.	Do	„	„	7
174.	Do	„	„	8
175.	Do	„	„	9
176.	Do	„	„	10
177.	Do	„	„	11
178.	Do	„	„	13
179.	Index to Cambrian Geology and Paleontology Vol. 57—			
180.	Smith. M. C. 1987 Vol 58.		no	2
181.	Do	„	2077	59	2
182.	Do	„	2078	„	3
183.	Do	„	2079	„	4
184.	Do	„	2080	„	5
185.	Do	„	2081	„	6
186.	Do	„	2082	„	7
187.	Do	„	2083	„	8
188.	Do	„	2085	„	9
189.	Do	„	2086	„	10
190.	Do	„	2087	„	11
191.	Do	„	2088	„	12
192.	Do	„	2090	„	13
193.	Do	„	2092	„	14
194.	Do	„	2093	„	15
195.	Do	„	2094	„	16
196.	Do	„	2133	„	17
197.	Do	„	2134	„	18
198.	Do	„	2139	„	20
199.	Do	„	2141	60	1
200.	Do	„	2142	„	2
201.	Do	„	2143	„	3

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

202. Smith. Miscl, Collection, 2144 Vol 60 no. 4
203. Do ,, 2145 ,, 5
204. Do ,, 2146 ,, 6
205. Do ,, 2147 ,, 7
206. Do ,, 2148 ,, 8
207. Do ,, 2149 ,, 9
208. Do ,, 2150 ,, 10
209. Do ,, 2151 ,, 11
210. Do ,, 2152 ,, 12
211. Do ,, 2153 ,, 13
212. Do ,, 2157 ,, 14
213. Do ,, 2158 ,, 15
214. Do ,, 2159 ,, 16
215. Do ,, 2163 ,, 17
216. Do ,, 2164 ,, 18
217. Do ,, 2165 ,, 19
218. Do ,, 2166 ,, 20
219. Do ,, 2167 ,, 21
220. Do ,, 2168 ,, 22
221. Do ,, 2170 ,, 23
222. Do ,, 2171 ,, 24
223. Do ,, 2173 ,, 26
224. Do ,, 2174 ,, 27
225. Do ,, 2175 ,, 28
226. Do ,, 2180 Vol 61 no 1
227. Do ,, 2181 ,, 2
228. Do ,, 2182 ,, 3
229. Do ,, 2183 ,, 4
230. Do ,, 2184 ,, 5
231. Do ,, 2229 ,, 6
232. Do ,, 2231 ,, 7
233. Do ,, 2232 ,, 8
234. Do ,, 2236 ,, 9
235. Do ,, 2237 ,, 10

উপহৃত পুস্তক

236. Smith. Miscl. Collection, 2238 Vol 61 no 11
237. Do ,, 2239 ,, 12
238. Do ,, 2240 ,, 13
239. Do ,, 2241 ,, 14
240. Do ,, 2242 ,, 15
241. Do ,, 2243 ,, 16
242. Do ,, 2245 ,, 17
243. Do ,, 2248 ,, 19
244. Do ,, 2251 ,, 20
245. Do ,, 2252 ,, 21
246. Do ,, 2255 ,, 22
247. Do ,, 2258 ,, 23
248. Do ,, 2259 ,, 24
249. Do ,, 2260 ,, 25
250. Do ,, 2227 Vol 62 no I
251. Do ,, 2253 ,, 2
252. Do ,, 2273 ,, 3
253. Do ,, 2254 Vol 63 no. I
254. Do ,, 2261 ,, 2
255. Do ,, 2262 ,, 3
256. Do ,, 2264 ,, 4
257. Do ,, 2266 ,, 5
258. Do ,, 2272 ,, 7
259. Do ,, 2275 ,, 8
260. Do ,, 2315 ,, 9
261. Do ,, 2316 ,, 10
262. Do ,, 2269 ,, 6
263. (Smithsonian Physical Tables) Do ,, 2263 Vol 64 no I
264. Cambrian Geology & Paleontology Vol. 64 no II
265. Do Paleontology III no 2
266. Do ,, 2319 Vol 65 no 1

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Smithsonian Institution	267. Do ,, 1087 A catalogue of Earthquakes on the Pacific Coast.
	268. Methods for determination of Organic matter in air.
	269. Air and Life.
	270. The atmosphere in relation to human life and health.
	271. The air of towns.
	272. Equipment and Work of an Airo-Physical Observatory.

পুথি

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী	১। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য খণ্ড, সম্পূর্ণ
	২। মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব্ব, খণ্ডিত
	৩। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী ,,
,, মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর	৪। পদামৃত সমুদ্র—শেষ নাই
,, পুলিনবিহারী দত্ত	৫। উপাসনাতত্ত্বনিরূপণ—সম্পূর্ণ
	৬। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড, সম্পূর্ণ
	৭। স্মরণমঙ্গল ,,
	৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ,,
	৯। ভ্রমরগীতা ,,

সভার অন্য কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রাণাঘাট কৃত্তিবাস-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সুকবি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে জানাইলেন যে,—বহু পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ হইতেই ফুলিয়া গ্রামে কবি কৃত্তিবাসের ভিটায় কৃত্তিবাসের স্মৃতি-রক্ষার্থ চেষ্টা হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার ভিটার কতকটা অংশ কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর আজ কয়েক বৎসর হইতে রাণাঘাটে একটি সমিতি হইয়াছে। এই সমিতি কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষার্থ আজ কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়া ২২৭৭/১১ পাই টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন এবং আরও ৪৫০৲ টাকার আশ্বাস পাইয়াছেন। জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সকলেই এ কার্য্যে যত্ন লইতেছেন। স্থির হইয়াছে—(১) কবি কৃত্তিবাসের "দোলমঞ্চ" নামে যে মাটির ঢিপিটা আছে, তাহা আর না ধসিয়া যায়, এমন করিয়া বেড়া দিয়া রক্ষা করা হইবে, আর তাহার নিকট একটা পাথরের থাম বসাইয়া তাহাতে স্মৃতিফলক লাগাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার জন্য ১৫০০৲ আন্দাজ ব্যয় করা হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ইহার খরচার

এষ্টিমেট করিয়া দিবেন। (২) নিকটবর্ত্তী বয়ড়া গ্রামের মধ্যইংরাজী স্কুলটি কৃত্তিবাসের ভিটায় আনিয়া বসাইয়া তাহার "কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল স্কুল" নাম করা হইবে। আশা আছে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এই স্কুল চালাইবার কতকটা ভার লইবেন। ইহার একটা পাকা বাড়ী করিয়া দিতে হইবে। স্মৃতিসমিতি তাহার জন্য ৬০০৲ টাকা দিবেন, আর বাকী টাকা স্থানীয় লোকেরা দিবেন। স্কুলটা হইলে দোলমঞ্চের ঢিপিটা থাকিবে ভাল। ইহার কাছে কৃত্তিবাসের নামে একটা কূয়া কাটান হইয়াছে, তাহাও স্কুল হইলে, ভাল থাকিবে। কবি কৃত্তিবাসের নাম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র। সর্ব্বত্র চাঁদা উঠিলে বহু টাকা হইবে, আশা করা যায়। তাহার জন্য কলিকাতাতেও সভা ডাকিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহাতে যদি আশানুরূপ টাকা পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই টাকা দিয়া কৃত্তিবাসের নামে পদক ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গত দোলপূর্ণিমায় ডাঃ রবীন্দ্রনাথ গিয়া ভিত্তি স্থাপন করিবেন, এরূপ কথা ছিল, কিন্তু যোগাযোগ হইল না। এক্ষণে আগামী ৩রা অক্টোবর তারিখে মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কার্য্য সমাধা করিবেন, ঠিক হইয়াছে। যাঁহারা সেই উৎসব-সভায় যোগ দিবেন, তাঁহারা ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাণাঘাটে পত্র লিখিলে যান-বাহনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ সাহিত্য-পরিষদেই পাইবেন। রাণাঘাট হইতে ফুলিয়া যাতায়াতে ১৪ মাইল; পূর্ব্ব হইতে ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা না করিলে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিলেন যে, যখন সাহিত্য-পরিষদের সহস্রাধিক সদস্য ছিল, তখন সহকারী সভাপতির সংখ্যা ৪ জন করা হইয়াছিল, এখন সদস্য-সংখ্যা দুই সহস্রাধিক; এ জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নানা বিষয়ে বিচার করিয়া অবস্থা বিবেচনায় স্থির করিয়াছেন যে, এখন ইহার সহকারী সভাপতির সংখ্যা ৪ হইতে ৮ করা আবশ্যক। অতএব আমি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিতেছি যে, সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির সংখ্যা ৪ হইতে বাড়াইয়া ৮ জন করা হউক এবং সে জন্য সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলীর ২৭ ও ৫৭ সংখ্যক নিয়মাবলীতে যে যে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, তাহা করা হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় ইহা সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—যখন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া ইহা কর্ত্তব্য এবং আবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখন আর আমাদের এ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। এই প্রস্তাব গৃহীত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "১৩২১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অমূল্য বাবুর প্রবন্ধটিতে জ্ঞাতব্য বহু কথা আছে। তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া, যেরূপ বিচার করিয়া মুদ্রিত পুস্তকাদির

ও সাময়িক সাহিত্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ন্যায় পণ্ডিতের উপযুক্ত। বিশেষতঃ প্রতি বৎসর এই কার্য্য করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অন্যের পক্ষে দুর্লভ। প্রবন্ধটি শুনিতে আপাততঃ নীরস হইলেও প্রবন্ধের উপাদেয়তা এবং উপকারিতা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আজ আমাদের আরও একটি প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয় আজ উপস্থিত নাই, তাঁহার প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহা শয় পড়িবেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন,—বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল থানার অন্তর্গত সিলিমপুর বলিগ্রাম গ্রামে একটি দীঘীর ধারে একটি প্রাচীন থাম পড়িয়া আছে শুনিয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি হইতে আমরা তাহা আনিতে যাই। সেই থামটিতে একটা লেখ আছে, ওয়েষ্ট মেকট সাহেব সেটা দেখিয়া তাহা ছাপাইয়া গিয়াছেন। সেই সময়েই আর একখানি শিলালিপির সন্ধান পাই। সিলিমপুর হইতে অধ্যাপক বসাক সেখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং তাহার পাঠ উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমার ইহা সমস্ত পড়া নাই। আমি শ্লোকগুলি পড়িয়া ব্যাখ্যা করিয়া আপনাদিগকে মোট কথাটা শুনাইয়া দিব। বিচার-বিতর্ক ও মীমাংসা প্রবন্ধ ছাপা হইলে আপনারা দেখিয়া লইবেন। কাল কষ্টিপাথরে লেখখানি খোদা। পাথরখানিও উৎকৃষ্ট জাতের এবং অক্ষরগুলি সুন্দর এবং বড় যত্ন করিয়া খোদা। পালিসও খুব ভাল। ভরদ্বাজ গোত্রের প্রহাস নামে কোন ব্রাহ্মণ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই লেখ লাগাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে জয়পাল নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। পুণ্ড্রদেশে শ্রাবস্তী নগরে এই ব্রাহ্মণবংশের আকরস্থান, বালগ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। শিল্পী এই লিপি খোদাই করিয়া শেষে নিজে একটি শ্লিষ্ট শ্লোক রচনা করিয়া ইহাতে খুদিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার এই খোদাই কার্য্যের প্রতি কতটা যত্ন, কতটা প্রীতি, তাহা জানা যায়। এই সকল কথার পর তিনি প্রবন্ধ হইতে লেখখানির শ্লোকমালা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—অধ্যাপক বসাক মহাশয় যখন অনুপস্থিত, তখন ইহার কোন সমালোচনা হওয়া ঠিক নহে। তবে দেখা যাইতেছে যে, ইহা হইতে আদিশূরের সময়ে ব্রাহ্মণাগমন প্রস্তাব সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রের উপাখ্যান ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় রাখাল বাবুর এই কথা লইয়া বহু আলোচনা করিলে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক যখন উপস্থিত নাই এবং প্রবন্ধেও যখন এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিচার সম্পূর্ণ নাই, তখন এ-সম্বন্ধে আলোচনা এখন স্থগিত থাকাই উচিত।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি মহাশয়

বলিলেন,—দেশের সমস্ত সাহিত্যিক সভাসমিতি, এমন কি, এসিয়াটিক সোসাইটী ধরিয়াও আমাদের সাহিত্য-পরিষদের প্রয়োজনীয়তা বড় কম নহে। গত বার্ষিক অধিবেশনে এই-খানে একখানি নূতন তাম্রশাসনের বিষয় শুনিয়া গিয়াছি। আবার ১৫ দিন পরে আজ আরও একখানি শিলালিপির কথা শুনিতেছি। সাহিত্যের সকল দিক্ ধরিয়া বিবেচনা করিলে সাহিত্য-পরিষৎকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক বসাক যদিও আসেন নাই, কিন্তু অক্ষয় বাবু আমাদের সে অভাব বুঝিতে দিলেন না। তিনি ইতিহাস আলোচনার জন্য আসিয়া একটা উদ্দীপনা জাগাইয়া দিলেন। মতভেদ থাকিবেই, না থাকিলে আলোচনাই হয় না। তথাপি তিনি যে একটা নূতন উদ্দীপনা জাগাইলেন, এই জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। প্রবন্ধ-লেখক এই শিলালেখ আবিষ্কার জন্য ধন্যবাদার্হ। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি আজ আমাদের সভাপতি। তিনি আমাদের সহকারী সভাপতি হইলেও তাঁহাকে সর্ব্বদা পাই না। তাঁহাকে আজ ধন্যবাদ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে বরদা বাবুর কথাও বলিতেছি। তিনি আমার বন্ধু ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি মনোহর ছিল, আবৃত্তির কৌশল মুগ্ধকর ছিল। আমি তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অধ্যাপক বসাক এই আবিষ্কার, পাঠোদ্ধার ও প্রবন্ধের জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ। অক্ষয় বাবু আজ ইহা পড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কৃতিত্ব সম্বন্ধে সম্প্রতি নূতন সম্বাদ এই, তাঁহারা গুপ্তযুগের একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ঐ শিলালেখ ব্যতীত আরও পাঁচখানি তাম্রশাসন পাইয়াছেন। তাহার মধ্যে গুপ্তযুগের তাম্রশাসনও আছে। গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্ত্তি আরও পাওয়া গিয়াছে কি না, জানি না; রাখাল বাবু বলিতে পারেন। রাখাল বাবু বলিলেন,—গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্ত্তি আরও অনেক পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের মৃত সদস্য মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ মহাশয় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় হুগলীর মোক্তার ছিলেন ও "নবদ্বীপমহিমা" নামে নবদ্বীপের ইতিহাস-কথা লিখিয়া গিয়াছেন। যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় একজন উকীল ছিলেন। ইহাঁদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা যাইতেছে। যথারীতি ইহাঁদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান হইবে।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে শ্রাবণ ১৩২৩, ৮ আগষ্ট ১৯১৬, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

সভাপতি—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ

সুকবি ও সুপ্রসিদ্ধ জেলাজজ বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস মহাশয়ের অকাল-মরণে শোক-প্রকাশের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয়ের সমর্থনে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতি হন।

সভাপতি দীনেশ বাবু আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ যে মহাত্মার অকালমরণে শোকপ্রকাশের জন্য আমরা একত্র হইয়াছি, তিনি আমার হিতৈষী, বন্ধু ও পরম শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার শোকসভায় আমায় সভাপতির আসন দিয়া আপনারা আমায় অত্যন্ত সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমি দুই চারি কথা লিখিয়া আনিয়াছি, তাহা পড়িয়া দিলেই আমার যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা বলা হইবে। ইহা শোক-সভা, এখানে বেশী কিছু বলা কাহারও দরকার হয় না। নীরবেই শোকের কাজ বেশী হইয়া যায়, কাজেই সভাপতিরূপে আমি অল্প কথা বলিলেও তাহা অশোভন হইবে না। অতঃপর দীনেশ বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পড়িলেন ;—

"সম্ভবতঃ ইংরাজী ১৮৯২ সালে বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সেটলমেণ্ট আফিসার হইয়া কুমিল্লা যান। তখন আমি ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার। আমরা একটা সাহিত্যিক ক্লাব খুলি, বরদা বাবু তাহার প্রেসিডেণ্ট হন। এই সময়ে তাঁহার অবসরের অনেকগুলি কবিতা রচনা হয়। আমি সাহিত্যিক ক্লাবের সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত আমার প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হইত। বিদেশে বাস করার সময় বরদা বাবু সাহেবী চাল-চলনে থাকিতেন, কড়া হাকিম বলিয়া লোকে তাঁহাকে ভয় করিত। সবজজ ডেপুটিরাও তাঁহার সঙ্গে খুব ঘেঁসিতে পারিতেন না ; তিনি তাঁহাদের নিকট সাহেব সিভিলিয়ানদের মত পূর্ণ সম্ভ্রম আদায় করিয়া লইতেন—ইহাতে জোর জবরদস্তী কিছু ছিল না, তাঁহার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা ও কার্য্যপ্রণালীতে সহজশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। সাহেবদের সঙ্গেও তাঁহার ব্যবহার তুল্যরূপই ছিল, তাঁহারাও মিষ্টার মিত্রকে শ্রদ্ধা করিতেন ; কারণ, তাঁহার মত ইংরেজী লিখিতে, নিজের মত বজায় রাখিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে সাহেবেরাও অনেক সময় পারিতেন না। অনেক বড় বড় সাহেবের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু বরদা বাবু নিজে বৎপরোনাস্তি ভাল

মানুষ হইলেও বাধ্য হইয়া বিবাদে প্রবিষ্ট হইলে, প্রতিপক্ষ তাঁহার তেজ দেখিয়া হটিতেন, মিষ্টার মিত্র এ বিষয়ে নাছোড়বান্দা ছিলেন। যাঁহারা মফঃস্বলে তাঁহাকে জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বরদা বাবু পুরুষসিংহ—সকলকে নিজের তেজস্বিতা দ্বারা চমৎকৃত করিয়া নির্ভীকভাবে কর্ত্তব্য করিতেন। অগাধ পাণ্ডিত্যবলে তিনি অনায়াসে শিক্ষিত সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেন। কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য, কি বর্ত্তমান সামাজিক তত্ত্ব, যে সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতেন, তাহাতে তিনি এতটা আবেগ, এতটা পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদৃষ্টির অবতারণা করিতেন যে, অধিকাংশ স্থলে তিনিই বক্তা হইতেন, অনেক বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি চুপ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেন এবং তাহা হইতে অনেক উপদেশ ও জ্ঞান লাভ করিতেন।

তিনি কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এম্ এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া এবং ষ্টাটুটিয়ারি সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু সুবর্ণ-পদক বক্ষে ঝুলাইয়া ও রাজকার্য্যের নেতা হইয়া তিনি লোকশ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন নাই, তিনি যেখানে দু দণ্ড কথা কহিতেন, সেইখানে লোকে বুঝিত যে, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়; যখন লেখনী চালনা করিতেন, তখন সেই লেখনীর ক্ষিপ্রকারিতা ও তেজস্বিতা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের প্রতি সম্মানের ত্রুটি না দেখাইয়াও বিবেকানুমোদিত পথে চলিতে তিনি একবারও দ্বিধা বোধ করিতেন না, ফলাফলের ভার ভগবানের উপর রাখিয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট আলোপথে গন্তব্য স্থির করিতেন—যাঁহারা তাঁহার সেই নির্ভীকতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা দেখিতেন, তাঁহারা বুঝিতেন, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়। এই শ্রেষ্ঠত্বের তিলক তাঁহার ললাটে বিধাতা নিজ হস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন; তিনি যেখানে যাইতেন, সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর আগে পড়িত, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—'এ লোকটি কে?' বস্তুতঃ পরিচয় দেওয়ার যোগ্য মহৎ ব্যক্তি তিনি ছিলেন। আজ, হে বন্ধু, তোমার উন্নত বপু, তোমার প্রতিভাদীপ্ত গৌরবর্ণ মুখ, তিল-ফুল-সুন্দর নাসিকা ও পদ্মচক্ষু আমার মনে পড়িতেছে, সেই মুখোচ্চারিত ভাগীরথী-প্রবাহ তুল্য কত পুণ্য কাব্য-কাহিনী আজ স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে!

বরদা বাবুর কাব্য আপনারা পড়িয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশে কবিতা লিখিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা আপনাদের অনেকে তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন, কবিতার সেরূপ মধুর ও তেজস্বী আবৃত্তি আমি আর শুনি নাই। বোধ হয়—এ জীবনে আর শুনিব না। জীবনের ভাবী ও বর্ত্তমানে এই এক মহা রসধারার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল। বরদা বাবুর কতকগুলি শেষ কবিতায় বঙ্গভাষার নূতন সম্পদ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় বাঙ্গালার একটা ওজস্বিতার স্রোত আনিয়াছেন, বরদা বাবুর শেষ কবিতাগুলি মিত্রাক্ষরে রচিত হইয়া যে গুরুগাম্ভীর্য্য ও ওজস্বিতার প্রস্রবণ বহাইয়া

দিয়াছে—তাহা শুনিয়া মনে হয় যে, বাঙ্গালা কবিরা শুধু লবঙ্গলতার মত কোমলকান্ত পদ-রচয়িতা নহেন, তাঁহারা কেবল ঠুংরী বা একতালায় হাতযশঃ লইয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আসেন নাই, ধ্রুপদ ও মধ্যমানেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। আপনাদের কেহ কেহ সেই সকল কবিতা তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন,—আমি যখন তাহা শুনিতাম, তখন মনে হইত, হিমালয় পর্ব্বত গভীর নিস্বনে কথা কহিতেছে, কিম্বা মহাসাগর বাতান্দোলিত হইয়া মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই বাণী প্রকৃতই পিণাকপাণির বদনোচ্চারিত ওংকারের ন্যায় ভৈরব রবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত।

বরদা বাবু বেশী লেখেন নাই; যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই এখনও পুস্তকাকারে ছাপা হয় নাই। আপনারা তাহার ছাপার ব্যবস্থা করিতে পারেন,—তাঁহার পুত্রগণ আপনাদের উৎসাহ ও আগ্রহের নিদর্শন পাইলে উদ্যোগী হইবেন, সন্দেহ নাই।

মানুষের দুই দিক্ আছে, একটা তাহার মস্তিষ্কের পরিচায়ক, অপরটা তাহার হৃদয়ের গুণজ্ঞাপক। বরদা বাবুর ন্যায় সহৃদয় লোক এ সংসারে অনেক নাই। তিনি পরের দুঃখ দেখিলে গলিয়া যাইতেন; কেহ নিজের দুঃখের কথা জানাইলে তিনি তাহার বিপদ্ নিজে কাঁধে করিয়া লইতেন। যখন আমি উৎকট মস্তিষ্করোগে আক্রান্ত হইয়া একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া ৬।৭ বৎসর শয্যাগত অবস্থায় ছিলাম, তখন প্রধানতঃ বরদা বাবুর সহায়তাতেই আমি গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলাম; আমার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহের প্রায় সমস্ত টাকা বরদা বাবুই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর আমার নিদারুণ অর্থকষ্টের সময় উড়িষ্যা হইতে তিনি প্রায় ৩।৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন,—বিপৎকালে আমি তাঁহারই মধ্যে আমার প্রতি ভগবৎকৃপার সত্তা অনুভব করিয়াছিলাম; শুধু আমি নহি, অনেক সাহিত্যিক তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। আমার বন্ধু কবিবর শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি এল এখন উচ্চপদস্থ, কিন্তু এক সময়ে অর্থকষ্টে পড়িয়া বরদা বাবুর দ্বারা তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

লেখকমাত্রই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। তিনি নিজে সাহিত্যিক ছিলেন এবং সাহিত্যিকগণের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। সাহিত্যালোচনায় রত হইলে তিনি অনেক সময় আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। আপনারা অনেকেই এ সম্বন্ধে জানেন।

আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি, বরদা বাবু বিদেশে সাহেবী চালচলনে থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়টি প্রকৃত হিন্দুর ছিল। শারদীয় পূজার আরতির সময় তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি,—নগ্নপদে, জোড়হস্তে, পূজকের ভাবে সাশ্রুনেত্রে ভগবতীর মুখের দিকে বদ্ধলক্ষ্য হইয়া থাকিতেন, এই সময় তিনি কত ভক্তির কথা, কত ধর্ম্মের কথা অপূর্ব্ব আনন্দ-সহকারে বলিতেন; যে শুনিত, সেই মুগ্ধ হইত। প্রবাস অর্থাৎ চাকুরীস্থল হইতে যখন তিনি গৃহে ফিরিতেন, তখন সাহেবী ঘুচিয়া ভট্টাচার্য্যের ভাব দেখা যাইত; নেকটাই, কোট, ওয়েষ্টকোট ও হাট পোর্টমেণ্টের অঙ্কশায়িত হইত,—শার্ট ও চটিজুতা পরিয়া তিনি বাঙ্গালী

হইতেন,—দেবপূজার সময়ে তাঁহার ভক্তির ভাবের কথা আমি বলিয়াছি। কিন্তু কাঠ, পাষাণ ও মৃত্তিকার দেবতা অপেক্ষাও প্রকৃত দেবতা তাঁহার ছিল, সে রক্তমাংসের দেবতা। বেণীবাবুর নিকট বরদা বাবুকে আপনারা হয় ত অনেকেই অনেক বার দেখিয়াছেন। সে দৃশ্যের তুলনা নাই। পিতা স্বর্গ, পিতা মোক্ষ—এ কেবল কেতাবতী গৎ নহে, এই ভাব তাঁহার মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রৌঢ়বয়স্ক বিচারপতি পিতার নিকট চিরকাল একটি বালকের মত ছিলেন, পিতার প্রতি কথা সম্ভ্রমের সহিত শুনিয়া তাঁহার চরণোপান্তে বসিয়া থাকিতেন; কখন বেণীবাবুকে পুস্তক পড়িয়া শুনাইতেন, কখনও তাঁহার মুখে পূর্ব্বকাহিনী শুনিয়া নানা প্রশ্ন করিতেন। বেণীবাবুর একটু অসুখ হইলে তাঁহার ভাবনায় ঘুম হইত না। যে কয়েক দিন গৃহে থাকিতেন, অধিকাংশ সময় পিতার কাছে বসিয়া কাটাইতেন। পিতার গুণকাহিনী কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। আমি তখন বেণী বাবুর গুণের অপেক্ষা বরদা বাবুর পিতৃবাৎসল্যের কথা বেশী ভাবিতাম। দুই তিন বৎসর হইল, বেণী বাবু ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন; তদবধি বরদা বাবুর অসুখ। তাঁহার মৃত্যুর কতক দিন পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন আমি বলিয়াছিলাম—"বেণীবাবুর মৃত্যুর পর হইতেই আপনি নানা পীড়াতে কষ্ট পাইতেছেন, আপনি কি পিতৃশোকে বেশী বিহ্বল হইয়াছিলেন?" এই প্রশ্ন করিয়া বুঝিলাম, বড় অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছি। কারণ, দেখিলাম, বরদা বাবু কোন উত্তর করিলেন না, তাঁহার দুইটি বিশাল চক্ষু অশ্রুতে পুরিয়া গেল ও গণ্ড বহিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বরদা বাবু বাক্যে ও ব্যবহারে সংযত ছিলেন। পিতৃশোক সেই সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়াছিল। তাঁহার পীড়ার পক্ষে ইহা অনিষ্টকর বুঝিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অন্য কথা পাড়িলাম এবং তাঁহার মন বিষয়ান্তরে ধাবিত করাইতে চেষ্টা করিলাম।

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি শীঘ্র সারিয়া উঠিবেন। তিনি নিজের রোগ উৎকট বলিয়া কখনই মনে করেন নাই। মৃত্যুর ২।৩ মাস পূর্ব্বে এক দিন আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া ভীত হইয়াছিলাম। তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ উজ্জ্বল মুখশ্রী তখন একবারে গিয়াছে, মুখখানি অনেকটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বেণীবাবুর মত হইয়া গিয়াছিল। পিতা পুত্রে যে মুখের এতটা সাদৃশ্য, তাহা সেই দিন আমি প্রথম উপলব্ধি করিলাম। বেণীবাবু নবতি বর্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বরদা বাবু মৃত্যুকালে বোধ হয়, ৫৩।৫৪ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন।

বড় আশা ছিল, হাইকোর্টের জজ হইবেন। কুমারটুলিতে বাড়ী করিয়া তিনি কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন—নিজ বাড়ীতে থাকিয়া কাজ করিয়া এই ঋণ শোধ করিবেন, এই ভরসা ছিল। কিন্তু অবশেষে যখন তিনি হাইকোর্টের জজের পদের জন্য নির্ব্বাচিত হইলেন—তখন উচ্চতম বিচারালয় হইতে তাঁহার নামে সমন পৌঁছিয়াছিল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত—সর্ব্ব ঋতুতে যাহার গতিবিধি—যাহার আহ্বান অনিবার্য্য এবং অলঙ্ঘ্য, সেই কাল তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। আমাদের শোক-সভা করিয়া কিরূপে বুঝাইব, আমাদের কতটা ক্ষতি হইয়াছে! আমাদের কবিতা-রাজ্যের কোকিল নীরব হইয়াছে, দয়ার প্রস্রবণ শুকাইয়াছে, সাহস

ও ভরসার মহীরুহ ভাঙ্গিয়াছে, পিতৃমাতৃ-বাৎসল্যের কুসুমিতা লতা ছিন্ন হইয়াছে ও ভক্তির ক্ষেত্র উষর হইয়াছে।

যখন তিনি বীরভূমের জজ ছিলেন, তখন চণ্ডীদাসের স্মৃতিমন্দির রচনার জন্ত তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন; এই জন্য তিনি ৫০০০০৲ টাকা উঠাইবেন—সংকল্প করিয়া অনেক বড় বড় সাহিত্যিককে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে একটা চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ করিবার কথা ছিল। তিনি জীবিত থাকিলে এই কার্য্য শেষ করিয়া যাইতেন। আজ চণ্ডীদাসের স্মৃতিচিহ্নের পার্শ্বে আমরা বরদাকবির স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিতে প্রস্তাব করিব কি? কবির স্মৃতিচিহ্ন কবিতা; মন্দিরের প্রস্তর খসিয়া যায়—তাহার চূড়া বজ্রাহত হইয়া বিনষ্ট হয়,—কিন্তু দুর্দ্দান্ত কাল কবিতার একটি অক্ষরও মুছিতে পারে না,—কবির প্রতি সম্মান যে দেখায়, সেই কবির অমরত্বের অংশী হয়, কবি নিজ সাধনায় অমর। নবদ্বীপের কত রাজা রাজমুকুট রাখিয়া শ্মশানে গিয়াছেন; কিন্তু ভারতচন্দ্র নিজের অমরত্বের ভাগ কৃষ্ণচন্দ্রকে দিয়া গিয়াছেন,—আমরা আজ কবির স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইয়া সাহিত্য-পরিষৎ-গৃহকে তীর্থে পরিণত করিব, এই চেষ্টা হউক,—তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিব, এই অহঙ্কার যেন না হয়।"

ইহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের লিখিত কবির একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পড়িয়া শুনাইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থাপন করিলেন;—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্যকার এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া বঙ্গ-জননীর প্রিয় সন্তান, মাতৃভাষানুরাগী, সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।" পরে বলিলেন,—সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয় আমার বন্ধু, স্বজাতি ও কুটুম্ব ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সহৃদয় মহাপুরুষ অল্পই দেখা যায়। সভাপতি মহাশয়ের প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে বরদা বাবুর সদ্‌গুণের বহু পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার মত লোক আর একটি শীঘ্র পাইব না। যখন তাঁহাকে আমাদের মধ্যে আমাদের মত করিয়া পাইব বলিয়া ভরসা করিয়াছিলাম, যখন তিনি রাজকার্য্যে অবসর পাইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে একত্র আসিয়া কাজে নামিবেন, বলিয়াছিলেন, সেই সময়েই কাল তাঁহাকে কাড়িয়া লইল! তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন; যা ধরিতেন, তা না করিয়া ছাড়িতেন না। বাঁচিলে জয়দেব-চণ্ডীদাসের পাটে সংস্কার ও স্মৃতিরক্ষা হইতই হইত। তাঁহার ওজস্বী রচনা, ওজস্বী কবিতা, গুরুগম্ভীর ঝঙ্কার এখনও আমাদের কানে বাজিতেছে। তাঁহার আবৃত্তির একটা স্বতন্ত্র প্রথা ছিল, তাঁহার নিজের মুখে তাঁহার নিজের কবিতার আবৃত্তি যে একবার শুনিয়াছে, সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। আমাদের দুরদৃষ্ট, তাই এমন লোক অকালে চলিয়া গেল। তাঁহার সাহিত্যের কাজের পরিচয় যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াছেন, তাঁহার স্বজাতিপ্রীতির কথা একটু বলিব। তিনি কায়স্থ-সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার যত্নে বহরমপুরে, বীরভূমে

কায়স্থ-সভা হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনের সময় তাঁহার কার্য্যশক্তির অদ্ভুত খেলা দেখিয়াছি; সকল বিষয়ের তদারক, সর্ব্বত্র উপস্থিতি, সর্ব্ববিষয়ের সংবাদ রাখা, সকলের আদর অভ্যর্থনায় সমান যত্ন দেখান তাঁহার মত আর কেহ পারিত কি না, সন্দেহ। তিনি সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য ছিলেন, তাঁহার জন্য আজ আমরা বিশেষ শোকসন্তপ্ত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন;—"সুকবি বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্ মহাশয়ের স্মৃতিনিদর্শনস্বরূপ তাঁহার তৈলচিত্র সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হউক।" এ প্রস্তাবের জন্য বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ বরদা বাবুর সুন্দর তৈলচিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, আপনারা অনুমতি দিলেই উহা এখানে রাখা হইবে। বরদা বাবুর সহিত একবার দার্জ্জিলিঙ্গে আমার আলাপ হয়, সেই অবধি তাঁহার বন্ধুতালাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। অনেকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, হইতেছে, আরও হইবে। বায়স্কোপের ছবির মত কত পরিচিত মূর্ত্তি স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠে, আবার মিলাইয়া যায়। বরদা বাবুর সঙ্গে যাহার একবার আলাপ হইয়াছে, সে কিন্তু কোন দিন আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। তাঁর অমায়িকতা, তাঁর আত্মনির্ভরতা, তাঁর প্রতিভা আমায় তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল। এ শক্তি সকলের থাকে না। তাঁর চরিত্র যেমন উদার, তেমনি নিষ্কলঙ্ক ছিল। আজকালকার কবিতার ভাব প্রায়ই অস্ফুট; যেগুলি বুঝা যায়, সেগুলি প্রেম-বিরহের কথায় তরল ও মন্থর। বরদা বাবুর কবিতার তেমন তারল্য ও মৃদুতা ছিল না। তাঁহার কোন কবিতা ভাবের দৈন্যে মন্থর নহে। তেজস্বিতা তাঁহার কবিতার প্রাণ। বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বাঙ্গালার তিন জন তেজস্বী কবিই রোগশয্যা গ্রহণ করেন, আর সেই শয্যাই তাঁহাদের শেষ শয্যা হয়। মাইকেল মধু, হেম, দ্বিজেন্দ্র—সকলেরই এই দশা হইয়াছিল। বরদা বাবু এই শ্রেণীর শেষ কবি বলিলেই হয়। তাঁহারও সেই দশা হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়, ব্যোমকেশ বাবু, নগেন্দ্র বাবু—সকলেই তাঁহার বহু গুণের কথা জানাইয়াছেন, কার্য্যশক্তির কথা জানাইয়াছেন। আমি আজ তাঁহার শোক-সভায় আমার দুটা শ্রদ্ধার কথা নিবেদন করিতে পাইয়া সম্মানিত—গৌরবান্বিত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—সভাপতি দীনেশ বাবুর বাড়ীতেই বরদা বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাহার পর তিনি যখন বহরমপুরে মুরশিদাবাদের জজ, তখন ডাঃ রামদাস সেনের লাইব্রেরীতে তাঁহার সহিত সর্ব্বদা দেখা হইত। সেখানে নিত্যই সাহিত্যের আলোচনা হইত। কেবল সাহিত্য নহে, স্বদেশ, স্বসমাজ, স্বজাতি সম্বন্ধেও তিনি উৎসাহের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন। দীনেশ বাবু বিদেশে তাঁহার সাহেবিয়ানার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মুরশিদাবাদে আদালতে ভিন্ন আর কোথাও

সাহেবিয়ানা দেখি নাই। সেখানে তাঁহার অমায়িকতা এত ফুটিয়াছিল যে, প্রীতিশ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া বহরমপুরবাসীরা তাঁহার ছবি রাখিয়াছেন। বহরমপুরে কায়স্থ-সভায় তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই সময় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি থাকিতে পারেন নাই; সবজজ দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় তাঁহার স্বজাতিপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার অভিভাষণ পড়িয়াছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি বরদা বাবুর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও দৃঢ় ভক্তি ছিল।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—ফরিদপুরে বরদা বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। তখন হইতেই হেম বাবুর উপর, তাঁহার কবিতার উপর অটল শ্রদ্ধা দেখিয়াছিলাম। তাঁহার বৃত্রসংহার মুখস্থ ছিল। বরদা বাবুর ন্যায় সহৃদয় কবির প্রতি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া অমাদের কর্ত্তব্য। দীনেশ বাবুর প্রবন্ধে বরদা বাবুর সদাশয়তার কথায় আমার একটু উল্লেখ করিয়াছেন,—তা না তুলিলেই হইত। আধুনিক কবির সঙ্গে তাঁহার তুলনাই হয় না—পার্থক্যের কথাটা না তুলিলেই ভাল হয়। তাঁহার বহু কবিতা—উৎকৃষ্ট কবিতা আমরা শুনিয়াছি,—সেগুলি ছাপা হয় নাই, লেখা পড়িয়া আছে; সেগুলি ছাপা হইলে কবি-হিসাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা শত গুণ বাড়িবে। তাঁহার সাহেবিয়ানা প্রথম জীবনে কিছু কিছু ছিল বৈ কি। এ বয়সেও কাজের দায়ে বাধ্য হইয়া কিছু কিছু রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ভিতরটা একবারে বাঙ্গালী ছিল। হেমবাবুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এতটা গভীর ছিল যে, একখান পুস্তকের নাম তিনি "হৈমী" রাখিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন। নগেন বাবু ঠিকই বলিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় একটা লোক আমরা আর শীঘ্র পাইব না।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন,—আমি এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। শোকের ভাষা অব্যক্ত; কিন্তু আমাদের মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে হইবে, তাই দুটা কথা বলিতে হইবে। বরদা বাবুর সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্র থাকায় হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার বিয়োগে আমি ভ্রাতৃবিয়োগের শোক পাইয়াছি। তাঁহার এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, বহু লোক তাঁহার কাছে ঘনিষ্ঠ না হইয়া থকিতে পারিত না। তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে, তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে, এমন ক্ষমতা কাহারও ছিল না। তাঁহার চরিত্র এমন মধুর, এত নিষ্কলঙ্ক ছিল যে, লোকে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চারি দিকে সমবেত হইত। তাঁহার ভদ্রতার আকর্ষণ, আত্মীয়তার আকর্ষণ, অতি কর্কশ ব্যক্তিকেও টানিয়া আনিত। তাঁহার এই আন্তরিকতা তাঁহার কবিতাতেও ষোল আনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে ভাবের উৎস পরিপূর্ণ ছিল। যে অল্প সংখ্যক কবিতা তাঁহার ছাপা হইয়াছে, তাহাতেই সে উৎস উথলিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, কাছারীর কাজের পর পরিশ্রান্ত অবস্থায়ও তিনি সাহিত্য-বন্ধুদের পাইলে, সাহিত্যের আলোচনায় বিনা বিরক্তিতে, বিনা অবসাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেন। সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দেওয়া তাঁহার প্রীতিকর ছিল। উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি একপ্রকার উপযাচক হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে গিয়া, সেই উৎসবে

যোগ দিয়া, স্বভাব-সুলভ আত্মীয়তা দেখাইয়া লোকদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্যাপারে উৎসাহ দিবার জন্য মেডেল দিয়া আসিয়াছিলেন। শাস্ত্রে কথা আছে,—মরণের পর যাহার নাম লোকে যত দিন করিবে, তার তত দিন স্বর্গলাভ হয়। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আমাদের কবি-বন্ধুর নিশ্চয়ই সেই স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল তাঁহাকে তাহা ভোগ করিতে হইবে। বাঙ্গালার কবির—প্রাচীন ধরণের কবির কবিতা আলোচিত আরও হবে। সেই আলোচনাতে বরদা বাবুর কবিতা কেমন স্থান পাইতে পারে, তাহা বলিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু যখন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণেতা স্বয়ং দীনেশ বাবুই আজ আমাদের সভাপতি, তখন তিনিই সে কথা বলিয়া দিবার বেশী উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা ত অল্প কথা। এখানা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, পোকায় কাটিতে পারে, ছিঁড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু তিনি তাঁহার চরিত্রের যে চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, ভাষার, হৃদয়ের যে চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, কবিতায় যে ভাবের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা কাল আর কীটে নষ্ট করিতে পারিবে না। যাক্, আজ তাঁহার শোক-সভার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুসম্পন্ন হইল। হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আর তাঁহার সম্বন্ধে আমার প্রীতি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার সুযোগ পাওয়াতে আমি আজ আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—"স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের চিত্রখানি সাহিত্য-পরিষদে উপহার দেওয়ায় তাঁহার পুত্রগণ এবং তাঁহার নিকট আত্মীয় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষ মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানান যাইতেছে।" বোধিসত্ত্ব বাবু বলিলেন,—এই মূল্যবান্ ছবিখানি লাভ করায় সাহিত্য-পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানান ব্যতীত আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—মৃত মহাত্মার পুত্রেরা এই ছবিখানি উপহার দিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহারাই বদান্যতা ও সহৃদয়তা-গুণে সাহিত্য-পরিষদের একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পূর্ণ সম্পন্ন করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের নিকট আমরা একান্ত কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে আর একটা অনুরোধ করিতেছি,—তাঁহারা যেমন সাহিত্য-পরিষদে তাঁহাদের পিতার স্মৃতিস্থাপনে সাহায্য করিয়া পুত্রোচিত কার্য্য করিলেন, সেইরূপ তাঁহাদের পিতার যে সকল রচনা আজিও ছাপা হয় নাই বা যেগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছাপা হইয়াছে, সেগুলি পুস্তকাকারে ছাপিয়া বাহির করুন। ইহাই হইল তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য,—পিতৃকীর্ত্তি, পিতৃরচনা রক্ষা করাই তাঁহাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। আশা করি, এ অনুরোধ তাঁহারা রক্ষা করিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় কবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ, তাঁহার শোক-সভায় আমি আমার শ্রদ্ধা-প্রীতি নিবেদন

করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কিছু বলিতাম, এখন সভাপতি মহাশয়ও অনুরোধ করিলেন। আমি গয়ায় বরদা বাবুর সহিত পরিচিত হই। তাঁহার সহিত আমার বিশিষ্ট বন্ধুতা হইয়াছিল। এতই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, অনেক সময়ে আমরা একত্র এক বিছানায় শুইয়া কাটাইয়াছি। গয়ায় তখন ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ছিলেন। প্রত্যহ বরদা বাবুরই বাসায় সাহিত্যের একটা বৈঠক বসিত। এই বৈঠকে আমি তাঁহার হৃদয়জাত গুণজাতের এত পরিচয় পাইয়াছি যে, মোহিত হইয়াছি। দেশ-বাৎসল্য তাঁহার প্রতি কথায় ফুটিয়া উঠিত। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল—আপনারা বোধ হয়, জানেন না—নিজের রচনার আবৃত্তি করিতে গিয়াই ভাবের মোহে মারা গিয়াছেন,—"আমার দেশ" গান গয়ায় শিখাইতে গিয়া তিনি প্রথম এক দিন অজ্ঞান হইয়া পড়েন, দ্বিতীয় দিন ঐ গানের জন্যই কৈলাস ডাক্তারের বাড়ীতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন, তৃতীয় দিন ঝামাপুকুরে রাম মিত্রের বাড়ীতে অজ্ঞান হন, তার পর নিজ বাড়ীতে মাথায় রক্ত উঠিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন—সেই শেষ। এই গান যখন গয়ায় হইত, বরদা বাবু আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। সুকবি রসময় লাহা এখানে উপস্থিত আছেন,—তিনি বরদা বাবুর অনেক কথা জানেন। তিনি তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বরদা বাবুর আবৃত্তিগুণ অতি মধুর এবং এত ওজস্বিতা-পূর্ণ ছিল যে, শুনিলে রোমাঞ্চ হইয়া উঠিত।

শ্রীযুক্ত রসময় লাহা বলিলেন,—সভাপতি মহাশয় বরদা বাবু সম্বন্ধে আমায় কিছু বলিতে বলায় আমি বড় বিপদে পড়িলাম। আমি তাঁহার সহিত এত ঘনিষ্ঠ ছিলাম,—তাঁহার এত কাছে ছিলাম যে, আজিও আমি তাঁহার মৃত্যুর কথা সম্পূর্ণরূপে ভাবিয়াই উঠিতে পারি না। যদি আমি আর সকলের মত একটু দূরে থাকিতাম, হয় ত দু কথা বলিতে পারিতাম। তিনি আমায় এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না,—আমায় ক্ষমা করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে স্বর্গীয় বরদা বাবুর ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত বি এ মহাশয় বরদা বাবুর রচিত "জগদ্ধাত্রী" কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। অমর বাবু বরদা বাবুর অনুকরণে, তেমনি ওজস্বিতার সঙ্গে, উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন। সভাস্থ সকলেই সেই আবৃত্তি-কৌশলে প্রীত হইলেন। অমর বাবু জানাইলেন, বরদা বাবু প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ইহা নিজে আবৃত্তি করিতেন এবং বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার সময় আরতির পরে তাঁহারা উভয়ে ইহা আবৃত্তি করিতেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, বরদা বাবুর পুত্রগণ-প্রদত্ত এই ছবিখানি সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

৺কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে

১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি

কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর

রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
" মতিলাল ঘোষ
" কিশোরীলাল সরকার এম এ. বি এল
রায় , মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এম এ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ
" রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ
" পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
" সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ
" প্রবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" মন্মথনাথ রায়
" প্রমথনাথ মিত্র
" যোগেন্দ্রলাল সিংহ
" শ্যামাচরণ পাল
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
" আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ
" রামচন্দ্র ভট্ট

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার
" সনাতন মহান্তি
" রাধিকামোহন সিংহ
" হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" মণীন্দ্রনাথ লাহিড়ী
" কৃষ্ণধন দে
" কৃষ্ণলাল সেন গুপ্ত
" কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী
" জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" অমরেন্দ্রনারায়ণ বসু
" নকুলেশ্বর রায়
" সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" অনুকূলচন্দ্র সেনগুপ্ত
" নরেন্দ্রনাথ সরকার
" মৃণালকান্তি দত্ত
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" যতীশচন্দ্র সিংহ
বামাচরণ মজুমদার

শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ
„ হরিদাস বসাক
„ প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি
„ পান্নালাল মল্লিক
„ কিশোরীবল্লভ সাহা
„ গৌরগোপাল কুণ্ডু
„ রসিকলাল দে
„ ব্রজগোপাল ঘোষাল
„ সত্যচরণ চন্দ্র
„ নন্দলাল ঘোষ
„ বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
„ হৃষীকেশ ঘোষ
„ অতুলচন্দ্র দে
„ রমণীরঞ্জন গুহ রায়
„ পঞ্চানন বসু

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ডাঃ ভুবনমোহন গাঙ্গুলী
„ হেমচন্দ্র মিত্র
„ প্রফুল্লকুমার বসু
„ নটবর দাস
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
„ নগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ রামকমল সিংহ
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্—সম্পাদক।

„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
} সহঃ সম্পাদকগণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর, শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়-বিরচিত একটি গীত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গীত হয়।

অতঃপর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন উঠিয়া বলিলেন যে, এ সভা শোকসভা নয়। ভক্তের আবির্ভাবের দিবস আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয়। সুতরাং গোলোকগত কেদারনাথের জন্মদিনের সভা—আনন্দ প্রকাশের সভা।

অতঃপর তিনি স্বরচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন,—

"দত্তান্ববায়-জলধেরবদাত কীর্ত্তিঃ
কেদারনাথ নিধিরুখিতবান হরিস্তং

কায়স্থকৌস্তভধিয়া স্বপদে নিবেশ্য
দত্তাপহারক ইতি স্বয়মপি বাদম্॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে তিনি বলেন যে, দত্তবংশরূপ সমুদ্র হইতে ভগবান্, কেদারনাথ-রূপ নিধিটিকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কৌস্তভমণি শোভা পাইতেছে, তাই তিনি এই কায়স্থ-কৌস্তভটিকে স্বীয় চরণে রক্ষা করিলেন। এরূপ করিয়া তিনি "দত্তাপহারক" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন দত্তবংশজাত কেদারনাথকে অপহরণ করার জন্যও তাঁহাকে "দত্তাপ-হারক" আখ্যা দান করা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যাখ্যার পর তিনি বলেন যে—"সকল ব্যক্তিই মায়ায় মোহিত হয়—মায়াকে মুগ্ধ করিতে কেহ পারে না। কিন্তু ভক্ত কেদারনাথের জন্য আজ মায়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। যেহেতু—"মায়াপুর" তাঁহার জন্মস্থান।

এই বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় "ভক্তি-বিনোদজীবনী" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় পুরীধাম হইতে প্রেরিত একখানি পত্র পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

অনন্তর স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ ;—কেদারনাথ ভক্ত ছিলেন—ভক্তচূড়ামণি ছিলেন এবং সাহিত্য-সেবী ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-সেবাও একরূপ ভগবৎ-সেবাই ছিল। কেদারনাথ ভক্ত এবং জ্ঞানী এ দুই ছিলেন। আমার মনে হয়, ভক্তই জগতে বড়। আবার ভক্ত যদি জ্ঞানী হন্ তো তিনি সকলের চেয়ে বড় হন্। কেদারনাথ এই দুই ভাবেই বড় ছিলেন। জ্ঞান এবং ভক্তি—পরস্পর বিরোধী নহে। গোড়ায় এ দুইটি পৃথক্ নয়—কিয়দ্দূর গেলে জ্ঞান থামিয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে পারে না। জ্ঞান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বিচরণ করে। অনন্তে মিশিতে হইলে ভক্তির সহায়তা চাই। যেখানে অপূর্ণ সসীম জীব, পূর্ণ অসীমে মিশিতে চায়,—জ্ঞান সেখানে পথহারা হইয়া পড়ে। সেখানে পৌঁছিতে হইলে বিশ্বাস ও ভক্তিমার্গ ভিন্ন উপায় নাই। আমাদের শেষ গন্তব্য স্থানে যেতে গেলে, ভক্তিমাত্রই সম্বল। কেদারনাথ এই পথের পথিক ছিলেন। সুতরাং তাঁর পদানুসরণ করা সকলের কর্ত্তব্য। ভক্তির আর এক প্রাধান্য আছে। জ্ঞান যে সকল নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করে, ভক্তি দ্বারা তাহা সংশোধিত না হইলে, পতনের ভয় থাকে। কারণ, শুষ্ক জ্ঞানে মনে দম্ভ আসে। জগতে ভক্তি ধন্য, ভক্তও ধন্য, আর ভক্তিবিনোদ কেদারনাথের গুণানুকীর্ত্তন ক'রে—আমরাও আজ ধন্য।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এইরূপ,—ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ ভগবৎকৃপাশীর্ব্বাদ-প্রেরিত ব্যক্তি ছিলেন। ছাব্বিশ বৎসর-পূর্ব্বে টাঙ্গাইলে তাহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গিয়াছিলেন। তখন দেখেছিলাম, শিক্ষিত কেদারনাথ—ভিখারী বৈরাগীর

মত মালা তিলক ধারণ ক'রে, এজলাসে বসিয়া আছেন। কাছারী বন্ধ হইবার পর তাঁহার সহিত আমার "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ" সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সে সময়ে তিনি কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, "এখানে কাহারও মুখে হরিনাম শুনিতে পাই না, আপনি যদি এখানে নিরক্ষর লোকদিগের মধ্যে নাম প্রচার করেন তো বড়ই কৃপা করা হয়।"

শিশিরকুমার ও কেদারনাথ কেবল পণ্ডিতের জন্য বিশুদ্ধ ভক্তির শিক্ষা প্রচার করেন নাই—দেশের মধ্যে যারা অবহেলিত, অনাদৃত ও উপেক্ষিত, তাদের উন্নত করবার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। সেই শিক্ষা, সেই দীক্ষা দিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু। মেদিনীপুরে আচার ও ধর্ম্মবিহীন লোকদিগকে ভক্ত কেদারনাথ যেরূপভাবে সদাচারী ও মালাতিলকধারী করিয়াছেন, তাহা দেখিলে প্রকৃতই আনন্দ হয়। মহাত্মা শিশিরকুমারও এই ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই দুই মহাপ্রাণের উদ্দেশে বার বার জয়োচ্চারণ করিয়া আমরা আজ ধন্য হইলাম।

অনন্তর কাসিমবাজারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর যাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ ;—পূজ্যপাদ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সহিত আমার বহু দিন পূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সহিত যখন আলাপ করিতাম, তিনি যখন উপদেশ দিতেন, তখন আমি তাহাতে এমন মুগ্ধ হইতাম যে, তাহা এখন ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন মনে হইত, পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত কেদারনাথের হৃদয়ে আমাদের সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব কি করিয়া স্থান পাইল ? পাশ্চাত্য শিক্ষায় যখন আমাদের জীবনের স্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, তখন কেদারনাথের হৃদয়ে এ কি ভাব ? তখন আমার মনে হইত, পূজ্যপাদ শিশিরবাবু যেমন বঙ্গদেশে ধর্ম্মের নব স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ মহাশয়ও সেই ভাবে দেশের উপকার সাধন করিতে পারিবেন। ক্রমশঃ যখন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল, তখন বুঝিলাম, তিনি এ যুগের মানুষ নন, দেবতার মত—অপার্থিব জীব। তিনি এ জগতে পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা পাঠ করিলে নূতন জীবন লাভ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই জন্য তাঁর অভাব প্রত্যহ প্রতি ক্ষণে বোধ করি। আজ এই সভায় উপস্থিত হ'য়ে তাঁহার সেই সৌম্য মূর্ত্তি মনে হইতেছে—আর মনে হইতেছে, যেন তিনি আমাদের সমক্ষে তাঁর হৃদয়ের ভাব-ভক্তিমাখা উপদেশগুলি এনে দিচ্ছেন। তাঁর মত লোক বঙ্গদেশে জন্মানতে দেশ পবিত্র হইয়াছে। তাঁহার উপদেশ স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হউক। এই উপদেশ অনুসারে যদি আমরা আমাদের কর্ত্তব্যের পথ নির্ণয় করি, তবে, পরম সুখী হইব।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ ;— আমি শ্রীভগবানের পরেই আমার দাদা শিশিরবাবুকে ভক্তি করি। আর আমার দাদা কেদার বাবুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। কেদার বাবুর সহিত আমার আলাপ বহু দিনের। তিনি ও আমার দাদা যখন ভক্তিকথা আলোচনা করিতেন, তাহা শ্রবণ করিয়া

আমার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইত। আমার এ সৌভাগ্য হইয়াছিল বলিয়া আমাকে কৃতার্থ মনে করি। কারণ, ইহাঁরা সাধারণ ভক্ত ছিলেন না। ইহাঁরা ভক্তির উপর প্রেম-রাজ্যে বিচরণ করিতেন—যে গুপ্ত রাজ্য সাধারণের অগোচর। দাদা ও কেদারনাথের এই ভাগ্য হয়েছিল—আর তাই তাঁদের দর্শন করে আমি আমাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতাম। ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর এখন বৈকুণ্ঠে বাস করিতেছেন, ইহা স্মরণে যেমন আনন্দ—তাঁর মত রত্ন-হারা হয়ে পক্ষান্তরে আবার তেমনি শোক জেগে উঠে। তবে একটু বলি, যদি আমরা তাঁর উপদেশে চলি, তাঁর শিক্ষা অনুসরণ ক'রে জীবন চালিত করিতে পারি, তবে আমরাও কৃতকৃতার্থ হইব।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ ;—তিনি আমার স্বজাতি ও কুটুম্ব ছিলেন—প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহার সহিত আমার সংস্রব। সে হিসাবে এ সভায় তাঁর স্তুতিবাদ করা আমার পক্ষে বেশী কথা নয়। কিন্তু আমি সে জন্য এ সভায় আসি নাই—কর্ত্তব্য-বোধে—তাঁর প্রতি আমার যে ভক্তি ছিল—তাহারই আকর্ষণে আসিয়াছি। কেদারনাথ যে-সে ধরণের ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন না—তিনি একনিষ্ঠ—অর্থাৎ যাকে "sincere" বলে—তিনি সেইরূপ প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। আমাদের কর্ত্তব্য, তাঁর উদ্দেশে ভক্তির উপহার দেওয়া। তাঁর স্বর্গগত চরণে ভক্তির অঞ্জলি দান করা আমাদের উচিত।

অনন্তর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে—স্বরূপগঞ্জে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। নবদ্বীপেও গিয়া তাঁর নাম প্রত্যেকের মুখে শুনিতে পাই। তার একটা কারণও তখন ছিল। তিনি "মায়াপুর" নামক স্থান শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান নির্ণয় করিয়া "মায়াপুর" নাম দিয়াছিলেন। ইহাতে ঘরে ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গের নূতন জন্মস্থান আবিষ্কারক বলিয়া নবদ্বীপে তখন তাঁর খ্যাতি হয়। স্বরূপগঞ্জে অবস্থানকালে নাম প্রচারের দ্বারা তিনি ঐ স্থানটিকে যেন শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি মুখে যাহা বলিতেন, মনে যাহা বিশ্বাস করিতেন, অনুষ্ঠানে ও ব্যবহারে তিনি তাই ছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল সরকার এম এ, বি এল মহাশয় সংক্ষেপে যাহা বলেন, তাহা এইরূপ,—"মানবের আত্মাই প্রধান—শরীর কিছুই নয়। যাঁরা আত্মানন্দ, তাঁরা সকল অবস্থাতেই সে আনন্দ ভোগ করেন। স্বর্গীয় কেদারনাথকেও সেই ভাবে থাকিতে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, দারুণ রোগের সময়ও তিনি আত্মানন্দে বিভোর হইয়া আছেন—তাঁর দেহ রুগ্ন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে আনন্দভাবের প্রবাহ যে ভিতরে বহিতেছে, তা তখনও বোধ হইত। তাঁর জপেও সেই আনন্দের বিকাশ তার মুখে ফুটিয়া উঠিত।

অনন্তর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি এল মহাশয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার পর অবশেষে সভাপতি মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—"গোলোকগত শ্রীল কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রেম ও ভক্তির কথা আপনারা সকলে নানারূপ শুনিলেন। আমি সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না। তবে

তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ায় তাঁহার জীবনের যে কার্য্য দেখিয়াছি, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। আর আমার মনে হয়, এইরূপ স্মৃতি-সভায় মহাত্মার জীবনী-কথা আলোচিত হওয়াই উচিত। আমার বিশ্বাস, ভক্ত নির্ভীক ও তেজস্বী হয়েন। গোলোক-গত কেদারনাথের জীবনী হইতে তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। সে ঘটনা বরিশালে ঘটিয়াছিল। বারাসতে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর ক্যাপ্টিটার্ট সাহেবের জন্য যে বাটী তৈয়ার হইয়াছিল, কেদারনাথ যখন ঐ স্থানে বদলী হয়েন, তখন তাঁহাকে ঐ বাটীতে রাখিবার বন্দোবস্ত হয়। সে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ অবধি ঐ বাড়ীতে কোন হিন্দু বাস করেন নাই—সাহেবদিগের জন্যই উহা নির্দ্দিষ্ট থাকিত। কিন্তু কেদারনাথকে যখন ঐ বাটীতে বাস করিতে হইবে, ইহা স্থির হইল, তখন তিনি উহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, বাটীর উপর হইতে নীচের তলা সর্ব্বত্র গোবর-জল দিয়া ধুইয়া লন্। ভাবুন, ১৮৮২ সালে, যখন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় দেশীয় আচারকে কুসংস্কার মাত্র বলিয়া মনে করিতেছিলেন, তখন কেদারনাথের এই সদাচার পালন সামান্য হৃদয়-বলের পরিচায়ক নহে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি, একটি মকদ্দমা সম্পর্কীয়। কেদারনাথ, কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত আসামীর বিচার করিতেছেন। আসামীর বিরুদ্ধে রাশি রাশি প্রমাণ আনা হইয়াছে, কোন ক্রমে তাহার অব্যাহতির আশা নাই; কেদার-নাথ রায় লিখিবার উপক্রম করিতেছেন। তখন একজন প্রবীণ মোক্তার আদালতগৃহে দণ্ডায়-মান হইয়া বলিলেন যে—হুজুর, আজ আমার মনে দারুণ আক্ষেপ হইতেছে। আমি জানি, সুবিচারক ও জ্ঞানী বলিয়া, আপনার খ্যাতি আছে, কিন্তু আজ একজন নিরপরাধীর দণ্ড হইতেছে দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ পাইতেছি। এই বলিয়া মোক্তার কাঁদিয়া ফেলিলেন। হৃদয়বান্ কেদারনাথ তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আজ এখনই ঘটনাস্থলে যাইতে হইবে।" কিন্তু ঘটনাস্থল আদালত হইতে বহু দূরে অবস্থিত, অথচ কোন যান-বাহনের সুবিধা নাই, জানিয়াও তিনি পদব্রজে তথায় যাইতে উদ্যত হইলেন। অনেকে নিষেধ করিলেন; কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ না শুনিয়া পদব্রজে তথায় চলিলেন। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। তথায় গিয়া দেখা গেল যে, আসামীর বিরুদ্ধে যে স্থান, যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে—তৎসমস্তই মিথ্যা। কেদারনাথ ইহা অবগত হইয়া আসামীকে অব্যাহতি দান করেন। ভক্তের হৃদয় এইরূপ নির্ভীক ও তেজস্বী হইয়া থাকে। এই জন্যই ভক্ত প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু নারায়ণ শ্রবণে বিরত করিতে পারে নাই।"

সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা শেষ করিয়া কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রতিকৃতির বস্ত্রোন্মোচিত করিলেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোস্বামী কর্তৃক মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন হইলে, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

স্থগিত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৯শে ভাদ্র ১৩২২, ৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি (ক) সদস্যনির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। গত মাসিক অধিবেশনে পরিবর্ত্তিত নিয়মানুসারে চারি জন নূতন সহকারী সভাপতি নিয়োগ জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব এবং সহকারী সভাপতি সংক্রান্ত ২৮ ও ৫৭ নিয়মের প্রয়োজনীয় অংশ সকল পরিবর্ত্তন জন্য কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির প্রস্তাব। ৪। বার্ষিক কার্য্যবিবরণীর খসড়া এবং আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমস্ত সদস্যের নিকট বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে প্রেরণ জন্য রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাব সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির মন্তব্য। ৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র। ৬। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক নবাবিষ্কৃত শুভাকর দেবের তাম্রশাসন। ৭। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "ষড়্দর্শন," (খ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের "কয়েকটি প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত" নামক প্রবন্ধ। ৮। শোকপ্রকাশ,—রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুরের পরলোকগমনে। ৯। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল
" হেমচন্দ্র সরকার এম এ
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
" চারুচন্দ্র বসু
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" পুলিনবিহারী দত্ত
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" অমৃতগোপাল বসু
" বামাচরণ মজুমদার
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল
" ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" [illegible]নাথ রায়

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু　　　　শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ
„ নিত্যানন্দ রায়　　　　„ মণিমোহন মিত্র
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহঃ সম্পাদকগণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় গত প্রথম মাসিক অধিবেশনের ও প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

২ (ক) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বসু, ৫২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ দুর্গাপুস্তকালয়-সম্পাদক, হলদিয়া, ঢাকা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ৪৮ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
„	„	শ্রীআশুতোষ ধর ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ, বি এ হেড্মাষ্টার, সিঙ্গুর, মহামায়া ইনষ্টিটিউশন, সিঙ্গুর, হুগলী।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম্ এ রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ৭৬ হরিশ্ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় ক্ষেত্রমোহন বসু বাহাদুর বি এ ৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ এ মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের অধ্যাপক, ৫৯ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস জেলাস্কুলের সহকারী শিক্ষক, মালদহ।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	„	ডাঃ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এল্ এম্ এস ৩৮।২ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	„	সেখ শ্রীআবদুর জব্বার পশ্চাশী, চাপারকোণা, ময়মনসিংহ।
শ্রীগিরিজাকুমার ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীকালীসহায় বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ বেলতলা রোড, ভবানীপুর।
	„	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে ৬২ সাউথ রোড, ইটালি।
শ্রীসৈয়দআলী আখতার	„	মৌলবি সিরাজউল ইসলাম এম্ এ ৬১।১ সি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীপুলিমবিহারী দত্ত	„	শ্রীঅমৃতলাল মল্লিক ২ সিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুথি ও পুস্তকের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল,—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র মিত্র	১। মেঘদূত
	২। অবসর
„ যুধিষ্ঠিরনাথ উকীল	৩। শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ
„ মহেন্দ্রনাথ মল্লিক	৪। সঙ্গীত-সুধাকর (১ম খণ্ড)
„ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ	৫। আমার সংসার-জীবন
„ হরিদাস ঘোষ	৬। ভাব-মাধব (১ম খণ্ড)
„ অমৃতলাল সেনগুপ্ত	৭। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধনা ও উপদেশ
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	৮। সমাজ-সংস্কার ও সত্যপীর-ব্রতকথা
„ তারকনাথ ভট্টাচার্য্য	৯। অর্দ্ধকালী
„ নবকৃষ্ণ ঘোষ বি এ	১০। ইলিয়াডের গল্প
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১১। গৌড়ে সুবর্ণবণিক্

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১২।	চুপীর দেওয়ান মহাশয়
	১৩।	পদার্থ-বিদ্যা
„ পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৪।	পরলোকতত্ত্ব
„ সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫।	কর্ণাট-কুমার
„ কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স	১৬।	ফুলঝুরি
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত	১৭।	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১ম ও ২য় খণ্ড)
	১৮।	চৈতন্যশিক্ষামৃত
	১৯।	শ্রীমদ্ভগবদগীতা (মাধব ভাষ্য)
	২০।	শ্রীমদ্ভগবদগীতা (রসিকরঞ্জন ভাষ্য)
	২১।	শ্রীমদাম্নায়সূত্রং
	২২।	শ্রীকৃষ্ণবিজয়
	২৩।	বিষ্ণুসহস্র নাম
	২৪।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
	২৫।	ঈশোপনিষদ্
	২৬।	চৈতন্যোপনিষদ্
	২৭।	বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা
	২৮।	তত্ত্বমুক্তাবলী
	২৯।	প্রেমপ্রদীপ
	৩০।	বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী
	৩১।	শ্রীমদুপদেশামৃতং
	৩২।	কল্যাণ-কল্পতরু
	৩৩।	দত্তবংশমালা
	৩৪।	সজ্জনতোষণী (২য় খণ্ড ও ৪র্থ হইতে ১৭শ খণ্ড)
	৩৫।	শ্রীপদ্মপুরাণং (সৃষ্টি, ভূমি ও স্বর্গখণ্ড)
	৩৬।	ঐ (পাতাল ও উত্তরখণ্ড)
	৩৭।	শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং
শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র মিত্র	(1)	Meeting of the Witangemot
	(2)	The English Influence on Bengali Literature.
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(3)	Journal of the Asiatic Society, no. 37 March, 1835.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(4) Do Journal A.S.B. Feb. 1847
	(5) Do „ March „
	(6) Do „ April „
	(6) Do „ May „
	(7) Do „ Decr. „
	(9) Do „ no. 3 1858
	(10) Do „ 1 1861
	(11) Do „ 2 1862
	(12) Do „ 1&3 1863
	(13) Do „ 1&2 1864
	(14) Do „ 3&4 1866
	(15) Do „ 1&2 1868
	(16) Proceedings Do 1865
	(17) South Indian Inscription Vol 3
Officer in Charge Bengal Sect. Book Depot.	(18) Report on the Workings of Hospitals for 1914.
	(19) Annual Reports on the Police Adminstration of Calcutta and its Suburbs for 1914.
Cambridge University	(20) Reports of the Cambridge University Library Syndicate 1914.
Supdt. Govt. Printing India	(21) Statistical Abstract for British India, Vol I.
	(22) Cottton Spinning and Weaving in Indian Mills, June 1915.
	(23) Hookworms Disease.
শ্রীযুক্ত পঞ্চাননকিঙ্কর রায়চৌধুরী	(24) In Memoriam—Sarada Ch. Mahapatra Vol I.
Supdt. Govt. Press, Allahabad	(25) List of Sanskrit and Hindi Mss. Sanskrit College, Benares, 1913-15.
	(26) List of Sanskrit, Jain & Hindi Mss. in the Sanskrit College, Benares, 1914-15.
Registrar, University of Calcutta.	(27) Calcutta University Minutes, Pt. 6, 1914.
	(28) Do „ 7, 1914.
Supdt. Govt, Printing Burma	(29) Reports of the Supdt. Archæological Survey, Burma, 1915.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত	(30) Sri Sri Gourangaleela Smarana-mangala-Stotram.
	(31) The Pariade or Adventures of Porus.
	পুথি
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। নামহীন সহজিয়া পুথি—দ্বিজ ব্রহ্ম হরিদাস

৩। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মুখপাত্রস্বরূপে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় পরিষদের নিয়মাবলীর ২৮ ও ৫৭ ধারার সহকারী সভাপতির নির্ব্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অংশ সকল পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উক্ত সমিতির প্রস্তাব সভাস্থলে উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। বহু আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যবর্গ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইল যে, পরিষদের নিয়মাবলীর ২৮ ধারার ১৬ জন স্থলে ২০ জন এবং নিয়মাবলীর ৫৭ ধারার ৪ জন স্থলে ৮ জন ও দুই জন স্থলে ৪ জন হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলী অনুযায়ী নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হউন—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

২। মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর কে সি এস আই, কে সি আই ই, আই ও এম্।

৩। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর।

৪। মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই সি এস্।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে, কোন্ নিয়মানুসারে এইরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইল। সম্পাদক মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে, ৩০ ধারা অনুসারে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আপনা হইতেই সহকারী সভাপতি নিয়োগ বা নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন, কিন্তু এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া উক্ত সমিতি সাধারণ সভাস্থলে তাঁহাদের মন্তব্য উপস্থাপিত করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সাধারণ সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইল।

৪। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার পূর্ব্বে সকল সদস্যের নিকট উহা প্রেরণ জন্য রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাব সম্বন্ধে ২য় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নলিখিত মন্তব্য পঠিত হইল,—

"স্থির হইল যে, কেবলমাত্র আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে

উপস্থাপিত করিবার পূর্ব্বে সকল সদস্যের মতামত গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট পাঠান হইবে। কিন্তু এই মন্তব্য সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং সাধারণ সভার নিয়োগানুসারে কার্য্য করিতে হইবে।"

বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল, স্থায়ী তহবিল, গৃহনির্ম্মাণ তহবিল ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার অন্ততঃ ১০ দিন পূর্ব্বে সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত ৺বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় ৺বিপ্রদাস বাবুর বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চার পরিচয় দিলেন ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অপরেশ বাবু যে এই চিত্র পরিষদে উপহার দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন।

৬। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "শুভাকরদেবের তাম্রশাসন"-প্রদর্শন পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল।

৭। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "ষড়্‌দর্শন" ও শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের "কয়েকটি প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৮। তৎপরে সভাপতি মহাশয় পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ করিলেন,—

(ক) ৺রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর বি এ, সি আই ই,
(খ) ৺গোপালচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্
(গ) ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (পায়রাডাঙ্গা, নেওয়াশী, রঙ্গপুর)
(ঘ) ৺রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য (আরামবাগ)
(ঙ) ৺আবদর রহিম খাঁ চৌধুরী

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল যে, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মৃত ব্যক্তিগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র প্রেরিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৬শে ভাদ্র ১৩২২, ১২ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়,—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি ;—(ক) সদস্য নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধপাঠ ;—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের "সাতবাহন-রাজবংশ" নামক প্রবন্ধ। ৪। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার
শ্রীযুক্ত গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
" গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল
" কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" আশুতোষ মহলানবীশ
" আনন্দনাথ রায়
" প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ
" নিত্যানন্দ রাম
" শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী
" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" বসন্তকুমার রায়
" পুলিনবিহারী দত্ত
" কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ
" অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য
" ভোলানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
" খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" মনোজকুমার বসু
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" রজনীকান্ত বক্সী
" রামচন্দ্র শাস্ত্রী
" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
" মন্মথনাথ রায়
" গোপীকান্ত ভড়
" বিশ্বনাথ সেন
" নগেন্দ্রনাথ বরা
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহঃ সম্পাদকগণ

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। (ক) নিম্নলিখিত মহাশয়গণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র সরকার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	কুমার শ্রীরাধিকাভূষণ রায় ১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী	শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, বি এল্ ৪০ সীতারাম রোড।
"	"	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম এস্ সি ৭৮।১ হ্যারিসন রোড।
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র বসু এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীজীবনমোহন বসু বি এস সি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীরসিকলাল দত্ত এম্ এস সি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীকরুণাময় খাস্তগীর এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এস্ সি রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, আসানসোল।
”	”	শ্রীজানকীপ্রসাদ আইচ সাবরেজিষ্ট্রার, আসানসোল।
”	”	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু বি এ সাবডেপুটী কলেক্টার, আসানসোল।
”	”	শ্রীজানকীনাথ পাল পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, আসানসোল।
”	”	শ্রীযুধিষ্ঠির গঁড়াই আসানসোল।
”	”	মৌলবী মহাম্মদ সহিদুল্লাহ এম এ, বি এল উকীল, বসীরহাট, ২৪ পরগণা।
”	”	শ্রীহিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, লাভপুর, বীরভূম।
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমন্মথনাথ বসু এম্ এ, বার-এট-ল ৫০ গোয়ালটুলী রোড।
রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার	”	শ্রীশরচ্চন্দ্র সিংহ ৬৯ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীকিরণচন্দ্র রায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ২৭।১ নিবেদিতা লেন, বাগবাজার।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীঅমরনাথ মল্লিক এম এস সি, বি এল, ৬৬ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীনলিনচন্দ্র মিত্র ৪।১ গোপাল বিশ্বাস লেন।

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১। ঠাকুর-মা'র ঝুলি
” হেমেন্দ্রকুমার রায়গুপ্ত	২। পসরা
” কুলদারঞ্জন ব্রহ্মচারী	৩। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-সঙ্গ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Supdt. of Archælogical Survey, Frontier Circle	(4) Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1914-15.
Officer in charge, Bengal Sect. Book Depot	(5) Report on the Administration of the Sectt. Deptt. in Bengal, for 1914-15.
Asiatic Society of Bengal	(6) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol V, No 3.

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় অনুপস্থিত থাকায় এবং তাঁহার প্রবন্ধ সম্পাদকের হস্তগত না হওয়ায় উহা পঠিত হইল না এবং উক্ত প্রবন্ধপাঠ আগামী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল। কেন প্রবন্ধ আসিল না, তাহার অনুসন্ধান হইবে—সভাপতি মহাশয় এ আশা দিলেন।

৪। গত অধিবেশন হইতে স্থগিত শুভাকর দেবের তাম্রশাসন প্রদর্শন সম্বন্ধে সভাস্থ সকলের মত গ্রহণ করা হইল। অধিকাংশের মত হইলে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত তাম্রশাসন প্রদর্শিত হইল। রাখাল বাবু তাম্রশাসনখানির অংশ-বিশেষের পাঠ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি এখনও এই তাম্রশাসন বিষয়ে গবেষণা শেষ করিতে পারেন নাই; উহার অক্ষরতত্ত্বাদি বিশেষরূপে আলোচনা না করিয়া উহার সময় সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে প্রস্তুত নহেন। এই তাম্রশাসনোক্ত দাতা "সৌগত' ও "তথাগত" শুভাকর দেব। উক্ত বিশেষণদ্বয়ের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দাতা বৌদ্ধ ছিলেন এবং গৃহীতা চাতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ। স্থান তোশলি। কিন্তু এই শাসনোক্ত তোশলি এবং অশোকানুশাসনের তোশলি একই কি না—তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিলেন যে, এই শাসন এবং এই শ্রেণীর শাসন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না এবং আপনার মত সমর্থন করিবার জন্য আত্মতত্ত্ববিবেক বা বৌদ্ধাধিকার নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ ব্যাখ্যা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ভিক্ষু এবং আরণ্যকদিগের মধ্যে যাহা কিছু প্রভেদ ছিল; গৃহীদিগের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু বলিয়া বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না। কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবু আত্মতত্ত্ববিবেকের অংশবিশেষ যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, উহার ব্যাখ্যা সেরূপ হইবে না এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহার সাধারণকর্ত্তৃক গৃহীত ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন। বৌদ্ধাধিকার হইতে উদ্ধৃতাংশে বৌদ্ধ হিন্দুর মধ্যে যে কোন প্রভেদ ছিল না, তৎসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রকটিত হয় নাই।

সভাপতিকে ধন্যবাদপূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৬ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০ টা

আলোচ্য-বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য (ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন ;—(ক) শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মিত্র-জায়া মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত কতকগুলি প্রাচীন পুথি, প্রদর্শক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, (খ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত একটি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "সাতবাহন-রাজবংশ", (খ) শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয়ের "মুর্শিদাবাদের কয়েকটী প্রাচীন লিপি", (গ) শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব মহাশয়ের "পার্সেণ্টের (1 Percent) প্রতিশব্দ" ও (ঘ) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ মহাশয়ের "গিজোর সভ্যতার ইতিহাসের উপক্রমণিকার প্রথম অধ্যায়।" ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) যতীশচন্দ্র সমাজপতি, (খ) গোবিন্দপ্রসন্ন রায়, (গ) হেমন্তকুমার কর ও (ঘ) হরকৃষ্ণ চন্দ্র মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ (সভাপতি)

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ

" " ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
" মন্মথমোহন বসু এম এ
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ
" সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র বসু
" পঞ্চানন মিত্র এম এ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকমল সিংহ
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" বামাচরণ মজুমদার
" অমৃতগোপাল বসু
" হেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" অমৃতলাল দত্ত
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" মন্মথনাথ শীল
" শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়
" অবিনাশচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিভূষণ সরকার
" সুরেন্দ্রনাথ সরকার
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল (সম্পাদক)

" মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার

} সহকারী সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২২ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীহেমন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম্ এ, এম আর এ এস, ২৩।২ কানাইলাল ধর লেন।
শ্রীযদুনাথ দে	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীউমাপদ বসু এম এ, বি এল বাসী, রাজনগর, বারবঙ্গ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীযাদবচন্দ্র দাস তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।
"	"	ডাঃ শ্রীকিরণেন্দু ঘোষ ডি পি এচ (লণ্ডন), ডি টি এম (লিভারপুল), কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, রোনিও মেডিকেল হল।
শ্রীরসিকলাল রায়	শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীবেণীমাধব দাস এম্ এ সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৮।১ কালীঘাট রোড।
„	„	শ্রীকালিদাস নাগ জুলোজিক্যাল গার্ডেনার।
„	„	শ্রীমন্মথনাথ বসু বি এ, এম্ এ (কেম্ব্রিজ), বার-এট-ল, ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রফেসার ৫০ গোয়ালটুলী রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র উত্তর চাত্‌রা, গোবরডাঙ্গা পোঃ, ২৪ পরগণা।
„	„	শ্রীভূতনাথ প্রধান শামটা, যশোহর।

২। (খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুথি ও পুস্তকের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ হালদার	১। শ্রীহরিনামামৃত
	২। শ্রীধ্রুব ও প্রহ্লাদ-চরিতামৃত
	৩। কাঙ্গালের কৃপাপাত্র
„ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য	৪। ক্লিওপেট্রা
„ করালীচরণ চক্রবর্ত্তী	৫। ধর্ম্মতত্ত্ব-বারিধি
	৬। অম্বিকাচরণের তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ ও জীবনী
„ সুধাংশুকুমার সেন	৭। বাক্‌লা
„ অমরেশ সিক্‌দার	৮। অগ্নিবিস্তর
„ নগেন্দ্রনাথ বসু	৯। বর্দ্ধমানের ইতিকথা
	১০। ঐ
„ বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১। দেবী ও দানবী
„ সুরেন্দ্রনাথ দাস	১২। দময়ন্তী
„ প্রভাতচন্দ্র ঘোষে	১৩। দারজিলিং
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৪। চুম্বক বিজ্ঞান
	১৫। বঙ্গে জ্যোতিষ-মানমন্দির
	১৬। আমিষের প্রসার (২য় খণ্ড)
	১৭। পরিব্রাজকহৃত্তমালা

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৮।	উপবাস
Registrar, Calcutta University	(19)	Calcutta University Calendar Pt 3—1915.
Do	(20)	„ „ Regulations 1914.
Do	(21)	„ „ Minutes Pt. 7—1913.
Librarian, Presidency College	(22)	Catalogue of Books in the Presidency College Library Pt. I.
	(23)	Do Do Pt. II.
Director, G. S. India	(24)	Records of the Geological Survey of India Vol. 46. August 1915.
Secy. to the Govt. of India in the Dept, of Rev. & Agriculture,	(25)	Report of the Committee on Co-Operation in India 1915.
Bengal Sectt. Book Depot.	(26)	53rd Report of the Govt. Cinchona Plantations in Bengal 1914—15.
Smithsonian Institution, Washington.	(27)	Smithsonian Miscl. Collections Vol 65. no. 2. The Development of the lungs of the alligator.
Do	(8)	Do Vol 65. no. 5. The Microspectroscope in Mineralogy.
Do	(29)	Do Vol 65. no. 7.
Supdt. Govt. Printing, India	(30)	Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills. July 15.
Surveyor Genl. of India	(31)	Genl. Report of the Survey of India, 1913—14.
Supdt. Govt. Printing, India	(32)	Report of the Chief Inspr. of Mines in India for 1914.
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(33)	Religion of love or hundred aphorism of Sandilya.
	(34)	Nature in the Poetry of Milton.
	(35)	Milton's Sonnets.

শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মহোদয়া কর্ত্তৃক উপহৃত পুঁথি—

১। নারায়ণোপনিষৎ

২। কারকাদিবিচার

৩। মহাভারত (সভাপর্ব্ব)

৪। পঞ্চপক্ষিশকুনটীকা

৫। শ্রাদ্ধতত্ত্ব
৬। মণিকর্ণিকা
৭। তত্ত্বচিন্তামণি
৮। দায়াধিকারক্রমসংগ্রহ
৯। শক্তিসঙ্গম তন্ত্র
১০। মাতৃকাজগন্মঙ্গল কবচ
১১। বগলামুখীকবচ
১২। বীজগণিত
১৩। তুলাদানপ্রয়োগ
১৪। অথর্ব্ব-শিরোপনিষদ্দীপিকা
১৫। ভক্তিরসায়নে ভক্তিবিশেষলক্ষণ
১৬। নিরূঢ়পশুবন্ধঃ
১৭। বৃহজ্জাবালোপনিষৎ
১৮। মহাভারত (সভাপর্ব্ব)
১৯। নারায়ণোপনিষৎ
২০। দুর্গাসহস্রনাম
২১। কৃষ্ণসহস্রনাম
২২। রসগঙ্গাধর
২৩। পাতঞ্জলযোগভাষ্য
২৪। রামসহস্রনাম
২৫। গণপতিসহস্রনাম
২৬। রাক্ষস কাব্য
২৭। উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ
২৮। পুষ্পসূত্র
২৯। বজ্রসূচোপনিষৎ
৩০। নারায়ণীয়-উপনিষদ্ভাষ্য
৩১। ষট্চক্রপ্রপঞ্চ
৩২। ষট্চক্রবিবরণ
৩৩। গুরুগীতাস্তোত্র
৩৪। অমরকোষ
৩৫। কুব্জিকাতন্ত্র
৩৬। কাশীখণ্ড
৩৭। রামতাপনীয়োপনিষৎ
৩৮। পরামর্শকাটী
উপদেশমুমাটি
কেবমুমাটি
সিদ্ধান্তলক্ষণ
৩৯। অত্রিসংহিতা
৪০। কুলশাস্ত্র
৪১। সাহিবংশের তালিকা
বৃহজ্জাবালোপনিষৎ
জীবন্মুক্তোপনিষৎ
শিক্ষাজ্যোতিষনিঘণ্টু
বলভদ্রসহস্রনাম
বৃহদ্দেবতা
অনুমানটীকা
বাক্যপদীয়
শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ
উদ্বাহ-তত্ত্ব
বিপ্রভক্তি-চন্দ্রিকা
ঐ ঐ
জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব
৪২। Black Yajur Veda

৩। প্রদর্শন—শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মহোদয়া প্রদত্ত পুথিগুলি প্রদর্শনকালে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—এই পুথিগুলি বহু মূল্যবান্ এবং এইগুলি স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল ও তাঁহারই ভবনে এগুলি এ যাবৎ রক্ষিত ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মহোদয়া কর্ত্তৃক পুথিগুলি পরিষদে উপহার-স্বরূপ প্রদত্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের ব্যবহৃত পরিচ্ছদাদি,

আরও কতকগুলি দ্রব্য শ্রীযুক্তা রাণীকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। এই দানের জন্য তাঁহাকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক। তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই পুথিগুলি তাঁহার নামে পৃথক্ ভাবে সংরক্ষিত হউক। সভাপতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত মুদ্রা প্রদর্শিত হইল।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার "সাতবাহন-রাজবংশ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইবার পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে—কিছু কাল পূর্ব্বে আমি এই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে চাওয়ায় সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদক মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে, এই প্রবন্ধটি পাঠের জন্য আমার বাটীতে পাঠান যাইতে পারে না, তবে পরিষৎ মন্দিরে আসিয়া আমি এই প্রবন্ধ পড়িতে পারি। তদনুসারে আমি এক দিন পরিষৎ মন্দিরে আসি, কিন্তু প্রবন্ধ হস্তগত না হওয়ায় আমাকে দুই দিন পরে আসিতে বলা হয়—তদনুসারে আমি পুনরায় যাই, কিন্তু আমাকে প্রবন্ধ দেখান হয় নাই। এই সম্পর্কে সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, তিনি রমেশ বাবুকে এ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। কারণ, প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে কাহাকেও উহা পাঠ করিতে দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার সহকারী সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেন যে, তিনি রমেশ বাবুকে ঐরূপ বলিয়াছিলেন এবং তিনি যত দূর জানেন, তাহাতে এইরূপ প্রবন্ধ পাঠ করিতে দেওয়া রীতি-বিরুদ্ধ নহে। তৎপরে রমেশ বাবু সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানান যে, প্রবন্ধগুলি পরিষদের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে সভার অধিবেশনের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা উচিত নহে। এই বিষয়ে নানা বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, প্রবন্ধগুলি এখন হইতে হস্তগত হইবার পূর্ব্বে পাঠের জন্য বিজ্ঞাপিত হইবে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার "সাতবাহন-রাজবংশ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "সাতবাহন-রাজবংশ" প্রবন্ধোক্ত কাল সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিলেন।

রমেশ বাবু বিস্তৃতভাবে প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—অন্ধ্রগণের তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট গোল রহিয়াছে। প্রবন্ধ-পাঠক হাতীগুফার শিলালিপিতে যে তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন, সম্প্রতি লুডার সাহেব তাহা স্বীকার করেন নাই। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু যে মত প্রকাশ করিলেন, তাহা পি, সি, মুখার্জ্জি বহু দিন হইল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহই সে মত গ্রহণ করেন নাই। ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক ধরিলে পুষ্যমিত্রের তারিখের গোল হয়, সমস্ত ভারতের ইতিহাস পরিবর্ত্তন করিতে হয়, সুতরাং ৩৭২খৃঃ পূর্ব্ব হইতে পারে না। রুদ্রদামার গির্ণার লিপির পাঠও এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন আর ৭২ খৃঃ অব্দ স্বীকৃত নহে। রুদ্রপিতামহ(?) প্রায় ১৩০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

নহপান ৪৬ হইতে ১২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। গোতমীপুত্র ১২৪ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ভাণ্ডারকর দেখাইয়াছেন, শালিবাহন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, এক রাজবংশের নাম। অন্ধ্ররাজ হাল-সপ্তশতী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। অন্ধ্রভৃত্য ও অন্ধ্র—দুইটী আলাহিদা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু গোতমীপুত্র উপাধি এক বংশের, অপর বংশের নহে; তাহার প্রমাণ নাই। সিমুকের নাম সাতকর্ণীর সময়ের লিপিতে পাওয়া যায় মাত্র, সুতরাং ঐ নাম হইতেও প্রকৃত কাল নির্ণয় চলে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন যে, নগেন্দ্র বাবু পুরাণের উপর যত অধিক মাত্রায় নির্ভর করিয়াছেন, ততটা করা যায় না। পুরাণের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুই নাই। মৌর্য্যবংশের বংশলতা প্রদান করিতে গিয়া পুরাণকারগণ যেরূপ গোলে পাড়িয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায় যে, পুরাণকে ইতিহাস আখ্যা দেওয়া যায় না। নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে, Sandracottus ও অশোক এক ব্যক্তি; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ অশোকের লেখমালা। তিনি তাঁহার অনুশাসনবিশেষে নিজেকে আন্তিকোণ, মক ও তোরময়ের সমসাময়িক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন প্রতীচ্যের কালতত্ত্বের সহিত প্রাচীন প্রাচ্যের কালতত্ত্বের সম্বন্ধ-নির্ণয় একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন যদি আবার নূতন উপপত্তি লইয়া নগেন্দ্র বাবু প্রাচীন ইতিহাসক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতীচ্যের কালতত্ত্ব সংশোধন করিয়া এবং তাহার সহিত তাঁহার নূতন তত্ত্ব খাপ খাওয়াইতে হইবে। যত দিন না তিনি তাহা করিতে পারেন, তত দিন তাঁহার এই নূতন আবিষ্কার ঐতিহাসিক জগতে গৃহীত হইবে না। আর এক কথা, তিনি যে নহপানকে যত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাহা কোনও প্রকারে হইতে পারে না। কারণ, গ্রীক aspirated H বা ম অক্ষরের ব্যবহার নহপানের মুদ্রায় দেখা যায়। এই সকল মুদ্রায় এই aspirated H বা ম অক্ষরের ব্যবহার ধরিয়া বিচার করিতে গেলে নহপানের তারিখ অনেক পরে আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবুর কথা টিঁকে না।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বলিলেন যে, Sir Wiliam Jonesএর লেখায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, Sandracottus ভিন্ন ব্যক্তি। পি, সি, মুখার্জ্জি প্রথমে লেখেন যে, অশোকই চন্দ্রগুপ্ত বা Sandracottus. ইতিহাস ও পুরাণ বা জনশ্রুতি সমান ভাবে গ্রহণ করা উচিত নহে। Sandracottus এবং অশোক এক ব্যক্তি নহে, ইহা সময়ান্তরে সপ্রমাণ করিতে পারি। সিমুক অন্ধ্ররাজগণের স্থাপিত নহে, ২২০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—অন্ধ্ররাজগণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা কোথাও হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস সঙ্কলন ও শিলালিপি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা মিলাইয়া অন্ধ্ররাজগণের ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে ডাঃ Sewell স্বীয় Antiquities of Madras নামক গ্রন্থেও অন্ধ্ররাজগণ সম্বন্ধে অনেক কথা

বলিয়াছেন। কিন্তু পুরাণে অন্ধ্ররাজ সম্বন্ধে যত নাম পাওয়া যায়, অন্ত কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। পৌরাণিক নামের সহিত শিলালিপির কোন কোন নামের যখন ঐক্য আছে, তখন পুরাণোক্ত বিবরণকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। শিলালিপির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া পুরাণকে যতটুকু দাঁড় করিতে পারা যায়, তাহা করিতে হইবে। শিলালিপি দ্বারা অন্ধ্ররাজগণের উৎপত্তি ও অবসান নির্ণয় করা সুকঠিন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজগণের অবসান হয় নাই। অমরাবতী স্তূপও অন্ধ্ররাজত্বকালে খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। মহাকবি হালপ্রণীত সপ্তসই গ্রন্থ মহারাষ্ট্র প্রাকৃতে লিখিত। হালের অপর নাম সাতবাহন। অনেকে মনে করেন, তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজবংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পালি মহাবংশের গণনা অনুসারে অশোক খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অশোকের সময়ের উৎকীর্ণ ও মেগাস্থিনিসের Sandra Kottas প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করিলে অশোককে খৃঃ পূঃ শতাব্দীর পূর্ব্বে লওয়া যায় না। নগেন্দ্র বাবু "অশোক খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক" এই কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, তাঁহার আন্তরিক কথা নহে। তিনি উহা Seriously behave করেন না। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শিলালিপি ও সমসাময়িক ঘটনা মিলাইয়া লইবার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত। পুরাণের মতগুলি অন্ত প্রমাণনিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া লওয়া উচিত নহে। অন্ধ্ররাজবংশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ ভাবে বাঞ্ছনীয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার যুক্তির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

যে সকল আধুনিক মত লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষ আলোচনা করিলেন, তাহা মতবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের দেশীয় মত অর্থাৎ হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ মতের অনুবর্ত্তী না হইয়াই আলেকসান্দারের সমসাময়িক Sander katlasকে একমাত্র নামসাদৃশ্যে মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই মতবাদ আলোচনার বিষয়। যখন হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ, এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যেই শাক্যবুদ্ধ, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক প্রিয়দর্শীর আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য নাই, তখন দেশীয় মত উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য মতবাদের অনুসরণ করা সমীচীন নহে। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণের মতে ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। এ দিকে জৈন শাস্ত্রানুসারে ৫২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মহাবীর স্বামীর মোক্ষ হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, শাক্য-বুদ্ধ ও শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর সমসাময়িক। সিংহলের মহাবংশের মতে বুদ্ধ-নির্ব্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের অভিষেক এবং জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রও প্রাচীন প্রমাণ অনুসারে লিখিয়া গিয়াছেন যে, মহাবীর স্বামীর মোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে প্রথম মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক। বলা বাহুল্য, উক্ত প্রাচীন প্রমাণ অনুসারে অশোক প্রিয়দর্শীই আলেকসান্দারের সমসাময়িক হইতেছেন। প্রাচীন

শিলালিপি ও তাম্রশাসন আলোচনা করিলে পিতামহ ও পৌত্রের একই নামের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্তবংশ, অন্ধ্রবংশ ও চালুক্যবংশ প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশ আলোচনা করিলেই পাইবেন। সেইরূপ গ্রীক গ্রন্থকারগণ অশোক প্রিয়দর্শীর পৈতামহিক নামেই তাঁহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, মেগাস্থানিস তাঁহার অপর নাম palim leothrus বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিরুদ্ধ পক্ষের আপত্তি, অশোক প্রিয়দর্শীর অনুশাসনে যে কয় জন যবন-নৃপতির উল্লেখ আছে, তাঁহারা সকলেই আলেক্‌সান্দায়ের বহু পরবর্ত্তী। কিন্তু আমি আমার বিশ্বকোষে প্রিয়দর্শী শব্দে গ্রীক ইতিহাসের সাহায্যেই প্রমাণ করিয়াছি, ৩২৪খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৮৭ খৃষ্ট পূর্ব্ব মধ্যেই অর্থাৎ দেশীয় প্রমাণ-নির্দ্দিষ্ট অশোকের সময়েই অশোকানুশাসনে বর্ণিত পঞ্চ যবন-নৃপতি বিদ্যমান ছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রয়োজন হইলে আমি সাহিত্য-পরিষদে সবিশেষ আলোচনা করিয়া আমার পক্ষ সমর্থনে প্রস্তুত আছি। মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হইতেই মৌর্য্যাব্দ আরম্ভ। হাতিগুম্ফার জৈনরাজ খারবেলের শিলালিপিতে ১৬৫ মৌর্য্যাব্দের অঙ্ক দেখিয়া আসিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ লিপিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজিও ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ১৬৫ মৌর্য্যাব্দ স্থির করিয়াছিলেন। কালপ্রভাবে কয়েক বর্ষের বর্ষাতিশয্যে ঐ অঙ্ক কিছু ক্ষয় হইয়াছে। এ জন্য লুডার সাহেবের নব পাঠে ঐ অঙ্ক স্থান পায় নাই। এই হাতিগুম্ফার লিপির সাহায্যেই আমরা অন্ধ্রনৃপতি শাতকর্ণির প্রকৃত কালনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছি। পাশ্চাত্য মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অন্ধ্রনৃপতিগণের মুদ্রার সাহায্যে যে রাজবংশমালা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত পুরাণ-বর্ণিত অন্ধ্র-রাজবংশের তালিকার অমিল নাই। সকল মুদ্রার প্রকৃত পাঠ উদ্ধার হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বিশেষতঃ মুদ্রার সাহায্যে অন্ধ্র-রাজবংশের ধারাবাহিক তালিকা ঠিক হওয়া অসম্ভব। এ কারণ পুরাণের তালিকাই প্রামাণিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক বিবরণীর সাহায্যেই যে মহাপুরাণ-সমূহের প্রাচীন রাজবংশের তালিকা ও রাজ্যকাল-তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা আর এখন অস্বীকার করা যায় না। এখন এ দেশের নবীন ঐতিহাসিকগণ পুরাণের উপর ততটা আস্থাবান্ না হইলেও প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ পুরাণ-প্রমাণ বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এত দিন সাধারণের বিশ্বাস ছিল, অন্ধ্ররাজবংশ ও অন্ধ্রভৃত্যবংশ এক ও অভিন্ন। আমি পুরাণ-প্রমাণে বিশেষ করিয়া আমার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, অন্ধ্ররাজবংশ ও অন্ধ্রভৃত্য-বংশ এক নহে।

অবশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন,—যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা, আজকার প্রবন্ধ ও আলোচনা সেই উদ্দেশ্যের প্রধান সহায়ক বলিয়া মনে করি। আগেকার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সকলকে Gentelman করা অর্থাৎ নানা বিষয়ে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ দ্বারা কতকটা বহুদর্শী করিয়া তোলা। এখনকার উদ্দেশ্য কেবল পণ্ডিত বা Expert তৈয়ারী করা। এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ নিজের সীমার বাহিরে যাইতে চান না। সুতরাং বাহিরের আলোচনায় তাঁহারা ততটা আস্থাবান্ নহেন। সুতরাং উভয় শ্রেণীর মধ্যে

যে সামান্ত মতভেদ ঘটিবে, তাহা স্বাভাবিক। আমি ও নগেন বাবু সেই আগেকার ক্লাসের লোক। সব দিক্ হইতেই সত্য সংগ্রহ করা উচিত। পুরাণের বিষয়টি, ভূত ঐতিহাসিক নামগুলি বা ঘটনা অগ্রাহ্য নহে; তবে যে ভাবে এখন সচরাচর পুরাণ ছাপান হইতেছে, সেই সকল ভ্রম প্রমাদযুক্ত সংস্করণের উপর বিশ্বাস করা যায় না। বহু প্রাচীন পুথি মিলাইয়া উপযুক্ত ভাবে এডিট্ করিতে হইবে। মোটের উপর Properly edit হইলে পুরাণকে Contemporary record বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পুরাণের প্রাচীন পুথি এখনও নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। পাজিটার সাহেব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, পুরাণগুলি Contemporary। এখন তিনি বেদ হইতে ঐতিহাসিক উপাদান বাহির করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রাচীন পুরাণের পুথিগুলি মিলাইয়া দেখিলে সকলগুলির মূল এক এবং একতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে ৫৪৩ হইতে ৬৬ বৎসর বাদ দিয়া খৃষ্টের ৪৭৭ বর্ষ পূর্ব্বে বুদ্ধনির্ব্বাণ ধরিয়া লইয়াছেন। এখন আবার কাণ্টনের Dotted record অনুযায়ী এক পক্ষ ৪৮৬ ও আর এক পক্ষ ৫৮৩ বর্ষ বলিতেছেন। সুতরাং বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ সম্বন্ধে এখনও পাশ্চাত্যেরা একমত নহেন। নহপান সম্বন্ধে দুই দলের মত মিলিবে না। আমি ও বন্ধু জৈসবাল উভয়ে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, নহপানকে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্ব্বেই লইতে হইবে। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হিসাবে বলিতেছি, আজ আমাদের কিছু কাজ হইয়াছে; তজ্জন্ত আপনাকে ধন্ত মনে করিতেছি। এইরূপ আলোচনায় পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে এবং আমরাও আলোচনার ফলে অনেক নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিব।

(খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম এ মহাশয়ের "মুর্শিদাবাদের কয়েকটি প্রাচীন লিপি" নামক প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব মহাশয়ের "পার্সেণ্টের প্রতিশব্দ" নামক প্রবন্ধ-দ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। শোকপ্রকাশ—(ক) যতীশচন্দ্র সমাজপতি, (খ) গোবিন্দপ্রসন্ন রায়, (গ) হেমন্তকুমার কর ও (ঘ) হরেকৃষ্ণ চন্দ্র মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩২২, ১২ই ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি ;—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত সোনার পুথি, (খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক নেপাল হইতে সংগৃহীত বাঙ্গালা পুথি এবং (গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ কর্ত্তৃক নালন্দায় প্রাপ্ত রাজ্যপালের এবং উদ্দণ্ডপুরে প্রাপ্ত নারায়ণপালের খোদিত লিপি। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "রাজ্যপালের ও নারায়ণপালের তাম্রশাসন"। ৫। শোকপ্রকাশ—কুমার বরদিন্দুনারায়ণ রায়, জানকীনাথ গুপ্ত এম এ, বি এল্, শিবনাথ গুপ্ত বি এ, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, বিহারীলাল পাল বি এল্ এবং ত্রৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ (সভাপতি)
„ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ
„ „ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ
মোহাম্মদ রওশান আলী চৌধুরী
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ
„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম এ, বি এল
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
„ কেদারনাথ মজুমদার
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম, এ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ এম এ, বি এল
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ দামোদরদাস বর্ম্মন্
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ
„ ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ, পি এচ ডি
„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ মন্মথমোহন বসু এম এ
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ
„ গোলোকেন্দ্রনাথ দে

শ্রীযুক্ত রামহরি ভড় বি এস
„ বামাচরণ মজুমদার
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ কুমার অধিক্রম মজুমদার
„ মন্মথনাথ ঘোষ এম এ
„ মহেন্দ্রনাথ সরকার
„ কুমার পরীক্রম মজুমদার
„ কেদারনাথ ভারতী
„ অম্বিকাচরণ বসু
„ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী
„ মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
„ কেশবলাল রায় চৌধুরী
„ বসন্তকুমার রায় এম এ
„ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মন্মথনাথ রায়
„ গোপীকান্ত ভড়
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন
„ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ জীবনধন চক্রবর্ত্তী
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ হৃষীকেশ লাহিড়ী
„ ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
„ মহেশচন্দ্র সেন
„ যোগীন্দ্র প্রসাদ মৈত্র
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ অমৃতলাল বসু
„ রামকমল সিংহ
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল (সম্পাদক)

„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদক।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লিখিত হয় নাই বলিয়া উহা পঠিত হইল না।

২। (ক) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত বি এল কালনা, বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীদিবানাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল কালনা, বর্দ্ধমান।
শ্রীধনকৃষ্ণ ঢোল	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅক্ষয়কুমার গোস্বামী শ্রীরামপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী বড়িশা পোঃ, ২৪ পরগণা।
শ্রীভূপতিনাথ দাস	শ্রীরামকমল সিংহ	খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আওলাত হাসান রাজার দেউড়ী, ঢাকা।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	মিঃ জে, এম, মিত্র হাইকোর্টের উকীল ৮ হরিপাল লেন, কলিকাতা।
মুন্সী আব্দুল করিম	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকালীপদ সরকার এম্ এ এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টার অব্ স্কুল, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	মিঃ এ, কে, গুপ্ত বি এ আসিষ্টাণ্ট ট্রাফিক্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইণ্ডিয়া ষ্টেট রেলওয়ে, ২ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ, ডায়মণ্ড হারবার।
মুন্সী আব্দুল করিম	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন গুপ্ত গুচিয়া, এম্ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বড়মা পোঃ, চট্টগ্রাম।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১২০ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় সীতানাথ রোড।
		শ্রীসুরেশচন্দ্র ধর আশুতোষ লাইব্রেরী ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পাল এম এ, বি এল লেকচারার ইন্ বোটানি, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স, বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালরাজ রায়	„	শ্রীশ্যামাপদ রায় রাজপুর তেঘরী পোঃ, মুরশিদাবাদ।
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ জমিদার, ১০৯ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল তেলেনিপাড়া, হুগলী।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তীপাড়া, বারাসত, চন্দননগর।
শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকেশবলাল রায় চৌধুরী উকীল, যশোহর।
শ্রীবামাচরণ মজুমদার	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমোহিনীমোহন সাহা মার্চ্চেন্ট, ২৪ নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা।
কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য গয়ড়া, বেনাপোল, যশোহর।
		শ্রীকৃষ্ণধন প্রধান কন্যাদহ, বেনাপোল, যশোহর।

২। (খ) অতঃপর নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১। বন-কুসুম
„ কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম এ	২। ক্লিওপেট্রা
	৩। পাষাণী
„ বিশ্বেশ্বর দাস	৪। কার্ত্তিক-চরিত্র
„ ডাঃ অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫। গোপতত্ত্বকৌমুদী
„ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	৬। অঞ্জলি
„ নিত্যানন্দ গোস্বামী	৭। মঙ্গল-নির্ঘোষ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
ম্যানেজার—সংস্কৃত প্রেস-ডিপজিটরী	৮। বাসবদত্তা
	৯। রসতরঙ্গিণী
শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর	১০। ক'নে মা
" অবনীকুমার রায়	১১। সাহিত্য-বিবৃতি
" হৃষীকেশ মিত্র	১২। সই-মা
	১৩। ছোট বউ
" মোক্ষদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী	১৪। সদ্‌গোপকুলীনসংহিতা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
১৫। আত্মতত্ত্বদর্শন	২৪। আত্মবোধ
১৬। সঙ্গীত-কুসুম	২৫। অপচয় ও উন্নতি
১৭। অমিয়-সঙ্গীত	২৬। বেদান্তসার (সটীক)
১৮। প্রেমতত্ত্বগীতাবলী	২৭। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যম্
১৯। সাধনগীতি	২৮। বিবেক-চূড়ামণি
২০। আহ্নিকতত্ত্বমালা	২৯। সংকীর্ত্তন
২১। ছায়া বা বিষাদ-গীতি	৩০। ওঁ সার নিত্যক্রিয়া
২২। মানসিক বা শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ	৩১। বৈরাগ্যশতক
২৩। জ্ঞানরত্নাঙ্কুর	৩২। শান্তিশতক

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়	৩৩। প্রাকৃতিকী
	৩৪। বৈজ্ঞানিকী
	৩৫। গ্রহ-নক্ষত্র

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
৩৬। বনফুল	৪২। মানস-কুসুম
৩৭। প্রথম প্রয়াস	৪৩। সুধা-বিষময়
৩৮। অবলা কি অ-বলা	৪৪। কবিতা-কদম্ব
৩৯। প্রণয়-পাগল	৪৫। বুটীশ-সঙ্গীত
৪০। বিশ্বেশ্বর-বিলাপ	৪৬। নিষ্ফল তরু
৪১। কবিতাকমলতা (১ম ভাগ)	৪৭। কবিতাহার

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

উপহৃত পুস্তক

৪৮। জাতীয় সম্মিলনী-সঙ্গীত
৪৯। হরধনুর্ভঙ্গ
৫০। সাক্ষাৎ দর্পণ নাটক
৫১। একেই কি বলে সভ্যতা ?
৫২। প্রেমপাশ নাটক
৫৩। জামাইষষ্ঠী
৫৪। পরী
৫৫। রুষ-তুর্কযুদ্ধ
৫৬। ভারতসীমান্তে রুষ, (১ম ভাগ)
৫৭। চিন্তা-রহস্য
৫৮। বাঙ্গালীর মুণ্ডু
৫৯। আদর্শ-নারী
৬০। কাণ্ডার কুসুম বা হরিদাসের মৃত্যুশয্যা
৬১। শান্তি-রহস্য
৬২। মডেল ভ্রাতা, (১ম ভাগ)
৬৩। রজনীচন্দ্র উপাখ্যান
৬৪। ধর্ম্মচিন্তা (১ম খণ্ড)
৬৫। মাতৃভক্তিতরঙ্গিণী

উপহৃত পুস্তক

৬৬। কুসুমাঞ্জলি
৬৭। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা
৬৮। এখন আসি ?
৬৯। স্বর্ণরেণু
৭০। কথোপকথন-রহস্য
৭১। বিদ্যুন্মালিনী (২য় খণ্ড)
৭২। সাত্ত্বিক সঙ্গীত
৭৩। সঙ্গীতহার
৭৪। প্রলাপ
৭৫। বসন্তনির্ণয়
৭৬। ঋতুবিলাস
৭৭। অচলবাসিনী
৭৮। ভগ্নীবিলাপ
৭৯। বামনভিক্ষা
৮০। কবিকীর্ত্তনানন্দলহরী
৮১। বিদগ্ধমুখমণ্ডনং
৮২। যোগসাধন (১ম সংখ্যা)
৮৩। ঐ (২য় সংখ্যা)

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৮৪। নিভৃত-বিলাপ
	৮৫। ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
	৮৬। জাতীয় মহাসমিতি
	৮৭। কন্যাদায়
	৮৮। আচার্য্যের উপদেশ (২য় খণ্ড)
„ রবিদত্ত	৮৯। কৈশোরক
„ পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য	৯০। উপনিষদাবলী
	৯১। যোগাম্বুধি
	৯২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৯৩। অধ্যাত্ম-গীতা
" ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু	৯৪। ম্যালেরিয়া ও হোমিওপ্যাথি মতে তাহার প্রতিকার

উপহারদাতা—শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
৯৫। ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল-রহস্য	১০৮। শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলরহস্য
৯৬। সাধন-সোপান	১০৯। শ্রীগুরুগীতা
৯৭। দৈবীমীমাংসা দর্শন	১১০। শাস্ত্রসোপান
৯৮। কন্যাশিক্ষা-সোপান	১১১। ধর্ম্মসোপান
৯৯। সদাচার-সোপান	১১২। ধর্ম্মপ্রচারসোপান
১০০। শ্রীসত্যার্থবিবেক (১ম খণ্ড)	১১৩। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম
১০১। কল্কিপুরাণ	১১৪। গীতাবলী (১ম ভাগ)
১০২। যোগদর্শনং	১১৫। নবীন দৃষ্টিমে প্রবীণ ভারত
১০৩। ভক্তিদর্শন	১১৬। রাজশিক্ষা-সোপান
১০৪। নিগমাগমচন্দ্রিকা, (১ম ভাগ)	১১৭। সাধনসোপান
১০৫। " " (২য় ভাগ)	১১৮। সদাচারসোপান
১০৬। " " (৫ম ভাগ)	১১৯। হিন্দি রত্নাকর (১ম ভাগ, ১ম—৪র্থ সংখ্যা)
১০৭। " " (৬ষ্ঠ ভাগ)	

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Secy. to Govt. of India Rev. & Agricult.	120. Quinquennial Review of Forest Administration in British India for 1909—10 to 1913—14.
Director Genl. of Observatories	121. Report on the Administration of the Meteorological Deptt. in 1914—15.
Officer in charge, B. S. Book Depot	122. Annual Report of the Veterinary College, Bengal for 1914—15.
Supdt. Govt. Press, Madras	123. Report on Sanitation in Bengal for 1914.
	124. Annual Returns of Vaccination in Bengal for 1914—15.
	125. Report on the Police Administration in Bengal Presidency for 1914.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Press, Madras.	126.	Annual Report of the Archæological Deptt, Southern Circle, Madras for 1914—15.
	127.	Epigraphical Report, Madras, for 1914—15.
Director, Geological Survey of India	128.	Records of the Geological Survey of India, Vol. 45. pt. 3.
Smithsonian Institution, Washington.	129.	List of Publications of the Bureau of American Ethnology.
	130.	Dictionary of the Choctaw Language.
	131.	Smithsonian Miscl. Collections. Vol. 65. No. 8.
	132.	Do Vol. 65. No. 4.
	133.	Do „ No. 6.
Superintendent Govt. Printing, India	134.	Review of the Trades of India in 1914—15.
W. D. Westervelt Esq.	135.	Legends of old Honolulu.
Supdt. Govt. Printing, India	136.	Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills in Sept. 1915.
শ্রীযুক্ত রবিদত্ত	137.	Echoes from East & West.
	138.	Sakuntala and her Keepsake.
	139.	Poems, Pictures and Songs.
	140.	Prosody & Rhetoric.
	141.	Stories in Blank Verse.
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	142.	The Vegetarianism.
	143.	The Treatment of the British Indians in Transval.

৩। (ক) অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু তাঁহার প্রদত্ত সোনার পুথি প্রদর্শন করিলেন। তিনি এই পুথির উপকরণাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

(খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সংগৃহীত পুথিগুলি প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই পুথিগুলিতে রণজিৎমল্লের ভণিতা রহিয়াছে। পুথিগুলিকে নাটক বলে, কিন্তু ইহা আমাদের জ্ঞাত নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত নাটক নহে। ইহাতে অনেকগুলি গানের সমাবেশ আছে। পুথিগুলি নেওয়ারী অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষায় লেখা। তিনি আরও বলিলেন যে, এই শ্রেণীর পুথির নিদর্শন বোধ হয় এই প্রথম।

(গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল মহাশয়ের প্রেরিত ও পরিষদে রক্ষিত একটি ধাতুমূর্ত্তি ও এই ধাতুমূর্ত্তির পশ্চাতের লিপি প্রদর্শন করিলেন। মূর্ত্তিটি পালবংশীয় নারায়ণপালদেবের ৫৪ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপরে রাখালবাবু—বিহার নগরের নিকট বড়গাঁও গ্রামে একটি জৈনমন্দিরে শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি স্তম্ভের গাত্রে খোদিত শিলালিপির পাঠ প্রদর্শন করেন। এই লিপিটি রাজ্যপালের ২৪ রাজ্যাঙ্কে খোদিত হইয়াছিল।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় পূর্ব্বপ্রদর্শিত নারায়ণপাল ও রাজ্যপালের নূতন খোদিতলিপি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৫। পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল এবং প্রস্তাবিত হইল যে, ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাত করা হইবে।

১। কুমার বরদিন্দুনারায়ণ রায়। ২। জানকীনাথ গুপ্ত এম এ, বি এল। ৩। শিবনাথ গুপ্ত বি এ। ৪। অম্বিকাচরণ গুপ্ত। ৫। বিহারীলাল পাল ও ৬। ত্রৈলোক্য-মোহন গুহ নিয়োগী।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—৩রা পৌষ ১৩২২ সাল, ১৯শে ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি;—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রাচীন পুথির আলোকচিত্র, (খ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি ইষ্টক। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্ মহাশয়ের "প্রস্পেক্ট পাহাড়ের ভূতত্ত্ব", (খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয়ের "টাঙ্গুরের ইতিবৃত্ত"। ৫। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ (সভাপতি)

" " ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি.এচ্ ডি

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" বিধুভূষণ সেনগুপ্ত
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" বসন্তকুমার ঘোষাল
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" মন্মথনাথ মিত্র
" অকিঞ্চন দাস
" যতীন্দ্রনাথ ঘোষ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ
" রমেশচন্দ্র বসু বি এ
" রামকমল সিংহ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" মন্মথনাথ রায়
" হৃষীকেশ মিত্র
" তারকনাথ রায়
" পুলিনবিহারী দত্ত
" ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ
" শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
" কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদক

সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লেখা শেষ হয় নাই বলিয়া উহা পঠিত হইবে না।

২। (ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	পণ্ডিত শ্রীকৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব গবর্মেণ্ট জ্যোতির্ব্বিদ্, ২৬ গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ ১২২।৩এ আপার সার্কুলার রোড।
		শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ Personal Asst. to the Director General of Agriculture. ১২২।৫এ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীবনীগোপাল মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১০৩।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট (Top Flat)।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীচারুচন্দ্র বসু	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র এম্ এ
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ বসু
"	"	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ৬৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীসুকুমার পাকড়াশী ১৬ হরিপালের লেন।
		শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪২ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	শ্রীজীবনধন চক্রবর্ত্তী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় ১৯ নূরমহম্মদ সরকার লেন।
শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীমৌলানা মহম্মদ আকরাম খাঁ মোহাম্মদী-সম্পাদক, ৩৯ আপার সার্কুলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীকান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৫।২ সীতানাথ রোড।
"	"	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এম্ এ ২৯ সি, যুগীপাড়া লেন।
"	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৯ বলদা লেন।
"	"	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সেন বি এল্ ৫৯।৪ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট।
"	"	ডাঃ শ্রীঅমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী বি এস্ সি, এম্ বি, ৮৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায় ৫৬।১ আপার সার্কুলার রোড।
"	"	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাল ১৬ নন্দনবাগান লেন।
"	"	শ্রীবামাপদ বসু ২৯ বৃন্দাবন মল্লিক লেন।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীতারকনাথ রায় ৬৭।৮ বলরাম দের ষ্ট্রীট।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত	লেপ্টন্যান্ট শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন গুপ্ত

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১। চাটনী
	২। বঙ্গদর্শন—৬ষ্ঠ, ১২৮৪ (খণ্ডিত)
	৩। বালবোধ জৈনধর্ম্ম (১ম ভাগ)
	৪। A dictionary of the Bengali Language with Bengali Synonyms and an English interpretation. (খণ্ডিত)
Superintendent Govt. Printing, India.	৫। Indian Education in 1913-14

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Officer-in charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৬।	Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal, 1914-15.
	৭।	Report on the Administration of the Excise Dept. in the Presidency of Bengal for 1914-15.
Secretary, Asiatic Society of Bengal.	৮।	Memoirs of the Asiatic Society of Bengal for 1914-15.

৩। (ক) তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রাচীন পুথির এক এক পৃষ্ঠার আলোকচিত্র প্রদর্শন করিলেন,—

(ক) অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—প্রথম মহীপালের ৫ম বর্ষে নকল, ১৪৬৪ খৃঃ

(খ) প্রজ্ঞাপারমিতা—গোবিন্দপালের ৪র্থ বর্ষে নকল (Asiatic Societyর পুথি)

(গ) অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—গোবিন্দপালের ১৮শ বর্ষে নকল (ঐ)

(ঘ) অমরকোষ—গোবিন্দপালের ১৪শ বর্ষে নকল (ঐ)

(ঙ) পঞ্চকার— „ ৩৮শ „ „ (Cambridge University Library)

(চ) পঞ্চরক্ষ—জয়পালের ১৪শ „ „ ১৬৮৮ খৃঃ (ঐ)

(ছ) গুহ্যাবলীবিবৃতি—গোবিন্দপালের ৩৭শ বর্ষে নকল (ঐ)

(জ) যোগরত্নমালা— „ ৩৯শ „ „ (ঐ)

(ঝ) (১) প্রজ্ঞাপারমিতা—মহীপালের ৬ষ্ঠ „ „ (Asiatic Society of Bengal)

(২) ঐ হরিবর্ম্মার ১৯শ „ „

(ঞ) ঐ রামপালের ১৫শ „ „ (Bodleian Library)

(খ) তৎপরে পরিষদের ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয় তিন খণ্ড কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক প্রদর্শন করিলেন। প্রফুল্ল বাবু বলিলেন যে, নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের ১৪ মাইল দূরে বাগআঁচড়ায় চাঁদরায়ের ঢিপিতে ১ম ইট পাওয়া গিয়াছে। এই ঢিপির উপর এক শিবমন্দির আছে, তাহাতে নক্সা-করা ও মূর্ত্তিযুক্ত ইষ্টক আছে। ২য় ইষ্টকখানি কাটগড়ার পশ্চিমে একটি ৬ হাত উচ্চ ঢিপিতে পাওয়া গিয়াছে। ঢিপির উত্তরে কলিঙ্গের বিল ও পূর্ব্বে গড়খাই। ৩য় ইটখানি মহারাজপুর ও কাটগড়ার অঞ্চলে কাটগড়ার ঢিপির উপর পাওয়া গিয়াছে। মহারাজপুরে পূর্ব্বে একজন রাজা ছিলেন।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় "প্রস্পেক্ট (Prospect) পাহাড়ের ভূতত্ত্ব" নামে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "টেঙ্গুরের ইতিবৃত্ত" নামক

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৪।১৫টি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। অদ্যকার প্রবন্ধটি তাহার ভূমিকা। অদ্যকার প্রবন্ধের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

তেঙ্গ্যুর সম্বন্ধে আমি ক্রমান্বয়ে ১০।১৫টি প্রবন্ধ পাঠ করিব। আজ তেঙ্গ্যুরের পূর্ব্বাভাষমাত্র উপস্থাপিত করিব। কেঙ্গ্যুর ও তেঙ্গ্যুর দুইখানি তিব্বতীয় ভাষার বিশ্বকোষ। কেঙ্গ্যুর শব্দের অর্থ বুদ্ধবচন এবং তেঙ্গ্যুর শব্দের অর্থ শাস্ত্র। কেঙ্গ্যুর কথাটী ব, ক, লুপ্ত অকার, পুনশ্চ লুপ্ত অকার, গ, য, উ, র—এই কয়টী অক্ষরের সমবায়ে (*bkah-hgyur*) উৎপন্ন হইয়াছে। কা (*hkah*) শব্দের অর্থ আজ্ঞা ও গ্যুর (*hgyur*) শব্দের অর্থ অনুবাদ। কা ও গ্যুর এই দুইয়ের একত্র উচ্চারণ লাসা নগরীতে কাঙ্গ্যুর, খামরাজ্য ও মঙ্গোলিয়ায় কাঞ্জুর, এইরূপ হইয়া থাকে। কাঙ্গ্যুর শব্দের অর্থ আজ্ঞার অনুবাদ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহের তিব্বতীয় অনুবাদ। আর তেঙ্গ্যুর শব্দ ব, স, ত, ন, লুপ্ত অকার, গ, য, উ, র—এই সকল অক্ষরের সমন্বয়ে (*bstan-hgyur*) উৎপন্ন হইয়াছে। তেন্ (*bstan*) শব্দের অর্থ উপদেশ ও গ্যুর (*hgyur*) শব্দের অর্থ অনুবাদ। তেঙ্গ্যুর শব্দের প্রকৃত অর্থ উপদেশসমূহের অনুবাদ অর্থাৎ বুদ্ধবচনের যে সকল ভাষ্য বা ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছিল, তাহার অনুবাদ। এক কথায় বলিতে গেলে বুদ্ধবাক্যের টীকার নাম তেঙ্গ্যুর। যদিও তেঙ্গ্যুরে সন্নিবিষ্ট কোন কোন গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধবাক্যের টীকা নহে, তথাপি ঐ সকল গ্রন্থ বুদ্ধবাক্য বুঝিবার সহায়স্বরূপ বলিয়া তেঙ্গ্যুরে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ তাৎপর্য্য ধরিয়া রামায়ণের কিয়দংশ, মহাভারতের কিয়দংশ, সমগ্র মেঘদূত, বহু টীকা-সমন্বিত পাণিনি ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমন্বিত চন্দ্রব্যাকরণ, বহু টীকাসমন্বিত কলাপ ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমন্বিত সারস্বত ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমন্বিত দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, বহু টীকাসমন্বিত ছন্দোরত্নাকর, বহু টীকাযুক্ত বিবিধ আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ ও বিবিধ জ্যোতিষ গ্রন্থ, অন্যান্য বহু দর্শন ও কাব্যগ্রন্থ তেঙ্গ্যুরের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

তেঙ্গ্যুর গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তিব্বতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তিব্বত দেশ সংস্কৃত গ্রন্থে হিমবৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদোক্ত উত্তরকুরু এই হিমবৎ দেশের অন্তর্গত ছিল। খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীতে চীনগ্রন্থে তিব্বতের লোকসমূহ কিয়াঙ্ জাতি নামে অভিহিত হইয়াছে। কিয়াঙ্ জাতি যাযাবর ও মেষপালক। উহাদের মধ্যে প্রায় ১৫০ প্রকারের শ্রেণী ছিল। উহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত, কিন্তু এক স্থানে বহু দিন থাকিত না। এক্ষণে সভ্যতার বিস্তার হওয়ায় উচ্চ শ্রেণীর তিব্বতীয়গণ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া বহু দিন এক স্থানে বাস করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সাধারণ তিব্বতীয়গণ এখনও যাযাবরত্ব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিরাত জাতি ও সাধারণ তিব্বতীয়গণ নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে চাহে না। আমি দার্জ্জিলিঙ্গে যখন গবর্ণমেণ্ট প্রেসের অংশবিশেষের (Tibetan Section) অধ্যক্ষ ছিলাম, সেই সময়ে কয়েকটী তিব্বতীয় ও কিরাত-বালক ঐ প্রেসে কাজ করিত। উহারা যথাসময়ে আগমন বা প্রতিগমন অথবা

নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্য্যবিশেষ সম্পন্ন করায় কিছুতেই সম্মত হইত না। অথচ তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দিলে দুই ঘণ্টাকাল মধ্যে যে পরিমাণে ও যেমন সুন্দরভাবে কার্য্য করিত, বাঁধাবাঁধি করিয়া সমস্ত দিন খাটাইলেও সেই পরিমাণ কার্য্য হইত না। চাকরি যাইবার ভয় তাহাদের একেবারেই নাই। আমি দুই একবার তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম,—যদি তোমরা নিয়মমত না আইস, তাহা হইলে তোমাদিগকে রাখা হইবে না। তাহারা ক্ষণকাল কাজ করিবার পর বলিল—মহাশয়, আমরা কি এখনই চলিয়া যাইব? আমি বলিলাম—যাও। দুই ঘণ্টা পরে দেখিতে পাইলাম, তাহারা বাজারে কুলির কার্য্য করিতেছে। দৈনিক ।০ (চারি আনা) উপার্জ্জন হইলেই তাহারা আর কোন কর্ম্ম করিতে চাহে না। দেশীয় মস্ত ও রুটী কিনিয়া মনের সুখে গান ধরিয়া কোন স্থানে বসিয়া থাকে অথবা পরিচিত লোকের সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়া সময় কাটায়।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিব্বতদেশে সর্ব্বপ্রথম রাজতন্ত্র-প্রণালীর শাসন আরম্ভ হয়। "ঞ-ঠি চন্-পো (স্কন্ধাসনবীর) নামক জনৈক ভারতবাসী খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিব্বতে গমন করিয়া তথায় শাসন করিতে থাকেন। ইনি লিচ্ছবিবংশসম্ভূত। পালিভাষায় লিচ্ছবি শব্দ ও সংস্কৃতে নিচ্ছিবি শব্দ একই। মনুর মতে নিচ্ছিবিগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে আমি Indian Antiquary নামক পত্রিকায় "Persian affinities of the Lichhavis" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, এই লিচ্ছবিগণ পারসিকবংশসম্ভূত। তিব্বতের প্রথম রাজা ভারতবাসী হইলেও পরম্পরাক্রমে তিনি পারস্যবংশসম্ভূত। তিব্বতদেশে অতি প্রাচীন কালে যে Bon ধর্ম্ম প্রচারিত ছিল, উহা পারস্য দেশ হইতে আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ কনিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার করিবার পর তিব্বতদেশ হইতে অনেক লোক ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলন করেন। তাঁহাদের অনেকেই সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। উহাদের মধ্যে কতিপয়ের জীবনচরিত ও পুস্তক চীনভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে "হ্লা—থো—থো—রি" নামক রাজার রাজত্বকালে স্বর্গ হইতে "Zamatog" (কারণ্ডব্যূহ) নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রাজসিংহাসনের উপর নিপতিত হয়। এই গ্রন্থে ওঁ মণিপদ্মে হুঁ নামক ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যার উপদেশ আছে। ঐ গ্রন্থ রাজা অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দেন এবং অদ্যাপি উহার প্রতিদিন পূজা হইয়া থাকে। "নাম্—রি—স্রোঙ্—চেন্" নামক রাজার রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশ হইতে গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা তিব্বতে প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ে লেখনপ্রণালী প্রচলিত ছিল কি না, বলা কঠিন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে "স্রোঙ্—চেন্—গম্—পো" নামক রাজার রাজত্বকালে তিব্বত দেশে ভারতবর্ষীয় লেখনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে লাসা (Lhasa) রাজধানীর প্রতিষ্ঠা হয়। রাজা স্বয়ং নেপালরাজ-দুহিতা ও চীনসম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার এই দুই

পত্নীর সহযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতদেশে বহুলপ্রচার লাভ করে। রাজা স্রোঙ্-চেন্-গম্-পো স্বীয় পুরোহিতকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। এই পুরোহিতের নাম থোন্-মি-সম্ভোট। তিনি অনুমান ৬৪০ খৃষ্টাব্দে মগধ দেশে আসিয়া লিপিকর নামক একজন ব্রাহ্মণ ও দেববিদ্যা-সিংহ নামক একজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র বহুকাল অধ্যয়ন করেন। তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া রাজার আদেশে অনেক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রণালীতে তিব্বতীয় সাহিত্য গঠন করেন। তাঁহার প্রণীত সুম্-তাগ্ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। ইহার পর তিব্বতীয় দেশে যে সকল রাজার আবির্ভাব হয়, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষ ও চীনদেশ হইতে বহু গ্রন্থ আনিয়া তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাল্-পা-চেন নামক রাজার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ হইতে বহু পণ্ডিত আহূত হইয়া তিব্বতে গমন করেন। তাঁহাদের সহযোগিতায় সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। ভারতবর্ষে তৎকালে যত বৌদ্ধ গ্রন্থ, তাহা সমস্ত ও অনেক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাল্‌পাচেন্ স্বীয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক নিহত হইলে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভা ক্ষীণ হয়। কিন্তু কিছু কাল পরে আবার বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিক্রমনীপুর নামক স্থানে মহাপণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতিশের আবির্ভাব হয়। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের তিরোভাব ঘটে। তিনি যখন বিহারের বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তিব্বত দেশে আহূত হন। তথায় তিনি ১৩ বৎসর অবস্থান করেন। তিব্বতের নেথাঙ্ নামক নগরে ১০৫২ খৃষ্টাব্দে অতিশের মৃত্যু হয়। তাঁহার অপর নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি তিব্বতে যাইয়া বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিরচন ও অনুবাদ করেন। ইতিপূর্ব্বে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে পদ্মসম্ভব নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত লাহোর হইতে তিব্বতে গমন করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করেন। তাঁহার কৃত বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তিব্বতের বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্ম পদ্মসম্ভবের প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার শ্যালক শান্তরক্ষিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তন্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি যশোর। তিনিও তিব্বতে যাইয়া তত্রত্য রাজাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেন। তাঁহারই পরামর্শে তিব্বতের রাজা ঠি-সোঙ-দে-চেন ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ম্মাণ করেন। উহার নাম সাম্-ইএ (অচিন্ত্য বিহার)। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে কালচক্র তন্ত্র তিব্বতে প্রবেশ করে। ১১২৫ খৃষ্টাব্দে শাক্যশ্রী পণ্ডিত কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ অধ্যক্ষ। বিক্রম-শিলা বিহার বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে শাক্যশ্রী পণ্ডিত ১২০২ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গমন করিয়া বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে কুব্‌লাই খাঁ তিব্বত অধিকার করেন। তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা এ স্থলে বর্ণিত হইবে না। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ

তিব্বতে রচিত বা অনুবাদিত হয়, ঐ সকল গ্রন্থ একত্র সংগ্রহ করিয়া বুতোন্ নামক পণ্ডিত দুইখানি বিশ্বকোষ সঙ্কলন করেন। তাহারই একখানির নাম তেঙ্গ্যুর। সঙ্কলনকর্ত্তা বুতোন্ স্বয়ং অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তিব্বতের পশ্চিম বিভাগে শালু নামক বিহারে জীবন যাপন করেন। অনুমান ১৩০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে তেঙ্গ্যুর রচিত হইবার পর উহাতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় নাই। উহাতে প্রক্ষিপ্ত-দোষ একেবারেই নাই। কেঙ্গ্যুরে ১০০ খণ্ড পুস্তক ও এক খণ্ড Index আছে। তেঙ্গ্যুরে ২২৫ খণ্ড পুস্তক ও এক খণ্ড Index আছে। তেঙ্গ্যুরের প্রত্যেক খণ্ড পুস্তকে অনুমান ১০ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। অতএব কেবল তেঙ্গ্যুরে ন্যূনাধিক ২২৫০ খানি ভারতীয় গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। উহার অনেক গ্রন্থের মূল সংস্কৃত এখন ভারতে বিদ্যমান নাই। কিন্তু অনুবাদ তিব্বতে রহিয়াছে। যথা—দিঙ্নাগের প্রমাণসমুচ্চয়, রবিগুপ্তের আর্য্যাশতক ইত্যাদি।

পৃথিবীতে এখনও তেঙ্গ্যুর গ্রন্থের বহুল প্রচার হয় নাই। প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে হজসন সাহেব নেপাল হইতে কেঙ্গ্যুর গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তেঙ্গ্যুর পাওয়া যায় নাই। এমন কি, ৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি কোন কোন বিষয় অন্বেষণ করিবার জন্য তেঙ্গ্যুর দেখিতে চাই, তখন আমাকে উহার জন্য ৫০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া সিকিমের পেমিয়াংচি ও কোডাঙ নামক বিহারে বহু কষ্টে সিকিম-রাজের সহায়তা ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশ লইয়া যাইতে হইয়াছিল। তিব্বতীয়গণ কেঙ্গ্যুর বা তেঙ্গ্যুর বিক্রয় করিবার কথা তখন মনেও ভাবেন নাই। কিন্তু কালের কি পরিবর্ত্তন। গত ৭ বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ৪ খানি তেঙ্গ্যুর আসিয়াছে। আমি তিন সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া স্বয়ং একখানি কিনিয়াছি। সাহিত্য-পরিষৎ, ইউনিভার্সিটী ও এসিয়াটিক সোসাইটীতে আর তিনখানি আছে।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে তাঁহার সারবান্ প্রবন্ধ-পাঠের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে টেঙ্গ্যুর সম্বন্ধে নানা মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণন করার জন্য ধন্যবাদ দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

৫। অতঃপর পরিষদের দুই জন প্রাচীন ও হিতৈষী সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় শোকপ্রকাশ করিলেন ও তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। দেবেন্দ্রবাবুর পরলোকগমনে মিথিলায় বাঙ্গালীর আধিপত্যের শেষ হইয়াছে। তিনি হাতোয়ার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৪শে পৌষ, ১৩২২, ৯ই জানুয়ারী ১৯১৬,

রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি ;—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক বিজয়সেনের তাম্রশাসনের চিত্র। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ ;—(ক) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয়ের "বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান", (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" এবং (গ) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি"। ৫। পরিষদের পুরাতন ৩১শ নিয়মের ২০ স্থানে ২৫, ১৬ স্থানে ২০, ৪ স্থানে ৫ এবং 'ষোড়শ' স্থলে 'বিংশ' এইরূপ লেখা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৬। শোকপ্রকাশ—মৌলবী আবদুল মোয়ায়েদ খাঁ এম্ এ মহাশয়ের পরলোকগমনে।

উপস্থিতি—

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এসসি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ
" রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
" রায় বাহাদুর চুনিলাল বসু এম্ বি
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বিএ
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ (ব্যারিষ্টার)
" অমৃতগোপাল বসু
" প্রবোধচন্দ্র সেন এম্ এ
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই
" নির্ম্মলচন্দ্র সেন (ব্যারিষ্টার)
" নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্
" সতীশচন্দ্র দত্ত
" সর্ব্বেশ্বর পালচৌধুরী
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" চারুচন্দ্র বসু
" হেমেন্দ্রনাথ সেন
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
" মহেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত
„ সতীশচন্দ্র ঘোষ
„ ক্ষেত্রনাথ রায়
„ ব্রজেন্দ্রকুমার রায়
„ এইচ নরসিংহ শাস্ত্রী
„ টি শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার
„ সত্যানন্দ বসু
„ শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়
„ দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
„ যোগেশচন্দ্র সরকার
„ খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ রামহরি ভড় বি এল্
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
„ সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ
„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ সত্যেন্দ্রনাথ সরকার
„ আশুতোষ দত্ত গুপ্ত
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ শরচ্চন্দ্র গুহ
„ সিতেশচন্দ্র কর
„ গোবিন্দগোপাল ঘোষ
„ শশিভূষণ সিংহ
„ মন্মথকুমার রায়
„ যতীন্দ্রনাথ পাল
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ রামকমল সিংহ
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ বাণীনাথ নন্দী
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহকারী সম্পাদকগণ।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু এম্ আর এ এস মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এসসি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। (ক) ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনের ও ৺কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(খ) কয়েকটি মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লিখিত হইয়া প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া পড়া হইল না।

২। (ক) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় জমিদার, সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত বি এল্, উকীল, কালনা, বর্দ্ধমান।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন গবর্মেণ্ট হাইস্কুলের শিক্ষক, ভোলা, বরিশাল।
”	”	শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ঢাকা।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল্ মুন্সেফ, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	”	শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস মেদিনীপুর, সাহিত্য-সমাজের সহঃ সম্পাদক।
শ্রীহরিনারায়ণ ঘোষ	”	শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল্ উকীল, পুরুলিয়া।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু ৬৭ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরমানাথ রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
”	”	শ্রীগুরুপ্রসন্ন রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
”	”	শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
”	”	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
”	”	শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, জমিদার, বুলবুলপুর, মুচিয়া, মালদহ।
”	”	শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ ১ উল্টাডাঙ্গা রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়, মোক্তার, ভোলা, বরিশাল।
শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ২ ক্যান্টনমেণ্ট রোড, লক্ষ্ণৌ।
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত	"	শ্রীসর্ব্বেশ্বর পাল চৌধুরী জমিদার, রাণাঘাট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	লেপ্টেনাণ্ট সতীন্দ্রনাথ সুর এ বি
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় উখরা, টোপসী পোঃ, রাণীগঞ্জ।
"	"	শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বসু জেমুয়া, মেজিয়া পোঃ, বাঁকুড়া।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশশিভূষণ রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
"	"	শ্রীকুঞ্জবিহারী রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।

২। (খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত	১। জগত রহস্য
" সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়	২। রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন-চরিত
	৩। শ্রীশ্রীমেহার-মাহাত্ম্য
	৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণকালী পদাবলী
" অতুলচন্দ্র মিত্র	৫। প্রবাস-প্রসূন
" যতীন্দ্রমোহন রায়	৬। ঢাকার ইতিহাস (২য় খণ্ড)
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়	৭। সর্পাঘাত ও বিষ-চিকিৎসা
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.	৮। Report on the Administration of the Excise Dept. in the Presidency of Bengal for 1914-15.
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৯। Modern Review Vol 3. 1908
	১০। " Vol 4. 1908
	১১। " Vol 7. 1910

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১২।	Modern Review Vol 14 1913
	১৩।	" Vol 15 1914
	১৪।	" Vol 16 1914
Librarian, Indian Association for the Cultivation of Science	১৫।	Bulletin No 1 to 13. Indian Association for the Cultivation of Science.
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot	১৬।	Report on Inland Emigration for June 1915.
শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র	১৭।	National Magazine Vol 24, 1912
Supdt. Govt. Printing	১৮।	Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills—October—1915.
খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসান	১৯।	Old Dacca

৩। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বিজয়সেনের তাম্রশাসনের চিত্র প্রদর্শন করেন। এই প্রদর্শন উপলক্ষে রাখালবাবু বলিলেন যে, এই তাম্রশাসনটি সেন-রাজবংশের প্রথম তাম্রশাসন—ইহাই ইহার বিশেষত্ব। ইহা ২৪ পরগণা বারাকপুরে E. Shu-Macher নামক একজন জর্ম্মান বণিক্ প্রাপ্ত হন। মেসার্স সেন ক্লেয়ার মরের আফিসের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই তাম্রশাসনের সংবাদ দেন।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় কর্তৃক "বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধ-পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাইলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু আদিশূরের কাল সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন মতের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেবল এইরূপ Destructive সমালোচনা করিলে চলিবে না, Constructive sideও দেখাইতে হইবে। আদিশূর কোন্ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি তাঁহার মত প্রকাশ করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র অন্যান্য মতের ভুল দেখাইয়াছেন।

অতঃপর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুনিলাল বসু এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় বলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু কেবলমাত্র Destructive সমালোচনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, আদিশূর সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর লোক। তিনি আদিশূর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি একদেশদর্শিতা দেখান নাই।

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ, ব্যারিষ্টার মহাশয় বলেন যে, আদিশূরের কাল নির্ণয় করা প্রবন্ধ-লেখকের উদ্দেশ্য নহে—সত্য আবিষ্কার করিতে হইলে কি প্রণালীতে ইতি-

হাস রচনা করিতে হইবে, তাহাই তিনি বিবৃত করিয়াছেন। ইউরোপে বাহ্যিক সত্য আবিষ্কারের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অর্থাৎ Higher criticism ব্যাখ্যা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আদিশূরের প্রসঙ্গ তিনি উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন যে, রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ destructive criticism, এ কথা অনেকাংশে সত্য। Higher criticism মাত্রেই প্রায়শঃ destructive criticism ; কারণ, ইহা প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের ধ্বংস করে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া বেদোক্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ না করিলেই ভাল করিতেন। কারণ, বেদে "ইতিহাস" শব্দের বহুপ্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করি। কুলশাস্ত্র ও তাম্রশাসন—এই উভয়ের প্রতিই Higher criticism প্রযোজ্য। শিলালিপি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, রাখাল বাবুরা কেবল মাত্র ইহার অক্ষরের দিক্‌ই দৃষ্টি করেন, কিন্তু সঙ্গত ব্যাখ্যার দিক্ একবারেই দৃষ্টি করেন না। ব্যাকরণের দোষ হউক, অলঙ্কারের দোষ হউক, তথাপি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাঁহারা এমন অর্থ করেন, যাহা কোন সংস্কৃতনবীশ প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধের নাম "বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান"। কিন্তু তিনি কেবল মাত্র মহাভারত ও কুলশাস্ত্র লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। এই হিসাবে তাঁহার প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ। আমরা আশা করি যে, তিনি বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান আলোচনা করিয়া আর একটি প্রবন্ধ লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধ-লেখকের মতে মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কিন্তু ব্যষ্টিভাবে মহাভারতের মূল্য না থাকিলেও সমষ্টিভাবে মহাভারতের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অগ্নিপুরাণে স্থাপত্য-শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। এই সকল বাদ দিয়া কেবল মাত্র ভবদেব ভট্টের প্রশস্তিকে ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লইলে ইতিহাসের অমর্যাদা করা হয়। ইতিহাসের এই সঙ্কীর্ণ অর্থ আমি কোন মতেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের একটি মাসিক অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, ইতিহাস-সেবকগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার এক শ্রেণীর লোক মহাভারত প্রভৃতিও মানেন, আবার প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতিও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। অপর শ্রেণীর লোক কেবল মাত্র মুদ্রা, শিলালিপিতেই আস্থাবান্। তাঁহারা পুরাণ, মহাভারত, কুলশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রাহ্য করেন না। অদ্য

রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ শুনিয়া আশা করি, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় শেষোক্ত পক্ষ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। কারণ, ইহাঁরা পুরাণ ও কুলশাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করেন না। পরন্তু ইহাদিগকেও ঐতিহাসিক উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন যে, অনেক স্থলে শিলালিপিও কাব্যবিশেষ, সুতরাং তাহার সকল কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু শিলালিপির সকল কথা কেহ বিশ্বাস করেন না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু বলিয়াছেন যে, মহাভারতকে ইতিহাসরূপে না ধরিয়া প্রবন্ধলেখক ইতিহাসের মর্য্যাদার হানি করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক কি অর্থে ইতিহাস শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তিনি প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলেন যে, রামায়ণ, মহাভারত হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাদিগকে Fairy tales প্রভৃতি বলিয়া উড়াইয়া দিলে হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলেন যে, বর্ত্তমান যুগে ইতিহাসের উপাদানগুলিকে dissect করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ বাহির করা হয়। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধেও আমাদিগকে সেই পথ অবলম্বন করিতে হইতেছে। এইরূপ বিশ্লেষণের যুগে অনেক বিপদ্ আছে। প্রথমে সকলেই জানিতেন যে, পুরাণ শাস্ত্রগুলি সকলই সত্য, কিন্তু পরে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উহাঁদের মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য আছে এবং সেই জন্যই সেইগুলি সর্ব্বস্থানে গ্রহণীয় নহে। শিলালিপিগুলি সম্বন্ধেও আমরা একবারে বিশ্বাস করি না—একটির দ্বারা আর একটি সপ্রমাণ হইলে তবে সেটি গ্রহণীয় হয়।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, জনৈক ভদ্রলোক বলিয়াছেন যে, মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলে হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগে। সাহিত্য-পরিষৎ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকলেরই। সকলেই এখানে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, আজকাল ইতিহাস-সেবকগণ যে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন, তাহা এক হিসাবে বাঞ্ছনীয়। এইরূপে দলাদলি না থাকিলে আজকার প্রবন্ধ ও আলোচনা, এই উভয় হইতেই আমরা বঞ্চিত হইতাম। আর দুই দল থাকিলেই একে অন্যের ভুল দেখাইতে পারেন। তাহাতে বাহিরের লোকের পক্ষে তথ্য নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। দুই পক্ষের তর্ক দ্বারা ক্রমশই সত্য আবিষ্কার হইবে।

সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিলেন যে, আমার প্রবন্ধের যে সকল সমালোচনা হইয়াছে, আমার বন্ধুবর্গই তাহাদের উত্তর দিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু অনুরোধ করিয়াছেন যে, ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান সম্বন্ধে আমি প্রবন্ধ লিখি। কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। কারণ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে তাহা বলিয়াছেন এবং অন্যান্য অনেক স্থলেই তাহার আলোচনা আছে। অমূল্য বাবুর আপত্তি

সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, বেদে ইতিহাস শব্দের নানারূপ অর্থ থাকিতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসের সংজ্ঞা বুঝিতে হইলে পারম্পর্য্য রক্ষার জন্ত বৈদিক কালে ইতিহাস বলিতে কি বুঝাইত, তাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করা আবশ্তক মনে করি।

রাত্রি অধিক হওয়ায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ-দ্বয়ের পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। সাহিত্য-পরিষদের পুরাতন ৩১শ নিয়মের "২০" স্থলে ২৫, ১৬ স্থানে ২০,৫ স্থানে ৫ এবং ষোড়শ স্থানে বিংশ এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬। শোকপ্রকাশ—(ক) মৌলবী আব্দুল মোয়াযেদ খাঁ এম্ এ মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হইল। তিনি সাহিত্যসেবক এবং সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। (খ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ, অভিনেতা ও নাটক-লেখক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাট্য-সমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁর জন্ত আমরা সকলেই দুঃখিত। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ও পূর্ব্বোক্ত মুসলমান সদস্ত মহাশয়ের পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক। সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—১৬ই মাঘ, ১৩২২, ৩০শে জানুয়ারী ১৯১৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়;—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি;—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের প্রদত্ত তিনটি সুবর্ণমুদ্রা, (খ) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয় কর্তৃক বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ পুথি। ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ", (খ) শ্রীযুক্ত ননী-গোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি", (গ) ও (ঘ) শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার সেন মহাশয়ের "রামশর্ম্মার বচন" ও "গ্রাম্য কবি কুমরে গুরু মহাশয়" নামক প্রবন্ধ। ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র ও (খ) জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৬ বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ
" প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম এ
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন এম এ, বি এল
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল
" শিশিরকুমার মৈত্র এম এ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" কালিদাস মল্লিক এম এ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" অসীমকৃষ্ণ দেব
" সুরেন্দ্রনাথ বল
" ললিতমোহন সিংহ
" রামেশ্বর সেন
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" উপেন্দ্রনাথ দে
" যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
" অসিতকৃষ্ণ ঘোষ
" মণিমোহন মিত্র
" শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" রামকমল সিংহ
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
" গৌরহরি সেন

শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার রায়	শ্রীযুক্ত পান্নালাল জৈন
„ সুধীরচন্দ্র ঘোষ	„ নন্দকিশোর জৈন
„ সত্যকুমার রায়	„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী
„ রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ উপেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সাতকড়ি সাহা	„ ভোলানাথ কোঁচ
„ কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব	„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ লালজী	

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ বাণীনাথ নন্দী
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিবশতঃ পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে কার্য্য কতক দূর অগ্রসর হইলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরি	শ্রীরামকমল সিংহ	মিঃ এন কে দত্ত ড্রিল মাষ্টার, টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।
„	„	শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী দি ইউনিয়ন ট্রেডিং কোম্পানী। ঐ ঐ।
„	„	ইউ, সি, ভদ্র হেড মাষ্টার, টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট। ঐ ঐ।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস চাটাই মহল, কাণপুর।
„	„	শ্রীশ্রীশচন্দ্র মিত্র সিভিল লাইনস্, কাণপুর।
„	„	এম্, সি, সিংহ, বি এ, এম এস সি গুরুকুল কাঙ্গ্রী, বিজনৌর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	কুমার শ্রীমন্মথনাথ দেব বাহাদুর "রাজবাটী", বালেশ্বর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	"	মিঃ জে সি ব্যানার্জ্জি ১০ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীকামাখ্যাপ্রসন্ন রায় বি এ কিশোরগঞ্জ এইচ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ ৬০।১ ডি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল ৩৮ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র বি এ মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বুক ডিপার্টমেণ্ট, গ্রাহাম কোং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী হরিঘোষের ষ্ট্রীট।

তৎপরে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত গুপ্ত	১। আদর্শ-বণিক্ বটকৃষ্ণ পাল
	২। শ্রীমন্ত সওদাগর
	৩। দোলপূজার পাঁচালী
	৪। শনির পাঁচালী
" কবিরাজ নিশিকান্ত বৈদ্যশাস্ত্রী	৫। রোগবিজ্ঞানম্
" মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্ম্মণ	৬। স্বালমালতত্ত্ব বা দ্বিতীয় বর্ণ (১ম ভাগ)
" মহেশচন্দ্র পাল	৭। ছোট গিন্নী

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল	৮। বেহদ্দ বেহায়া
	৯। মানহানি
„ পি এম দত্ত	১০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বৈশ্যকাণ্ড, ১ম ভাগ)
	১১। বাল্মীকির রামায়ণ
	১২। কবিকঙ্কণচণ্ডী
	১৩। শ্রীপদ্মপুরাণ
	১৪। মনসার ভাসান
	১৫। আদর্শ-বণিক্ বটকৃষ্ণ পাল
	১৬। বরণডালা
	১৭। সমাজ-সমস্যা
	১৮। গন্ধ-বণিক্ (১ম ভাগ, ১৩২২)
	১৯। গিরিশ-গীতাবলী
	২০। ইন্দু
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১। "ক"কাকের অহঙ্কার
„ মহেন্দ্রনাথ দাস	২২। মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের ২য় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ
	২৩। ঐ ঐ
„ সিতেশচন্দ্র সান্যাল	২৪। আত্মদর্শন
„ বনওয়ারীলাল গোস্বামী	২৫। কীর্ত্তনানন্দ
	২৬। ঐ
স্বামী সারদানন্দ	২৭। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ (পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন)
	২৮। ঐ (সাধকভাব)
	২৯। ঐ (গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ)
	৩০। ঐ (ঐ, উত্তরার্দ্ধ)
	৩১। স্বামিশিষ্য-সংবাদ (পূর্ব্বকাণ্ড)
	৩২। ঐ (উত্তরকাণ্ড)
	৩৩। ভারতে শক্তিপূজা
Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩৪। Catalogue of Mss. in the Bishop's College Library, Calcutta.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩৫। Motor Car Guide for Calcutta.
	৩৬। Calcutta Motor Car Hand-Book.
	৩৭। Police Rules for the Regulation of Traffic in Calcutta.
	৩৮। Annual Report of the Archeological Survey of India, Eastern Circle for 1914-15.

পুথি

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর রায় বি এ	৩৯। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
	৪০। অষ্টাদশ পদাবলী

৩। (ক) তৎপরে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের প্রদত্ত তিনটি মুসলমানী আমলের সুবর্ণমুদ্রা প্রদর্শিত হইল। মুদ্রা তিনটির পাঠোদ্ধার হয় নাই।

(খ) তৎপরে বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ পুথি প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেন। কিছু দিন হইল, পুথিখানি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দুই শত বর্ষ পূর্ব্বেও আমাদের রাঢ়দেশে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় বাস করিতেন। তাঁহাদের নেতা বা দলপতি ছিল, তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম মানিতেন—পঞ্চশক্তি মানিতেন। বুদ্ধরূপী দারুব্রহ্মই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান উপাস্য ছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, ম্লেচ্ছ-নিধন ও বিমল ধর্ম্ম-স্থাপন করিবার জন্য বুদ্ধদেব অবতার হইবেন। তন্মধ্যে রামায়ণ-রচয়িতা রামানন্দ ঘোষ একজন। তাঁহার উদ্দেশ্য তাঁহার আদিকাণ্ডে ১৩৪।১৩৫ পাতে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে,—

রামানন্দ কহে জার ধর্ম্মনিষ্ঠা হয়।
নিজ প্রাণ ছাড়ে তবু ধর্ম্ম না ছাড়য় ॥
সর্ব্ব-ধর্ম্ম মোর মহাকালী আজ্ঞা দান।
কৃপা করি বিশ্বেশ্বরী কর বলবান ॥
কালী বাম হৈলে আর কুল নাহি পাই।
কালীকৃপা হইলে নিগমগম্য পাই ॥
ডঙ্কা দিব জগমাঝে কালী যদি করি।
কালা হয়্যা প্রকাশিব ভুবন ভিতরি ॥
বিমল বৈষ্ণবী পূজা জগতে টুটাইব।
পাপ কলি ক্ষিতি হৈতে দূর করি দিব ॥

রাধা কালী লক্ষ্মী বাণী গঙ্গা গুণবতী।
পঞ্চশক্তি প্রকাশ করিব এই ক্ষিতি ॥
দান যশ পৌরুষের সীমা করি জাব।
এই ঘটে আর অন্য মূর্ত্তি প্রকাশিব ॥
জজাব ত্রেতার ধর্ম্ম কলির ভিতরে।
এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে ॥
জবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একছত্রে রাজ্য করি দারুব্রহ্মে দিব ॥

রামায়ণ পুথি—১৩৪ পাতা।

কবি রামানন্দ আরও প্রকাশ করিয়াছেন,—

রামানন্দ কহে ভাই সংসারের লোক।
বৌদ্ধ ভাষা শুনিয়া ঘুচায় দুঃখ শোক ॥
সর্ব্বশক্তি মত আর ইচ্ছা কালিকার।
কলি যুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার ॥
কলিতে জাগ্রত হৈতে ত্রিলোকজননী।
শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে আনিলা জননী ॥

পুথির ৮৫।১ পৃষ্ঠা।

'এই রামায়ণে অনেক কথা আছে, যাহা অপর কোথাও নাই। এই রামায়ণের উপর একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু ও রামেন্দ্র বাবু এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষদে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ পূর্ব্বে কখনও পঠিত বা আলোচিত হয় নাই। লেখকের আলোচ্য বিষয় "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নাম পাইবার যোগ্য কি না, এ সকল বিষয়ে পণ্ডিতেরা নানা আলোচনা করিয়াছেন। যোগেন্দ্রবাবু নূতন পথে চলিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় এত দুরূহ যে, আমি প্রবন্ধ শ্রবণমাত্রে ইহার বিচার-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে পারিয়াছি, তাহা অকপটে বলিতে পারি না। ইহার বিচার-প্রণালীতে কোন ফাঁক আছে কি না, হঠাৎ বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। অন্য পরিষদে উপস্থিত পণ্ডিতেরাও তাহা বলিতে সাহস করিবেন না। প্রবন্ধটি যত্নপূর্ব্বক পাঠ না করিলে কোনরূপ মত প্রকাশ সম্ভব হইবে না। তবে প্রবন্ধের গুরুত্ব সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে চাই। ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ—'যে যে বস্তু কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান'। এই সমানতার অর্থ কি? দুইটি সরলরেখাকে কখন্ সমান বলিব? একটার উপর আর একটা চাপাইয়া Superpose করিয়া দুইটা সরল

রেখার সমানতা নিরূপিত হয়। ইউক্লিড তাহাই ধরিয়াছেন। কিন্তু সরলরেখা কোন বস্তু নহে—তাহাকে সরাইয়া অন্যত্র লওয়া চলে না। একটা গজকাঠি সরান চলে, এই গজকাঠি এক সরলরেখায় রাখিয়া পরে অন্য সরলরেখায় লওয়া চলে। কিন্তু এই অপসারণ হইলে যদি গজকাঠির দৈর্ঘ্য বিকৃত হইয়া যায়, স্থানান্তরিত করিবামাত্র যদি উহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণান্তর হয়, তাহা ধরিবার কোন উপায় নাই। আর একটি উপায় আছে,—কোন দ্রব্য সমান uniform বেগে চলিতেছে। প্রথম সরলরেখা অতিক্রমে যে কাল লাগে, দ্বিতীয় সরলরেখা অতিক্রমে সেই কাল লাগিলে দুই সরলরেখাকে সমান বলা যায়। কিন্তু উভয় স্থলে কাল সামান্য নিরূপণ কিরূপে হইবে? তেমন ঘড়ী কোথায়? পৃথিবীর একবার আবর্ত্তনে যে কাল, আর একবার আবর্ত্তনে সেই কাল ধরিয়া লইয়া ঘড়ী তৈয়ারী হয়। ধরা হয়, পৃথিবীর বেগ uniform। কিন্তু পৃথিবীই যে uniform বেগে চলিতেছে তাহার প্রমাণ কোথায়? উহা ধরিতে গেলে arguing in a circle ঘটে। যোগেন্দ্র বাবু তাহা দেখাইয়াছেন। পৃথিবীর ও গ্রহগণের আবর্ত্তনে uniform ধরিয়া জ্যোতিষিক গণনা চলিতেছে—তাহাতে গণিত ফল ও প্রত্যক্ষ ফল মিলিতেছে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এই অনুমানের logical ভিত্তি কাঁচা। ফলে আমাদের spaceকে আমরা সর্ব্বত্র সমাকার বা homogeneous ধরিয়া লইয়া ইউক্লিডের শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। উহার logical basis কতকটা হয়, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। ইউক্লিডের যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা সমান শব্দের সংজ্ঞা মাত্র। এই সকল প্রশ্ন সাধারণ বিদ্যার্থীর মনে উদিত হয় না। যোগেন্দ্রবাবুর মনে উদয় হইয়াছে—তিনি গোড়া ধরিয়া টান দিয়াছেন,—এই জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি যে নূতন পথ দেখাইয়াছেন, তাহা বিচারসহ হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। উহা ভবিষ্যতে সুধীগণের বিবেচ্য। এই অতি দুরূহ তত্ত্বের আলোচনায় তিনি যে সাহিত্য-পরিষৎকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় প্রধানতঃ দুইটী বিষয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমটি হইতেছে এই যে, ইউক্লিড যেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার সকলগুলি স্বতঃসিদ্ধ কি না, এ বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে এবং ইহার ফলে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ পর্য্যায়চ্যুত হইয়া পড়ে। স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা সম্বন্ধেও তর্ক উপস্থিত হয় এবং দ্বাদশটি স্বতঃসিদ্ধ স্থলে দুইটি, কি তিনটি স্বতঃসিদ্ধ মানিলেই চলিতে পারে। যোগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের বিশেষত্ব কিন্তু এখানে নহে। স্বতঃসিদ্ধের সম্বন্ধে এরূপ আলোচনা পূর্ব্বে অনেক হইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধে আর একটি বিষয়ের যে অবতারণা যোগেন্দ্রবাবু করিয়াছেন, ইহাতে তিনি বিশেষ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। সে বিষয়টি হইতেছে এই,—স্বতঃসিদ্ধের আলোচনা করিতে গেলেই special equalityর কথা আসিয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন উঠে, কখন দুইটি spaceকে সমান বলা যাইতে পারে? যদি বাল যে, যে দুই স্থান একই দ্রব্য অধিকার করিতে পারে, সে দুই

স্থান সমান, তাহা হইলেও এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিরূপে জানা যাইবে যে, একই দ্রব্য এক স্থান হইতে আর এক স্থানে স্থানান্তরিত হইবার সময় তাহার আয়তনের হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই হয় না? সুতরাং একই দ্রব্যের দ্বারা অধিকৃত হইলেও দুই স্থান সমান, ইহা বলা যায় না। সেইরূপ uniform motionএর দিক্ হইতে যদি equal spaceএর এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যায় যে, একই দ্রব্য সমান বেগে একই সময়ে যে দুই স্থান অতিক্রম করে, সে দুই স্থান সমান, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, কিরূপে জানা গেল যে, একটি দ্রব্য সমান বেগে চলিতেছে? বাস্তবিক একটি দ্রব্য সমান বেগে চলিতেছে কি না, ইহা জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, সে দ্রব্য একই সময়ে সমান স্থান অতিক্রম করে কি না। এইরূপে যোগেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, সকল প্রকার equalityই spacial equalityর উপর নির্ভর করে। এখন প্রশ্ন উঠে, তবে special equality জানা যাইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে যোগেন্দ্রবাবু একটি অভিনব theory খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিন্দু dimensionless নহে, বিন্দুর অতি সূক্ষ্ম dimension আছে। সুতরাং বিন্দুর finite সমষ্টিতে finite space পাওয়া যায়। সমস্ত spaceই তাঁহার মতে point cluster মাত্র। দুইটা space সমান, যদি তাহাতে সমানসংখ্যক বিন্দু থাকে। ইহা পদার্থবিদ্যার Ion theoryর analogyতে কল্পিত। এরূপ theory টেঁকিবে কি না, বলা যায় না। তবে ইহা যে একটি অত্যন্ত অভিনব theory এবং ইহার বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর বাবু ও শ্রীমান্ শিশিরকুমারের অতিরিক্ত কিছু বক্তব্য নাই। প্রবন্ধে লেখকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে এবং আমাদের চিন্তা করিবার বিষয় আছে। পঠিত প্রবন্ধ সমস্ত আমার অধিগম্য হয় নাই। ছাপায় পড়িতে পাইলে হয় ত হইবে। আমি প্রত্যক্ষ-বাদী হইয়া ক্ষেত্রতত্ত্ব বুঝিতে চাই। দেশজ্ঞান কিরূপে হয়, তাহা দর্শনে বিচার্য্য। ক্ষেত্রতত্ত্বের বিন্দু (point) নিয়ত স্থান, কিন্তু অপরিমাণ। অতএব "দেশজ্ঞান আর কিছু নহে, বিন্দুর সমষ্টিমাত্র" বলিলে দার্শনিক কূটতর্কের (metaphysical subtlety) মধ্যে পড়িতে হয়। প্রবন্ধ ছাপা হইলে কথাটা বুঝিতে পারা যাইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, যোগেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিতেছেন। আশা করি, তাঁহার আলোচনার ফল পরিষৎকে জানাইবেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল মহাশয়দ্বয় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

৪। (খ) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

৪। (গ ও ঘ) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়ের "রামশর্ম্মার বচন ও গ্রাম্য কবি কুমরে গুরু মহাশয়" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। শোকপ্রকাশ—(ক) নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র ও (খ) জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

আলোচ্য বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি—(ক) সদস্য-নির্ব্বাচন ও (খ) পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি," (খ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ-কবিচিন্তামণি মহাশয়ের 'সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব" ও (গ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয়ের "শালিগ্রাম" নামক প্রবন্ধ। ৪। বিবিধ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
„ প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ
„ অমৃতগোপাল বসু
„ রামেশ্বর সেন
„ ক্ষেত্রনাথ বসু
„ অমৃতলাল দত্ত
„ মথুরানাথ মজুমদার

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ গোলাম দরবেশ দের্দ্দার
„ অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতি-রূপে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইলেন ও উক্ত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ৫ম হইতে সপ্তম অবধি মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। কেবল ৪র্থ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ লিখিত না হওয়ায় উহা পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল।

২। (ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথোচিত প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	রাজকুমার শ্রীজগদীশচন্দ্র দেব বি এ মেদিনীপুর।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	”	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন ২৭ মথুর সেন গার্ডেন লেন।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	”	ডাঃ শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম বি ৪৪।১ গ্রে ষ্ট্রীট।

(খ) নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	১। সমসাময়িক ভারত, (১ম কল্প, প্রাচীন ভারত, ১ম খণ্ড)
	২। ঐ (১ম কল্প, ২য় খণ্ড, প্রাচীন ভারত, দ্বিতীয় খণ্ড)
	৩। ঐ (৮ম খণ্ড, চৈনিক পরিব্রাজক, ১ম খণ্ড)
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪। গয়াকাহিনী
শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী	৫। হিন্দুসমাজের বিরাট মূর্ত্তি সন্দর্শন
রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর	৬। মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ
	৭। মোদমঞ্জুষা
শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮। জগতের সভ্যতার ইতিহাস (সূচনা)

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক	৯। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ভূমির রাজস্ব-বিষয়ক নীতি
	১০। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না
	১১। বিষ্ণুপুরাণং (শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা সহ, ১ম খণ্ড)
	১২। ঐ ঐ (২য় খণ্ড)
	১৩। দোহাবলী—তুলসীদাসী (হিন্দী)
	১৪। তত্ত্বদর্শী, (৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা)
	১৫। ঐ ৪র্থ ভাগ, ৫ম (হিন্দী)
	১৬। ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ, ৭ম („)
শ্রীযুক্ত যদুনাথ দে তত্ত্বনিধি	১৭। নাস্তিক ও জাপানী যোগী
Officer in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.	১৮। Report on Wards attached and Trust Estates in Bengal for 1914-15.
Secy. Asiatic Society.	১৯। Memoris of Asiatic Society of Bengal, Vol IV, No. 2.
Registrar, Calcutta University.	২০। Calcutta University Calendar pt. I, 1915.
	২১। Calcutta U. Minutes pt. I. 1915
	২২। Do Do pt. II „
	২৩। Do Do pt. III „
শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক	২৪। The Genl. Stamp Act, No. 180-1869.
	২৫। Report of the 14th Indian National Congress 1901.
	২৬। The Indian Tax Act, 12 of 1841.
	২৭। Resolution on the Indian Income Tax Act, 1871.
	২৮। The St. John Ambulance Association in India.
	২৯। Light on the Path.

৪। (ক) তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "নেহ ও নেহ শব্দের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়

সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক বলেন যে, নেহ শব্দটি প্রাকৃত। সংস্কৃতে যেখানে স্নেহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, প্রাকৃতে সেই স্থলে ণেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাকৃত ভাষা হইতেই এই শব্দ পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান প্রাকৃতের অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা প্রধানতঃ প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। সাতবাহন-বিরচিত গাথাসপ্তশতী নামক প্রাকৃত গ্রন্থে লালসা অর্থে লেহলা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পদাবলীতে ব্যবহৃত "লেহ ও লেহা" শব্দ এই লেহলা শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং পদাবলীর দুই এক স্থলে সেই শব্দ লেহলা অর্থাৎ লালসা বা আকাঙ্ক্ষা অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। অতএব "লেহ", "লেহলা", "নেহ" ও "ণেহ" শব্দের মূলে প্রাকৃত এবং উক্ত ভাষায় ব্যবহৃত 'ণেহ', 'নেহ' ও লেহলা শব্দত্রয় হইতে যে পদাবলী-সাহিত্যের 'লেহ', 'লেহা' ও নেহ শব্দের উৎপত্তি, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে কেহ কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করায় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার "সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক বলিলেন যে, সুশ্রুতসংহিতায় বৈদিক ধর্ম্মের অনুশাসনই দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধধর্ম্মের গন্ধ অনুভূত হয় না। প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে এ সম্বন্ধে সভাস্থ কেহ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।

সভাপতির নির্দ্দেশ মত "শালিগ্রাম" নামক তৃতীয় প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবাবু মুর্শিদাবাদ লাইনে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন এবং নদীয়া জেলার শালিগ্রামে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, শালিগ্রাম সম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—১৫ই ফাল্গুন, ১৩২২, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৬,

রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন,—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস মহাশয় কর্ত্তৃক স্কেলেরিট নামক খনিজ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি", (খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়ের "রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোক-প্রকাশ,—(ক) লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বি এল ও (খ) যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ
" ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" গৌরহরি সেন
" অতুলচন্দ্র সেন
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
" রামেশ্বর সেন
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" আমোদমোহন সাহা
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
" পুলিনবিহারী দত্ত
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী
" হৃষীকেশ মিত্র
" যোগজীবন মিত্র
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সূর্য্যকুমার পাল
" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
" ভোলানাথ কোঁচ
" শচীন্দ্রসেবক নন্দী
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" হেমেন্দ্রনাথ কুমার
} সহকারী সম্পাদকগণ।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল্	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল্ উকীল, পুরুলিয়া।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীনাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ ক্ষত্রিয়-বান্ধব সম্পাদক, মেদিনীপুর।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত		শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী উকীল, পটীয়া, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীঅন্নদাচরণ সেনগুপ্ত সুচিয়া রামকৃষ্ণ মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার, সুচিয়া, বড়মা পোঃ, চট্টগ্রাম।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮।৩ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। নিম্নলিখিত পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ	১। ফেৎকারিণী-তন্ত্র (ভৈরবাচার্য্য)
	২। নিরুত্তর-তন্ত্র
	৩। ভূতডামর (বীজাভিধান সমেত)
	৪। হস্তামলক (হস্তামলকাচার্য্য)
	৫। কাতন্ত্রবৃত্তি—আখ্যাত (দুর্গাসিংহ)
	৬। স্মৃতিতত্ত্ব (রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য)
	৭। ইতিহাসসমুচ্চয়
	৮। শৃঙ্গারতিলক (মহাকবি কালিদাস)
	৯। একাক্ষরকোষ (পুরুষোত্তম)
	১০। পদাঙ্কদূতটীকা
	১১। নানার্থ-ধ্বনিমঞ্জরী (অমরসিংহ)
	১২। ললিতাবলী (দিগম্বর ভট্ট)
	১৩। জ্যাতিমালা (পরাসর-পদ্ধতি)
	১৪। তন্ত্রের পুথি (সংগ্রহ)
	১৫। নিগমকল্পদ্রুম

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়	১। রাসপঞ্চাধ্যায় ও উদ্ধবদূত গ্রন্থ (খণ্ডিত)
	২। ভারতবর্ষের ইতিহাস
	৩। ভূগোল-বিবরণ
	৪। ঐ (২য় ভাগ)
	৫। পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী (দাশরথি)
	৬। বিদ্যাসুন্দর
	৭। দণ্ডবিধির আইন (১৮৬০ সালের ৪৫ আইন)
	৮। জমিদারী-দর্পণ
শ্রীযুক্ত রাইমোহন বরাট	৯। শ্রীশ্রীগীতলাভক্তি
স্বামী যোগানন্দ	১০। তত্ত্বপ্রকাশিকা বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র নাগ	১১। লীলাম্বুধি
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন	১২। বিদ্যাসাগর
	১৩। প্রবাদমালা, বঙ্গদেশীয় বিবিধ জ্ঞানপ্রদ ব্যবহারমূলক, (১ম ভাগ)
	১৪। প্রবাদমালা, (২য় ভাগ)
	১৫। ভূদেবনির্ব্বাণম্
	১৬। সরলামরকোষঃ (১ম কাণ্ডং)
	১৭। চাণক্যশ্লোকঃ
শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৮। একতারা
	১৯। বীথি
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্ম প্রহরাজ	২০। দুর্গোৎসব-তরঙ্গিণী
শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	২১। A Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal, Vol II.
	২২। Search for Sanskrit Manuscripts.
Supdt. Govt. Printing, India.	২৩। Annual Report of the Board of Scientific Advice for India for 1914-15.
	২৪। Cotton Spinning and Weaving in India.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Printing, India.	২৫।	Report of the Agricultural Research Institute and College, Pusa, for 1914-15.
Secretary to the Govt. of India, Revenue Department.	২৬।	Notification and Order relating to the war in force in Bengal.
	২৭।	Report of the Agricultural Department, Bengal, for the year ending June 1915.
Secy. Govt. of Bombay, General Deptt.	২৮।	Progress Report of the Agricultural Survey of India, Western Circle.
	২৯।	Report of the London Advisory Committee for Indian Students in the United Kingdom.
Smithsonian Institution, America.	৩০।	Annual Report of the Smithsonian Institution for 1914.
	৩১।	Smithsonian Miscellaneous Collection Vol 65. No. 3. Do „ No. 10.

৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস মহাশয় কর্ত্তৃক স্কেলেরিট নামক খনিজ পদার্থের প্রদর্শন স্থগিত রহিল।

৫। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার "বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের মতামত জানিতে চাহিলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় প্রবন্ধে উদ্ধৃত কোন মন্তব্য সম্বন্ধে একটি ভ্রমের বিষয় উল্লেখ করেন। স্থির হইল যে, এই ভ্রমের বিষয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে জানাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার "রেশমশিল্পের পারিভাষিক শব্দ" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। এই প্রবন্ধ পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় কর্ত্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হইলে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৬। (ক) লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বি এল্ ও (খ) যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে শোকপ্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরিত হইবে, স্থির হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২১ মাঘ ১৩২২, ৫ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতা বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
- " অমৃতলাল দত্ত
- " রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
- " শরৎলাল বিশ্বাস বি এ
- " যতীন্দ্রমোহন রায়
- " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
- " সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
- " সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
- " কবিরাজ মথুরানাথ মজুমদার
- " দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ
- " বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ শ্রীমানী
- " রজনীকান্ত রায়
- " বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- " শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- " হেমেন্দ্রনাথ সিংহ
- " রামকমল সিংহ
- " তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
- " ভোলানাথ কোঁচ
- " নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
- " উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহঃ সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতাবিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। এই অধিবেশনে উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় অনুবাদ-লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

স্বর্গীয় মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—১৩ই শ্রাবণ, ২৮শে জুলাই, শনিবার, ৬ ঘটিকা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, (সভাপতি)
সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল, পি এইচ ডি
মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, কে, টি বাহাদুর
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
" নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
" শেষপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
" গগনচন্দ্র রায়
" চিরসুহৃৎ লাহিড়ী
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
" রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এফ সি এস
" মাননীয় রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্ এ
" হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ
" রমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" নিখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
" পান্নালাল মল্লিক
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" সত্যচরণ বসু এম্ এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" তারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ, বি এ
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" কালিকানন্দ ঠাকুর
" শুদ্ধানন্দ স্বামী
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র বসু
" মন্মথমোহন বসু এম এ
" যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ
" ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
" জীবনধন চক্রবর্ত্তী
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" শ্যামলাল মল্লিক

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু
„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্
„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
„ মহাদেব সেন
„ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ শান্তিসাধন বিশ্বাস
„ যতীন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী
„ নিত্যানন্দ রায়
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র
„ যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
„ শরৎকুমার ঘোষাল
„ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
„ বসন্তকুমার ঘোষাল

শ্রীযুক্ত নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত
„ শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী
„ নগেন্দ্রনাথ রায়
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ রামকমল সিংহ
„ কমুদবন্ধু দাসগুপ্ত
„ বসন্তকুমার রায়
„ প্রদ্যোতকুমার রুদ্র
„ ননীলাল বসাক
„ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহঃ সম্পাদকগণ

সভাপতি মহাশয় কোন বিশেষ অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহানুভূতিসূচক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ
মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
রায় ললিতমোহন সিংহ, রায় বাহাদুর
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বি এ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত (সহঃ সম্পাদক)

সভারম্ভে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত গান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হয়।

কি জানি আজি সে কোথা
মুরতি-প্রতিষ্ঠা যার।
শত গুণে জাগে শুধু
শত-গুণ-স্মৃতি তার॥
উচ্চ তার শির, উচ্চ তার জ্ঞান,
উচ্চ তার মান, উচ্চ তার প্রাণ,
নম্র পল্লবিত তরুর সমান,
তাই সাধ তারে শুধু দেখিবার।
মর্ত্ত্য মূর্ত্তি আর পাইব কোথায়,
রেখে শত কীর্ত্তি-বিভূতি হেথায়
সে যে গেছে চ'লে দূরে অমরায়,
তাই সাধ হেথা মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠায়।
গৌরব কি তার মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠায়,
গৌরব তাদেরি যারা দিতে চায়,
আদর্শে দেখায়ে গুণ-গরিমায়
মূর্ত্তি-লক্ষ্যে শত পথ সাধনার।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামাচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয় মহারাজ-রচিত নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন ;—

(১)

ন পূজাং ন মন্ত্রং ন বা যাগযজ্ঞং, ন জানে প্রয়োগং ন বা যোগসিদ্ধিম্।
ত্বদীয়ং পদাব্জং মদেকাবলম্বং, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে॥১॥
গতং যৌবনক্লান্তিভোগাভিলাষৈরিদানীং জরা হ্যাগতা দেহমধ্যে।
ন পশ্যামি মাতঃ পরিত্রাণহেতুং, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে॥২॥
শরীরং তথা মে মনোজ্ঞা ন বুদ্ধিঃ, সমস্তং প্রদত্তং তব শ্রীপদান্তে।
ন পুণ্যং ন ধর্ম্মো মমৈবাস্তি কিঞ্চিৎ, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে॥৩॥
সদা ভীতচিত্তঃ সদা ব্যাকুলাত্মা, ন জানে গতিঃ কা ভবেজ্জীবনান্তে।
অপারা কৃপা তে দৃঢ়জ্ঞানমেতৎ, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে॥৪॥
ন চান্যা গতির্মে বিনা পাদপদ্মং, কুরু ত্বং শরণ্যে যথেচ্ছং হি কালি।
প্রপন্নাম্যদূরে মহাঘোরকালং, প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে॥৫॥
দত্ত্বা ব্রহ্মময়ীপাদে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীনিমান্।
তদাশ্রয়ং চিরং যাচে যতীন্দ্রঃ শরণাগতঃ॥৬॥

(২)

শৃণু রে মানস শৃণু হিতবাণীং
ত্যজ নিজচঞ্চলভাবমিদানীং।
পরিহর সত্বরমহমিতি গর্ব্বং
কালগ্রাসে নিবসতি সর্ব্বম্ ॥১॥
মৃগতৃষ্ণাসম-ভববিভবাশা
শান্তা ন ভবতি ভোগপিপাসা।
ইহ সংসারে নহি সুখলেশঃ
প্রভবতি নিত্যং দুঃখবিশেষঃ ॥২॥
মায়ামুগ্ধং বিচরসি লোকে
সুখসন্ধানান্ মজ্জসি শোকে।
ব্যর্থং পরিজনবৈভববিত্তং
ব্রহ্মময়ীপদমাশ্রয় নিত্যম্ ॥৩॥

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় মহারাজের রচিত নিম্নলিখিত ইংরাজি কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন,—

MOON LIGHT ON THE RIVER.

(From "Flight of Fancy"
by the Late Maharaja Sir J. M. Tagore.)

The silv'ry moon, in majesty serene,
Enthron'd sits. Beneath, the Ganges spreads
Its breast.—a sheet immense of crystalline,
Where Heaven's ethereal dome, begemmed with stars
Is mirrored.—"beautiful exceedingly !"
Along the verdant banks the stately palms
Their lengthened shadows fling ; the mangoe tree,
Its leaves with silver tipp'd, a chequered shade
Extends ; while oft some silken plot of ground,
Enamelled o'er with flowers of orient hue,
Laughs gaily on the sight. In tranquil flow
The stream roll on, unruffled with a wave,
Like infancy's sweet thoughts—so pure, so calm !—
And such the stillness that pervades this hour,
That not a rippling sound is heard against
The vessel's side. The winds, now weary grown

With wafting fragrance from the nectar'd cup
Of each fresh opening flower, have sunk to rest.
Nor aught else stirs; except at intervals
In melting cadence from some far off tree
Is heard the *Kokil* singing to his mate;
Or, oftener yet, the crickets piercing chirp
That makes the silence doubly felt. 'Tis now
That contemplation reigns supreme;
'Tis now that Nature with her Maker holds
Communion deep. A spell there is in such
A time as this that leads the pensive soul
To tender mem'ries of the blissful past!

অতঃপর শ্রীযুক্ত বামাপদ হালদার মহাশয় কর্তৃক মহারাজের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হয়;—

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

তুষার-ধবল হৃদে নিলিম নলিনী।
হরহৃদি মাঝে আমার শ্যামা মা জননী॥
রূপে সে তিমির রাশি
অথবা তিমিরনাশি
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী।
মনে এই অভিলাষ
কাটিয়ে সংসার-পাশ
যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ দু'খানি॥

তৎপরে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "যতীন্দ্র-স্মরণ" নামক নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করেন;—

যতীন্দ্র-স্মরণ।

শুভ দিনে শুভ ক্ষণে দেশমাতৃকার গর্ভে
কচিৎ জনমে সুসন্তান;
ক্ষিতিতলে লভে যশ অতুল সম্পদ সুখ
ভাগ্যবান্ লভয়ে সম্মান!
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্ম-ফলে, কীর্ত্তি স্মৃতি-সৌধ স্থাপি
লভেন এ ভবে অমরতা,
মৃত্যুর পরেও কভু যশঃখ্যাতি জ্যোতি তাঁর
প্রাপ্ত নাহি হয় মলিনতা।

কত নরনারী কেদে অশ্রুজল তাঁর তরে
সদ্‌গুণাবলী তাঁর স্মরি ;
নিত্য পূজা করে তাঁরে, হৃদি-সিংহাসনে রাখি
দেবতার পূত পদে বরি।
তুমি সেই ভাগ্যবান্, শুভ দিনে শুভ ক্ষণে
জন্মেছিলে বিরাট পুরুষ !
এ বঙ্গ মাঝারে দেব অতুল সম্পদ্ খ্যাতি
লভেছিলে পরম পৌরুষ।
কর্ম্মক্লান্ত দেহে পরে, দেশমাতৃকার অঙ্ক
শূন্য করি লভেছ বিশ্রাম
শান্তিদাত্রী "ব্রহ্মময়ী" স্নিগ্ধ কোলে, বহে যথা
শান্তি-সমীরণ অবিরাম।
যেই কীর্ত্তি-স্মৃতি-সৌধ স্থাপন করিয়া গেছ
তার সেই অতি উচ্চ চূড়ে,
আজিও তেমতি দেব পত পত শব্দে সদা,
বিজয়-কেতন তব উড়ে।
সেই তব রাজপাট, সেই রাজ-সিংহাসন
আজিও তো রয়েছে বজায়,
সেই রাজসম্মান মহারাজ উচ্চোপাধি
আজো তব মহিমা যে গায়।
সেই তব প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে আজো বাজে
সুমধুর আরতির বাদ্য,
তোমার স্থাপিত সেই অন্নসত্রে প্রতিদিন
অভুক্ত অতিথি পায় খাদ্য !
তব প্রতিষ্ঠিত টোলে দীন বিদ্যার্থীর দল
লভিছে আজো বিদ্যাশিক্ষা,
আজিও যাচকবৃন্দ রিক্ত হস্তে নাহি ফেরে
যথাযোগ্য পায় দেখি ভিক্ষা।
বঙ্গ-বিধবার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তুমি
করে গেছ যে বিরাট দান।
আজিও তাহার তরে দেবীরূপা মাতৃরূপা
বিধবারা করে যশোগান।
অধিকন্তু কলিকাতা সমগ্র বঙ্গের মাঝে
হেন শুভ অনুষ্ঠান কই ?
যাহাতে তোমার দান, হয় নাই বরিষণ ;—
অনুষ্ঠিত হ'লো তোমা বই।
যে দিকে ফিরাই আঁখি সর্ব্বত্র দেখিতে পাই
তোমার সে জীবন্ত প্রতিমা,

সর্ব্বত্রই তব নাম অঙ্কিত রয়েছে দেখি
প্রকাশিছে তোমার গরিমা।
পরিষৎ মন্দির মাঝে তোমার প্রস্তর-মূর্ত্তি
প্রতিষ্ঠার দিনেতে হে আজ,
কত কথা মনে পড়ে, তোমার সে গুণপনা
কেমনে প্রকাশি মহারাজ ?
বীণাপাণি কমলার একত্র যে সম্মিলন
অসম্ভব—কভু দেখি নাই।
সম্ভব হইয়াছিল দেখেছি কেবল মাত্র
যতীন্দ্রমোহন, তব ঠাই।
আচণ্ডালে সম ভাব, রাজকর্ম্মচারী প্রজা
যথাযোগ্য সম্ভাষণ সবে,—
তুমিই করেছ জানি, দেখেছ স্নেহের চক্ষে
যে এসেছে তব পাশে যবে।
বঙ্গদেশে নাট্যশালা, যাহা আজ নাট্যামোদী
ব্যক্তিদের হর্ষ-নিকেতন,
প্রতিষ্ঠাতা কে তাহার— তুমিই তো মূল তার
নাট্যশালা তোমার স্থাপন।
বঙ্গীয় সাহিত্য যবে শিশু—তখন তাঁহার
শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলে দেব তুমি,
বঙ্গীয় সাহিত্যে দান রহিবে অক্ষয় তব
যত দিন রবে বঙ্গভূমি।
তোমার সুযোগ্য পুত্র তব কীর্ত্তি যদি ওহে
রাখিয়াছে সবই উজ্জ্বল,
তথাপি কেমন যেন তব লাগি তপ্ত শ্বাস
বাহিরায় ঝরে আঁখিজল।
তবে আমাদের এই দুঃখের সান্ত্বনা দেব
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" ভবে,
বহু দিন বহু বর্ষ বঙ্গবাসি-হৃদাসনে
মূর্ত্তি তব প্রতিষ্ঠিত রবে॥

তৎপরে মহারাজ বাহাদুরের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি শ্রীযুক্ত বামাপদ হালদার মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হয়;—

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

কি শোভে আজু ঝুলনে।
কি শোভে আজ কুঞ্জমাঝে
রসিকরাজ রাধা সহ রাজে
(আজি ঝুলনে)।

শ্রাবণ-শশী মেঘ-মিলিত
কভু বিকাশ কখনও মুদিত
গোকুল-শশী হেরি ত্বরিত
লুকায় যেন লাজে
(আজি ঝুলনে) ॥

গোপীগণ একসঙ্গ গায় গীত রসতরঙ্গ
নৃত্য সহিত অঙ্গ-ভঙ্গ
ঘন মৃদঙ্গ বাজে ।
ফুটিল সকল কানন-ফুল
পবন বহন মন্দ মৃদুল
ধন্য হইল যমুনাকুল
মধুর যুগল সাজে
(আজি ঝুলনে) ।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর স্বর্গীয় মহারাজের জীবনী সম্বন্ধে "যতীন্দ্র-প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহার জীবনী সংগ্রহ ও তাঁহার রচিত সমগ্র গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ও প্রচার তদীয় উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুরের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ও বাঙ্গলা দেশের জমিদারগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ বাহাদুর এই প্রসঙ্গে বলিলেন যে, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন না জানিতেন, এমন জিনিষ ছিল না। তিনি সকল জিনিষের অন্তঃস্তল বুঝিতেন। তিনি মিষ্টভাষী ও সদালাপী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক ঘণ্টা কথাবার্ত্তা কহিলে গত ৫০ বৎসরের Politi l Life এর সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার মাতৃ-ভক্তি অসাধারণ ছিল। Lord Lytton তাঁহাকে দিল্লী দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে যাইতে অনুমতি না দেওয়ায়, তিনি ঐ দরবারে যান নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ মহাশয় বলিলেন,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আমরা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করিয়া থাকি। অদ্য আমরা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর একজন ভক্তের পূজা করিতে আসিয়াছি।" মহারাজের নানা গুণগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বদর্শিনী প্রতিভা ছিল। তিনি বাঙ্গালার একজন প্রধান জমিদার ছিলেন। British Indian Association এর গৌরবজনক অনেক কাজই মহারাজ বাহা-দুরের পরামর্শ-মত হইয়াছিল। ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় মহারাজের সহিত পরামর্শ করিয়া

Hindoo Patriotএর প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি দূরদর্শী, চতুর ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন। তাঁহার মনে হয় যে, মহারাজের একান্ত নিষ্ঠা, দেবভক্তি ও মাতৃভক্তির গুণে তিনি "বাবু যতীন্দ্রমোহন" হইতে উচ্চ "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজের সহিত মাইকেল মধুসূদনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। মধুসূদন যখন নিতান্ত অপরিচিত, তখন মহারাজ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণ মনে করিতেন যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটা বাতুলতা মাত্র এবং তাঁহারা উহার স্থায়িত্বে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু মহারাজ যতীন্দ্রমোহন তাহার মর্ম্ম বুঝিতেন ও মাইকেলকে প্রশ্রয় দিতেন। সকলেই অবগত আছেন যে, মাইকেল সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলায় বিয়োগান্ত নাটক লেখেন। তাঁহার প্রথম বিয়োগান্ত নাটক কৃষ্ণকুমারীর সম্পূর্ণ ব্যয় যতীন্দ্রমোহন বহন করেন। যেমন বিক্রমাদিত্য কালিদাসের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, যতীন্দ্রমোহন মাইকেলকেও সেইরূপ প্রশ্রয় দেন। যতীন্দ্রমোহন নিজে বাণীর সেবক ছিলেন ও বাণীর সেবকদিগের উৎসাহদাতা ছিলেন।

অতঃপর সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—যতীন্দ্রমোহন সাহিত্যানুরাগী পুরুষ ছিলেন। এই ক্ষণজন্মা মহাত্মার স্মৃতি-সভায় উপস্থিত থাকা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি আমায় ভালবাসিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে কথায় কত বলিব, বলিতে কথা ফুরায় না। তিনি যথাশাস্ত্র ও যথান্যায় ধন ও মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নিম্নলিখিত ভাবে হয়। তাঁহার পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত Tagore Law Professorshipএর আমি একজন প্রার্থী ছিলাম। তখন Thesis লেখা ছিল না, অনেকটা canvassing দ্বারা নির্ব্বাচন হইত। আমি প্রথমে সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি ঐ পদের যোগ্য কি না। আমার সহাধ্যায়ী ও বন্ধু প্রতাপচন্দ্র পাল আমাকে কৃষ্ণদাস পালের নিকট লইয়া যান। তাঁহারা উভয়েই বলেন যে, একটু আধটু canvassing করাইতে হইবে। অগত্যা প্রফুল্লকুমারের সহিত পরিচিত হইবার জন্য তাঁহারা আমাকে যতীন্দ্রমোহনের নিকট যাইতে বলেন। আমি তখন হাইকোর্টের একজন নগণ্য উকীল। কিন্তু তবুও তাঁহার কাছে যাইতে তিনি এত মিষ্টভাবে আদর করিলেন, যাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত সরল ছিল। অথচ তিনি রাজনৈতিক জটিলতা খুব বুঝিতেন এবং অনেককে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তাঁহার আর এক গুণ ছিল যে, কেহ তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি তাহার নিকট যাইতেন, তা আহ্বানকারী ধনীই হউক, আর দরিদ্রই হউক। তিনি নিজে সাহিত্যসেবী ছিলেন, কিন্তু ইংরাজি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা পার্শী ইত্যাদি সকল ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আমি একবার তাঁহার প্রাসাদে বেড়াইতে গিয়া একটি ইংরাজি কবিতা দেখি; উহা পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুর পর রচিত। জানিলাম যে, উহা মহারাজ বাহাদুরের নিজের লেখা। কবিতাটি ঠিক মনে নাই। সুন্দর কবিতাটি মুদ্রণ-

যোগ্য। তাঁহার বাড়ীতে কল্পিত গুহায় একটি মূর্ত্তির নীচে তাঁহার রচিত যে একটি সুন্দর শ্লোক আছে, তাহা ব্যাকরণ-দুষ্ট হইলেও উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—যখন কাশীতে কাশীনরেশ মহারাজ প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে return visit দিতে আসেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি। এই সময়ে তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আলাপ শুনিয়া আমি আনন্দ লাভ করি। তিনি ভূম্যধিকারীর প্রকৃত আদর্শ ছিলেন। তিনি প্রাচীনের প্রতি অত্যন্ত আদর করিতেন। দাশুরায়ের প্রাচীন পাঁচালী-জানা লোক খুব কমই ছিল। কোন সময়ে শুনা যায় যে, বক্কেশ্বর নামক একজন লোক দাশুরায়ের পাঁচালী জানেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া সেই গান শুনিয়াছিলেন। কোন ভাল গাইয়ে বা বাজিয়ে আসিলে তিনি তাঁহাদের আদর করিয়া ডাকিতেন ও উপযুক্ত সম্মান ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিতেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে অসাধারণ ভক্তি ছিল। কাশীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুন্দর শিবমন্দির তাঁহার প্রাচীন স্থাপত্য-বিদ্যায় আস্থা ও দেবভক্তি প্রকাশ করিতেছে। ঐ মন্দির-বাটীতে আশী জন ছাত্র বাস করে ও আহার পায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"মহারাজ যতীন্দ্রমোহন উর্দ্দু ও পারশি খুব ভাল জানিতেন ও ঐ ভাষাদ্বয়ের অতি সুন্দর উচ্চারণ করিতে পারিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, জানিতাম। লেডী কর্জ্জনের আমলে লাট-প্রাসাদে একটা গার্ডেন পার্টি হয়। বঙ্গীয় সম্পাদকরূপে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। ঐখানে লেডী কার্জ্জন নিজে সকলকে চা দিতেছিলেন। মহারাজা বাহাদুর গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে যদি Lady Curzon নিজে চা দেন, তাহা হইলে তিনি কি করেন, দেখিবার জন্য ব্যগ্র ছিলাম। যখন Lady Curzon চা দিলেন, তখন তিনি নিজে হাত পাতিয়া লইলেন, তারপর পাগড়িতে ঠেকাইয়া ফেরৎ দিয়া বলিলেন যে, হিন্দুমতে দেবতার প্রসাদ মাথায় রাখিতে হয়, খাইতে নাই। ইহাতে ধর্ম্মও বজায় রহিল, আপ্যায়নও করা হইল। তিনি একজন ভক্ত সাধু ছিলেন এবং তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে জানিতে পারি যে, তিনি একজন সাধক ছিলেন। তারা-পীঠের "বামা ক্ষেপা"কে বোধ হয়, একমাত্র যতীন্দ্রমোহনই নিজে বাড়ীতে আনিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর এক মিনিট পূর্ব্বে মনে হয়, যেন তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন। তারপর যেন কথা শেষ হইলে তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন—কোলে নে মা—তাহার পরই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হয়। যাঁহারা তাঁহার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আমার কথার সত্যতার প্রমাণ দিবেন। তাঁহার বাড়ী একটি আসল বৈঠকখানা ছিল। তিনি একজন মুরুব্বি পৃষ্ঠপোষক ও নেতা ছিলেন; তিনি অতীতের ভাণ্ডার ছিলেন। আমি যে প্রাচীন কালের বিষয়ে নানা তথ্য জানিয়াছিলাম, তাহার পনের আনা মহারাজা বাহাদুরের নিকট হইতে।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—ভারতবর্ষীয়—বিশেষতঃ বঙ্গ-

দেশের ইংরাজ-শাসনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এই কয় অংশে বিভক্ত করা যায় ;—প্রথম পলাশীর যুদ্ধের দিন ২৩শে জুন ১৭৫৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৯২ সাল অর্থাৎ Lord Cornwallisএর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। তখন নবাগত ইংরাজের অত্যাচারে দেশ জর্জ্জরিত। বঙ্গীয় প্রজার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। এই সময় কোনরূপ সাহিত্য-চর্চ্চাই হয় নাই। ১৭৯৫ হইতে ১৮১৩ পর্য্যন্ত Lord Cornwallisএর সময় দেশের প্রজার অবস্থা কতক ভাল হয়। এই সময় দুই একখানা বাঙ্গলা বই লিখিত হইতেছিল। ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ এই বিশ বৎসর বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা হয় এবং উহা অনেক বর্দ্ধিত হয়। এই সময় অনেক ইংরাজ আমাদের দেশের ও ভাষার উন্নতির চেষ্টা করেন। এই সময় রাম-মোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৩ হইতে ১৮৫৩ বা ৫৭ এই সময়ে বঙ্গভাষার দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হয়। অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। বহু গ্রন্থ এই সময় লিখিত হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি অনেক হয়। তখনও যতীন্দ্রমোহনের প্রতিভা প্রকাশিত হয় নাই। তিনি তখন হিন্দু কলেজে বিদ্যালাভ করিতেছিলেন। তিনি একজন ভাল ছাত্র ছিলেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজি-সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হন। ১৮৫৭—১৮৮৩ এই সময়ে বঙ্গের বিশেষ উন্নতি হয়। সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক—এই সকলের উন্নতির কেন্দ্র ছিলেন সার যতীন্দ্রমোহন। তাঁহার যত্নে বেলগেছে ও তাঁহার নিজ বাড়ীতে নাট্যশালা প্রস্তুত হয়। তিনি প্রকৃত গুণীর গুণ বুঝিতেন। যতীন্দ্রমোহন বাঙ্গালার কেন, ভারতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। ১৮৮০ সালের পর হইতে যতীন্দ্রমোহন নিজে বড় একটা কিছু করিতেন না, তিনি কেবল উপদেষ্টা ছিলেন। রাজনীতি, সমাজ ও নানা বিষয়ে নব্য সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতেন। Hindu Collegeএর Theatre হল ভাঙ্গিয়া দিবার কথা হয়। মহারাজের মনে ইহাতে আঘাত লাগে। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন যে, আমার পুত্র প্রদ্যোতকুমারকে সঙ্গে লইয়া ছোট লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার নাম করিয়া বলিবেন যে, এই Hall এর যেন অন্য ব্যবহার না হয়। Sir Andrew Fraserএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নাম বলিবা মাত্র উহা বন্ধ হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় একতালায় আসিয়া মহারাজের মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিলেন এবং মহারাজের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এই মূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য দান করায় তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলেন।

শেষে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পর সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৸৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১৲ এক টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১৲ এক টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। **ধর্ম্মপূজাবিধান**—রামাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্বান্বেষীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রাচীন বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। মূল্য—সদস্যপক্ষে ॥০, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ॥৵০, সাধারণপক্ষে ৸০।

২। **মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা**—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। যাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন হইলেও অতি প্রাঞ্জল ও মধুর। ভাষাতত্ত্বান্বেষীর জানিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ৸০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৸৵০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৩। **গঙ্গা-মঙ্গল**—দ্বিজ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যদ্যোতক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষায় অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে দুই একখানি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মস্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। অনুসন্ধিৎসু ভাষাতত্ত্বজ্ঞের জানিবার ও শিখিবার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ॥০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ॥৵০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য

স্বীকার্য্যটি এই ;—

"যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরলভাবে যথেচ্ছ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।"

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য এবং দশম স্বতঃসিদ্ধকে একই তথ্যের অন্তর্নিহিত করা হইয়াছে। তবে প্রথম স্বীকার্য্য ও দশম স্বতঃসিদ্ধের তাৎপর্য্য—অর্থাৎ, দুই বিন্দুর মধ্যে সরল রেখা অঙ্কনে আমাদের সামর্থ্য এবং দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া একাধিক সরল রেখা অঙ্কনে অসামর্থ্য, যেরূপ যথাক্রমে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধেও তদ্রূপ দ্বিতীয় স্বীকার্য্যে উক্ত সরল রেখার পরিবর্দ্ধনে সামর্থ্য আলোচিত হইবে।

এই স্বীকার্য্যটিতে সমতলের কোন উল্লেখ নাই। অথচ এই স্বীকার্য্যের প্রয়োগকালে মানিয়া লওয়া হয় যে, সরল রেখাটি যে সমতলে অবস্থিত, সেই সমতলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, সরল রেখার সহিত সমতলের কি সম্পর্ক, তাহা জানা আবশ্যক।

ইউক্লিড সমতলের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেন ;—

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় সরল রেখা পরস্পরের সহিত সোজাভাবে অবস্থান করে, তাহাকে সমতল বলে।

এই সংজ্ঞা কোন স্পষ্ট অর্থই প্রকাশ করে না। অপিচ অন্য প্রতিজ্ঞার প্রমাণ-কালেও এই সংজ্ঞাদ্বারা কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। তজ্জন্যই অধুনা সমতলের সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল রেখা সর্ব্বতোভাবে উক্ত তলে অবস্থিতি করে, তাহাকে সমতল বলে।

'নিয়মিত তল মাত্রেরই অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সমরেখা সেই তলে অবস্থিত থাকে। সরল রেখা মাত্রই সমরেখা এবং তদনুযায়ী নিয়মিত তলই সমতল। অতএব

যে কোন সরল রেখা তদনুযায়ী সমতলে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি করিবে। সুতরাং উপর্য্যুক্ত সংজ্ঞার স্থলে নিম্নোক্ত সংজ্ঞাই যথেষ্ট।

যে নিয়মিত তলের সমরেখা সরল রেখা, তাহাকে সমতল বলে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সরল রেখা মাত্র সমতলেরই সমরেখা। ইহাই সমতল ও সরল রেখার মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক।

সমরেখা মাত্রই হয় সরল রেখা, নয় বৃহৎ বৃত্তের কোন অংশ। অতএব সমরেখার সহিত তৎসংলগ্ন সমরেখার যোগে,—অর্থাৎ উক্ত সরল রেখার সহিত তৎসংলগ্ন সরল রেখার যোগে অথবা বৃহৎ বৃত্তের সহিত তৎসংলগ্ন বৃহৎ বৃত্তের অপর অংশযোগে,—যে সমরেখা জন্মে, তাহাই প্রথমোক্ত সমরেখার বর্দ্ধনে উৎপন্ন সমরেখা। অতএব দ্বিতীয় স্বীকার্য্যটিকে নিম্নলিখিতরূপে আরও ব্যাপক করা যাইতে পারে।

যে কোন সমরেখাকে, উহা যে নিয়মিত তলে অবস্থিত, তাহার মধ্য দিয়া, উভয় মুখে নিয়মিত রেখার পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

একটি সমরেখা তাহার সংলগ্ন সমরেখা-যোগে পরিবর্দ্ধিত সমরেখায় পরিণত হয়। এইরূপ পরিবর্দ্ধনে বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ণ নিয়মিত রেখা,—বৃহৎ বৃত্তের লঘু ধনুর পর্য্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামেই অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা (অর্থাৎ সরল রেখা) বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। অর্থাৎ কোন বিশেষ সীমা (limit) অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত নিয়মিত রেখার অংশ মাত্রই সমরেখা নামের যোগ্য। অতএব একটি সমরেখা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তাহা উক্ত সীমা পর্য্যন্ত সমরেখার সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং তৎপরেও বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভবপর হইলে তাহার নিয়মিত রেখার দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। সরল রেখা যতই বর্দ্ধিত হউক, মানব-বুদ্ধিতে তাহা সরল রেখারূপেই বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু পরিবর্দ্ধিত বর্ত্তুল রেখা যে উক্ত অনুবন্ধ অতিক্রম করিতে পারে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষের গোচর। ইহাই দ্বিতীয় স্বীকার্য্য এবং ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের অর্থ প্রসার করিয়া আমি যে তথ্যে উপনীত হইয়াছি, ইহা সেই তথ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থাৎ সরলরেখা ও বর্ত্তুলরেখা এই সম্বন্ধে উভয় তথ্যই সম্পূর্ণরূপে সমরেখার সংজ্ঞার অন্তর্নিহিত। এরূপ অবস্থায় উক্ত স্বীকার্য্যের কোন আবশ্যকতাই থাকিতে পারে না।

ইউক্লিডের সরল রেখা সীমাবদ্ধ। তজ্জন্যই তিনি বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে উহার পরিবর্দ্ধন আবশ্যক মনে করিয়া দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা যখন পূর্ব্ব হইতেই সরল রেখার পরিমাণ অসীম ধরিয়া লইয়াছি এবং ইউক্লিডের মতানুযায়ী সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে তাহার অংশ মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তখন সরল রেখার পরিবর্দ্ধনের আবশ্যকতা আমাদের পক্ষে আদৌ থাকিতেছে না।

সমরেখা মাত্রই বর্দ্ধিত হইলে তদনুযায়ী নিয়মিত তলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইবে এবং সরল রেখার বৃদ্ধিও তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই ঘটিবে। সরল রেখার পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে এই প্রকারের সীমা ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই প্রতিপাদনের পূর্ব্বে যে যে স্থলে দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে, সর্ব্বত্রই এই তথ্যটি বিনা প্রমাণে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, বলিতে হইবে। অর্থাৎ ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্যে সমতলের উল্লেখ না থাকিলেও এই কথাটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সরল রেখামাত্র তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ইউক্লিড সামতলিক জ্যামিতির আলোচনায় প্রায় সর্ব্বত্রই সমতলের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়াছেন, স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই।

এক্ষণে সরল রেখার পরিবর্দ্ধনক্রিয়া সমতলের মধ্যেই আবদ্ধ রাখার জন্য একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞাটি কি প্রকারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, দেখা যাউক।

ঐ প্রতিজ্ঞাটি ও তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ সেই সমতলের বহির্দ্দেশে থাকিতে পারে না।
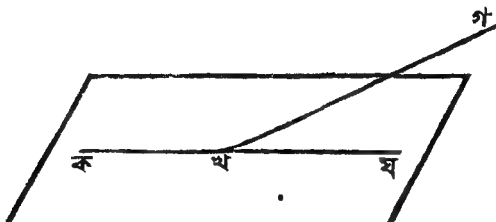
কারণ, যদি সম্ভব হয়, মনে কর, ক খ গ সরল রেখার খ গ অংশ উক্ত সমতলের বহির্দ্দেশে রহিয়াছে।

তাহা হইলে ক খ সরল রেখার বর্দ্ধনে উৎপন্ন অপর একটি সরল রেখা উক্ত সমতলের অভ্যন্তরে থাকিবে।

মনে কর, ইহা খ ঘ।

অতএব ক খ গ ও ক খ ঘ এই দুইটি সরল রেখার সাধারণ অংশ ক খ।

তাহা অসম্ভব। কারণ, যদি আমরা খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ক খ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করি, তাহা হইলে সেই বৃত্তের ব্যাসদ্বয় পরিধিকে অসমান ভাবে ছিন্ন করিবে।

অতএব একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ উক্ত সমতলের বহির্দ্দেশে থাকিতে পারে না।"

খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া অঙ্কিত বৃত্তের পরিধি যে ব্যাসদ্বয় দ্বারা অসমান ভাবে ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হইল, সেই ব্যাসদ্বয় নিশ্চয়ই ক খ গ ও ক খ ঘ সরল রেখার অংশ। তবেই স্বীকার করিতে হইবে, খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এরূপ একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যায় যে, তাহা ক খ গ ও ক খ ঘ এই দুই সরল রেখার অংশকে ব্যাস করিতে পারে। কিন্তু বৃত্ত সামতলিক ক্ষেত্র। অতএব ক খ গ ও ক খ ঘ এই সরল রেখাদ্বয় একই সমতলে অবস্থান করিতেছে, ইহা স্বীকার করাই হইয়াছে।

এই স্বীকৃত তথ্যটি সূত্রাকারে এই রূপ গ্রহণ করিবে ;—

দুইটি সরল রেখা সংলগ্ন থাকিলে তাহারা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

ঐ প্রথম প্রতিজ্ঞার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি এই ;—

"যদি দুইটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করে, তবে তাহারা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে ; অপিচ তিন সরল রেখায় যে ত্রিভুজ জন্মে, সেই ত্রিভুজও একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।"

এই প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের সহিত পূর্ব্বোক্ত স্বীকৃত তথ্যের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। অথচ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি যে উক্ত তথ্যের সাহায্যে প্রতিপাদিত প্রথম প্রতিজ্ঞার পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে। ইহার প্রতিপাদনেও উক্ত প্রথম প্রতিজ্ঞাটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

কোন দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দু থাকিলেই সেই রেখাদ্বয়কে পরস্পর সংলগ্ন বলা হয়। এই সাধারণ বিন্দু উক্ত রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটির আরব্ধি, সমাপ্তি, অথবা অন্তর্ব্বর্ত্তী হইতে পারে। আমরা সরল রেখাকে অসীম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। আমাদের মতে কোন সরল রেখারই আরব্ধিও নাই, সমাপ্তিও নাই। অতএব দুইটি সরল রেখা পরস্পর সংলগ্ন হইলে, সাধারণ বিন্দু, তাহাদের উভয়েরই অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবে। দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দু উভয়েরই অন্তর্ব্বর্ত্তী হইলে রেখাদ্বয় পরস্পরকে হয় স্পর্শ করিবে, নয় ছিন্ন করিবে। আমরা জ্যামিতিক অভিজ্ঞতা হইতে অবগত আছি যে, সরল রেখাদ্বয় তদবস্থায় পরস্পরকে ছিন্ন করিয়াই থাকে। অতএব উক্ত স্বীকৃত তথ্যটিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের সহিত অভিন্নই ধরিতে হইবে।

কিন্তু ইউক্লিড সর্ব্বত্রই সরল রেখাকে সান্ত আকারে রাখিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সরল রেখার পরিমাণ সান্ত রাখিয়া উক্ত স্বীকৃত বিষয়টিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র আকার দেওয়া যায় কি না, দেখা কর্ত্তব্য।

আমরা সরল রেখাদ্বয়কে অন্তর্ব্বর্ত্তী বিন্দুতে সংলগ্ন করিয়াছি, এজন্য ঐ তথ্যটি ইউক্লিডের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন কিন্তু উহাদিগকে প্রান্ত বিন্দুতে সংলগ্ন রাখিয়া সূত্র গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে।

"ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, "কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটি কণিকা কোন একটি বিন্দু হইতে অপর একটি বিন্দু পর্য্যন্ত যে পথে গমন করে, অন্য এক সময়ে সেই কণিকা সেই পথের পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দুকে পরবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বিন্দুকে পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়া প্রথমোক্ত বিন্দুতে উপস্থিত হইতে পারে।" অর্থাৎ যে কোন রেখার আরম্ভিকে সমাপ্তি এবং সমাপ্তিকে আরম্ভিরূপে ধরিতে পারা যায়। সাধারণতঃ রেখা মাত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী বিন্দু সেই রেখার আরম্ভি ও সমাপ্তি হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যে সকল রেখার দুইটি মাত্র বিন্দু আরম্ভি ও সমাপ্তি হইতে পারে, তাহাদের উক্ত বিন্দুদ্বয়কে ঐ বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বিন্দুকে প্রান্ত-বিন্দু বলা যাইবে।

তাহা হইলে, উক্ত তথ্যটি এই রূপ গ্রহণ করিবে।

দুইটি সরল রেখা কোন প্রান্ত-বিন্দুতে মিলিত হইলে একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

এই প্রতিজ্ঞাটি দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহার অনুরূপ বটে। অপিচ, ইহা উক্ত প্রথম ভাগ হইতে সহজে বোধগম্যও নহে। এমন অবস্থায় ইহাকে স্বতঃ-সিদ্ধরূপে না ধরিয়া উক্ত ভাগকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? বিশেষতঃ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার ইউক্লিড-দত্ত প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার পক্ষে আরও একটি গুরুতর আপত্তি আছে।

ইউক্লিড-দত্ত প্রমাণটি এই ;—
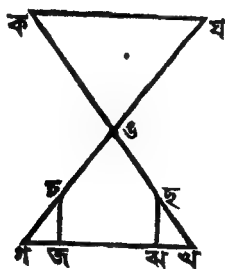
কারণ, "মনে কর, ক ঘ ও গ খ দুইটি সরল রেখা ঙ বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিতেছে। আমি বলি যে, ক ঘ ও গ খ একই সমতলে অবস্থিতি করিবে; এবং প্রত্যেক ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

কারণ, ঙ গ ও ঙ ঘ এর অন্তর্ভুক্ত চ ও ছ যে কোন দুই বিন্দু গ্রহণ কর।

এবং চ জ ও ছ ঝ দুইটি সরল রেখা টান।

আমি প্রথমে বলি যে, ঙ গ ঘ ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিত।

কারণ, যদি ঙ গ ঘ ত্রিভুজের অংশ চ গ জ অথবা ছ ঘ ঝ এক সমতলে অবস্থিত

থাকিয়া অপর অংশ অন্য সমতলে অবস্থিতি করে, তবে ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখার একাংশ এক সমতলে অবস্থিত থাকিয়া অপরাংশ অন্য সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

কিন্তু যদি ঙ গ খ ত্রিভুজের চ গ খ ছ অংশ এক সমতলে এবং অপরাংশ অন্য সমতলে অবস্থিত হয়,

তাহা হইলে ঙ গ ও ঙ খ উভয় সরল রেখার একাংশ এক সমতলে ও অপরাংশ অপর সমতলে অবস্থিতি করিবে।

কিন্তু উহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। [১১—১

অতএব ঙ গ খ ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিত।

কিন্তু ঙ গ খ ত্রিভুজ যে সমতলে অবস্থিত, ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখার প্রত্যেকেই সেই সমতলে অবস্থিত থাকিবে ;

এবং ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, ক খ ও গ ঘ সরল রেখাও সেই সমতলে অবস্থিত থাকিবে। [১১—১

অতএব ক খ ও গ ঘ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে, এবং প্রত্যেক ত্রিভুজ এক সমতলেই অবস্থিত থাকিবে।"

এই প্রমাণে "ত্রিভুজ মাত্রই একসমতলে অবস্থিতি করিবে" ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য চ গ জ অথবা ছ খ ঝ ত্রিভুজ সমতলে অবস্থিতি করে, ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু উক্ত রূপ প্রমাণের পূর্ব্বে এরূপে মানিয়া লওয়ার ক্ষমতা কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আধুনিক জ্যামিতিতে প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় প্রতিজ্ঞাই অন্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রথম প্রতিজ্ঞার প্রমাণ অনেকটা ইউক্লিডের অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে,—

সমতলটিকে ক খ ঘ সরল রেখার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিয়া গ বিন্দু দিয়া পরিচালিত করা হইয়াছে ; দেখান হইয়াছে যে, ক খ গ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করায় (প্রথম অধ্যায়ের একাদশ প্রতিজ্ঞার অনুমানের সাহায্যে দুই সরল রেখার সাধারণ অংশ থাকা অসম্ভব হওয়ায়) ক খ গ ও ক খ ঘ সরল রেখাদ্বয়ের ক খ সাধারণ অংশ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ এই ;—
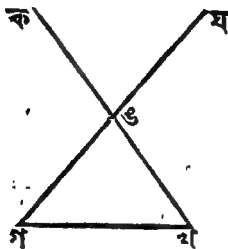
"ক খ ও গ ঘ দুইটি সরল রেখা ঙ বিন্দুতে ছেদ করিতেছে এবং গ খ সরল রেখা ক খ ও গ ঘ সরল রেখার সহিত যথাক্রমে খ ও গ বিন্দুতে সংলগ্ন হইয়াছে। তাহা হইলে—

(১) ক খ ও গ ঘ এই দুই সরল রেখা এক সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(২) ক খ, গ ঘ ও খ গ এই তিন সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(১) মনে কর, ক খ সরল রেখা দিয়া একটি সমতল চালিত হইয়াছে।

এই সমতলকে ক খএর চতুর্দ্দিকে এরূপ ভাবে আবর্ত্তিত কর, যেন সমতলটি গ বিন্দু দিয়া চলিতে পারে।

তাহা হইলে, যেহেতু গ ও ঙ বিন্দু উক্ত সমতলে অবস্থিত আছে।

অতএব গ ঙ ঘ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

অর্থাৎ ক খ ও গ ঘ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(২) যেহেতু ক খ ও গ ঘ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, খ ও গ বিন্দু সেই সমতলে অবস্থিত আছে।

অতএব খ গ সরল রেখাও উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

উল্লিখিত প্রমাণ দুইটি ইউক্লিডের প্রমাণ অপেক্ষা নিম্নলিখিত তিনটি কারণে উৎকৃষ্ট ;—

(১) প্রথম প্রতিজ্ঞায় এরূপ কোন তথ্যের সাহায্য লওয়া হয় নাই, যাহা পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞায় অন্তর্নিহিত।

(২) দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় যাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকেই প্রমাণের অবলম্বনরূপে ধরিয়া লওয়া হয় নাই।

(৩) ব্যাসের সংজ্ঞার মধ্যে "বৃত্তমাত্রই ব্যাসদ্বারা দুই সমান খণ্ডে বিভক্ত হয়" এই তথ্যটি নিতান্ত অস্পষ্ট ভাবে ও বিনা উল্লেখে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রমাণ কালে আবশ্যক হয় নাই, তজ্জন্যই ইদানীং উহাকে উক্ত সংজ্ঞা হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রমাণদ্বয়ে নিম্নলিখিত তথ্য তিনটি বিনা প্রমাণে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

(১) যে কোন সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিতে পারিবে।

(২) উক্ত সরল রেখাকে স্থির রাখিয়া, উক্ত সমতলকে তাহার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করাইয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দু দিয়া পরিচালিত করা যাইতে পারে।

(৩) কোন দুই বিন্দু এক সমতলে অবস্থিতি করিলে তাহার যোজক সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা হইতেছে। কিন্তু বিশেষ কারণে পারম্পর্য্য ঠিক রাখা হইল না।

(৩) এই সত্যটি দশম স্বতঃসিদ্ধের অনুমানরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যেহেতু আধুনিক সংজ্ঞা (১ পৃঃ) অনুসারে সমতলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল

রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করে, অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে বিন্দুদ্বয়ের আর কোন যোজক সরল রেখা থাকা অসম্ভব।

সমতলের বাহিরে যে তদ্রূপ সরল রেখা থাকিতে পারে না, তাহাই এতদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব দশম স্বতঃসিদ্ধের এই প্রয়োগটি ঘন জ্যামিতির আলোচ্য বিষয়। আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে উক্ত তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা সমতল ও নিয়মিত তলের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছি। এ বিষয়ে ঘন-জ্যামিতিবিষয়ক আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে আর একটি আলোচনাও আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহা খ চিহ্নিত তত্ত্ব। ঘন-জ্যামিতির দশম স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ক আলোচনার অবসর এখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। খ চিহ্নিত তত্ত্বটির আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধেই শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

(২) এই তথ্যে উক্ত আবর্ত্তন ব্যাপারটি উপরিপাতনের প্রকারান্তর মাত্র। কারণ, "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, কোন স্থান অন্যত্র চালিত হইতে পারে না। কোন স্থানের দ্রব্যকে অপর কোন স্থানের উপর পাতিত করার নামই প্রথমোক্ত স্থানকে শেষোক্ত স্থানের উপর পাতিত করা। সেইরূপ কোন স্থান আবর্ত্তন করিতেও পারে না। সমতলের আবর্ত্তনের অর্থে, কোন দ্রব্যকে আবর্ত্তন করিয়া এক সমতলে অবস্থিত কণিকা-সমষ্টিকে অপর সমতলের উপর পাতিত করাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত আবর্ত্তন ব্যাপারের পূর্ব্ব হইতেই সেখানে একটি সমতল অবস্থিতি করে। অতএব দ্বিতীয় তথ্যটিকে স্বীকার করার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত তথ্যটি স্বীকার করিতেই হইবে।

যে কোন সরল রেখা ও যে কোন বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।

তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় সমতলের আবর্ত্তনের কোন আবশ্যকতা থাকে না। অর্থাৎ প্রথম প্রতিজ্ঞায় ক খ ঘ সরল রেখা ও গ বিন্দু এই উভয়ের এবং দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় ক খ সরল রেখা ও গ বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিয়াছে; এই কথাটি সমতল আবর্ত্তন না করিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহাতে প্রতিজ্ঞা দুইটিও আরও সহজে প্রতিপাদিত হয়।

আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণে উক্ত প্রবন্ধে উক্ত খ চিহ্নিত তত্ত্বের প্রয়োজন। খ তথ্যটি এই;—

এক সমতলের অভ্যন্তর একটি সরল রেখাকে অপর একটি সমতলের অভ্যন্তরস্থিত আর একটি সরল রেখার উপরে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত সমতলের পৃষ্ঠস্থিত যে কোন পার্শ্ব অপর সমতলের যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সমতল দুইটি মিলান যাইতে পারে।

এই সমতলদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থিত কেবল সরল রেখা দুইটিকে মিলান হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সরল রেখা দুইটিকে মিলাইলেই সমতল দুইটি মিলিত হয় না। তজ্জন্য ইহাদের অভ্যন্তরস্থিত আরও কিছু মিলান দরকার। ২৩শ ভাগ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৬৮ পৃষ্ঠার চিত্রে **ক খ** ও **ক গ** সরল রেখাদ্বয় যথাক্রমে **ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখাদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়াতেই ত্রিভুজ দুইটি অর্থাৎ সমতল দুইটি মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, **ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখা, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল যাইতে পারিবে। কিন্তু প্রথম তথ্যের অনুযায়ী যে যে সমতল **ঘ** ও **চ** বিন্দুর মধ্য দিয়া চলে, **ঘ চ** সরল রেখা তাহার যে কোনটিতেই অবস্থিত থাকিবে। সুতরাং "**ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখা এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিতে পারিবে" ইহা না বলিয়া কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, **ঘ ঙ** সরল রেখা ও **চ** বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

দ্বিতীয় তথ্যের পরিবর্ত্তন করিয়া যে নূতন আকারের তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা উক্ত **ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিবে। কিন্তু কয়টি সমতল চলিতে পারে, তাহার কোন সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অথচ উপরে বলিয়াছি, উক্ত সমতলের সংখ্যা একটি মাত্র হইবে।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, 'দুই বিন্দু দিয়া একটি মাত্র সরল রেখা চলিতে পারে", সরল রেখা সম্বন্ধে ইহা ঠিক্ বলিয়াই যেরূপ **ক** চিহ্নিত তথ্যের অনুযায়ী একটি সরল রেখার সহিত সরল রেখাকে মিলান যাইতে পারে, তদ্রূপ সমতল সম্বন্ধেও এইরূপ আর একটি তথ্য আছে, যাহার নিমিত্ত **খ** চিহ্নিত তথ্য অনুসারে একটি সমতল আর একটি সমতলের সহিত মিলান যায় এবং এইরূপে পরিবর্ত্তিত দ্বিতীয় তথ্যে সমতলের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই নিম্নোক্ত তথ্যটি উৎপন্ন হইবে। যথা ;—

একটি সরল রেখা ও একটি বিন্দুর মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমান সমান বৃত্তের ধনু ও সমান সমান বর্ত্তুলের সমরেখা মিলিত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে দুইটি বৃত্ত অথবা বর্ত্তুল সমান হইলেই তাহাদিগকে মিলান যায়। এই সমানতাই ধনু ও সমরেখাগুলি মিলাইবার হেতু। পুনশ্চ সরল রেখা মাত্রই এবং সমতল মাত্রই মিলিত হইতে পারে।

এক্ষণে "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে যেরূপ সমতলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক জাতিতে এবং সমান সমান বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক এক জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত সমতলকে এক জাতির এবং সমান সমান যাবতীয় বর্ত্তুলাংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিলে **খ** চিহ্নিত তথ্যটি নিম্নলিখিতরূপে প্রসারিত হইবে।

এক জাতীয় দুইটি নিয়মিত তলের একটির অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখাকে অপরটির অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখার উপরে স্থাপন করিয়া প্রথমোক্ত নিয়মিত তলকে শেষোক্ত নিয়মিত তলের সহিত মিলান যাইতে পারে।

কোন বর্ত্তুলাংশের অভ্যন্তর-স্থিত সমরেখা তাহার সজাতীয় অপর বর্ত্তুলাংশের অভ্যন্তর-স্থিত সমরেখার স্থাপন মাত্র বর্ত্তুলাংশদ্বয় মিলিয়া যাইবে। কিন্তু দুইটি সমতল মিলাইতে হইলে উক্ত স্থাপিত সমরেখা ব্যতীত আর একটি বিন্দু মিলান আবশ্যক। বর্ত্তুল হইতে সমতলের এরূপ প্রভেদ কেন উপস্থিত হয়, জানা আবশ্যক। আমরা ক্রমাগতই উপরিপাতনের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। তদ্দ্বারা একটি নিয়মিত রেখা অপর নিয়মিত রেখার সহিত এবং একটি নিয়মিত তল অপর নিয়মিত তলের সহিত কোন্ অবস্থায় মিলিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণ পর্য্যন্ত উপরিপাতন ক্রিয়ার বিশ্লেষণ দ্বারা ঐ সকল অবস্থা পাওয়া যায় নাই। নিম্নে উপরিপাতন ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত বিরোধ খণ্ডন করা যাইতেছে।

গ ঙ ঘ
ক খ

ক খ একটি বৃহত্তর সরল যষ্টির উপরে **গ ঘ** একটি লঘুতর সরল যষ্টি মিলিতভাবে রাখা হইয়াছে। **গ ঘ** যষ্টিটি **ক খ** যষ্টির সহিত মিলিত রাখিয়া **ক খ** যষ্টির উভয় প্রান্ত পর্য্যন্ত সরাইয়া আনা যায়। কিন্তু **গ ঘ** যষ্টির অন্তর্ভুক্ত একটি কণিকা **ক খ** যষ্টির একটি কণিকার সহিত ঙ বিন্দুতে সংযুক্ত রাখা গেল। এখন আর **গ ঘ** যষ্টি **ক খ** যষ্টির সহিত মিলিত রাখিয়া সরান যায় না।

এইরূপে যদি **ক খ** ও **গ ঘ** কাটি দুইটি সরল যষ্টি না হইয়া সমান বৃত্তের ধনুর আকৃতি-বিশিষ্ট হয়, তবে তদ্দ্বারাও পূর্ব্বমত কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

আমরা ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্য পাইতেছি ;—

(ক) একটি স্থির নিয়মিত রেখার সহিত তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত রেখা মিলিত হইয়া যদি কোন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে, তবে এই অবস্থা ঘটিলে শেষোক্ত নিয়মিত রেখাটিও স্থির থাকিবে।*

কোন স্থানে অবস্থিত কণিকা সমষ্টির চালনাকেই সেই স্থানের চালিত অবস্থা বলা যায়। যে স্থান উক্ত প্রকারে চালিত হইতেছে না, তাহাকে "স্থির" বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিতে পারি।
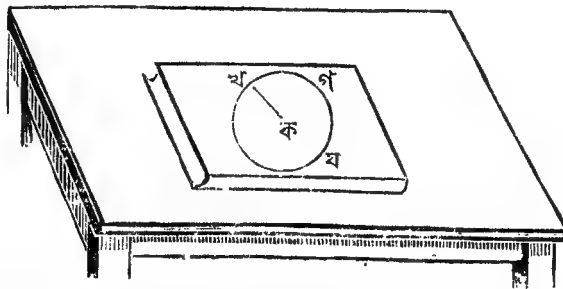
* একটি স্থানে অবস্থিত কণিকাসমষ্টির চালনাকেই উক্ত স্থানের চালিত অবস্থা ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায় যে স্থান উক্ত প্রকারে চালিত হইতেছে না, তাহাকে "স্থির" বিশেষণ দ্বারা পৃথক্ করিতে পারি।

এই প্রকারে সমতল সম্বন্ধে পরীক্ষার নিমিত্ত একটি টেবিল ও একখানা পুস্তক গ্রহণ করা যাউক। ইহাদের উভয়েরই পার্শ্বদেশ সমতল।

টেবিলটি স্থিরভাবে আছে। ইহার উপরে একখানা পুস্তক রহিয়াছে। পুস্তকখানা টেবিলের পিঠের সহিত মিলিত রাখিয়া সর্ব্বত্রই সরাইতে পারা যায়।

পুস্তকের পিঠের একটি কণিকা টেবিলের পিঠের একটি কণিকার সঙ্গে ক বিন্দুতে সংযুক্ত রাখ।

এক্ষণে আর পুস্তকখানা সর্ব্বত্র সরান যাইবে না।

পুস্তকের পৃষ্ঠস্থ একটি কণিকা গ্রহণ কর।

মনে কর, কণিকাটি খ বিন্দুতে অবস্থিতি করে।

ক বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ক খ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া খ গ ঘ বৃত্ত অঙ্কিত কর।

পুস্তকখানা ক বিন্দুতে স্থির রাখিয়া নাড়িলে খ বিন্দুতে অবস্থিত কণিকা সর্ব্বদাই খ গ ঘ বৃত্তের উপরে থাকিবে।

উক্ত কণিকাটি খ বিন্দুতেই স্থিরভাবে রাখ।

এখন আর পুস্তকখানি নড়িবে না।

বর্ত্তুলাংশের উপরেও এইরূপ একই প্রকারের ক্রিয়া দেখান যায়। তবে উক্ত বিন্দুদ্বয় পরস্পর বিপরীত (diametrically opposite) হইলে কেবল সেই অবস্থাতে এই নিয়ম টিকিবে না।

ইহা হইতে এই তথ্য দুইটি পাওয়া যাইতেছে ;—

(খ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে, তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া যদি কোন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত তলটির অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন বিন্দু, স্থির বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া এবং স্থির বিন্দু হইতে সেই দ্বিতীয় বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল মাত্র সেই বৃত্তের যে কোন স্থানে চালিত হইতে পারিবে।

(গ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া, পরস্পর বিপরীত নয়, এরূপ কোন দুই বিন্দুতে যদি সংযুক্ত থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত নিয়মিত তলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

এইরূপে একটি ইষ্টক অথবা তৎসদৃশ কোন দ্রব্যের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই ;—

(ঘ) ঘনক্ষেত্রের একটি বিন্দু স্থির থাকিলে, উক্ত ঘনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু, তাহা হইতে উক্ত স্থির বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া এবং স্থির

বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া যে বর্ত্তুল আঁকা যায়, একমাত্র তাহার উপরেই অবস্থিতি করিবে।

(ঙ) ঘনক্ষেত্রের দুই বিন্দু স্থির থাকিলে, (১) স্থির বিন্দুদ্বয়ের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত সরলরেখা স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে, (২) অপর যে কোন বিন্দু, তাহা হইতে উক্ত সরলরেখার উপর পতিত লম্বকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এবং লম্বের পতন-বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল সেই বর্ত্তুলের উপরেই অবস্থিতি করিবে।

উপরোক্ত অবস্থায় যে সমস্ত বিন্দু স্থির হয় নাই, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত একটিকে স্থির রাখিলেই ঘনক্ষেত্রটি স্থির হইয়া পড়িবে। অতএব—

(চ) এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ যে কোন তিন বিন্দু স্থির থাকিলেই ঘনক্ষেত্র স্থিরভাবে অবস্থিতি করে।

যে কোন তলকে ও রেখাকে কোন না কোন ঘনক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অতএব চ সত্যটি তল ও রেখার সম্বন্ধেও চলিবে।

সমতলের সমরেখা সরল রেখা, অতএব সমতলের অভ্যন্তরস্থিত একটি মাত্র সমরেখা স্থির থাকিলেই সমতলটি স্থির থাকিবে না। তজ্জন্য উক্ত সরল রেখার বহিঃস্থিত একটি বিন্দুকেও স্থির রাখা দরকার। কিন্তু বর্ত্তুলের অভ্যন্তরে সরল রেখার অবস্থিতি অসম্ভব হওয়ায় উক্ত বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা কেন, যে কোন তিন বিন্দু স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলেই বর্ত্তুলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

১০ পৃষ্ঠায় সমতল ও বর্ত্তুলের মিলান সম্বন্ধে যে বিরোধের বিষয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মীমাংসা হইল। কি সমতল, কি বর্ত্তুলাংশ, ইহাদের সম্মিলন সময়ে অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা মিলাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ তিন বিন্দু মিলাইলেই যথেষ্ট।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধের ক তথ্য অনুযায়ী দুইটি রেখা দুই বিন্দুতে সংযুক্ত রাখিয়া মিলান যায় কি না, তাহা পরীক্ষার প্রণালী উপরোক্ত গ তথ্য হইতেই পাওয়া যাইতেছে। যেহেতু দুই বিন্দু দ্বারা যখন একটি নিয়মিত তল স্থির রাখা যায়, তখন তদন্তর্ভুক্ত রেখাগুলিও স্থির রাখা যাইবে।

ক তথ্যটি যেরূপ সাধারণ রেখাসম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, খ তথ্যটিকেও সেইরূপ সাধারণ তলের সম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত করা যায়। তাহাতে তথ্যটি এই দাঁড়াইবে ;—

একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপনপূর্ব্বক প্রথমোক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত অথচ উক্ত বিন্দুর সঙ্গে

একই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ অতি নিকটবর্ত্তী অপর দুইটি বিন্দুকে শেষোক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দুতে স্থাপিত করা যায়।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, সমান সমান বৃত্তের ধনু দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে ধনু দুইটি মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থাতেই থাকিতে পারে। সমান সমান বর্ত্তুলের অংশও তিন বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে তদ্রূপ মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থায়ই থাকিতে পারে। কিন্তু দুইটি সরলরেখা যেরূপ দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলেই পরস্পর মিলিয়া যায়, দুইটি সমতলও সেইরূপ এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ তিন বিন্দুতে মিলিত হইলেই পরস্পর মিলিয়া যাইবে।

ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যটি দাঁড়াইতেছে ;—

এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ যে কোন তিন বিন্দুর মধ্য দিয়া একটি মাত্র সমতল থাকিতে পারিবে।

৮ পৃষ্ঠায় লিখিত "যে কোন সরলরেখা ও যে কোন বিন্দু এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।" এই তথ্যটিকে উপরোক্ত তথ্যের প্রকার ভেদরূপে ধরিয়া লওয়া যায়। অতএব ঐ উপরোক্ত তথ্যটি দ্বিতীয় তথ্যের শেষ পরিণতি।

একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রতিজ্ঞার প্রমাণটি এই তথ্যের অনুমান মাত্র।

যেহেতু পরস্পর ছেদকারী সমতলদ্বয়ের ছেদ রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি দ্বারা একাধিক সমতল চলিতে পারায় তাহারা একই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ছেদ-রেখাটি সরলরেখা।

(১) এই তথ্য অনুসারে সরলরেখা মাত্রই কোন না কোন সমতলে অবস্থিতি করে। পুনশ্চ ১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি, সমতলের পরিচয়ে সরল রেখার আবশ্যকতা। এ ক্ষেত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমতল ও সরলরেখা যথাক্রমে নিয়মিত তল ও সমরেখার বিশেষ জাতি। এমন অবস্থায় এই সাধারণ জাতির সাহায্যে উক্ত সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

নিয়মিত তল দুই জাতিতে বিভক্ত ;—সমতল ও বর্ত্তুল। সমতলের সহিত তাহার সমরেখা যে সরল রেখা,—তাহার কি সম্পর্ক, জানি না। কিন্তু বর্ত্তুলের সঙ্গে তাহার সমরেখা যে বর্ত্তুল রেখা, তাহার সম্পর্ক আমরা অবগত আছি। ইহা বর্ত্তুলের সমদ্বিখণ্ডকারক বৃত্তের অংশ।

আমরা সমতল ও সরল রেখার ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের কোন সম্পর্কই ধরিতে পারিতেছি না। উক্ত প্রথম সত্যে দেখিতেছি, সরলরেখা মাত্রই সমতলে অবস্থিতি করে। সুতরাং সরল রেখার পূর্ব্বে সমতলের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। কিন্তু যে নিয়মিত তলের সমরেখা

সরলরেখা নয়, তাহা সমতলই হইতে পারে না। সাধারণতঃ সমরেখা মাত্রই নিয়মিত তলের অভ্যন্তরে অবস্থিত। অতএব বিশেষ জাতি সমতল ও সরল রেখার এই সম্পর্ক সাধারণ জাতির অনুরূপ বটে। এক্ষণে সাধারণ জাতীয় নিয়মিত তলের সহিত সমতলের এই মাত্র ভেদ যে, ইহার সমরেখা সরলরেখা। তাহা হইলে সমতল ও সরল রেখার প্রকৃতি নির্ব্বাচন অপরাপর সমরেখার সহিত সরলরেখার ভেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সমরেখা মাত্রই সরলরেখা অথবা বৃহৎ বৃত্তের অংশ। অতএব এই বিশেষত্ব বৃহৎ বৃত্ত ও সরল রেখার পার্থক্য বই আর কিছুই নয়।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি,—"দেশ, সমতল ও বর্ত্তুলের সহিত যথাক্রমে সমতল, সরলরেখা ও বর্ত্তুল রেখার একই রকমের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে।" তদবস্থায় এই সম্পর্কদ্বারা, বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তকে, সমতলের অভ্যন্তর-স্থিত বৃত্ত হইতে সরলরেখাকে এবং দেশের অভ্যন্তরস্থিত বর্ত্তুল হইতে সমতলকে পৃথক্ করিতেছে। একই সম্পর্কদ্বারা সাধিত হওয়ায় পার্থক্যও একই প্রকারের হইবে। অর্থাৎ বৃত্তের সঙ্গে সরলরেখার যে পার্থক্য, বর্ত্তুলের সঙ্গে সমতলেরও সেই পার্থক্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বৃহৎ বৃত্ত ও সরলরেখার পার্থক্যের অভিজ্ঞতার উপরে, সমতল ও সরলরেখা এই উভয় পদার্থের নির্ব্বাচন নির্ভর করে। সরলরেখা সমতলের এবং বৃহৎবৃত্ত বর্ত্তুলের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিয়মিত রেখা। অতএব উক্ত পার্থক্যের অভিজ্ঞতায় একাধারে সমতল ও বর্ত্তুলের পার্থক্য এবং বৃহৎ বৃত্তের সাধারণ জাতি বৃত্তের ও সরল রেখার পার্থক্য এই উভয়ই আছে। অর্থাৎ কার্য্যতঃ উভয়দিগের আলোচনায় একই প্রকারের পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। অতএব সমতল ও সরলরেখা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মূলে এই তথ্য নিহিত আছে যে, বর্ত্তুলের সহিত বৃহৎবৃত্তের যে সম্পর্ক থাকায় বৃহৎবৃত্তকে বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে পৃথক্ করে, সমতলের সহিত সরলরেখার এবং দেশের সহিত সমতলের সেই সম্পর্ক থাকিয়া বৃত্তের সহিত সরলরেখার ও বর্ত্তুলের সঙ্গে সমতলের পার্থক্য সাধিত হইতেছে। অধিকন্তু সমান সমান বর্ত্তুলের অবস্থিত সমরেখাগুলিকে যেরূপ এক এক জাতীয় সমরেখা ধরিয়াছি, সমতলে অবস্থিত সমরেখাকে ঠিক সেইরূপ একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি (২৩শ ভাগ, ২৮১ পৃঃ)। পুনরায় সমান সমান বর্ত্তুলের অংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া তৎসঙ্গে যাবতীয় সমতলকেও অপর একটি জাতিতে পরিণত করা যায় (৯ পৃঃ)।

এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যাবতীয় নিয়মিত তলের বিভিন্ন পরিমাণ লইয়াই উক্ত বিভাগ পাইতেছি। তবে সমতলের সম্পূর্ণ আকৃতি অবগত না হওয়াতেই তাহাকে বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু একটি বর্ত্তুলের যে কোন পার্শ্ব তাহার সজাতীয় বর্ত্তুলের একটি মাত্র পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হয়; অপর পার্শ্বের সহিত মিলিত হইতে পারে না। সমতল সম্বন্ধে তদ্রূপ বাধা নাই। অর্থাৎ কোন সমতলের যে কোন পার্শ্ব অপর যে কোন সমতলের যে কোন পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে।

ইহাই বর্ত্তুল হইতে সমতলের প্রধান পার্থক্য। অথচ এই পার্থক্য, বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত অপরাপর বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তের যে পার্থক্য, তাহা বই আর কিছুই নহে। অর্থাৎ দেশের অন্তর্গত বৃহৎ বর্ত্তুলই সমতল। পুনরায় তাহা হইলেই সমতলের বর্ত্তুল রেখা সরল রেখা।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা মাত্র বর্ত্তুলেও প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলি বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে প্রযুক্ত হয় না। সমতলকে বর্ত্তুল জাতির অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ইহা আর একটি বিশেষ অন্তরায়। নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা এই আপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইব।

প্রথম প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইবে।
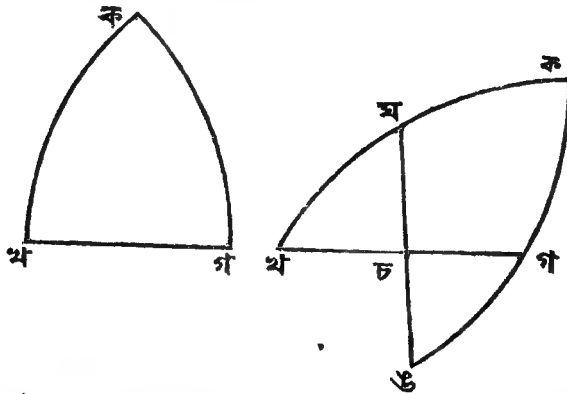
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার **ক খ** ও **ক গ** বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান। **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণদ্বয় একত্র যোগে দুই সমকোণের সমান হইবে।

(১) যদি **ক খ** ও **ক গ** বাহুদ্বয় পরস্পর সমান হয়, (প্রথম চিত্র)

তবে ইহাদের প্রত্যেকে বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের অর্দ্ধ অর্থাৎ বৃত্তার্দ্ধের পাদরেখার সমান।

অতএব **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণের প্রত্যেকে সমকোণ।

অতএব **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

(২) যদি **ক খ** ও **ক গ** বাহুদ্বয় অসমান হয়, (দ্বিতীয় চিত্র)

তবে পাদরেখা অপেক্ষা ইহাদের একটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর।

মনে কর, **ক খ** বাহু বৃহত্তর ও **ক গ** বাহু লঘুতর।

ক খ হইতে **ক ঘ** পাদরেখা ছিন্ন কর।

ক গ রেখা বর্দ্ধিত করিয়া **ক ঙ** পাদরেখায় পরিণত কর।

ঘ ঙ এই দুই বিন্দুকে বর্ত্তুল রেখা দ্বারা যোগ কর।

খ গ ও ঘ ঙ এর ছেদ বিন্দু চ।

ক ঘ ও ক ঙ এর প্রত্যেকে পাদরেখা।

অতএব ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।

আবার, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।

অতএব ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি ক খ ও ক গ এর সমষ্টির সমান।

অতএব ঘ খ, গ ঙ এর সমান।

এক্ষণে ঘ খ চ ও গ ঙ চ দুইটি ত্রিভুজ;

ইহাদের ঘ খ বাহু গ ঙ বাহুর সমান;

অপিচ, খ ঘ চ কোণ গ ঙ চ কোণের সমান;—যেহেতু ইহাদের প্রত্যেকে সমকোণ।

এবং ঘ চ খ কোণ বিপর্য্যস্ত গ চ ঙ কোণের সমান।

অতএব ঘ খ চ কোণ চ গ ঙ কোণের সমান।

কিন্তু চ গ ঙ ও চ গ ক কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।
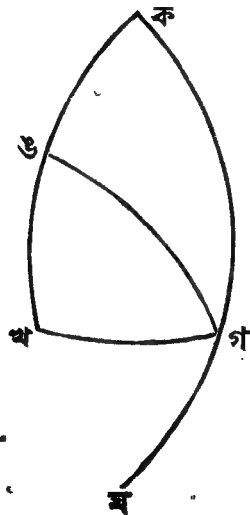
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ। ক খ ও ক গ বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর; ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

ক গ বর্দ্ধিত করিয়া **ক ঘ** এই বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধে পরিণত কর।

ক খ ও **ক গ** এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব **ক খ, গ ঘ** অপেক্ষা বৃহত্তর।

ক খ হইতে **গ ঘ** এর সমান **ক ঙ** অংশ ছিন্ন কর।

গ ঙ এই দুই বিন্দু বর্ত্তুল রেখা দ্বারা যোগ কর।

ক ঙ, গ ঘ এর সমান।

অতএব **ক ঙ** ও **ক গ** এর সমষ্টি **ক ঘ** বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।

অতএব **ক ঙ গ** ও **ক গ ঙ** কোণ দ্বয়ের সমষ্টি দুই সম কোণের সমান।

খ গ ঙ ত্রিভুজের **ঙ খ গ** ও **খ গ ঙ** কোণদ্বয়ের সমষ্টি **ক ঙ গ** কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

উভয়ে **ক গ ঙ** কোণ যোগ করিলে

ক খ গ ও **ক গ খ** কোণদ্বয়ের সমষ্টি **ক ঙ গ** ও **ক গ ঙ** কোণদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু **ক ঙ গ** ও **ক গ ঙ** কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

অতএব **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

তৃতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।
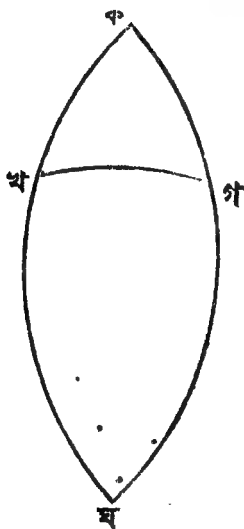
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার ক খ ও ক গ বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর; ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

ক খ ও ক গ বাহু বর্দ্ধিত করিয়া ক বিন্দুর বিপরীত ঘ বিন্দুতে মিলিত কর।

ক খ ঘ ও ক গ ঘ রেখাদ্বয়ের প্রত্যেকে বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ।

অতএব ক খ ঘ ও ক গ ঘ রেখাদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের দ্বিগুণ।

ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর।

অতএব খ ঘ ও ঘ গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব ঘ খ গ ও ঘ গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু ক খ গ ও ঘ খ গ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান;

এবং ক গ খ ও ঘ গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর।

এই তিনটি প্রতিজ্ঞা হইতে আমরা নিম্নলিখিত তিনটি নূতন প্রতিজ্ঞা পাইতেছি।

(১) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান হইবে।

(২) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

(৩) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

সমতল যদি দেশের বৃহৎ বর্ত্তুল হয় এবং জ্যামিতি শাস্ত্রে যে দৈর্ঘ্যকে অনন্ত রেখা নামে অভিহিত করিয়া জ্যামিতিক ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাহা উক্ত বৃহৎ বর্ত্তুলের পাদরেখা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বার্ত্তুলিক প্রতিজ্ঞা তিনটি নিম্নলিখিত সামতলিক প্রতিজ্ঞাত্রয়ে পরিণত হইয়া পড়ে।

(১) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ হইবে।

(২) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

(৩) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, প্রথমটি ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতিতম প্রতিজ্ঞা এবং তৃতীয়টি পঞ্চম স্বীকার্য্য বই কিছুই নয়।
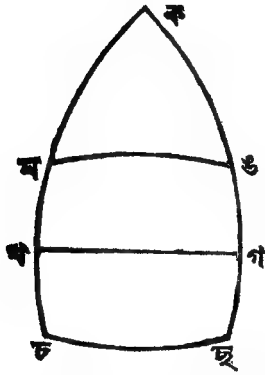
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ। ইহার ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

ক খ ও ক গ রেখাদ্বয়ে ঘ ও ঙ বিন্দু গ্রহণ কর।

ক খ ও ক গ এই দুই রেখাকে চ ও ছ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর।

ঘ ঙ ও চ ছ যোগ কর।

ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর ;

এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু সামতলিক জ্যামিতিতে এ বিষয়ে বিরোধ দেখা যায়। কারণ, সে ক্ষেত্রে ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান হইলে ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণদ্বয়ের সমষ্টি এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয়ের সমষ্টিও দুই সমকোণের সমান হইবে।

এখানে ঘ খ, ঙ গ, খ চ ও গ ছ সরল রেখা ক খ ও ক গ সরল রেখার তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি অথবা ক চ ও ক ছ এর সমষ্টিকে অনন্তের দ্বিগুণ ধরিতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। অতএব এ বিরোধকেও বিরোধ বলা চলে না।

উক্ত প্রকারের ক্ষুদ্র জাতীয় রেখাকেই আমরা সান্ত রেখা আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

অতএব সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিণত হয় ;—

কোন ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে তৃতীয় বাহু সংলগ্ন উক্ত বাহুদ্বয়ের সান্ত অংশদ্বয়ের নাম সমান্তরাল সরল রেখা।

ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের ষড়্‌বিংশতি প্রতিজ্ঞার পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলিকে বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে প্রয়োগে অক্ষমতার একমাত্র কারণ এই যে, বর্ত্তুলের উপরে সমান্তরাল বর্ত্তুল রেখার অস্তিত্ব অসম্ভব। যেহেতু সমান্তরাল সরল রেখা অবিরামে বর্দ্ধিত হইলেও তাহারা

মিলিত হয় না। কিন্তু বর্ত্তুল রেখা বর্দ্ধিত হইলে বৃহৎ বৃত্তে পরিণত হয় এবং একই বর্ত্তুলস্থিত যে কোণ দুইটি বৃহৎ বৃত্ত, তাহাদের সমদ্বিখণ্ডকারক বিন্দুদ্বয়ে ছিন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা যদি উক্তরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে এই আপত্তি খণ্ডিত হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা সামতলিক জ্যামিতির প্রমাণ কার্য্যেও বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

তাহা হইলে সমগ্র সামতলিক জ্যামিতিটি বার্ত্তুলিক জ্যামিতিরই একটি অংশ হইয়া পড়িল। কারণ, পাদরেখার তুলনায় অনন্ত ক্ষুদ্র বর্ত্তুল রেখাই সরল রেখা এবং বর্ত্তুলের অনন্ত ক্ষুদ্র অংশই সমতলে পরিণত হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ জরিপ কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেহেতু পৃথিবী বর্ত্তুলাকার হইলেও তাহারই উপরিস্থিত ভূমির মাপ সামতলিক জ্যামিতি দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এমন কি, আদালতের নিতান্ত কূট তর্কেও এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

এক্ষণে দেখিতেছি, প্রথম সত্যটি দ্বারা "বর্ত্তুল রেখা মাত্রই বর্ত্তুলে অবস্থিতি করে," একমাত্র ইহাই সূচিত হইতেছে! অর্থাৎ এই সত্যটি সূত্রাকারে উল্লেখের কোন প্রয়োজনই নাই।

আমরা ২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, "বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ণ নিয়মিত রেখা—বৃহৎ বৃত্তের লঘু ধনুর পর্য্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামেই অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা অর্থাৎ সরল রেখা বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য।"

এক্ষণে উল্লিখিত বাক্য এবং ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞা, এই উভয় হইতে সরল রেখার পরিবর্দ্ধন-ক্রিয়া নিম্নলিখিতরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে ;—

একটি সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিতি করে, সর্ব্বদা তাহার মধ্য দিয়াই পরিবর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ পরিবর্দ্ধনে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত উহা সান্ত থাকে, তত ক্ষণ উহা সরল রেখা নামেই অভিহিত হইবে ; সান্তত্ব নষ্ট হইলে ইহা সরলত্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তুল রেখায় পরিণত হইবে। তথাপি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে ইহা অনন্তে উপস্থিত হইবে। রেখাটি যদি পুনরায় এইরূপ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অনন্তের দ্বিগুণিত পরিমাণ স্থানে উপস্থিত হয়, তবে ইহা আর সমরেখা নামে অভিহিত হইবে না। তথাপি বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে যে মুখে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহার বিপরীত দিক্ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সরল রেখাটির অপর প্রান্তের সঙ্গে একই সরল রেখায় মিশিয়া যাইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

দ্বিজ রঘুনাথের সত্য-নারায়ণের পুথি*

বঙ্গদেশে প্রাচীন ও নবীন অসংখ্য সত্য-নারায়ণের পুথি বা পাঁচালী দৃষ্ট হয়; বোধ হয়, বঙ্গের এমন কোন প্রদেশ বা পরগণা নাই, যেখানে উহার নিজস্ব সত্য-নারায়ণের পুথি না আছে। এই সকল পুথির মধ্যে কোন কোন পুথি মুদ্রিত হইয়া প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির স্থান অধিকার করিয়াছে। মুদ্রিত পুস্তক পাইলে অধিকাংশ লোকেই পুথি হাতে লিখিয়া লওয়ার কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেন না,—সুতরাং এই কারণে যে অনেক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনাদর ও তাহা হইতে ক্রমে সেই পুথিগুলির বিলোপ সাধিত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কোন কোন সত্য-নারায়ণের প্রাচীন পুথি প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আমরাও পাঠকবর্গকে সেইরূপ একখানা প্রাচীন সত্যনারায়ণের পুথি উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই পুথিখানা প্রবন্ধ-লেখকের জন্ম-ভূমি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে সত্য-নারায়ণের পূজা উপলক্ষে অদ্যাপি সুললিত সুর সহযোগে গীত হইয়া থাকে। মনসার ভাসানের ন্যায় সত্য-নারায়ণের পুথি এ ভাবে গীত হইতে বড় দেখা যায় না; তদ্ভিন্ন এই পুথিখানার রচনা-নৈপুণ্যেও অন্যান্য পুথি হইতে যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। কলাবতীর বিলাপ, বারমাসী ও চৌত্রিশ-অক্ষরী স্তোত্র দ্বিজ রঘুনাথের রচনা-নৈপুণ্যের সুন্দর উদাহরণ। রঘুনাথ কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, আমরা স্থির করিতে পারি নাই; তবে রঘুনাথ যে অন্ততঃ শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি; তাহা নিশ্চিত জানা গিয়াছে। 'ক' চিহ্নিত পুথিখানার শেষে 'ইতি সন ১২৪৩ সন তারিখ ১০ ফাল্গুন সন ১২২২ সনের পুথি শ্রীরামচন্দ্র দত্ত সাকীম কেওঢালা' লিখিত থাকায় ক পুথি ও উহার আদর্শ পুথির লিপি-কাল যথাক্রমে ১২৪৩ ও ১২২২ সাল জানা যাইতেছে। রামচন্দ্র দত্তের বংশধরগণ অদ্যাপি আমাদিগের স্বগ্রামের সন্নিহিত কেওঢালা গ্রামে বাস করিতেছেন। ক পুথিখানা তাঁহাদিগের পুরোহিত শ্রীযুক্ত রাজমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ পুথির সহিত সংযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের জ্ঞাতি বৈদ্যনাথ দত্ত কর্ত্তৃক ১২৪৫ সালে লিখিত দ্বিজ রামকৃষ্ণের রচিত আর এক সত্য-নারায়ণের পুথি আছে। কেওঢালা গ্রামে সেই পুথিখানাই পূজাপ্রসঙ্গে পঠিত হইয়া থাকে। আমাদিগের স্বগ্রামের 'খ' চিহ্নিত পুথিখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উহা বাঙ্গালা ১২৮৬ সালে অন্য একখানা আদর্শ পুথি দৃষ্টে নকল করা হইয়াছিল। খ পুথিখানা 'সাত নকলে আসল খাস্তা' এই প্রাচীন প্রবাদ-বাক্যের যথার্থতার প্রমাণ করিতেছে। উহাতে লিপিকর-প্রমাদে বহু ভুল ও ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে; মূলের পৃষ্ঠার নীচের পাঠান্তরগুলি দেখিলেই উহা প্রতীত হইবে। তথাপি খ পুথিখানা স্থানে স্থানে প্রকৃত পাঠ-নির্ণয়ে আমা-

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ক পুথির সহিত স্থানে স্থানে খ পুথির পাঠের এরূপ বৈষম্য দেখা যায় যে, তাহাতে একখানা পুথিকে অন্যখানার পরিবর্ত্তিত সংস্করণ মনে না করিয়া পারা যায় না। আমরা প্রাচীনতর 'ক' পুথিখানাকেই অধিকতর প্রামাণিক ও পরিশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ স্থলে উহার পাঠই মূলে গ্রহণ করিয়াছি—কচিৎ কোন স্থলে 'খ' পুথির পাঠও সমীচীন বোধে গৃহীত হইয়াছে। এই পুথিখানার বিভিন্ন ছন্দগুলি যেরূপ বিভিন্ন সুর-যোগে গীত হয়, তাহার নমুনা স্বরূপ প্রত্যেক ছন্দের দুই একটি কলির স্বর-গ্রাম করিয়া দিতে পারিলে—উহাদিগের মাধুর্য্য কিঞ্চিৎ বুঝা যাইত, কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং স্বরগ্রাম প্রকাশ করিলেও তাহা সাধারণ পাঠকের কোন কাজে আসিবে না বলিয়া আমরা আপাততঃ অন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে স্বর-গ্রাম করাইয়া প্রকাশ করার চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। এই পুথিখানার কোন কোন প্রাচীন বা প্রাদেশিক শব্দের অর্থ-বোধে অসুবিধা হইতে পারে বিবেচনায় পাদ-টীকায় দুরূহ শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইল।

ওঁ নমো গণেশায় নমঃ।

বন্দো দেব গণপতি মূষিক বাহনে গতি
এক-দন্ত বিঘ্ন-বিনাশন।
লম্বোদর স্থূল-কায় সিন্দুরে মণ্ডিত তায়
চতুর্ভুজ গজেন্দ্র-বদন॥
প্রমথ১ দানব সাথে প্রণমহ ভূত-নাথে
বৃষারূঢ় শ্মশান-বেহারী।
পরিধান ব্যাঘ্র-ছাল গলায় হাড়ের মাল
ভালে ইন্দু শিরে সুরেশ্বরী॥
ভূমিগত হৈয়া কায় বন্দো দেবী মহামায়
মৃগরাজ-পৃষ্ঠে অবস্থিতি।
একমন চিত্ত হৈয়া শক্তিগণ সঙ্গে লৈয়া
সর্ব্ব দেবে যারে করে স্তুতি॥
বন্দো মাতা ভাগীরথী হরি-পদে উতপত্তি
নিজ-নাথ-জটা-বিলাসিনী২।
ভগীরথ-তপ-বলে প্রকাশিত ভূ-মণ্ডলে৩
ব্রহ্মময়ী কলুষ-নাশিনী॥

১। 'প্রথম' খ পুথি। ২। 'নিবাসিনী' খ পুথি। ৩। 'প্রকাশিত' ইত্যাদি স্থলে 'আসিলে অবনিতলে' ক পুথি।

একচিত্ত করি মন বন্দো দেব নারায়ণ
কমলা-সেবিত পদ যার।
নরসিংহ-রূপ ধরি হিরণ্যকশিপু মারি
খণ্ডাইলে পৃথিবীর ভার॥
বন্দিব৪ ভারতী-পায় শুভ্র৫ সুবর্ণ-কায়৬
বাক্যময়ী সুমতিদায়িনী।
বন্দো পড়ি ভূমি-তলে বসন বান্ধিয়া গলে
কমলা কমল-বিলাসিনী॥
রাজহংস রথে গতি বন্দো দেব প্রজাপতি
ব্রহ্মাণী গায়ত্রী করি সঙ্গে।
ভাবিয়া যাহার পদ মুনিগণে গায় বেদ
চতুর্ম্মুখ লোহিত সর্ব্বাঙ্গে৭॥
ঐরাবত-রথে গতি শচী সঙ্গে সুর-পতি
মহিষ-বাহনেতে শমন৮।
প্রণমহ ভক্তি-মনে অজ-রথ৯ হুতাশনে
কৃষ্ণসার-বাহনে পবন॥
বন্দো সিন্ধু-সুত-পায়১০ ষোল-কলা-পূর্ণ-কায়
রুহিণ্যাদি নক্ষত্র-সংহতি।
গমন অরুণ-রথে নব গ্রহ করি সাথে
প্রণমহ দেব দিন-পতি॥
দীন-হীনজন-বন্ধু ভকত-করুণা-সিন্ধু
শ্রীগুরু-চরণ বন্দো মাথে।
ভূমিগত হৈয়া কায়১১ বন্দি কবিগণ১২-পায়
বিরচিত দ্বিজ১৩ রঘুনাথে॥
সবে হৈয়া বিনিপুণ১৪ শোন সত্য-দেব-গুণ১৫
কলি-যুগে যেমতে প্রকাশ।

৪। 'বন্দিয়া' খ। ৫। 'শুদ্ধ' ক। ৬। 'সুপ্রসন্নকায়' খ। ৭। 'চতুর্ম্মুখ' ইত্যাদি স্থলে 'চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধারী' খ। ৮। 'মহিষ' ইত্যাদি স্থলে 'মহিষবাহনে যমরাজ' খ। ৯। 'দিব্যরথ' খ। ১০। 'কায়' খ। ১১। 'তায়' খ। ১২। 'কবিগণ' খ। ১৩। 'কবি' ক। ১৪। 'একমন' খ। ১৫। 'সত্যদেব-গুণ' স্থলে 'সর্ব্ব দেবগণ' খ।

অন্য[১৬] যুগে নাহি ছিল তেই সে পুরাণে নৈল[১৭]
কবিগণে নানা মতে ভাষ[১৮] ॥
পূর্ব্ব কাশীপুর নাম ব্রহ্মপুত্র-কূলে গ্রাম
ব্রাহ্মণাদি-বসতি প্রচুর ।
তথায় বসতি করি সদানন্দ নাম ধরি
ছিল এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥
নিত্য সেই বিপ্র জন গ্রাম করি পর্য্যটন
নিজোদর করয়ে পালন ।
আরো[১৯] দিন বিপ্র-রায় গ্রাম-পর্য্যটনে যায়
তাহে দেখে[২০] একটি ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণে বলেন ভিক্ষু চলিয়াছ কোন দিক্ষু*
দুঃখী কেনে দেখি অতিশয় ।
সদানন্দ শুনি বাণী যোড় করি দুই পাণি
নিজ কথা বিশেষিয়া কয় ॥
শুনি প্রভু দয়াময় তাহে[২১] উপদেশ কয়
সেব তুমি সত্য-নারায়ণ ।
বহু মন্ত্র-তন্ত্র[২২] নয় সেবিলে বিভূতি হয়
সত্য সত্য কহিল বচন ॥
সোয়া পরিমাণ করি আতব-তণ্ডুল-গুড়ি
রম্ভা দুগ্ধ[২৩] ইক্ষুর[২৪] মিশ্রিত ।
প্রতিবাসী যত ধনী[২৫] সন্ধ্যাকালে ডাকি আনি
নারায়ণে করি নিবেদিত ॥
সত্য-নারায়ণ প্রতি সবে করি সুভকতি[২৬]
যায় যেই মানস করিয়া ।
ভক্তি করি রম্ভা-পাত লইবেক যুড়ি হাত
প্রসাদ খাইবে তাহে[২৭] নিয়া ॥

১৬। 'সত্য' খ। ১৭। 'তেই' ইত্যাদি স্থলে 'কলিতে প্রকাশ হৈল' খ। ১৮। 'কবিগণে' ইত্যাদি স্থলে 'দারিদ্রেরে করিতে উদ্ধাস' খ। ১৯। 'আর' খ পুথি। ২০। 'দেখা' খ। * দিক্ষু—(সংস্কৃত 'দিক্ষু'=দিক্‌সমূহে) দিকে। ২১। 'তাথে' খ। ২২। 'তন্ত্রমন্ত্র' খ। ২৩। 'যুক্ত' খ। ২৪। 'ইক্ষুক' ক। ২৫। 'ধানি' ক। ২৬। 'ভকতি' খ। ২৭। 'হাতে' খ।

সদানন্দ তুষ্ট হৈয়া   নগরে গেলেক ধাইয়া
বৃদ্ধ বিপ্র করিয়া নমন২৮।
সেই দিন ভিক্ষা করি   যথা দ্রব্য যোগ্য হরি২৯
ঘরে আসি করিল পুজন॥
বিধি মতে সেবা৩০ করি   সভা ভরি৩১ বলে হরি
তুষ্ট হৈয়া প্রভু অধিষ্ঠান।
উচ্চারিয়া বিষ্ণু-বীজ   স্তবন করিলা দ্বিজ
বর দিলা সত্য-ভগবান্৩২॥
খণ্ডিবে দারিদ্র্য-দুখ   ঐহিকে পাইবে সুখ
পারত্রিকে৩৩ আমার সস্থান৩৪।
এহা বলি দয়াময়   আর করি দিব্যচয়৩৫
তথা হৈতে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
সেই বর প্রকাশিল   দুঃখ শোক৩৬ দূরে গেল
ভূতি৩৭ হৈল কুবের সমান।
দ্বিজ৩৮ রঘুনাথে কয়   সেবিলে বিভূতি হয়
সেব সবে সত্য-ভগবান্৩৯॥

খর্ব্ব ছন্দ।

এক দিন অতি ক্ষীণ কাঠরিয়াগণ।
কাষ্ঠ কাটিবারে হাটি৪০ করিল গমন॥
কর্ম্ম-ফলে রৌদ্র-জালে তৃষ্ণা-যুক্ত হৈয়া।
কত দূরে কাশীপুরে উত্তরিলা গিয়া॥
বিপ্র দেখি বলে দুখী৪১ জল কর দান।
সদানন্দ পায়্যানন্দ করাইল পান৪২॥
ভক্তিমন্ত দেখি শান্ত৪৩ জিজ্ঞাসিল তারে।
কি কারণ পাল্যা ধন কহত আমারে৪৪॥
বিপ্র বলে কোন ছলে দিলেন ঈশ্বর।
পর্য্যটনে দরশনে এক বিপ্রবর॥
সত্য-দেব তুমি সেব ঘরেতে যাইয়া।
ভিক্ষা করি দ্রব্যাহরি সুসজ্জ করিয়া॥
ভিক্ষা-পথে সেই মতে শুনিয়া বিধান।
ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পুজে ভগবান্॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা বিভূতি পাইল।
উপকার করি সার৪৫ তোমাকে কহিল॥

২৮। 'নমন' খ। ২৯। 'যথা' ইত্যাদি স্থলে 'যত দ্রব্য সমাহরি' খ। ৩০। 'পুজা' খ। ৩১। 'করি' ক। ৩২। 'নারায়ণ' খ। ৩৩। 'পারর্থিকে' খ। ৩৪। 'সমান' খ। ৩৫। 'আর' ইত্যাদি স্থলে 'দিয়া নিজ পরিচয়' খ। ৩৬। 'সব' খ। ৩৭। 'বুদ্ধি' খ। ৩৮। 'কবি' ক। ৩৯। 'নারায়ণ' খ। ৪০। 'কাষ্ঠ' ইত্যাদি স্থলে 'কাষ্ঠ কাটি বার আটি' ক। ৪১। 'বিপ্র' ইত্যাদি স্থলে 'দেখে বিপ্র আছে ক্ষিপ্র' ক। ৪২। 'জলপান' খ। ৪৩। 'ভক্তিমন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'ভক্তিপূর্ণ কাষ্ঠ তক্ষ' ক। ৪৪। 'কি' ইত্যাদি স্থলে 'দুঃখ দূর হৈল তোর কিমত প্রকারে' খ পুথি। ৪৫। 'উপকার' ইত্যাদি স্থলে 'আদি অন্ত সব বৃত্তান্ত' খ।

শুনি হিত আনন্দিত কাঠরিয়াগণ।
ঘরে যাইয়া তুষ্ট হৈয়া পূজে নারায়ণ৪৬ ॥
তুষ্ট-মনে নারায়ণে তারে দিলা বর।
দুঃখ গেল ধন হৈল বিভূতি বিস্তর ॥
তার শেষে সর্ব্ব দেশে হইল প্রকাশ।
সত্য-দেবে পূজি সবে দুঃখ কৈল নাশ ॥
যোড়-হাতে রঘুনাথে করে নিবেদন।
দুঃখ হর কৃপা কর৪৭ সত্য-নারায়ণ ॥

ত্রিপদী।

রত্নপুর৪৮ নামে গ্রাম সর্ব্ব-গুণে গুণ-ধাম
তাথে বৈসে সাধু লক্ষপতি।
ভার্য্যা তার লীলাবতী রূপে গুণে মহামতি৪৯
ঘরে তার নাহিক সন্ততি ॥
এক দিন সেই জন বাণিজ্য করিতে মন
কাশীপুরে কৈলা৫০ অধিষ্ঠান।
তথাতে কামনা করি ঘরে আইলে৫১ সাধু-তরি
এক কন্যা হৈল উপদান* ॥
রাখি কলাবতী নাম পাত্র আনি অনুপাম
শঙ্খপতি তাহান বিধান৫২।
শুভ লগ্নে ক্ষণ করি বহু দ্রব্য সমাহরি
কন্যাকে করিল সম্প্রদান ॥

খর্ব্ব ছন্দ।

বর সঙ্গে মন-রঙ্গে তুষিয়া সুন্দরী।
শাস্ত্র-মতে পতি-হাতে ঘরে নিল ধরি ॥
দুই জনে এক-মনে বিধি মিলাইল।
মহাসুখে সকৌতুকে রজনী বঞ্চিল ॥
এহি মতে আনন্দেতে সাধু কন্যা পাইলে।
সত্য-দেবা নৈলে সেবা৫৩ সাধু কর্ম্মফলে ॥
কত৫৪ দিনে সাধু৫৫ মনে বাণিজ্যে যাইতে
সপ্ত তরি সজ্জ করি জামাতা সহিতে ॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে৫৬ নৌকা-আরোহণ।
উচ্চ-রব মাল্লা সব করে ঘন ঘন ॥
সর্ব্ব পথে নানা মতে দেখি তীর্থগণ।
প্রণমিয়া প্রবন্ধিয়া৫৭ করিল৫৮ তর্পণ ॥

৪৬। 'শুনি' ইত্যাদি পংক্তি-দ্বয় স্থলে 'কাঠতক্ষ সেই বাক্য শুনি সাবধানে। ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজিল বিধানে ॥' ক। ৪৭। 'দুঃখ' ইত্যাদি স্থলে 'তুষ্ট হৈল বর দিল' খ। ৪৮। 'রক্তপুর' খ। ৪৯। 'মহাসতী' ক। ৫০। 'হৈলা' খ। ৫১। 'আইল' খ। * উপদান=উৎপত্তি। ৫২। 'রাখি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুথিতে নাই। ৫৩। 'সত্য' ইত্যাদি স্থলে 'সত্য দেব নৈলে সব' খ। ৫৪। 'এক' খ পুথি। ৫৫। 'হৈল' খ। ৫৬। 'শুভ' ইত্যাদি স্থলে 'শুভক্ষণে সুলগনে' ক। ৫৭। 'করে যাত্র্যা' খ। ৫৮। 'স্নান যে' খ।

তার পরে সে৫৯ সফরে রাজা সত্যবান্ ।
রাজ-ভেটে সন্নিকটে সাধু অধিষ্ঠান ॥
আজ্ঞা পায়্যা বাসা লয়্যা ছান্দিল দোকান।
পূর্ব্ব ফলে প্রকাশিলে সত্য-ভগবান্ ॥
রাজ-ঘরে যায়্যা চোরে সর্ব্বস্ব হরিল ।
সেই সর্ব্ব যত দ্রব্য সাধু মূল্য দিল৬০ ॥
চরগণ অনুক্ষণ রাজ-আজ্ঞা পায়্যা ।
হয়্যা মত্ত করে তত্ত্ব সদা ফিরে ধায়্যা ॥
নারায়ণে কুপ্ত-মনে৬১ বৃদ্ধ বিপ্র হৈয়া ।
মুক্তা কাণে সাধু পানে৬২ দিলা দেখাইয়া ॥
স্বর্ণ-বর্ণ মুক্তা-কর্ণ সাধু শঙ্খপতি ।
চোর করি৬৩ আনে ধরি শ্বশুর সংহতি ॥
কর্ম্মফলে বন্দিশালে রৈলা দুই জন ।
গৃহে এথা শোন কথা যেমত লক্ষণ ॥
জামাতার বহুকাল৬৪ শ্বশুর সংহতি ।
দেখি৬৫ লীলা দুঃখশীলা সদত রোদতি ॥
সত্য-কোপে কোনরূপে৬৬ হরি নিল ধন ।
কত মৈল পলাইল দাস-দাসীগণ ॥
দিন দিন ভাগ্য-হীন সত্যের কপটে ।
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি বড়ই সঙ্কটে ॥
উপবাসে বেলা-শেষে৬৭ সাধুর কুমারী ।
ভিক্ষা জন্মে গেল কন্যে৬৮ ব্রাহ্মণের বাড়ী ॥

সন্ধ্যা-বেলা নিজ শালা পূজে নারায়ণ ।
কলাবতী দুঃখ-মতি পুছিল কারণ ॥
পূজা মত বিধি যত শুনিয়া বিশেষ ।
ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজে হৃষীকেশ ॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা প্রভু নারায়ণ ।
সত্যবানে নিজ-কাণে কহিলা সপন ॥
নিদ্রা হৈতে উঠি প্রাতে কহে৬৯ পাত্র স্থানে ।
বন্দিযুক্ত দুই মুক্ত৭০ সেই ক্ষণে আনে ॥
তুষ্ট মনে দুই জনে করাইল স্নান ।
নিতি কর্ম্ম যথা৭১ ধর্ম্ম বস্ত্র-পরিধান ॥
দুই জন আলিঙ্গন করি নৃপ-বর ।
মিষ্ট ভাষি৭২ দ্রব্যরাশি দিল বহুতর ॥
অশ্ব গজ বানা৭৩ ধ্বজ নানান প্রকার ।
রেসমী পসমী আদি বস্ত্র ভারে ভার ॥
হীরা মতি নানাজাতি প্রধান৭৪ যতেক ।
সপ্ত তরি দিল ভরি লিখিব কতেক ॥
নানাবিধি তৈজসাদি কহন না যায় ।
গন্ধদ্রব্য দিল সর্ব্ব ভরিয়া নৌকায় ॥
বানিয়াতি নানাজাতি লঙ্গ তেজপাত ।
জাতিফল নিয়াছল এলাচি গুজরাত৭৫ ॥
নিজ পুরী শূন্য করি দিল৭৬ নানা ধন ।
যোড়-কর৭৭ পরিহার করয়ে রাজন ॥

৫৯ । 'প্রভু' ক । ৬০ । 'নিল' ক । ৬১ । 'ক্রোধমনে' খ । ৬২ । 'মুক্তা' ইত্যাদি স্থলে 'মুক্তা দুলে সাধুগলে' খ । ৬৩ । 'বলি' খ । ৬৪ । 'জামাতার' ইত্যাদি স্থলে 'জামাতারে কারাগারে' খ । ৬৫ । 'শুনি' খ । ৬৬ । 'সত্য-কোপে' ইত্যাদি স্থলে 'দৈবযোগে কর্ম্ম-ফলে' ক । ৬৭ । 'উপবাসে' ইত্যাদি স্থলে 'এক দিন অতি ক্ষীণ' ক । ৬৮ । 'ভিক্ষা' ইত্যাদি স্থলে 'ভিক্ষা অর্থে গ্রামপথে' ক । ৬৯ । 'নিদ্রা' ইত্যাদি স্থলে 'দেখি সপ্ন কহে প্রশ্ন নিজ' ক । ৭০ । 'সাধু' খ । ৭১ । 'যত' খ । ৭২ । 'রাশি' খ । ৭৩ । 'দিব্য' খ । ৭৪ । 'প্রচুর' ক । ৭৫ । 'বানিয়াতি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় ক পুথিতে নাই । ৭৬ । 'দিয়া' ক । ৭৭ । 'করযোড়ে' খ ।

দৈবাধীনে৭৮ ক্রোধ-মনে দুঃখ দিল তোমা।
বিনা দোষে কৈল৭৯ রোষে এবে কর ক্ষমা॥
রাজ-কষ্ট শুনি তুষ্ট হৈলা দুই জন।
পড়ি ভূমি পদ নমি কৈলা সম্ভাষণ৮০॥
মৃদু ভাষে রাজ-পাশে হইয়া বিদায়।
করি নতি গণপতি চড়িলা৮১ নৌকায়॥

ত্রিপদী।

আনন্দে চড়িয়া৮২ নায় সদাগর দেশে যায়
হরি বলে৮৩ দাড়ি মাঝিগণ।
হেন কালে ধীরে ধীরে৮৪ বিপ্ররূপে নদীতীরে৮৫
আসিলেন সত্যনারায়ণ॥
পুছিলা সাধুর তরে কি দ্রব্য নৌকার পরে
পরিহাস্তে৮৬ সাধু কহে কথা।
তুমি ভিক্ষু৮৭ হীনবল শুনি ইহা কিবা ফল
ভরিয়াছি তরু লতা পাতা॥
শুনিয়া সাধুর বাণী হাসিলেন চক্রপাণি৮৮
এবমস্তু বলিলেন ছলে।
নৌকায় যত ধন ছিল সব লতা পাতা হৈল৮৯
ভাসিয়া উঠিল সব জলে৯০॥
দেখি সাধু অচেতন করে বহু বিলাপন৯১
হেন কালে কহে শঙ্খপতি।
আমার বচন ধর বিপ্রকে স্তবন কর৯২
তবে তোমার ঘুচিবে দুর্গতি॥
সদাগর শুনি কথা নৌকা লাগাইয়া তথা
জামাতার সহিতে গমন।

৭৮। 'দৈব দিনে' খ। ৭৯। 'কৈলা' খ। ৮০। 'রাজ-কষ্ট' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে খ পুথির পাঠ যথা,—'রাজ-বাণী সাধু শুনি হৈল হরষিত। তুষ্ট হৈল প্রণমিল পড়িয়া ভূমিত॥' ৮১। 'উঠিলা' খ। ৮২। 'চলিলা' খ। ৮৩। 'ধ্বনি' খ। ৮৪। 'ধীরে ধীরে' স্থলে 'নদীতীরে' খ। ৮৫। 'বিপ্র' ইত্যাদি স্থলে 'বৃদ্ধরূপে ধীরে ধীরে' খ। ৮৬। 'উপহাস্যে' খ। ৮৭। 'বিপ্র' খ। ৮৮। 'যদুমণি' খ। ৮৯। 'নৌকায়' ইত্যাদি স্থলে 'নৌকায় যতেক ধন আচম্বিতে বিনাশন' ক। ৯০। 'সব জলে' স্থলে 'সপ্ত তরি' খ। ৯১। 'করে' ইত্যাদি স্থলে 'হাহাকার ঘন ঘন' খ। ৯২। 'বিপ্রকে' ইত্যাদি স্থলে 'পরিহার দ্বিজবর' খ।

নতশির গদগদ　　ধরিয়া বিপ্রের পদ
করিলেন অনেক স্তবন ॥
সাধু যদি মিনতিলা৯৩　　শুনি দ্বিজ৯৪ তুষ্ট হৈলা
নৌকা কাছে করিলা গমন।
দয়া কৈলা নরহরি　　ধনপূর্ণ হৈল তরি
নমি সাধু চলিলা তখন৯৫ ॥
বাহ বাহ সাধু ডাকে　　মাল্লাগণ বাহে ঝাকে
নাহি করে বিলম্ব বিশ্রাম।
পবন-সঞ্চারে৯৬ ধায়　　আস্তে ব্যস্তে নৌকা যায়
সন্ধ্যাবেলা পায় নিজ গ্রাম ॥
গৃহে লীলাবতী ধনী　　পুরোহিত ডাকি আনি৯৭
পূজা করে সত্য-নারায়ণ।
হেন কালে বলে চরে　　লক্ষপতি আইল ঘরে
মায় ঝিয়ে হৈল অচেতন ॥
আস্তে ব্যস্তে পূজা সারি　　শীঘ্রগতি সাধু-নারী
নদীতীরে করিলা গমন।
কলাবতী শুনি কথা　　প্রসাদ ফেলিয়া তথা
ধায়্যা গেল পতি দরশন ॥
এথা ঘাটে সদাগরে　　নানা সুমঙ্গল করে
লাগাইয়া সপ্তখানা তরি।
বাদ্যভাণ্ড উতরোল৯৮　　নাহি শোনে কার বোল
ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ খঞ্জরি ॥
কলাবতীর অপরাধ　　তাহে ঘটে পরমাদ৯৯
কোপে প্রভু১০০ করিলেন ছল।
উদিত নির্ম্মল১০১ শশী　　শঙ্খপতি ছিল বসি
নৌকা সমেত ঘাটে হৈল তল ॥
হেন কালে সদাগরে　　নানা সুমঙ্গল করে
নৌকা হইতে উঠিলেক তটে।

৯৩। 'প্রণতিলা' খ। ৯৪। 'প্রভু' খ। ৯৫। 'নমি' ইত্যাদি স্থলে 'প্রণমিয়া করিল গমন' খ। ৯৬। 'গমনে' খ। ৯৭। 'গৃহে' ইত্যাদি স্থলে 'এথা প্রিয়াগমসিলা প্রতিবাসি ডাকি লীলা' ক। ৯৮। 'উচ্চ রোল' খ ৯৯। 'তাহে' ইত্যাদি স্থলে 'দেখি প্রভু জগন্নাথ' ক। ১০০। 'কোপে প্রভু' স্থলে 'কুপ্ত হৈয়া' ক। ১০১। 'লিখন' খ।

সাধু আদেশিলা লোকে শীঘ্র আন জামাতাকে
নৌকা সহ নাহি দেখি ঘা'ট ॥
আহা প্রভু জগন্নাথ কিবা হৈল বজ্রাঘাত
প্রাণ-সম জামাতা কোথায়।
লীলাবতী শুনি বাণী শিরেতে পাষাণ হানি
অচেতনে পড়িয়া তথায়১০২ ॥
হেন কালে কলাবতী ধায়্যা আসি শীঘ্রগতি
কথা শুনি হৈলা অচেতন১০৩।
ক্ষেণেকে চেতন পায়্যা ধরা-তলে লোটায়্যা
সকরুণে করিছে রোদন ॥

লাচারি*।

কান্দে নারি কলাবতী আহা প্রভু প্রাণপতি
অভাগিনী ডাকিছে তোমারে।
কোন অপরাধে মোরে পাসরিলা প্রাণেশ্বরে
কি কারণে তেজিলে আমারে ॥
সপনেহ তোমা বিনে অন্য নাহি মোর মনে
তবে কেনে নিদয়া হইলা।
প্রফুল্ল সময় পায়্যা মধু-পান না করিয়া
কেনে পুষ্প বিসর্জ্জন কৈলা ॥
চন্দ্র-হীন১০৪ নিশি-শোভা সূর্য্য বিনা যেন দিবা
শিখী যেন বিনা কাদম্বিনী।
মণি-হারা যেন ফণী শশী বিনা কুমুদিনী
কাদম্বিনী বিনা সৌদামিনী ॥
জল বিনা যেন মীন সরোবর পদ্মহীন
পদ্ম যেন বিনা মধুকর।

১০২। 'অচেতনে' ইত্যাদি স্থলে 'ভূমে পড়ে অচেতন হৈয়া' খ। ১০৩। 'হেন কালে' ইত্যাদি পংক্তি দুইটি খ পুথিতে নাই,—লিপিকর-প্রমাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

* এই লাচারির কলিগুলি ভাটিয়াল সুরে তেওট তালে গীত হইয়া থাকে এবং মাত্রা পূরণের জন্ত প্রয়োজন মতে শব্দগুলির মাঝে মাঝে 'হে', 'ওহে', 'আরে' ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয়। ১০৪। 'তারা-হীন' ক।

রাজা-হীন যেন ভূমি তোমা বিনে তেন আমি
শোকানলে হৈয়াছি কাতর১০৫ ॥
পরবাসে ছিলে১০৬ তুমি সতত চিন্তিত আমি
আগমনে পূরিবে বাঞ্ছিত।
দ্বাদশ বৎসর পরে যদি বা আসিলা ঘরে
তাহে বিধি ক রল বঞ্চিত ॥
কোন অপরাধে মোরে বিধি বিড়ম্বনা করে
কিবা মোর লিখিল ললাটে১০৭।
কোন জন্মে ছিল পাপ কেবা দিল ব্রহ্ম-শাপ
তে কারণে পতি ডুবে ঘাটে১০৮ ॥

বারমাসী।

ইহ ত বৈশাখ মাস তুহিন১০৯ হইল নাশ
প্রচণ্ড যে হইল তপন১১০।
বসন্ত আগত দেখি ডাকয়ে কোকিল পাখী১১১
আমি তাহে দুঃখিত বিমন ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে চণ্ডারুণ১১২ গ্রীষ্ম হৈল সুদারুণ১১৩
পক্ক আম্র হইল মিলন।
ফুটিল বকুল জাতি তাহে মোর নাহি পতি১১৪
কাল যাবে করিয়া কেমন ॥
আষাড়েতে ঘন বৃষ্টি শ্রাবণে বরিষা সৃষ্টি
ভাদ্র মাসে পক্ক তালগণ।
আশ্বিনেতে দশভুজা ত্রিভুবনে করে পূজা
তাহে আমি পতিহীন জন ॥

১০৫। 'শোকানলে' ইত্যাদি স্থলে 'তোমা বিনা না রহে জীবন' খ। ১০৬। 'পরবাসে ছিলে' স্থলে 'বিদেশে আছিলা' খ। ১০৭। 'কিবা' ইত্যাদি স্থলে 'কিবা ছিল ললাটে আমার' খ। ১০৮। অতঃপর খ পুথিতে নিম্নলিখিত প্রক্ষিপ্ত পংক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয়, যথা—

'ষোড়শ বয়স বালা বিষম মদন-জ্বালা
চিত্ত মোর করয়ে দাহন।'

১০৯। 'তব হিন' খ। ১১০। 'প্রচণ্ড' ইত্যাদি স্থলে 'প্রফুল্ল যে হইল পবন' খ। ১১১। 'বসন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'যে জীবে যেমত ভাগ সেই মত অনুরাগ' ক। ১১২। 'চন্দ্রারোল' খ। ১১৩। 'সুধারোল' খ। ১১৪। 'ফুটিল' ইত্যাদি স্থলে 'তাহে মোর নাহি পতি আমি নবকুল জাতি' ক।

কার্ত্তিকে শরত কাল নিশি-শোভা অতি ভাল১১৫
মার্গশীর্ষে নবীন ভোজন।
পৌষ মাসে দিবা-হ্রাস দীর্ঘ রাত্র অভিলাষ
তাহে মোর পতির মরণ ॥
মাঘ মাস মহাধন্য স্নানদানে মহাপুণ্য
সুমধুর১১৬ তাম্বুল চর্ব্বণ।
ফাল্‌গুনেতে মন্দ শীত চৈত্রে নারী হরষিত১১৭
তাহে মোর পতির নিধন ॥
এহি মতে কলাবতী বিলাপ করিয়া অতি
উচ্চস্বরে১১৮ করিছে রোদন।
কাতর করুণা* শুনি দয়া কৈলা দেবমণি১১৯
দ্বিজ রঘুনাথের বচন ॥

থর্ব্ব ছন্দ।

লক্ষপতি শুদ্ধমতি করে হাহাকার।
হেন কালে পড়ি গেলে শব্দ হুহুঙ্কার ॥
শোন সাধু তোর বধু কহুক কন্যারে।
ভূমিগত প্রসাদ১২০ তুলিয়া খাইবারে ॥
এত শুনি সাধু-মণি হৈল হরষিত।
মৃত দেহে হৈল তাহে জীব সঞ্চারিত১২১ ॥
আচম্বিতে সচকিতে সাধু লক্ষপতি।
ভার্য্যা লীলা আদেশিলা অতি হৃষ্টমতি ॥
লীলাবতী শীঘ্রগতি কন্যাকে কহিল।
সাধু-কন্যা মানি ধন্য১২২ প্রসাদ খাইল ॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা প্রভু গদাধর।
নৌকা ঘাটে ভাসি উঠে জলের উপর ॥
লক্ষপতি শীঘ্রগতি জামাতা আনিল।
নারীগণে শুভক্ষণে ঘরে নিয়া গেল ॥
বারেবার অঙ্গীকার পূজা করিবার।
তুষ্টমনে দুই জনে আরম্ভিলা তার ॥
নিমন্ত্রণ নিবেদন করি সদাগর।
চারি পাশে দেশে দেশে পাঠাইলা চর ॥
বাদ্যকার নাট্যকার বিদ্যাধরগণ১২৩।
যত১২৪ প্রজা সাধু রাজা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ॥

১১৫। 'কার্ত্তিকে' ইত্যাদি স্থলে 'উষা মাসে দেবরাস দশ ইন্দ্র পরকাশ' ক। ১১৬। 'লজযুক্ত' খ। ১১৭। 'চৈত্রে' ইত্যাদি স্থলে 'চৈত্র মাসে বস'ন্ত' ক। ১১৮। 'উচ্চারিয়া' ক। *করুণা=কাতর-উক্তি। ১১৯। 'কৈলা' ইত্যাদি স্থলে 'কৈরা দৈববাণী' খ। ১২০। 'প্রসাদ যত' খ। ১২১। 'এত' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে—

'এত শুনি সাধুমণি হৈলা অচেতন।
তপ্ত স্থল দিলা জল কোন মহাজন ॥' ক।

১২২। 'সাধু' ইত্যাদি স্থলে 'ব্যস্ত হৈয়া শীঘ্র যাইয়া' খ। ১২৩। 'বিদ্যাধরীগণ' খ। ১২৪। 'সঙ্গে' ক।

প্রতিবেশী দাসদাসী আসিয়া মিলিল১২৫।
সন্ধ্যা বেলা নিজ শালা পূজা আরম্ভিল ॥
দুগ্ধ গুড় রম্ভা আর আতব তণ্ডুল।
নানাবিধি ফল আদি কর্পূর তাম্বুল ॥
নিয়মিত দ্রব্য যত সোয়া পরিমাণ।
উপহার ভারে ভার বিবিধ বিধান ॥
মিশ্রী চিনি খাজা ফেণী মতিচুর খাসা।
রসকরা মনোহরা জিলাপী বাতাসা ॥
কন্দ গাঠা জজীমিঠা১২৬ এলাচির দানা।
রাশি রাশি আনারসি তক্তি পেড়া ছানা ॥
মিষ্ট দ্রব্য দিল সর্ব্ব কত কব তারে১২৭।
ফল আদি নিরবধি দিল ভারে ভারে ॥
সভা করি সারি সারি বসি চতুর্ভিতে।
নারীগণ১২৮ আগমন জয়ধ্বনি দিতে ॥
স্বর্ণ-পীঠে স্বর্ণ১২৯ঘটে করিয়া স্থাপন।
বেদ-মুখ্য স্বস্তি-বাক্য করে দ্বিজগণ ॥
উত্তরাস্যে অপ্রকাশ্যে স্মরি বিষ্ণু-বীজ।
ধ্যানান্তরে পূজা করে পুরোহিত দ্বিজ ॥
ঢোল ডম্ফ জগঝম্প খঞ্জরি মৃদঙ্গ১৩০।
তাম্বুরা মন্দিরা আর তবল ত্রচঙ্গ ॥
সপ্তস্বরা সেতারা আর সারিন্দা পিনাক।
বাঁশী বীণা আদি নানা বাদ্য লাখে লাখ ॥
উচ্চ রব করি সব বাজায় সম্মুখে।
বেশ করি বিদ্যাধরী নাচয়ে কৌতুকে ॥
সুস্বরিত১৩১ গায় গীত গায়ক সকল।
নানা মতে চতুর্ভিতে হৈল সুমঙ্গল ॥
হাতে হাত ধরি যত কুলের কামিনী।
স্বর পূরি১৩২ ঘুরি ঘুরি দিচ্ছে জয়ধ্বনি ॥
যোড়-হাতে রঘুনাথে করে নিবেদন।
দুঃখ হর কৃপা কর সত্যনারায়ণ ॥
দীনহীনে তুমি বিনে আর নাহি বন্ধু।
কৃপা-মন নারায়ণ তার১৩৩ ভবসিন্ধু ॥

স্তব অক্ষর চৌতিশ*।

করি যোড় পাণি　　কহে স্তুতি-বাণী১৩৪
কাতর কলুষ-ত্রাসে।

১২৫। 'প্রতিবেশী' ইত্যাদি পংক্তি চারিটির স্থলে ক পুথির পাঠ, যথা—'সেবা-দ্রব্য করি ভব্য যত আয়োজন। সন্ধ্যাকালে আরম্ভিলে করি শুভক্ষণ ॥ গোরস ইক্ষুক রম্ভা আতব তণ্ডুল। বাটা ভরি সজ্জ করি গুবাক তাম্বুল ॥' ১২৬। 'কন্দ' ইত্যাদি স্থলে 'নকুলাদি নানাবিধি' খ। ১২৭। 'মিষ্ট' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে 'যত সর্ব্ব নানা দ্রব্য দিল সদাগর। লিখিতে কহিতে হয় গ্রন্থ বিস্তর ॥' ক। ১২৮। 'নারীগণ' ইত্যাদি স্থলে 'মধ্যাঙ্গনে বিষ্ণাসনে বেদবিধি মতে ॥' ক।

১২৯। 'পূর্ণ' ক। ১৩০। 'ঢোল' ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে খ পুথির পাঠ যথা—'ঢাক ঢোল লাখে লাখে মৃদঙ্গ খঞ্জরি। তাম্বুরা সারিন্দা বীণা শানাই ভেউরি ॥ সপ্তস্বরা সেতারা কাড়া মন্দিরা পিনাক। বাঁশী রোসনচকি বাজে লাখে লাখ ॥'

১৩১। 'সুস্বরেতে' খ। ১৩২। 'স্বর পূরি' স্থলে 'সব নারী' খ। ১৩৩। 'নারায়ণ তার' স্থলে 'গদাধর তরাও' খ। * এই স্তবের কলিগুলি রামকেলি রাগিণী ও একতালা তালে গীত হইয়া থাকে। ১৩৪। 'করি' ইত্যাদি স্থলে 'করি স্তুতি-বাণী করযোড় পাণি' খ।

কৃষ্ণ কৃপাময় কেশি-কংস-জয়১৩৫
ক্লেশ-ক্ষয় কর দাসে১৩৬ ॥
খল-তাপ-হারী খল-ক্ষয় করি
খিতি ধরিছ আপনে।
খীরোদ-নিবাসী খগেন্দ্র-বিলাসী
খেমা কর খিন জনে ॥
গোলক ছাড়িয়া গোপ-গৃহে যায়্যা
গোবর্দ্ধন-গিরিধারী।
গোপ-শিশু লয়্যা গো-ধেনু চরায়্যা
গোপী-চিত্ত কৈলা চুরি ॥
ঘোর ভবার্ণবে ঘূর্ণিত এ সবে
ঘেরিছে শমন-দূতে।
ঘরের সেবক ঘুচাও বিপাক১৩৭
ঘোষণা রবে১৩৮ জগতে ॥
উতপতি-কারী উনমত্ত-ঐরি
উঁড়ষ্যায় অবস্থিতি।
উক্তি-মুক্তি-দাতা উমাপতি ধাতা১৩৯
উদ্দেশিয়া করে স্তুতি ॥
চণ্ডী-চক্রেশ্বর১৪০ চতুর্ভুজ-ধর
চন্দ্রচূড়ার্দ্ধাঙ্গ-মাথা১৪১।
চারু চন্দ্র-বর১৪২ চরণে নখর১৪৩
চূড়ায় ময়ূর-পাখা ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-কারী শ্রীপতি শ্রীহরি
শ্রদ্ধা স্নেহ অবতীর্ণ।
ছিল দশ-মুণ্ড ছত্র নব দণ্ড
ছলে কৈলা ছিন্ন ভিন্ন ॥
জয় জনার্দ্দন জাদব-নন্দন
জয় জগন্নাথ-স্বামী।
জগত-কারণ জগত-পালন
জগত-নাশনে জামী১৪৪ ॥
ঝলমল মুখ ঝলকে ত্রিলোক
ঝলমল বন মালা।

১৩৫। 'কশিক হৃদয়' খ। ১৩৬। 'ক্লেশ দিলা দীন দাসে' খ। ১৩৭। অপদে' খ। ১৩৮। 'করে' খ। ১৩৯। 'উক্তি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুথিতে নাই। ১৪০। 'চণ্ডেশ্বরী' খ। ১৪১। 'চন্দ্র'-ইত্যাদি স্থলে 'চন্দ্রচূড়াজনা মাথা' খ। ১৪২। 'চন্দ্রধর' খ। ১৪৩। 'চরণে নখর' স্থলে 'চরণ নির্ম্মল' খ। ১৪৪। 'জগত'—ইত্যাদি স্থলে 'জগত-সংসার-কর্ত্তা তুমি' খ। 'জামী' (সংস্কৃত—'যামী')= প্রহরী।

ঝাপনে১৪৫ কলুশ　　ঝঙ্কারে মানুষ
　　ঝাটে হর১৪৬ যম-জ্বালা ॥
নিয়মিত-কর্ত্তা　　নিয়মিত-ভর্ত্তা
　　নিয়তস্বরূপ তুমি।
নিয়মিত-বন্ধু　　নিস্তার-মুকুন্দু
　　নিদানে পরিছি আমি১৪৭ ॥
টুটাইছে যমে　　টোনসরোসমে(?)
　　টঙ্ক*-ধারী অনুচরে১৪৮।
টঙ্কারহ ধনু　　টলমল তনু১৪৯
　　টুটাও ভব কিঙ্করে ॥
ঠাকুর নিকটে　　ঠেকেছি সঙ্কটে
　　ঠাইট নাহি মারে দাসে১৫০† ।
ঠেকিয়াছি ঘোরে　　ঠাণ্ডা কর মোরে
　　ঠাই দিয়া পদ পাশে ॥
ডাহিনে বামেতে　　ডাঙ্গ‡ বাণ হাতে
　　ডংসিছে¶ শমন-দুতে।
ডর নাহি তাকে　　ডাকিয়া তোমাকে
　　ডঙ্কা মারি** রবিসুতে ॥
ঢাক ঢোল আদি　　ঢক্কা নানাবিধি১৫১
　　ঢল ঢল কাঁসী বাজে।

১৪৫। 'ঝলকে' খ। ১৪৬। 'নাশ' খ। ১৪৭। 'নিয়মিত' ইত্যাদি চারি পংক্তির স্থলে খ পুথির পাঠ, যথা—'নিয়ত-কারণ　　নিমিত্ত-পূরণ
　　নির্ধন জনের বন্ধু।
নিরঞ্জন রূপ　　নির্ব্বিকার-স্বরূপ
　　নিত্য নিত্য ভব-সিন্ধু ॥'

* 'টঙ্ক'=পাষাণ-ভেদকারী যন্ত্র-বিশেষ। ১৪৮। 'টুটাইছে' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে খ পুথির পাঠ যথা—　　'টলমল নীরে　　টুটিয়া গম্ভীরে
　　টুটাইলা ভূমি-তলে।'

১৪৯। 'টঙ্কারহ' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুথিতে নাই। ১৫০। 'ঠাইট' ইত্যাদি স্থলে 'ঠাই দেও দীন দাসে' খ। † 'ঠাইট' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—(সদ্বিবেচক প্রভু) দাসকে ঠাইট অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মারে না অর্থাৎ কিঞ্চিৎ লঘু শাস্তি দিয়াই ছাড়িয়া দেয়। ‡ 'ডাঙ্গ'=অঙ্কুশ-আকার অস্ত্রবিশেষ। ¶ 'ডংসিছে'=পীড়ন করিতেছে; (এখানে দংশন অর্থ সঙ্গত হয় না; বিদ্যাপতির পদাবলির 'দমন-লতা জনু দমসল হাতি' ইত্যাদির সহিত তুলনীয়)। ** 'ডঙ্কা মারি'=বিজয়-সূচক ডঙ্কা-ধ্বনি করি। ১৫১। 'ঢাক' ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে ক পুথির পাঠ, যথা—'ঢুলু ঢুলু নেত্র ঢুলু ঢুলু গাত্র ঢল ঢল কাঁশী বাজে।
ঢমুক লইয়া ঢমুক বাজায়্যা ঢম্প করিয়া সাজে ॥'

ঢোলে বাজে তাল ঢোলে বন-মাল
ঢুলু ঢুলু আঁখি সাজে ॥
অনন্ত-সংস্থিত অনন্ত-বেষ্টিত১৫২
অনন্ত তোমার নাম।
অনন্ত-শয়ন অনাদি-নিধন
অনাথে না হৈয় বাম ॥
ত্রিলোক-তারক১৫৩ ত্রিগুণ-ধারক
তত্ত্ব তোমা১৫৪ কেবা জানে।
তাপিত তনয় ত্রাসিত-হৃদয়
ত্রাণ কর নিজ-গুণে১৫৫ ॥
স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি স্থিতি যম
স্থূলাস্থূল১৫৬ ভূমণ্ডলে।
থরথর১৫৭ ভয় থকিত-হৃদয়
স্থান দেও পদতলে ॥
দনুজ-দলন দৈবকি-নন্দন
দুষ্ট কংসাসুর-বৈরি।
দীনহীন বন্ধু দয়াময় সিন্ধু
দরিদ্র-তরণে তরি১৫৮ ॥
ধরাধর ধরি ধরণী উদ্ধারি
ধন্য করিলে মহিমা১৫৯।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানে ধাতা ত্রিলোচনে
ধ্যানেতে না পায় সীমা১৬০ ॥
নম নারায়ণ নম জনার্দ্দন
নরসিংহ-অবতারী।
নম সনাতন নম নিরঞ্জন
নমো নম নরহরি১৬১ ॥

১৫২। 'ব্যাপিত' খ। ১৫৩। 'ত্রিগুণ-পালক' খ। ১৫৪। 'তত্ত্ব তোমা' স্থলে 'তব গুণ' খ। ১৫৫। 'নিজ-গুণে' স্থলে 'দীন জনে' খ। ১৫৬। 'স্থান রেখ' খ। ১৫৭। 'থরহর' খ। ১৫৮। 'দরিদ্র জনের তরি' খ। ১৫৯। 'ধন্য' ইত্যাদি স্থলে 'ধারণ করেছ অঙ্গে' খ। ১৬০। 'ধর্ম্মাধর্ম্ম' ইত্যাদি স্থলে

ধরি গোবর্দ্ধন ধন্য ত্রিভুবন
ধরিলা চরণ-তরঙ্গে।—খ পুথি।

১৬১। 'নম নারায়ণ' ইত্যাদি স্থলে—

'নমো নমো নম নমো নরোত্তম
নমো নৃসিংহ অবতারী।
নমো নারায়ণ নমো নিরঞ্জন
নমো নম নরহরি ॥'

পরম কারণ পতিত-পাবন
পতিত জনের বন্ধু।
পতিত কিঙ্করে পাপিষ্ঠ পামরে১৬২
পার কর ভব-সিন্ধু॥
ফণি-বৈরি-কন্ধে ফিরহ১৬৩ আনন্দে
ফণি-সজ্জা ফণি-পতি।
ফণি-মণি গলে ফণি-রূপ ছলে
ফণায় ধরিছ ক্ষিতি॥
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী বিপিন-বিলাসী
বৃন্দাবনে বংশীধারী।
বক বধিবারে বসুদেব-ঘরে
বলভদ্র-অবতারী॥
ভারাবতারণে ভুবন-পালনে
ভৃগুরাম অবতার।
ভব-ভয়ে ভীত১৬৪ ভকতি-বঞ্চিত
ভবার্ণবে কর পার॥
মোহিনীর ছলে মোহি দৈত্যকুলে
মায়াতে করিলা নষ্ট।
মুকুন্দ মুরারি মধুকৈটভারি
মহিমা বেদ-অপষ্ট॥
যজ্ঞ-যোগ্য-কারী যজ্ঞ-যম-হারী
যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞবিধি১৬৫।
যোগ-নিদ্রা-রূপ যোগেন্দ্র-স্বরূপ
যোগমায়াময় নিধি॥
রাম-রূপ ধরি রাবণ সংহারি
রক্ষা কৈলা সুর-লোকে।
রবির তনয় রিপু দুরাশয়
রক্ষিতা হও সেবকে॥
লয়্যা তব নাম লঙ্ঘি সিন্ধুধাম
লঙ্কা-জয়ী হনুমান।
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন লক্ষ্মী-নারায়ণ
লক্ষ্মীপতি ভগবান॥
বামন হইয়া বলিকে ছলিয়া
ব্রহ্মাণ্ডে১৬৬ লইলা ভিক্ষা।

১৬২। 'পতিত' ইত্যাদি স্থলে 'প্রণত কিঙ্করে পড়িয়া পাথারে' খ। ১৬৩। 'ফিরয়ে' খ। ১৬৪। 'ভব' ইত্যাদি স্থলে 'ভয়ভীত-চীত' ক। ১৬৫। 'যজ্ঞ' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ের স্থলে ক পুথির পাঠ যথা,—'জয় শ্রীমুরারি, জয় জয় হরি, যজ্ঞেশ্বর বেদ-বিধি।' ১৬৬। 'ব্রাহ্মণে' খ।

বরাহ-রূপেতে বসিয়া বনেতে১৬৭
বসুমতী কৈলা রক্ষা ॥
শক্তি-শূলধর শঙ্খচক্রেশ্বর
শম্ভু স্বর স্বরূপিলে১৬৮।
শর-বাহু ঐরি শশি-কলা ধরি
শাস্তানন্দ প্রদাইলে১৬৯ ॥
ষড়্‌গুণাশ্রিত ষট্‌কর্ম্ম-বর্জ্জিত
ষষ্ঠীরাত্র-নির্ব্বন্ধিতা।
ষড়্‌ভুজ-ধারী ষড়্‌রিপু-হারী
ষোড়শ-কলা-পূর্ণিতা* ॥
সর্ব্ব-বেদ-বিধি সর্ব্ব-গুণ-নিধি
সর্ব্ব জীবে তুমি ভর্ত্তা।
সৌখ্য-মোক্ষ-দাতা সংসার-পালিতা
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব-কর্ত্তা ॥
হাস্য-লীলা করি হৈলা হর-হরি
হলধর অবতীর্ণ।
হিরণ্যকশিপু হৈয়া তার রিপু
হেলায় করিলা চূর্ণ ॥
ক্ষত্রিয় সকলে ক্ষয় কৈলা ছলে
ক্ষেত্রপাল-রূপ ধরি।
ক্ষীণ দীনহীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি জন১৭০
ক্ষমা কর নরহরি ॥

স্তব শুনি দেব-মণি হৈলা অধিষ্ঠান।
তুষ্ট হৈলা বর দিলা হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
পূজা সাঙ্গে হৃষ্ট-অঙ্গে সাধু লক্ষপতি।
নিমন্ত্রিত বিদায়িত কৈলা যথামতি১৭১ ॥
কত দিনে কালহীনে কালপূর্ণ হৈল।
লীলাবতী সঙ্গে করি স্বর্গপুরে গেল ॥
ভক্তি-ভাবে যেই সবে পূজে চিরকাল।
ধনবংশে নিজ অংশে বাড়ে ঠাকুরাল † ॥
সত্য-দেব মনে ভাব গুরু-দত্ত নাম।
সমাপ্ত হইল পুথি করহ প্রণাম ॥
দ্বিজ রঘুনাথে কহে সত্য-দেব স্মরি।
সত্য-নারায়ণ-প্রীতে বল হরি হরি১৭২ ॥

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

১৬৭। 'বাঘেতে' খ। ১৬৮। 'স্বরূপিণী' খ। 'শম্ভু' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বোধ হয় এই যে—শম্ভু-স্বরূপ তুমি স্বর অর্থাৎ স্বরোদয়-শাস্ত্র স্বরূপ অর্থাৎ নির্ণয় করিয়াছ। ১৬৯। 'প্রদাইনী' খ। * 'পূর্ণিতা'=পূর্ণয়িতা অর্থাৎ পূর্ণ-কর্ত্তা। ১৭০। 'ক্ষীণ' ইত্যাদি স্থলে—'ক্ষীণ হীন জনে ক্ষুদ্র রুদ্র জনে' খ। ১৭১। 'বিদায়িত' ইত্যাদি স্থলে 'লোক যত যার যথা তথি' খ। † 'ঠাকুরাল'=ঠাকুরালি অর্থাৎ প্রভুত্ব। ১৭২। 'দ্বিজ' ইত্যাদি অন্তিম কলিটি ক পুথিতে নাই।

"সংবাদসাধুরঞ্জন"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে সংবাদ-প্রভাকরের ফাইলের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত সংবাদসাধুরঞ্জনের এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া হইল।

যে সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার তারিখ সোমবার, ১৫ই চৈত্র ১২৬০ সাল; ২৭ মার্চ ১৮৫৪ সাল। উপরে ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। মাসিক মূল্য ।০ আনা মাত্র বলিয়া লিখিত আছে।

পত্রের নাম "সংবাদসাধুরঞ্জন"। আকার তৎকালীন প্রাত্যহিক সংবাদ-প্রভাকরের মত ১১''×৮॥''। ৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ভ্রমক্রমে এই পত্রের নাম "সুধীরঞ্জন" বলিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য সংখ্যা হইতে দেখা যায়, তাহা ঠিক নয়। সুধীরঞ্জন সংবাদপত্র নহে, গদ্যপদ্যময় একখানি পুস্তক, গুপ্তশিষ্য কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারি-প্রণীত। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৬২ সালের সংবাদ-প্রভাকরে সুধীরঞ্জন সম্বন্ধে দ্বারকানাথ অধিকারী স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে,—"মদ্রচিত গদ্য পদ্য পরিপুরিত এই অভিনব পুস্তক উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, যে কোন মহাশয়ের গ্রহণেচ্ছা হয় মূল্য সহকারে এই যন্ত্রালয়ে অথবা কৃষ্ণনগরে আমার নিকট তত্ব করিলে পাইতে পারিবেন, মূল্য এক তঙ্কা মাত্র।"

"সংবাদসাধুরঞ্জনে"র আলোচ্য সংখ্যার কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত সংস্কৃত কবিতা ও তাহার বঙ্গপদ্যানুবাদ দৃষ্ট হয়,—

"প্রচণ্ডপাষণ্ডতরুপ্রভঞ্জনঃ। সমস্তসল্লোকমনোহসুরঞ্জনঃ॥
সদা সদালোচনলোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ॥
প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন॥
সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন॥"

এই সংবাদপত্র সাপ্তাহিক ছিল। পত্রের শেষ পৃষ্ঠার শেষ কলমের অন্তভাগে লিখিত আছে —"এই সাধুরঞ্জন পত্র প্রতি সোমবার প্রভাকর যন্ত্রে প্রকাশ হয়। মাসিক মূল্য ।০ আনা, অগ্রিম বার্ষিক ২॥০ টাকা।" এবং পত্রের শেষে ইংরাজিতে—"Printed and Published by Hurrinarain Bose, at the Probhakur Press for the Proprietor."

আলোচ্য খণ্ড ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া পত্রের কণ্ঠদেশে উল্লিখিত হইয়াছে। "সাধুরঞ্জন" পত্রের আবির্ভাব সাপ্তাহিক "পাষণ্ডপীড়নের" মৃত্যুর পর *। ১২৫৪ সালের ভাদ্র

* পাষণ্ডপীড়নের প্রচারকাল ৭ই আষাঢ় ১২৫৩ হইতে ভাদ্র ১২৫৪ পর্য্যন্ত। (সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৫৯ দ্রষ্টব্য)।

মাসে (সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭ খ্রীঃ অঃ) হইতে প্রথম প্রচার হয়। উল্লিখিত সংখ্যা হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

আলোচ্য সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা সংবাদপ্রভাকরের প্রথম পৃষ্ঠার ন্যায় আদ্যন্ত বিজ্ঞাপন। প্রত্যেক পৃষ্ঠা প্রভাকরের মত তিন কলমে বিভক্ত। এই পৃষ্ঠায় ৪টি বিজ্ঞাপন আছে। (১) প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বাক্ষরিত প্রভাকরের মূল্যাদি প্রেরণ সম্বন্ধে গ্রাহকগণের প্রতি বিজ্ঞাপন। (২) শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন যে, তাঁহার চারুপাঠ ও দুই ভাগ বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে, লালবাজারে রোজারিও কোম্পানির পুস্তকালয়ে এবং পটলডাঙ্গায় চিপ লাইব্রেরি নামক পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। (৩) শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে, "খ্রীষ্টীয়ান বিরোধি" নামক যে "মাসিক পুস্তক" ষষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় "আগামি মাস অবধি প্রকাশিত হইবে"। উপরোক্ত পুস্তকালয়ে অধিকন্তু প্রভাকর যন্ত্রালয়ে কিম্বা নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরিতে প্রাপ্তিস্থান। "অতএব দেশহিতৈষী হিন্দু মহাশয়দিগের প্রতি প্রকাশকের নিবেদন এই যে, তাঁহারা স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানে কিছুমাত্র কৃপণতা না করেন।" (৪) গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স স্বাক্ষরিত নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি নামক পুস্তকের দোকানের বিজ্ঞাপন। ঠিকানা "মেছুয়াবাজারে সিন্দুরিয়াপটির ৬৭ নং ভবনে।"

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে প্রথমেই "হালিসহর নিবাসি বিচক্ষণ চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু বামাচরণ বরাট মহাশয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে অবস্থান করিতেছেন"। তিনি অনেক উৎকট রোগ আরাম করিয়া থাকেন, এইরূপ বিজ্ঞাপন। তৎপরে এই কলমের মধ্যভাগ হইতে পত্রের আরম্ভ। এইখানে ১৫ই চৈত্র শকাব্দাঃ ১৭৭৫, এইরূপ তারিখ দেওয়া আছে। প্রথমে দোলের সময় ভবানীপুরে কোন ভদ্রলোক পথিকগণের প্রতি আবির নিক্ষেপ করিবার সময় ভ্রমক্রমে "মেং টরেন্স জজ সাহেবের কোনও চাকরের গাত্রে" ফাগ নিক্ষেপ করেন ও কালীঘাটের দারোগা কর্ত্তৃক তজ্জন্য বাবুর গ্রেপ্তার ও ২০০৲ টাকা জামিনে খালাসের সংবাদ। "কিন্তু তাহার মোকদ্দমা এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, অতএব এই আবিরের আমোদে কি পর্য্যন্ত অমোদ হইবেক তাহা বলা যায় না।" এই সংবাদবিবরণ ২ পৃষ্ঠার ২য় কলমের মধ্য পর্য্যন্ত। তৎপরে ২য় কলমের মধ্যভাগ হইতে ৩য় কলম, ৩য় পৃষ্ঠার প্রথম কলম ও ২য় কলমের কিয়দংশ পর্য্যন্ত কোন অজ্ঞাতনামা পত্রপ্রেরকের বিদ্যাশিক্ষার শ্রেষ্ঠতা ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে ঈশ্বরগুপ্তী গদ্যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। নমুনা যথা--"মানববৃন্দের চিত্তস্বরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে বিদ্যানাম্নী কল্পবৃক্ষের বীজ রোপিত হইলে জ্ঞানরূপ তদঙ্কুর উন্মীলন হইয়া যত্নাম্বু সেচন করণে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হওত তরুণতরু সমূহেতে ঔদার্য্য ধৈর্য্য গাম্ভির্য্য শৌর্য্য তৌর্য্যাদি সুগন্ধি সুন্দর কুসুমাদিতে সুরম্য চিত্ত ক্ষেত্রে সুশোভিত করে। এবং সেই মনোবন্ অরণ্যানি অন্তরালে সতত মনোমধুপ মনানন্দে মকরন্দ পানে নিমগ্ন থাকে। এবং সেই

নিকুঞ্জমধ্যে কোকিলকুলকলালাপ তুল্য সদা সদালাপ উৎপাদন হয়।" ইত্যাদি। তৎপরে ছয় লাইন বিলাতি সংবাদপত্র হইতে স্যার জে বাইগন সম্বন্ধে খবর।

৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমের মধ্যভাগ হইতে ৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলমের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত "ছাত্র হইতে প্রাপ্ত" শীর্ষক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। বিষয় "করুণাময় বিশ্বাধিপ"এর গুণকীর্ত্তন ও তৎসমীপে প্রার্থনা। ভাষা পূর্ব্বোদ্ধৃত নমুনার মত। প্রবন্ধের শেষে "কস্যচিৎ বলাগড়ি বিদ্যালয়স্থ ছাত্রস্য" স্বাক্ষর।

তৎপরে ৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলমের মধ্য হইতে উক্ত পৃষ্ঠার ৩য় কলমের অর্থাৎ পত্রের শেষ পর্য্যন্ত "কস্যচিত হুগলীশাখা পাঠশালাস্থ চাত্রস্ত। সাং কাঞ্চনপল্লী" স্বাক্ষরিত নামহীন দীর্ঘ কবিতা। কবিতার শিরোভাগে এইরূপ লিখিত আছে—"মহাশয় মদীয় নিম্নস্থ কতিপয় পদ্যপংক্তি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর ভবদীয় সাধুরঞ্জন পত্রৈকপ্রান্তভাগে স্থান দানে উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা হইবেক।" কবিতাটি গুপ্তকবির কবিতার অনুকরণে লিখিত, বিশেষত্ব কিছুই নাই। আরম্ভ যথা—

"উঠরে কামিনী প্রাণ যামিনী পোহালো। গবাক্ষের দ্বার দিয়া আসিতেছে আলো॥"

বিষয়—নায়িকাসম্বোধনে প্রভাতবর্ণন ও নায়িকার মানভঞ্জন। আধুনিক মাপকাটীতে মাপিলে রুচি বিশেষ মার্জ্জিত নহে। "বদন খুলিয়া প্রাণ, তোষ হে মদন। অথবা রদন দিয়া করহ দংশন" প্রভৃতি পাঠকের মনোজ্ঞ না হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় এই কবিতার আর বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে বক্তব্য, এই "সাধুরঞ্জন" পত্র গুপ্তকবির সম্পাদকতায় এককালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর ইহার প্রচার ১২৬২ সালে রহিত হয়। ঈশ্বর-গুপ্তের শিষ্যসম্প্রদায়ের রচনাসমূহ এই পত্রে প্রকাশিত হইত। কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী, হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুকলেজের দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি ইহাতে কবিতাদি লিখিয়া লিপিনৈপুণ্যের অভ্যাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দীনবন্ধুর সাহিত্যে "হাতে খড়ী" এই সাধুরঞ্জন পত্রে। দীনবন্ধুর সাধুরঞ্জনে প্রকাশিত কতিপয় কবিতাবলী তাঁহার "পদ্যসংগ্রহে" (১৮৬৬) সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "মানব-চরিত্র" শীর্ষক উক্ত পত্রে প্রথম প্রকাশিত কবিতার বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

সেই জন্য পরিশেষে সবিনয় অনুরোধ এই যে, যদি কোন মহোদয়ের নিকট সংবাদ-সাধুরঞ্জনের অন্য কোনও সংখ্যা থাকে, তবে তিনি যদি তাহা অনুগ্রহ করিয়া পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে পাঠাইয়া দেন, তবে তাহা বিশেষ যত্নের ও আদরের সহিত রক্ষিত হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

ভদ্রার্জ্জুন *

ভদ্রার্জ্জুন নাটক শকাব্দ ১৭৭৪ (ইং ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশিত। অনেকের মতে (যথা—রাজনারায়ণ বসু, গঙ্গাচরণ সরকার ইত্যাদি) ইহা বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শে গঠিত সর্ব্বপ্রথম নাটক। সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে ইহার যে মূল সংস্করণ রক্ষিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এ অপূর্ব্ব নাটকের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়াই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহার পরিচয়পত্র বা title page এইরূপ,—

ভদ্রার্জ্জুন | অর্থাৎ | অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ। | শ্রীতারাচরণ শীকদার কর্ত্তৃক প্রণীত। "মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্য সহোদরা। | সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সুতা" ॥ | কলিকাতা | চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। | শকাব্দ ১৭৭৪। |

পুস্তকের আকার ৭"×৪"।

ইহার পর ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ইহাতে নাট্যকার এই পুস্তক প্রণয়নে তাঁহার উদ্দেশ্য, তাঁহার ভাষাপ্রয়োগ, রচনাপ্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং দীর্ঘ হইলেও ইহার সমস্তটাই (পত্রাঙ্ক সহিত) এইখানে উদ্ধৃত হইল।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। ভদ্রার্জ্জুন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় "নারায়ণে" (১ম বর্ষ, ১৩২১-২) "বাঙ্গালা আদি নাটক" এবং "প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং উক্ত নাটকেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সমালোচনা নহে; উক্ত দুষ্প্রাপ্য নাটকের বিস্তৃত বিবরণ শরৎবাবু দেন নাই, এখানে তাহাই দেওয়া হইল। শরৎবাবুর প্রবন্ধে উল্লিখিত হরচন্দ্র ঘোষের "ভানুমতী চিত্তবিলাস" ১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ রচিত, এইরূপ কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকায় আছে। ইহা কোন মতেই ভদ্রার্জ্জুন নাটকের পূর্ব্বে রচিত বলা যায় না। উক্ত পত্রিকায় শরৎবাবুর "বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের পূর্ব্বকথা" শীর্ষক প্রবন্ধে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত "রমণী নাটক"এর উল্লেখ আছে। এই "নাটকের" এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে আছে; এ সম্বন্ধে শরৎবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। ইহা একখানি বিদ্যাসুন্দর ধরণের অথচ তদপেক্ষা বিকৃতরুচির পরিচায়ক কাব্য, নাটক নহে; দীনেশবাবু বোধ হয়, ইহার নাম দেখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রমণী নাটকের পরিচয় পত্র বা title page এইরূপ :—"শ্রীশ্রীকালী। / ভরসা। / রমণী নাটক। / নামক গ্রন্থ। / কলিকাতা শ্যামপুষ্করিণীনিবাসি / শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্ত্তৃক গৌড়িয় সুসাধু সরল / বঙ্গভাষায় পয়ারাদি / বিবিধ প্রকার অভি / নব ছন্দে দিব্য ২ / নব্য কাব্য স / হিত বির / চিত হ / ইয়া। / তে বেন্মুর্জ্জা এণ্ড কোংদিগের ইষ্ট / ইণ্ডিয়ান্ নামক ছাপা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / সন ১২৫৪ সাল শকাব্দাঃ ১৭৬৯ / ইং ১৮৪৮ সাল। / এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক শ্যাম / পুষ্করিণীর নং ৪৩ ভবনে তত্ত্ব করিলে / পাইতে পারিবেন। / মূল্য ১্ টাকা মাত্র। /" উক্ত পঞ্চানন ও অরুণোদয় পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চানন কি এক ব্যক্তি?

[১] বিজ্ঞাপন

"মনোমধ্যে কোন অভিপ্রায়ের উদয় না হইলে নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। সেই অভিপ্রায়ের বিষয় এক প্রকার লাভ ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। কেহ ধন লাভকে প্রধান জ্ঞান করেন; কাহারও বা অর্থ সহকারে যশোলাভের বাসনা থাকে; কেহ বা কেবল পরোপকার দ্বারা যশঃসঞ্চয়ের বাঞ্ছা করেন। কোন অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও অভিপ্রায় প্রায় এই তিন প্রকার লাভ ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্য করে না। প্রাগুক্ত সামান্য ধন লাভের প্রাধান্য জন্য পরোপকাররূপ পরম লাভ মনুষ্যসমাজে প্রায়ই আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও মানস চন্দ্রমা তুচ্ছ লাভরূপ নিবিড় নীরদ দ্বারা আবৃত হয়; কিন্তু তাহার স্বচ্ছ করকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না, [২] অবশ্যই তাহার একপ্রকার প্রভা মানবগণের জ্ঞানগোচর হইতে থাকে। অতএব আমি স্বীয় অভিপ্রায়ের বিষয়ে আর কিছু প্রকাশ না করিলেও সূক্ষ্মদর্শি মহাশয়েরদিগের সমক্ষে তাহা অব্যক্ত থাকিবে না।

"আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কিয়দ্দিন পরে কতিপয় বিজ্ঞবর বিদ্বান্ বন্ধুর সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাঁহারা সকলেই ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এতাদৃশ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে গ্রন্থকর্ত্তাকে কোনক্রমেই হাস্যাস্পদ হইতে হইবেক না। এবং ইঙ্গরাজি ও সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ ক্তরাব্যি * যে রচনা পাঠ করিয়া মনোরম জ্ঞান করেন তাহা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিবার আর সন্দেহ থাকে না; অতএব আমি এই সাহসে সাহসী হইয়া ঈদৃশ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থখানি পাঠক মহাশয়দিগের আদরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কি অনাদৃত হইয়া তাঁহারদিগের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিতি করিবে, ইহার কিছুই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না; কিন্তু এই মাত্র সাহস করি, যাহা দশজন মহোদয় পণ্ডিতের মনোনীত হইয়াছে, তাহা কখনই সাধারণের অগ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

[৩] "কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করা অতি দুঃসাধ্য, যেহেতু সর্ব্বমনোরঞ্জক কোন পদার্থ এই জগন্মণ্ডলে অদ্যাপি জন্মে নাই। অধিক কি কহিব, যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া যথানিয়মে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই বিশ্বপিতা জগদীশ্বরেরও অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অনেকেই তর্ক বিতর্ক করেন। অতএব অতি অকিঞ্চিৎকর এই পুস্তক দ্বারা কি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব? বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা এখনও নবীনা ও অলঙ্কারপরিহীনা, এবং তাঁহার দারিদ্র্যাবস্থারও শেষ হয় নাই। সংস্কৃত হইতে উপযুক্ত অলঙ্কারাদি আহরণ না করিলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী করা যায় না। যাহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাঠেচ্ছা আবির্ভাব হয়, ইহাকেই সুভাষা কহা যায়। কেবল কোমল কিম্বা অতি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে ভাষার

* ব্যক্তিরা। এইরূপ ছাপার ভুল আছে।

চিত্তাকর্ষণী শক্তি জন্মে এমন নহে; কিন্তু তাহার জীবনস্বরূপ অর্থ সৌন্দর্য্য না থাকিলে সকলই নিষ্ফল। অতএব তাহার প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা তদীয় সৌন্দর্য্যকে অধিকতর জাজ্জ্বল্যমান করাই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে নাটকাদি গ্রন্থ সকল সমীচীনরূপে রচিত হইতে পারে।

[৪] "বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে, এবং রঙ্গভূমিতে তৎসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শন শ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন। এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব হইতে সুভদ্রা হরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম। ইহার দ্বারাই যে সেই অভাব একেবারে দূরীভূত হইবে এমত নহে; কিন্তু এই পুস্তক অপক্ষপাতি পাঠক মহাশয়েরদিগের তুষ্টিকর হইলে আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় সুকবিগণ কর্তৃক উত্তম উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া দৃঢ় বদ্ধমূল সেই অভাবকে অবশ্যই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

-[৫] "এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা, প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইউরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটকে তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্ত্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে। যথা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চী-পুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন, যদ্যপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত [৬] হইত, তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইওরো-পীয়েরদিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের

ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

"বিজ্ঞবর মহোদয়গণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতবচনে প্রার্থনা করিতেছি, যদিও এই গ্রন্থ নবীন নীতিতে প্রণীত হইল, তথাপি একবার ইহার আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়া দোষ গুণ বিচার করিলেই কৃতার্থ হইয়া শ্রম সকল বোধ করিব।

কলিকাতা।

শ্রীতারাচরণ শীকদার।"

শকাব্দ ১৭৭৪।১০ আশ্বিন।

ইহার পরে পয়ারচ্ছন্দে রচিত "আভাস" শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তাবনা (পৃঃ ৭—৯) আছে। ইহা নটনটীর উক্তি নহে, গ্রন্থকার স্বয়ং ছন্দোবন্ধে সামান্যভাবে গল্পাংশের সূচনা করিতেছেন। প্রথমে নাটক-রচনার প্রশংসা, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের বৈরিভাব বর্ণনা, পঞ্চ পাণ্ডবের পাঞ্চাল নগরী গমন, পার্থের লক্ষ্যভেদ, জননী-আজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতায় দ্রৌপদীর সহিত বিবাহ, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজপুরী নির্ম্মাণ ও যথাবিধি রাজ্যশাসন,—

"যথাবিধি রাজকার্য্যে ত্রুটি নাহি তার।
নারদ আসিয়া মধ্যে ঘটাইলা দায়॥
যাজ্ঞসেনী সহবাসে নিয়ম স্থাপিয়া।
সুরপুরে দেবঋষি গেলেন চলিয়া॥
নারদের নিয়মেতে দেখ কিবা গুণ।
তীর্থযাত্রা করি ভদ্রা হরিলা অর্জ্জুন॥" (পৃ ৯)

ইহার পরে রীতিমত নাটকের আরম্ভ। নাটকখানি ১—১৪২ পৃষ্ঠায় ৫ অঙ্কে সমাপ্ত। প্রথমেই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা, যথা—(কোন পৃষ্ঠাঙ্ক নাই।)

নাটকসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের নাম

ধৃতরাষ্ট্র	হস্তিনার বৃদ্ধ রাজা
যুধিষ্ঠির	অধিপতি
ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব	যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ
দুর্য্যোধন	ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ও যুবরাজ
দুঃশাসন	ঐ
ভীষ্ম	শান্তনুর তনয়
কর্ণ	দুর্য্যোধনের সখা

বসুদেব	যুধিষ্ঠিরের মাতুল
কৃষ্ণ	বসুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র
বলদেব	বসুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র
নারদ	দেবঋষি
দারুক	সারথী

সত্যভামা	কৃষ্ণের প্রধান মহিষী
রুক্মিণী	কৃষ্ণের দ্বিতীয়া মহিষী
দ্রৌপদী	পাণ্ডবগণের স্ত্রী
সুভদ্রা	কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী
সহচরী	
প্রতিবাসিনী	
অন্যান্য কুলকামিনীগণ	

দূত, দ্বারী, প্রহরী, এক মত্তপ, বাতুল ও পথিকগণ ইত্যাদি।"

প্রথম অঙ্ক—(পৃঃ ১—১৯)

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ১—১০) ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। সভায় যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃগণ সহিত আসীন। নারদ বীণা-যন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। এইখানে একটি গান দিয়া নাটকের সূচনা। তারপর নারদ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন; অন্যান্য পাণ্ডবগণ উপস্থিত থাকিলেও তাঁহারা কোন কথাবার্ত্তা করেন নাই। পাঁচ ভাইএর এক স্ত্রী বলিয়া নারদের ভয় হইয়াছে যে, পাছে এই ব্যাপার লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আপনি একি আজ্ঞা করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে, এ পঞ্চ মধ্যে বিরোধাঙ্কুর উৎপত্তির বীজ কোথায়।" (পৃঃ ৪) নারদ কহিলেন—"ইহার বীজ আপনাদিগের গৃহ মধ্যেই আছে।" বলিয়া সুন্দ উপসুন্দের কথা পয়ারছন্দে বর্ণনা করিলেন (পৃঃ ৬—৯)। এবং ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণের উপায়স্বরূপ পঞ্চ পাণ্ডবদিগকে কৃষ্ণাসহবাসের জন্য এক নিয়ম স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। "তোমরা এক এক জন দ্রৌপদী সহিত কালক্ষেপণ করিবে, এবং একের সময়ে অন্য যিনি দ্রৌপদীর গৃহ প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষ তীর্থপর্য্যটন করিতে হইবেক; নতুবা সে পাপ ধ্বংস হইবেক না।" (পৃঃ ১০) তাঁহারা সকলে এ বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল—(পৃঃ ১১—১৫) রাজপুরীর সিংহদ্বার। দস্যুগণ কোন ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; তিনি আসিয়া অর্জ্জুনের শরণাপন্ন। অর্জ্জুন বলিলেন—"প্রভো, ক্ষণেক বিলম্ব কর।" মহারাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত গৃহমধ্যে বিরাজ

করিতেছেন; অস্ত্রাদি সেই গৃহেই আছে; কিন্তু তিনি তথায় প্রবেশ করিতে অক্ষম। ব্রাহ্মণ এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হইলে অর্জ্জুন অগত্যা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া ব্রাহ্মণের হিতসাধনে তৎপর হইলেন। এই দৃশ্যে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ভাগই অধিক; সর্ব্বত্র পয়ার, কেবল অর্জ্জুন যেখানে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া আপন মনে বিতর্ক করিতেছেন, (পৃঃ ১৪—১৫) সেখানে দীর্ঘ ত্রিপদী ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দৃশ্যের শেষভাগে এইরূপ নাট্যসঙ্কেত বা Stage-direction আছে,—

"[এইরূপ বিবেচনা করিয়া অর্জুন গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ লইয়া তস্করদিগকে ধৃত করিলেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অর্জুনকে আশীরাশি প্রদান করত স্বগৃহে গমন করিলেন।]"

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ১৫—১৯) যুধিষ্ঠিরের শয়নাগার। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সম্মুখে অর্জ্জুন প্রবেশ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। যুধিষ্ঠির ও বিশেষতঃ দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে অনেক নিবারণ করিলেন, পরে ভীম আসিয়া সেই অনুযোগে যোগদান করিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনে অশক্ত। "অর্জুন ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভীম ও কুন্তীকে প্রণাম করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদি সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।" (পৃঃ ১৯)। এই দৃশ্যে গদ্য পদ্য (পয়ার) দুই ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে পয়ার ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

"দ্রৌপ। অর্জুন কি বলিতেছে।
যুধি। তীর্থেতে যাইবে।
দ্রৌপ। কিরূপ সম্ভবে ইহা।
অর্জ্জু। অন্যথা নহিবে।
দ্রৌপ। কি কারণে হেন উক্তি।
অর্জ্জু। সন্ধি লঙ্ঘিয়াছি।
দ্রৌপ। লঙ্ঘিয়াছ তাহাতে কি।
অর্জ্জু। দোষী হইয়াছি।
দ্রৌপ। কিসে সন্ধি ভঙ্গ হলো।
অর্জ্জু। তোমার গৃহেতে।
যবে তুমি ছিলে ধর্ম্মরাজের সনেতে।" ইত্যাদি (পৃঃ ১৬—১৭)

দ্বিতীয় অঙ্ক—(পৃঃ ১৯—৪০)

প্রথম সংযোগস্থল, দ্বারকা, বসুদেবের শয়নাগার। বসুদেব আসীন, দেবকী ও রোহিণীর প্রবেশ। সুভদ্রাকে যৌবনস্থা ও বিবাহযোগ্যা দেখিয়া দেবকী ও রোহিণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা। আইবুড়ো মেয়ে বড় হইলে মায়ের মনে উদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত স্বামীকে তাহার বিবাহের জন্য

তাগাদা, এই বাঙ্গালী গৃহের অনুরূপ চিরপরিচিত গার্হস্থ্য চিত্রটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।—

"দেব। তুমিত হে সংসারের কিছুই জান না।
বসু। সংসার করিতে হয় কি রূপে বল না॥
দেব। দুই সন্ধ্যা চতুর্ব্বিধ রসেতে ভোজন।
রজনীতে অপরূপ শয্যায় শয়ন॥
ইহাই করিলে যে সংসার করা হয়।
মনেতে জানিও ভাল কিছু তাহা নয়॥
বসু। তোমার মনের কথা বল স্পষ্ট করি।
ও কথা বুঝিতে আমি শক্তি নাহি ধরি॥
দেব। কে কি অবস্থায় আছে মনে বিচারিয়া।
পারিবারাদিকে দেখ কটাক্ষ করিয়া॥
রোহি। দিদী, কি বলিতেছ?
দেব। আমার মাথা,—সুভদ্রার ভাবনাতেই আমার নিদ্রাহার দূর হইয়াছে।
রোহি। বটে,—আমিও ঐ চিন্তামূলে শয়ন করিয়াছি। হা!—বসুদেব কি স্বপ্নেও একবার মনে করেন না।
বসু। তোমরা দুইজনেই যে আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছ, আমি সুভদ্রাকে কি দুরবস্থায় রাখিয়াছি?
দেব। সুভদ্রার উত্তমোত্তম দ্রব্য ভক্ষণের ভাবনা নাই, পরিধেয় বস্ত্রেরও ভাবনা নাই; রত্নালঙ্কারেরও ভাবনা নাই বটে—। (বলিতে ২ মৌনাবলম্বন কবিলেন)
বসু। এতদ্ব্যতীত আর কিসের ভাবনা।
রোহি। তুমি যেন এ কথার কিছুই জান না॥
বসু। আর কি জানিতে হবে স্পষ্ট করি বল।
রোহি। রহস্যে নাহিক কায যাও মেনে চল॥
বসু। কি কথায় রহস্য পাইলে তুমি টের।
রোহি। তোমার নাহিক দোষ মম ভাগ্য ফের॥
বসু। তোমাদের কথা আমি বুঝিতে অক্ষম।
রোহি। তোমারে কি দোষ দিব আমাদেরি ভ্রম॥
বসু। ছন্দোযুক্ত বাক্য ছাড় কহ করি স্পষ্ট।
রোহি। সমান ভাবিও মনে সকলের কষ্ট॥
বসু। সকলের ক্লেশ আমি দেখি সমভাবে।
রোহি। তাহাই দেখিলে পর সব টের পাবে॥

বসু। আমি এ রহস্য বাক্যের মধ্যে নাই।
আনন্দেতে থাক আমি বাহিরেতে যাই॥
(গমনোদ্যোগ করিলেন)
দেব। কটু বাক্য কহে নাই কেন কর ক্রোধ।
অবোধ হইলে তুমি কেবা দিবে বোধ॥
(বসুদেবের হস্ত ধরিলেন)
বসো ২ কোথা যাও কথাগুলা শুন।
বুঝিতে পারিবে পরে কার মন্দ গুণ॥
বসু। দেখহে দেবকি আমি না জানি শঠতা।
আমার সহিত কেন কর কপটতা॥
স্পষ্ট করি বল যাহা বলিবার হয়।
মিছামিছি ছেঁদো কথা গায়ে নাহি সয়॥
রোহি। করি নাই আমি নাথ তোমারে রহস্য।
তোমার কাছেতে কিবা আছে অপ্রকাশ্য॥
সুভদ্রারে ঘেরিয়াছে সম্পূর্ণ যৌবন।
হৃদয়েতে সরোরুহ কলিকা দর্শন॥
এমন যুবতী কন্যা যাগার আগারে।
নিশ্চিন্ত থাকিতে আর নাহি সাজে তারে॥
অনূঢ়া তনয়া ঘরে বড়ই বালাই।
কখন কি হয় আমি সদা ভাবি তাই॥" (পৃঃ ২০—২৩)

বসুদেব তখন আশ্বাস দিলেন যে, কাল সকালে কৃষ্ণ বলদেবকে ডাকাইয়া ঘটকাদি আনাইয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন। এখন রাত্রি অধিক, "নিদ্রায় নয়ন ভারি আর না জাগিতে পারি জাগিতে কি প্রয়োজন আর। ভাবনা ত্যজিয়া দূরে চল যাই শয্যাপুরে কল্য প্রাতে হবে প্রতিকার।" (পৃঃ ২৪)

"(অনন্তর এই সকল কথোপকথনান্তে তিন জনেই আপন আপন শয্যাগারে গমনপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।)"

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ২৫—৩০), বসুদেবের উপবেশনাগার। বসুদেব বলদেবকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন। "তোমার জননীরা গত রজনীতে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন"। বলদেব বলিলেন,—উপযুক্ত পাত্রের অভাব কি। দুর্য্যোধন রহিয়াছেন। তবে কৃষ্ণকে এ কথা জানান হইবে না; কারণ, দুর্য্যোধন তাঁহার মনোনীত হইবে না। বসুদেব ইহাতে আপত্তি করিলেন; কৃষ্ণকে না জানাইলে প্রমাদ ঘটিতে পারে। বলদেব বলিলেন, এ বিষয়ে তিনি সমস্ত ঠিক করিবেন, কোনও গোলযোগ হইবে না। বসুদেব তাহাতে উত্তর

করিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ, এ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই সমস্ত ভার। তবে এমন কার্য্য কর, যাহাতে কৃষ্ণের সহিত কলহ না হয়। প্রথমাংশে গদ্য থাকিলেও শেষটা সমস্ত পয়ার।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৩১—৪০), যদুপুরীর অন্তঃপুর। দেবকী, রোহিণী, সহচরী ও প্রতিবাসিনী প্রবেশ করিল।" রোহিণী শুনিয়াছেন যে, দুর্য্যোধনের সহিত সুভদ্রার সম্বন্ধ ঠিক হইতেছে। ইহাতে দেবকীর আপত্তি। কারণ, দুর্য্যোধন দুশ্চরিত্র ও তাঁহার বাপ ধৃতরাষ্ট্র কাণা।

"দেব। ওমা, সে কি, একটা কাণা বেয়াই হইবে। একে দুর্য্যোধনকে সকলে কাণা-রাজার বেটা কাণা রাজার বেটা বলে, আবার সুভদ্রাকে কি কাণার বৌ কাণার বৌ বলিয়া ডাকিবে। ওমা সেটা বড় লজ্জার কথা।

রোহি। ভাল তাতে বাধা কি ?

দেব। কাণা বেয়াই হইলে লোকে কি বলিবে? তাতে কুটুম্বিতার সুখ হবে না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধারী বস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সে আজি পর্য্যন্ত চক্ষু মেলে চায় না। বেয়াই বেয়ানের মধ্যে কেহই বধূর মুখ দেখিতে পাবে না, এ কি খাট দুঃখের কথা ?

রোহি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, তাহাকে কি যে সে কাণা কাণা বলিতে পারে ? ধৃতরাষ্ট্র কাণা বটেন্। কিন্তু তাহাতে দুর্য্যোধনত অন্ধ হইবে না আর গান্ধারী মনোদুঃখে চক্ষুরোধ করিয়াছে, এ হেতু সুভদ্রাকে ত নয়ন মুদিয়া থাকিতে হইবে না। অতএব ইহাতে দোষ কি ?

সহ। কেমন গো প্রতিবাসিনী, তুমি ত এই পাড়ার একজন প্রবীণা, অনেক দেখিয়াছ শুনিয়াছ। রোহিণী কি মন্দ বলিতেছে, তুমিই বিবেচনা কর দেখি? ছেলের বাপের যদি কোন অঙ্গে দোষ থাকে, তাহাতে পাত্রত সে দোষে দোষী হয় না।

প্রতি। হাঁ গো বোন্, আমি বিবেচনা করিয়াছি। দেবকী রোহিণী, উহারা ত সেদিনকার মেয়ে। আমি উহাদের বাপের পর্য্যন্ত বিয়া দেখিয়াছি।

সহ। ভাল ওঁর বেয়াই কাণা, তাতে ওঁর কি আটক থাবে। বেয়াএর সঙ্গেত ওঁদের কাহারো দেখা হবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে উনি এত খেদিত হইতেছেন কেন।

প্রতি। হাঁ তাইত বটে, বেস বলেছিস্, সুভদ্রার বরটির অঙ্গহীন না হইলেই হয়, সেটির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলেই ভাল। তার বাপ কাণাই হউক, বা খোঁড়াই হউক—তাহাতে ওঁদের ত কিছু বাধিবে না।

সহ। ভাল কথা বলিয়াছ, তাই জিজ্ঞাসা কর দেখি। উনি যে কাণা কাণা করিয়াই হেয় জ্ঞান করিতেছেন।

প্রতি। হাঁ হইতে পারে বেয়াইএর সঙ্গে তামাসার সম্পর্ক। কাণা হইলেত সেটি হবে না।

দেব। তোমরা রহস্ত করিতেছ, কর। আমি এ শ্লেষোক্তির মধ্যে নাই আমার কৌতুক করিবার সময় নহে।

প্রতি। ভাল গো, কথার কথা একটা কহিলেই কি রাগ করিতে হয়। তোমাদের মেয়ের বিয়া, তোমরা যাহা করিবে তাহাই হবে। যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর। এ স্থলে আমার থাকিবার প্রয়োজন কি ? আমি এখন ঘরে চলিলাম! (প্রতিবাসিনী গমন করিল)" ইত্যাদি। পৃঃ ৩২—৩৪।

তার পর অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সুভদ্রার যেখানে ভবিতব্য, সেইখানেই হইবে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ যাহা তাহা কে অন্যথা করিবে।

এ দৃশ্য সমস্তটাই উদ্ধৃত হইবার যোগ্য, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম। ভদ্রার্জ্জুন নাটকে দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য;—প্রথম, ইহার ভাষার প্রাঞ্জলতা। মহাভারতীয় গুরু-গম্ভীর কথা অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও ইহার ভাষা সর্ব্বত্র নিতান্ত খেলো না হইলেও সরল ও অনাড়ম্বর। পয়ারাদি ছন্দ ব্যবহৃত হইলেও কঠিন বা "সাধু" ভাষা প্রয়োগেচ্ছার উদাহরণ দু-এক স্থল ভিন্ন বিরল।* উপরোদ্ধৃত নাট্যকারের বিজ্ঞাপনেও তিনি তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, ইহার চরিত্রগুলি বেশ সজীব। যদিও বসুদেব, দেবকী প্রভৃতি মহাভারতোক্ত চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থকার সর্ব্বদা স্বকীয় জীবনের ও মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের চিত্রিত করিয়াছেন। এখানে দেবকী, রোহিণী ও তাঁহাদের সখীবৃন্দের কথোপকথন বাঙ্গালী-ঘরের মেয়েদের মধ্যে বিবাহের "ঘোঁট" যেরূপ হয়, সেইরূপ করিয়াই অঙ্কিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এইরূপ ভাষা ও চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শের কাছাকাছি রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক। (পৃঃ ৪০—৫৩)

প্রথম সংযোগস্থল। প্রভাস তীর্থ, অর্জ্জুনের আগমন। দারুক, প্রহরী ও একজন সেনা অর্জ্জুনকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার আগমন-সংবাদ কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাওন। সমস্ত কথোপকথন গদ্যে।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল। (পৃঃ ৪৩—৪৫) কৃষ্ণের সভা। দারুক প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুনের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কৃষ্ণ রথ আনিতে ও সমস্ত পুরজনকে অর্জ্জুনের অভ্যর্থনার্থে রৈবত পর্ব্বতে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত গদ্যে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৪৫—৪৭)। প্রভাস তীর্থ, কৃষ্ণ ও দারুক কর্তৃক অর্জ্জুনের অভ্যর্থনা। সমস্তটা গদ্যে রচিত।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃঃ ৪৭—৫৩)। পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা। সত্যভামা সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের কথা ও পূর্ব্ব-ইতিহাস বর্ণনা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রৈবতকে মহোৎসবের

---

* অবশ্য অনেক স্থলে কাব্যোৎকর্ষ বিধান করিবার জন্য ভারতচন্দ্রাদির অনুকরণে কবি কৃত্রিমতাপূর্ণ অস্বাভাবিক ও উৎকট বাক্য-কণ্টকিত ভাষাবিন্যাস করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রেমবর্ণনায়, নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায়। উদাহরণ পশ্চাৎ দেওয়া গেল।

বর্ণনা। প্রায় সমস্তটা পদ্যে (পয়ার ও দীর্ঘ-ত্রিপদী) রচিত। শেষভাগে গদ্য (এক পৃষ্ঠা) ব্যবহৃত হইয়াছে। এ কয়টি দৃশ্যে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল (পৃঃ ৫৩—৬১)। রাজবর্ত্ম। কৃষ্ণ ও অর্জুন (নেপথ্যে) রথে আসিতেছেন; এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী, পথিক, ও প্রহরীর কথোপকথনচ্ছলে তাহার বর্ণনা। বিদূষক বর্জ্জন করিয়া নাট্যকার এইরূপ হাস্যাস্পদ প্রসঙ্গ (Comic element) আনিয়াছেন। এই দৃশ্যের প্রথম হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। এ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল।

রাজবর্ত্ম।

এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী ও কতিপয় পথিক প্রবেশ করিল।

মদ্যপায়ী গান করিতেছে।

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল ধিমা তেতালা।

কালী আমি এই ভিক্ষা চাই, গো মা।
সুধাহ্রদে ডুবি যেন এ প্রাণ হারাই॥
চষকে চষকে পুরি, আর পিতে নাহি পারি,
মুখে কেহ তুলে দিলে, তবে তুষ্ট হয়ে খাই॥

বাতু। বেটা তুই কি গান করিতেছিস্?

মদ্য। ওরে শ্যালা মার নাম গাইতেছি।

বাতু। তুই শ্যালা মদ খাইয়াছিস্। উঁঃ—শ্যালার মুখে গন্ধ দেখ।

মদ্য। আমি মদ খাইয়াছি তোর কি? আজ বড় খুসি আছি, দেখ শ্যালা কৃষ্ণের রথ আসিতেছে, ওর ভিতর অর্জুন আছে।

বাতু। কৈরে ব্যাটা অর্জুন কোথা,—তুই বেটা কয় পাত্র খাইয়াছিস।*

মদ্য। কয় পাত্র,—ওরে শ্যালা অগুন্তি—অগুন্তি। সেই সকালে আরম্ভ করিয়াছি, আবার অর্জুনকে দেখে আবার খাব। আজ বড় আমোদ, তুই বেটা পাগল বৈত নৈস্, তুই কি জান্‌বি। তোর বুদ্ধি আছে, না জ্ঞান আছে।

(ইহা বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে পুনর্ব্বার গান আরম্ভ করিল)

ঐ আস্‌তেছে অর্জ্জুন।
আমি মদের জন্যে হব খুন॥
যখন অর্জ্জুন আস্‌বে কাছে
তার কাছে ভিক্ষা চাব,
সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে,

* বাতুল ঠিক বাতুলের মত কথা কহিতেছে না।

তাই দিয়ে মদ কিনে খাব।

ঐ আস্‌তেছে অর্জুন।

১ম পথি। ঐ দেখ ভাই, একজন মাতাল নৃত্যগীত করিতেছে। চল নিকটে গিয়া দেখি।

২য় পথি। না ভাই মাতালের নিকট যাওয়া উচিত নহে। মাতালের কি জ্ঞান থাকে? সে কি বলিতে কি বলিবে। লোকে বলে, দন্তি, শৃঙ্গি, ও মত্ত ইহাদের নিকট যাইবে না।

৩য় পথি। চল না, দেখিই না গিয়া কেন, সে যদি তেমন করে, তাতে ভয় কি, প্রহরী আছে।

(সকলেই দ্রুতগতিতে মাতালের নিকট গেল)

বাতু। তোমরা সকলে এই মাতাল বেটার রঙ্গ দেখ।

মত্ত। শ্যালা তুই আমাকে বেটা বলিলি কেন? আমি তোর কি ধার ধারি। শ্যালা তুই বেটা, তোর বাপ বেটা।

বাতু। বেটাকে এমন ধাক্কা দিব ঐ খানায় গুঁজড়িয়া রাখিব।

মত্ত। কৈ আয় শ্যালা মার দেখি।

(দুই জনে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল)" পৃঃ ৫৩—৫৫।

তৎপরে প্রহরীর প্রবেশ ও দুই জনের মল্লযুদ্ধ নিবারণ। তৎপরে অর্জুন ও কৃষ্ণ রথারোহণে ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলেন। কেহ বলিল, রথে দুই কৃষ্ণ—অর্জুন কোথা। কেহ বলিল, একজন কৃষ্ণ, অন্য জন উদ্ধব। ইহা লইয়া মত্তপ, বাতুল প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর কলহের মধ্যে দৃশ্যের শেষ। এ অংশটা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃঃ ৬১—৭৩)। "অট্টালিকোপরি" সত্যভামা ও সুভদ্রা অর্জ্জুনের আগমন দর্শন করিতেছেন। অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য সুভদ্রার অত্যন্ত কৌতুহল এবং অর্জ্জুনকে দেখিবামাত্র ভদ্রার চিত্তচাঞ্চল্য। এইখানে একটু দীর্ঘচ্ছন্দ, হাহুতাশ, ও থিয়েটারী ঢং আছে; তাও আবার পয়ারে গ্রথিত। ভদ্রার তখন "সখি ধর-ধর" অবস্থা। "বল সত্যভামে আর কি কব তোমায়। অর্জুনে হেরিয়া আজি বুঝি প্রাণ যায়।" ইত্যাদি ৬৩ পৃঃ হইতে ৭৩ পৃঃ পর্য্যন্ত। ভদ্রা কর্ত্তৃক ভারতচন্দ্রের অনুকরণে অর্জুনের রূপবর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক। ইহার খানিকটা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল "নারায়ণ"(১৩২১-২২) পৃঃ ৪৯৯ তুলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং এখানে আর তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ভদ্রাকে এইরূপ অধৈর্য্য ও প্রগলভতা দেখিয়া সত্যভামা তাহাকে নির্লজ্জা ব্যাপিকা বলিয়া তিরস্কার করিলেন। কিন্তু তাহাতেও ভদ্রা প্রবোধ মানিল না; তখন সত্যভামা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি অর্জ্জুনকে মিলাইয়া দিবেন। "বিদ্যাসুন্দরী" নায়িকা ধরণে এইখানে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। সত্যভামা বলিলেন, "আজি রজনীতে ভদ্রে করিব বিহিত। অবশ্য অর্জুন সহ হবে তোর প্রীত॥" কিন্তু ভদ্রা একেবারে উতলা—"এখনো রজনী সখি বহুক্ষণ আছে। ইহার মধ্যেতে মম প্রাণ যায় পাছে॥ তখন মিলনে বল কিবা হবে ফল। কি হবে

আহুতি দিলে নিভিলে অনল ॥" শেষে সত্যভামার পায়ে ধরিয়া কান্না—"(সত্যভামার চরণ ধরিয়া কহিতেছেন) বড়ই কাতরে ধরি চরণ তোমার। কৃপা করি কর যাহে হয় প্রতিকার ॥"

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৩—৭৭)। অন্তঃপুর, সত্যভামার গৃহ। কৃষ্ণের নিকট সত্যভামার কর্তৃক সুভদ্রার আরজির নিবেদন। কৃষ্ণের সম্মতি আছে; কিন্তু ভয়—পাছে অর্জ্জুন স্বীকার না করে! সত্যভামাকে বলিলেন,—"তুমি গিয়া অর্জুনে কহিয়া যথোচিত। সুভদ্রার বিবাহের করহ বিহিত॥" প্রথম কয় পংক্তি গদ্যে; অবশিষ্টাংশ পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৭—৮২)। অর্জুনের শয়নাগার। গভীর নিশীথে সত্যভামা সুভদ্রাকে লইয়া ঘটকালী করিতে আসিয়াছেন। এই দৃশ্যের সমস্ত অংশ আধুনিক রুচি-সম্মত নহে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। এ নাটকে প্রেম প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণনা অনেকটা মামুলী কাব্যগত আদর্শানুযায়ী ও প্রাণহীন।

"অর্জু। (সুভদ্রাকে দেখিয়া) অয়ি সত্যভামে, কাদম্বিনী অবর্ত্তমানেও কন্দর্পদর্পহারিণী জনগণপ্রাণঘাতিনী এই সৌদামিনী আমার হৃদয়ে কেন পতিতা হইল? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি এই চপলার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরতর আছ।

সত্য। ধনঞ্জয়, আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সৌদামিনীর রূপ সন্দর্শনে দেবরাজ সর্ব্বদা চঞ্চল, কিন্তু চপলার অলক্ষ্য চঞ্চলতা হেতু তাহাকে বাণ সন্ধানে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কেবল প্রাণ নষ্ট করিতেছেন; সেই সৌদামিনী তাঁহার বজ্রভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতে আসিয়াছেন।

অর্জু। সত্যভামে, বাক্যসুধা বর্ষণে আমার কর্ণকুহর সাতিশয় স্নিগ্ধ করিলে। কিন্তু সৌদামিনীর সন্তাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

সত্য। ভয় নাই, চিন্তা করিও না, তোমাদিগের কৃষ্ণাই তোমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সৌদামিনীরূপে ত্বদীয় কান্তিরূপ কাদম্বিনী সহ মিলিতা হইতে আগমন করিয়াছেন, গ্রহণ কর।" (পৃঃ ৭৮—৭৯) ইত্যাদি।

অর্জুন সুভদ্রাকে দেখিয়া একেবারে প্রেমসাগরে হাবুডুবু ও সুভদ্রার হাত ধরিয়া টানা-টানি। তৎপরে যখন শুনিলেন যে, ভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী, তখন বলিলেন যে, কৃষ্ণের অনুমতি ব্যতিরেকে "ভদ্রার অঙ্গস্পর্শও করিব না"। সত্যভামা কৃষ্ণের অনুমতি জানাইলেন ও উভয়ের গান্ধর্ব্ব বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া সুভদ্রা লইয়া গমন করিলেন।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮২—৮৪)। রৈবত পর্ব্বত, বলদেবের সভা।—সংক্ষিপ্ত। নারদ আসিয়া বলদেবকে উস্কাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভদ্রাকে অর্জুনের হস্তে অর্পণ করিবেন। গদ্য ও পদ্যে রচিত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮৫—৮৮)। হস্তিনা, ধৃতরাষ্ট্রের সভা। নারদ বলদেবের দূতরূপে

আসিয়া ভদ্রার সহিত দুর্য্যোধনের বিবাহের কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন প্রভৃতির দ্বারকা যাত্রার উদ্যোগ। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই; ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত প্রেরণ। আমূল গন্ত।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৮৮—৯২), ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। দূত আসিয়া বরপক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র দান করিল। যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ। তৎপরে ভীম, নকুল ইত্যাদির প্রবেশ। ভীম নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া বলিল যে, অর্জ্জুনের সহিত ভদ্রার বিবাহ ঠিক হইয়াছে, এ আবার কি নূতন কথা। তর্ক-বিতর্কের পর যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীম এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দ্বারকায় যাইতে রাজী হইলেন এবং যাহাতে দুর্য্যোধনের সহিত কলহ না হয়, তাহা ধর্ম্মরাজের নিকট অঙ্গীকার করিলেন। প্রথমাংশ গন্ত, ভীমাদির কথোপকথন পয়ারে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৯২—৯৫)। হস্তিনার রাজবর্ত্ম। "বরবেশি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বরযাত্রিরদিগের সম্মুখে ভীম আগমন করিলেন।" ইহা দেখিয়া কৌরবগণের আনন্দপ্রকাশ। ভীম শ্লেষোক্তি করিয়া পরামর্শ দিলেন যে, এখন দ্বারকা অনেক দূর, দুর্য্যোধনের বরসজ্জায় যাওয়া উচিত নহে; কারণ, বিবাহের এখন কি হয়, বলা যায় না, "নিকট হইতে তত্ত্ব লইয়া বরসজ্জা করিলেই ভাল হয়"। দুর্য্যোধন ইত্যাদি রাগ করিয়া বলিল যে, ভীম চিরকাল হিংসুক, কৌরবের ভাল কখনই দেখিতে পারে না। ভীম উত্তর করিল, "আমি ভালই বলিয়াছি। দুর্য্যোধন বরবেশেই চলুন, মুখে কালী মাখিয়া আইলেই চৈতন্ত হইবে।" সমস্তটা গদ্য।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ৯৫—৯৭)। রৈবত পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা। ভয়কাতরা সত্যভামা আসিয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, তাঁহারই উদ্যোগে ভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন করিয়া এখন বলদেব ও দুর্য্যোধনের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত। "বাধিল তুমুল যুদ্ধ ভদ্রার কারণ। আমি চাহি এবে হউক আমার মরণ॥" (পৃঃ ৯৬)। কৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন ও উপায় করিবেন বলিলেন। অধিকাংশ গদ্য, কেবল সত্যভামার বক্তৃতাটা পদ্য।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৯৮—১০০)। রৈবত পর্ব্বত। অর্জ্জুনের শয়নাগার। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তালিম কবিতে আসিয়াছেন। কুলাঙ্গনাগণ যখন সুভদ্রাকে হরিদ্রা লেপন করিবেন, সেই সময় অর্জ্জুনকে সুভদ্রা হরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। সমস্তটা গদ্যে বিরচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ১০০—১০১)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বলদেবের সভা। দুর্য্যোধনের অগ্রদূত আসিয়া কল্য প্রাতে তাহার আগমনবার্ত্তা দিল। বলদেবের কুলাঙ্গনাগণকে কুলাচারাদি করিতে প্রহরীর মুখে আদেশদান। সমস্তটা গন্ত।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃঃ ১০১—১০৮)। অন্তঃপুর। দুর্য্যোধনের সহিত পুনর্ব্বার বিবাহের কথা শুনিয়া সুভদ্রা কাঁদিয়া আকুল। "কালকূট দাও সখি আমি করি পান। নিশার সহিত প্রাণ হউক অবসান।" সুভদ্রার চরিত্র অত্যন্ত ভাবগদ্গদ প্যান্‌পেনে নায়িকার মত

হইয়াছে এবং যাত্রাধরণের এই সব লম্বা লম্বা পয়ারে বক্তৃতা অত্যন্ত ক্লান্তিজনক হইয়াছে। খেদ করিতে করিতে "ভদ্রা ধরায় পতিতা হইলেন।" তার পর পদ্য হইতে গদ্যে লম্বা লম্বা বক্তৃতা।

"সত্য। (হস্ত ধরিয়া কহিতেছেন) সুভদ্রে গা তোল। এত খেদের প্রয়োজন কি? কোন চিন্তা নাই। কল্য প্রভাতে অর্জুন সহ সচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবে।

সুভ। ক্ষত শরীরে কেন আর লবণার্পণ কর? সখি, আমার ললাটে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, তুমি কি প্রকারে নির্ব্বাণ করিবে? কৃতান্তাধিক শত্রুর হস্তে পতিতপ্রায় হইয়াছি, এখন রক্ষা হইবার কি উপায় আছে।

সত্য। ভদ্রে ব্যগ্র হও কেন? যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে রবিসুত ত্রাসান্বিত হয়, ও যাঁহার নামোচ্চারণে তাঁহার দূতেরও অধিকার থাকে না, সেই বিপত্তিভঞ্জন ভগবান্ তোমার স্বপক্ষ, তোমার চিন্তার বিষয় কি ভদ্রে?" ইত্যাদি (পৃঃ ১০৫—৬)।

এ সকল দীর্ঘ বক্তৃতা উদ্ধৃত করিবার স্থান এখানে নাই। এ সকল স্থলে নাট্যকার তাঁহার ভাষার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জলতা ত্যাগ করিয়া অর্থগৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য অত্যন্ত বাগাড়ম্বর করিয়াছেন।

পঞ্চম সংযোগস্থল (পৃঃ ১০৮—১০৯)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। "কৃষ্ণের সভা। পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণের নিকট দারুক আগমন করিল।" দারুক অর্জ্জুনের নিকট রথ প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা পাইয়া, কৃষ্ণের অনুমতি লইতেছে। এ দৃশ্যের কোনও তাৎপর্য্য নাই বলিয়া বোধ হয়। সমস্তটা গদ্য।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃঃ ১০৯—১১১)। অন্তঃপুর—সত্যভামা, রুক্মিণী, সহচরী, প্রতিবাসিনী ও কুলকামিনীগণ শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতে করিতে বলদেবের আদেশানুসারে সুভদ্রার গাত্রে হরিদ্রালেপন করিতে যাইতেছেন। গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃঃ ১১২—১১৫)। বাপীতট। সুভদ্রাহরণ দৃশ্য সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট নাট্যকৌশলের পরিচায়ক। বৃথা বাগাড়ম্বর নাই, অল্প কথায় প্রতিপাদ্য বিষয়টি বেশ ফুটান হইয়াছে। সমস্তটা গদ্যে। অর্জ্জুন ও দারুকের রথারোহণে প্রবেশ ও দারুককে কি কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অর্জ্জুনের স্থানকালোপযোগী উপদেশ দান। তৎপরে সত্যভামা প্রভৃতি সুভদ্রাকে লইয়া স্নান করাইতে প্রবেশ। অর্জ্জুনকে দেখিয়া সত্যভামা ও সুভদ্রার হর্ষ। তৎপরে—

"(অর্জুন নিকটে আগমন করিলেন)

সত্য। ভদ্রে, আর কি দেখ, রথে আরোহণ কর।

অর্জুন। এসো প্রিয়তমে (ভদ্রার হস্ত ধরিয়া/রথারোহণে গমন করিলেন।" (পৃঃ ১১৪)। তার পর কুলনারীগণের হাহুতাশ ও পুরমধ্যে সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃঃ ১১৬—১৩০)। অধিকাংশ পদ্য ও স্থানে স্থানে গদ্য ব্যবহৃত

হইয়াছে। দৃশ্য—রাজবর্ত্ম। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ভীম ইত্যাদি বরযাত্রিগণের নিকট দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দান ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা। এই বর্ণনাটা (পৃঃ ১১৭) মন্দ নয়। অপমানিত দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের কটূক্তি ও ভীমের ক্রোধ। বৃদ্ধ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এই বলিয়া শান্ত করিলেন যে, বলদেব তাঁহাদিগকে আসিতে বলিয়াছেন, তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। অনেক তর্কবিতর্ক ও দুর্য্যোধনের ক্রোধ, আস্ফালন, খেদ, হাহুতাশ ও কটুবাক্যের পর মানে মানে স্বদেশে প্রত্যাগমনই স্থিরীকৃত হইল।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ১৩০—১৩৬)। গদ্য ও পদ্য উভয়ই দৃষ্ট হইবে। স্থান—বলদেবের সভা—দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দিল। বলদেবের ক্রোধ ও অর্জ্জুনকে শাস্তি দিবার জন্য সসজ্জ হইবার উদ্যোগ।* কিন্তু দূত বলিল, তাঁহার এ চেষ্টা বৃথা। কারণ, অর্জ্জুন অসাধারণ যুদ্ধে সমস্ত যদুকুলকে পরাস্ত করিয়াছেন। "ভদ্রা স্বয়ং অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া রথ চালাইতেছেন। প্রভো রথের আশ্চর্য্য গতির কথা কি কহিব, কখন দৃশ্য, কখন বা অদৃশ্য। কখন ভূমিতে, কখন বা শূন্যে; কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। ... অর্জুন ইন্দ্রজিতের ন্যায় নীরদমণ্ডলীতে আবৃত থাকিয়া বাণে বাণে সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছেন। বৃথা কেন অর্জুনের বিপক্ষে গমন করিবেন? তিনি কোনখানে আছেন, তাহা নির্ণয় করাই দুষ্কর হইবে।" (পৃঃ ১৩৫) ইহা শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বলদেব নিরস্ত হইলেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন, এ সমস্তই কৃষ্ণের চক্রান্ত।

দশম সংযোগস্থল (পৃঃ ১৩৬—১৪২)। প্রথমাংশ গদ্য, তৎপরে বিশেষতঃ বলদেবের বক্তৃতা পদ্য (পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী)। স্থান—বসুদেবের গৃহ। অভিমানী বলদেব বাপ মার নিকট আসিয়া মানের কান্না কাঁদিতেছেন। এ সমস্তই চক্রীর চক্রান্ত—যদুগণ সকলেই একপরামর্শি হইয়া বলদেবকে অপমানিত করিয়াছেন। "এ চক্রে সকলেই আছেন, ভাল,—আজি অবধি আমি তোমারদিগের পুত্র নহি, এমত জ্ঞান করিবেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই যে ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্যবাসই উত্তম কল্প, অতএব সকলে আমার আশা পরিত্যাগ কর।" (পৃঃ ১৩৮) দেবকী, রোহিণী, বসুদেব অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু বলদেব কিছুই বুঝেন না। রাগ—কৃষ্ণের উপর। তিন পৃষ্ঠাব্যাপী পদ্যে আপন মনের খেদ ব্যক্ত করিয়া অবশেষে বলিলেন,—

"এত অপমান যার জীবনে কি সুখ তার
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
আছিল যতেক সুখ লজ্জায় গুঁজিয়া মুখ
হলধরে করেছে বর্জ্জন॥

---

* কিন্তু ইহার পূর্ব্বে অষ্টম সংযোগস্থলে দূতমুখে শুনিতে পাই যে, বলদেব যুদ্ধে গিয়া অর্জ্জুনকর্তৃক পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। "বলদেব আপনি লাঙ্গল স্কন্ধে করি। এসেছেন ফিরিয়া সংগ্রাম পরিহরি॥" (পৃঃ ১১৮)। নাট্যকারের অনবধানতাবশতঃ বোধ হয়, এই দুই রকম বৃত্তান্ত শুনিতে পাই।

এমন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহবাসে
লোকালয়ে না রহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ সুখে কর গৃহবাস
সব আশা ঘুচেছে আমার॥" (পৃঃ ১৪২)

ও এইখানেই নাটক সমাপ্ত।

এ নাটকে অঙ্কিত প্রকৃতিসমূহের সঙ্গতি রক্ষিত হইলেও, চরিত্রের বিকাশ বিশেষ দেখান হয় নাই। নাট্যসম্মত চরিত্রাঙ্কণ অপেক্ষা, কোন কাব্যোক্ত গল্প কথোপকথনচ্ছলে বিবৃতি করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। ঘটনাপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ দেখান অপেক্ষা, কতকগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের একত্র সমাবেশ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া একটি গল্প ফুটাইয়া তোলাই গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য আখ্যানবস্তু বা Plot নির্ম্মাণে নিপুণ কৌশল দেখা যায় না। প্রথম অঙ্কটা নাটকের মূল বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন, বাদ দিলেও ক্ষতি হইত না। মদ্যপবাতুলের দৃশ্যটা নূতন হইলেও, সম্পূর্ণ অবান্তর প্রসঙ্গ। এ সমস্ত দোষ সত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী আদর্শে প্রথম নাটক হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট। গ্রন্থকারের স্বভাবাঙ্কণশক্তি ও জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা, অঙ্কিত দৃশ্যের স্পষ্টানুভূতি ও তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মামুলী কাব্যগত গল্পের আদর্শে অভিভূত বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সজীবাঙ্কণ-ক্ষমতা নূতন বটে। কিন্তু গ্রন্থকারের নাট্যকলা বা প্রতিভার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত; এই দুষ্প্রাপ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানই ইহার সামান্য উদ্দেশ্য।

পরিশেষে ব্যক্তব্য, এই প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গেল। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে যেরূপ মূল্যবান্ ও আধুনিক সময়ে যেরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহাতে এ দোষ মার্জ্জনীয় হইবে, আশা করা যায়।

শ্রীসুশীলকুমার দে

বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ সমালোচনার উত্তর

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (২৩ ভাগ, ৪ সংখ্যা) শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য" করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত দোষ স্বীকার করি আর নাই করি, কোন্ শব্দের কোন্ অঙ্গে আপত্তি উঠিতে পারে, তাহা কোষকারের সর্ব্বদা মন্তব্য। কোষে অনেক ভুল আছে; যাঁহারা ভুল দেখাইতেছেন, ভুলের আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

তিনি তিন অঙ্গে ভুল ধরিয়াছেন। (১) শব্দের অর্থে, (২) শ্রেণীবিভাগ, ও (৩) ব্যুৎপত্তিতে। যে যে উদাহরণ লইয়া ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক হউক না হউক, আপত্তির মূল খণ্ডন করিতে পারা যায় কি না, দেখি। তৃতীয় আপত্তির মধ্যে একটা গুরুতর প্রশ্ন নিহিত আছে। সেটা সেই পুরানা কথা, বঙ্গভাষার জননী কে। কিন্তু পুরানা হইলেও উহা চিরদিন নূতন ভাবে নূতন নূতন সাজে উপস্থিত হইবে। কারণ, উহা পুরাতন, কেবল তর্কে গম্য।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা ভাল, তিনি গ্রন্থের নাম "বাঙ্গালা ভাষা", এবং "বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ" ইহার দ্বিতীয় ভাগ, লক্ষ্য করিয়াছেন কি না। কারণ, যে সব সমালোচক এই দ্বিতীয় ভাগের দোষ ধরিয়াছেন, বুঝিয়াছি, তাঁহাদের একজনও প্রথম ভাগ অবলোকন করিবার অবকাশ পান নাই। সকলেই অবশ্য হিত-বুদ্ধিতে করিয়াছেন, কোষের উপকারও যথেষ্ট করিয়াছেন। তথাপি গোড়া দেখিয়া করিলে, বোধ হয়, আরও উপকার করিতে পারিতেন। অন্ততঃ তাঁহাদের শ্রম-লাঘব হইত মনে করি।

দুই একটা উদাহরণ দিই। মন্তব্য-কারী মহাশয় কোষের 'অতিথ' শব্দের অর্থে ভুল ধরিয়াছেন। আমি অর্থ করিয়াছি, "ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী", তিনি এই অর্থে "অতিথ শব্দের ব্যবহার কোথাও" পান নাই।* কিন্তু 'অতিথ-সেবা', 'অতিথ-শালা', 'অতিথ-ফকীর', ইত্যাদি প্রয়োগ লোকমুখে সর্ব্বদা পাইয়া থাকি। যাঁহারা 'অতিথ' নামে সেবা পান, তাঁহারা সাধু-সন্ন্যাসী। দ্বারে 'অতিথ' আসিলে ভিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক দান-শীল গৃহস্থ 'অথিত-অভ্যাগতে'র নিমিত্ত ভূমি ও ভূমির উপস্বত্ব নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন। আমি 'অতিথ-ফকীর', 'অতিথ-অভ্যাগত' প্রভৃতির তুল্য শব্দকে ব্যাকরণে 'সহচর' সংজ্ঞায় নির্দেশ করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "অতিথ-অভ্যাগত সহচর শব্দ নহে, উহা অতিথি শব্দের এক পর্য্যায়ের শব্দ।" তিনি বলেন, "শব্দের পর নিরর্থক যে সব শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাই সহচর।" সম্প্রতি এই সংজ্ঞা লক্ষণে আমার মন্তব্য কিছুই নাই। ব্যাকরণ-সংশোধনের সময় হইতে পারে। একা 'সহচর' নহে; সে-কথাটা এইখানে শেষ করিতে পারি; 'সহচর'

---

* উত্তর-রাঢ়—কান্দি অঞ্চলে 'অতিথ' (উচ্চারণ—অতীত) শব্দে সাধু-সন্ন্যাসী—বিশেষতঃ,—ছাইমাখা জটাধারী পশ্চিমাঞ্চলের সন্ন্যাসী বুঝায়।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

ছাড়া, 'অনুচর', 'উপচর', 'প্রচর' ও 'প্রতিচর', এই পাঁচ শ্রেণীতে যুগ্ম শব্দ ভাগ করিতে হইয়াছে। এই পাঁচের লক্ষণযুক্ত সংজ্ঞা পাইলে এবং উত্তম বোধ হইলে অবশ্য গ্রহণ করিব।

আজিকালি কেহ কেহ ইংরেজী guest বুঝাইতে 'অতিথি' ('অতিথ' নহে) বলেন বটে, কিন্তু গ্রামে ইঁহারা 'অভ্যাগত'। ইংরেজী অভিধানে বন্ধু-বান্ধব guest, এমন কি, হোটেলে যে থাকে, সেও guest। অন্যের গৃহে ভোজন পাইলেই guest হইয়া দাঁড়ান। আমরা কেবল আসন-ভোজন দিয়া এক কথায় guest পাই না। আমাদের কেহ বন্ধু, কেহ অভ্যাগত, কেহ আগন্তু, কেহ অতিথি, কেহ পথিক। যিনি দয়া করিয়া বাড়ীতে আসেন, তিনি আসন ও ভোজন নিশ্চয়ই পান। আত্মীয় হইলে 'বন্ধু', মাননীয় হইলে 'অভ্যাগত', মধ্যম কিংবা লঘু হইলে 'আগন্তু', সাধু সন্ন্যাসী হইলে 'অতিথি', এবং পথে যাইতে যাইতে আসিয়া পড়িলে 'পথিক'। সকলকে সমান আদর-অভ্যর্থনা করা হয় না, সকলে সমান সৎকার পান না। এই যে নামগুলি দিলাম, সব প্রায় নিরক্ষর গ্রাম্য-জনের মুখে শোনা। 'অতিথি' শব্দের প্রাচীন অর্থ নাকি যিনি এক তিথি (দিবস) এক স্থানে থাকেন না, সতত গমন করেন। গৃহে বন্ধু আসিলে, কি অভ্যাগত-আগন্তু আসিলে, এবং তাঁহাকে পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন ও শয়ন করাইলে অতিথি-ধর্ম্ম পালিত হয় না। পুত্র ইংরেজের বাড়ীতে পিতা-মাতা আসিলে guest শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া যান। আমাদের বাড়ীতে তাহা হইতে পারে না। তাঁহারা ইংরেজী তন্ত্রের guest হইতে পারেন, কিন্তু অতিথি?*

দেশ-কাল-পাত্রভেদে শব্দের অর্থান্তর হয়। শুধু শব্দের কেন, এমন বিষয় মনে হইতেছে না, যাহার পরিবর্ত্তন হয় না, না হওয়া অস্বাভাবিক। এ ত সামান্য কথা, যাহার প্রয়োগ চারি দিকে পাওয়া যায়, তাহা জানিয়াও ভুলিয়া যাই, অন্যের উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। 'উকি' শব্দ দেখুন। উহার অর্থ হিক্কা বলিয়া জানিতাম। ওড়িয়াতেও 'উকি' শব্দ আছে, অর্থ উদ্গার। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, পূর্ব্ববঙ্গে 'ওক' শব্দ আছে, অর্থ "বান্ত [বান্তি?] এবং বান্তকালীন শব্দ"। বিক্রমপুরের (মুন্সীগঞ্জের) এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম, সেখানে 'ওক দেওয়া' অর্থে বমন-চেষ্টা করা, এবং 'উথাল করিতেছে' অর্থে বমি করিতেছে।† 'উকি' ও 'ওক' শব্দের মূল এক বোধ হয়। 'উথাল' মনে হয় 'উদ্গার' হইতে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, "প্রাকৃতে "ওক্কিঅ" বলিয়া শব্দ আছে; উহার অর্থ বান্ত, বমি করা।" এই "প্রাকৃত" শব্দের মূল না জানিলে ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় হইতেছে না। 'ওক্কিঅ', অনুকার শব্দও হইতে

* একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে এক দিন ছিলাম। আমি বাড়ীতে যাইবামাত্র তিনি আমায় অতিথি তুল্য জ্ঞান করিয়া সমাদর করিলেন, আমি অবশ্য প্রীত হইলাম। কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে সংবাদ দিলেন, আমি 'অতিথ' আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি মুলার্থ ও লাক্ষণিক অর্থ এক করিয়া ফেলিয়াছেন। বাস্তবিক 'অতিথ' নাম ভাল লাগে নাই।

† উত্তর-রাঢ়—কান্দি-অঞ্চলে ওকাই=বমি, ওকাই করা=বমি করা।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

পারে। 'উকি' শব্দের মূলে 'উদ্গার' থাকিতে পারে, 'হিক্কা'ও থাকিতে পারে; উহা অনুকার শব্দও হইতে পারে। "প্রাকৃতে" 'ওক্কিঅ' বলিত, বলিলে জিজ্ঞাস্য হয়, সেটা কোন্ দেশের কোন্ সময়ের "প্রাকৃত"? এ বিষয় পরে আলোচনা করিতেছি।

'ওক' ও 'উকি' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যাহাই হউক, অর্থ যদি একই হয়, তাহা হইলে কোষে কোন্ রূপ গ্রাহ্য? দুই রূপ দিলে ভাষার পুষ্টি হয়, না একটা দিলে হয়? অবশ্য এদেশ সে-দেশ আমার-তোমার ভুলিতে না পারিলে কোষ-রচনা অসাধ্য। সব সময় ভুলিতে পারা যায় না, সত্য; কিন্তু মায়ায় পড়িতেছি না ত, ভাবিতে হয়। এ বিষয় পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কোষ-সমালোচনার উত্তরে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছি। এইরূপ, কালভেদে শব্দের গৌরব, সাধুতা কিংবা শিষ্টতায় ইতর-বিশেষ হয়। 'অভরণ', 'আউ', শব্দ ধরুন। পুরানা বাঙ্গালা বহিতে শব্দ দুইটা পাওয়া যায়। নিরক্ষর নর-নারীর মুখেও অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ 'অভরণ' কিংবা 'আউ' লিখিতে পারিবেন না, লিখিতে হইলে 'আভরণ' ও 'আয়ু' বানান করিতে হইবে। কেন হইবে, তাহার উত্তর অনাবশ্যক। শব্দের জাত্যন্তর আছে, তাহা কোষকার দেখাইয়া দিলে মন্দ কি? কোষ সঙ্কলনের সময় আমি শব্দগুলি তিন ভাগ করিতে বসিয়াছিলাম,—"বাঙ্গালা", "বাঙ্গালা-প্রাকৃত", এবং "গ্রাম্য"। "বাঙ্গালা" কি, তাহা বলিতে হইবে না। যে শব্দ সাধু-অসাধু, শিষ্ট-অশিষ্ট, কথায় লেখায় চলে কিংবা চলিতে পারে, তাহা 'বাঙ্গালা' বলিলাম। যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ সকলের কথায় চলে, কিন্তু শিক্ষিতের লেখায় চলে না, তাহা "বাঙ্গালা-প্রাকৃত", এবং যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ কেবল অশিক্ষিত নর-নারীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা "গ্রাম্য"। "গ্রাম্য" রূপ চেনা তত কঠিন নয়। যেমন আউ, মিত্তু, কাজ্জ, ধম্ম, কম্ম, পুন্নি, 'মনিষ্যি', মচ্ছ, উচ্ছব, রাত্তি, আদ, ডেড়, ডণ্ড, শাদ্ধ, চাদ্ধ, ইত্যাদি।

পূর্ব্বকালের ব্যাকরণকারদিগের মতে শব্দের এই প্রকার রূপ "প্রাকৃত"। আমিও তাহাঁদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া "প্রাকৃত"সংজ্ঞায় নির্দেশ করিলে মন্দ করিতাম না। কারণ, আমি যে "বাঙ্গালা-প্রাকৃত"সংজ্ঞা করিয়াছি, তাহা বহু স্থলে "বাঙ্গালা"। ইহা দেখিয়া "বাঙ্গালা-প্রাকৃত" নির্দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু "গ্রাম্য" সংজ্ঞা রহিয়া গিয়াছে। আজি-কালি "বাঙ্গালা" ও "বাঙ্গালা প্রাকৃত", এই দুইএর ভেদ লোপ করিবার দিকে কাহারও কাহারও প্রবল অনুরাগ দেখা যাইতেছে। "বাঙ্গালা" কাহার, যাহার, করিতেছিল, আজির, রাত্রির, ইত্যাদির "বাঙ্গালা-প্রাকৃত"রূপ, কার, যার, ক'র্তেছিল বা ক'চ্ছিল, আজের, রেতের ইত্যাদি, অতএব মোটের উপর দুই ভাগ হইয়াছে। শব্দের যে রূপ, গোটা গোটা শব্দ নহে, রূপ, শিক্ষিতদিগের মুখে এবং কলমে বাহির হয়, এবং যে রূপ হয় না।

এই বিভাগ অবশ্য কৃত্রিম। স্বভাবকে দুই ভাগ করি, আর তিন চারি ভাগই করি, তাহা কৃত্রিম হইবেই। সুতরাং উক্ত দুই ভাগ সব স্থলে তর্কে টিকিতে পারে না। দুই একটা উদাহরণ লই। শিক্ষিত লোকে 'কর্ত্তা' (বা কর্ত্তা), 'কর্ম' (বা কর্ম্ম) বলেন, লেখেন।

অ-শিক্ষিত বলে 'কত্তা', 'কম্ম'। ইহাতে মনে হইতে পারে, তবে ত ভাগ হইয়া গেল। কিন্তু শিক্ষিত 'কত্তা-গিন্নী', 'কত্তা-ভজা', এমন কি 'কত্তাত্তি' না বলিয়া পারেন না। 'কর্তা-গৃহিণী' বলিতে পারেন, কিন্তু 'কর্তা-গিন্নী' কিংবা 'কর্তা-ভজা' বলা ঠিক হয় না। আর একটা শব্দ 'অষুধ' ধরুন। এই রূপ, "বাঙ্গালা-প্রাকৃতে"। "বাঙ্গালা"রূপে 'ঔষধ' যাহা বলিলে লিখিলে সবাই বুঝিতে পারে। "গ্রাম্য"রূপে 'ওষুদ'। কিন্তু 'ওষুধ' রূপ "প্রাকৃতে"র উপরে উঠিয়াছে। 'কম্ম' শব্দ অশিক্ষিতের মুখে শুনি, শিক্ষিতের মুখে 'কর্ম'। 'কাজ-কম্ম' শিক্ষিতের মুখে 'কাজ-কর্ম'। অতএব 'কাজ', 'কর্ম্ম', 'কার্য', "বাঙ্গালা"; কিন্তু 'কাজ্জ'-'কম্ম' "গ্রাম্য" মনে করিতে হইতেছে। মন্তব্যকারী লিখিয়াছেন, "কথ্য ভাষায় 'কম্ম' ও 'কাম' উচ্চারণই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, শিক্ষিত লোকেরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না।" এখানে তিনি দুইটা গুরুতর তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক, তাহা ব্রহ্মা বলিতে পারেন, মানুষে পারে না। আর, স্বভাবকে দমন করিয়া ঈপ্সিত পথে চালনাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় কি? 'করম', 'করম' শুনিতে শুনিতে 'কর্ম' শব্দ শিক্ষা হয়। যাঁহারা 'করম' রূপ দেখিতে জানিয়াছেন, তাহাঁদের 'কর্ম' শব্দ উচ্চারণ সোজা হয়। যখন শিক্ষা না হইয়াছে, তখন প্রাকৃত জন বা কে, আর অ-প্রাকৃত জনই বা কে?

সে কালে কেবল দ্বিজবালকের উপনয়ন হইত; দ্বিজকন্যার হইত না, শূদ্রের হইত না, শূদ্রাণীর ত কথাই নাই। শকুন্তলা কণ্ব-মুনির আশ্রমে আজন্ম-পালিতা হইয়াও সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন না, প্রাকৃত জনের ন্যায় তাহাদের ভাষায় কহিতেন। কিন্তু সংস্কৃত অর্থাৎ তৎকালের শুদ্ধ ভাষা অক্লেশে বুঝিতে পারিতেন। এ কালেও দেখি, অশিক্ষিতা নারী ও অশিক্ষিত নর 'কার্য', 'কর্ম', 'রাত্রি' প্রভৃতি এ কালের সংস্কৃত অর্থাৎ এ কালের শুদ্ধ ভাষা সচ্ছন্দে বুঝিতে পারে, কিন্তু বলিবার সময় 'কাজ্জ', 'কম্ম' 'রাত্তি' প্রভৃতি বলে, কিংবা আরও সোজা করিয়া 'কাজ', (কোথাও কোথাও) 'কাম', 'রাত' বলে। এই যে কোন শব্দকে "সংস্কৃত", কোন শব্দকে "প্রাকৃত" বলিতেছি, এ কালের মতন সে কালেও বলা হইত। কিন্তু এ কালে কি দুইটা ভাষা আছে? সে কালে কি দুইটা ভাষা ছিল?

এখন এই তর্ক একটু বিচার করিতে হইতেছে। কারণ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার কোষ হইতে ৪০টি শব্দ তুলিয়া ৩০টি স্থানে সংস্কৃত-প্রাকৃত-শব্দ মূল বলিয়া দেখাইয়াছেন। আমি "সংস্কৃত" বলিয়াছি, তিনি "প্রাকৃত" অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার সময়ের "প্রাকৃত" ভাষা বলিয়াছেন। "সংস্কৃত-প্রাকৃত" বলিতে হইতেছে; কারণ, এখনকার অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষা আমি-ই বাঙ্গালার "প্রাকৃত" বলিতেছি, এমন নহে; কিছু দিন পূর্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষারই নাম "প্রাকৃত" ছিল। সে যাহা হউক, তিনি ইচ্ছা করিলে বিদেশী শব্দ বাদে কোষে যত শব্দ আছে, সমুদয়েরই মূল "প্রাকৃত" বলিয়া এক কথায় মন্তব্য শেষ করিতে পারিতেন। কারণ, আমি সে সকল শব্দের মূল "সংস্কৃত" দেখাইয়াছি। শেষে তিনি লিখিয়াছেন, "বঙ্গভাষায় যে সংস্কৃত শব্দ বহু পরিমাণে প্রচলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃতি আলোচনা

করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী।" আমিও আমার পুস্তকের প্রথম ভাগে (২৭ পৃঃ) লিখিয়াছি, "সংস্কৃত ভাষার গৌরবের দিনে যে প্রাকৃত ভাষা 'ইতর' লোকের ভাষা ছিল, তাহাই কি পরে 'ভদ্র' লোকের ভাষাকে পরাভূত করে নাই? আমরা কি সেই 'ইতর' ভাষা লইয়া বাঙ্গলা ভাষার গৌরব করিতেছি না?" কিন্তু সেখানে যে কথা, কোষে সে কথা নহে। কাজেই একটা তর্কে পড়িতে হইতেছে। "প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী" —ইহা ত রূপকে বর্ণনা। রূপক ভেদ করিলে কি বুঝি? দ্বিতীয়তঃ, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" ভাষার সম্বন্ধ কি? তৃতীয়তঃ, কোষে বাঙ্গালা শব্দের "সংস্কৃত", না "প্রাকৃত" মূল প্রদর্শন কর্তব্য?

ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ হয় ত অধীর হইয়া বলিবেন, আবার এ প্রশ্ন কেন? "প্রাকৃত" ভাষা যে বঙ্গভাষার জননী, তাহা বহু দিন সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার উত্তর, আমি ভাষাবিৎ নই, এবং সিদ্ধান্তটা ভাল করিয়া বুঝিতে চাই। 'জননী' অর্থে মানুষের জননীর তুল্য মনে করিয়া দেখি। জননী কন্যা প্রসব করেন, কোন এককালে করেন। প্রসবের পর একজনের স্থানে দুই জন হন, দুই জন পৃথক থাকেন। যদি এমন, তাহা হইলে কোন সময় ছিল কি, যখন "প্রাকৃত" ও বাঙ্গালা দুইই ছিল? যে দেশে "প্রাকৃত" ভাষা ছিল, সে দেশে বাঙ্গালা ভাষাও ছিল কি?

বোধ হয়, পণ্ডিতেরা এ কথা বলিবেন না। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, প্রসবান্তে জননীর কাল হইয়াছে, কন্যাটি জীবিত আছে। তখন এমন তর্কও উঠে, সে দুর্ঘটনা কবে হইয়াছিল? কোন কোন পণ্ডিত ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাঁদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমি "বাঙ্গালা ভাষা" পুস্তকের প্রথম ভাগে (১৯ পৃঃ) লিখিয়াছিলাম, "অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, এ কথার যেমন অর্থ নাই; অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালীর ভাষার উৎপত্তি, সে কথারও অর্থ নাই।" তাহা হইলে জননী দেহত্যাগ করেন নাই, কন্যারূপে অদ্যাপি বর্তমান আছেন। দক্ষ-কন্যা সতী রূপ গিয়াছে, হিমালয়-কন্যা উমা রূপ আসিয়াছে। কিন্তু যিনি সতী, তিনিই উমা। অর্থাৎ "সংস্কৃত" ভাষার দিনে যে ভাষা ছিল, সেই ভাষা এখনকার বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই, পূর্বরূপের কিছু থাকিবে, কিছু লুপ্ত হইবে, কিছু নূতন আসিবে। কিন্তু যেটা নূতন মনে করি, সেটা পুরাতনে অপ্রকট ছিল।

পুরাতনে যে গুণ অপ্রকট থাকে, তাহা ধরা কঠিন বটে। কিন্তু যেটা ছিল না, তাহার আবির্ভাবও স্বীকার করিতে পারি না। এখানে কার্য দেখিয়া কারণ অনুমান করিতে হয়; অন্য উপায় নাই। পূর্ব "প্রাকৃতে"র 'ধম্ম কম্ম' অদ্যাপি আছে, 'অজ্জ অট্‌ঠী ওসঢং' গিয়াছে, 'আজি আঁঠি ওষুধ' আসিয়াছে, আর হাজার হাজার বাছা বাছা সংস্কৃত শব্দ যাহা সেকালে কেবল পণ্ডিতের মুখে ও কলমে বাহির হইত, পামরের মুখে হইত না, সে সব এ কালের পণ্ডিত ও পামর উভয়েরই মুখে শোনা যাইতেছে। এই অপূর্ব ঘটনা, তাহার ব্যাখ্যা রূপকে

করিতে হইলে বলিতে হয়, বঙ্গভাষার জননী সে কালের "প্রাকৃতা", কিন্তু জনক "সংস্কৃত।" সে কালের "প্রাকৃতা" ও "সংস্কৃতে"র বিবাহে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদের কাহারও মুখ মায়ের মতন, কাহারও মুখ বাপের মতন। "সংস্কৃত", "প্রাকৃতার" পাণিগ্রহণ না করিলে "প্রাকৃতা" প্রাকৃতা থাকিয়া যাইত, সেই ব্যঞ্জনবিহীন স্বরবর্ণের আধিক্য (যেমন, রঅও—রজকঃ, উইদং—উচিতং), সেই ভিন্নবর্গীয় বর্ণের পরস্পর অসংযোগ, (যেমন, উপ্পাও—উৎপাতঃ, গোট্‌ঠী—গোষ্ঠী) প্রভৃতি লক্ষণ থাকিয়া যাইত।

এই শুভপরিণয়-সংবাদ নূতন নহে। নূতন সংবাদ আমি কোথায় পাইব। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের উক্তিই নিজের বোধে ব্যক্ত করিতেছি। তাঁহারা বলেন, বহু পূর্বকাল হইতে এই আদান-প্রদান চলিতেছিল, বৈদিক ভাষায় চলিতেছিল, "সংস্কৃত" ভাষায় চলিতেছিল। তাঁহারা 'গাথা' নামে শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার ভাষায় "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। যে ভাষায় "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র সমন্বয় ঘটে, তাহার উত্তরোত্তর পরিণতিতে বঙ্গভাষা।

কিন্তু এখানে একটা বিতর্ক উঠিতেছে। এই যে "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতার" বিবাহ, সে বিবাহ কি স-বর্ণে বিবাহ? বঙ্গভাষা কি সঙ্কর-কন্যা? অর্থাৎ "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" কি দুই ভিন্ন ভাষা, না এক ভাষার দুই রূপ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কে কি বলিয়াছেন, তাহা আমি অবগত নই। তবে প্রত্যক্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে, সকলে একমত হইতে পারেন নাই, পারিবার জো নাই। কারণ, বিতর্কের মূলে এক বড় বিতর্ক আছে, কখন্ কি অবস্থায় দুইটা বস্তুকে এক বলিতে পারা যায়। 'দুই' গণাতেই বুঝিতেছি একটা নয়; আবার 'এক' সন্দেহ করিয়া বুঝিতেছি দুইটাও নয়। বিতর্কটা একটু বিকট করিয়া বলি, সংস্কৃতভাষা আর বঙ্গভাষা দুইটা ভাষা, না একটা? কিংবা বলি, "প্রাকৃত"ভাষা ও বঙ্গভাষা দুইটা ভাষা, না একটা? কিংবা সেই পুরানা কথায় আসি, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" ভাষা এক ভাষা, না দুই ভাষা?

দেখা যাইতেছে, ভাষার লক্ষণ লইয়া বিতর্ক। সে দিকে দৃষ্টি করিলে বিতর্ক উঠিত না, কিংবা উঠিলেও সহজে শান্ত হইত। পণ্ডিতেরা ভাষার কি লক্ষণ দেখিয়া এক কিংবা দুই বিবেচনা করেন, তাহা আমি অবগত নই। এই সুযোগ পাইয়া একবার আমার এক হিতকারী সমালোচক আমায় সম্পীড়িত করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নাকি বলেন, কেবল ব্যাকরণ দ্বারাই এক ভাষা হইতে অন্য ভাষা প্রভেদ করিতে পারা যায়। যদি ভাষার ব্যাকরণ এক হয়, তাহা হইলে ভাষাও এক। কিন্তু অ-বুঝকে বুঝান সহজ নহে। 'ভাষা' সংজ্ঞা স্থানে 'ব্যাকরণ' সংজ্ঞা বসাইলে যে আঁধারে সে আঁধারেই থাকিতে হয়। যদি ভাষা স্বাভাবিক হয়, স্বভাবতঃ জন্মে, বাড়ে, মরে, তাহা হইলে এক কথায়, ব্যাকরণ (ইংরেজী 'গ্রামার' অর্থে) বা রচনা-রীতি দেখাইয়া বিতর্কের দোষ করিতে পারা যায় কি? শব্দ-রূপ উপকরণ না দেখাইলে কি বস্তুর রচনা দেখিব? "কাদার

অনুব্রেল, ডক্‌টর কল দিয়ে ফীবার-কেস ব'লেছেন।"—এই যে ভাষা, ইহা না-বাঙ্গালা, না-ইংরেজী। স্বভাবজ দ্রব্যের জাতিবিভাগ সময়ে কত বিড়ম্বিত হইতে হয়, তাহা মনে রাখিলে এক ব্যাকরণ দেখাইয়া, ও পণ্ডিতের নাম লইয়া বিতর্কের পথে কাঁটা দিতে পারা যায় না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয়, জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ সোজা নয়। অথচ একটা কিছু না ধরিলেও লোক-ব্যবহার চলে না। তখন বলিতে হয়, রাম-শ্যামের কথাবার্ত্তা স্বভাবতঃ চলিতে পারিলে দুই জনের ভাষা এক। ভাষার এই লক্ষণে 'স্বভাবতঃ' আনিতে হইতেছে, নতুবা ফাঁকির অন্ত থাকে না। যদি 'স্বভাবতঃ' কাটিয়া দিতে চান, তাহা হইলে বলিতে হইবে, রাম-শ্যামের কথাবার্ত্তা তৃতীয় একজনের কানে এক প্রকার শোনা গেলে তাহাদের ভাষা এক। এখন এই তৃতীয় ব্যক্তির শ্রবণশক্তির বিচার করুন।

পণ্ডিতেরা ধরিয়া লইয়াছেন, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত", দুইটা ভাষা। কেহ বলেন "সংস্কৃত" হইতে "প্রাকৃত", কেহ বলেন "প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত" উৎপন্ন। দুই পক্ষেরই জয় হইয়াছে, পরাজয়ও হইয়াছে। তবে, বোধ হয় "প্রাকৃত"-পক্ষের শেষ জয় হইয়াছে, স্থির হইয়াছে "প্রাকৃত" ভাষা হইতে "সংস্কৃতে"র উৎপত্তি। বৈদিকভাষা এককালে "প্রাকৃত" ভাষা ছিল, জনসাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে এই ভাষায় কহিতেন, শিক্ষিতেরা লিখিতেন। কত কাল পরে কে জানে, লিখিতে লিখিতে সে ভাষা "সংস্কৃত" হইয়া গেল, ইহার ব্যাকরণ কোষ প্রভৃতি রচিত হইল, সূত্রের বন্ধনে এক দিকে যেমন বাঁচিয়া গেল, স্থায়ী আকারে থাকিল, অন্য দিকে তেমন শক্তি-হীন হইল, পরিবর্তন-শীল থাকিল না। "প্রাকৃত" ভাষা জনসাধারণের ভাষা, নিত্য পরিবর্তনশীল। প্রাকৃত বৈদিক পালির, এবং পালি "প্রাকৃতে"র আকার পাইল। মাঝে যে "সংস্কৃত" হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃত আকারেই থাকিয়া গেল।

"সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র উৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল, যাহা দুইটা ভাষা মনে হইতেছিল, তাহা দুইটা নহে, এক ভাষারই দুই শাখা। কিংবা দুই এক বৃক্ষ, একটা উদ্যানে সযত্নে পালিত ও রক্ষিত, অন্যটা বন্য। রূপকটা অনেক দূর পর্য্যন্ত চালাইতে পারা যায়। উদ্যান-জাত বৃক্ষের দুইটা ধর্ম্ম স্পষ্ট; উহা অ-স্বাভাবিক জীবনযাপন করে, অযত্নে মরিয়া যায়, কিংবা বন্য আকার গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। "সংস্কৃতে"রও সেই দশা ঘটিয়াছিল, অ-যত্নে এবং মূল প্রকৃতির তাড়নায় বন্য হইয়া গেল। "প্রাকৃতে"র সমুন্নয় আকার পাইল না, কিন্তু কোন্‌খানে "সংস্কৃত", আর কোন্‌খানে "প্রাকৃত" তাহার নির্দেশ কঠিন করিয়া ফেলিল। যাহাকে "প্রাকৃত" ভাষা বলা হয়, তাহাতে সংস্কৃত-সম এবং সংস্কৃত-ভব, দ্বিবিধ শব্দ ছিল। সংস্কৃত ও সংস্কৃত-ভব শব্দের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ; একই হইতে উভয়ের জন্ম। ব্যাকরণেও যে তাই। অতএব সংস্কৃত ও "প্রাকৃত", দুইটা ভাষা, না একটা?

বঙ্গভাষা লইয়া একটু পরীক্ষা করি। কিন্তু এই ভাষার নাম শুনিলেই চোখে আঁধার দেখি। 'বর্তমান বাঙ্গালা' বলিলেও আলো দেখি না। ইহার এত লীলা, কে গণিতে পারিবে? নিত্য

নূতন লীলা ; শক্তি জাগ্রত। লেখ্য লীলা, না কথ্য লীলা, কোন্ লীলা ধ্যান করিব? পামরকণ্ঠে যে লীলা, পণ্ডিতকণ্ঠে সে লীলা দেখি না। পণ্ডিত যে সাধক, পামর যে পাষণ্ড, সাধন-ভজন করে নাই। ভাষার প্রাণ, ধ্বনি ; লেখ্য চিত্র নহে। চিত্র কৃত্রিম, ধ্বনি স্বাভাবিক। বিপদ এই, স্বাভাবিককে কৃত্রিম রূপ, সাঙ্কেতিক চিত্রদ্বারা বুঝিতে হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রত্যক্ষ হইতেছে, পুরাকালের বাঙ্গালা কল্পিত চিত্র সাহায্যে বুঝিতে হইবে, চিত্রকর চিত্রের সঙ্কেতগুলা বলিয়া চিত্র লিখিলে বরং কিছু রক্ষা ছিল। চণ্ডীদাস নামে কে একজন কি রাগে কি গান গাইয়াছিল? এক চিত্রকর গানের চিত্র লিখিয়াছিলেন ; আমরা সেই চিত্র দেখিয়া মনে করিতেছি, এই সেই গান! চিত্র-ব্যাখ্যাতা বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিতেছেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক, সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প।" জানি না, তিনি শব্দ গণিয়া গণিয়া ভাগ করিয়াছিলেন কি না ; আর সংস্কৃত-জাত না বলিয়া প্রাকৃত-জাত কেন বলিয়াছেন। কিন্তু, চিত্রকরের কলা-কৌশল দেখিয়া বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে।* সে চিত্রকর কেমন, যে শ্যামকে শ্যামারূপে দেখাইতে পারেন, অতি—আতি, অচেতন—আচেতন, অধিক—আধিক ইত্যাদির অভেদ বুঝিতে বলেন, যিনি আপণ—আপন, আণি—আনি, আপমাণ—আপমান, শুণ—সুণ—সুন ইত্যাদি এক অর্থে নানা ধ্বনি শুনিতেন? এ দিকে শুনি, চণ্ডীদাস বীরভূমে ছিলেন, বাঁকুড়াতেও ছিলেন, সুদূর মিথিলাতেও ছিলেন। অন্য দিকে, প্রাচীন অক্ষর-বিৎ ও ইতিহাস-বিৎ ৬ শত বৎসর পূর্ব্বেও যাইতে দিবেন না। চণ্ডীদাস রাঢ়ে ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেই রাঢ়ের, ২ শত বৎসর পরের চৈতন্যচরিতামৃত ও কবিকঙ্কণচণ্ডী আছে, ২ শত বৎসর পূর্বের শূন্যপুরাণও আছে। এই সকল পুস্তকে বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত শব্দে"র আধিক্য আছে কি না, গণিলে মন্দ হইত না। আরও আগে যাই। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষা"র নিদর্শন দিয়াছেন। তিনি রাঢ়দেশের লুয়ী নামক বাঙ্গালীর দুইটি পদে ৯৩ শব্দ গণিয়া বলিয়াছেন, ১৬টি সংস্কৃত, ৫২টি বাঙ্গালা, আরও ২০টি "প্রাকৃত"। তিনি 'প্রাচীন বাঙ্গালা' ও 'চলিত বাঙ্গালা'—এই দুই ভাগে ৫২টি বাঙ্গালা শব্দ গণিয়াছেন। কই, সেগুলা "প্রাকৃত" কিংবা "তজ্জাত" বলেন নাই। বরং সা° প° পত্রিকায় বলিয়াছেন "সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন"। তাঁহার বলিবার প্রয়োজন ছিল না সত্য, কিন্তু "প্রাচীন অবস্থা"র বাঙ্গালা শব্দগুলির মূল "প্রাকৃত" বলাও যা, "সংস্কৃত" বলাও তা ; কারণ, "প্রাকৃত" ব্যাকরণের সূত্র পাই না, "সংস্কৃত" ব্যাকরণেরও পাই না অথচ বাঙ্গালা! অতএব বোধ হইতেছে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে বাঙ্গালাভাষা আছে।

আমার বোধ হয়, ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ "সংস্কৃতে"র দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন, কেহ "প্রাকৃতে"র দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। "প্রাকৃত" ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে, এমন কি,

* "কৃষ্ণকীর্ত্তন" সম্বন্ধে কয়েকটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সংশয় এখনও নিঃসংশয়রূপে বলিবার সুযোগ হয় নাই। এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা আসিয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও, সেই টানা-টানি দেখিতে পাই। পাঁচটি ছেলের মধ্যে হয়ত দুইটি বাপের মতন, তিনটি মায়ের মতন, ইহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে। বঙ্গভাষাতেও তাই মনে করি। যাঁহারা ইহার ঊর্দ্ধে উঠিয়া বলিবেন, এই দেখ "প্রাকৃত", এই দেখ "প্রাকৃত", তাঁহাদিগকে একটা জিজ্ঞাস্য আছে, সেটা কোন্ "প্রাকৃত"? শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, অপভ্রংশ ইত্যাদি নামের কোন্ "প্রাকৃত"? কোন শব্দে এই, কোন শব্দে অই, বলিলে বুঝি, জানা "প্রাকৃতে"র একটাও নহে, একটা 'নব-প্রাকৃত', যেটার লক্ষণ সেকালের কেহ বলিয়া যান নাই। বলিবার যো ছিল কি না, কে জানে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যাহার ভিন্নত্ব হয়, তাহার অভেদত্ব স্বীকার না করিলে ত স্বরূপলক্ষণ দিতে পারা যায় না। এই কারণে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচনার নাম শুনিয়াই অনেক পণ্ডিত আকাশকুসুম কল্পনা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু সংসার অনিত্য শুনিয়াও বা বুঝিয়াও আমরা নিত্য ভাবিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, এবং বুঝিতেছি, নিত্য না ভাবিলে সংসার বলিয়াও কিছু থাকে না। সঞ্চরণশীল অনিত্য ভাষার মধ্যেও নিত্য সত্য স্বীকার না করিলে ভাষা থাকে না, মানুষ-সমাজও থাকে না। তাই সে কালের ব্যাকরণকার "প্রাকৃত" ভাষারও ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু "সংস্কৃত"কে নিত্য অঙ্গীকার করিয়া "প্রাকৃতে"র ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সূত্র করিলেন, "প্রাকৃতে" একবচন ও বহুবচন আছে। দ্বিবচন নাই, যেন দ্বিবচন থাকিবার কথা! লিখিলেন, 'ভূ' ধাতুর পদে 'ভবতি' না হইয়া 'হোতি' হয় ইত্যাদি। তাঁহারা "প্রাকৃত" হইতে "সংস্কৃতে" যান নাই; বলেন নাই "প্রাকৃত" 'মী' হইতে 'অহম্', 'অমিঅ' হইতে 'অমৃত', ইত্যাদি। কারণ "সংস্কৃত" নিত্য ও পরিচিত, "প্রাকৃত" অনিত্য ও অপরিচিত। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও কোষকারকেও তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরিতে হইয়াছে। বলিতে হইয়াছে, পূর্বে 'অহম্' বলিত, এখন 'আমি' বলে, পূর্বে 'একাদশ' বলিত, এখন 'এগারহ' বা 'এগার' বলে, ইত্যাদি।

আমার সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত অহং শব্দ হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ আসিয়াছে, ইহা বড় কষ্টকল্পনা। 'অহং' অর্থে প্রাকৃতে 'অম্মি', 'হং' এবং 'মম' এই তিন রকম প্রয়োগ হইয়া থাকে। * * এই 'অম্মি' হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ সহজেই আসিতে পারে।" তা পারুক; 'আমি' শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বরূপ 'আহ্মি' (বোধ হয় পড়িতে হইবে 'আম্‌হি') শব্দের 'হ'-এর উৎপত্তি কি? তা ছাড়া, কোন্ দেশের "প্রাকৃতে", কবেকার "প্রাকৃতে" 'অম্মি' বলিত? "প্রাকৃত" ব্যাকরণে নানা রূপ লিখিত আছে,— অহং, অহম্মি, অম্মি, অম্হি, হং, অহঅং, ম্মি। যেটার সঙ্গে মিলিয়া যাইবে, সেটা হইতে এটা বলা ঠিক কি? বোধ হয়, "হইতে" শব্দটার যে অর্থ আমি ধরিতেছি, তিনি সে অর্থ ধরেন নাই। যেটা ছিল, সেটার রূপ-পরিবর্তন হইলে বলি প্রথমটা হইতে দ্বিতীয়টা আসিয়াছে। কিন্তু রূপ-পরিবর্ত্তন একবার না হইয়া বহুবার হইতে পারে। তখন যে-কোন রূপ ধরিয়া সচ্ছন্দে তর্ক তোলা যাইতে পারে। আমি সে তর্কে না গিয়া একটা জানা গোড়া ধরিয়াছি। জানা দ্বারা অজানা বলাই ভাল। ইহাতে কি সুবিধা হইয়াছে, বলি।

(১) বহু বহু শব্দ আছে, যাহার সংস্কৃত রূপ এবং বাঙ্গালা সমান চলিতেছে। যেমন অষ্ট, আট; নদী, নই; স্বপ্ন, স্বপন; ইত্যাদি। যখন দুইই বলি ও লিখি, তখন দুইই যে এক, তাহা বলিলে বাঙ্গালা-ভাষা-শিক্ষার্থীর সুবিধা হয়, একটা হইতে অপরটায় আসিতে পারা যায়।

(২) "সংস্কৃত-প্রাকৃত" চলিত থাকিলে সে ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষা বুঝিবার সুবিধা হইত। যেটা নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়াছে, তাহার কোন্ সময়ের

কোন্ রূপ ধরিব ? পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপ সাজাইয়া গেলে অ-কার্য হইত না ; কিন্তু উপজীব্যের অভাব, এবং অভাব না হইলেও কোষে এত কথা প্রতি শব্দে লিখিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য ঘটে। "বাঙ্গালাভাষা" গ্রন্থের প্রথম ভাগের শিক্ষাধ্যায়ে কতকগুলি প্রধান সূত্র দেওয়া গিয়াছে। দেখা যাইবে, পূর্ব"প্রাকৃত" হইতে শব্দ আনিতে যত লোপ, আগম বলিতে হয়, "সংস্কৃত" হইতে আনিতে তাহার অধিক বলিতে হয় না। "প্রাকৃত" 'উট্ঠ' ধাতু হইতে বা° 'উঠ' ধাতু সহজে আসে বটে ; কিন্তু 'উট্ঠ' ধাতু হইতে কি 'উৎ-স্থা', না 'উৎ-স্থা' হইতে 'উট্ঠ' ? "প্রাকৃত" 'ওড্ঢণ' [?] হইতে 'আবরণ' (বা 'প্রাবরণ'), না 'আবরণ' হইতে 'আউরণ', 'উরণ'—উড়নী ? 'ওড্ঢণ' শব্দের মূল কি ? "প্রাকৃত" ভাষার ব্যাকরণকার বলেন, সে ভাষায় সংস্কৃত-সম, সংস্কৃত-জাত ও দেশী, এই ত্রিবিধ শব্দ ছিল। 'ওড্ঢণ' কি "দেশী" শব্দ ? "সংস্কৃত-সম" যে নহে, তাহা রূপ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত (আ)বরণ শব্দ স্বচ্ছন্দে ওরণ—ওড়ণ—ওড়না হইতে পারে না।" তিনি কারণ দেন নাই ; বোধ হয় 'ওড্ঢণ' প্রাকৃতে ছিল, ইহাই পর্য্যাপ্ত মনে করিয়াছেন। লেপের 'ওয়াড়' ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'ওহাড়ন', স° আবরণ হইতেই মনে হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'নিদ্রা' শব্দের রূপান্তরে 'নিঁদ', 'নীন্দ' প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইয়াছিল 'ঘুম' শব্দ তত প্রাচীন নহে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের চোখে আমার উক্তিটি এড়ায় নাই। আমার অনুমান খণ্ডনার্থে তিনি পাঁচ জন প্রাচীন গ্রন্থকারের প্রমাণ দিয়াছেন। দেখিতেছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেই পাঁচেরই প্রমাণ তুলিয়াছেন। আমার সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন।

(৩) কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির নিমিত্ত একেবারে সংস্কৃতে যাওয়াই সুবিধাজনক। বাঙ্গালায় 'দুধ আওটু, আর 'দুধ আওটাও', দুইই বলা যায়। একটা স° 'আবৃৎ' ধাতু হইতে, অপরটা স° 'আবর্ত', বরং 'আবর্তিত' শব্দ হইতে আসিয়াছে মনে করিলে একটা সামান্য সূত্রের অন্তর্গত করিতে পারা যায়। ব্যাকরণাধ্যায়ে সে সূত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তা ছাড়া, দেখা গিয়াছে, কন্-কন, ধক্-ধক ইত্যাদি দ্বিরুক্ত শব্দ প্রায় অবিকল স° ধাতু। এই সকল শব্দ সম্বন্ধে কত কল্পনাই চলিয়াছিল। কোষের সমালোচক একটা বিশেষ ধরি-ধরি করিয়াও বোধ হয়, ধরিতে পারেন নাই। সেটা একটা প্রচলিত মতের খণ্ডন। অনেকে মনে করিতেন, বাঙ্গালা ভাষা "দেশজ" শব্দে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতের পক্ষপাতী না হইলে, তাঁহাদের "দেশজ" শব্দের অধিকাংশ যে সংস্কৃত-ভব, এই মত স্থাপন অসাধ্য হইত। বোধ হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় "প্রাকৃত" ভাষার "ভিতর দিয়া" সংস্কৃতে গেলে তুষ্ট হইতেন। "ভিতর দিয়া" গেলে উত্তম হইত, আমিও স্বীকার করি। তাহাতে আর কিছু না হউক, আমরা সংস্কৃত-ভাষা-চোর, এই অপবাদ হইতে মুক্ত হইতাম। দেখা যাইত, বাঙ্গালা একটা "প্রাকৃত" যাহার শিকড় বৈদিকভাষায় গিয়া ঠেকিয়াছে। এই কারণে পণ্ডিতবর্গ বলেন, বাঙ্গালা সংস্কৃতমূলক ভাষা। কেহ "প্রাকৃত"-মূলক বলিয়াছেন কি না, জানি না। বোধ হয়, বলেন নাই ; কারণ, যখনই "প্রাকৃত" বলি, তখনই মনে হয়, একটা ভাষা আছে, যেটার বিকার বা অপভ্রংশ "প্রাকৃত" ভাষা। বোধ হয়, এই কারণে তাঁহারা বি-রূপের নাম না করিয়া স্ব-রূপের নাম করেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণী

দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৩, ৩০শে জুলাই ১৯১৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল
„ সত্যানন্দ বসু বি এল্
„ অনন্তনারায়ণ সেন
„ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার এম্ এ
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল
„ জগবন্ধু মোদক
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর এম বি, এফ সি এস
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ মৌলবী রওশন আলী চৌধুরী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ বিজয়লাল দত্ত
„ চারুচন্দ্র বসু
„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্ সি, ব্যারিষ্টার
„ সরলকুমার বসু
„ সন্তোষকুমার বসু এম্ এ, বি এল
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
„ ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
„ পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব
„ পাঁচকড়ি দাস
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ বি এ
„ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ
„ আশুতোষ মহলানবীশ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ রামহরি ভড় বি এল
„ ননীগোপাল মজুমদার
„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ গৌরহরি সেন
„ রমণীমোহন ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মন্মথনাথ রায়
" শক্তিসাধন বিশ্বাস
" কবিরাজ মথুরানাথ কাব্যতীর্থ
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" বসন্তকুমার বসু এম্ এ, বি এল
" ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল এম এস
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" হরপ্রসাদ মজুমদার
" ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি
" বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এম্ এ
" শ্যামাপদ রায়
" অনাথনাথ ঘোষ
" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
" গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি ই
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" ডাঃ ললিতমোহন পাল

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ
" নগেন্দ্রকুমার রায়
" বসন্তকুমার রায়
" অক্ষয়কুমার বসু
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল
" ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী
" শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
" সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" অতুলচন্দ্র সেন
" প্রসন্নকুমার সরকার
" হৃষীকেশ মিত্র
" সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
" বিনোদবিহারী দত্ত
" শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য
" সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" শচীন্দ্রনাথ বসু
" সিদ্ধেশ্বর দাস
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সূর্য্যকুমার পাল
" বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী
" রামকমল সিংহ
" পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

" মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক) অনিবার্য্য কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন।

বার্ষিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতি মহাশয়ের সম্বোধন। ৪ (ক)। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাব। (গ) ১৩২৩ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন। ৫। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় মঞ্জুর। ৬। সহায়ক-সদস্য নিয়োগ। ৭। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, (খ) কবি ৺রজনীকান্ত সেন ও (গ) অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়গণের চিত্র। ৮। প্রবন্ধপাঠ,—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গলা-সাহিত্যের বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধ। ৯। ত্রিপুরা ও নদীয়া-কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-স্থাপন-সংবাদ। ১০। পরিষদের নিয়মাবলীর ১৩ (খ), ২৫, ৩৯ (ক) ও (খ), ৫৩ ও ৫৯, ৬৭ সংখ্যক নিয়মগুলির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ১১। প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ১২। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত দুইখানি প্রাচীন ইষ্টক ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একখানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য। ১৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১৪। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ১৫। শোক-প্রকাশ—(ক) পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, (খ) পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, (গ) চারুচন্দ্র মল্লিক, (ঘ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক, (ঙ) প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ, (চ) রামকমল রায় বি এল, (ছ) হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও (জ) ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ১৬। বিবিধ।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত ১০ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, গত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ কোন সভায় পঠিত বা গৃহীত হয় নাই। অতএব উহা এই সভায় পঠিত ও গৃহীত হউক। শ্রীযুক্ত রমেশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তাঁহারা আরও প্রশ্ন করিলেন যে, উহা পূর্ব্বে কোন মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয় নাই কেন ?

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের প্রস্তাবের সংশোধক প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত

হউক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার সহকারী সম্পাদক মহাশয় গত দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণীমধ্যে প্রেস কমিটির সদস্যগণ একসময়ে যে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এবং এই ঘটনার উল্লেখ করা হউক। ইহার উত্তরে সভাপতি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে, তাঁহারা কবে পদত্যাগ করিয়াছিলেন? শ্রীযুক্ত কেশব বাবু বলিলেন যে, গত কল্যকার সভায় তাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন। উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ বলিলেন যে, এই ঘটনার উল্লেখ পূর্ব্ববৎসরের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ মধ্যে থাকিতে পারে না। সভায় সমবেত সদস্যগণের মত অনুসারে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর প্রস্তাব অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উপস্থাপনের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পঠিত বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

৩। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্বোধন পাঠ করিলেন (ইহা পরিষৎ-পত্রিকার ২৩ ভাগ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)। সভাপতি মহাশয় নিজ সম্পাদিত ও লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে মুদ্রিত পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত হাজার বৎসরের পুরাণ বাঙ্গালাভাষায় লেখা "বৌদ্ধ গান ও দোহা" পরিষৎকে উপহার দিলেন।

৪ (ক)। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বর্ষশেষে সভাপতি অবসর গ্রহণ করেন, এই জন্য তিনিও অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তিনি বলিলেন,—শুনিলাম, যোগ্যতর ব্যক্তি সভাপতি হন, ইহাই কাহারও কাহারও ইচ্ছা। আমি বর্ত্তমান বর্ষের জন্য ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম সভাপতির পদে প্রস্তাব করিয়া অদ্যকার সভাপতির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি আই ই মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠ করিলেন। ঐ পত্রে ডাঃ বসু মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তাব করি যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই সভাপতি-পদে পুনর্নির্ব্বাচিত হউন। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রতিবাদের সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যখন দেখিলেন যে, অধিকাংশ

সদস্যই তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, সি আই ই, এম্ এ, ডি এস্ সি মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ২৩শ বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ২৩ বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও কর্ম্মাধ্যক্ষের নাম প্রদত্ত হইল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	কর্ম্মাধ্যক্ষ
		সহকারী সভাপতি
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল
		২। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
		৩। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ
		৪। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়
		৫। মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর কে টি, কে সি এস আই, কে সি আই ই
		৬। মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
		৭। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
		৮। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
		সম্পাদক
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
		সহকারী সম্পাদক
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ		১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
		২। „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
		৩। „ কিরণচন্দ্র দত্ত
		৪। „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
		৫। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
		পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

প্রস্তাবক	সমর্থক	কর্ম্মাধ্যক্ষ
		ধনাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
		গ্রন্থাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু	„	„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
		ছাত্রাধ্যক্ষ
„	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার	„ কালিদাস নাগ
		চিত্রশালাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	„ মৃণালকান্তি ঘোষ	„ নীলমণি চক্রবর্ত্তী এম্ এ
		আয়ব্যয়-পরীক্ষক
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র	„ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ২। „ উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪ (গ)। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণ সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২। „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪। „ নগেন্দ্রনাথ বসু
৫। „ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
৬। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৭। „ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
৮। „ রমাপ্রসাদ চন্দ
৯। „ রমেশচন্দ্র মজুমদার
১০। „ ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী
১১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১২। „ হেমচন্দ্র সরকার
১৩। „ পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ
১৪। „ মন্মথমোহন বসু
১৫। „ বাণীনাথ নন্দী
১৬। „ যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
১৭। „ মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী
১৮। „ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯। „ কেশবচন্দ্র গুপ্ত
২০। „ ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত

এবং নিম্নলিখিত সদস্যগণ শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
২। „ বোধিসত্ত্ব সেন
৩। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ
৪। „ নবকৃষ্ণ রায়

৫। তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ২৩শ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, বজেটের মধ্যে হাওলাত টাকার উল্লেখ করিতে হইবে। সর্ব্বসম্মতি-

ক্রমে বজেট গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরিষদের স্থায়ী তহবিলের সম্পূর্ণ হিসাব দেখিবার প্রস্তাব করিলে, স্থির হয়, উহার বিষয় আগামী মাসিক অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিলেন,—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা)
২। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ঐ
৩। „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কুচবিহার)

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে উক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সহায়ক-সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন।

৭। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্তৃক নিম্নলিখিত চিত্রগুলির প্রতিষ্ঠা হইল,—

(১) মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তৈলচিত্র
(২) রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র
(৩) অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ব্রোমাইড

এই চিত্রগুলির মধ্যে প্রথমখানি রাজসাহী জোয়াড়ীনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীনাথ বিশি মহাশয় ও ৩য়খানি শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় পরিষৎকে দান করিয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রখানি রজনীকান্ত-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত ১ম ও ৩য় চিত্রের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

৯। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় জানাইলেন যে, নদীয়া কৃষ্ণনগরে ও ত্রিপুরা কুমিল্লায় পরিষদের দুইটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

১০, ১১ ও ১২ আলোচ্য বিষয় সময়াভাবে আলোচিত হইল না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের অন্যতম সহায়ক সদস্য কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত একটি ক্ষুদ্র সরস্বতীমূর্ত্তি ও ৩ খানি পুথি প্রদর্শন করিলে প্রদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক উক্ত দ্রব্যগুলি সাদরে গৃহীত হইল।

১৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (গ্রন্থতালিকা পরে দ্রষ্টব্য)।

১৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)

১৫। নিম্নলিখিত সদস্যগণের মৃত্যুতে পরিষদের শোক জ্ঞাপন করা হইল। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

১। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
২। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী (মালদহ)
৩। চারুচন্দ্র মল্লিক
৪। শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক
৫। প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ
৬। রামকমল রায় বি এল
৭। হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

১। তপতী
২। আদিশূর ও বল্লালসেন
৩। পৃথ্বীরাজ
৪। পল্লী-সমিতি দর্পণ
৫। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত
৬। নটেন্দ্রলীলা কাব্য
৭। অবসর-সরোজিনী
৮। কতিপয় কবিতা
৯। গোয়েন্দা-কাহিনী, নং ২
১০। আচা-ভুয়ার বোম্বাচাক
১১। বিলাতী সতী
১২। সুরা-সারোদ্ধার
১৩। মোদকোৎপত্তি
১৪। কতিপয় কবিতা (ইংরাজী অনুবাদ সহ)
১৫। সমর-শায়িনী
১৬। ষড়্রসামোদ নাটক
১৭। ভারত অধিকার
১৮। গোলে বকাবলী
১৯। কাপ্তেনবাবু
২০। কেরাণী-চরিত
২১। বাপ রে কালি
২২। বিল-বিভ্রাট, পঞ্চরং, ১ভাগ
২৩। প্রণয়-কুসুম
২৪। অবোধ প্রবোধ
২৫। যুবরাজের অভ্যর্থনা
২৬। গোহত্যা ও গোরক্ষা
২৭। মিত্র-বিলাপ কাব্য
২৮। ভারতে যবন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ শীল

২৯। মেঘদূত
৩০। আশ্রম

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

৩১। বিধবার ছেলে
৩২। ধর্ম্মজীবন, ১ম খণ্ড
৩৩। ঐ ২য় "
৩৪। ঐ ৩য় "

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন

৩৫। রামদাস-গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বড়ুয়া

৩৬। দম্পতির ধর্ম্ম-বৈষম্য

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

৩৭। দরিদ্রের ক্রন্দন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৮। ধর্ম্মপাল

৩৯। প্রচীন মুদ্রা, ১ম ভাগ

৪০। স্তবক

৪১। গুচ্ছ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৪২। কাঞ্চনমালা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ

৪৩। জ্ঞানযোগ

৪৪। কর্ম্মযোগ

৪৫। ভক্তিযোগ

৪৬। রাজযোগ

৪৭। ভক্তিরহস্য

৪৮। ধর্ম্মবিজ্ঞান

৪৯। পরিব্রাজক

৫০। ভাববার কথা

৫১। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

৫২। বর্ত্তমান ভারত

৫৩। পত্রাবলী, ১ম ভাগ

৫৪। ঐ ২য় "

৫৫। ঐ ৩য় "

৫৬। চিকাগো-বক্তৃতা

৫৭। ভারতে বিবেকানন্দ

৫৮। কথোপকথন

৫৯। শ্রীরামানুজ-চরিত

৬০। সাধু নাগ মহাশয়

৬১। মদীয় আচার্য্যদেব

৬২। পওহারী বাবা

৬৩। নিবেদিতা

৬৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

৬৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্তবমালা

৬৬। সন্ন্যাসীর গীতি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার

৬৭। নদীয়া-মাধুরী

৬৮। শ্রীগৌরাঙ্গ

৬৯। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, ১ম খণ্ড

প্রদাতা—শ্রীবিভূতীশচন্দ্র কাব্যরামায়ণতীর্থ

৭০। শ্রীমদ্গোমঙ্গলম্.

৭১। হরিপ্রেমামৃতং

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

৭২। নব যুগের সাধনা

৭৩। Glempses from the Life-story of Sasipada Banerjee.

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

৭৪। প্রণয়-প্রলাপ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায়

৭৫। লয়

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত আদীশ্বর ভট্টাচার্য্য

৭৬। ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার প্রতিকার

প্রদাতা—৺ব্যোমকেশ মুস্তফী

৭৭। চারুচর্য্যাশতক

৭৮। প্রার্থনা (১ম ভাগ)

৭৯। অর্ঘ-পুষ্প

৮০। মঙ্গল-নির্ঘোষ

৮১। সত্যনারায়ণের পাঁচালী

৮২। কৃষিতত্ত্ব

৮৩। কৃষি-পদ্ধতি (১ম ভাগ)

প্রদাতা—৺ব্যোমকেশ মুস্তফী

৮৪। উপনিষৎ (১ম খণ্ড)

৮৫। উপনিষৎ (২য় খণ্ড)

৮৬। আর্য্যধাত্রীবিদ্যা (১ম খণ্ড)

৮৭। হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব (১ম ভাগ)

৮৮। আর্য্য-রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা

৮৯। বিষ্ণুপুরের ৺কালীমাতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত

৯০। পূজা

৯১। প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা (১ম)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু

৯২। পদ্মমালা (১ম ভাগ)

৯৩। ঐ (২য় ভাগ)

৯৪। ঐ (৩য় ভাগ)

৯৫। নাগাশ্রমের অভিনয়

৯৬। মনোমোহন-গীতাবলী

৯৭। হিন্দু আচার-ব্যবস্থা

৯৮। তুলীন

প্রদাতা—ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ

৯৯। বীরবাণী

১০০। দেববাণী

১০১। পাণিনির মহাভাষ্য

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ

১০২। মন্দির

১০৩। শ্রীহরিলীলারসামৃত-সিন্ধু (১ম ভাগ)

১০৪। ঐ (২য় ভাগ)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০৫। কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর

১০৬। চীবর

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র

১০৭। নীলদর্পণ

১০৮। নবীন তপস্বিনী

১০৯। লীলাবতী

১১০। বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো

১১১। জামাইবারিক

১১২। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ

১১৩। সুরধুনী কাব্য

১১৪। দ্বাদশ কবিতা

১১৫। পদ্যসংগ্রহ

১১৬। দীনবন্ধুজীবনী

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১১৭। অশ্রুধারা

১১৮। বিধিপ্রসাদ

১১৯। ভীষণ প্রতিশোধ

১২০। পলাশীর সূচনা

১২১। বঙ্গলক্ষ্মী

১২২। গতি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাইমোহন বরাট

১২৩। স্নেহলতা

১২৪। শ্রীএকাদশী বা ভক্তিবিন্দু

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী

১২৫। উদ্ধব-সংবাদ

১২৬। সরল সঙ্গীত বা হারমোনিয়ম শিক্ষা, ১ম ভাগ

১২৭। ঐ, ২য় ভাগ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দস্তিদার

১২৮। সরল যোটকবিচার-শিক্ষা

১২৯। স্বাস্থ্য, সুখ ও চিরযৌবন লাভের সহজ উপায়

১৩০। কোষ্ঠবদ্ধতা ও তাহার প্রতিকার

১৩১। মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যৎকিঞ্চিৎ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৩২। সতী সুকন্যা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পি, এন, দত্ত

১৩৩। দেশের গান
১৩৪। অর্চ্চনা
১৩৫। সতীপ্রশস্তি
১৩৬। নির্ঝর
১৩৭। কাকলী
১৩৮। বনরামকাহিনী
১৩৯। মোহিনী মায়া
১৪০। আর্য্যনীতিবিজ্ঞান, (১ম পাঠ)
১৪১। বিধবা দর্শনে ও পুনভূ
১৪২। মহারাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুরের জীবনচরিত
১৪৩। পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণ
১৪৪। সটীক বৈষ্ণব আচার-রত্নাবলী
১৪৫। প্রাণের টান
১৪৬। সমাজ-সমস্যা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত

১৪৭। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্কর-দর্শন, (১ম ভাগ)
১৪৮। ঐ (২য় ভাগ)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু

১৪৯। স্বায়ত্বশাসন (২ খণ্ড)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার

১৫০। মার্কিণযাত্রা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামরাখাল ঘোষ

১৫১। বিশ্বশক্তি
১৫২। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী
১৫৩। শ্রীশ্রীশঙ্কাষ্টকম্
১৫৪। পাগল
১৫৫। নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর
১৫৬। বর্ত্তমান জগৎ, (১ম ভাগ)
১৫৭। ঐ (২য় ভাগ)
১৫৮। বঙ্গীয় পতিত জাতির কর্ম্মী
১৫৯। চাম্মেলী, (১ম খণ্ড)
১৬০। সোনার দেশ, (১ম খণ্ড)
১৬১। গন্‌শা
১৬২। বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র
১৬৩। কমলা
১৬৪। পাগল হরনাথ, (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গোস্বামী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬৫। ধর্ম্মসূত্র, তত্ত্ববাদ
১৬৬। „ রাধাতত্ত্ব-রাসলীলা
১৬৭। সাধক-সহচর
১৬৮। হেমচন্দ্র
১৬৯। কুন্তলীন-পুরস্কার, (১২শ ও ১৩শ)
১৭০। চঞ্চলা
১৭১। রত্নোদ্ধার
১৭২। অমৃতা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭৩। বীরপূজা
১৭৪। বাহাদুর

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

১৭৫। মাধবী

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়

১৭৬। মূর্চ্ছনা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী

১৭৭। শ্রীক্ষণদাগীতচিন্তামণি

প্রদাত্রী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

১৭৮। পোষ্যপুত্র
১৭৯। বাগ্‌দত্তা
১৮০। মন্ত্রশক্তি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সেখ মৌলবী জমিরুদ্দিন

১৮১। ইসলামী বক্তৃতা

১৮২। ইস্‌লামী সভ্যতা

১৮৩। আসল বাঙ্গালা পঞ্জিকা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু

১৮৪। মহাভারত, আদিপর্ব্ব

১৮৫। রামায়ণ, ৭ম কাণ্ড

১৮৬। দিগ্‌দর্শন, এপ্রিল ১৮১৮, মার্চ্চ ১৮১৯ এবং জানুয়ারী ১৮২০, এপ্রিল ১৮২০

১৮৭। লিপিমালা

১৮৮। ভারতবর্ষের ইংলণ্ডীয়দের রাজবিবরণ

প্রদাত্রী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

১৮৯। জ্যোতিঃহারা

১৯০। চিত্রদীপ

১৯১। উল্কা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ

১৯২। মোমতাজ, ২য় খণ্ড

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মিত্র

১৯৩। কোরক

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত

১৯৪। ছায়াময়ী

১৯৫। বসন্তোৎসব

১৯৬। অহিংসাদিগ্‌দর্শন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

১৯৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ

১৯৮। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯। নুরজাহান

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

২০০। শুভকর্ম্মে গদ্য ও পদ্য

২০১। মুরজ মুরলী

২০২। জীবন বীমা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২০৩। স্রোতের ফুল

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা

২০৪। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিত

২০৫। কৃষ্ণচরিত

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২০৬। সংসারচক্র

২০৭। সোনার স্বপন

২০৮। তোমারই

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২০৯। গোধন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

২১০। জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

২১১। শতদল

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

২১২। ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য

২১৩। আত্মতত্ত্বপ্রকাশ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়

২১৪। কবিকথা, (১ম খণ্ড)

২১৫। মরণ-রহস্য

২১৬। প্রতাপাদিত্য

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সেখ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ

২১৭। সচিত্র আরব জাতির ইতিহাস, ১ম খণ্ড

২১৮। ঐ ঐ ঐ ৩য় খণ্ড

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ

২১৯। চট্টগ্রামের বিবরণী ও ভৌগোলিক ভাগ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঠাকুর

২২০। মুরলী

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২২১।	কালীকুসুমাবলী
„ পান্নালাল জৈন	২২২।	ন্যায়দীপিকা (জৈনগ্রন্থমালা, ১০)
„ পুলিনবিহারী দত্ত	২২৩।	শৃঙ্গারতিলকম্
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২২৪।	আহ্নিকতত্ত্বমালা
Supdt. Govt. Printing, India	২২৫।	Loan Exhibition Antiquities Coronation Durbar 1911.
	২২৬।	Cotton Spining & Weaving in Indian Mills Dec. 1915.
	২২৭।	Patent Office Hand-book.
	২৭(ক)।	Cotton Spining & Weaving in Indian Mills Jany. 1916.
	২২৮।	Do Feb. 1916.
	২২৯।	Do March „
	২৩০।	Do April „
	২৩১।	Statistics (tables relating to Banks in India.)
	২৩২।	Annual Archæological Report 1912 to 1913.
	২৩৩।	Do Part 1st. 1913 to 1914.
	২৩৪।	Indian Archæological Policy 1915.
	২৩৫।	Statistical Abstract of Public Health 1913—1914.
	২৩৬।	Indian Education in 1914—1915.
Officer in Charge, Bengal Sectt. Book Depot.	২৩৭।	Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal for 1914—15.
	২৩৮।	Resolution Receiving the Report on the Working of the District Boards in Bengal 1914—1915.
	২৩৯।	Report on Public Instruction in Bengal for 1914—15.
	২৪০।	Supplement to the Report on Public Instructions 1914—15.
	২৪১।	Notifications and Orders relating to the War in force Bengal.
	২৪২।	Annual Progress Report on Forest Administrations in Bengal 1914–15.

২৪৩। An Introduction to the Grammar of the Tibetian Language with the Texts of situp, sumtag etc.

২৪৪। Report on the Working of the Municipalities in Bengal 1914—15.

২৪৫। Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for 1915.

২৪৬। Publications of the Department of Education 1911—15.

২৪৭। Proceedings of the Board of Forestry.

২৪৮। Statistical Returns with a Brief Note of the Registration Dept. in Bengal 1915.

২৪৯। Annual Report on Royal Botanical Garden and of the Gardens in Calcutta and Darjeeling 1915—16.

Uuder Secy. to the Govt. of India Commerce and Industry — ২৫০। Report on the Weights & Measures Committee 1913—14.

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু — ২৫১। A Short History of the Indian Kayasthas.

Under Secy. to the Govt of India Education Dept. — ২৫২। Report of the Central Indiginous Drugs Committee Vol. I.

২৫৩। The Second Report of the Indigenous Drugs Committee.

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার এম্ এ, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কটক র‍্যাভেন্স কলেজ, কটক।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	„	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি এ, পি সি এস্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, করিদপুর, মাদারীপুর।
„	„	শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চীফ্ একাউণ্টাণ্ট, মিউনিসিপাল করপোরেশন, রেঙ্গুন।
„	„	রায়বাহাদুর শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ বি এল, ময়মনসিংহ।
„	„	মাননীয় নবাব নবাবজাদা সৈয়দ আলতাফ আলী, দি প্যালেস্, বগুড়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅম্বিকাচরণ দত্ত বি এ, পি সি এস, সাবডিভিসনাল অফিসার, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত, ব্যাকরণতীর্থ, এম্‌এ, ৭৪।১ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
"	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় সাধুহাটী, যশোহর।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৩ বসুপাড়া লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীদুর্গাদাস সরকার ৮ মহেশচন্দ্র দত্ত লেন, আলিপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৬২ বেলগেছিয়া রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি এ, ১ তাঁতিবাজার রোড, ইটালি।
"	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরিদাস বিদ্যানিধি, ৪ ওয়েলিংটন স্কোয়ার।
শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ হাজিপুর, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীঅঘোরনাথ বসু ওভারসিয়ার, ডিঃ বোর্ড, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীসতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ম্যানেজার—কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেট, সুরসন্দ, মজঃফরপুর।
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীদাশরথি ঘোষ এম্‌ এ, বি এল, উকীল, হুগলী কোর্ট, চুঁচুড়া।
"	"	শ্রীদীননাথ সেন বি এল, উকীল, চুঁচুড়া।
	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী এম্‌ এ, ট্রেনীং কলেজ, হুগলী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ হলদিয়া, দুর্গাপুস্তকালয়ের সম্পাদক, ঢাকা।
শ্রীঅমৃতলাল বসু	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দশ আনীর এষ্টেট, সাতক্ষীরা, খুলনা।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, এম্ এ ডি, এস্ সি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি
„ ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্
„ হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ শশিভূষণ সিংহ বি এ
„ সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি
„ কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব
„ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
„ বামাচরণ মজুমদার
„ দুর্গাদাস ত্রিবেদী
„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
„ মন্মথনাথ রায়
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ যাদবচন্দ্র মিত্র
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল	শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত
,, মহম্মদ এয়াকুব আলি	,, সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত
,, আহম্মদ আলী	,, বসন্তকুমার রায়
,, মহম্মদ আব্দুল লতিফ্	,, গোলাম মোস্তফা
,, মাহম্মদ মণিরজ্জমান	,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
,, বাণীনাথ নন্দী	,, মহেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী
,, রাজেন্দ্রনাথ বসু	,, অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল এম এস্	,, শ্রীশচন্দ্র বসু
,, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য	,, কম্বুবন্ধু রায়গুপ্ত
,, সত্যচরণ বসু এম্ এ	,, জিতেন্দ্রনাথ সেন
,, সুরেশচন্দ্র দেব	,, করুণাচন্দ্র মজুমদার
,, শান্তিসাধন বিশ্বাস	,, প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	,, ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, কৃষ্ণবিহারী দত্ত চৌধুরী	,, উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল	,, পুলিনবিহারী দত্ত
,, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	,, মণীন্দ্রনাথ মিত্র
,, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	,, হরেকৃষ্ণ চন্দ্র
,, অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য	,, বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ
,, হেমচন্দ্র ঘোষ	,, ললিতমোহন বসাক
,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	,, ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
,, রামকমল সিংহ	,, দুলালচন্দ্র মিত্র
,, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	,, গিরিজাভূষণ ঘোষাল

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্—(সম্পাদক)

,, মৃণালকান্তি ঘোষ
,, কিরণচন্দ্র দত্ত
,, সুরেন্দ্রনাথ কুমার
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
} সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পরিষদের নিয়মাবলীর ১৩ (খ), ২৫, ৩৯ (ক) ও (খ), ৫৩, ৫৯ ও ৬৭ সংখ্যক নিয়মগুলির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৪। প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতি গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৫। প্রবন্ধ-

পাঠ ;—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" ও (খ) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্তৃক "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। প্রদর্শন ;—(ক) শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত ২ খানি প্রাচীন ইষ্টক, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত ১ খানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য এবং (গ) শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত মথুরামণ্ডল হইতে আনীত দুই হাজার বৎসরের পুরাতন কতকগুলি প্রস্তরের ভগ্ন নারী হস্ত, নারী-মুণ্ড, গোমুখ প্রভৃতি প্রদর্শন। ৭। শোক-প্রকাশ ;—রসিক-লাল রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

সভার কার্য্যারম্ভে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করেন। তিনি বলিলেন,—"আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য হইল। ডাক্তার বসুর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ইহার কর্ণধার। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা, জ্ঞান ও বিজ্ঞৈষণা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহাকে কর্ণধাররূপে পাইয়া পরিষদের প্রভূত মঙ্গল সাধন হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমি যে তাঁহাকে আজ অভ্যর্থনা করিতে পাইয়াছি, ইহা আমার পক্ষে আরও গৌরবের বিষয়। কেন না, আমি তাঁহার ছাত্র। এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, ডাক্তার বসু তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান ও প্রতিভা পরিষদের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দিন দিন সমুন্নতির পথে চালিত করিবেন।"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় রামেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনা-প্রসঙ্গ ও এই আবেদন সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন।

অতঃপর ডাক্তার বসু সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আজ আমার দার্জ্জিলিং যাইবার কথা ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা হইল যে, আমি একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করি। ইতিপূর্ব্বে জুলাই মাসে দার্জ্জিলিংএ আমি মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, আমাকে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আমার শরীর ভাল নহে বলিয়া আমি ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া জানাইয়াছিলাম যে, গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে আমি অসমর্থ। অবশেষে শুনিলাম যে, আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন। আমার যত দূর শক্তি, আমি এই কার্য্যে উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্রী মহাশয় হয় ত বহু পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্য আমাকে এই গুরুতর কার্য্যভার প্রদান করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, যখন এই ভার আমার উপর পড়িয়াছে, তখন আমি যথাসাধ্য এই সভার উন্নতিসাধনে আমার শক্তি নিয়োজিত করিব।

প্রথমে তিনটি বিষয়ে এই সভার উন্নতি করিতে আমি ইচ্ছা করি। একটা বিষয় আজ বলিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, অল্প দিনে সাহিত্য-পরিষৎ উচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

ফারসী দেশে যে French Academy of Literature আছে, পরিষৎকে তাহার তুল্য করিতে হইবে। সেখানকার নানা Politieanদের ছবি ও নানা দুর্লভ পুস্তক এমন সুবিন্যস্ত ভাবে সাজান আছে যে, সেখানে প্রবেশ করিলে লোক মাত্রেরই কেমন একটা প্রশ্রয় ভাব আসে Academyর সৌন্দর্য্যে ও মহত্বে যেন মন মুগ্ধ হয়। পরিষৎ-গৃহে আসিলে যেন সেইরূপ ভাব আসে, সেইরূপ ভাবে পরিষৎকে গ'ড়ে তুলতে হবে। অনেক অমূল্য জিনিষ এখানে আছে, বহু বড় লোকের হাতের লেখা, রামমোহন রায়ের পাগড়ি, বঙ্কিমের কলম ইত্যাদি অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু তাহার সুবিন্যাস নাই। এখন পরিষৎকে এমন করিতে হইবে যে, কেহ আসিয়া জানিতে পারে যে, ইহা একটি মস্ত কীর্ত্তি। একটা কমিটি করিতে হইবে। Artএর জন্য বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভার দিতে হইবে। রাখালবাবু Antiquity সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় দেখিবেন, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অন্যান্য কয়েক জনকে বই সাজাইবার ভার দিতে হইবে। পরিষদের সমস্ত সদস্যদের চিঠি লিখে জানাতে হবে যে, প্রত্যেকে এক এক বন্ধুকে দিয়ে পরিষদের এক এক সেট বই কিনিয়ে দেন। বসুমতী প্রভৃতি সংবাদপত্রে উপহার হিসাবে বা অন্য কোন উপায়ে পরিষদের বইগুলি বেচিয়া ফেলিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয় কার্য্যে আনিতে গেলে সকলকে চেষ্টা করে কিছু কিছু টাকা দিলেই এ কাজ সুসিদ্ধ হইতে পারে। জানুয়ারী মাসের মধ্যে এ কাজটা সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি নিজে ১০০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

তারপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, পরিষদের পক্ষ হইতে আমিও ডাক্তার বসু মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি। পরিষদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার জন্যই ডাক্তারের বাধা সত্ত্বেও ডাক্তার বসু মহাশয় পরিষদের কর্ণধারের কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। পরিষদের সকল দিকে তাঁর দৃষ্টি বাড়িতেছে। তিনি বৈজ্ঞানিক ত আছেনই, কিন্তু তিনি একজন বড় শিল্পী (Artist)। তাই প্রথমেই সেই দিকেই দৃষ্টি প'ড়েছে। পরিষদের পার্শ্বে সাত কাঠা জমি লওয়া হইয়াছে, তাহাতে যে "রমেশ-ভবন" হইবে, তাহা কত দিনে হইবে, জানি না। কিন্তু মাল-মস্‌লাগুলি যাহাতে ঠিক্ থাকে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে পরিষৎ যাহাতে রমণীয় ও কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা ২৯ জনে মিলে "নিছাবর ব্রত" অবলম্বন করে প্রত্যেকে ১০০৲ টাকা তুলে দিলে, আর ডাক্তার বসুর ১০০৲ টাকা যোগে জোটে ৩০০০৲ টাকা হবে। তাতে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবিত কার্য্য সম্পন্ন হতে পারে। তখন সভাপতি মহাশয় এসে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পিঠাপুলি বিতরণ করিবেন। সুখের বিষয় এই, কয়েক জন এই ভার গ্রহণ করেছেন।*

ডাক্তার বসু শীঘ্র সভা ত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রথমেই শোক প্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় রসিকলাল রায় মহাশয় আমার

---

* তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশ সুলেখক ছিলেন; নব্যভারত, ভারতবর্ষ, মানসী প্রভৃতি মাসিক পত্রে তাহার নিদর্শন আছে। সরলতা ও সাহিত্য-সেবার জন্য তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করিতাম। আমি প্রস্তাব করি—"বঙ্গীয়-সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, পরলোকগত রসিক-লাল রায়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তিনি নানা সন্দর্ভ লিখিয়া ও ভারতের অন্যান্য ভাষা হইতে আভরণ আহরণ করিয়া বঙ্গভাষাকে সাজাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীলাল রায় বি এ মহাশয়কে পরিষৎ সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদনকল্পে বলিলেন,— রসিকলাল বাবু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসার কথা শুনিতে পাই। তিনি সরল ও উদার ছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন। উচ্চ উচ্চ বিষয়ে তাঁহার কল্পনা-শক্তি ছিল। তিনি বহুতর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। মৃত্যুর মাসেও তাঁহার অনেক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্মজীবন আদর্শস্বরূপ।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

রামেন্দ্র বাবু এই সময়ে "সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম"—যাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সভাস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রথমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষৎকে দান করেন। তখন আমরা জানিতাম যে, এই পুস্তক এক খণ্ডই আছে। পরে লালগোলার রাজা বাহাদুরের পুস্তকালয় হইতে আমরা এই পুস্তকখানির ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড একত্রে পাই। তাঁহারই ইচ্ছামত ও তাঁহার আনুকূল্যে এই পুস্তকের হাজার কপি করিয়া ছাপা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ৯০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমের সময় রচিত হইয়াছিল; এই জন্যই বোধ হয়, ইহার নাম "সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম" হইয়াছিল। ইহার রচয়িতার নাম ৺কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর। লালগোলার রাজা বাহাদুর নিজে ১০০ খণ্ড তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, আর বাকী ৯০০ শত খণ্ডের স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন। তবে জানাইয়াছেন যে, ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে অন্যান্য সঙ্গীত-পুস্তক প্রকাশ করা হইবে। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু নানা পণ্ডিতগণের সাহায্যে এই পুস্তকের বর্ত্তমান সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। শুনিতেছি, ইহার ৪র্থ ভাগও নাকি আছে।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় লালগোলার রাজা বাহাদুরের বদান্যতার জন্য ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশবাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং ঐ সঙ্গে পুস্তক সম্পাদনের জন্য নগেন্দ্রবাবুকে এবং এই পরিষদের জন্য ঐ দান সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রামেন্দ্রবাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই ধন্যবাদ-প্রস্তাব লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইবে।

এই সময়ে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া ডাঃ বসু মহাশয় অনিবার্য্য কারণবশতঃ সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল ও নিম্নলিখিত সদস্যগণ নূতন নির্ব্বাচিত হইলেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় নিয়মালীর আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনগুলি প্রস্তাব করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ পরিবর্ত্তনগুলি গৃহীত হইল।

১৩ (খ) দ্রষ্টব্য ঃ—সদস্যগণ কলিকাতা ও মফস্বল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। যাঁহারা সাধারণতঃ কলিকাতায় অবস্থান করেন, তাঁহারা কলিকাতা শ্রেণীভুক্ত ও যাঁহারা মফস্বলে অবস্থান করেন, তাঁহারা মফস্বল শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

(৫৯) দ্রষ্টব্য ঃ—এই নিয়মান্তর্গত মফস্বলের অধিবাসী অর্থে যাঁহারা সাধারণতঃ মফস্বলে থাকেন, তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। বান্ধব, আজীবন সদস্য, অধ্যাপক সদস্য, মৌলবী সদস্য, সহায়ক সদস্য ও বিশিষ্ট সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা সাধারণতঃ মফস্বলে অবস্থান করেন, তাঁহারাও এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে মফস্বলের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন। (২৫) ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(৩৯) (ক) যে কেহ যে কোন প্রস্তাব পরিষদের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন, সাধারণতঃ সে প্রস্তাব সর্ব্বাগ্রে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইবে। কাহারও কোন প্রস্তাব প্রথমে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত না হইলে, পরিষদের কোন অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে না।

(খ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যের অথবা পরিষদের কোন সদস্যের কোন প্রস্তাবের আলোচনায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা যদি প্রস্তাবকের মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধক্রমে সেই প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে পরিষদের কোন পরবর্ত্তী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ভুক্ত করিয়া দিবেন।

(৫৩) নিয়মে মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের পর "বার্ষিক অধিবেশন" যোগ করিতে হইবে।

(৬৭) (ক) বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি লইবার পূর্ব্বে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত সম্পাদক নিজে ব্যয় করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত সভার অব্যবহিত পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাহা অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বি এ হিসাব-পরিদর্শক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহ-সমিতির গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ হউক। ডাঃ গফুর এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। রামেন্দ্রবাবু এই প্রস্তাব সম্পর্কে এক সংশোধিত প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব এই—প্রতি বৈশাখ মাসের মধ্যে যাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান হইতে পারে, ইহার সম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবার জন্য কার্য্য-

নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আগামী অধিবেশনে আলোচনার জন্য এই প্রস্তাব প্রেরিত হউক।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দুইখানি প্রাচীন ইষ্টক এবং যেখান হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে, তথাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ওখানকার শিলালিপির পাঠ যাহা তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় গুরুদাস বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ-প্রদত্ত একখানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য প্রদর্শিত হইল। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় তীর্থ ভ্রমণকালে মথুরামণ্ডল হইতে সংগৃহীত প্রস্তরের কতকগুলি ভগ্ন নারীহস্ত, নারীমুণ্ড ও গোমুখ প্রভৃতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাকে যথাবিধি ধন্যবাদ দেওয়া হইল। সময়াভাবে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রস্তাব করিবার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

১। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত টাকা দিতে বা সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(ক)	ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু	১০০৲
(খ)	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	১০০৲
(গ)	" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১০০৲
(ঘ)	" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০৲
(ঙ)	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲
(চ)	" কিরণচন্দ্র দত্ত	১০০৲
(ছ)	" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১০০৲
(জ)	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১০০৲
(ঝ)	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০৲
(ঞ)	" বামাচরণ মজুমদার	১০০৲
(ট)	" অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
(ঠ)	" গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
(ড)	" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০০৲
		১৩০০৲

২। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা		পুস্তক
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্র	১।	রাক্ষস-রহস্য
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২।	অর্জ্জুন
„ চিত্তসুখ সান্যাল	৩।	মহাভারত (খণ্ডিত ও ছিন্ন)
	৪।	বিদ্যাসুন্দর (খণ্ডিত ও ছিন্ন)
„ কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ	৫।	উৎস
	৬।	মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ
„ ডাঃ সুকুমার পাকড়াশী	৭।	কলিকাতা-রহস্য (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
	৮।	ললাট লিখন
	৯।	সতীপ্রশস্তি বা তর্পণাঞ্জলি
	১০।	দার্জ্জিলিঙ্ প্রবাসীর পত্র
	১১।	বসন্ত-গাথা
	১২।	বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা
	১৩।	মৃত্যুর পর জীবন
	১৪।	অবকাশ-লহরী
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১৫।	আহেরিয়া
	১৬।	রামানুজ
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭।	প্রাণের কথা
	১৮।	ওঁ পিতা নোঽসি
	১৯।	শ্রীভগবৎকথা
	২০।	শিক্ষা-সমস্যা ও কৃষিশিক্ষা
শ্রীযুক্ত রাজর্ষি গোপালচন্দ্র চৌধুরী	২১।	নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ
Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	২২।	Report on Emigration from the Port of Calcutta to the British and Foriegn Colonies.
Superintendent Govt. Printing, India.	২৩।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, May 1916.
Officer in Charge. Bengal Secretariat, Book Depot	২৪।	Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs 1915.

Supdt. Govt. Printing, Burma.	২৫ ।	Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burma for the year ending 31st March, 1916.
Officer in Charge Bengal Secretariat Book-Depot.	২৬ ।	Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1915-16.
Registrar Calcutta University	২৭ ।	Calcutta University Minutes, Part VIII. 1913.
	২৮ ।	Do. Part VI. 1915.
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	২৯ ।	Vernacular literature of Bengal before the introduction of English Education.
Supdt. Govt. Printing, India		Patent Office Journal, April to June, 1916.
Officer in Charge, Bengal Secretariat Book Depot.		Report on the Administration of the Salt Department in Bengal during the year 1915-16.

পুথি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	১।	জৈমিনি ভারত (দ্বিজ অভিরাম)
	২।	গীত-গোবিন্দ (গিরিধর দাস)
	৩-৪।	গীত-গোবিন্দ (গিরিধারী দাস)

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১১ কালু ঘোষের লেন, কলিকাতা।
„	„	শ্রীকুলদাকান্ত ঘোষ বি এল্ উকীল, রাইগঞ্জ, দিনাজপুর।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চন্দ্র ২৪৩ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল্ চালতা বাগান, কলিকাতা।

২৩শ বার্ষিক, দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২৫শে ভাদ্র, ১৩২৩, ১০ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি আই ই, এম্ এ
শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
" নিখিলনাথ রায় বি এল্
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" রাধারমণ বিদ্যাভূষণ
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" শুদ্ধানন্দ স্বামী
" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
" পুলিনবিহারী দত্ত
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" উমাচরণ ঘোষ
" প্রমথনাথ মিত্র
" নিমাইকিশোর গোস্বামী
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" শরচ্চন্দ্র সিংহ
" জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
শান্তিসাধন বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, বি এ
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" মণীন্দ্রমোহন বসু
" বাণীনাথ নন্দী
" শিখিভূষণ সরকার
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" অম্বিকাচরণ রায় এম্ এ, বি এল্
" ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্ সি
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
" সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্
" কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়।—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। প্রবন্ধ-পাঠ;—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "১৩১২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" ও (খ) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ, (খ) ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিএল, (গ) বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (ঘ) হেমেন্দ্রমোহন বসু ও (ঙ) ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত ২২শ বর্ষের চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন ও দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন এবং বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনসমূহের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে কার্য্য-বিবরণগুলি গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল,—

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১। কৈলাসবাসিনীর পতিদান ও গণেশের জন্মাখ্যান
	২। বৌবাবু
	৩। গোকুল-লীলা
	৪। গুইকোওয়ার নাটক
	৫। হৃদয়-লহরী (কাব্য)
	৬। ভারতে রাজপূজা
	৭। সুখ
	৮। উপহার-কুসুম
	৯। শরৎকুমারী
	১০। লয়লা-মজনু
	১১। কানন-বালা
	১২। ভালবাসা
	১৩। বসন্তকুমারী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু	১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ ভাগ
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী	১৫। ক্লিওপেট্রা
	১৬। সমাজ-চিত্র
	১৭। জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি

উপহারদাতা		পুস্তক
শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থকুমার মজুমদার	১৮।	ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড
„ স্বামী সত্যানন্দ	১৯।	অনুভূত যোগসাধন
„ সুরেন্দ্রকুমার বসু	২০।	বকুল
	২১।	সুরভি
„ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	২২।	মহাত্মা তুলসীদাসকৃত রামায়ণ, বালকাণ্ড
„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৩।	চপলা, ২ খানি
	২৪।	অনিলা বা বর-বদল, ২ খানি
„ কিরণচন্দ্র দত্ত	২৫।	Select Revelation of St. Mechtild. The Isle of Wright. The All-Indian Ayurvedic Conference, Seventh Session—Madras—1915.
Secretary, Smithsonian Institution	২৬।	Report on Wind Tunnel experiments in Aerodynamics. Cambrian Geology and Paleontology. The Sense Organs on the Mouthparts of the Honey Bee.
Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle.	২৭।	Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March 1915.
Curator, Peshawar Museum.	২৮।	Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1915—16.
Director, Geological Survey of India.	২৯।	Records of the Geological Survey of India, Vol. XLVI pt. 2, 1916.
Superintendent, Govt. Printing, India.	৩০।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June 1916.
Officer in charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩১।	Fifty-fourth Annual Report of the Government Cinchona Plantation and Factory in Bengal, for the year 1915—16. Annual Returns of the Lunatic Asylum in Bengal, with brief notes for the year 1915.

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৫।১ নূরমহম্মদ সরকার লেন।
„	„	শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, ৮ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৬ দীনবন্ধু লেন।
„	„	শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, হেড ক্লার্ক, হ্বালকোর্ড স্মিথ এণ্ড কোং, ১ মিশন রো।
„	„	শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়, ষ্টাণ্ডার্ড বুক সোসাইটি, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট।
„	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব এম্ এ, ৬৩।২ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীজহরলাল ঘোষ, ৫ সীতানাথ রোড, সিমলা।
„	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ গোঁসাই গলি, বাগবাজার।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মুন্সী সেখ আবদর রহিম, 'মোসলেম-হিতৈষী'র সম্পাদক, ২১ আণ্টনিবাগান লেন।
„	„	মুন্সী আবদুল হাকিম, ঐ ঐ।
„	„	ডাঃ আবদুল্লা আলমামুন সোহাওয়ার্দ্দি এম্ এ, এল এল ডি, পি এইচ ডি, ব্যারিষ্টার, ৩ ওয়েলেস্লি ১ম লেন।
„	„	মৌলবী মণির-উজ্-জমান, ২৯ অপার সার্কুলার রোড।
„	„	মুন্সী মোহাম্মদ মোজম্মেল হক, শান্তিপুর, নদীয়া।
„	„	মৌলবী রেয়াজদ্দিন আহম্মদ, দলগ্রাম, ভুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মুন্সী আফ্‌সারুদ্দিন আহম্মদ, ২১ আণ্টনিবাগান লেন।
„	„	মুন্সী মোহাম্মদ ইয়াকুব, লাহাবাবুর কাছারী, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
„	„	ডাক্তার আবদুল হাদি খাঁ, খৃষ্টিয়ান মিশনারী ডাক্তার, মাথাভাঙ্গা, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
„	„	মৌলবী মোহাম্মদ কে চাঁদ, চীফ্‌ একজামিনার্স আফিস, একৃস্‌পেনডিচার সেক্‌সান, ই, বি, রেলওয়ে, ৩ কয়লাঘাটা ষ্ট্রীট।
„	„	সৈয়দ মোহাম্মদ ইস্‌রাইল, ৭ নর্থ শিয়ালদহ রোড।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, ৮।১ বাহির মির্জ্জাপুর রোড।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	„	শ্রীপ্রিয়ব্রত সরকার এম্ এ, ১২।১৩এ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীলাড্‌লিমোহন মিত্র এম্ এ বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, ৯।১এ হোগলকুড়িয়া গলি।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	„	শ্রীবীরভদ্রচন্দ্র চৌধুরী, ৪৬ বলরাম বসুর লেন, ভবানীপুর।
„	„	শ্রীযামিনীকান্ত সোম, মরিগেট, গোওানালা, দিল্লী।
„	„	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যভূষণ, ৩১ রাজচন্দ্র সেন লেন।
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	„	শ্রীফণিভূষণ মজুমদার, পবাহাটী, ঝিনাইদহ, যশোহর।
„	„	শ্রীকুমারশঙ্কর রায়, ৪৪ ইউরোপিয়াম এসাইলাম লেন।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, ১৫৬।২ অপার সার্কুলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীশৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, লাভপুর, বীরভূম।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	"	শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ বি এল, জজকোর্টের উকিল, কামারনগর, ঢাকা।
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন, জমিদার, সেনবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়	"	শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী এম্ এ, বি এল, জমিদার, হুগলি।
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, ৮ গোয়াবাগান লেন।

৪। (ক) অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, ১৩২২ বঙ্গাব্দে মোট ৭৮৪ খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ২১৮ খানি বিদ্যালয়-পাঠ্য। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ-সমষ্টির নানা শ্রেণীবিভাগ করিয়া তদন্তর্গত গ্রন্থগুলির সংখ্যাও দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক অভিনব আলোচনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পুস্তকাদির সহিত তিনি নানা সাময়িক পত্রের সারগর্ভ প্রবন্ধাদিরও আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি বিশেষ পরিশ্রমের সহিত নানা পুস্তক ও মাসিক পত্রাদি পাঠ করিয়াছেন। এইরূপ আলোচনার আবশ্যকতা আছে; কিন্তু যুক্তির সহিত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই আলোচনা হওয়া আবশ্যক। তবে পরিষদে এরূপ আলোচনার নিয়ম নাই এবং এই প্রবন্ধের আলোচনার সহিতও পরিষদের দায়িত্ব নাই। ইহাতে প্রবন্ধ-কারের নিজের মতই প্রকাশ করিয়াছেন। আর এক কথা, প্রবন্ধ-লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার তালিকায় সকল গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের উল্লেখের সুযোগ হয় নাই; সেই জন্য এই তালিকা প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ নহে।

প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"অমূল্য বাবুর প্রবন্ধস্থ সমালোচনার জন্য মতামত সম্বন্ধে পরিষৎ দায়ী নহেন। এই সমালোচনায় অনেক প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই আছে।. ইহা তাঁহার নিজের মত। আজ পরিষদে এই প্রবন্ধের সমালোচনা করার সময় নাই এবং আবশ্যকও নাই। আমি নিজেই অনেক স্থলে প্রবন্ধ-কারের সহিত একমত নহি। তবে যদি কেহ ইচ্ছা করেন, স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া এই প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে পারেন। আমরা বারান্তরে এরূপ প্রবন্ধের উপযুক্ততা বিবেচনা

করিয়া পাঠের ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু আমরা সকলেই এই বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত যে, অমূল্য বাবুকে তাঁহার বহু পরিশ্রমে লিখিত প্রবন্ধের জন্ম ধন্যবাদ জানাইতেছি।

৪ (খ)। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের লিখিত "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গলা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত হইল না। প্রবন্ধটিতে অনেক নূতন বিষয় আছে এবং ভাল করিয়া শুনা আবশ্যক বোধে উহা বারান্তরে পঠিত হইবে বলিয়া উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ৺প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের এই অধিবেশনে "জন্মভূমি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিত একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তিকাকারে বিতরিত হইয়াছিল। ইহাতে কবির জীবনীর সহিত তাঁহার বঙ্গসাহিত্যে কৃতিত্বেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, "মহাভারত নাট্যকাব্য" নামক বিরাট নাট্যগ্রন্থ "সোনার স্বপন" ও "তোমারই" নামক গীতিনাট্য ও নাটিকা প্রভৃতি রচয়িতা, সঙ্গীতজ্ঞ ও সুললিত-গান-রচয়িতা প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অকালে ৪০ বৎসর বয়সে ১৩০৮ সালে ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেহত্যাগ করেন। গান-রচনায় প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল, আর তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বিরাট মহাভারতখানিকে নাটকাকারে গ্রথিত করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অষ্টাদশপর্ব্বের মধ্যে ২৬১৭ পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র আদি ও সভা পর্ব্বদ্বয় নাট্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রফুল্লচন্দ্র ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। হরিসাধন বাবু লিখিয়াছেন যে, বাল্যকাল হইতেই প্রফুল্লচন্দ্রের কবিতার প্রতি অনুরাগ ছিল। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ সমূল তিনি পড়িতে ভাল বাসিতেন। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি "অন্ধবিলাপ" নামক একখানি পদ্যময় নাটিকা রচনা করেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ও আজন্ম বিলাসক্রোড়ে পালিত; কিন্তু দরিদ্রের প্রতি তাঁহার খুব দয়া ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন; নিজে গান রচনা করিয়া, নিজে সুর দিয়া, নিজেই তাহা গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। মহাভারত নাট্যকাব্য তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। মহাভারত নাট্যকাব্য ব্যতীত তাঁহার রচিত আর দুইখানি নাটিকা ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল—"সোনার স্বপন" ও "তোমারই"। শেষোক্তখানি অভিনীত হইবার দুইদিন পূর্ব্বে কবি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তদীয় বন্ধু ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চের স্বত্বাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাহায্যার্থ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তনের জন্য আবশ্যক গীতগুলি রচনা করিয়া দেন। প্রফুল্লচন্দ্র

বঙ্গসাহিত্যের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। আজ পরিষৎ-মন্দিরে তাঁহার যে স্মৃতি-রক্ষা করা হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের ও গৌরবের বিষয়।

অতঃপর সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিলেন যে, "প্রফুল্লচন্দ্রকে আমি বিশেষ ভাবে জানিতাম। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের বড়-বাড়ী-প্রস্তুত-কারকের মধ্যে একজন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি গান বাঁধিতেন। তাঁহারা তিন পুরুষে সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার মহাভারত নাট্যকাব্যখানি যদি কেহ পূর্ণ করেন, তাহা হইলে উহা বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হয়।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—"আমি প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম। তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ অসাধারণ ছিল, সঙ্গীত-রচনায়ও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। তাঁহার রচিত গীতগুলিতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতি যথার্থভাবে রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি "মহাভারত নাট্যকাব্য"খানি সম্পূর্ণ করিতে হয়।"

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গীয় কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৬। তৎপরে (ক) ৺গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ, (খ) ৺ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, (গ) ৺বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (ঘ) ৺হেমেন্দ্রমোহন বসু নামধেয় সদস্যগণের ও (ঙ) খ্যাতনামা সাহিত্যিক ৺ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া শোক-প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল যে, পরলোকগত ব্যক্তিগণের আত্মীয়গণের নিকট পরিষদের সমবেদনা সূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৮ই আশ্বিন ১৩২৩, ২৪শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, ব এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্
„ রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী এল সি ই
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল
„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস সি (ব্যারিষ্টার)
„ ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ্ ডি
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ
„ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ
„ নরেন্দ্রকুমার মজুমদার
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ যোগেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত বি এ
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল
„ রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
„ যতীন্দ্রমোহন রায়

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এম্ এ, বি এল
„ ব্রজেন্দ্রকুমার রায়
„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ যাদবগোবিন্দ রায়
„ শ্রীজীব কাব্যতীর্থ
„ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র
„ বসন্তকুমার রায়
„ ললিতমোহন পাল
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ
„ হিমাংশুশেখর লাহিড়ী
„ জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী
„ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ মথুরানাথ বসু
„ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ রজনীকান্ত পাল
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ
„ রামকমল সিংহ
„ জগদ্বন্ধু হালদার
„ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
„ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ পান্নালাল দাস
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়
„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ „ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
} সহকারী সম্পাদকগণ

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি-উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্তৃক "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ," (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। (ক) সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"প্রবন্ধ-লেখকদ্বয় তাঁহাদের গবেষণা ও পরিশ্রমের জন্য সকলেরই ধন্যবাদার্হ। উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ প্রবন্ধের আলোচনা করুন।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" পুস্তক প্রকাশের কাল-সম্বন্ধে সুনীতি বাবু যে ১৭৩৪ খৃঃ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা ঠিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পুস্তকের টাইটেল পৃষ্ঠা পাওয়া যায় না বলিয়া, উহার প্রকাশকাল ঠিক নিরূপিত হওয়া কঠিন। আমার ধারণা, এই পুস্তকখানি ১৭৩৪ খৃঃ রচিত হইয়া থাকিলেও উহার প্রকাশকাল ১৭৪৩ খৃঃ। ১৭৩৪ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট তারিখে Father Frey Manoel da Assumpcao নামক ঢাকার নিকটবর্ত্তী ভাওয়াল নগরীর একজন পর্ত্তুগীজ Augustinian মিশনারী বঙ্গভাষা ও পর্টুগীজ ভাষায় একখানি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের কথোপকথনচ্ছলে সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তিনি ইহার নাম দেন "Compendio dos Misterios da Fee, ordenandoem lingua Bengalla"। পুস্তকখানির প্রত্যেক বাম দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে "Creper Xaxtrer Orth bhed" এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে "Cathecismo da Doutrina Christaa" লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি এবং ইহার আর দুইখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিস্‌বন্ হইতে প্রকাশিত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটিতে এই পুস্তকের যে খণ্ডিতাংশ আছে, উহার চতুর্থ পৃষ্ঠায় ভাওয়ালের নাম লিখিত

আছে। পুস্তকখানির বাম দিকের পৃষ্ঠায় রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠায় তাহার পর্ত্তুগীজ অনুবাদ আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ—Bengal Past and Present, 1914, No 17, pp 40-63 পৃষ্ঠায় আছে। ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে Francis Xavier লিখিত "Catecismo de Doctrina" নামক একখানি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের পুস্তক গোয়া হইতে প্রকাশিত হয়। উহার সহিত Father Manoel এর এই পুস্তকের কিছু সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বিচারাধীন। এই পুস্তকের ভাষার সহিত ঢাকা অঞ্চলের ভাষার সহিত অনেক মিল আছে। তবে ঐ জেলার কোন্ অংশের সহিত ঠিক মেলে, তাহা বলা যায় না। প্রবন্ধ-লেখকদ্বয় আমাদের সকলেরেই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।"

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—"এই পুস্তকের টাইটেল পেজ না থাকিলেও যখন উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় (Dedication) ১৭৩৪ খৃঃ লিখিত আছে, তখন অমূল্য বাবু ১৭৪৩ খৃঃ পুস্তকের প্রকাশকাল বলিয়া কেন নিরূপণ করিতেছেন, তাহা ভাল বুঝা গেল না। Grierson সাহেব কর্তৃক উল্লিখিত ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ভাষা সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, ঢাকার ভাওয়াল নগরীতে পর্ত্তুগীজ গীর্জ্জা আছে—পুস্তকের ভাষা ঐ অঞ্চলেরই বলিয়া বিশেষ বুঝা যায়।"

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন—"পুস্তকের Dedication পৃষ্ঠার অনুবাদ করিবার সময় আমি প্রবন্ধ-লেখকের সঙ্গে ছিলাম। উহাতে ১৭৩৪ সালই আছে। Xavier রচিত ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত। উহা বাঙ্গালা নহে।"

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"এই প্রবন্ধদ্বয়ের আলোচ্য বিষয়ের আমি কিছুই জানি না। আমি এ বিষয়ের মতামত প্রকাশ করিতে অধিকারী নহি। তবে ভাষার সম্বন্ধে মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে, উহা ভাওয়াল অঞ্চলেরই ভাষা। ঐ অঞ্চলে অনেক পর্ত্তুগীজ বাস করিত। তাহারা অনেক দেশীয় লোককে Baptised করিয়াছিল। ঐ স্থানে পর্ত্তুগীজদের অনেক ভূ-সম্পত্তি আছে। ভাওয়ালের রাজার ইচ্ছা ছিল, ঐ সকল সম্পত্তি মৌরুশী গ্রহণ করেন। আমি সেই জন্য ঐ বিষয়ের কাগজ-পত্রের আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উহা হইতে জানিতে পারি যে, পর্ত্তুগীজেরা ঐ প্রদেশে আপন ভাষা চালাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। এসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। প্রকৃত আরবী ভাষায় স্বরবর্ণ উচ্চারণের বেশ ব্যবস্থা আছে। উচ্চারণ সম্বন্ধে উহা পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। তবে মিশ্র আরবীতে স্বরবর্ণ উচ্চারণের ব্যবস্থা নাই বলিয়া অনেকে খাঁটি আরবীতে ঐ দোষ অনুমান করিয়া থাকেন।

"এখনও ইউরোপীয়গণ ভাষা-সম্বন্ধে একটি Character চালাইতে ইচ্ছুক। Roman Character চালাইতে এখনও বিশেষ চেষ্টা আছে।

"Phoneticএর ইতিহাস থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে তাহা কতকটা অসম্ভব। কারণ, প্রতি জেলায় প্রভেদ আছে। তবে চেষ্টা করা উচিত ও ভাল।

"প্রবন্ধলেখক আমাদের বিশেষ ধন্তবাদার্হ। তবে এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরই আলোচনার সুবিধা হয়।"

২। তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভার গোচরার্থ বলিলেন, যে (ক) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, "বিগত বার্ষিক অধিবেশনে চিত্রশালার প্রস্তাবিত অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণী চক্রবর্ত্তী এম্ এ মহাশয় ঐ পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায় ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নির্ব্বাচিত হউন।"

(খ) আর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্ততম সভ্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্থান পরিবর্ত্তনে শূন্ত হওয়ায় ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বাচিত হউন।"

৩। তৎপরে বিগত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীগোবিন্দহরি দাস, জমিদার, ২০ গোপীমোহন বসাকের লেন, ঢাকা।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, C/o শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, ৭৯ লিণ্টন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
"	"	মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব, উকিল, বর্দ্ধমান।
"	"	মুন্সী আবদুল লতিফ, C/o মৌলবী মোহম্মদ ইয়াসিন উকিল, বর্দ্ধমান।
"	"	মৌলবী নজরুদ্দিন আহম্মদ সাহেব, উকীল, বর্দ্ধমান।
"	"	মৌলবী কাজী সামসুল আমির, মোক্তার, বর্দ্ধমান।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	"	B. Krishnappa Esq Hon. Secretary, Karnataka Sahitya Parishad, Bangalore.
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, আর, আর, ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীসুশীলকুমার দে	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন আই সি এস, Asst. Collector, Dharwar, Bombay Presidency.
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, ৮ কুমারটুলী লেন।
„	„	শ্রীসুধীরকুমার হালদার আই সি এস্, Asst. Collector, Sahora, Bombay Presidency.
„	„	শ্রীখগেন্দ্রভূষণ রায় এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ২০ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„	শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, কাইটাইল পোঃ, কামালপুর গ্রাম, ভায়া কেওুয়া, ময়মনসিংহ।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	„	শ্রীউমাচরণ দাস, ২৮ কানাইলাল ধর লেন।
„	„	শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, জমিদার, ৪৬ পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীনিশানাথ চট্টোপাধ্যায়, ইটালি।
„	„	ডাঃ শ্রীঅনুকুলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	„	রায় সাহেব শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, এল্ সি ই ৩১ হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট।
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	„	শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, ২৪।২ শাঁখারীপাড়া রোড।
„	„	শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড।
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরজতচন্দ্র সেন, ৮০ লোয়ার সার্কুলার রোড।
„	„	পণ্ডিত শ্রীতারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, ৮৭ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, বি এল্, ৩৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
„	„	ডাক্তার বি, গাঙ্গুলী এম্ বি, ২৭।৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
„	„	ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্র বসু লেন, শ্যামবাজার।
„	„	শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ১৯ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।
„	„	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু,
„	„	১৬২।১ অপার চিৎপুর রোড।
„	„	শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫০ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীতারকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল, ২৭ বসুপাড়া লেন।
„	„	শ্রীইন্দ্রভূষণ দে, ৬১ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীভাগ্যধর মল্লিক এম্ এস্‌সি, বসুপাড়া লেন।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ম্যানেজার, মনোমোহন থিয়েটার, ১৪ বসুপাড়া লেন।
„	„	শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, সম্পাদক, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, ২৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল ৮৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
„	„	ডাঃ জে এন্ কাঞ্জিলাল, এম্ বি, ৩ মদন মিত্র লেন।
„	„	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু, উকীল, ২ গোবর্দ্ধন দাস লেন।
„	„	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, ব্যারিষ্টার, ৫১।২ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ
প্রধান পণ্ডিত, রাণীগঞ্জ এইচ্ ই স্কুল, রাণীগঞ্জ।

৫। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	১। বৃহৎ অদ্ভুত রামায়ণ
„ যোগেন্দ্রনাথ দে	২। বঙ্গীয় বৈশ্য-বারুজীবী সভার ১৫শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ
„ সম্পাদক, কায়স্থ-সভা	৩। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৪শ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	৪। হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্ম্মনীতি
Supdt. Government Printing. India	৫। Report of the Chief Inspector of Mines in India, 1915.
Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৬। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency, for the year 1915.
„	৭। Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal, 1915.
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮। Report of the Grand Aurvedic Exhibition, Muttra, 1913. A.D. in Hindi.
„ ললিতমোহন বসাক	৯। Principles of Surgery in Hindi. Practice of Surgery in Hindi. Do in Urdu.
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১০। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (ভাগবতাচার্য্য)

৬। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩, ৩রা ডিসেম্বর, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (সভাপতি)

মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়
শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ (বেলুর মঠ)
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ
" কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ
" প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল্
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" শান্তনুচরণ বিশ্বাস
" মহেন্দ্রনাথ মহান্তি
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" বাণীনাথ নন্দী
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" গুরুদাস সরকার এম্ এ
" যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
" মন্মথনাথ রায়
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" গৌরহরি সেন
" ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
" রামকমল সিংহ
" সাতকড়ি সাহা
" অমরনাথ মল্লিক
" কুমুদরঞ্জন রায়গুপ্ত
" সিন্ধুকুমার সরকার
" পরমানন্দ আচার্য্য
" কল্যাণীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" চণ্ডীচরণ চন্দ্র
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" অমিতাভ বসু
" নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" সিতাংশুভূষণ মিত্র

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ;—(ক) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়ের "প্রাচীন পুথির সংস্করণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ

সম্বন্ধে মন্তব্য।" ৫। প্রদর্শন—কুমার শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর-প্রদত্ত একটি সূর্য্যমূর্ত্তি ও একটি সদাশিব-মূর্ত্তি। ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) ৺মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ, (খ) ৺বিহারীলাল গুপ্ত সি এস্‌, (গ) ৺মোহিনীনাথ বিশি, (ঘ) ৺নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঙ) ৺হরেকৃষ্ণ চন্দ্র, (চ) ৺গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ এবং (ছ) ৺নবসুন্দর বর্ম্মণ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহার পাইয়া পরিষৎ উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন ও ধন্যবাদ দিলেন। [তালিকা পরে দ্রষ্টব্য]

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)

৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্‌ এ মহাশয়ের "প্রাচীন পুথির সংস্করণ" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্‌ এ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সময়োপযোগী বলিয়া সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে সকলের আলোচনার সুবিধা হইবে। এ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং ইহাতে অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। তজ্জন্য প্রবন্ধলেখক সকলেরই ধন্যবাদার্হ। এই বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কারণ, প্রবন্ধ-লেখকের সকল সিদ্ধান্তের সহিত আমরা একমত নহি। বর্ণশুদ্ধি সম্বন্ধে মোটামুটি এ কথা বলা চলে—কোন্‌ শব্দের কোন্‌ বানান ঠিক শুদ্ধ, তাহার মীমাংসা কে করিবে? অনেক বাঙ্গালা শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান আছে—এক 'কুসীদ' শব্দের ছয় রকম বানান আছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতেও একই শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান পাওয়া যায়। শব্দের বিভক্তি ও ধাতুরূপ নানাপ্রকার হয়। এ, ক, তে প্রভৃতি বিভক্তির ছয় রকমে যোগ করা যায়—কোন্‌টি শুদ্ধ, তাহা কে মীমাংসা করিবে? বোধ হয়, যোগেশ বাবু 'প্রাকৃত' শব্দের বানানের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বানান শুদ্ধির চেষ্টার কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্‌ এ মহাশয় বলিলেন যে, 'সর্ব্বনাম' ও 'ক্রিয়ার' ব্যবহার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু একই গ্রন্থকারের পুস্তকে এইগুলির যদি পার্থক্য দেখা যায়, তাহা হইলে ভাষা সম্বন্ধে কি বুঝা যাইবে? বিভিন্ন বিভক্তি পাইলে যোগেশ

বাবুর মতে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া বা উল্লেখ করা উচিত। লিপিকরের ভাষা শোধিত করিতে হইলে তাহা জানিয়া করা উচিত।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি রীতিমত সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার কাল কিঞ্চিদধিক ১৫।১৬ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। তখন হইতেই যে বিশেষ সাবধানতা ও নিপুণতার সহিত পুথিগুলি সম্পাদিত হইতেছে, এ কথা সর্ব্বথা বলা চলে না। পুথি সম্পাদন বিষয়ে সাধারণতঃ দুইটি মত শুনা যায় ;—কেহ কেহ বলেন—"যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং", অন্য দলে বলেন—নানা পুথি মিলাইয়া গ্রন্থলেখকের অনুমোদিত বানান স্থির করিয়া ও পাঠান্তরাদি দিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত পুথি সম্পাদন করা উচিত। প্রথম মতটি সমীচীন নহে। ইংলণ্ডে এই কার্য্য চলিতেছে। প্রাচীন পুস্তক সম্পাদন করিতে হইলে বিশেষ গবেষণা ও অনুসন্ধান আবশ্যক। প্রথম, গ্রন্থকারের মূল গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত—যদি উহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে লিপিকরের বাসস্থান, কাল প্রভৃতি জানা আবশ্যক এবং এই সকল বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইলে গ্রন্থ-সম্পাদনে বিশেষ সাহায্য হইবে। পাদটীকা ও ভূমিকায় এই সব বিষয়ের আলোচনা থাকা আবশ্যক। যোগেশ বাবু এই বিষয়ে ইঙ্গিত করিবার জন্য ও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করায় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয় বলিলেন,—শব্দের বানানের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয় কিছু বলা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার যখন ব্যাকরণ ছিল না, তখন শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয়ে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী বাঙ্গালা শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিচার চলে না। যদি ১০।১৫খানি একই গ্রন্থ পাওয়া যায় এবং সেগুলির প্রত্যেক কোন এক শব্দের একই রকম বানান পাওয়া যায়, তাহা হইলে এ বিষয়ের একটা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। গ্রন্থ সম্পাদন-কালে গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের ইতিহাস, লিপিকরের ইতিহাস প্রভৃতি দেওয়া ভাল ও উচিত।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—প্রাচীন পুথির সম্পাদনকালে সম্পাদকের প্রধান কর্ত্তব্য, পুথিখানি বার বার পাঠ করা। আদর্শ পুথির বহুত্ব স্থলে সেগুলিও বহু বার পাঠ করা উচিত। অনেক অনুসন্ধানের পর তবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত। আজকালকার সম্পাদিত অনেক পুথিতে বড় বড় ভূমিকা থাকে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আদর্শ পুথিগুলি যে সম্পাদক কর্ত্তৃক ভাল করিয়া পঠিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ অনেক সময়ে পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন,—পুথি-সম্পাদনের অনেকগুলি রকম আছে। প্রথমে একখানি পুথি বা অনেকগুলি পুথি দেখা আবশ্যক। পুথি নূতন, কি পুরাতন, জানা আবশ্যক—পুথিখানি প্রকাশ করিবার আবশ্যক আছে কি না, জানা উচিত। তারপর পুথি

প্রকাশের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইউরোপীয়গণ-প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহা সম্পাদন করা আবশ্যক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি ও প্রবন্ধটির আলোচনা, উভয়ই সুন্দর হইয়াছে। পরিষদে ও পরিষদের শাখাসমূহে আজকাল অনেক পুথি সংগৃহীত হইতেছে। কতকগুলি প্রকাশ করা উচিত। প্রথম যুগে যাহা হইয়াছে, তাহা এখন চলিবে না। এক দল বলেন, প্রাচীন পুথি পাইবা মাত্রই ছাপান উচিত, অন্য দল বলেন,—ছাপাইবার উপযুক্ত কি না ও আবশ্যক আছে কি না, বিচার করিয়া ছাপান উচিত। উভয় পক্ষের অনেক যুক্তিও আছে। এখন আলোচনার কাল আসিয়াছে, পুথিগুলি প্রকাশ করিবার বিচার আবশ্যক। একটি বিচার-সভা গঠিত হওয়া উচিত। পরিষৎ পুথি-প্রকাশ বিচার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। প্রবন্ধ লেখক সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

(খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য" নামক প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত হইল না।

৫। কুমার শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রদত্ত একটি "সূর্য্য-মূর্ত্তি" ও একটি "সদাশিবমূর্ত্তি" প্রদর্শিত হইল। প্রদাতাকে এই দুইটি প্রাচীন শিলামূর্ত্তি প্রদানের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। (ক) শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুরের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য "বিশেষ" অধিবেশনের প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাবটি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত হইবে, স্থির হইল। উপস্থিত সভায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় মহারাজের বিদ্যাবত্তা, আচার, বিনয় ও সৌজন্যের কথা মনে হইলে তাঁহার অভাবে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন। সংস্কৃত-সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও কৃতিত্ব ছিল। এ দিকেও তিনি আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এ উপাধি পাইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি আলাপ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। সুপণ্ডিত এবং বেদান্তাদি দর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন শ্রীযুক্ত অনন্তাচার্য্যের সহিত তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করিতে শুনিয়াছি। তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও আদর্শ হিন্দু ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 'সাহিত্যসংহিতা', 'সৌরভ' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার সৌখ্যে আমরা গৌরবান্বিত ছিলাম। এই শ্রেণীর লোকের মৃত্যু দেশের পক্ষে বড়ই অশুভজনক।

(খ) ৺বিহারীলাল গুপ্ত—স্বনামখ্যাত গুপ্ত মহাশয়ের পরিচয় অনাবশ্যক। তিনি প্রথম যুগের সি এস্, ব্যারিষ্টার হইয়া পরে লিগাল রিম্যাম্ব্র্যান্সার হন। শেষে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং কর্ম্মাবসানে বরোদারাজ্যের Prime minister নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'রমেশ-ভবনের' Patron হইবার জন্য ইনিই বরোদার মহারাজকে অনুরোধ করেন এবং মহারাজের নিকট হইতে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন।

(গ) ৺মোহিনীনাথ বিশি—ইনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী সদস্য ছিলেন। ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র, ৺শিশিরকুমার ঘোষ ও ৺রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র আঁকাইয়া ইনি পরিষদে দিয়াছিলেন। পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে ৫০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ও তন্মধ্যে কিছু দিয়াও গিয়াছেন।

(ঘ) ৺নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (থাকবাবু)—ইনি বঙ্গীয় নাট্যশালার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি পরিষদের বন্ধু ছিলেন। নটকুলচূড়ামণি ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের শেষ জীবনে তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত ইনি মুস্তফী মহাশয়ের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহারই আলয়ে মুস্তফী মহাশয়ের দেহাবসান হয়।

(ঙ) ৺হরেকৃষ্ণ চন্দ—ইনি অল্প দিন হইতে পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন—ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

(চ) ৺গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ—ইনি হাওড়ায় স্কুলবিশেষের পণ্ডিত ছিলেন। সদস্য হইয়া অবধি ইনি পরিষদের নানা অধিবেশনে ও সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিতেন।

(ছ) ৺নবসুন্দর বর্ম্মণ—ইনি পরিষদের রঙ্গপুর-শাখারও সদস্য ছিলেন ও বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রকাশের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল, ইঁহাদের আত্মীয় স্বজনকে পরিষদের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথির তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ	১। ছিন্ন হার
„ বিজয়চন্দ্র সিংহ	২। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ
„ দেবকুমার রায়চৌধুরী	৩। নূতন বঙ্গের পুরাতম কাহিনী
	৪। চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস
„ শ্রীজীব দেবশর্ম্মা	৫। দ্বৈতোক্তি-রত্নমালা
„ ঠাকুর উদয়নারায়ণ সিংহ	৬। গোভিল-গৃহ্যসূত্রম্ (৩ খানি)

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত ঠাকুর উদয়নারায়ণ সিংহ	৭। আর্য্যভটিয়ম্
	৮। ন্যায়দর্শনম্ (২ খানি)
	৯। সূর্য্যসিদ্ধান্ত
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০। Great Britain's Measures against German Trade. The Germans at Louvain
Registrar, Calcutta University	১১। Calcutta University Minutes Part VII 1915. Do. Calendar Part. III. 1916.
Supdt. Govt. Printing, India	১২। Statistical Abstract for British India Vol. IV. Administrative, Judicial and Local self Government 1913-14.
Supdt. Govt. Printing, India.	১৩-১৪। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July and August, 1916.
	১৫। Indian Wheat and Grain Elevation.
Director of Statistics	১৬। Statistics of British India, Vol. V. Education. 1914-15. Review of the Trade of India in 1915-16.
Secretary, Smith Sonian Institution.	১৭। A list of the Birds observed in Alaska and North-eastern Siberia during the Summer of 1914.
	১৮। Arequipa Pyrheliometry.
	১৯। Descriptions of a new genus and eight new species and subspecies of African Mammals.
	২০। Physical Anthropology of the Lenape or Delawares and of the Eastern Indians in general.
	২১। Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1915.
	২২। On the distribution of radiation over the Sun's Disk and new evidences of the Solar variability.
	২৩। The Pyranometer—an instrument for measuring Sky-radiation.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Secretary, Smith Soniam Institution.	২৪ ।	Three new Africans shrews of genus Crocidura.
	২৫ ।	The Ordaz and Dortal expeditions in search of El-Dorado, as described on Sixteenth century Maps.
	২৬ ।	Opinions rendered by the International Commission on Zoological nomenclature.
Supdt. Govt. Printing, India	২৭ ।	Report on the Administration of the Metrorological Department of the Govt. of India in 1915—16.
Dy. Supdt. Survey of India Dehra-Dun	২৮ ।	The Pendulum operations in India and Burma 1908 to 1913.
Supdt. Archæological Survey, Madras.	২৯ ।	Annual Report of the Archæological Department Southern circle, Madras, 1915-1916.
President, Advisory food Committee.	৩০ ।	Report of the Calcutta Advisory food Committee for the period ending 31st July, 1916.
Officer in charge, Bengal Secretariat Book Depot.	৩১ ।	Report on Sanitation in Bengal for the year 1915.
	৩২ ।	Annual Statistical Returns and short notes on vaccination in Bengal for the year 1915–16.
	৩৩ ।	Administrative Report of the Excise Department in the Presidency of Bengal for the year 1915-16.
	৩৪ ।	Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1915-16.
Supdt. Govt. Montype Press	৩৫ ।	Annual Returns of Statistics relating to Forest Administration in British India 1914-1915.
Registrar, Calcutta University.	৩৬ ।	Calcutta University Minutes Part VIII. 1914. Do Part. I. 1916. Do Calendar Part I. 1916.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Supdt. Govt. Press, Madras.	৩৭।	The Progress report of the Assistant Archaeological Superintendent for Epigraphy Southern circle for the year 1915-16.
Supdt. of Archaeology, Hyderabad State.	৩৮।	Annual Report of the Archaeological Department of His Highness the Nizam's Dominions 1323-24F / 1914-15. A. D.
Director, Geological Survey India.	৩৯।	Records of the Geological Survey of India Vol. XLVII, Part 3. 1916.
	৪০।	Memoires of the Geological Survey of India Vol. XLIII, Part, 2.
Professor of Sanskrit, Deccan College.	৪১।	Descriptive Catalogue of the Collection of Sanskrit Manuscripts in the Government Library.

প্রস্তাবিত সদস্যগণ

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীআশুতোষ সরকার বি এ, বি টি শিক্ষক, আরমানিটোলা গভর্ণমেণ্টস্কুল, ঢাকা।
"	"	শ্রীসুধাংশুমোহন মিত্র বি এ, বি টি ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন বি এ, বি টি ঐ ঐ।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু বি এ হেড মাষ্টার, জোড়াদহ উ, ইং, স্কুল।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	শ্রীকামাখ্যাপ্রসন্ন রায় বি এ সহঃ প্রধান শিক্ষক, এচ আই স্কুল, সন্তোষ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীবঙ্কিমবিহারী ঘোষ ৯ নেবুবাগান লেন, বাগবাজার।
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র, রাজষ্টেট, ৪৭।১ নীলকমল কুণ্ডু লেন, শিবপুর।
শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়		শ্রীনৃসিংহদাস বসু বি এল হাতিরকুল, কোন্নগর, ই, আই, আর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীক্ষেত্রদাস চট্টোপাধ্যায় বি ই এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, কান্দিয়া, আহমদপুর, কালনা রেলওয়ে, বর্দ্ধমান।
ঐ	ঐ	শ্রীননীগোপাল বসু বি ই ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণপাড়া, কোন্নগর।
ঐ	ঐ	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল ঘোষপাড়া, কোন্নগর।
ঐ	ঐ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় শিক্ষক, কোন্নগর হাই স্কুল, কোন্নগর।
শ্রীবসন্তকুমার রায় কবিভূষণ	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত বি এ ৪৩ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	শ্রীগোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ শুলু ওস্তাগরের লেন।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅপূর্ব্বকুমার মল্লিক পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।
ঐ	ঐ	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দালাল ১০ ভৈরব মুখার্জ্জি লেন, বেলগেছিয়া।
ঐ	ঐ	শ্রীআমিনদ্দিন মহম্মদ আড়দ্দার, ট্রামডিপোর সম্মুখ, বেলগাছিয়া।
ঐ	ঐ	শ্রীকানাইলাল দাস ৩ মহেন্দ্রবসুর লেন, শ্যামবাজার।
ঐ	ঐ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দে ৯ কুণ্ডুর লেন, পোঃ বেলগেছিয়া।
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	ঐ	ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম্ বি, সেরপুর, বগুড়া।
ঐ	ঐ	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বি এ কিষণগঞ্জ হাই স্কুল, কিষণগঞ্জ (পূর্ণিয়া)।
ঐ	ঐ	শ্রীজিতেন্দ্রমোহন মৈত্র এম্ এ হেড্ মাষ্টার, জর্জ্জ ইন্‌ষ্টিটিউশন, বগুড়া।
ঐ	ঐ	শ্রীভুবনমোহন রায় চৌধুরী জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবনবিহারী কুণ্ডু জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
„	„	শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ সান্ন্যাল জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
„	„	কবিরাজ শ্রীনীলরত্ন ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, কবিভূষণ সেরপুর, বগুড়া।
শ্রীমন্মথেশচন্দ্র সান্ন্যাল	„	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন ডাঙ্গারগড়, বি, এন্ রেলওয়ে।
„	„	শ্রীমহীতোষ সাহা ঐ ঐ।
শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত	„	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র প্রামাণিক কেদারপুর, বি, এন্ রেলওয়ে।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইম্পীরিয়াল কোল কোং, ঝরিয়া, ই, আই, আর।
„	„	শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ হেড্পণ্ডিত, রাণীগঞ্জ হাই স্কুল, রাণীগঞ্জ।
শ্রীশৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	„	শ্রীগোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ সম্পাদক—সাহিত্যসভা, লাভপুর স্কুল।
„	„	শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় বি এ লাভপুর।
„	„	শ্রীরামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, এড়োয়ালী।
„	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় লাভপুর।
„	„	শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় লাভপুর।
„	„	শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুর।
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীআর্ত্তবল্লভ মহান্তি এম্ এ কটক।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত গুপ্ত বি এ, বি টি বালেশ্বর।
শ্রীহরকিঙ্কর দাস	"	দেওয়ান আবদুল হামিদ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীকালীকিশোর দাস শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীসূর্য্যকুমার দত্ত কানুনগো, শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ ইন্দেশ্বর, শ্রীহট্ট।
শ্রীরাখালরাজ রায়	"	শ্রীকান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এটর্ণি সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৭২।৩ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর।
শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্ এম এস্ ১৪ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
"	"	এস্ সি মুখার্জ্জি স্কোয়ার, বালীগঞ্জ।
"	"	শ্রীদেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় বলরাম দে ষ্ট্রীট।
শ্রীশৈলেশনাথ বিশি	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ বি এল্ কামারনগর, ঢাকা।
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন জমিদার, সেনবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ ফরিয়াপুর পোঃ, গ্রাম পাহাড়পুর, রাজসাহী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদ্বারিকানাথ সরকার দরিয়াপুর পোঃ, গ্রাম চক্‌উজান, রাজসাহী।
শ্রীশৈলেশনাথ বিশি	"	শ্রীঅভয়কুমার ঘোষ এম্ এ আঠারবাড়ী ষ্টেট্, আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীতারাচরণ চক্রবর্ত্তী বারাণসী।
"	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বারাণসী।
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরজনীকান্ত দাস ১৭-১৮ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায় কোর্ট সাব ইন্সপেক্টর, সাদার্ণ ডিবিশন, পুলিশ কোর্ট।
"	"	শ্রীমৃগাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায় ছাপরা।
"	"	মৌলবি আলি হোসেন কাননগো, গোরাবাজার, বহরমপুর।
শ্রীহরিনাথ ঘোষ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মুন্সেফ, হুগলী।
শ্রীরসিকচন্দ্র বসু	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্রীমুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী করটীয়া পোঃ, ময়মনসিংহ। শ্রীআশুতোষ রায় বি এ করটীয়া, ময়মনসিংহ। শ্রীবসন্তকুমার রায় বি এ করটীয়া, ময়মনসিংহ। ডাঃ শ্রীজ্ঞানদামোহন সাহা এল্ এম্ এস্ করটীয়া, ময়মনসিংহ। শ্রীচন্দ্রনাথ গুহ করটীয়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় মগমা কলিয়ারী, মানভূম।
শ্রীননীগোপাল মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত ৬৬।৬৭ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীসোমনাথ রায়	"	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বদনগঞ্জ, হুগলী।
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত	"	শ্রীঅবনীনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া।
মৌলবী আবদুল করিম	"	শ্রীবিপিনচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	"	শ্রীহরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
শ্রীসোমনাথ রায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীশচীপতি রায় সবরেজিষ্ট্রার, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়, সবরেজিষ্ট্রার, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীসূর্য্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীহরিচরণ সেন বদনগঞ্জ, হুগলী।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ ঢাকা।
"	"	শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়, মোক্তার বরিশাল।
"	"	শ্রীরাসবিহারী সেন পণ্ডিতসার, ফরিদপুর।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কটক।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ উকীল, বরিশাল।
"	"	শ্রীনিরঞ্জন সেন বি এ কার্ত্তিকপুর, ফরিদপুর।
"	"	শ্রীশ্রীমন্তকুমার দাস গুপ্ত এম্ এ রঙ্গপুর।
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন বি এল উকীল, ময়মনসিংহ।
"	"	কবিরাজ শ্রীলালবিহারী মজুমদার মালদহ।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস খাররার।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	শ্রীসীতেশচন্দ্র রায় এম্ এ ৪৭ করপোরেশন ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীমেঘনাথ সাহা এম্ এ ৯২ অপার সারকুলার রোড।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্ এ অধ্যাপক, বহরমপুর কলেজ।
"	"	এম, সেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীমন্মথনাথ রায় ৫ কলেজ স্কোয়ার।
	"	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সিংহ দ্বারভাঙ্গা।
	"	শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র সিংহ আরল্ হোষ্টেল, বাঁকীপুর।
এস গাঙ্গুলী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মিউনিসিপ্যালিটি করপোরেশন, রেঙ্গুন।
		শ্রীনরেন্দ্রকিশোর রায় ২৮ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
এস গাঙ্গুলী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমনোরঞ্জন মৈত্র এম্ এ ১৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় নান্দাস, ইসাবপুর পোঃ, বগুড়া।
„	„	ডাঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ।
„	„	শ্রীসারদাকান্ত গোস্বামী ঐ ঐ।
শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	„	শ্রীচুণীলাল সেনগুপ্ত উকীল, বরিশাল।
„	„	শ্রীগোষ্ঠমোহন বসু বি এল্ ১৯ ছকু খানসামার লেন।
„	„	শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী বি এ চীফ্ সেক্রেটেরিয়েট্ অফিস্, রেঙ্গুন।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেন, বেলেঘাটা।
শ্রীযদুনাথ দে তত্ত্বনিধি	„	মৌলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী জমিদার, কোটালপুকুর পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।
„	„	শ্রীসারদাচরণ দত্ত বেনাবাগান, দেওঘর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	রায় বাহাদুর শ্রীহারাণচন্দ্র দেব কাণপুর জজ কোর্ট।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উকীল, পরমিটঘাট, কাণপুর।
„	„	শ্রীপ্রয়াগচন্দ্র মিত্র, উকীল সিভিল লাইন, কাণপুর।
„	„	শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্যারেড, কাণপুর।
„	„	শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেমিষ্ট, এগ্রিকালচার কলেজ, কাণপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনিত্যানন্দ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র দাস এম্ এ, এম্ ডি ১৪১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীরামহরি ভড়	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল ৪৩।২ এ বেণেটোলা লেন।
”	”	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু ৭১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র নিয়োগী	”	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ৩৩ ল্যান্সডাউন রোড।
শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি রাঁচী।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক	”	শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৬।৩ ফকীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট।
”	”	এন্, আর চাটার্জ্জি ৪।১ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন।
”	”	এ, কে ব্যানার্জ্জি স্কোয়ার ২০ চুনাপুকুর লেন।
”	”	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ বি এ পুষা, মজঃফরপুর।
”	”	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল এম্ এ গণিতাধ্যাপক, সি, এম্ এস্ কলেজ, কলিকাতা।
শ্রীশান্তনচরণ বিশ্বাস	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী এম্ এ, বি এল জমিদার, হুগলী।
”	”	শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল্ আঁটপুর, হুগলী।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	”	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বি এ ১৬৪।১।১ রসারোড, সাউথ, ভবানীপুর।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তি	”	শ্রীগিরিজাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ বি এ ডেপুটি ম্যানেজার, হাওড়া।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগৌরহরি সেন	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ ১ গোয়াবাগান লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী ২৩ নেবুতলা লেন।
শ্রীতারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ	ঐ	শ্রীনারায়ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রধান পণ্ডিত, মগরা হাট এইচ্, ই স্কুল, মগরাহাট।
ঐ	ঐ	শ্রীগিরিজাভূষণ মণ্ডল, উকীল, ডায়মণ্ডহারবার।
শ্রীরাঘবাচ্ ভট্টাচার্য্য	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনলিনীকান্ত রায় বি এ বিহার ও উড়িষ্যা রেভিনিউ বোর্ডের হেড এসিষ্টাণ্ট, বাঁকীপুর।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

বঙ্গাব্দ ১৩২৩, ৫ঠা পৌষ

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পরলোকগমনোপলক্ষ্যে শোক-সভা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
„ মণীন্দ্রনাথ সিংহ শর্ম্মা
„ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ গিরিজাপ্রসাদ বসু

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ পান্নালাল মুখোপাধ্যায়
„ অজরচন্দ্র সরকার বিদ্যাবিনো
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
„ সুরেন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী
„ কিশোরীমোহন গুপ্ত
„ যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভড়
" ননীগোপাল দে
" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" সমন পূর্ণানন্দ স্বামী
" বিজয়লাল দত্ত
" হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী
" শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়
" অতুলচন্দ্র লাহিড়ী
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" আনন্দকুমার দাস
" বিনয়ভূষণ রক্ষিত
" ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী
" অমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
" ননীগোপাল মজুমদার
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" বিধুভূষণ সেনগুপ্ত
" হরপ্রসাদ মজুমদার
" শরচ্চন্দ্র ঘোষ
" সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
" গিরীন্দ্রনাথ সেন
" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" আনন্দচন্দ্র সিংহ

শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন
" পূর্ণচন্দ্র সেন
" শিশিরকুমার ভাদুড়ী
" শিশিরকুমার দে
" ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
" এস্ এন্ রায়
" ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এস্ সি
" গিরিজাকুমার বসু
" কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ
" বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
" কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্
" বাণীনাথ নন্দী
" মতিলাল ঘোষ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" কালিদাস নাগ এম্ এ
" মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ
" গুরুদাস সরকার এম্ এ
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
" প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল
" রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী
" পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বি এ
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র
" শরৎলাল বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ বি এ
„ কালীচরণ মিত্র
„ কালীকুমার বসু
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন
„ প্রভাসচন্দ্র দে
„ লাডলীমোহন মিত্র এম্ এস্‌সি
„ গিরীশচন্দ্র দত্ত
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ এ সি সিংহ
„ জে সি ভট্টাচার্য্য
„ প্রভাসচন্দ্র বসু
„ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মহেশচন্দ্র রায়
„ রবীন্দ্রনাথ সেন

শ্রীযুক্ত হরিচরণ মিত্র
„ ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ অমূল্যচন্দ্র রায়
„ দেবেন্দ্রনাথ রায়
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
„ ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ রামকমল সিংহ
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
} সহকারী সম্পাদকগণ।

সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রথমেই বলিলেন,—সুসঙ্গ-রাজবংশ বঙ্গদেশে বহু প্রাচীন। দিনাজপুর, নাটোর, বর্দ্ধমান প্রভৃতির ন্যায় সুসঙ্গ-রাজবংশও বহু প্রাচীন। ইঁহাদের মহারাজা উপাধি পুরুষানুক্রমিক। সুসঙ্গ-রাজবংশ সমাজে বহু সম্মাননীয়। স্বশ্রেণীর সমস্ত কুলীন সমাজের সহিত ভোজন ও আদান প্রদান ইঁহাদের চলে। এমন কি, মহারাজ্ঞী নিজেই পরিবেশণ করিয়া থাকেন। রাজা রাম সিংহ এই বংশের মধ্যে একজন পূর্ব্বতন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মুসলমান রাজত্বকালে, তাঁহার সময়ে তিনি বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি একজন বিশেষ ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। দ্রাবিড়, ত্রৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র পণ্ডিতদের বিচার-সভায় তিনি স্বয়ংই মধ্যস্থের স্থান অধিকার করিতেন। দুঃখের বিষয়, তিনি শেষকালে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একজন মুসলমানীকে বিবাহ করেন।

কলিকাতার কোন এক সভায় খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত আনন্দ চার্লু মহাশয় এক দিন সভাপতি ছিলেন। তথায় একজন বক্তা বলিলেন,—ধনীরা এবং ধনীপুত্রেরা যদি সরস্বতীর উপাসনা করেন, তাহা হইলে বড়ই শোভন হয়। ধনিসম্প্রদায়কে সারস্বত সেবাপরায়ণ করিতে বক্তা বিশেষ চেষ্টা পান এবং উৎসাহান্বিত করিতে চেষ্টা করেন। ইনিই সুসঙ্গের কুমুদচন্দ্র। তিনি নিজে তাহা করিয়াছিলেন, নিজে আজীবন সারস্বত সেবাপরায়ণ হইয়া দিনাতিপাত করিতেন। তিনি নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে ধনী-সম্প্রদায় যে এক মহারত্ন হারাইয়াছেন, তাহাই নহে, বঙ্গদেশের একটি নক্ষত্রপাত হইয়াছে—বলাও যায়। তাঁহার জন্য শোক-সভায় যোগদান করিতে পাইয়া আমরা দূরদেশবাসী হইয়াও বিশেষ গৌরবান্বিত। তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশ সকলেরই উচিত। আপনারা যথোপযুক্তভাবে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করুন ও তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষায় যত্নবান্ হউন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন;—মহারাজ কুমুদচন্দ্র আমাদের দেশের লোক, এক জেলানিবাসী। তিনি বঙ্গের একজন কৃতী সন্তান, অগ্রগণ্য জমিদার, বংশের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। বিদ্বৎসমাজে তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ অভাব ঘটিবে, সে বিষয়ে বলাই বাহুল্য। আমি সংক্ষেপে তাঁহার বিষয়ে দুই চারিটা কথা বলিব। মহারাজা কুমুদচন্দ্র ১২৭৩ সালের ১৮ই আষাঢ়, ইংরাজি জুন, ১৮৬৬ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩২৩ সালের ১০ই আশ্বিন ইংরাজী ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯১৬ তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনকাল পূর্ণ ৫০ বৎসর। চরিত্র—তিনি প্রাচীন বি, কোর্সের বি এ ছিলেন। ডাক্তার বসুর সহিত তিনি বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে অনর্গল বক্তৃতা করিতে ও কাব্য রচনা করিতে পারিতেন। তিনি জ্যোতিষ জানিতেন। যন্ত্র ও কণ্ঠ উভয় প্রকার সঙ্গীতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহের পর ১২৯৭ সালে ১৭ই পৌষ কুমুদচন্দ্র সুসঙ্গের রাজা হন। এই সুসঙ্গরাজ ইতিহাসে সামন্ত অর্দ্ধস্বাধীন রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল। Permanent Settlementএর সময় হইতে ইঁহারা জমিদার। লর্ড রিপণের সময়ে ১৮৮৪ খৃঃ সুসঙ্গ-রাজ বংশানুগত মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। কুমুদ-চন্দ্রের পিতা এই উপাধি পান। কুমুদচন্দ্র বংশগত হিসাবে ১০০ জন Armed Retainer এর অধিকার, দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতির ছাড় এবং গবর্ণমেন্টের Private Entry অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি Patriot ছিলেন, কিন্তু Politics বা রাজনীতির চর্চা করিতেন না। তিনি রাজনৈতিক সভায় যোগদান না করিয়াও দেশের বহু কল্যাণসাধনে নিয়োজিত থাকিতেন। বিধবা, অন্নহীন-বালক ছাত্র ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রভৃতি বহুতর লোককে বৃত্তিদান করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতে স্বদেশী শিল্পের প্রবল অনুরাগী ছিলেন। শিল্পের উন্নতিকল্পে বহু সাহায্য করিতেন। তিনি প্রজাবৎসল ছিলেন। এজমালির ম্যানেজার থাকিলেও তিনি নিজে প্রজাদের সন্ধান লইতেন এবং স্বকর্ণে তাহাদের আবেদন শুনিতেন ও যথাসাধ্য প্রতিকার করিতেন। রাজপুরুষদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ

ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বিদেশীয় ভোজে কখনও যোগদান করেন নাই বলিয়াই বোধ হয় তিনি High regard পাইয়াছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তত্রাচ সমাজ-সংস্কারে বিশেষ আস্থা ছিল। স্বীয় শ্রেণীর ৮টি পটীকে একত্র মিলাইয়া বারেন্দ্র-সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। জাতীয়-ভাবে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াই ময়মনসিংহে তিনি মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করেন। তাঁহার দেশের লোক বলিয়া আমি গৌরবান্বিত। তাঁহার গুণাবলী-সম্বলিত বিস্তৃত জীবনী আপনাদের অনুমতি হইলে আমি লিখিতে চেষ্টা করিতে পারি। (সুসঙ্গ-রাজবংশের অনেক কিম্বদন্তী এই স্থানে চৌধুরী মহাশয় বিবৃত করেন।)

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের দুইটি গুণ ছিল। তিনি সকল সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি উর্দ্দুও জানিতেন। সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি মিশিতেন। গরীব দুঃখী, বড় লোক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মুসলমান, মৌলভি, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকের সহিত তিনি আলাপ করিতেন। ভ্রমণে বাহির হইয়া আমার বাসায় গিয়া কত দিন আলাপ করিয়া আসিয়াছেন। চাকরদের সঙ্গে কখন 'তুমি' ছাড়া 'তুইরে' বলিতেন না। ইহা বড় সামান্য গুণের কথা নহে। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন,—মহাপুরুষের তিরোভাব হইয়াছে। তাঁহার অমায়িকতা, উদারতা ও সরলতা প্রভৃতি গুণে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সরল, স্বাধীন, আদর্শ মানবের গুণ মহারাজ কুমুদচন্দ্রে ছিল। আমি নিজে তাহা অনুভব করিয়াছি। বারেন্দ্র-সমাজের অগ্রণী "উদয়াচল" বলিয়া তাঁহার বংশ বিখ্যাত—আজ উদয়াচলের ব্রাহ্মণ-সমাজের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, এইরূপ সাধু, রাজপুরুষের অকাল-মৃত্যুতে আমরা বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইলাম।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রে নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার সহিত সরলতা ও বিনয় থাকায় একটা অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানে তাঁহাকে সমানভাবে আদর করিতেন। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের প্রস্তাবে এই বিশেষ অধিবেশন হওয়াই ইহার প্রমাণ। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহাকে হারাইয়া আমরা মর্ম্মাহত। তিনি যখন সে দিন কলিকাতায় তাঁহার বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দেশে গমন করিবার প্রস্তাব করেন, আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই বিদায় আমাদের সহিত শেষ বিদায় হইবে, ইহা আমরা কেহই কল্পনা করি নাই। অদ্য আমার সেই কথা স্মরণ হইয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিতেছি। কুমুদচন্দ্র পুরাতন বংশের বংশধর। আভিজাত্যে, বিনয়ে, বিদ্যায় তিনি আদর্শস্বরূপ ছিলেন। এই আদর্শ সকলের অনুকরণীয়। এমন আদর্শের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা দেশের প্রত্যেকের উচিত।

পরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন,—মহারাজার

বিনয় অসাধারণ ছিল। এই বিনয় থাকা প্রযুক্তই তিনি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার মত মহারাজের স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার উদ্দেশে তর্পণ করা উচিত।

তারপর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের সত্যপ্রিয়তা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধা অসাধারণ ছিল। শোকে প্রপীড়িত হইয়াও তিনি কাতর অবস্থায় সত্য ও কর্ত্তব্যের পালনে অটল ছিলেন—আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নিজে পরম হিন্দু ছিলেন; সেই সঙ্গে অপরকে হিন্দু-আচার রক্ষণশীল দেখিলে নানা উৎসাহ দান করিতেন। এই সূত্রে তাঁহাকে সম্পূর্ণ অপরিচিতের সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে যত্নবান্ দেখিয়াছি। এই দুইটি অনুকরণীয় গুণের উল্লেখ করিয়া পর-লোকগত মহাত্মার উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—যেমনটি যায়, তেমনটি পাওয়া যায় না। আজকাল বড় বংশের মান-সম্ভ্রম, মর্য্যাদা বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ—Tradition of the Family বজায় রাখা বড় শক্ত। কুমুদচন্দ্র স্বীয় শ্রেণীর আট পটীর মেলনে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। বিনয় ভিন্ন মহৎ হওয়া যায় না। মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহে বিনয় যথেষ্ট ছিল। পদমর্য্যাদা-জনিত সমাজের প্রতি দায়িত্ব-বোধ না থাকিলে কোন সমাজের নেতা হওয়া যায় না। তাঁহার সে বোধ ছিল। তিনি বলিতেন,—পাখী, ঘোড়া, মণিমুক্তা, এ সকল চিনি—কিন্তু মানুষ চিনি না। তিনি চমৎকার ভাবে সকলকে বাগিয়ে আনিতে পারিতেন। দেশের প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতির জন্য পিতা পিতামহের ও বংশের স্মৃতি-বিজড়িত বলিয়া এই দারুণ পীড়া লইয়াও দেশে যাইতে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজকালকার কালে জমিদারগণের মধ্যে এরূপ দেশপ্রীতি বিরল। স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে মৃত ব্যক্তির নানা গুণের আলোচনা করিয়া তাঁহার গুণগুলি জীবিত রাখা কর্ত্তব্য। পরিষৎ মহারাজার স্মৃতি রক্ষার আয়োজন করিয়া ভালই করিয়াছেন। সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক ও জাতিবিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনায় নেতৃত্ব করিতে মহারাজের মত দ্বিতীয় যত্নশীল ব্যক্তি পাওয়া যায় না। বারেন্দ্র শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপূজ্য মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় অদ্যকার সভাপতি হওয়ায় বড়ই শোভনীয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের সহিত আমরা সভাপতি জগদীশচন্দ্রের প্রথম ছাত্র। তিনি মহারাজা হইলেও চিরউদার এবং উন্মুক্ত-হৃদয় ছিলেন। নানা বৈষয়িক কার্য্যে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য ও বঙ্গভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নানা সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান রাখিতেন এবং অনুসন্ধিৎসুকে বলিয়া দিতেন। ময়মনসিংহের বক্তৃতা কেমন সুন্দর হইয়াছিল। তিনি একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন; তাঁহাকে পাইয়া জাতি গৌরবান্বিত; তিনি জাতির অলঙ্কার ছিলেন। তাঁহার অভাবে আমরা বিশেষ

দুঃখিত। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার অভাবজনিত শোকে আমার পক্ষে ভ্রাতৃশোকের ন্যায় লাগিয়াছে।

তৎপরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক তিনটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। (প্রস্তাব কয়টি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

শেষে সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, আমরা নিম্নলিখিত সদস্য মহাশয়গণের নিকট হইতে অনিবার্য্য কারণে অনুপস্থিতিজ্ঞাপক ও সহানুভূতিসূচক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি (১) রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, (২) মহারাজা সার গিরিজানাথ রায়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রথম প্রস্তাব,—

প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যসেবী, সাহিত্যিকগণের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা, লোকপ্রিয় স্বর্গীয় মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রগাঢ় শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং মহারাজ বাহাদুরের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত তাঁহাদের শোকে ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব,—

কি ভাবে মহারাজের স্মৃতিচিহ্ন পরিষৎ মন্দিরে স্থাপিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব,—

এই শোক-সভায় গৃহীত মন্তব্যগুলির অনুলিপি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

২৩শ বার্ষিক, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। নূতন নিয়ম গঠন প্রস্তাব—"যদি পরিষদের কোনও সদস্য পরিষৎ হইতে কোনও কার্য্যের জন্য বেতন বা এ্যালাউন্স গ্রহণ করেন বা পরিষদের কোন কার্য্যের জন্য কমিশন গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে বা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।" এই নূতন নিয়ম গ্রহণ সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য", (খ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি" এবং (গ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা" নামক প্রবন্ধত্রয়। ৬। প্রদর্শন,—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক স্কেলিরিট নামক খনিজ পদার্থ এবং (খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৭। বিবিধ।

সভাপতি মাননীয় বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, এখন এত রাত্রে অদ্যকার সকল আলোচ্য বিষয়গুলির সম্পূর্ণরূপে আলোচনা হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং প্রবন্ধাদি আগামী অধিবেশনে পঠিত হইলেই ভাল হয়। অদ্য কেবল গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া সভার কার্য্য শেষ হউক।

সভাপতি মহাশয় আরও বলেন যে, এই সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির যাহাতে কেবল নামে মাত্র পর্য্যবসিত না হয়, দেশবাসীর নিকট যাহাতে নামে ও কর্ম্মে মন্দির বলিয়া গণ্য হয়, আমি সেরূপ ইচ্ছা করি। আমি ইহাকে দেশীয় ভাবে ও দেশীয় প্রথায় সাজাইব, ইচ্ছা করিয়াছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আমার ইচ্ছা ছিল যে, বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে দেশীয় ভাষায় আমি আপনাদের নিকট কিছু বলিব। কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন আমি এত দিন সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। যদি শরীর সুস্থ থাকে, শীঘ্রই সে আশা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব।

তিনি নূতন সভ্য সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আমি আপনাদিগকে আনন্দের

সহিত জানাইতেছি যে, ইতিমধ্যেই অনেক নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং প্রায় তিন শত টাকা আয়ও বাড়িয়াছে। আমি ভরসা করি, পরিষদের প্রত্যেক সভ্যই, পরিষদের মঙ্গলের জন্ত চিন্তা ও চেষ্টা করিবেন।

তিনি আরও বলেন যে, এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া আমাদের দেশ, আমাদের মাতৃভূমিকে বড় করিতে হইবে এবং ইহাই আমাদের সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য।

উপসংহারে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, কোন বিষয় লইয়া, মন্দিরের মধ্যে জেদ করিয়া তর্ক-বিতর্ক করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদের মধ্যেই মত-ভেদ হয়। কিন্তু সেই মতভেদকে মনান্তরে পরিণত করা উচিত নহে। আর মতভেদ হইলে রাগ করাও অনুচিত।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ, নূতন সদস্ত নির্ব্বাচন এবং পুঁথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।) তাহার পর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে,—আমরা আমাদের বর্ত্তমান সভাপতি মহাশয়কে, অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া এখানে আনিয়া বসাইয়াছি এবং আমরা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে প্রধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা এখন আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য সভাপতি মহাশয়কে কোন প্রকারেই সাহায্য করিতেছি না। তাঁহার বাক্য আমাদের পক্ষে আদেশ ; কিন্তু আমরা তাঁহার আদেশ মান্ত করিয়া চলিতেছি কৈ ? পূজার এক মাস পূর্ব্বে তিনি পরিষদের সদস্ত-গণের নিকট, পরিষদেরই মঙ্গল ও উন্নতির জন্ত, কিছু অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং আমরা অনেকেই তাঁহাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিও আমরা তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও দেই নাই। তিনি আমাদের সম্মান বৃদ্ধির আশায়, বাহিরের লোকের নিকট হইতে অর্থ প্রার্থনা করেন নাই।

ত্রিবেদী মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে সভায় নূতন নিয়ম গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন। কিন্তু প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তিনি বলেন যে, আপনাদের সম্মুখে এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করা শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়েরই উচিত ছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে তাঁহার মত না থাকায়, তিনি ইহা উপস্থাপিত করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইতেছে। ইহা বলিয়া হেমবাবু প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—"যদি পরিষদের কোনও সদস্ত পরিষৎ হইতে কোন কার্য্যের জন্ত বেতন বা এ্যালাউন্স গ্রহণ করেন বা পরিষদের কোন কার্য্যের জন্ত কমিশন গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে বা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।"

প্রস্তাব পাঠ শেষ হইলে, হেমবাবু নিম্নলিখিতরূপে বেতন, এ্যালাউন্স ও কমিশনের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বেতন মানে—মাসিক কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা। এ্যালাউন্স মানে—সময়মত কার্য্য করিয়া মাসিক বা বাৎসরিক কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করা। ইহা কতকটা পেন্সিয়ানের ন্যায়। কমিশন মানে—আদায়ী টাকার উপর শতকরা, হাজার-করা কিম্বা প্রতি টাকায় কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা। এডিট্ মানে—কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের চুক্তিতে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করা।

অতঃপর হেম বাবু বলেন, যখন পরিষদের শৈশব ও বাল্য অবস্থা ছিল, যখন পরিষৎ কেবল গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন বেতন, কমিশন, এ্যালাউন্স অথবা এডিটিং কি, কোন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য অথবা কোন কর্ম্মকারককে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তখন এমন একজন লোক ছিলেন, যিনি পরিষদের জন্য খুবই কাজ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে এ্যালাউন্স দেওয়া হইত। পরিষদের এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন অনেক সভ্য আছেন, যাঁহারা বিনা পয়সায় পরিষদের সেবা ও কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এ্যালাউন্স আদি না দিয়া, যখন কার্য্য করিবার লোক আমরা পাইতেছি, তখন উহা কেন দিব? বিশেষতঃ যদি কোন কর্ম্মকারক অথবা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন সভ্য এই ভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করেন, তবে অনেক সময় আবশ্যক হইলে এবং তাঁহার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও তিনি সম্পাদক, কি সভাপতির বিপক্ষে কোন মত দিতে পারেন না এবং তিনি সম্পাদক মহাশয় প্রভৃতির কোন অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন। এ্যালাউন্স আদি গ্রহণ করিলে, তাঁহার স্বাধীনতা থাকে না। সে কারণ আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। দুই শ্রেণীর সভ্যের দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়া থাকে ; যথা—Ex-officio এবং সাধারণ সদস্য। সকল সভা-সমিতিতেই আমার এই প্রস্তাবের সমর্থক নিয়মাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটীর নিয়মাবলী আরও কঠিন। যদি কোন লোক এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে বেতন প্রাপ্ত হয়েন বা কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করেন, তবে তিনি ভোট দিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পূর্ণরূপে মূল প্রস্তাব এবং হেম বাবুর বক্তৃতার সমর্থন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। হীরেন্দ্র বাবু বলেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যখন এই প্রস্তাবটি উঠিয়াছিল, তখন ইহার পক্ষে ৯টি এবং বিপক্ষে ৭টি ভোট হইয়াছিল। কিন্তু এই সাত জনই সাহিত্য-পরিষদের গঠনকালে ইহার ধাত্রীস্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমি একজন। যাঁহারা হাতে করিয়া এই সাহিত্য-পরিষৎকে গড়িয়াছেন, তাঁহারা যেরূপ ভাবে ও যে প্রকার প্রাণের টানে পরিষদের মঙ্গল চিন্তা করিবেন এবং তাঁহাদের পক্ষে তাহা যতটা স্বাভাবিক, ততটা আর কাহারও পক্ষে নহে। কারণ, যাহারা যে বস্তুকে হাতে করিয়া গড়ে, তাহাদের সেই বস্তুর উপর মমতা অধিক হয়। সে বস্তুকে তাহারা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু মনে

ভাবে। আমরা যাহারা সাহিত্য-পরিষদের ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছি, তাহারা কেহই ত এক দিনও এরূপ কোন ত্রুটি দেখিতে পাই নাই, যে জন্য অদ্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। বরং মনে হয়, ঐ ভাবে কার্য্য চালাইলে, সাহিত্য-পরিষদের ক্রমেই উন্নতি হইবে। হেম বাবু ৺ব্যোমকেশ বাবুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমি যখন সেক্রেটারী বা সম্পাদক ছিলাম, তখন তিনি (৺ব্যোমকেশ মুস্তফী) বেতন গ্রহণ করিয়াও আবশ্যক হইলে আমার বিরুদ্ধে ভোট দিতেন এবং আমার কথার প্রতিবাদ করিতেন। হেমবাবুর এই প্রস্তাবের মূলে ব্যক্তিগত কটাক্ষ রহিয়াছে। আমি অতিশয় আন্তরিকতার সহিত বলিতেছি যে, এই প্রকার ব্যক্তিগত মনোভাব লইয়া সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে যোগদান করা কোন ক্রমেই উচিত নহে, বরং এই প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রতিবাদের সমর্থন করেন। বক্তা বলেন,—শ্রীযুক্ত হেমবাবু বলিয়াছেন যে, সর্ব্বত্রই এইরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু আমি তাহা আদৌ স্বীকার করিতে পারি না। বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থানে "জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের" উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সে স্থানে আমরা চাকরী করি এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি অনেক টাকা দিয়াছেন ও দিয়া থাকেন। সেখানে আমরাও যেমন ভোট দিবার অধিকারী, তাঁহারাও সেইরূপ। আবশ্যক হইলে হীরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধেও ভোট দিয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হেমবাবুর প্রস্তাবিত এই নূতন প্রস্তাবটি গ্রহণের কোনই আবশ্যকতা নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়লাল দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন,—এই নূতন প্রস্তাবের যিনি প্রস্তাবক, তাঁহার কথা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি আরও বলেন যে, আমি যখন "জুলোজিক্যাল গার্ডেনের" সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলাম, তখন কার্য্যকরী সমিতিতে আমিও মেম্বার ছিলাম। আবশ্যক হইলে কর্ম্মাধ্যক্ষের বিপক্ষেও ভোট দিতাম। যখন কোন কর্ম্মচারীর কার্য্য কিম্বা বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা হইত, তখন কেবল সেই ব্যক্তিই, সেই স্থান ত্যাগ করিতেন। ইহাতে কখনও কোন অসুবিধা হয় নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন যে, শ্রীযুক্ত হেমবাবু যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অতিশয় মূল্যবান্। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যে প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু ও শ্রীযুক্ত বিজয় বাবুদ্বয় যে সকল যুক্তি দ্বারা ঐ প্রতিবাদের অনুমোদন ও সমর্থন করিয়াছেন, আমার মতে তাহা ঠিক নহে। অনুসন্ধান করিলে যেমন কালীপ্রসন্ন বাবু ও বিজয় বাবুর সপক্ষে দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপে শ্রীযুক্ত হেমবাবুর পক্ষেও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টান্তের অভাব হয় না। অধিকাংশ সভা-সমিতির সদস্যবর্গ ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণ অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং আমি ভরসা করি, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাবটি যাহাতে অদ্যকার সভায় গৃহীত হয়, আপনারা সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, আজি আমার বড়ই আনন্দের দিন। আমি আজ ২৩ বৎসর পরিষদের সহিত লিপ্ত আছি। পরিষদের নানা বিভাগে আমি কার্য্য করিয়াছি এবং এখনও কার্য্য করিতেছি। মধ্যে কয়েক বৎসর মাত্র, শারীর অসুস্থতার জন্য বিশেষভাবে পরিষদের কার্য্য করিতে পারি নাই। আজি আমাকে পিঁজরাপোলে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে আমার দুঃখ ও অভিমান নাই এবং তাহাতে আমি অপমানও বোধ করি না। পরিষৎ আমার বড়ই প্রিয়। আমি ঝাড়ুবরদার হইতেও রাজী আছি। গত বৎসর আমি সহকারী সম্পাদক হইতেও রাজী হইয়াছিলাম। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার মনে বড়ই ব্যথা লাগিয়াছে। অর্থাৎ আমার কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার দ্বারা পরিষদের কোন কাজ করাইয়া না লইয়া আমাকে আপনারা পিঁজরাপোলে পাঠাইতে চাহেন।

কিন্তু এই দুঃখের উপরেও আজি আমি বড়ই আনন্দানুভব করিতেছি। তাহার কারণ এই যে, আমার বন্ধুবর্গ পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিতে রাজী হইয়াছেন। আমি যখন সম্পাদক ছিলাম, তখন হেমবাবুর ন্যায় সহকারী সম্পাদক প্রাপ্ত হইয়া, আমি অনেক কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, আজি আমাকে তাঁহার প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইতেছে।

সকল কার্য্যেই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রস্তাবিত প্রস্তাব গৃহীত হইলে, পরিষদের কার্য্য ভালভাবে চলিবে না। আমার মনে হয়, এ সকল কার্য্যে আইন-কানুনের জবরদস্তি করা উচিত নহে; এখনও সে সময় উপস্থিত হয় নাই।

পরিষদের কর্ম্মীর অভাব; কার্য্যের অভাব নাই। যাঁহারা বিনা বেতনে এবং বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পরিষদের অনেক উপকার করিতে পারেন। আমি জানি, জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশিকার একটি টাকা দিয়া, ৩।৪ মাসের মধ্যেও সভ্য হইতে পারেন নাই। ইহা কি কর্ম্মীর অভাবের জন্য নহে? পরিষদে অনুসন্ধান করিলে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।

প্রস্তাবিত বিধি সমীচীন এবং যুক্তিযুক্ত হইলেও এ প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিবার সময় হইয়াছে কি না, তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। সভাপতি মহাশয় তিন মাস পূর্ব্বে এই পরিষদের জন্য কিছু সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং আমরা অনেকেই তাঁহাকে আশা দিয়াছিলাম। কিন্তু এখনও তাহার কিছুই হয় নাই। ৺ব্যোমকেশের মত বা তত্তুল্য কোন ব্যক্তিকে সভ্য রাখিয়া এবং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য করিয়া কার্য্য করিলে ক্ষতি কি? শুনিতেছি, লোকের অভাব নাই, কিন্তু কাজ ত কিছুই হইতেছে না। এককালে আমার এমন ক্ষমতা ছিল, যখন নিঃস্বার্থভাবে সাহিত্য-পরিষদের অনেক কার্য্য করিয়াছি। দশ, বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছি। কালক্রমে আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন যদি পরিষৎ

আমাকে কিছু কিছু কমিশন দেন, আমি তাহা লইতে রাজী আছি এবং তাহাতে আমার অপমানই বা কি আর আপনাদের তাহাতে ক্ষতিই বা কি ?

আমি সামান্য স্কুল মাষ্টার। আমি যেখানে কার্য্য করি, সেই রিপণ কলেজের পরিচালন-ভার এখন একটি পরিচালন-কমিটীর উপর ন্যস্ত। সেই রিপণ কলেজের পরিচালন-কমিটী, কয়েক জন অবৈতনিক ভদ্রলোক এবং কয়েক জন বেতনভোগী কর্ম্মচারীর সমবায়ে গঠিত। আমি তন্মধ্যে একজন। কৈ, তাহাতে তো আমাদের কার্য্যের কোন ক্ষতি হয় না? আমাদের দ্বারা কখনও কোন কার্য্যের ত্রুটি হইয়াছে বা কোন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই, কলেজের Founder মহাশয় কখনও এরূপ কথা বলেন নাই। পরিষদে এই প্রস্তাব গ্রহণের এখনও সময় আসে নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করিবার জন্যই আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি।" কিন্তু তিনি এ কথা কোথায় পাইলেন? আমি প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া, আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি না। হীরেন্দ্র বাবুর এইরূপ বলা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে, আমি এক্ষণে কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিতেছি। আমার প্রথম চিন্তা এই যে, অতঃপর আমার সভাপতি থাকা উচিত কি না। কারণ, কোন কোন সভ্য যখন কাহাকে কাহাকে পিঁজরাপোলে পাঠাইতে চাহিতেছেন, তখন আমি তাঁহাদের গুরু হইয়া কি বাদ পড়িব? তাই ভাবিতেছি, অতঃপর আমার স্থান কোথায়?

দ্বিতীয়তঃ এসিয়াটিক সোসাইটীর দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না। কারণ, পরিষৎ আমাদের দেশের দেশী সভা। এখানে কোন বিদেশী আদর্শ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরিষদে যে সমস্ত পুস্তক ছাপা হইয়া গুদাম-জাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে পরিষদের মর্য্যাদার হানি হইতেছে। কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে কার্য্য হইতেছে না। সুতরাং সকল দিক্ ভাবিয়া কার্য্য করা প্রয়োজন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে এবং এখন রাত্রিও অনেক হইয়াছে। এখন ইহা শেষ করা উচিত। সাহিত্য-পরিষদের সভ্য নহেন, এমন কেহ যদি এই সভায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহার নিকট আমার অনুরোধ, তিনি যেন ভোট দিবেন না। আমি প্রথমে প্রস্তাবের পক্ষে যাঁহাদের মত আছে, তাঁহাদের ভোট গ্রহণ করিয়া প্রস্তাবের বিপক্ষ মতাবলম্বীদিগের ভোট গ্রহণ করিব।

সভাপতি মহাশয়ের এই কথার পর কি ভাবে ভোট গ্রহণ করা হইবে, তাহারই আলোচনা আরম্ভ হয়। তখন হেমবাবু বলেন যে, আপনি অনুমতি করিলে, ভোটদাতারা

আপনার সম্মুখ দিয়া, হলের দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাইতে পারেন এবং সেই সময়ে আপনি ভোট-গণনা করিতে পারেন। তখন এই ভাবে প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে, এই উভয় দলের ব্যক্তিগণের সংখ্যা গণনা করা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৩৭ জন এবং বিপক্ষে ৩৮ জন ভোট দিয়াছিলেন। বিপক্ষে এতদতিরিক্ত আর কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন, অনাবশ্যক বোধে তাঁহাদের ভোট লওয়া হইল না। ইহার পর সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত নূতন সদস্য

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষাল	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্ উকীল, ছোট আদালত, ৯০।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্।
•	•	শ্রীহরেকৃষ্ণ যজুর্ব্বেদী "বিরক্ত-মন্দির", ভরতপুর, রাজপুতানা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীজীবানন্দ মল্লিক অপার ফ্ল্যাট, ইষ্ট এণ্ড, ১৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
•	•	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সহঃ সম্পাদক, বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতি, হেতমপুর রাজবাটী, হেতমপুর, বীরভূম।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়		শ্রীকৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য গ্রাম ধনৈল, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৪১এ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্।
•	•	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীললিতকুমার নিয়োগী সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল, সন্তোষ, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীবিনোদবিহারী রায় একাউণ্টাণ্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, নং ১, কলিকাতা ডিবিসন।
„	„	শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, ভট্টাচার্য্য কামানপুর, চাকদহ, নদীয়া।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	„	শ্রীঅভয়চরণ রায়, এটর্ণি ২৮ জেলেটোলা লেন।
„	„	শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৪ বাহির মীর্জ্জাপুর রোড।
„	„	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য লেন, গড়পার, কলিকাতা।
„	„	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সরকার ১৩।৩ বাহির মীর্জ্জাপুর রোড।
„	„	শ্রীলালবিহারী বসু ২০ জগন্নাথ দত্ত লেন।
„	„	শ্রীরঘুনাথ দত্ত ৫ জগন্নাথ দত্ত লেন।
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	„	শ্রীঅমিয়নাথ রায় বি এ ৮ ভুবনমোহন সরকার লেন।
„	„	শ্রীচারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্ অফিসিয়েটিং মুন্সেফ, মুন্সী হাউস, বরাহনগর।
„	„	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমীদার, টাকী।
„	„	শ্রীহিরণকুমার ঘোষ, জমীদার ঘোষবাবুর বাটী, টাকী, ২৪ পরগণা।
„	„	রায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, জমীদার, টাকী, ২৪ পঃ।
„	„	শ্রীমোহিতচন্দ্র কুণ্ডু, জমীদার টাকী, ২৪ পঃ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীকৈলাশচন্দ্র দাস চীফ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কণ্ট্রোলার আফিস, শিলং, আসাম।
„	„	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র or P. C. Mitter Esqr. E. A. Superintendent. Survey of India. Camp Dibrugarh, Assam.
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীক্ষীরোদবিহারী সেন	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত C/o কে বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স, ৬০ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীঅখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	„	শ্রীগিরিশচন্দ্র মৈত্র এল্. এম্, এস্ Asst. Surgeon, Juvenile Jail, Alipur. C/o শ্রীসতীশচন্দ্র মৈত্র, এসিষ্টাণ্ট জেলার।
শ্রীমন্মথনাথ দত্ত	„	শ্রীকমলাপ্রসাদ দত্ত, জমীদার বৈদ্যপুর গ্রাম, পোঃ টেঁয়া, মুর্শিদাবাদ।
„	„	শ্রীনিত্যগোপাল রুদ্র এম্ এ ভগীরথপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পোঃ ভগীরথপুর, মুর্শিদাবাদ।
„	„	শ্রীশরৎকুমার দত্ত, সেক্রেটারী জে, আর, সমিতি, পোঃ টেঁয়া, মুর্শিদাবাদ।
„	„	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ধনরক্ষক নারায়ণপুর সমিতি, নাতাডাঙ্গা, পোঃ নদীয়া।
„	„	শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তী	„	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সাবরেজিষ্ট্রার, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ ১৬০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্।
শ্রীউপেন্দ্রলাল বড়ুয়া	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুধাংশুপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ৪৩ মোহন বাগান রো, রাউজান, চট্টগ্রাম।
„	„	শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু হরিঘোষের ষ্ট্রীট্

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমনাথ রায় Teligraphist, সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিস, কলিকাতা।
"	"	শ্রীউমানাথ রায় সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিস।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন বি এল্ ৩৬।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় ২০ জোড়াপুকুর স্কোয়ার।
"	"	শ্রীঅমূল্যচরণ সেন ৫৩ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	এস্, আর, দাস, ব্যারিষ্টার ৮ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট।
"	"	জি, সি, মণ্ডল ৯৩।৩এ আপার সার্কুলার রোড।
	"	শ্রীযামিনীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ৯৩।১ আপার সার্কুলার রোড।
"	"	এস্. এম্, বসু ৯৩ আপার সার্কুলার রোড।
"	"	মিঃ ভৌমিক টেলিগ্রাফ ষ্টোর্স।
"	"	শ্রীঅনন্তনাথ মিত্র সাবজজ, গয়া।
"	"	জে, এন্, রায় আই, সি, এস্, হাজরা রোড।
শ্রীশরচ্চন্দ্র পুরকায়স্থ	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র নাইয়া গোপাল নগর, মথুরাপুর পোঃ, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার হালদার ভগবতীপুর, ঘাটেশ্বর পোঃ, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীপশুপতি হালদার দৌলতপুর, কলতা পোঃ, ২৪ পঃ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীশরচ্চন্দ্র পুরকায়স্থ	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নায়েব, মড়িগঙ্গা লাট, মড়িগঙ্গা, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ হালদার হরিণডাঙ্গা, ডায়মণ্ড হারবার পোঃ, ২৪ পঃ।
মহম্মদ শহীদুল্লাহ	"	শ্রীযদুনাথ বসু বি এল্ বসিরহাট, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি এল্ ঐ ঐ
"	"	শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্ ঐ ঐ
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তি	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহু "গোবিন্দ আশ্রম", পটাশপুর, মেদিনীপুর।
ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	"	শ্রীসুনীতিকুমার পাল ২১।১ রামমোহন সাহার লেন।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু বি এল্ সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বসিরহাট, ২৪ পঃ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩৪ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১। স্পন্দকারিকাঃ
	২। শিবসূত্রবার্ত্তিকং
" রাধানাথ পতি	৩। কেশিয়াড়ী
" কালীহর বিদ্যালঙ্কার	৪। ঈশানমিশ্রবংশম্
" সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	৫। আর্য্য-সমাজ-সংস্করণ
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	৬। ভদ্রকালী গ্রামনিবাসী স্বৃত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী বা ভৈরব-কথা
" ডাঃ অমৃতলাল সরকার	৭। Report of the Indian Association for the Cultivation of Science for the year 1914.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Supdt. Govt. Printing	৮।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, September 1916.
Secretary, Smithsonian Institution	৯।	Annual Report of the Smithsonian Institution, 1915.
Do	১০।	Dynamical Stability of Aeroplanes.
Do	১১।	Sources of Nitrogen Compounds in the United States.
Do	১২।	Smithsonian Miscellaneous Collection Vol. 65.
Do	১৩।	Cambrian Geology and Paleontology.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt, Book Depot.	১৪।	Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1915—16.
Supdt. Govt. Printing, India	১৫।	Patent Office Journal, July to September, 1916.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt, Book-Depot	১৬।	Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1916.
Agricultural Adviser, Govt. of India, Pussa	১৭।	Report of the Agricultural Research Institute and College. Pussa, 1915—16.
শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	১৮।	A rough sketch of the antecedents, family history, official career and loyalty etc. of Sati Prosad Sen, 1915.

২৩শ বার্ষিক, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৫শে পৌষ, ১৩২৩, ৯ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার, রাত্রি ৭॥০টা।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি, এইচ্ ডি (সভাপতি)

রাজা „ রবীন্দ্রনাথ রায়

„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

„ কালিদাস নাগ এম্ এ

„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

„ পান্নালাল বাক্‌লীওয়ালা দিগম্বরীয় জৈন

„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ

„ কালীচরণ মিত্র

„ স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী

„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, বি এ

„ যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

„ বাণীনাথ নন্দী

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

„ সূর্য্যকুমার পাল

„ ভোলানাথ কোঁচ

„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল, (সম্পাদক)

„ কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন," (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য"; (গ) শ্রীযুক্ত

সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি" এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন পল্লীসংগীত ও কবিতা"। ৫। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় কর্তৃক "ফেলেরিট" নামক খনিজ পদার্থ এবং (খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৬। শোকপ্রকাশ—৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে। ৭। বিবিধ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সুসঙ্গের মৃত মহারাজার শোক-প্রকাশার্থ গত ৪ঠা পৌষ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। (তালিকা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৩। নূতন কয়েক জন সদস্য যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার "বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—

এই তাম্রশাসন দ্বারা বিগ্রহপালদেব পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডলের দণ্ডব্রাহেশ্বর সমেত বিষমপুরাংশে ৬ কুল্য, ২ দ্রোণ, ·· ২ উন্মান এবং ৩ কাকিনী পরিমাণ ভূমি ভগবান্ বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্রোড়াঞ্চি ও মৎস্যাবাসাবিনির্গত ছত্রাগ্রামবাসী, বেদান্তবিৎ পদ্মাবণ দেবশর্ম্মার পৌত্র, মহোপাধ্যায় অর্কদেব শর্ম্মার পুত্র, সামবেদীয় কৌথুমী শাখাধ্যায়ী, মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিদ্যাবিৎ খোদ্রুল দেবশর্ম্মাকে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিয়া দ্বাদশ রাজ্য-সম্বৎসরের চৈত্র মাসের নবম দিবসে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের দূতকের নাম পড়িতে পারা যায় নাই। পোসলীগ্রামবাসী মহাধর দেবের পুত্র শশিদেব নামক শিল্পী কর্তৃক এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে ডাক্তার কীলহর্ণ এই তাম্রশাসনের প্রথম বিংশ পংক্তির ১৪টি শ্লোকের পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশিষ্ট ২৯ পংক্তির গদ্যাংশের পাঠ পূর্ব্বে উদ্ধার হয় নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"পালবংশের ইতিহাস" রাখালবাবু ইংরাজীতে ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর মেমোয়ার্সে (Memoirs) উহা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত পালবংশের ইতিহাস প্রকাশিত হয় নাই। রাখালবাবুই এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রথম শুনাইয়াছেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে রাখাল বাবুকে এই মূল্যবান্ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

(খ) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর লিখিত বাঙ্গালা শব্দকোষের ৪০টি শব্দের বুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। যোগেশ বাবু অধিকাংশ স্থলেই কষ্ট করিয়া শব্দের মূল নিরূপণে চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ সহজে শব্দগুলি সাধিত হইতে পারে, তাহাই দেখান হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধটির কতকাংশ আমরা শুনিলাম। বাকীগুলি এইরূপই। মন্তব্যটি সুন্দর হইয়াছে। এখন আপনারা আলোচনা করুন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—এইরূপ অন্যান্য খণ্ডেরও আলোচনা পণ্ডিত মহাশয় করুন এবং যে অংশটি শেষ করিয়াছেন, উহার সম্যক্ পর্য্যালোচনার জন্য যোগেশ বাবুকে উহা পাঠাইয়া দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন, আমার বোধ হয়, প্রবন্ধ-লেখক যে ধারণা করিয়াছেন, তাহা ঠিক। কারণ, আমরা বেশী শব্দগুলিই প্রাকৃত বলিয়া অনুমান করি।

ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—উর্দ্দু ভাষায় "কুরী" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ হিসাবে জাতিবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই কথাটির অর্থ উর্দ্দুতে বাগ্‌দত্তা কন্যা।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধটি পরিশ্রমের সহিত লিখিত, সুচিন্তিত এবং সুলিখিত হইয়াছে। আমি প্রবন্ধকারের মতের সহিত একমত।

শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধোক্ত গ্রাম্য কথাটা সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। "গ্রাম্য"-কথাটা একটি দোষ ব'লে মনে করি, এই গ্রাম্য কথার বিপরীতে কি "সহুরে কথা" হইবে?

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বেশী ভাগ শব্দই যে "প্রাকৃত" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, উহা ঠিক নহে। প্রাকৃতও আছে এবং অন্য ভাষা হইতে পরিবর্ত্তিত শব্দের অস্তিত্বের সন্ধানও পাওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী শব্দকোষের সম্পূর্ণ অংশের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া যোগেশ বাবুর নিকট পাঠাইলে ভাল হয়। আমি পণ্ডিত মহাশয়ের পরিশ্রমের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। "গ্রাম্য" শব্দটি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে "অসংস্কৃত" শব্দ অর্থাৎ যাহা সাধু শব্দ নহে।

(গ) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের "দ্বিজ রঘুরামের সত্যনারায়ণের পুথি" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। সভাপতি মহাশয় সতীশ বাবুকে এই পুথি সংগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

(ঘ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের "পল্লী-সংগীত" নামক প্রবন্ধের সারাংশ নলিনীবাবু কর্ত্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধের জন্য জীবেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

এই প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক চট্টগ্রাম পটিয়া সাহিত্য-সম্মিলনে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুথি হইতে গ্রাম্য-সংগীত, কবিতা, হেঁয়ালী, প্রবচন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিতে করিতে সকলে মিলিয়া যে সকল গান করে, তাহার নাম "ভোর"। প্রবন্ধের প্রথমে এই "ভোর"-সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর কৃষকেরা মিলিয়া "ভোর" গাহিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কয়েকটি গানও ইহাতে আছে। ইহার পর কয়েকটি প্রেম, বৈরাগ্য, শিব ও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত, শোভার বিবরণ ও তামাকের বিবরণ প্রভৃতি আরও অনেক গান ইহাতে আছে।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু কর্ত্তৃক "স্ফেলেরিট" নামক খনিজ পদার্থ প্রদর্শিত হইল। "স্ফেলেরিটে" Zinc দস্তা বেশী পরিমাণে আছে। Dehra-Dun পালোওয়াতে যমুনার তীরে ইহা পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রার প্রদর্শন স্থগিত রহিল।

শোক-প্রকাশ ;—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছবি পরিষৎ মন্দিরে রাখা উচিত। স্থির হইল যে, প্রস্তাবটি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত হউক। তাঁহার শোকে সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার পরিবার-বর্গের প্রতিনিধিকে পত্র প্রেরিত হউক। স্বর্গীয় রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস সি, আই, ই মহোদয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শরৎবাবু স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। Collegeএ এফ্‌ এ পর্য্যন্ত এবং Civil Engineering Collegeএ কিছু দিন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু স্বীয় স্বাধীন চেষ্টায় তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার উন্নতি সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দাস, উকীল মহাশয়কে রহমৎগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঠিকানায় শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র দেওয়া হউক। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, ইহার জন্য বিশেষ শোক-প্রকাশক অধিবেশন করা উচিত। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এই প্রস্তাব প্রেরিত হউক। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পর সভাভঙ্গ হইল।

পরিশিষ্ট

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি" নামক প্রবন্ধের সারমর্ম্ম,—

গ্রন্থের রচয়িতা রঘুনাথ কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানিতে না পারা গেলেও, তিনি যে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা অনুমান করিতে পারা

যায়। ১২৪৩ সনে লিখিত একখানা পুথির শেষে লেখা আছে যে, এই পুথি ১২২২ সনে লিখিত পুথি দেখিয়া নকল করা হইল। সুতরাং কবির জীবিতকাল যে, ইহারও কিছু পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝা যাইতেছে। এই পুথিখানি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে সুরলয় সহযোগে অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে। পূজা উপলক্ষে সত্যনারায়ণের পুথির পাঠই সকল স্থলে হইয়া থাকে। কিন্তু এই পুথিখানি মনসার ভাসানের ন্যায় পূজার সময় সুরলয়-যোগে গীত হইয়া থাকে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। প্রবন্ধ-লেখক ইহার দুইখানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন; একখানির লিপিকাল ১২৪৩, আর এক-খানির লিপিকাল ১২৮৬। প্রচলিত সত্যনারায়ণের পুথি হইতে এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনা-নৈপুণ্যে অনেক বিশেষত্ব আছে। প্রথম পুথি মূলরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পুথি-খানির পাঠান্তর পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
Supdt, Govt Printing. India.	১। Annual Report of the Archæological Survey of India, Part I, 1914-15.
Curator, Dacca Museum.	২। The Second Annual Report of the Dacca Museum for the year ending March, 31st, 1916.
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য	৩। পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ
„ সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৪। শান্তি
„ মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	৫। হিতবাণী
	৬। মুরজ-মুরলী
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৭। বাঁকীপুর সম্মিলনে পঠিত দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
চিত্তরঞ্জন দাশ	৮। ঐ ঐ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	৯। বীরভূম-বিবরণ, ১ম খণ্ড
পান্নালাল জৈন	১০। ভাষা হরিবংশপুরাণ (হিন্দী)

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সভাপতি

প্রস্তাবিত সদস্য

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীগোবিন্দহরি দাস, জমিদার ১৮ গোপীমোহন বসাক ষ্ট্রীট্, ঢাকা।
ডাঃ শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু	"	শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় স্বর্ণগ্রাম টি এষ্টেট, শালগ্রাম, জলপাইগুড়ি।
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীকালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় কেলনার কোং অফিস, বাঁকীপুর।
"	"	ডাঃ শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিষ্ণু, কণ্ট্রাক্টর বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীষষ্ঠীদাস মল্লিক দিনাজপুর।
"	"	শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী বসন্তপুর গ্রাম, যাদবপুর পোঃ, যশোহর।
"	"	পণ্ডিত শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য গয়ড়া, পোঃ বেনাপোল, যশোহর।
"	"	শ্রীপঞ্চানন উপাধ্যায় বোধখানা, অমৃতবাজার পোঃ, যশোহর।
"	"	শ্রীআশুতোষ দত্ত কর্ম্মকার দৌলতপুর, বেনাপোল পোঃ, যশোহর।
"	"	শ্রীঅশোকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বসন্তপুর, যাদবপুর, যশোহর।
"	"	শ্রীগণেশ দাস ম্যানেজার নবাবস্থান বোর্ডিং, বাঁকীপুর।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরেবতীমোহন বসু ৫৩ গোয়ালনগর, ঢাকা।
"	"	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত ৩২ গ্রে ষ্ট্রীট।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	রাজা শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় পোড়গাছী, পুড়া, ২৪ পরগণা।
„	„	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু আড়বালিয়া পোঃ, ২৪ পরগণা।
শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ উকীল, মতিহারী।
„	„	শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল উকীল, মতিহারী।
„	„	শ্রীআনন্দকুমার চৌধুরী, উকীল, বেনারস সিটি।
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্ন্যাল এম্ এ, বি এল উকীল,চাঁদমারী, দার্জ্জিলিং।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল ১০ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ ২৪৩ অপার সার্কুলার রোড।

২৩শ বার্ষিক, দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৯শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মৃত্যুপলক্ষে শোক-সভা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ বাণীনাথ নন্দী
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
„ নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
„ অবনীমোহন বসু
„ যোগীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি
„ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বিএল
„ ললিতমোহন নিয়োগী
„ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ চণ্ডীদাস মজুমদার

শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" পান্নালাল মল্লিক
" পুলিনবিহারী দত্ত
" অমৃতলাল মজুমদার
" বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ
" সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত
" সতীজীবন মুখোপাধ্যায়
" মন্মথনাথ মিত্র
" প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" নিখিলনাথ রায় বি এল্
" যতীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
" সন্তোষকুমার লাহিড়ী
" হরিমাধব চট্টোপাধ্যায়
" ডাঃ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি এস্
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
" কুঞ্জবিহারী মণ্ডল

শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" সুনীতিকুমার পাল এম্ এ
" যোগেন্দ্রনাথ পাল
" চণ্ডীচরণ চন্দ
" যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
" নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলী
" ভূতনাথ দত্ত
" ননীগোপাল মজুমদার
" মথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার (সহঃ সম্পাদক)

বিশেষ শোক-সভা

২৯শে মাঘ ১৩২৩, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন যে, এই সভায় এমন দুই এক জন ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, যাঁহারা আমার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের জীবন-কাহিনী অবগত আছেন। আপনারা তাঁহাদের নিকট ৺দাস মহাশয়ের কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণ করিবেন। আমি কেবল তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ করিতেছি।

গত ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রথম এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হয়। শোভাবাজার

রাজবাটীতে একটি সভা করিয়া পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। যে সকল মহাত্মা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় দাস মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সেই সভায় আমার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও সদালাপী ছিলেন। সর্ব্বদাই কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসিতেন।

আপনারা প্রত্যেকেই হয় ত সেই স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের নাম এবং তাঁহার কীর্ত্তি-যশের বিষয় অবগত আছেন। তিনি বঙ্গের, তথা ভারতের কৃতী সন্তান ও কৃতী পুরুষ ছিলেন। আজি বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা এহেন কর্ম্মবীরকে অকালে হারাইয়াছি। যাঁহারা বঙ্গের, বাঙ্গালীর ও বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গলকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা একে একে সবাই চলিয়া যাইতেছেন; ইহা বাংলার ও বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই শোকের কথা।

তিনি তিব্বতে গিয়া, তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, ঐ ভাষার ভাণ্ডার হইতে যে সকল অমূল্য রত্ন আনিয়া বঙ্গভাষার কলেবর বৃদ্ধি ও সজ্জিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর নিকট অতুলনীয়। "অবদান-কল্পলতা" নামক মহাগ্রন্থখানি তাঁহারই চেষ্টায় এবং তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ও সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়া জন-সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্যে কিছু দিন তাঁহার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি কখনই পরিষদের মঙ্গল-চিন্তায় বিরত হয়েন নাই। পরিষদের নিয়মানুসারে আমরা তাঁহাকে পুনরায় পরিষদের বিশিষ্ট-সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

যে সময় তিনি প্রথম অবদান-কল্পলতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিবার প্রস্তাব করেন, সে সময় আমি পরিষদের সম্পাদক ছিলাম।

অতঃপর সভাপতি ত্রিবেদী মহাশয় ৺দাস মহাশয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য ও সভার প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথমে সভার সমক্ষে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিয়া পরে স্বর্গীয় মহাত্মার কর্ম্মের একটি তালিকা বিবৃত করেন।

প্রথম প্রস্তাব।—"বঙ্গের কৃতি সন্তান, তিব্বতীয় ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অনুসন্ধিৎসু, পর্য্যটক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু ও বিশিষ্ট সদস্য, স্বনামধন্য রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক মর্ম্মবেদনা জানাইতেছেন।"

এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় দাস মহাশয় সভা-সমিতিতে যোগদান করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। বহু লোক তাঁহার পরিচিত ও বন্ধু ছিলেন। বঙ্গদেশে এমন একজন লোক বিরল; ভারতেও এমন লোকের অভাব। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, যখন তিনি প্রথম তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি তিব্বতীয়

জনৈক লামার নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তিনি সেখানে লামার পরিচ্ছদে থাকিতেন। কিন্তু যখন সেখানকার তিব্বতীয় বৌদ্ধেরা তাঁহার বিবরণ জানিতে পারিল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিল। তিনি কোন উপায়ে ইহা জানিতে পারিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু তিনি ত বাঁচিলেন, বিপদ্ হইল সেই লামার। লামাকে তাহারা জলে ডুবাইয়া হত্যা করিয়াছিল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এল্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এই সময়ে দার্জ্জিলিংএ একটি ভুটিয়া স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ত্যাগ করিয়া ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭৯ খৃঃ তিনি ঐ স্কুলের অন্যতম শিক্ষক লামা উগ্যেন্ গ্যাহোর সহিত তিব্বতের টাসি-লুম্পু নগরীতে গমন করেন এবং ছয় মাসকাল তথায় অবস্থান করিয়া তিব্বতীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন ও তিব্বত হইতে অনেক সংস্কৃত ও তিব্বতীয় পুস্তক আনয়ন করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পূর্ব্বোক্ত লামার সহিত তিনি পুনরায় তিব্বতের পূর্ব্বোক্ত নগরীতে গমন করেন এবং ঐ স্থান হইতে তিনি লাসা নগরীতেও গমন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নয়নসিংহ এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণসিংহ লাসা নগরীতে গমন করিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শরৎবাবু ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি তিব্বতের অনেক পর্ব্বত, নদী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানের মানচিত্র অঙ্কিত করেন এবং তাঁহার তিব্বতের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া অপ্রকাশ্য পত্রাবলীর মধ্যে রাখিয়া দেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কোলম্যান মেকলে সৈন্য সমভিব্যাহারে তিব্বত যাত্রা করিবার জন্য, চীন গবর্ণমেণ্টের অনুমতির আশায় শরৎবাবুকে সঙ্গে লইয়া পিকিন নগরে গমন করেন। মেকলে সাহেবের উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু শরৎবাবু মেকলে সাহেবকে অনেক প্রকারের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি আই ই উপাধি দান করেন।

তিনি তিব্বতে অবস্থানকালে লামার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকিতেন বলিয়া কাবু-লামা বা নেপালী লামা নামে পরিচিত ছিলেন। চীনদেশে গিয়াও তিনি লামার পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই। সেখানে তিনি খাসে লামা বা কাশ্মীরি লামা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মেকলে সাহেব তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে Hard Son of Soft Bengal বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন। গত বৎসর তিনি জাপানে গমন করিয়া তথাকার অনেক তত্ত্ব এ দেশে প্রচার করিয়াছিলেন।

শরৎবাবু কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি Buddhist Text Society নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া একখানি Journal প্রকাশ করেন। তিনি অনেক প্রাচীন ও দুর্ল্লভ বৌদ্ধ, সংস্কৃত

এবং পালি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয় এবং সেই হইতে আমি উক্ত সোসাইটীর ও Journalএর এবং গ্রন্থের প্রকাশে সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করি।

শরৎ বাবু কর্ত্তৃক আরব্ধ তিব্বতীয়-সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে সহায়তা করিবার জন্য ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট আমাকে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে কলিকাতায় নিয়োগ করেন। তদবধি আমি শরৎ বাবুর সমস্ত কার্য্য, কি গ্রন্থপ্রকাশ, কি পত্রিকা পরিচালন, সকল কার্য্যেই সহায়তা করি। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিব্বতীয় অভিধান প্রকাশিত হয়। ঐ সময় আমেরিকায় রক্‌হিল সাহেব শরৎ বাবুর ভ্রমণবৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিয়া Journey to Lhasa and Central Tibet নামে পুস্তক প্রকাশিত করেন। Indian Pandits in the Land of Snow গ্রন্থে শরৎ বাবু তিব্বত ও ভারতের অনেক কথা প্রকাশিত করিয়াছেন।

তাঁহার সম্পাদিত 'অবদান-কল্পলতা' এসিয়াটিক সোসাইটী এখনও সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার সম্পাদকত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঐ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বিপৎকালে তাঁহার ধৈর্য্য অসাধারণ ছিল। বস্তুতঃ সঙ্কট উপস্থিত হইলে তিনি মহানন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি অতিশয় নির্ভীক ছিলেন। তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া কেহই জয়লাভ করিতে পারিত না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে সি আই ই খেতাব পাইয়াছিলেন। তিনি রায়বাহাদুর উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তিব্বতে যাইয়া যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার পুরষ্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে চট্টগ্রাম সহরে এক জায়গীর দান করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং নগরীতেও তাঁহার একটি বাড়ী আছে। তাঁহার পুত্রগণ সুশিক্ষিত ও সুশীল।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। তিনি বলেন, কেবল বক্তৃতা দিয়া ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মৃত মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশ করিলে ঠিক হইবে না। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিলে, তবেই তাঁহার প্রতি ঠিক সম্মান করা হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আমি পরিচিত হই। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে এক নূতন ভাব আনিয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল আমাদের ছিলেন না, তিনি পৃথিবীর সকলের আপনার জন ছিলেন। তিনি পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই ;—

"স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ইর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার নিমিত্ত পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভারার্পণ করা হউক।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় বলেন, স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের পূর্ব্বে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত আর কেহই তিব্বতে যান নাই। তিনি ও শরৎবাবু তথায় নানা বিপদে পড়েন, তৎপরে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। অনেকে বলেন, বাঙ্গালীরা অধ্যবসায়হীন, তাঁহারা বিপৎকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশে গমন করতঃ কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে একান্ত অসমর্থ। তিনি বাঙ্গালীর এই দুর্নাম দুরীভূত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন আমাদের সকলের আদর্শস্বরূপ হওয়া কর্ত্তব্য।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব।—"অদ্যকার সভার বিবরণ এবং গৃহীত প্রস্তাবগুলি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের পুত্রদিগের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় উহা অনুমোদন করেন। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২৯শে মাঘ, রবিবার, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

আলোচ্য বিষয়—১। গত দুইটি মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি"। ৫। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত দুইটি মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিতে উদ্যত হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। পুস্তক ও পুথি উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন [ক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] ও নূতন সদস্য নির্ব্বাচন-কার্য্য [খ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল

মজুমদার মহাশয় "নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। [প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত-সার শেষে দ্রষ্টব্য]।

মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সুরেন্দ্রবাবু বলেন,—এই মৌখরী-বংশের সহিত গুপ্তরাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন,—লেখকের এখনও ছাত্রজীবন। তথাপি তাঁহার প্রবন্ধে মৌলিক গবেষণা আছে। ইহা একটি মৌলিক প্রবন্ধ। ইহা কম সুখের কথা নহে।

নগেন্দ্র বাবু বলেন, লেখক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আজিও জগতে প্রকাশ হয় নাই। এই প্রবন্ধের দ্বারা আমাদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। প্রবন্ধটি শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়া উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

অতঃপর ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক পরিশিষ্ট

উপহারদাতা।	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ	১। ইন্দ্রপ্রস্থ
	২। ভক্তিলীলা
	৩। ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর
শেখ মোহাম্মদ জমীরুদ্দিন	৪। শোকানল
	৫। ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ ও পাদ্রী হুয়েজার সাহেবের সাক্ষ্য
	৬। শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ ও পাদ্রীর ধোকা ভঞ্জন
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা	৭। আত্মবোধ
„ মতিলাল রায়	৮। অরবিন্দের পত্র

শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল	৯।	ত্রিপত্র (১ম খণ্ড)
" কুমার শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১০।	ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমীদার (২য় খণ্ড)
" যোগেশচন্দ্র রায়	১১।	হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা
" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও " রাখালরাজ রায়	১২।	১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা (প্রথম বৎসর)
শ্রীমন্নিরঞ্জনানন্দ তীর্থস্বামী	১৩।	বেদান্ত-দর্শনম্ (সচিত্রম্)
ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু	১৪।	স্বাস্থ্য-নীতি
	১৫।	ঐ (গার্হস্থ্য)
" উমেশচন্দ্র দাস	১৬।	স্নেহের বাঁধন
Curator, Govt. Oriental Mawses Libray, Madras.	১৭।	The Progress of the Search for Oriental Mss. during the year 1915—1916.
Sapdt Govt. Printing India.	১৮।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, Oct. 1916.
Secy. Indian Association for the Cultivation of Science.	১৯।	Proseedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol I. 1917.
Registrar, Bengal P. W. D. Sectt. Cal.	২০।	Annual Progress Report of the Supdt. Mahomedan and British Monuments, Northern Circle for the year ending 31st March 1917.
শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র	২১।	Demon Cultus in Mundari Children games.
	২২।	On North Indian Charms for Securing Immunity for the Viras of Scorpion Stings
	২৩।	North Indian Folk-Medicine for Hydrophobia and Scorpion Stings.
	২৪।	Some North Indian Charms for the Cure of Allments.
	২৫।	North Indian Incantations for Charming Ligatures for Snake-bite.

উপহারদাতা—শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র

২৬। "The Crocodile in Bengali Folklore and Cult" and "A note on the Worship of the Pipal-tree in Bengal."
২৭। A note on a Cure-Charm for the bite of the Boda snake and the Folk-lore of the headless man in North Behar.
২৮। On some Behari Modes of Trial by Ordeal.
২৯। A Plea for Nature-study in Indian Schools.
৩০। Biography sketches of Indian Antiquarians.
৩১। An ancient Egyptian in Budhist Guise.
৩২। Some Behari Amulets.
৩৩। A Plea for Aquarium in Calcutta.
৩৪। A few Behari Folk-lore Paralles etc.
৩৫। Behari Omen's from chirping and falling of Lizard.
৩৬। Notes on the Calcutta Zoological Gardens.
৩৭। Arboriculture and Horticulture in Ancient and Mediæval India.
৩৮। Sorcery in Ancient Mediæval and Modern India.
৩৯। On some Superstitious Beliefs about the Lizard.
৪০। On Rain ceremony in the District of Murshidabad.
৪১। Notes on the Kayesthas of Bihar.
৪২। The Pea-cock in Asiatic cult and superstition.
৪৩। The Behari belief in the Efficacy of "Jackals Horns" as a Talisman.
৪৪। The supposed Maya origin of the Elaphœphalous Deity Ganesha.
৪৫। Note on the Sword-blade vow and Behari Folk-tales of the "Mann and Fuchs" Type.
৪৬। The Thunder-Myths of the Primitive Races.
৪৭। Some Behari Mantrams or Incantations.
৪৮। Further notes on Sorcery in Ancient, Mediæval and Modern India.
৪৯। The Tiger in Malay folk-lore, Proverbial Philosophy and Folk-medicine.
৫০। North Indian Children's games and Demon-cultus.
৫১। The Folk-lore of Japan.
৫২। On the Malay versions of two ancient Indian Apologues.
৫৩। A Behari nursery-story of the Bargaining Animals Type.
৫৪। Further notes on the Primitive method of Computing time and distance.
৫৫। The Evolution of Superstition about unlucky days and objects.
৫৬। On the Indian Folk-beliefs about the Tiger. Part III.
৫৭। On some Superstitions regarding Drowning & Drowned persons,

৫৮। On North Indian Folk-lore about Thieves and Robbers.
৫৯। The Bear in Asiatic and American ritual and belief.
৬০। On the Harparawri or the Behari women's ceremony for producing rain.
৬১। Note on the use of Locusts as an article of diet among the ancient Persians.
৬২। On the Harparawri or the Behari women's ceremony for producing rain.
৬৩। A note on the primitive method of Cumputing time.

উপহারদাতা	পুস্তক
Officer in charge, Bengal Secretariat Book Depot.	৬৪। Report on words, Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1915—16.
	৬৫। Report on the working of the Co-operative Societies in Bengal for the year 1915—16.
	৬৬। Roport of the Agricultural Department, Bengal for the year ending 30th June, 1916.
Registrar, Calcutta University	৬৭। Calcutta University Calender, Part II. 1916.
	৬৮। Do Do Minutes. Part II. 1916.
Supdt. Archæological Survey of India, Western circle	৬৯। Progress Report of the Archæological Survey of India, Western circle for the year ending 31st March, 1916.
Director of Statistics. Calcutta.	৭০। Monthly Statistics of Cotton Spining and Weaving in Indian Mills, November, 1916.

(খ) পরিশিষ্ট

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী এট্-ল, ওল্ড পোষ্টাফিস্ ষ্ট্রীট্। শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ উকীল, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীযাদুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, বহরমপুর, জিলা গঞ্জাম, মাদ্রাস্।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন, কবিরঞ্জন ৩৪৭ অপার চিৎপুর রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীতুষ্টলাল বিদ্যাবিনোদ ২০।৮ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট।
„	„	বি, এন্ মুখার্জ্জী স্কোয়ার ৫০ বাগবাজার ষ্ট্রীট্।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	মৌলভী ফজলের রহমন বি এ, স্কুল সাবইনস্পেক্টার, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
শ্রীবঙ্কুবিহারী ভাদুড়ী	শ্রীরামহরি ভড়	শ্রীক্ষিতীশকমল সেন এম্ এ ১৬।১ মদন মিত্রের লেন।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ ৩।২ বিশ্বনাথ মতিলাল লেন, বহুবাজার।
„	„	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ ৪ ব্রজনাথ দত্ত লেন, বহুবাজার।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	„	শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দাস বি এ হেডমাষ্টার, উজানচর হাই স্কুল, ত্রিপুরা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, বি এল্ "দীনধাম," ৬ দীনবন্ধু লেন।
„	„	শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্ত বি এস্ সি ৩৯।৩ বি সুকিয়া ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীহৃষীকেশ মিত্র ১২২।২ অপার সার্কুলার রোড।
আবদুল করিম	„	শ্রীলালমোহন চক্রবর্ত্তী বি এল্ উকীল, জর্জকোর্ট, চট্টগ্রাম, বাণ্ডেল রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনারায়ণচন্দ্র নিয়োগী ৯ উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	কুমার শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	কুমার শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
„	„	কুমার শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ রায় ঐ ঐ।

নবাবিষ্কৃত 'সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি' প্রবন্ধের সারাংশ

বিগত ১৯১৬ সালে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত বড়-বাঁকী জেলার অন্তর্গত হারহা নামক স্থানে মৌখরিরাজ 'ঈশান বর্ম্মার' রাজ্যকালের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক হিসাবে উহার বিশেষ মূল্য আছে। উপরিউক্ত প্রবন্ধের লেখক উহার পাঠ ও অর্থের উদ্ধার করিয়াছেন। বর্ত্তমান শিলা-লেখে মৌখরী-বংশের নৃপগণের বর্ণনা আছে। মহারাজ ঈশানবর্ম্মার পুত্র "সূর্য্যবর্ম্মা" মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া বনমধ্যে একটি ভগ্ন শিব-মন্দির দেখিতে পাইয়া, উহার সংস্কার করাইয়া দেন। তদুপলক্ষে বর্ত্তমান শিলালেখ উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মৌখরিগণের এতদ্ভিন্ন আর পাঁচখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনও-টিতে তারিখ নাই; কিন্তু হারহা প্রশস্তিতে মন্দিরের পুনঃ নির্ম্মাণাব্দের উল্লেখ আছে। বিক্রমাব্দ বা মালবাব্দের ৬৮৯ সম্বৎসর অতীত হইলে উক্ত নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। আলোচ্য লিপি দ্বাবিংশ সংস্কৃত শ্লোকে রচিত এবং ত্রয়োবিংশ পংক্তিতে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রশস্তি-কারের নাম "রবিশান্তি" ও শিল্পীর নাম "মিহিরবর্ম্মা"।

২৩শ বার্ষিক, অষ্টম মাসিক অধিবেশন

৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "চণ্ডীকাব্যের মূলানুসন্ধান"। ৫। প্রদর্শন—কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি

" আবদুল গফুর সিদ্দিকী

" বাণীনাথ নন্দী

" পান্নালাল জৈন

" বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ

" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

অদ্য অত্যন্ত দুর্য্যোগ হওয়ায় উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই জন্য অদ্যকার সভাধিবেশন সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থগিত রাখা স্থির হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, স্থগিত অষ্টম ও নবম মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্‌এ, বিএল্
„ রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর এম্ ডি
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ
„ দুর্গাপ্রসন্ন সার্ব্বভৌম
„ দুর্গাদাস ভট্ট
„ প্রবোধকুমার দাস
„ মোজাম্মেল হক
„ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ স্বামী শুদ্ধানন্দ
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ সূর্য্যকান্ত মিত্র
„ পান্নালাল মল্লিক
„ যতীন্দ্রমোহন বসু
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ রাজেন্দ্রনাথ নন্দী
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ মন্মথনাথ রায়
„ অনিলচন্দ্র রায় চৌধুরী

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দে
„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ মথুরানাথ মজুমদার
„ অনাথনাথ ঘোষ
„ ললিতমোহন বসু
„ নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ রামকমল সিংহ
„ মাখনলাল মুখোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ শৈলেন্দ্রনাথ সেন
„ সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়
„ এন্ জি মুখার্জ্জী
„ লালবিহারী বসু
„ সারদাপ্রসন্ন বেদশাস্ত্রী
„ সুনীতিকুমার পাল
„ কৃষ্ণদাস বসাক
„ হরিদাস বিদ্যাবিনোদ
„ প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মণীন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

স্থগিত অষ্টম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়,—১। পরিষদের স্বনামধন্য সভাপতি মহাশয়ের নাইট উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে আনন্দ-প্রকাশ। ২। গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। সদস্যনির্ব্বাচন। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "চণ্ডীকাব্যের মূলানুসন্ধান"। ৬। প্রদর্শন—কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা। ৭। বিবিধ।

নবম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়,—১। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিখিত "উপনিষৎ, তাহার সময় ও বিচার" নামক প্রবন্ধ। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক খাসিয়া পাহাড় হইতে আনীত খাসিয়া জাতির কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য। ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) দীনেশচন্দ্র রায়, (খ) বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, (গ) সারদাগোবিন্দ তালুকদার ও (ঘ) শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

সভারম্ভে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের দেশ-পূজ্য সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'নাইট' উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে বলিলেন যে, ডাঃ বসুর উপাধির আবশ্যক নাই। তিনি বিজ্ঞানচর্চ্চায় যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জগন্মান্য হইয়াছেন। এ দেশে দর্শনাদি শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞানে আমরা নগণ্য ছিলাম। জগদীশ বাবু আমাদের সেই কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি জগদীশ বাবুর গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত এবং তাঁহার সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরবান্বিত।

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি মহাশয়ের গৌরবে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল যে, সভার অনুমোদনে উপস্থিত সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই উদ্দেশ্যে একখানি পত্র পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

২। তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল। (পুথি ও পুস্তক উপদাতৃগণের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল)।

৪। সদস্য-প্রস্তাব—কতকগুলি নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা হইল,—

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এ বার চৈত্র মাসে, বৎসরের প্রায় শেষ অধিবেশনে এইরূপ সদস্য প্রস্তাবের দীর্ঘ তালিকা কিছু বিস্ময়-জনক। এই সকল ব্যক্তি সদস্য-পদ গ্রহণে ইচ্ছুক কি না, না জানিয়া তাঁহাদিগকে সদস্যরূপে প্রস্তাব করিয়া পরিষদের কতকগুলি অর্থ অযথা ব্যয় করা উচিত মনে করি না। আর বর্ষশেষে নাম প্রস্তাব

করিলে তাঁহারা মাত্র এক মাসের জন্য চাঁদা দিয়াই সারা বর্ষের বা পূর্ব্বতন সদস্যগণের ন্যায় সমান অধিকার পাইবেন, ইহাও সমীচীন নহে। অতএব আমি প্রস্তাব করি যে, এই দীর্ঘ সদস্য নাম-সম্বলিত প্রস্তাবগুলি অন্ততঃ এই মাসের জন্য স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন যে, পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মানুযায়ী এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, সদস্যগণ প্রস্তাবিত হইলেই তাঁহারা সদস্য হইলেন না, যিনি ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন এবং প্রবেশিকাস্বরূপ এক টাকা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাকেই সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইবে। আরও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব পূর্ব্বপ্রচলিত ব্যবহার-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রস্তাবটি গৃহীত হইতে পারে না। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করিলে মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু বলিলেন যে, মাত্র এক মাস কালের জন্য সদস্য হইয়া তাঁহারা অন্ততঃ ভোট দিবার অধিকারী না হন, ইহাই আমার প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলিলেন ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া বলেন যে, ইহাও প্রচলিত নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ, এই জন্য গ্রহণীয় হইতে পারে না। যদি খগেন্দ্র বাবু বা মন্মথ বাবু প্রস্তাবটি কোন নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর অন্তর্গত করিয়া উপস্থাপিত করেন, তাহা হইলে উহা আলোচিত হইতে পারে। অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করা হয়। বহু সদস্যের মতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক সদস্য-প্রস্তাবের মূল প্রস্তাবগুলি ভোটে দেওয়ায় উহা গৃহীত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয় "কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মূলানুসন্ধান" নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখকের মতে কবি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই পুরাণাদির অনুমোদিত। উপাখ্যানভাগের অনেকগুলিই কোন না কোন পুরাণ হইতে গৃহীত। সৃষ্টি প্রকরণে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়, ভৃগু মুনির যজ্ঞ রচনায়, দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপে, শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনায়, সতীর দক্ষালয়ে গমন ও দেহ-ত্যাগে (শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ) সতীদেহ-স্কন্ধে শিবের নৃত্য (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্য খণ্ড, ১০ম অধ্যায়), হিমালয়ের প্রতি নারদের উপদেশে ও হর-কোপানলে মদন ভস্ম ব্যাপারে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এইরূপ মৎস্যপুরাণ হইতে গণেশের এবং বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ হইতে কার্ত্তিকেয়ের জন্মকথা সঙ্কলিত হইয়াছে। পতিব্রতা-মাহাত্ম্যকথনে মহাভারতের বনপর্ব্বের অংশবিশেষের সার-সঙ্কলন করা হইয়াছে। ইত্যাদি।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে বিশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—অষ্টম অধিবেশন ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমি সদস্য নির্ব্বাচন প্রস্তাবটি পুনরুত্থাপন করিতেছি।

সদস্য নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ১৩(ক) ধারা অনুসারে অনুপস্থিত সদস্য অন্য সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিতে পারেন। কিন্তু কোন উপস্থিত সদস্য তাহার সমর্থন না করিলে, সেই প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। সেই কারণে আমি প্রস্তাব করি যে, উপস্থিত প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা পুনঃ পঠিত হউক। কোনও উপস্থিত সদস্য কর্ত্তৃক উহা সমর্থন করার পর, সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ঐ সকল সদস্য গৃহীত হউক এবং এই ভাবে সমর্থিত হইবার কালে আপত্তি করিলে সেই সকল নাম প্রস্তাব স্থগিত থাকিতে পারে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু প্রথমে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এবারকার প্রস্তাবটি নূতন এবং ইহা আলোচিত হওয়া সদস্যগণের অভিপ্রায়-সাপেক্ষ। সদস্যগণ ঐ ভাবে অভিপ্রায় জানাইলে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব আলোচিত হয়।

প্রস্তাবিত নামতালিকা একে একে পঠিত হইবার কালে অনেক নামের মূল সমর্থনকারী উপস্থিত না থাকায় সভায় উপস্থিত সদস্যগণের কেহ না কেহ সেই সেই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিলেন, কিন্তু যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার সময় অনেকগুলি নাম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এক এক আপত্তি করিলেন ও সেই সেই নামের প্রস্তাবগুলি আপত্তির জন্য স্থগিত রহিল, বাকীগুলি গৃহীত হইল।

নবম মাসিক অধিবেশনের প্রথম কয়েকটি কার্য্য উক্ত অষ্টম মাসিক অধিবেশনে যথারীতি সম্পাদিত হওয়ার পরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "উপনিষৎ ও তাহার কাল" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পঠিত হইল এবং প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় খাসিয়া পাহাড় হইতে আনীত খাসিয়া জাতির নিত্য ব্যবহার্য্য কয়েকটি দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিলেন। এই জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহঃ সম্পাদক।	সভাপতি।

উপহৃত পুস্তক ও পুথির তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	১। প্রাচীন ভারত
" শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা	২। ছত্রভঙ্গ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মিত্র	৩। স্বামীর ভিটা
„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত	৪। বিবাহ-বিপ্লব
„ রাজকুমার বসু	৫। কবি কালিদাস
„ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল	৬। অঙ্কপুস্তক
„ যোগীন্দ্রনাথ বসু	৭। পৃথ্বীরাজ
„ রাজকুমার বসু	৮। রামায়ণ-কাহিনী
„ নিরঞ্জনানন্দ তীর্থস্বামী	৯। শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা
„ সত্যচরণ শাস্ত্রী	১০। ভারতে অলিক্‌সন্দর
	১১। আলিয়াৎ ক্লাইভ
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১২। কয়েকটি প্রবন্ধ
„ সূর্য্যপ্রসন্ন রাজপেয়ী	১৩। মালা
„ নবকৃষ্ণ ঘোষ	১৪। প্যারীচরণ সরকার
	১৫। দ্বিজেন্দ্রলাল
	১৬। তর্পণ
	১৭। শান্তি
	১৮। ইলিয়াডের গল্প
	১৯। অডিসির গল্প
„ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ	২০। অশ্রুকণা
„ নিশিকান্ত বসু রায়	২১। বাপ্পারাও
„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	২২। সাধুচরিত
	২৩। ব্রাহ্মণ-কণ্ঠাভরণ
	২৪। শান্তি-রহস্য
সম্পাদক, মেদিনীপুর-শাখাপরিষৎ	২৫। মেদিনীপুর শাখাপরিষৎ-শাখার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গীত।
Officer-in-charge, Bengal Sectt, Book Depot.	২৬। Report on the Administration of Bengal. During 1915—16.
ডাঃ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মণ্ডল	২৭। Map of Calcutta.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৮।	Labour-Room Clinices, being Aids to Midwifery Practice.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt. Book Depot.	২৯।	Resolution reviewing the Reports on the working of the District Boards in Bengal during the year 1615—16.*
	৩০।	Bengal District Gazetiers. Rajshahi Vol. XXXIII.
Supdt, Govt. Printing, India.	৩১।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, December, 1916.
Registrar, Calcutta University	৩২।	Calcutta University. Minutes Vol. LX. Part III 1916.

প্রস্তাবিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	মৌলবী কাজি ইমদাদুল হক বি এ, বি টি হেড মাষ্টার, ট্রেণিং স্কুল, ২৮ কনভেণ্ট রোড, ইটালী।
”	শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় ইন্‌কাম্ ট্যাক্স এসেসর, ফরিদপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, উকীল ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।
শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেসিয়ার, মিউনিসিপাল আফিস, বরাহনগর।
শ্রীযোগেশ্বর মুখোপাধ্যায়	”	শ্রীযজ্ঞেশ্বর শ্রীমানী এল্ এম্ এস্ বারাসত, চন্দননগর।
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	মৌলভী আবদুল মালিক চৌধুরী লাবান, শিলং।
”	”	মুন্সী মোহম্মদ শরাফৎ আলী লাবান, শিলং।
”	”	মুন্সী তোয়াবদ্দিন আহম্মদ গাঁড়াদহ, পোঃ তালগাছী, পাবনা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	ডাঃ এম্ এব্ রার আনসারী কুড়মান, বর্দ্ধমান।
"	"	শ্রীকরুণানিধান দত্ত গুপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, আলিপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ২৪ পরগণা।
"	"	মৌলভী মহম্মদ জাহেদ ৪২ বৈঠকখানা রোড।
"	"	মুন্সী নবাব জান C/o মৌলবী মোহম্মদ ইয়াসিন, উকীল, বর্দ্ধমান।
"	"	শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ ৬০ বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট।
"	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	মুন্সী মোহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ ৪০ গোরস্থান রোড, কড়েয়া।
"	"	মুন্সী সেখ আবদুল রহমান ২৩ নর্থ শিয়ালদহ রোড, কলিকাতা।
"	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমনোমোহন চট্টোপধ্যায় ৯৪ রসারোড নর্থ, ভবানীপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীচুনীলাল পাল বি এ ৮ রাজার গলি।
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বসু	"	শ্রীভবানীচরণ চক্রবর্ত্তী ৩ ঈশ্বর মিল বাই লেন, রায়বাগান।
"	"	শ্রীরাধিকানাথ সাহা ১৬ লক্ষীকুণ্ডু, বেনারস।
শ্রীশ্যামাপদ রায়	"	শ্রীকৌমারীশচন্দ্র রায় সেক্রেটারী, নসিগ্রাম পবলিক লাইব্রেরী, বর্দ্ধমান।
"	"	শ্রীব্রহ্মপদ সিংহ গ্রাম ভূমিহর, পোঃ মীর্জ্জাপুর, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি ৪৪ পুলিস হস্পিটাল্ রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীশ্যামাপদ রায়	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগুণাকর মুখোপাধ্যায় বীরভূম, সানঘাটা রোড, রামপুর হাট।
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়	”	শ্রীশশিভূষণ দাশ বিদ্যারত্ন, বিদ্যার্ণব কুমিল্লা।
”	”	শ্রীকমনীয়কুমার সিংহ সম্পাদক, ত্রিপুরাহিতৈষী, কুমিল্লা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীসরোজবন্ধু মিত্র ৪২।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১০ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্।
”	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীদেবশঙ্কর সেনগুপ্ত ১ জরিফ্ লেন।
”	”	শ্রীসূর্য্যনারায়ণ সেন এম্ এ ৯৬।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্।
”	”	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১।২ গৌরলাহা ষ্ট্রীট্।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় বীণাপাণি লাইব্রেরী, মল্লারপুর, বীরভূম।
”	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী বেতাগরী, ময়মনসিংহ।
”	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বি এ রায়পুর হাউস, ৮২ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর।
”	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীভীমাপদ ঘোষ এম্ এ হেডমাষ্টার, কান্দী রাজস্কুল, কান্দী।
”	”	ডাঃ শ্রীইন্দ্রনারায়ণ সেন এল্ এম্ এস্ কান্দী।
শ্রীসুশীলকুমার দে	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীঅজিত ঘোষ এম্ এ, বি এল্ ৪২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্।
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীকুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত বি এ, এম্, আর, এ এস্, ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সভ্য
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীগিরিজাভূষণ ঘোষাল এম্ এ ইণ্টারপ্রেটর, চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট।
শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীপশুপতি পাল সাং রাগুতা, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।
„	„	শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি দক্ষিণেশ্বর, এড়িয়াদহ, ২৪ পঃ।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ওভারসিয়ার দক্ষিণ বারাসত, ২৪ পঃ।
„	„	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি তেলিনীপাড়া, হুগলী।
শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেরেস্তাদার, মুন্সেফকোর্ট, হাজীপুর, মজঃফরপুর।
„	„	শ্রীভূষণচন্দ্র নাগ বি এ হেডমাষ্টার, এইচ্ ই স্কুল, হাজিপুর, মজঃফরপুর।
„	„	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, উকীল ভাইস্ চেয়ারম্যান্, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, সারান, ছাপরা।
„	„	শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্ এডিটর অফ লোক্যাল একাউণ্টাণ্টস্ বেহার এণ্ড উড়িষ্যা, মতিহারি, চাম্পারান।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীগুরুদাস সরকার	কুমার শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ কাশীপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	„	শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় ৪৪ জেলেটোলা লেন।
„	„	শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ প্রোফেসর পাটনা কলেজ, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক ২২ মীরজাফর্স লেন।
„	„	শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীদ্বিজরঞ্জন ঘোষ বি এ ১৬ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৫ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার।
"	"	শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ৪৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন গুপ্ত, নায়েব কান্দি রাজ এষ্টেট, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
"	"	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা বি এল্ মুন্সেফ, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীকৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার কুড়ুমগ্রাম, বীরভূম।
"	"	শ্রীরামলাল ঘোষ লাহিড়িয়া সরাই, দ্বারভাঙ্গা।
"	"	শ্রীযোগীন্দ্রমোহন সিংহ পাঁচঘরা, জনাই, হুগলী।
"	"	শ্রীদুর্গাদাস অধিকারী বি এল্ উকীল, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ প্রোফেসর মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীসতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, মেদিনীপুর।
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমাখনলাল মৈত্র হরিপুর, পাবনা।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ৯৪ রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর।
"	"	মুন্সী গাজী আদম আহম্মদ ৩১ডি আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ	"	শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য সোনারপুর, বেনারস সিটি।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীশ্যামকমল সিংহ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরমণীকান্ত সেন ধুবড়ী, আসাম।
"	"	শ্রীদামিনীকান্ত চৌধুরী H. K. Hostel, রাজসাহী।
"	"	দি কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালোর।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীনীরদবিহারী মল্লিক বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ ১৩ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বুক ডিপার্টমেণ্ট, মেসার্স গ্রেহাম এণ্ড কোং।
"	"	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু "দীনধাম", ৬ দীনবন্ধু লেন।
"	"	শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায়চৌধুরী হরিঘোষ ষ্ট্রীট্।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ ২ ভালুকপাড়া লেন।
শ্রীবামাচরণ মজুমদার	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মহম্মদ আজিজল হক্ বি এল্ কৃষ্ণনগর।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রিয়কুমার আচার্য্য চৌধুরী এম্ এ, বি এল ৬৮।২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রলাল রায় বি এল ৫ হাজরা রোড।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	কুমার শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় মনোহরপুরগড়, পোঃ দাঁতন, মেদিনীপুর।
"	"	মহারাজকুমার শ্রীজগদীশনাথ রায় দিনাজপুর রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর।
"	"	কুমার শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় রাজগঞ্জ, দিনাজপুর।
"	"	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় দিনাজপুর রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	অধ্যাপক শ্রীচুনীলাল দে এম্ এ কটন কলেজ, গৌহাটী।
"	"	অধ্যাপক শ্রীরজনীকান্ত বরাট এম্ এ কটন কলেজ, গৌহাটী।
"	"	অধ্যাপকশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কটন কলেজ, গৌহাটী।
"	"	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ জর্জ্জটাউন, এলাহাবাদ।
"	"	শ্রীরামশঙ্কর রায়, উকীল চৌধুরীবাজার, কটক।
"	"	পণ্ডিত শ্রীরামাধীন অবস্থী ১২ বারাণসী ঘোষের ২য় লেন।
"	"	শ্রীবনবিহারী পালিত, উকীল চৌধুরী বাজার, কটক।
"	"	শ্রীপীযুষকান্তি ঘোষ ২ আনন্দ চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র বড়ুয়া গৌরীপুর রাজবাটী, আসাম।
"	"	শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, চিত্রকর ৩০ বসুপাড়া লেন।
"	"	শ্রীপশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, বি এল উকীল, ৪৭ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
"	"	কুমার শ্রীমন্মথনাথ দেব বালেশ্বর, রাজবাটী।
"	"	শ্রীনন্দলাল রায়চৌধুরী জমিদার পোঃ বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার ৪৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু ৭১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীশরৎকুমার মিত্র এম্ এ, বি এল্ ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মিঃ এস্ সি সেন, ফটোগ্রাফার হাথুয়ারাজ, হাথুয়া।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সম্পাদক পল্লীবাসী, হাওড়া।
"	"	শ্রীলাল কাব্যতীর্থ জৈনহিতৈষিণী সংস্থার মন্ত্রী, ৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী কায়স্থ-সভার কার্য্যাধ্যক্ষ, ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত, দেওয়ান হাথুয়ারাজ, হাথুয়া।

২৩শ বার্ষিক, দশম মাসিক অধিবেশন

১৭শে চৈত্র, ১লা এপ্রিল, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ
" পুলিনবিহারী দত্ত
" চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
" চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বিএ
" পান্নালাল মল্লিক
" যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
" গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বসু
" শরৎচন্দ্র গুপ্ত
" ললিতমোহন বসু
" নরেন্দ্রচন্দ্র দেব
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" বাণীনাথ নন্দী
" অজয়চন্দ্র সরকার
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকমল সিংহ
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
" দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সূর্য্যকুমার পাল
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ মহাশয়-লিখিত "আসামের পত্র-পত্রিকা।" ৫। গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির অধিবেশন আবশ্যক হইলে পরিষৎ মন্দির ব্যতীত অন্যত্র হইতে পারিবে না—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক পূর্ব্বে গৃহীত এই মন্তব্য আলোচনার জন্য গণিত-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব। ৬। শোক-প্রকাশ—ডাঃ নগেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ সম্পূর্ণভাবে নকল না হওয়ায় উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

২। সদস্য-নির্ব্বাচন-কার্য্য কোন বিশেষ কারণে স্থগিত রহিল।

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ মহাশয়ের "আসামের পত্র-পত্রিকা" নামক প্রবন্ধটি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন। প্রবন্ধটিতে অনেক আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বাবুকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। বাঙ্গালা ভাষায় পত্র-পত্রিকায় যেমন নানা বিবরণ এবং ইতিহাস সংগৃহীত হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাসের সংগ্রহে অনেক সাহায্য হইয়াছে, সেই মত অসমীয় ভাষায় নানা পত্র-পত্রিকায় বিবরণ ও ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় পদ্মনাথ বাবু অসমীয় ভাষায় ইতিহাস সংগ্রহের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এ জন্য আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

৫। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, "গণিত-

শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির অধিবেশন আবশ্যক হইলে পরিষৎ মন্দির ব্যতীত অন্যত্র হইতে পারিবে না"—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক পূর্ব্বে গৃহীত এই মন্তব্য তাঁহারাই পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং গণিতশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির সম্পাদক মহাশয় অনাবশ্যক-বোধে তাঁহার এই বিষয়ের প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিয়াছেন। এই জন্য এই প্রস্তাবের আলোচনা আবশ্যক হইল না।

৬। শোকপ্রকাশ,—সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—৺নগেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা শোকপ্রকাশ করিতেছি।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হয়।

উপহৃত পুস্তক ও পুথির তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১। কাশীর কিঞ্চিৎ
" সত্যচরণ সেনগুপ্ত	২। ভৈষজ্য-মণি-মালিকা (১ম খণ্ড)
" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত	৩। সুখমণি
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪। কতকগুলি খণ্ডিত মাসিক পত্রিকা

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় ১১১খানি পুস্তক পরিষদে উপহার প্রদান করিয়াছেন।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Supdt, Patent Office	১। Patent Office Journal 1916.
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.	২। Annual Report of the Archæological Survey of India, Eastern Circle 1915-16.
	৩। Report on Public Instruction in Bengal for 1915-16.
	৪। Do Do Supplement. 1915-16.
Supdt. Co-Operative Movement In India.	৫। Statements showing progress of the Co-Operative Movement in India during the year 1915–16.

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

৬ই বৈশাখ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, ১৯শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

অপরাহ্ণ ৬৷৹ ঘটিকা

প্রবন্ধ—"গিজোর (Guizot) সভ্যতার ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ"।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, পি এইচ্ ডি (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
„ ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্ এ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য
„ কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ হৃদয়নাথ মিশ্র
„ নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
„ হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি এল্
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ বিনোদগোপাল রায়
„ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ মণিমোহন বসু
„ প্রভাতচন্দ্র চন্দ
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ বাণীনাথ নন্দী
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ শশীন্দ্রসেবক নন্দী

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী
কিরণচন্দ্র দত্ত } সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়,—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য "গিজোর (Guizot) সভ্যতার ইতিহাস" বিষয়ক গ্রন্থের (দ্বিতীয় অধ্যায়ের) অনুবাদ পাঠ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ বি এল্ মহাশয়ের অনুমোদনে ও উপস্থিত সদস্যবর্গের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় বলেন,—গিজোর ইতিহাস গ্রন্থখানি অতি উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ রবীন্দ্র বাবুর স্থায় অনুবাদকের হস্তে পড়িয়া ইহার অনুবাদ যে উৎকৃষ্ট হইতেছে, গত প্রবন্ধ পাঠের সময় তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। পুস্তকে ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানির অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের গৌরব যে আরও বৃদ্ধি হইবে, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে প্রবন্ধ-লেখক রবীন্দ্র বাবুকে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য প্রবন্ধের এইরূপ নিয়ম আছে যে, প্রবন্ধ কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে হইবে। কিন্তু গত বারের প্রবন্ধ কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রবন্ধ-লেখক প্রবন্ধ প্রকাশের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তিনি যদি কোন সুব্যবস্থা করিতে না পারেন, আমাদিগকে বলিলে এবং প্রবন্ধ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে, আমরা ব্যবস্থা করিতে পারি।

উত্তরে প্রবন্ধলেখক রবীন্দ্রবাবু বলেন যে, "শীঘ্রই কোন পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করিব।" অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মন্দির সংস্কারকল্পে সাহায্য

১৩২৪ বৈশাখ হইতে ১১ই আষাঢ় পর্য্যন্ত সংগৃহীত।

নাম	টাকা
গত বর্ষের জের—	৮৮১/০
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০০৲
" বোধিসত্ত্ব সেন	৫০৲
" অমূল্যধন চট্টোপাধ্যায়	২৲
" হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার	২৲
" প্রমোদচন্দ্র রায়	২৲
" নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
" কালিদাস চক্রবর্ত্তী	২৲
" কালীপদ বসু	২৲
" নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
" চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী } " জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী }	২৲
" প্রমথনাথ বিশ্বাস	২৲
" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
" ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	২৲
	১০৫৩/০

নাম	টাকা
জের—	১০৫৩/০
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	২৲
" পূরণচাঁদ নাহার	২৲
" কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন	২৲
" হেমচন্দ্র মিত্র (খ)	২৲
" রাধিকাপ্রসন্ন চন্দ	২৲
" সতীশচন্দ্র ঘোষ	১৲
" নন্দলাল সিংহ	২৲
" কবিরাজ গণনাথ সেন	২৲
" পঞ্চানন মিত্র	২৲
" নন্দলাল রায় চৌধুরী	২৲
" রসিকরঞ্জন ঘোষ	২৲
" মন্মথনাথ সেন	২৲
" যতীন্দ্রনাথ সেন	২৲
" নরেন্দ্রনাথ বসু	২৲
" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	২৲
	১০৮২/০

ভ্রম-সংশোধন—২৩শ, ৪র্থ সংখ্যায় এই হিসাবে সাহায্যকারী মহোদয়গণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম ভ্রমক্রমে অন্যরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল। এই জন্য আমরা দুঃখিত। তালিকায় ১ম পৃঃ—জে এম রায় (ভাগলপুর) স্থলে—নরেন্দ্রনাথ রায় (ভাগলপুর) হইবে। জে এম রায় রায়পুর স্থলে যতীন্দ্রমোহন রায় (রায়পুর) হইবে। জানকীনাথ রায় (মালদহ) স্থলে রামকিঙ্কর রায় হইবে।

তালিকায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়—জে এন্ বসু (কটক) স্থলে জানকীনাথ বসু (কটক) হইবে, এস্ সি ভট্টাচার্য্য (মগলাবাজার) স্থলে রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মগলাবাজার হইবে, আর সি মিত্র (সদরবাজার) স্থলে রমেশচন্দ্র মিত্র (সদরবাজার) হইবে; বি কে মিত্র স্থলে বিজয়কেশব মিত্র হইবে।

তালিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায়—যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী (বরাহী) স্থলে যতীন্দ্রনাথ সিংহ (বরাহী); যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (শ্রীহট্ট) স্থলে যজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত (শ্রীহট্ট) হইবে; নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় স্থলে নরেন্দ্রকিশোর রায় হইবে; কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থলে কালিদাস চট্টোপাধ্যায় হইবে।

শ্রীরামকমল সিংহ

সমাচার-দর্পণ

১৩০২-৩ সালের ষষ্ঠ ভাগ জন্মভূমি পত্রিকায় স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সমাচারদর্পণ সম্বন্ধে বিবরণ লেখেন। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সমাচারদর্পণের কোনও সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরে যখন তিনি উক্ত সংবাদ-পত্রের কয়েক সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন, তখন তাঁহার জন্মভূমিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ ১৩০৫) "বঙ্গীয় সমাচারপত্রিকা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের পুনরালোচনা করেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে সমাচারদর্পণের প্রচারকাল ২৩ মে ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৪ জুলাই ১৮২১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকার যে ফাইল আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

আলোচ্য সংবাদপত্রের প্রথম প্রচারের সুপরিচিত ইতিহাস বিদ্যানিধি মহাশয় সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট বিবরণ শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেবদিগের গ্রন্থে[১] পাওয়া যাইবে। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

এই সমাচারপত্রের প্রথম সংখ্যা শনিবার ২৩ মে ১৮১৮ বা ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫ প্রকাশিত হয়।[২] এই তারিখ প্রথম সংখ্যার কণ্ঠদেশে লিখিত আছে। ইহার সমাচার-দর্পণ নামকরণ সম্বন্ধে মার্শমান লিখিয়াছেন যে, বিলাতে প্রচারিত প্রথম সংবাদপত্রের

১। *Life & Times of Carey, Marshman & Ward* or *A History of the Serampur Mission*, 2 vols. London. 1859. Vol II p. 161 ; Letter from J. C. Marshman to Dr. George Smith published in the latter's *Twelve English Statesmen*. 1898. pp. 230-33 ; *Calcutta Review*. XIII (1850), Art. "*Early Bengal Language & Literature* ; & CXXIV. (1907), pp. 391-93 ; Smith, *Life of William Carey*. London 1885, New Ed 1912 ; E Carey, *Memoir of William Carey*. London. 1836. ইত্যাদি

২। সমাচারদর্পণের পুরাতন সংখ্যা-সকল দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হইবে। কিন্তু দর্পণের প্রথম সংখ্যা অধিগত হওয়ায় এ সমস্ত মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এমন কি, মার্শমান সাহেব স্বয়ং তাঁহার দুইটি পুস্তকে দুইটি ভুল তারিখ দিয়াছেন। তাঁহার *History of Serampur Mission*, Vol II p. 163, গ্রন্থে, ৩১শে মে রবিবার ১৮১৮ এবং বাঙ্গালার ইতিহাসগ্রন্থে (*History of Bengal*. 1859 p. 251) ২৯ শে মে শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ তারিখদ্বয় পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে (*History of Ben. Lang. & Lit.* 1911. p. 877) মার্শমান সাহেবের শ্রীরামপুরমিশনের ইতিহাস গ্রন্থধৃত তারিখ যথাযথ গ্রহণ করিয়া পুনরায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। লং সাহেবের তালিকায় (*Descriptive Catalogue*. 1855. p. 66) ২৩শে আগষ্ট শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ভুল শ্রীরাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতায় মুদ্রিত ১৮১৬ তারিখ। *Cal. Chr. Observer* Feb. 140 (art. Native Press) ইহার তারিখ দিয়াছে ১৮১৯।

Mirror of News এই নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছিল।[৩] সমাচারদর্পণ সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম সমাচারপত্র বলিয়া উল্লিখিত হয়।[৪] কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ১৮১৬ খ্রীঃ অঃ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বেঙ্গল গেজেট নামক যে বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, তাহাই বোধ হয়, এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা। বেঙ্গল গেজেট বা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা গঙ্গাধর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বোধ হয়, উক্ত পত্রিকা, কাহারো মতে এক বৎসর, কাহারো মতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল[৫]। এবং রাজনারায়ণ বসুর সুপরিচিত বক্তৃতা[৬] হইতে জানা যায় যে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। উক্ত সংবাদপত্রের ফাইল আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও হস্তগত করিতে পারি নাই এবং এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার কোনও বিস্তৃত বিবরণও দেন নাই। সুতরাং ইহাতে কি কি বিষয় প্রকাশিত হইত, তৎসম্বন্ধে বা ইহার লিখিবার ধরণাদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। যাহা হউক, সর্ব্বপ্রথম সমাচার পত্র না হইলেও, সমাচারদর্পণ যে পথপ্রদর্শক হিসাবে সর্ব্বপ্রথম যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী অধিকাংশ সংবাদপত্রের আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না।

সমাচারদর্পণে সংবাদ ভিন্ন নানা প্রবন্ধাদি ও দেশহিতকর সন্দর্ভ থাকিত। ইহার উদ্দেশ্য ও ইহাতে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, তাহা ইহার পরিচালকগণ প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।—

"সমাচারদর্পণ।[৭]

কয়েক মাস হইল শ্রীরামপুরের | [ছা]পাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক[৮] [প্রকা]শ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক | [মা]স ২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তা | [হা]র অভিপ্রায় এই যে

৩। ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথ সাহেবের নিকট জে সি মার্শমানের পত্র, *Twelve English Statesmen* 1898, p. 23.

৪। Marshman, *History of Serampur Mission*, Vol II, p 167 ; Marshman, *History of Bengal*. p. 251 ; *Cal. Rev.* 1850, Vol XIII ; Smith, *Life of Carey* ; *Friend of India*. 1850, Sep. 19 ; Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, p. 877 ইত্যাদি।

৫। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৪৮-৫০। কিন্তু রেভারেণ্ড লং তাঁহার *Return of Names & Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records). Cal. 1855. p. 145 পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে উক্ত সংবাদপত্রের আয়ুষ্কাল এক বৎসর মাত্র।

৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা, পৃঃ ৫৮।

৭। এই উদ্ধৃত অংশটির মূল অত্যন্ত খণ্ডিত। খণ্ডিত স্থানগুলির যে স্থলে পাঠোদ্ধার হয় নাই, সেখানে তাহাই করিয়া ও অন্যান্য স্থলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৬) যে পাঠ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে লইয়া বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া গেল।

৮। দিগ্দর্শন বা যুবা লোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ ; Digdarsan or the Indian Youth's Magazine. ইহা বাঙ্গলায় প্রচারিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত।

এতদ্দেশীয় | [লো]কেরদের নিকটে সকল প্রকার | [বি]দ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে | [সক]লের সম্মতি হইল না এই | [কারণ] যদি সে পুস্তক মাস ২ ছাপা | [হইত] তবে কাহারো উপকার | [হইত] না অতএব তাহার পরী|[বর্ত্তে] এই সমাচারের পত্র ছা|[পা] আরম্ভ করা গিয়াছে। | [ইহার] নাম সমাচার দর্পণ।—|

[এই স]মাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে | ছাপা যাইবে তাহার মধ্যে | [এই এই স]মাচার দেওয়া যাইবে। |

[১ এতদ্দেশে]র জজ ও কলেক্তর[৯] | [ ]র ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্য|[ক্ষেরদের] নিয়োগ।—|

[৪ শ্রীশ্রীযু]ত বড় সাহেব যে ২ | [নুতন আই]ন ও হুকুম প্রভৃতি | [প্রকাশ করিবে]ন। |

[৩ ইংগ্লণ্ড] ও ইউরোপের অন্য ২ | [প্রদেশ হইতে] যে যে নুতন সমাচার | [আইসে এবং] এই দেশের নানা | [সমাচার] |

[৪ বাণিজ্যাদি]র নূতন বিবরণ। |　　　　　[এইখানে ১ম পৃঃ, ১ম স্তম্ভ সমাপ্ত]

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ | ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া। |

৬ ইউরোপদেশীয় লোক কর্ত্তৃক | যে ২ নুতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই | সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে | এবং যে ২ নূতন পুস্তক মাসে ২ | ইংগ্লণ্ড হইতে আইসে সেই | সকল পুস্তকে যে ২ নুতন শিল্প | ও কল প্রভৃতির বিবরণ[৯] থাকে | তাহাও ছাপান যাইবে। |

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতি|হাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক | ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ। |

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে | প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে | তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। | প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের | পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে।[১০] | ইহাতে যে লোকের বাসনা হই|বেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের | ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তা|হে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে। |"

প্রথম দুই সংখ্যায় আলোচিত বিষয়ের তালিকা এখানে দেওয়া গেল।—

১ম সংখ্যা।—

পৃঃ ১—১। সমাচারদর্পণ (২য় স্তম্ভের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত)

২। মসলা বিক্রয়ের ইস্তাহার (পৃঃ ২, ১ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত)

৯। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৫ম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৬) উদ্ধৃত অংশে এই স্থলে ভুল আছে।

১০। ৩ সংখ্যার শেষে "ইস্তাহার" আছে,—"দুই সপ্তাহের কাগজ বিনামুল্যে দেওয়া গিয়াছে পুনর্ব্বার এ সপ্তাহের কাগজও বিনামূল্যে দেওয়া যাইতেছে।" অতঃপর ৪ সংখ্যার শেষে "ইস্তাহার"—"এই সমাচারের পত্র তিন সপ্তাহ বিনামুল্যে দেওয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য সামান্যত ১।০ দেড় টাকা প্রতিমাসে লেখা গিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে জ্ঞাত হইবা এই সমাচারের পত্র যে ব্যক্তি কেবল এক মাহার কারণ লইবেক তাহার মাসে মাসে ১।০ দেড় টাকা দিতে হইবেক যে ব্যক্তি এক বৎসরের কারণ লইবেক তাহার মাস ২ এক টাকা দিতে হবেক।" তাহা হইলে বাৎসরিক মূল্য ১২্ বার টাকা।

পৃঃ ২—১। প্রথম স্তম্ভ অত্যন্ত খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় কি, জানা যায় না। তবে এই স্তম্ভের শেষে "রাজকর্ম্মে নিয়োগ" শীর্ষক সমাচার দেখা যায়।

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাও

ওলাউঠা

যুবরাজের কন্যার মরণ (পৃঃ ৩, ১ম স্তম্ভ উপর পর্য্যন্ত)

পৃঃ ৩—১। প্রথম স্তম্ভ।—শ্রীশ্রীযুতের গোরকপুর পৌঁছান খবর (heading নাই)

বাণিজ্যের সমাচার (২য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত)

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ।—মরিচ উপদ্বীপের ঝড়

মান্দরাজ (৩য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত)

৩। তৃতীয় স্তম্ভ।—(কয়েক লাইন খণ্ডিত)

ইংগ্লণ্ডে নূতন কল

সর্প কর্ত্তৃক ছাগ ভক্ষণের বিবরণ (পৃঃ ৪ মধ্যভাগ পর্য্যন্ত)

পৃঃ ৪—১। প্রথম স্তম্ভ।—খণ্ডিত—heading পড়া যায় না, তবে আলোচ্য বিষয় —হিন্দুস্থানে উৎপন্ন নীল, তুলা ইত্যাদির বিবরণ (৩য় স্তম্ভের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত)

পত্রের শেষে এই (খণ্ডিত) "ইস্তাহার" আছে—"এই সমাচারে[র পত্র] অতি ত্বরায় ছাপা হইল সে [কারণ] অধিক সমাচার নাই আ[ ]

২য় সংখ্যা।—

পৃঃ ১।—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাও

বাদশাহের জন্মদিন

নাগপুরের রাজার বিবরণ

পেশোয়া

পৃঃ ২।—(১ম স্তম্ভ খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় পড়া বা বোঝা যায় না।)

চোড়িগড় অধিকার

২৩ আকরেল

বাণিজ্য

মরীচি উপদ্বীপ

উত্তর আমেরিকা

পৃঃ ৩।—উত্তর আমেরিকা (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

অশ্রুত সমাচার

বিবাহের নূতন ব্যবস্থা

ইংগ্লণ্ডের রাজকীয় ব্যয়

তৃতীয় স্তম্ভ খণ্ডিত—গৌড় নগর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ

পৃঃ ৪। প্রথম স্তম্ভ একেবারে খণ্ডিত—উল্লিখিত গৌড় সম্বন্ধে প্রবন্ধের তিন স্তম্ভ-ব্যাপী অনুবৃত্তি

পৃষ্ঠার শেষে সমাচারপত্রের গ্রাহকদিগের নাম প্রেরণ সম্বন্ধে ইস্তাহার। (বর্ত্তমান প্রবন্ধের ১০ ফুটনোটে উদ্ধৃত)

সমাচারদর্পণের আকার ১৩″×৯॥″। প্রতি বারের পত্র-সংখ্যা ৪। সপ্তম সংখ্যা (৪ জুলাই ১৮১৮। ২১ আষাঢ় ১২২৫) হইতে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি ইহার কণ্ঠদেশে শোভা পাইত—"দর্পণে মুখ-সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানীহ[11] জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥" ৩৪ সংখ্যা (৭ জুলাই ১৮১৮। ২৫ আষাঢ় ১২২৮) হইতে পত্রের শীর্ষদেশে এইরূপ লেখা দৃষ্ট হইবে,—"সমাচারদর্পণ অর্থাৎ সর্ব্বহিতপ্রয়োজনক সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ববিষয়সূচক সম্বাদপত্র।"[12] ১৮২১ পর্য্যন্ত যে ফাইল পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি সংখ্যার প্রতি পৃষ্ঠা তিন স্তম্ভে বিভক্ত। ১ আগষ্ট ১৮১৮ পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যা আমূল সংবাদ ও সন্দর্ভাদি-পূর্ণ থাকিত; তৎপরবর্ত্তী সংখ্যা (৮ আগষ্ট ১৮১৮) হইতে শেষ পৃষ্ঠায় "সেরিফ সেল" বা "জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার" কখনও এক, কখনও দুই, কখনও পূর্ণ তিন স্তম্ভ দেওয়া হইত। ২০ মার্চ্চ ১৮১৯ হইতে পত্রের প্রারম্ভেও অন্যান্য জমীর নিলামের ইস্তাহার দেখা যায়। ১০ এপ্রেল ১৮১৯ হইতে জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার আর শেষ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইত না, প্রথম পৃষ্ঠায় দেখা যাইত। কখন কখন এই ইস্তাহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ স্তম্ভ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকিত (৫২ সংখ্যা, ১৫ মে ১৮১৯)। ৮৩ সংখ্যা, ১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯ হইতে শেষ পৃষ্ঠায় "বাজার ভাও"র তালিকা দৃষ্ট হইবে; ইহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। তখন মণ হিসাবে দর, বালাম চাল ১॥৵০; "উত্তম গায়ে ঘৃত" ২০৲; মধ্যম ঐ ১৬৲; ভৈঁসা ঘৃত ১৬৲; মধ্যম ভৈঁসা ১৫৲; নীল উত্তম ১৬০৲, অন্যপ্রকার নীল ১১০৲; কাশীর চিনি ১০৲, মধ্যম ৮॥০ ইত্যাদি। (১৮ ডিসেম্বর, ১৮১৯। ৪ পৌষ, ১২২৬)।

এই ত গেল সাধারণ বিজ্ঞাপনাদি সম্বন্ধে। মধ্যে মধ্যে নূতন পুস্তকের বিবরণ ও বিজ্ঞাপন বাহির হইত। ইহার দুএকটি হইতে পুরাতন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ২৫ জুলাই, ১৮১৮ (১১ শ্রাবণ, ১২২৫) সংখ্যায় পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত বাঙ্গালা অভিধান (শব্দসিন্ধু) সম্বন্ধে এইরূপ ইস্তাহার পাওয়া যায়,—"এতদ্দেশীয় অনেক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া লিখিতে অশক্ত এ কারণ এ অকিঞ্চন ভগবান অমরসিংহকৃত অভিধান অকারাদিক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী ডেক্সিয়ানরীর

১১। "বৃত্তান্তানিহ" হইবে। এই ভুল ১৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইবে। ১৫ সংখ্যা হইতে শুদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে।

১২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩০৫, পৃঃ ২৫৯) "সর্ব্বহিতপ্রয়োজক" উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মূলানুযায়ী নহে।

স্তায় দেশীয় ভাষায় বিবরিয়া দন্ত্য ওষ্ঠ্য বকারের প্রভেদ করিয়া মেদিনী রভসাদি নানা অভিধানের অনেক অর্থ দিয়া নানার্থ[ ]রূপ ৪৯২ পৃষ্ঠা এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে তাহার চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে [ ]য় তঙ্কা মূল্যে যাহার লইবার বাঞ্ছা [ ] তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতায় শ্রীযুত দেওয়ান [রা]মমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোয়িটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদনমিতি।" ইহা হইতে জানা গেল যে, উক্ত পুস্তক ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল।[১৩]

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-প্রণীত ব্যাকরণের তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট গোলমাল রহিয়াছে এবং সে পুস্তকও এখন দুষ্প্রাপ্য। ১৮১৮, ৩রা অক্টোবরের (১৮ই আশ্বিন, ১২২৫) সমাচারদর্পণে উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ বিজ্ঞাপন আছে।—"নূতন কেতাব। ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ও লিখিবার আদর্শ ও পত্রধারা ও আর্জি ও খত ও টর্নিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে এই কেতাব পড়িলে ইংরেজী বিদ্যা সহজে হইতে পারে এই কেতাব চামড়া বদ্ধ জেল্দ করা ইহার মূল্য ফি কেতাব ৩ টাকা। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দেরোজারু সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।" লং সাহেবের তালিকায় ও তদনুকরণে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ইহার তারিখ খ্রীঃ অঃ ১৮২০ দেওয়া হইয়াছে; তাহা উক্ত বিজ্ঞাপন হইতে ভুল প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন[১৪] ইহার কোনও তারিখ দেন নাই। আর একটি কথা। সাধারণতঃ ইহাকে বাঙ্গালী-লিখিত প্রথম 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ ইহা "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" নহে; বরং ইংরাজী ব্যাকরণ, বাঙ্গালায় লিখিত; তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ বিষয়েরও অবতারণা আছে।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ (১১ আশ্বিন, ১২২৫) হইতে—

"কলিকাতায় নূতন খবরের কাগজ।

এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে সে

১৩। শব্দসিন্ধু গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ জানা যায়— "বসন গণেশভুজ শকর্কভূমিতে। গ্রন্থসমাপ্তির শাক জানিবে পণ্ডিতে।" পুনশ্চ পৃঃ ৪৮৮—"অত্র গ্রন্থ্যবহুমিঃ পরিমিতগণনে শাক ঈদৃগ্ বিজাতিঃ শ্রীযুৎপীতাম্বরাখ্যো বুধগণকিতবঃ পুস্তকঃ নিষ্পাদ্য" ইত্যাদি। পুস্তকের পরিচয়-পত্রে (title-page) "কলিকাতায় ছাপা হইল ১২২৪ সাল" এইরূপ লিখিত আছে। তাহা হইলে ইহার প্রকাশের তারিখ ১৮১৭।১৮১৮। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরাজী *History of Bengali Lang. & Lit.* গ্রন্থে (পৃঃ ৯০১) ইহার ভুল তারিখ দিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১২) যে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী আছে, তাহাতে ইহার তারিখ লং সাহেবের অনুকরণে ১৮০৯ দেওয়া হইয়াছে।

১৪। *History of Beng. Lang. & Lit.* 1911. p. 902.

প্রতি সপ্তাহে দুইবার ছাপা হইবেক এবং যাহারা বরোবর ঐ কাগজ লইবেন তাহার মাস মাস ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং যাহারা বরোবর না লইবেন তাঁহারা যে মাসে লইবেন সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবে।"

এ কাগজটি কি এবং ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, তাহা বুঝা গেল না। সংবাদকৌমুদী নয় ত? অথবা জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত বিখ্যাত কলিকাতা জর্ণাল (Calcutta Journal)?

১২ই ডিসেম্বর, ১৮১৮ (২৮শে অগ্রহায়ণ, ১২২৫) তারিখের ৩০ সংখ্যা হইতে—

"শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।"

১৩ই মার্চ্চ, ১৮১৯ (১লা চৈত্র, ১২২৫) তারিখের ৪৩ সংখ্যা হইতে—

"কলিকাতা স্কুল সোসাইটি।[১৫]

আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি সকল বাঙ্গালা পাঠশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যেখানে যত যত পাঠশালা আছে তাহার তদারকাদি সকল শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরুমহাশয়েরা আপনারদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যেরদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে। বোধ হয় যাদৃশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর আর প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরুমহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।"

২০শে মার্চ্চ, ১৮১৯ (৮ই চৈত্র, ১২২৫) তারিখের ৪৪ সংখ্যা হইতে—

"শ্রীরামপুরের টোল।

শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যার্থিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কালেজে নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহুপ্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতি শাস্ত্রের এক এক জন পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বাঙ্গালা দেশে অন্য অন্য শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিদ্যাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় এই বাঙ্গালা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুরে সাহেব

১৫। স্কুল সোসাইটি ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ প্রথম স্থাপিত।

লোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শি শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি ভট্টাচার্য্যকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব যদি কাহার জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মোং শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন।"

৩রা এপ্রিল, ১৮১৯ (২২শে চৈত্র, ১২২৫) ৪৬ সংখ্যা হইতে—

"পুস্তক ছাপান।

* * * *

এইক্ষণে মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব এক নুতন অভিধান[16] করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অদ্যাপি অর্দ্ধ হয় নাই। ইহাতে অনুমান করি যে এমত অভিধান পূর্ব্বে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন।

এবং কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভাষা চণ্ডীগান পুস্তক নানাপ্রকার লিপিদোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে নাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতে পারে।"

২৯শে মে, ১৮১৯ (১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) ৫৪ সংখ্যা হইতে—

"স্কুল সোসৈয়িটী।

আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার স্কুল সোসৈয়েটীর শেষ সভাতে নিশ্চয় কর (*sic*) গেল যে এই সোসৈয়িটী এক জ্ঞানী যুবা লোককে কাপতান ষ্টুয়ার্ট সাহেব হইতে পাঠশালার বিবরণ শিক্ষা করিবার জন্যে বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দিবেন কেন না ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পাঠশালার যশ[17] সকলে শুনিয়াছে। এই স্থিরানুসারে উইলার্ড সাহেব বর্দ্ধমানে গিয়াছেন আর ঐ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহারদের খোরাকাদির জন্যে মাস ২ ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাও যাইতে পারে আর পরীক্ষা সময়ে তাঁহারা ছয়

১৬। শব্দকল্পদ্রুম। (*see Second Report of the Cal. School Book Society* 1819, p. 50)

১৭। কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট (Stewart) বর্দ্ধমানে কলিকাতা মিশনারী সোসাইটির তত্ত্বাবধানে একটি বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটি ইহার এক জন প্রতিনিধিকে ৫ মাসের জন্য উক্ত পাঠশালার রীতি শিক্ষা করিবার জন্য বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিল। (Long's *Introduction to Adam's Reports*: Lushington, *History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent, and Charitable Institutions in Calcutta and its vicinity*. Cal. pp. 145-155)। ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বয়ং বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, যথা—"উপদেশ কথা (ইতিহাসের সুবচন) পরন্তু ইংলণ্ডীয়োপাখ্যানের চুম্বক কলিকাতা ১৮২০" ইত্যাদি।

টাকা মাস মাস পাইবেন তাহার পরে সকল পণ্ডিত লোকেরদের মধ্যে যে বড় উত্তম জ্ঞানী হইবেক সেই সকল লোক পাঠশালাতে উইলার্ড সাহেবের উপকার করিবেন ও তাহারদের যোগ্য বেতন পাইবেন।"

পরবর্ত্তী ৫৫ সংখ্যায় (৫ই জুন, ১৮১৯। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) পুনশ্চ—

"স্কুল সোসৈয়েটী।

কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর বাজে পাঠশালার গুরু ও বালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেক অনেক ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একত্র হইয়াছিলেন পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত ঐ সকল গুরু ও বালককে তাঁহারদিগের সম্মুখে আনাইয়া পরীক্ষা লইলেন পরে তাহা দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্গালি লোক সন্তুষ্ট হইয়া সেই ২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ পণ্ডিত সাহেব লোকের আজ্ঞানুসারে গুরুরদিগকে যথোপযুক্ত টাকা ও বালকেরদিগকে বহি দিলেন সোসৈয়েটীর এইরূপ সুধারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের জ্ঞানোদয় দেখিয়া সভাস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি সকল সোসৈয়েটীর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

আর গত শনিবার স্কুল সোসৈয়েটীর বিষয় ছাপাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখা গিয়াছিল যে কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর ও পাঠশালার কর্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করিবার জন্যে মেং উইলার্ড সাহেবকে বর্দ্ধমান পাঠান গিয়াছে[১৮] তাহাতে সেখানকার কাপ্তান ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পত্র দ্বারা জানা গেল যে ঐ সাহেব বড় জ্ঞানী ও তৎকর্ম্মোপযুক্ত অতএব অনুমান হয় যে ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা অবশ্য হইতে পারে।"

উক্ত সংখ্যায় পুনশ্চ—

"নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক ছাপাইয়াছেন তাহার নাম ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধনির্ণয় এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে ছাপ্পান্ন প্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যকশাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবে।"

১৮। এ বিষয়ে Long, *Introduction to Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal.* London, 1868 দ্রষ্টব্য।

তখনও বৃদ্ধ কেরীর পুত্র ফিলিক্স কেরীর "ব্যবচ্ছেদবিদ্যা" (Anatomy) প্রকাশিত হয় নাই। যুবক কেরীর উদ্দেশ্য ছিল, ইংরাজী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া হইতে নানা বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক "বিদ্যাহারাবলী" নাম দিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিবেন। ইহার মধ্যে শুধু প্রথম খণ্ড ব্যবচ্ছেদবিদ্যা[১৯] ছাপা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ১২ই জুন, ১৮১৯ (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৫) সংখ্যা সমাচারদর্পণে লিখিত হইয়াছিল,—

"নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্রীয় (*sic*) পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাসং ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক২ নম্বরের মূল্য ছুই ২ টাকা।"

১৯শে জুন, ১৮১৯ (৬ই আষাঢ়, ১২২৩) ৫৭ সংখ্যা হইতে—

"জগন্নাথমঙ্গল।

মোং কলিকাতাতে জগন্নাথমঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালিগান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে

১৯। এই গ্রন্থের titlepage বা পরিচয়-পত্র এইরূপ,—"বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য ভাবৎ আয়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদি মূল গ্রন্থাবলী। তৎপ্রথম গ্রন্থ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। Vidyaharabalee or Bengalee Encyclopædia. Vol I. Anatomy. ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ফিলিক্স কেরী কর্ত্তৃক পঞ্চম বার ছাপাকৃত এন্‌সেক্লোপেদিয়া ব্রিটানিকা নামক গ্রন্থাবলী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় কৃত। পণ্ডিত উলিয়াম কেরী কর্ত্তৃক অর্থরা বিবেচিত এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক ভাষা বিবেচিত ও কবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি কর্ত্তৃক সাহায্যীকৃত। শ্রীরামপুর মিশিয়ন্ ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। সন ১৮২০'। or The Science of Anatomy traLslated into Bengalee from the 5th Edition of the Encyclopædia Britanica by F. Carey. Assisted by Sreekanta Vidyalankar & Shree Kavichandra Tarkasiromani, Pundits. The whole revised by the Rev. W. Carey. D. D. Serampor. Printed at the Mission Press. 1820." শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন (*History of Beng. Lang. & Lit.* p. 872) এই পুস্তকের উল্লেখ সময়ে ইহাকে "Hadavali Vidya" (হাড়াবলী বিদ্যা) এইরূপ অভিহিত করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা ভুল। Anatomy সম্বন্ধীয় পুস্তক বলিয়া বোধ হয় "হারাবলী" স্থানে "হাড়াবলী" হইয়া গিয়াছে এবং হাড়াবলী বিদ্যা ব্যবচ্ছেদবিদ্যা অর্থে ভ্রমক্রমে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনবধান অমার্জনীয়। কারণ, পুস্তকের titlepageএ এবং যে যে স্থলে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, সর্ব্বত্র বিদ্যাহারাবলী Encyclopædia অর্থে ধরিয়া গ্রন্থের নাম ব্যবচ্ছেদবিদ্যা দেওয়া হইয়াছে। মূল গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে এরূপ ভুল হইত না। এ পুস্তক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ; প্রবন্ধান্তরে ইহার সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। সমাচারদর্পণ হইতে উপরোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে বুঝা যায় যে, ইহা ক্রমিক সংখ্যায় (serially) প্রকাশ করিবার প্রস্তাব ছিল। ফিলিক্স (Felix) বৃদ্ধ উইলিয়াম কেরীর প্রথম পুত্র। ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও বাঙ্গালা ভিন্ন পালী ও ব্রহ্মদেশের ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮২২ খ্রীঃ অঃ ৩৬ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুরে ইহার মৃত্যু হয়। (*Bengal Obtiuary*, p 350)

জগন্নাথদেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিণী ও তাল মানেতে পূর্ণ অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রকাশ হয় নাই।"

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮১৯ (২০শে অগ্রহায়ণ, ১২২৬) ৮১ সংখ্যা হইতে—

"নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় পুনর্ব্বার সহমরণ বিষয়ক বাঙ্গালা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।"

ইহার পূর্ব্বে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮১৮ (১৩ই পৌষ, ১২২৫) ৩২ সংখ্যা হইতে—

"সহমরণ।

কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

সহমরণ সম্বন্ধে আন্দোলন তখন বেশ জোরেই চলিতেছিল বলিয়া বোধ হয়। সহমরণের সংবাদ অন্যান্য সংবাদের ন্যায় সমাচারদর্পণে অনবরত বাহির হইত।

এই সম্বন্ধে ২২শে মে, ১৮১৯ (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

"বেদান্ত মত।

৯ই মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতিবিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল এবং খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কালক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিককর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।"

সহমরণ-বিধির সমর্থন করিবার ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ (৩রা আশ্বিন, ১২২৬) ৭০ সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

"নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসুরা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণ নিষেধকের কথা ও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণ বিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি-প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী

ভাষাতে পৃথক এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এই পুস্তক অত্যন্ন দিন প্রকাশ হইয়াছে।"

স্কুল সোসায়েটীর উল্লেখ থাকিলেও স্কুলবুক সোসায়েটীর উল্লেখ বেশী পাওয়া যায় না। ইহার স্থাপনের পর তৃতীয় বাৎসরিক সম্মিলনের উপলক্ষে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য ২১শে অক্টোবর, ১৮২০ (৬ই কার্ত্তিক, ১২২৭) ১২৭ সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

"স্কুলবুক সোসয়িটী।

১১ অক্টোবর বুধবারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে এবং ঐ সোসয়িটী অতি সুন্দররূপ চলিতেছে। ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতি লোকেরা নূতন ২ প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালা পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহাতে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসয়িটীর ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাকা কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন।[২০] শ্রীযুত মন্তেগু সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার[২১] কথাক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ঐ সোসয়িটীর কোমিটীতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাইস সাহেব ও কাজী আবদুল হমিদের কথাক্রমে পুনর্ব্বার ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন।"

মেণ্ডিস্ (Mendies) সাহেবের[২২] অভিধান সম্বন্ধে ২৭শে জানুয়ারী, ১৮২১ (১৬ই মাঘ, ১২২৭) ১৪১ সংখ্যার ইস্তাহার,—

২০। উক্ত সোসায়েটীর রিপোর্ট (*First Report of the School Book Society.* Cal. 1818. p, 61) হইতে জানা যায় যে, নবাব বাহাদুর হাজার টাকা নহে, ৫০০৲ টাকা এককালীন দান করিয়াছিলেন এবং পৃষ্ঠপোষকস্বরূপ বাৎসরিক ১০০৲ টাকা চাঁদা দিতেন।

২১। ইনি মে, ১৮০১ খৃঃ অব্দে ফোর্টউইলিয়াম কালেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের হেড্ মুন্সী নিযুক্ত হন, (Roebuck, *Annals of the Fort William College.* 1819. App III. p 48)। উক্ত কলেজের ডাক্তার গিলক্রিষ্ট (Gilchrist) সাহেব যে ঈসপ্‌স্ ফেবলের ছয় ভাষায় (হিন্দুস্থানী, পারসী, আরবী, ব্রজভাষা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত) অনুবাদ ইংরাজী অক্ষরে (Roman Character) মুদ্রিত করেন, তাহার বাঙ্গালা অংশের অনুবাদ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য তারিণীচরণ মিত্র করেন [Preface to *Oriental Fabulist* 1803 by Dr Gilchrist ; Buchanan, *College of Fort William* 1805 p. 221]। উক্ত পুস্তকের মুখবন্ধে গিলক্রিষ্ট সাহেব তারিণী বাবুর অনুবাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। স্কুল বুক সোসাইটীর রিপোর্ট (১৮১৮, পৃঃ ৯) হইতে জানা যায়, ইনি উক্ত সোসাইটীর দেশীয় সম্পাদক ছিলেন (Native Secretary), কতকগুলি পুস্তকও অনুবাদ করিয়াছিলেন।

২২। এই পুস্তকের title page এইরূপ,—"An Abridgment of Johnson's Dictionary in English & Bengali, peculiarly calculated for the use of Native as well as European Students, to which is subjoined a short list of French & Latin words and phrases in common use among English authors ; & also the abbreviations and contractions most commonly used in Writing & Printing. Serampur Mission Press. 1822."

"ইস্তাহার।

জানসেন ডেক্সনরী।

সকল লোককে অবগত করা যাইতেছে যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে নানা প্রকার ডেক্সনরী প্রস্তুত হইতেছে ও হইয়াছে কিন্তু অধিক মূল্য প্রযুক্ত অনেকে তাহা লইতে অসমর্থ তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বসাধারণ গ্রহণের কারণ জানসেন ডেক্সনরী যে কেতাব প্রসিদ্ধ আছে সেই কেতাব অনুসারে এক দিকে ইংরেজী শব্দ সাবেক মত থাকিবেক এবং তাহার প্রতিরূপক বাঙ্গালা শব্দ অন্য দিকে বিন্যাস করা যাইবে। ইহাতে যিনি ইংরেজী শিখিতে ইচ্ছা করেন ও যিনি বাঙ্গালা শিখিতে বাসনা করেন সে উভয়েরি যথেষ্ট উপকার হইবেক। এই কেতাব অনুমান তিন শত পৃষ্ঠা হইবেক। ইহার প্রতি কেতাবের মূল্য স্বাক্ষরকারীরা ৮ আট টাকাতে কেতাব পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরা ১২ বার টাকার ন্যূনে পাইবেন না। অতএব যিনি তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আপন নাম এবং কোন মোকামে কাহার নিকট কেতাব পাঠান যাইবে তাহাও লিখিয়া মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে শ্রীজন মেণ্ডিস সাহেবের নিকট পাঠাইবেন যেহেতুক দূরদেশে কেতাব ডাকে পাঠাইতে তাহারদের অনেক ব্যয় হইবেক এবং কি প্রকার বা টাকা পহুঁছিবে অতএব তাহার বেওরা করিয়া লিখিবেন। পরে কেতাব প্রস্তুত হইলে তাহারদের নিকটে পাঠাইয়া টাকা আদায় করা যাইবেক ইতি।"[২৩]
[এই ইস্তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যায়ও বাহির হইয়াছিল]

রামকমল সেনের প্রসিদ্ধ অভিধান সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদ ৩১শে মার্চ্চ ১৮২১ এর ১৫০ সংখ্যায় দেখা যায়,—

"ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।

শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব[২৪] ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্ত্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা

২৩। ১৬৭ সংখ্যায় (৭ই জুলাই, ১৮২১। ২৩ শে আষাঢ়, ১২২৮) মেণ্ডিস সাহেব তাঁহার গ্রাহকবর্গকে জানাইতেছেন যে, সমুদয় কেতাব বাঙ্গালায় তর্জমা করা সময় ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ। "মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জুলাই মাস পর্য্যন্ত এক শত বিশ পেজ ছাপা হইয়াছে এই অনুসারে অবশিষ্ট তাবৎ সমাপ্ত হইলে তাঁহারদের নিকট পাঠান যাইবেক।"

২৪। এই অভিধান যে রামকমল সেন একলা সকলন করেন নাই, পরন্তু ফেলিক্স কেরী তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থান ভিন্ন অন্যত্রও উল্লেখ পাওয়া যায়। *Bengal Obituary.* Cal. 1857, p 349; Wenger, *Story of the Lallbazar Baptist Church being the story of Carey's Church from 1800.* Cal. 1908. Appendix.

মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।"

২রা জুন, ১৮২১ (২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৮) ১৫৯ সংখ্যায় "মুগ্ধবোধকৌমুদী অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ" সম্বন্ধে কিঞ্চিদধিক এক পৃষ্ঠাব্যাপি দীর্ঘ ইস্তাহার। সমস্তটা এখানে উদ্ধৃত করার স্থানাভাব। ইহাতে পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের তালিকা দেওয়া হইত। শেষে "শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ কলিকাতা শিমুল্যা" এই নাম ঠিকানা এবং নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য আছে,—"এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতি জ্ঞানবান্।" পুস্তকের আকার ৫০০ পৃষ্ঠা হইবেক প্রথম খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড ১ টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ ৬ টাকা।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসয়েটী হইতে মুদ্রিত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাঙ্গালা বর্ণমালা[২৫] সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি বিশেষ প্রয়োজনীয়—(১৬৩ সংখ্যা। ৩০শে জুন, ১৮২১। ১৮ই আষাঢ়, ১২২৮),—

"নূতন পুস্তক।

এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতানুযায়িনী অনেক ভাষার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি বর্ণ-শব্দ জ্ঞান ও ব্যাকরণজ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান জন্মাইবার কারণ মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ দুই শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরযুক্ত ও ত্র্যক্ষরযুক্ত ও চতুরক্ষরযুক্ত ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও প্লুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরযুক্ত দ্ব্যক্ষরাদি শব্দ এবং পড়িবার পাঠ ও জাতিভেদে মনুষ্যেরদের ভিন্ন ২ উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিত্রলাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপায়। এবং অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও বকার ও শকার ও ষকারভেদ ও তিথিবারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ও ষট্কারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্ধিত ও কৃদন্ত ও ধাতু প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে। এবং কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দিল্লীতে যিনি যিনি [সম্রা]জ্য করিয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাধিকারাবধি বর্ত্তমান পর্য্যন্ত [৫] যে সনে বড় সাহেবী পাইয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।"

এই ত গেল সাহিত্য বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমাচার। এতদ্ভিন্ন প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায়

২৫। উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, এই পুস্তকখানি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার এক খণ্ড পরিষদ্গ্রন্থাগারে আছে।

কোম্পানির কাগজের দর, সতীদাহ-সংবাদ, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, ভিন্নদেশের খবরাখবর, বাণিজ্য, আমদানী ও রপ্তানির হিসাব, ইংলণ্ডের বাদশাহ বা তৎপরিবারের খবর, শ্রীশ্রীযুক্ত বড় সাহেবের মফঃস্বল পর্য্যটন (tour) বৃত্তান্ত, কলিকাতায় জাহাজ আমদানী, খুন, আত্মহত্যা, চুরী, অপমৃত্যু, গৃহদাহ, নৌকাডুবি, ঝড়, ভূমিকম্প, মাহেশের রথ, লালাবাবুর (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) মৃত্যু (১৭ই জুন, ১৮২০), গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধ (২৪শে অক্টোবর, ১৮১৮), কুমার হরিনাথ রায়ের বিবাহ ইত্যাদি সাময়িক সমাচারও থাকিত। দুএকটি সংখ্যা হইতে তৎকালীন কলিকাতার রাস্তাঘাটের শোচনীয় অবস্থার কথাও২৬ জানা যায়,—

"সুপ্রীম কোর্টের শেষ সিজিনের সময় যখন কর্ম্ম সমাপন করিয়া গ্রাণ্ডজুরি বিদায় পাইল তখন তাহারা শ্রীযুক্ত জজ সাহেবের নিকট পুলিসের বিষয় এক দরখাস্ত দিল তাহাতে এই লেখা আছে যে কলিকাতার যেমত দৌলত এবং লোক ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহা হইতে দুষ্কর্ম্ম বৃদ্ধি অধিক হইতেছে। দ্বিতীয় গত বর্ষাকালে কলিকাতার রাস্তা ও নরদমা সকল এমন গলিত ছিল যে তাহার দুর্গন্ধেতে অনেক লোকের রোগ হইয়াছিল। অতএব পুলিসের সাহেবেরা অন্য অন্য কর্ম্মে থাকিয়া এই কর্ম্ম করিতে প্রকৃত অবকাশ পায় না। অতএব তাহারা এই দরখাস্ত দেয় যে জজ সাহেব শ্রীশ্রীযুতকে এই সকল বিষয় জ্ঞাত করান যে তিনি ইহার কোন উপায় করিয়া দেন।" (১৪ই নভেম্বর, ১৮১৮। ৩০শে কার্ত্তিক, ১২২৫)

পুনশ্চ—　　　"কলিকাতার নরদামা।

কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাহারা অনুমান করিয়াছেন যে কলিকাতায় অনেক অনেক গভীর নরদামা আছে তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য পড়িলে তাহা পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের সতত রোগ জন্মে। অতএব সে সকল নরদামা বন্দ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদামা করা যাউক।" ইত্যাদি (২৭শে মে, ১৮২০। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৭)

নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে,—

"মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলা অবধি বাগবাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তা ও পুষ্করিণী হইতেছিল তাহা অল্প দিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আরও শুনা যাইতেছে যে কসাইটোলার মাঝখান অবধি বৈঠকখানা পর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা হইবেক।" (২রা ডিসেম্বর, ১৮২০। ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১২২৭)।

দুএকটা আজগুবি খবরও যে থাকিত না, তাহা বলা যায় না। যথা,—

"আশ্চর্য্য চক্ষুদান।

ইংলণ্ড দেশে গত বৎসরের যে সূর্য্যগ্রহণে অসভ্য লোকেরদিগের বিষয় গত সপ্তাহে ছাপান গিয়াছে সেই গ্রহণ দেখিতে বামচক্ষুহীন একজন সাহেব বাহিরে থাকিয়া দক্ষিণ চক্ষুর উপরে

২৬। এই সংবাদ সমসাময়িক ইংরাজী সংবাদপত্রেও যথেষ্ট পাওয়া যায় (Busteed, *Echoes from Old Calcutta*. Cal. 1888, p. 157.)।

হস্ত রাখিয়া গ্রহণ দেখিতেছিল দৈবাৎ সেই বামচক্ষুতে অকস্মাৎ দৃষ্টি হইয়া দুই চক্ষু সমান দৃষ্টি হইল।" ইত্যাদি (২৪শে মার্চ, ১৮২১। ১২ই চৈত্র, ১২২৭)

এই ত গেল বিবিধ বিষয়ক সাময়িক সমাচার। ইহা ভিন্ন সমকালীন যুদ্ধাদি ও অন্যান্য রাজনৈতিক বা শাসনসম্বন্ধীয় সংবাদও থাকিত। এই সকল বিবরণ হইতে দেশের তদানীন্তন ধারাবাহিক ইতিহাস মোটামুটি গড়িয়া লওয়া যায়। পিণ্ডারিদিগের সহিত যুদ্ধ, হোলকার, সিন্ধিয়া প্রভৃতি মহারাষ্ট্র রাজন্যবর্গের সহিত সংঘর্ষ, ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের যুদ্ধের শেষ অবস্থা, বোনাপার্টের সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দিরূপে অবস্থান প্রভৃতি সংবাদ, মোগল বাদশাহের ও লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহের বৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা সমাচার পাওয়া যায়। এই সকল সংবাদ যদিও কোম্পানীর তরফ হইতে লিখিত ও সুতরাং একতরফা, তথাপি ঐতিহাসিক ঘটনার সমসাময়িক বৃত্তান্ত হিসাবে ইহাদের মূল্য যে একেবারে কিছুই নাই, এ কথা বলা যায় না।[২৭] বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে এ বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নহে; সুতরাং এখানে আমরা বোনাপার্ট সম্বন্ধে দুএকটি কৌতূহলোদ্দীপক সমাচার তুলিয়া দিয়া এ প্রসঙ্গের শেষ করিব।

"বোনাপার্ট।

ইউরোপের শেষ শান্তি হইলে বোনাপার্ট ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল এবং তাহাকে সেন্ট হেলিনা নামে উপদ্বীপে রুদ্ধ করিল সেখান হইতে শেষ সমাচার আসিয়াছে যখন বোনাপার্ট শুনিল ইউরোপ দেশে তাহার যে পুত্র আছে তাহার মাতামহ তাহাকে ঈশ্বরারাধনার অধ্যক্ষ করিতে চেষ্টা পাইতেছে তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। বোনাপার্টের উপকারার্থে ছয় ক্রোশ দীর্ঘ একটা রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু তিনি অদ্যাপি তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন নাই সে উপদ্বীপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধ্যক্ষ যে আছে তাহার নিকট বোনাপার্টের শুভাশুভ সমাচার দিনের মধ্যে দুই বার যায় এবং বোনাপার্টের কোন চাকর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের আজ্ঞা বিনা বাহির হইতে পারে না।" ইত্যাদি (২০শে জুন, ১৮১৮। ৭ই আষাঢ়, ১২২৫)

"বোনাপার্ট।

আমেরিকীয় সমাচার পত্রে লিখা আছে যে বোনাপার্টের সহোদর ভ্রাতা তাহাকে মুক্ত করিবার কারণ চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছে কিন্তু যদ্যপি বোনাপার্টকে মুক্ত করিতে সে চল্লিশ কোটি টাকা দেয় তথাপি তাহা হইবে না।" (২৯শে আগষ্ট, ১৮১৮। ১৪ই ভাদ্র, ১২২৫)

"বোনাপার্ট।

সান্ত হেলেনা দ্বীপ হইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে গত জুন মাসেতে বোনাপার্ট গ্রহণী পীড়াতে অতিশয় পীড়িত ছিলেন।" (১০ই অক্টোবর, ১৮১৮। ২৮ই আশ্বিন ১২২৫)

২৭। এই সকল সমাচার আলোচনা করিয়া একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লেখা যায়।

"বোনাপার্ট।

মোং সেন্ত হেলিনা হইতে ৪ আগষ্টের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানকার অধ্যক্ষেরা বোনাপার্ত্তকে আরও দৃঢ়রূপে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে যে সেনাপতিরদের জিম্বাতে তিনি ছিলেন তাহারদিগকে অকস্মাৎ বিলাতে পাঠাইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার যে নূতন সেনাপতিরদের জিম্বা করিয়াছিল তাহারদের পরীবর্ত্ত করিয়া পুনর্ব্বার নূতন সেনাপতিরদের জিম্বাতে তাহাকে রাখিয়াছে ইহার হেতু আমরা এত দূরে থাকিয়া জানিতে পারি না কেবল কর্ম্ম দেখিতে পাই।" (২রা জানুয়ারি, ১৮১৯ । ২০শে পৌষ, ১২২৫)

এই সকল সাময়িক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সমাচার বা বক্তব্য ১৮১৮ সালের প্রথম বর্ষের সমাচারদর্পণ হইতে চয়ন করিয়া নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল,—

১৮১৮

১। নাগপুরের রাজার বিবরণ (৩০ মে)
পেশোয়া (ঐ)
চৌড়িগড় অধিকার (ঐ)
২। গড়মণ্ডল (৬ জুন)
সোলাপুর (ঐ)
৩। চান্দাগড় (১০ জুন)
সুনরগড়দিগর দখল (ঐ)
রইগড় (ঐ)
নাগপুরের রাজা (ঐ)
পেশোয়া (ঐ)
৪। বাজিরাওর স্ত্রীর বিবরণ (২০ জুন)
হসিংহবাদ (ঐ)
৫। শ্রীযুত দৌলৎরাও সিন্ধিয়া (২৭ জুন)
রণজিৎ সিংহ (ঐ)
বাজিরাও (ঐ)
৯। [সিন্ধিয়া সম্বন্ধে—মূল খণ্ডিত] ২৫ জুলাই
১০। শ্রীত্রিম্বকজী দাংলিয়া (৮ আগষ্ট)
লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ (ঐ)
১১। গত যুদ্ধের বিবরণ (২২ আগষ্ট)—দীর্ঘ প্রবন্ধ
শ্রীযুত আপা সাহেব (ঐ)
১২। গত সপ্তাহের শ্রীশ্রীযুতের [যুদ্ধবিবরণের] অবশিষ্ট কথা (২৯ আগষ্ট)—দীর্ঘ প্রবন্ধ,

শ্রীশ্রীযুতের নিকট বাঙ্গালি লোকের নিবেদনপত্র (ঐ)

শ্রীশ্রীযুতের প্রত্যুত্তর পত্র (ঐ)

১৩। শ্রীযুতের [যুদ্ধ সম্বন্ধীয়] অবশিষ্ট কথা (৫ সেপ্টেম্বর)—পূর্ব্বানুবৃত্তি

নর্ম্মদাতীরস্থ দেশের সমাচার [ঐ]

মধ্যম হিন্দুস্থানের সমাচার [ঐ]

১৪। শ্রীশ্রীযুতের [যুদ্ধ সম্বন্ধীয়] অবশিষ্ট কথা—পূর্ব্বানুবৃত্তি (১২ সেপ্টেম্বর)

১৫। ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের পুত্রের বিবাহ (১৯ সেপ্টেম্বর)

১৬। কর্ণাটক নবাবের কর্জ্জের বিষয় (২৬ সেপ্টেম্বর)

১৭। প্রিন্সস চার্লেট আফ ওএল্‌স (৩ অক্টোবর)

শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া (ঐ)

নাগপুর (ঐ)

১৮। দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর (১৭ অক্টোবর, ৫ ডিসেম্বর, ২৬ ডিসেম্বর)

১৯। পশ্চিম দেশের [মহারাষ্ট্র] সমাচার (দীর্ঘ প্রবন্ধ) (২১ সেপ্টেম্বর)

গড় কোটা (ঐ)

২০। পশ্চিম দেশের সমাচার (৫ ডিসেম্বর)

ওআহবিরদের বিষয় (ঐ)

২১। যুদ্ধের সমাচার (২৬ ডিসেম্বর)

মুখ্যতঃ সংবাদপত্র হইলেও সমাচারদর্পণে নানাবিষয়ক কৌতুহলোদ্দীপক জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভাদিও থাকিত। ১৮১৮ সালের সমাচারদর্পণ হইতে এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হইল,—

১। বাণিজ্য (২০ জুন)

বেলুন (ঐ)

হিড়িম্বরাজ্য বিষয় (ঐ)

২। জুড়ি দ্বারা মকদ্দমা (২৭ জুন)

৩। বর্ম্মার দেশ (৪ জুলাই, পুনশ্চ ২ জানুয়ারী, ১৮১৯)

৪। স্পানিয়া আমেরিকার যুদ্ধ (১৮ জুলাই)

৫। পৃথিবী ও তাহার সন্তান (২৫ জুলাই)

৬। তর্পিদো কল বিষয় (১৫ আগষ্ট)

৭। ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরের বিবরণ (২২ আগষ্ট)

৮। গ্রীনলণ্ডীয়েরদের ধর্ম্ম (১০ অক্টোবর)

৯। দিল্লীর লুট [নাদেরশার আক্রমণ—"ডো সাহেবের" পুস্তক হইতে] (১৭ অক্টোবর)
১০। শাহ আলম বাদশাহ (৭ নভেম্বর)
১১। গোলা ও বধিরের পাঠশালা (২৮ নভেম্বর)
১২। ডৈওজিনিস নামে গ্রীকেরদের এক আচার্য্য (ঐ)
১৩। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১২ ডিসেম্বর)
১৪। অবিবাহিতা স্ত্রীবিক্রয় (১৯ ডিসেম্বর)

এই সকল সন্দর্ভাদি ব্যতীত ৪ জুলাই, ১৮১৮ তারিখের সংখ্যা হইতে "ইতিহাস"[২৮] এই নামে নীতিবিষয়ক ছোট গল্প বা কৌতুককর চুট্‌কী কথা থাকিত। উলিয়াম কেরীর 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ খ্রীঃ অঃ প্রথম প্রকাশিত। সমাচারদর্পণে যে সমুদয় নীতি-গল্প থাকিত, তাহা সংগ্রহ করিলে উক্ত ইতিহাসমালার স্থায় আর একখানি সুন্দর গ্রন্থ হইত, সন্দেহ নাই। বাহুল্য ভয়ে ইহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গল্প মাত্র নমুনাস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত হইল,—

"উপস্থিত বক্তা।

এক সময়ে ফ্রান্স দেশের বাদশাহ রোমের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট এক যুবা পুরুষকে আপন উকীল করিয়া পাঠাইলেন। উকীল ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ করিল ও যথোপযুক্ত স্থানে বসিল। ঐ প্রতাপী ধর্ম্মাধ্যক্ষ ক্রোধপূর্ব্বক যুবা উকীলকে কহিলেন যে তোমার বাদশাহ কি আমার সহিত উপহাস করেন দেখ যাহার দাড়ী উঠে নাই এমত বালককে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া উকীল উত্তর করিল যে যদি আমার বাদশাহ জানিতেন যে জ্ঞান ও বিদ্যা সকলি দাড়ীর মধ্যে আছে তবে এক ছাগলকে পাঠাইলেই উপযুক্ত হইত। ইহাতে ধর্ম্মাধ্যক্ষ আন্তরিক তুষ্ট হইলেন।" (২১ এপ্রিল, ১৮২১)

সমাচারদর্পণের পরবর্ত্তী ইতিহাসের বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। কত বৎসর ইহা চলিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। লং সাহেব তাঁহার *Return of Names and Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records) Cal. 1855 (p 145) নামক রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, ইহার আয়ুকাল ২১ বৎসর। তাহা হইলে ১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ ইহার প্রচার বন্ধ হইয়াছিল।[২৯] মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়

২৮। "ইতিহাস" এ স্থলে ইতিকথা বা গল্প অর্থে ব্যবহৃত। সে সময় উক্ত কথার এইরূপ অর্থ ছিল, তাহা কেরীর "ইতিহাসমালা" বা তারাচাঁদ দত্তের "মনোরঞ্জনেতিহাস" ইত্যাদি পুস্তকের নাম হইতে বুঝা যায়।

২৯। লং সাহেবের *Return relating to Bengali publications in* 1857. Cal. 1859. (Beng. Govt. Records) p XXXVII পুস্তকও দ্রষ্টব্য। ইহার প্রচারকাল লং সাহেব ধরিয়াছেন—১৮১৮ হইতে ১৮৪০ খ্রীঃ অঃ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫০) সমাচারদর্পণ ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোন মতই ঠিক নহে। কারণ, আমি সম্প্রতি বাঙ্গালা এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে সমাচারদর্পণের ১৮৫১ ও ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দের ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত ফাইল পাইয়াছি; এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকাগারে ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের ফাইল (অসম্পূর্ণ) পাইয়াছি। এই সকল ফাইল হইতে এই সংবাদপত্রের পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়,—

(১) ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

(২) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা একাদিক্রমে বর্ত্তমান ছিল।

(৩) *Cal. Chr. Observer*, 1840, (February p 65-66) হইতে জানা যায় যে, ১৮৪০ পর্য্যন্ত ইহার মৃত্যু হয় নাই।

(৪) ১৮৪১ খ্রীঃ অঃ, ২৫ ডিসেম্বর দর্পণ অদর্শন হইয়াছিল৩০ এবং ৩রা মে শনিবার ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ ইহা পুনরুদিত হইয়াছিল। কারণ, ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের যে ফাইল আমরা পাইয়াছি, তাহার ৩রা মে তারিখের কাগজে ১ বালম ১ সংখ্যা এইরূপ নির্দ্দেশ আছে; সুতরাং ইহা নূতন পর্য্যায়ের ক্রমিক সংখ্যা। ইহা ভিন্ন ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত মুখপত্র দেখা যায়,—

"সমচারদর্পণের নমস্কার।

পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকার প্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগকে বহুকালীন বৃদ্ধ বন্ধু স্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনরুদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন পুনরুত্থিত হইলাম। এই দর্পণের নাম ও বেশ বৃদ্ধ প্রবীণের, সাহস ও শক্তি নবীনের।" ইত্যাদি (১ বালম। ১ সংখ্যা। ১৮৫১, ৩রা মে, শনিবার। ১২৫৮ সাল, ২১শে বৈশাখ)

(৫) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা দ্বিভাষী বা ইংরাজী ও বাঙ্গালা, এই উভয়

৩০। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৪-৫৫) লিখিত হইয়াছে যে, ইহা ১৮৪২ খ্রীঃ অঃ পাদরীগণের সময়াভাববশতঃ হস্তান্তরিত হইয়াছিল। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত উহার প্রেতাবস্থা, ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে প্রেতোদ্ধার মাত্র হয়। কিন্তু ১৮৪২ খৃঃ অঃ হস্তান্তরিত হওয়ার সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকার লেখক কোনও যুক্তি বা প্রমাণ দেখান আবশ্যক বোধ করেন নাই। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে দর্পণ হইতে উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত লেখকের উক্তি নিতান্ত অমূলক। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে দর্পণের অদর্শনের কারণ বোধ হয় এই যে, মার্শমান সাহেব উক্ত তারিখ হইতে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ইহার সম্পাদকীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন।

ভাষাতেই লিখিত হইত। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে পুনরুত্থানের পরও ২৪শে এপ্রিল ১৮৫২ পর্য্যন্ত ইহার দ্বিভাষিত্ব বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু কোন্ সময় হইতে ইহা প্রথম দ্বিভাষী হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই।[৩১] *Cal. Chr. Observer* 1840 উল্লিখিত প্রবন্ধ হইতে (পৃঃ ৬৬) জানা যায়, ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে ইহা দ্বিভাষী (ইংরাজী ও বাঙ্গালা) ছিল। সুতরাং বোধ হয়, ইহার প্রথম মৃত্যু ১৮৪১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত ইহা দ্বিভাষী ছিল।

(৬) ১৮৩১ সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—বালম ১৩। (১৮৩২ সালের উপরেও ১৪ বালম লিখিত আছে); সুতরাং ১৮৩১ পর্য্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৮ সালে প্রথম প্রচার—সে সময় হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইবারই কথা। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত ইহা একাদিক্রমে চলিয়াছিল; কোথাও কোন ক্রমভঙ্গ হয় নাই। দুঃখের বিষয়, আমরা ১৮২১ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত কোন সংখ্যা খুঁজিয়া পাই নাই।

(৭) ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ইহা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইত। পত্রের কণ্ঠদেশে লিখিত আছে,—"Serampur ; Published every Saturday Morning।" এই নিয়ম বোধ হয়, পত্রের প্রচার-কাল হইতে ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ছিল। সুতরাং ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত সমাচারদর্পণ সাপ্তাহিক ছিল।

(৮) ১৮৩২ খ্রীঃ অঃ হইতে ইহা সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত হইত,—বুধবার ও শনিবার। এই সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—"Published Every Wednesday and Saturday Morning"। এই নিয়মে ইহা ১৮৩৪—৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তৎপরে পুনরায় ১৮৩২, ১৫ই নবেম্বর হইতে ইহা সপ্তাহে একবার—শনিবার প্রকাশিত হইত। শেষোক্ত তারিখ হইতে উপরে লিখিত আছে,—Published at Serampure every Saturday Morning।"·১৮৩৭—২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই নিয়মে চলিয়াছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ পুনরুজ্জীবনের পরও ইহা সাপ্তাহিক ছিল।

(৯) ইহার ১৮১৮ সালে প্রচার-কালে প্রথম সম্পাদক জে সি মার্শমান ছিলেন এবং তিনি বোধ হয় একাদিক্রমে অন্ততঃ ১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত এই পদে বিরাজ করিয়াছিলেন। কারণ, ১৫ই নবেম্বর ১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ সমাচারদর্পণে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখিতে পাই,—

"চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয় যে অনুগ্রহ প্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাঁহার ঐ উক্তি দর্পণেকপার্শ্বে সুপ্রকাশিত হইল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডাক্তার কেরী

৩১। পরিষৎ-পত্রিকায় উক্ত লেখকের মতে (পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৫৫), ১৮২৯ খঃ অব্দে হইতে সমাচারদর্পণ দ্বিভাষী হইয়াছিল। ইহা সম্ভব। কিন্তু আমরা ইহার কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। তিনি আরও বলেন যে, কিছু দিন আবার পারসী ভাষাও উপেক্ষিত হয় নাই। আমরা যে কয়েক সংখ্যা পাইয়াছি, তাহাতে ইহার কোন নিদর্শন নাই।

সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এই ক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে।" ইত্যাদি

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে ইহার পুনরুজ্জীবনের পর বোধ হয়, মিঃ টাউনসেণ্ড (ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া-সম্পাদক) ইহার পরিচালনা করিতেন। কারণ, (ক) এই সালের দর্পণের ১ম সংখ্যার (৩রা মে) শেষভাগে লিখিত আছে,—"শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীটৌন্সেণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" (খ) ১০ই মে ১৮৫১, ২য় সংখ্যায় কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

"সেলাম পুরঃসর নিবেদনমিদং গবর্ণমেণ্ট গেজেট পাঠ করিয়া আমারদিগের বহুকালের শোক নিবারণ হইল যেহেতুক সত্যপ্রদীপের পরিবর্ত্তে পুনরায় সমাচারদর্পণ প্রকাশ হইতে লাগিল" ইত্যাদি।

সত্যপ্রদীপ টাউনসেণ্ড কর্ত্তৃক সম্পাদিত সপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রচার-কাল ১৮৫০ (*Return relating to Bengali publications*. 1859, p. xl) এবং ইহা বোধ হয় কিঞ্চিদধিক এক বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই ইহার লীলা সমাপ্তি হইয়াছিল (Long, *Return* etc. 1855. p. 141)। ইহার মৃত্যুর পর তৎশোক নিবারণার্থে টাউনসেণ্ড-সম্ভবতঃ সমাচারদর্পণের পুনঃপ্রচারের কল্পনা করিয়াছিলেন।[৩২]

এই কয়েক বৎসরের (১৮৩১-১৮৩৭। ১৮৫১-১৮৫২) সমাচারদর্পণের ফাইলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং শুদ্ধ এই কয়েক ফাইলের উপরেই এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল ১৮১৮ হইতে ১৮২১ সালের দর্পণের ফাইলের বিবরণ দেওয়া গেল; বারান্তরে পরবর্ত্তী ফাইলসমূহের বিবরণ দিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে বক্তব্য, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে উক্ত ফাইল আমার ব্যবহারের জন্য আনাইয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ।

শ্রীসুশীলকুমার দে

৩২। *Bengal Academy of Literature* পত্রিকায় (Vol I, No 6, January 6, 1898) উক্ত হইয়াছে যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু কালের জন্য দর্পণের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু ভবানীচরণ ১৮২২ হইতে সমাচারচন্দ্রিকার পরিচালনা করিতেছিলেন এবং চন্দ্রিকার সহিত দর্পণের বিশেষ মনের মিল ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

মগরাহাটের পশ্চিমের রাঙা মাটি*

১। রাঙা মাটি

প্রায় তিন চারি বৎসর হইল, একবার মগরাহাটের পশ্চিমে, চক্রদহের ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যাই। এই স্থানের এক অংশের উপরের প্রথম স্তর লাল আঁটাল কাদা ও উক্ত অংশের দক্ষিণের উপরের প্রথম স্তর বালুকা-মিশ্রিত মাটি। উপরোক্ত লাল আঁটাল কর্দ্দমে মহিষ ও মানুষের মাথার হাড় পাওয়া গিয়াছে। এই লাল আঁটাল কাদা কোথা হইতে আসিল, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। চারি দিকের স্তরগুলি কি ভাবে বিন্যস্ত আছে, তাহা অজ্ঞাত। সেই হেতু প্রথমতঃ এই সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। অনুসন্ধানে লাল আঁটাল কর্দ্দম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে,—

(ক) মগরাহাটের পূর্ব্বউত্তর ও উত্তরের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) বারুইপুরের[১] কোন কোন স্থানে, উপরের প্রথম স্তরের মাটিই লাল আঁটাল। ইহা প্রায় ৫´।৬´ ফুট গভীর। কোন কোন স্থানে উপরের ২´।৩´ ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দমের পর প্রায় ২২´।২৩´ ফুট অল্প বালি-মিশ্রিত লাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়।

(২) চাংড়িপোতার[২] উপর হইতে ২´ ফুট নিম্নে লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়। ইহা প্রায় ১৭´।১৮´ ফুট গভীর।

(৩) রাজপুরে[৩] উপর হইতে ২´।৩´ ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৮´।১৯´ ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়।

(৪) হরিনাভির[৪] কোন কোন স্থানে উপর হইতে ২´।৩´ ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ৭´।৮´ ফুট গভীর, লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়। কোন স্থানে উপরের ২´।৩´ ফুট গভীর দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৫´।১৬´ ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়।

(৫) মেটিয়াবুরুজের[৫] কোন কোন স্থানে উপরের প্রায় ১০´ ফুট গভীর সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে সাদা ঝরঝরে বালি বাহির হয়। কোন কোন স্থানে উপরের ১০´ ফুট সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে প্রায় ১৩´।১৪´ ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়। এই লাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে প্রায় ১৪´ ফুট গভীর কাল আঁটাল কর্দ্দম বর্ত্তমান আছে। কাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নেই অতীত কালের জঙ্গল। সম্ভবতঃ উক্ত কাল আঁটাল কর্দ্দম পূর্ব্বে লাল আঁটাল কর্দ্দমরূপে অতীত কালের জঙ্গলের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। কালক্রমে মাটি-চাপা জঙ্গলের অঙ্গার-সংস্পর্শে কাল হইয়া গিয়াছে।

(৬) খুলনার[৬] স্থানবিশেষে উপরের ৪´।৫´ ফুট দোআঁশ মাটির পর প্রায় ৭´।৮´ ফুট

---

* যশোহর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত।

১-৬। খিদিরপুরস্থ ২।১ পদ্মপুকুর স্কোয়ার নিবাসী মিঃ আর, সি ব্যানার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

গভীর লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়। এই লাল আঁটাল কর্দ্দমের পর প্রায় ১২´।১৩´ ফুট কাল আঁটাল কর্দ্দম দেখা যায়। এই কাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নেই অতীত জঙ্গলের নিদর্শন। সম্ভবতঃ এই কাল কর্দ্দম পূর্ব্বে লাল ছিল। জঙ্গলের অঙ্গার-সংস্পর্শে কাল হইয়াছে।

(খ) মগরাহাটের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) উস্তির কোন কোন স্থানে ২´।৩´ ফুট সাধারণ পলির পর শাদা বালি ও কোন কোন স্থানে ২´।৩´ ফুট সাধারণ পলির পর ঈষৎ ফেকাসে লাল আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়। ইহার স্থূলতা ৩´ ফুট হইবে। এই লাল আঁটাল কর্দ্দম কোন কোন স্তর-বিন্যাসে অত্যন্ত গাঢ় রঙের; এমন কি, গেরী মাটি বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ স্তর-বিন্যাসে ইহা প্রায় উপর হইতে ১০´।১১´ ফুট নিম্নে পাওয়া যায়। এই গেরী মাটির মত গাঢ় লাল রঙের আঁটাল কর্দ্দম-স্তরের বেধ প্রায় ৩´।৪´ ফুট হইবে।

(২) ডায়মণ্ডহারবার হইতে সরিশা যাইবার পথে এক স্থানে ২´।২.৫´ ফুট সাধারণ দোআঁশ মাটির নিম্নে লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়। রং গাঢ় লাল।

(৩) সরিশার কিছু পশ্চিমে, কোন স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়। একটি ভদ্রলোক ঐ কর্দ্দম দেখিয়া বলিয়া উঠেন,—"গেরী মাটি কোথা হইতে আসিল?"

(৪) আলমপুর,[১] লুজি ও বজবজে, মাটি খুঁড়িতে লাল বা ফেকাসে লাল রঙের মাটির স্তর বাহির হইতে দেখা যায় নাই।

(৫) মাকড়দার[২] এক স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দ্দম-স্তর বাহির হয়। এই কর্দ্দম এত লাল যে, পুকুরের পাঁক পর্য্যন্ত লাল দেখায়।

(৬) মাজুর[৩] নিকট কোন কোন স্থানে উপরের ৩´।৪.৫´ ফুট লাল দোআঁশ মাটির নিম্নে বড় দানাযুক্ত লাল বালি বাহির হইয়াছে। এ স্থানে বলিয়া রাখি, মাজু অঞ্চলের পলি ও দোআঁশ মাটি লাল বা লালচে; কিন্তু কলিকাতার নিকটের গঙ্গার পলি ও দোআঁশ মাটি শাদাটে বা মেটে রং বলিতে যাহা বুঝা যায়, সেইরূপ।

(৭) আমতায়[৩] লাল দোআঁশ ও লাল আঁটাল কর্দ্দম অত্যন্ত সাধারণ। কোন কোন স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম গেরী মাটির মত লাল ও জমীর উপরেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার নিম্নে বালি পাওয়া যায়। বালির রং লাল বা লালচে। ইহার দানা কিছু বড়। এই বালি বর্ত্তমান দামোদরের বালি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দামোদরের বালির দানা ছোট ও রং শাদাটে। দামোদরের বালি শাদাটে বটে, কিন্তু কলিকাতার স্তর-বিন্যাসের ও কলিকাতার

১। আলমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

২। মাকড়দা-নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩। আমতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

গঙ্গার বালি হইতে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত লাল আঁটাল কর্দ্দমের স্তর প্রায় ৬´ ফুট হইবে। কোন কোন স্থানে উপরের ৬।৭´ ফুট লালচে দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ৬।৭৫´ ফুট ফেকাসে লাল রঙের আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়।

(৮) তারকেশ্বরে লাল বালি উঠান হয়। ইহা মগরার বালির মত। এই স্থানের কর্দ্দম গাঢ় লাল। ইহা বালির উপরে অবস্থিত।

(৯) মগরার[1] নিকটবর্ত্তী সুলতানগাছায় ৩´ ফুট হইতে ৬´ ফুট নিম্নে লাল ও বড় দানা-বিশিষ্ট বালি পাওয়া যায়। এই বালি-স্তরের প্রথম ২"।৪" ইঞ্চি গাঢ় লাল রঙের ও শক্ত। ইহা মুষ্টির ভিতর রাখিয়া চাপ দিলে গুঁড়া হইয়া যায়। উক্ত বালিই মগরার বালি নামে বিখ্যাত। সুলতানগাছার এই বালির উপরের কর্দ্দমস্তর ৩´ হইতে ৬´ ফুট গভীর। এই কর্দ্দমস্তর নিম্নভাগে অত্যন্ত লাল, কিন্তু যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, ততই ফেকাসে বলিয়া অনুমান হয়। জমীর উপরের কর্দ্দম সাধারণত ঈষৎ লাল। জমীর উপর কিছু খুঁড়িয়া, নিম্ন হইতে কর্দ্দম উঠাইয়া, সেই কর্দ্দমে দেওয়ালের গাত্র লেপন করিলে, বাড়ীর রং গাঢ় লাল দেখায়। সুলতানগাছার বালিতে মৃৎপাত্রের অংশ, প্রস্তরগুটিকা ও বালির গুটিকা বা চাপ পাওয়া যায়। মৃৎপাত্রের ক্ষুদ্রাংশটির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। ইহা ভাঙ্গিলে ভিতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাটির পরদা দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে করতজ (quartz) লক্ষিত হয়। মৃৎ-পাত্রের ভাঙ্গা ক্ষুদ্র অংশগুলি চুম্বক দ্বারা অত্যন্ত জোরের সহিত আকৃষ্ট হয়। মৃৎপাত্রের অংশটি জল-মিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে বুজবুজ করে না। ইহা বালির স্তরের উপরের অংশে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বালি পতনের শেষ অবস্থা মনুষ্যের সভ্যতার সময় ঘটিয়াছে। প্রস্তরগুটিকাগুলির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। এগুলি ভাঙ্গিলে ভিতর কাল দেখায়; কালর সঙ্গে ঈষৎ লাল আভাও লক্ষিত হয়। কাল অংশ ঘষিলে গেরী মাটির মত রং বাহির হয়। গুটিকাগুলির ভিতরে করতজ দেখা যায়। এগুলির—অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ার অতি অল্প-সংখ্যকই অতি নিকট হইতে চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত হইলে বহুসংখ্যক গুঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে গুটিকাগুলি বুড়বুড়ী দেয় না। প্রস্তর-গুটিকাগুলি স্তার-প্রস্তরের ধ্বংসে উৎপন্ন হইয়াছে অনুমান হয় ও তৎপরে জলস্রোতে আসিয়া বালির সহিত সঞ্চিত হইয়াছে। এ প্রস্তরগুটিকাগুলিকে লাটেরাইট বলা চলে। বালির গুটিগুলির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। ভিতর কাল, কিন্তু ঈষৎ লাল আভাযুক্ত। কাল অংশ ঘষিলে গেরী মাটির মত লাল দেখা যায়। এই কাল অংশের

১। প্রায় ৪ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত কানাইলাল সান্যাল এম্ এস্ সি মহাশয় মগরায় বালির ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিও ছিলাম। শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় তাঁহার অনুসন্ধান সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই। যাহাই হউক, এই অনুসন্ধানের ফলে সুলতানগাছা, মামাদ ইত্যাদি স্থানের ভূতত্ত্বে আমার মোটামুটী ধারণা ছিল। প্রবন্ধ লিখিতে আর যাহা প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা সুলতানগাছানিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ার অতি অল্পসংখ্যকই অতি ক্ষীণভাবে চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত করিলে বহুসংখ্যক গুঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে বালির গুটির কাল অংশ বুড়বুড়ি দেয় না। এ কাল অংশগুলি পূর্ব্বে, উপরোক্ত প্রস্তরগুটিকা ছিল। ক্রমে ধ্বংস হইয়াছে ও বালির দানা এগুলির চারি দিকে যুক্ত হইয়াছে। সুলতানগাছার বালির সহিত গণ্ডোয়ানা[১] প্রস্তরাবলির অন্তর্গত—"Iron-stone shale"এর ক্ষুদ্রাংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১০) বর্দ্ধমানের[২] রাজা মাটি প্রবাদে দাঁড়াইয়াছে। এই স্থানের কোন কোন অংশের মাটি লাল ও কোন কোন অংশের-মাটি অল্প ফেকাসে। স্তর-বিন্যাসের কোন কোন অংশে মগরার বালির মত লাল বালি পাওয়া যায়। এই লাল বালি কোন স্তর-বিন্যাসের উপর হইতে ২"।৩" ইঞ্চি নিম্নে ও কোন স্তর-বিন্যাসের ৪' ফুট নিম্নে দৃষ্ট হয়। বাঁকা নদীর শাখা খোলীর তীর হইতে প্রায় ২০০ গজ দূরে, এই বালি মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া যায়। কোন স্থানে উপর হইতে প্রায় ২' ফুট নিম্নে, ৪' ফুট গভীর লাল বালিযুক্ত লাল মাটি দেখা যায়।

(১১) আসানসোলের[৩] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালাতে বড় দানাবিশিষ্ট লাল বালি পাওয়া যায় ও এই বালির উপরের ২"।৩" ইঞ্চি অত্যন্ত লাল ও ঈষৎ শক্ত। এই শক্ত বালি মুষ্টির ভিতর রাখিয়া চাপ দিলে গুঁড়া হইয়া যায়। সুলতানগাছার বালুকা-স্তরের উপরিভাগে এইরূপ গাঢ় লাল ও ঈষৎ শক্ত ২"।৪" ইঞ্চি বালি পাওয়া যায়। আসানসোলে পাঁচেট যুগের কর্দ্দম-প্রস্তর বর্ত্তমান আছে; ইহা অত্যন্ত লাল। এই স্থানে লাটেরাইট নামক লাল প্রস্তর পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার প্রস্তর হইতে লাল বালি ও লাল কর্দ্দম উৎপন্ন হয়। আসানসোলে "Iron-stone shale" প্রস্তরও আছে। মগরার বালির ভিতর যেরূপ প্রস্তর-গুটিকা পাওয়া যায়, আসানসোলের জমির উপর ও ক্ষুদ্র নালার লাল বালির ভিতর ঐরূপ প্রস্তরগুটিকা প্রচুর দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই প্রস্তরগুটিকা ও স্থানীয় লাটেরাইট এক ও একই প্রস্তর হইতে উৎপন্ন। আসানসোলের কর্দ্দম প্রচুর লৌহময়।

(গ) মগরাহাটের দক্ষিণের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) খিদিরপুরের[৪] স্তর-বিন্যাসে লাল আঁটাল কর্দ্দম-স্তর নাই। উপরের ৩' ফুট দোআঁশ মাটি, তাহার পর প্রায় ৭' ফুট আঁটাল কর্দ্দম ও ইহার নিম্নে কাল পাঁক। এক স্থানে

১। The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পূর্ণগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দে সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩। প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতত্ত্বের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্ মহাশয় ছাত্রদিগকে লইয়া ভূতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য আসানসোলে যান। আমি এই সঙ্গে গিয়াছিলাম ও লাল বালির ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছিলাম।

৪। খিদিরপুরস্থ ৫।১ পদ্মপুকুর রোডের নিবাসী মিঃ আর্, সি, বানার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি জমির উপর দেখা যায়। ইহার বেধ প্রায় ৪/৫´ ফুট, লাল কর্দ্দমের রং বেশী ফেকাসে হইলে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দেখায়।

(২) ফুটাগোদায়[1] স্তর-বিন্যাসে লাল কর্দ্দম-স্তর দৃষ্ট হয় নাই। এ স্থানের উপরে ৩´ ফুট দোআঁশ মাটি, তাহার পর ৬´ ফুট আঁটাল কর্দ্দমস্তর। আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে কাল পাঁক দেখা যায়।

(৩) গিলারটাটে লাল আঁটাল কর্দ্দম নাই। এ স্থানের উপরে ৭.৫´ ফুট বালি-মিশ্রিত আঁটাল কর্দ্দম ও ইহার নিম্নে কাল পাঁক।

২। রাঙা মাটির উৎপত্তি

মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরের যে যে স্থানে লাল কর্দ্দম পাওয়া গিয়াছে, তাহা রঙে প্রায় এক প্রকার। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে বহু দূর পর্য্যন্ত যে লাল মাটি পাওয়া যায়, তাহার রঙে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। বিশেষত্ব এই যে, মগরাহাট হইতে যতই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে যাওয়া যায়, ততই লাল রং ক্রমে বেশী গাঢ় হইতে থাকে ও স্তরগুলিও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হয় ও লাল কর্দ্দমের সহিত লাল বালি বাহির হয়। মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর, উত্তর, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে যে লাল কর্দ্দম-স্তরের কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, ঐ সকল একই নৈসর্গিক কারণে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে এই নৈসর্গিক কারণ ব্যতীত আরও কোন বিশেষ অবস্থা ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে এই দেশের কর্দ্দমস্তরের রঙের বিশেষত্ব বা ক্রমিক-গাঢ়তা ঘটিয়াছিল। বিশেষ অবস্থা এই যে, দামোদরের একটি শাখা ডায়মণ্ডহারবারের উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, মগরাহাট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই শাখা এখন বিদ্যমান নাই। শিবপুরের নিম্নে গঙ্গা, উলুবেড়িয়ার পথ কাটিয়া, চালিত করিলে ডায়মণ্ডহারবারের উত্তরে প্রবাহিত দামোদরের শাখাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শাখাটি পূর্ব্বে মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে পূর্ব্বোল্লিখিত রঙের বিশেষত্বের বা ক্রমিক-গাঢ়তার সৃষ্টি করে।

এখন দেখা যাউক, লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি-স্থান কোথায়। আমরা দেখিয়াছি, আসানসোল ও মগরার লাল বালির উপর ২´´/৩´´/৪´´ ইঞ্চি গভীর গাঢ় লাল রঙের শক্ত বালি পাওয়া যায়। উভয় স্থানের বালিতে ক্ষার-প্রস্তর-গুটিকা পাওয়া যায়। এগুলি লাটেরাইটের অংশ। দুই স্থানের বালিতে Ironstone shale নামক প্রস্তরের ক্ষুদ্র অংশ দেখা যায়। আসানসোলের পাঁচেট ও লাটেরাইট প্রস্তর-ধ্বংসে লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি হয়। দামোদর আসানসোলের গণ্ডোয়ানা প্রস্তরাবলির[2] ভিতর দিয়া প্রবাহিত

১। খিদিরপুরস্থ ২।১ পদ্মপুকুর রোডের নিবাসী মিঃ আর, সি, বানার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

২। The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

হইতেছে। কিছু দিন দামোদরের কয়েকটি প্রবল শাখা—মানাব, সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মাজু প্রভৃতি স্থানের ভিতর দিয়া বহিত। এখন এগুলি মজিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের পথ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কতকটা প্রদর্শিত আছে। মানাব সম্বন্ধে এখনও প্রবাদ আছে যে, এ স্থানে অনেক নদী মিশিয়া একটি প্রকাণ্ড জলরাশির সৃষ্টি করিয়াছিল। আসানসোল হইতে মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানের পূর্ব্ববিবৃত লাল কর্দ্দম ও লাল বালির বিবরণ ও ভূতত্ব, বিশেষতঃ দামোদরের বিলুপ্ত শাখাগুলির পথ, বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে ইহাই অনুমান হয় যে, আসানসোলের পাঁচেট, লাটেরাইট ও Ironstone shale প্রভৃতি প্রস্তর হইতে উৎপন্ন ক্ষয়ে পদার্থ ও মৃৎপাত্রাংশ প্রভৃতি আসানসোলের জমীর উপরের দ্রব্যাদি, দামোদর ও দামোদরের শাখা জলস্রোতে বহন করিয়া, সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মাজু, আমতা, মাকড়দা, এমন কি, মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানগুলিতে, জলের বহন করিবার ক্ষমতার ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্তির অনুসারে প্রস্তরগুটিকা, মৃৎপাত্রাংশ, লাল বালি ও লাল কর্দ্দম বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। তাহা হইলে সুলতানগাছা হইতে মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানের, লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তিস্থান আসানসোল অঞ্চলের পাঁচেট, লাটেরাইট ইত্যাদি প্রস্তরাবলী। মগরাহাট (চক্রদহ), উন্তি, সরিশা, সরিশার কিছু পশ্চিমের স্থান ও মাকড়দার জলস্রোত অতি কম থাকায় লাল কর্দ্দম-স্তর বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মাজু, আমতা, তারকেশ্বর, সুলতানগাছা প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে জলস্রোত কিছু বেশী থাকায় বালি সঞ্চিত হইয়াছিল। এই স্থানগুলিতে বালি পড়িয়া নদীর তলদেশ যতই উচ্চ হইতে লাগিল, জলের বহু দূর পর্য্যন্ত বালি ও কর্দ্দম বহিবার শক্তি ততই কমিয়া আসিতে লাগিল। সেই জন্য যে সকল স্থানে পূর্ব্বে বালি পড়িয়াছিল, তাহার উপর এখন লাল কর্দ্দম পড়িতে লাগিল ও বালি নদীর আরও উজান দিকে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে অনেক নদী ও নালা মজিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে দামোদরের বহু উজান দিকে অবস্থিত আসানসোলের নালাগুলিতে বালি পড়িয়া পূর্ব্বের প্রবল জলস্রোত ক্ষীণ করিয়া ফেলিল। এখন বালি নালাতেই সঞ্চিত হয় ও লাল কর্দ্দমযুক্ত জল নদীপথে বাহির হইয়া আসে ও তীর-ভূমির উপর লাল কর্দ্দম নিক্ষেপ করে। পূর্ব্বোক্ত জলস্রোত কমিবার আর একটি বিশেষ কারণ, বৃষ্টিপাত পূর্ব্ব অপেক্ষা কমিয়া আসা। ইহার বিষয় পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বৃষ্টিপাত পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে বলিয়া আসানসোলের প্রস্তরাবলি হইতে লাল বালি ও লাল কর্দ্দমও কম উৎপন্ন হইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, আসানসোল অঞ্চল লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি-স্থান হইলে জনতাল, আমতা প্রভৃতি ইহার নিম্নের দিকের স্থানসমূহের দামোদর-গর্ভে শাদাটে রঙের বালি পাওয়া যায় কেন? তবে কি দামোদর-গর্ভে এখন যেরূপ শাদাটে বালি নিক্ষিপ্ত হয়, পূর্ব্বেও সেইরূপ হইত? আবার দেখা যায়, আমতায় জমী খুঁড়িলে লাল বালি পাওয়া যায়; মাজুতেও তাই। এ সকল স্থান দামোদরের উপরে বা অতি সন্নিকটে। বর্ত্তমান কানা নদী ও কুন্তল নদী ইত্যাদি দামোদরের শাখা ছিল। উক্ত শাখার পলিভূমির উপর মানাব,

সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মাজু ইত্যাদি স্থান। এই সকল স্থানে কুন্তল ও কানা ইত্যাদি নদীগুলির মজা গর্ভদেশ খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমতা ও মাজুর মাটি খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয় ও এই স্থানগুলি বর্ত্তমান দামোদরের উপর বা অতি সন্নিকটে। এই সকল বিষয় হইতে স্থির বলা যাইতে পারে, আসানসোলের নিম্নে বর্ত্তমান দামোদর-গর্ভ খুঁড়িলে, উপরের শাদাটে বালির পর লাল বালি বাহির হইবে। আসানসোলের নালাগুলি বালি পড়িয়া রুদ্ধ হওয়ায় কেবল লাল কর্দ্দমময় জল বাহির হইয়া আসে ও দামোদরের দুই পারে (বাঁধ না থাকিলে) বহু দূর পর্য্যন্ত এখনও লাল কর্দ্দম নিক্ষেপ করিত। আর আসানসোলের উত্তর-পশ্চিমে[১] ও উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত দামোদর ও বরাকর নদের ধরিয়া গেলে পাঁচেট বা লাটেরাইট প্রস্তর পাওয়া যায় না, এই জন্যই এ অঞ্চলের বালি শাদা। এই বালিই ক্রমে নিম্নের দিকে অনডাল, আমতা প্রভৃতি স্থানে দামোদর-গর্ভে আসিয়া পড়িয়াছে ও পূর্ব্বের লাল বালিকে চাপা দিয়াছে।

লাটেরাইট প্রস্তর আসানসোল হইতে উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মুরশিদাবাদ জিলাতে[২] ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। আসানসোলের উত্তরের এবং বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত লাটেরাইটময়[২] দেশ দিয়া যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে, এই নদীগুলি গঙ্গার জলে লাটেরাইট প্রস্তরের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন লাল কর্দ্দম আনিয়া দেয় ও পূর্ব্বেও দিত। মগরার পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত যে লাল কর্দ্দম-স্তর লক্ষিত হয়, উহা গঙ্গার এই লাল কর্দ্দম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রায় ৫৫০০ বৎসর হইল,[৩] অতীত-জঙ্গলময় দ্বীপগুলি কর্দ্দম-চাপা পড়িয়াছে। আমতা অঞ্চলে অতীত জঙ্গলের নিদর্শন[৪] প্রায় ৮।১০ হস্ত বা ১২´।১৫´ ফুট নিম্নে পাওয়া যায়। কলিকাতা ও আমতা এক অক্ষাংশে; গঙ্গা-দামোদর পলিভূমির গঠন, দক্ষিণে বিস্তৃতি লাভ ও পতন[৫] যেরূপ ভাবে হইয়াছে, তাহাতে এক অক্ষাংশের কতকগুলি পরিবর্ত্তন মোটামুটি এক প্রকার ধরা যাইতে পারে। কলিকাতা ও আমতা অঞ্চলে অতীত মাটি-চাপা জঙ্গল একই সময়ে হইয়াছিল ধরিয়া লইলাম। আর ধরিয়া লইব, এই দুই স্থানের অতীত জঙ্গল একই সময়ে, একই কারণে নিমজ্জিত ও মাটি-চাপা পড়িতে আরম্ভ করে। তাহা হইলে দেখা যায়, ৫৫০০/১২ = ৪৫৮ বা ৫৫০০/১৫ = ৩৬৭ বৎসরে এক ফুট কর্দ্দম আমতা অঞ্চলে অতীত জঙ্গলের উপর পড়িয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ৪০০ বৎসরে

১। The Coal fields of India (Raniganj section) by george A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। A Manual of the geology of India Revised and largely rewritten by R. D. Oldham A R. S. M. page 174-177.

৩। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সংকৃত।

৪। আমতানিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

৫। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সংকৃত।

মোটামুটি এক ফুট করিয়া কর্দ্দম আমতা অঞ্চলে সঞ্চিত হইয়াছিল। কলিকাতা অঞ্চলে মোটামুটি ২৬০ বৎসরে এক ফুট করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।[১]

আমরা দেখিয়াছি, আমতা অঞ্চলে অতীত মাটি-চাপা জঙ্গলের উপর অল্প কর্দ্দমস্তর ব্যতীত লাল কর্দ্দমস্তর প্রায় ৬'।৭.৫' ফুট দেখা যায়। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে অতীত জঙ্গলের উপর অল্প কর্দ্দমস্তর ব্যতীত মোটামুটি ১৩' ফুট হইতে ২০' ফুট, এমন কি, ২২' ফুট পর্য্যন্ত গভীর লাল কর্দ্দমস্তর দেখা যায়। নানা পার্থক্য ও বিশেষত্ব ধরিলেও উপরোক্ত বিষয়গুলি হইতে ইহা বলা যায়, দামোদর যত লাল কর্দ্দম বহন করিয়াছে, গঙ্গা তাহা হইতে অনেক বেশী লাল কর্দ্দম আনিয়াছে। আর দেখা যায়, যতটা দেশ হইতে লাল কর্দ্দম ধৌত হইয়া দামোদরে আসিয়াছে, তাহা হইতে যতটা দেশ ধৌত হইয়া লাল কর্দ্দম গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেক বেশী।

কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে মোটামুটি ১৩' ফুট হইতে ২০' ফুট, এমন কি, ২২' ফুট পর্য্যন্ত গভীর লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর দৃষ্ট হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে যখন লাল আঁটাল কর্দ্দম উপরে বর্ত্তমান থাকে, তখন ইহার বেধ কিছু কম হয়। সম্ভবতঃ ধৌত হওয়ায় কমিয়া গিয়াছে। লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তরের উপর কোনও স্থানে ২'।৩' ফুট দোআঁশ মাটি ও কোন স্থানে ১০' ফুট আঁটাল কর্দ্দমস্তর লক্ষিত হয়। তাহা হইলে এই স্থানগুলিতে দোআঁশ মাটি ও আঁটাল কর্দ্দম, লাল কর্দ্দমস্তর হইতে নূতন। যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম উপরেই বর্ত্তমান আছে, সে স্থানের নিকট যে দোআঁশ মাটি পাওয়া যায়, তাহা লাল আঁটালের ঢালু গাত্রের উপর পড়িতে দেখা যায়। তাহা হইলে এ স্থানেও দোআঁশ মাটি, লাল আঁটাল কর্দ্দম হইতে নূতন। অবশ্য যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে দোআঁশ মাটি পাওয়া যাইবে, সে স্থানে দোআঁশ মাটি পুরাতন। এরূপ ব্যাপার কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্তরবিন্যাসে দেখা গিয়াছে। আর গঙ্গার পলিভূমির গঠন ও বিস্তৃতি লাভ হইতে দেখা যায় যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানসমূহ উত্তরের ও পূর্ব্ব-উত্তরের স্থান-সমূহ হইতে নূতন। মগরাহাটের দক্ষিণে কোন কোন স্থানে (যেমন মজিলপুরের এক স্থানে) ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি উপরে দেখা যায়। ইহা প্রায় ৪'।৫' ফুট গভীর; ইহার নিম্নে বালি। এ স্থানে বলিয়া রাখি, লাল কর্দ্দম, অত্যন্ত ফেকাসে হইলে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত হয়। বেশী পরিমাণ লৌহ থাকিলে কর্দ্দমের রং গাঢ় লাল হয়। লৌহের পরিমাণ যতই কম হয়, কর্দ্দমের রং ততই ফেকাসে দেখায়। লৌহের পরিমাণ অত্যন্ত কম হইলে কর্দ্দম ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দেখায়। যাহাই হউক, এই ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর হইতে অনেক বিভিন্ন। বিভিন্নতা এই,—একটি লাল, একটি ঈষৎ লাল আভাযুক্ত, একটি আঁটাল, অন্যটি দোআঁশ, একটি বহু পুরাতন, একটি নূতন। মোটামুটি বলা যায়, ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটির

১। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সংক্ষিপ্ত।

উৎপত্তিস্থান ও নিক্ষেপণ হিসাবে লাল আঁটাল কর্দ্দমের সহিত এক প্রকার। কিন্তু কাল হিসাবে ও যতটা লাল কর্দ্দম গঙ্গায় পূর্ব্বে আসিত ও পরে যতটা আসিয়াছে, সেই হিসাবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের লাল কর্দ্দমস্তর পুরাতন ও এইগুলির স্থূলতাও অত্যন্ত অধিক; আর দেখা গিয়াছে যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানগুলি নূতন ও এ স্থানে যে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়, তাহার স্থূলতা কম, দোআঁশলা ও রঙ্গে অত্যন্ত ফেকাসে। এই সকল হইতে অনুমান হয়, গঙ্গা যে দেশ হইতে লাল কর্দ্দম পায়, সেই দেশ, পূর্ব্বে বেশী লাল কর্দ্দম উৎপন্ন করিত ও বেশী লাল কর্দ্দম সেই দেশ হইতে ধৌত হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িত। ইহা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে।

এখন মোটামুটি কাল নির্ণয় করা যাউক। কলিকাতার নিকট লাল আঁটাল কর্দ্দমের উপর প্রায় ১০ ফুট সাধারণ আঁটাল দেখা যায়। মেটে রং বলিতে যে রং বুঝা যায়, এই আঁটালের সেই রং। কলিকাতার নিকটে পলি পতনের হার ২৬২ বৎসরে এক ফুট। ইহা যে স্থান (নলগোঁড়া) হইতে লওয়া হইয়াছে, সে স্থানের পলি দোআঁশলা ও সে স্থানের ভূমি যেমন পতিত হইতেছে, তেমন পলিও সঞ্চিত হইতেছে। খুব কম দিন পর্য্যন্ত পলি সঞ্চয়ের কোন বাধা হয় নাই[১]। উপরোক্ত সাধারণ আঁটালের পতনের হার দোআঁশলা মাটি পতনের হার হইতে কিছু বিভিন্ন হইবে। আর সাধারণ আঁটাল মাটি বহু দিন ধরিয়া ধৌত হইতেছে ও ইহার উপর বহু দিন আর কর্দ্দম-সঞ্চয় হয় নাই। এই সকল বিষয় হইতে যদি ১০´ ফুট সাধারণ আঁটালের স্থানে ১৩´ ফুট ধরি, তাহা হইলে অনেক ভ্রম সংশোধিত হয়। এখন ২৬২×১০=২৬২০, ২৬২×১৩=৩৪০৬। তাহা হইলে মোটামুটি ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গায় লাল কর্দ্দম বেশী আসিত ও যে স্থান হইতে লাল কর্দ্দম উৎপন্ন হইত, তাহাও বেশী ধৌত হইত ও কর্দ্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। আমরা দেখিয়াছি, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম ১৩´ ফুট হইতে ২২´ ফুট গভীর। এখন ২৬২×১৩= ৩৪০৬, ২৬২×২২=৫৭৬৪। তাহা হইলে মোটামুটি ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া গঙ্গা বেশী লাল কর্দ্দম পাইয়াছে ও লাল কর্দ্দম উৎপত্তির স্থান বেশী ধৌত হইয়াছে। শেষ কথা—প্রায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া লাল কর্দ্দম উৎপত্তিস্থানে বেশী বৃষ্টি হইত ও লাল কর্দ্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৃষ্টি ও লাল কর্দ্দম উৎপন্ন ও ধৌত হওয়া বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে।

৩। সংক্ষিপ্ত সার

(১) মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরে যে সকল লাল কর্দ্দম-স্তর পাওয়া যায়, ঐ সকল

১। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সংস্কৃত।

গঙ্গার জল হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই কর্দ্দম বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত ল্যাটেরাইট প্রস্তরময় দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে।

(২) মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তর-পশ্চিমে যে সকল লাল কর্দ্দম-স্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দামোদর ও দামোদরের শাখা দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। দামোদরের একটি শাখা বর্ত্তমান ডায়মণ্ডহারবারের কিছু উত্তরে, পশ্চিম দিক্‌ হইতে পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া মগরাহাটে পৌঁছিয়াছিল। গঙ্গা কালীঘাটের পথ হইতে, উলুবেড়িয়ার পথ কাটিয়া, ঐ পথে চালিত করিলে ডায়মণ্ডহারবারের উত্তরস্থিত দামোদরের শাখাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শাখাটির জন্যই মগরাহাটের যতই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে যাওয়া যায়, লাল আঁটাল কর্দ্দমের স্তরগুলির রং ক্রমে গাঢ় হইতে থাকে ও ক্রমে লাল বালিও দেখা যায়।

(৩) আসানসোলের নিম্নে, দামোদর-গর্ভ খুলিলে মগরার বালির মত লাল বালি পাওয়া যাইবে। এই লাল বালির উপরিস্থিত শাদাটে বালি আসানসোলের উপর হইতে দামোদর-পথে আসিয়া এই নিম্ন দামোদরে আসিয়া পড়িয়াছে ও লাল বালি চাপা দিয়াছে।

(৪) সুলতানগাছার বালি পতনের শেষ কাল, মনুষ্য-সভ্যতার সময়।

(৫) গঙ্গা, দামোদর অপেক্ষা বেশী পরিমাণ লাল কর্দ্দম বহন করে। দামোদর ল্যাটেরাইট প্রভৃতি প্রস্তরময় দেশের যতটা পরিসরের ধোয়াট প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা গঙ্গা অনেক বেশী পরিসরের ধোয়াট্‌ বহন করিয়া থাকে।

(৬) আমতা অঞ্চলে বা কলিকাতার এক অন্যাংশে দামোদর-পলিভূমিতে ৪০০ বৎসরে ১ ফুট করিয়া পলি সঞ্চিত হইয়াছে।

(৭) বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত দেশসমূহে পূর্ব্বে যেরূপ বৃষ্টি হইত ও প্রস্তর ধৌত হইত, এখন তত বৃষ্টি হয় না ও সেই জন্য প্রস্তরগুলিও তত ধৌত হইতে পারে না। প্রায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৫০০০ ও ততোধিক বর্ষ ধরিয়া বেশী বৃষ্টি হইত ও বিশেষভাবে প্রস্তর পরিবর্ত্তন করিতে ও ধৌত করিতে পারিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

পৃষ্ঠা—১৮০ক

গঙ্গা-দামোদর পলিভূমি।

(গভর্মেণ্টের ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে অঙ্কিত।)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
১ ইঞ্চি = ৪ মাইল

ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী দামোদরের বিলুপ্ত শাখা — — —
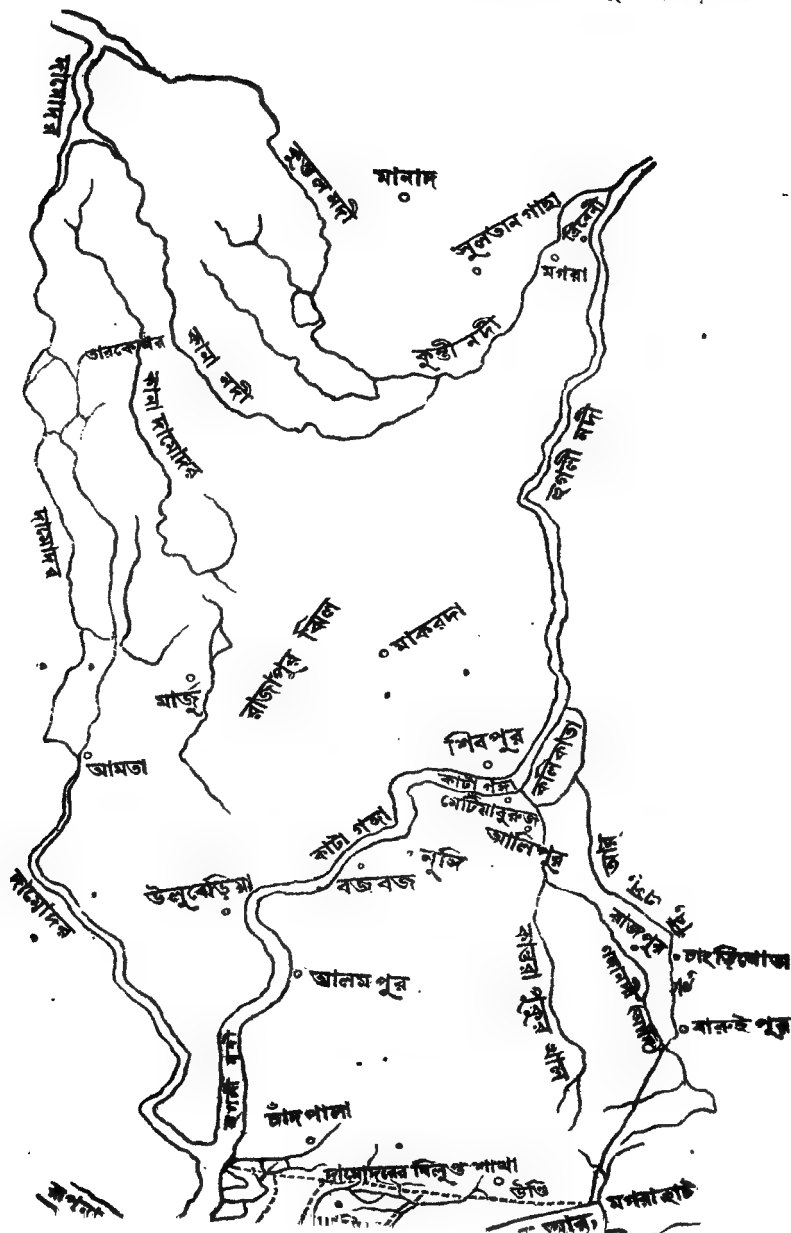
ঋকার-তত্ত্ব

§ ১। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থানান্তরে[১] এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, আজো কিছু বলিব। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ আমার ঐ পূর্ব্বোক্ত কথার সহিত বর্ত্তমান কথা কয়টি মিলাইয়া পড়িতে পারেন। বক্তব্য বিষয়ে বৈদিক ও অন্যান্য বহু প্রমাণ সেই স্থানে দিয়াছি, অতএব এখানে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিব না।

§ ২। বৈদিক ভাষায় ঋকার নিজের স্বাভাবিক রূপ ভিন্ন আরো কয়েক প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই সমস্ত রূপকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করিব, (১) স্বরাদি, ও (২) ব্যঞ্জনাদি। স্বরাদি ও ব্যঞ্জনাদি আবার প্রত্যেক চারি ভাগে বিভক্ত।

§ ৩। (১) স্বরাদি রূপ, যথা—

(ক) ঋ=অ র্, যথা—

√ কৃ হইতে (ক র্+উ+তি) ক রো তি (ঋ০)।
√ ভৃ " (ভ র্+অ+তি) ভ র তি (ঋ০)।

(খ) ঋ=ই র্, যথা—

√ হৃ হইতে (জি-হি র্+স+তি) জি হী র্ষ তি (অথ০)।
√ কৃ " (চি-কি র্+স + তি) চি কী র্ষ তি (অথ০)।[২]
√ কৄ[৩] — কি র (ঋ০, লোট্, ম০ একে০)।

(গ) ঋ=উ র্, যথা—

√ কৃ হইতে (কু র্+উ+ম স্) কু র্মঃ (ঋ০)।
" " (কু র্+উ+হি) কু রু (ঋ০)।
" " (কু র্+উ) কু রু (=ঋত্বিক্), নিঘণ্টু, ৩. ১৮।
√ তৄ " (ত—তু র্+ই) ত তু রি (ঋ০, =বিজেতা, দ্রঃ—পা০ ৭, ১,১০৩)।
√ ভৃ " (ব্-ভু র্+স+তি) ব্ ভু র্ষ তি (ব্রা০ ; দ্রঃ—√ মৃ হইতে মু মূ র্ষ তি, ইত্যাদি, পা০ ৭, ১, ১০২)।

১। বা ঙ্ লা র উ চ্চা র ণ, প্রবাসী, ১৩১৮, বৈশাখ।

২। তুলঃ—পাণিনি, ৭.১.১০০, ও ইহার ব্যাখ্যা—"লাক্ষণিকস্যাপ্যত্র গ্রহণম্"—কাশিকা।

৩। ৠকার ঋকারেরই দীর্ঘ ভিন্ন কিছু নহে ; হ্রস্বও উচ্চারণে কখনো দীর্ঘ হয়, আবার দীর্ঘও উচ্চারণে হ্রস্ব হয়। এই জন্যই পাণিনি কতকগুলি উকারান্ত ও ৠকারান্ত ধাতু হ্রস্ব হয় বলিয়া বিধান করিয়াছেন (৭.৩.৮০)। Macdonell সাহেব নিজের (বড় ও ছোট উভয়) বৈদিক ব্যাকরণেই বিদারণার্থক প্রচলিত দৄ ধাতুকে হ্রস্ব-ঋকারান্ত করিয়াই ধরিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব হিসাবে ইহা ঠিক হইলেও ব্যাকরণ হিসাবে ঠিক বলা যায় না।

(ঘ) ঋ=এর্, এরে

ঋকারের বস্তুত এতাদৃশ উচ্চারণ থাকিলেও সংস্কৃতের মধ্যে আমরা ইহা দেখিতে পাই না, সংস্কৃতের সহোদরা বা অপর কোনো তাদৃশ ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ অবেস্তায় ইহা পাওয়া যায়। যথা—

সংস্কৃত	অবেস্তা
বৃ ক	বে হ্ র্ ক।[৪]
মৃ ত	* মে র্ ত, মে ষ।[৫]
পৃ ত না	* পে র্ ত না, পে ষ না (=সংগ্রাম)।
কৃ ত	কে রে ত।
আ ভৃ ত	আ বে রে ত।

§ ৪। ব্যঞ্জনাদি রূপ যথা—

(ক) ঋ=র, যথা—

ঋ জু (ঋ০) হইতে র জি ষ্ঠ (ঋ০, অবেস্তা র জি স্ত ;
লৌকিক সংস্কৃত ঋ জি ষ্ঠ, পা০ ৬, ৪, ১৬২)।
√ কৃ হইতে ক্র তু (দ্রঃ—উণাদি, ১, ৮০)।
√ দৃ হ্ „ দৃ হ্য (ঋ০, লোট্ ম০ এ০), দৃ ঢ় (ঋ০),
কিন্তু দ্র হ্ ৎ (ঋ০, 'দৃঢ় করিয়া')।
√ দৃ শ্ „ দ্র ষ্টু ম্ (ঋ০), দ্র ক্ষ্য তি (ব্রা০)।
√ মৃ দ্ হইতে ম্র দ (ঋ০)।
সৃ ক ন্ (ঋ০) ও স্র ক (ঋ০) উভয়ই হয়।

(খ) ঋ=রি, যথা—

√ কৃ হইতে ক্রি য় তে (ঋ০)।
√ মৃ „ ম্রি য় সে (ঋ০)।[৭]

৪। এখানে উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে এ র্ শব্দের মধ্যে হ আগম হইয়াছে। তুলঃ—বর্ত্তমান বিহারী ভাষায় (সর্বরিয়া—বস্তি জেলা, ও মধেসী—চম্পারণ জেলা) ম হ তা রি (=মা, মা তৃ শব্দ হইতে)।

৫। সংস্কৃত ত=অবেস্তা ষ, See A Practical Grammar of the Avesta Language by K. E. Kanga, p. 37 ; Jackson's Avesta Grammar, Part I. $ 163 ; Burgmann, Vol IV. 156.

৬। √ মৃ দ্ ও √ ম্র দ্ বস্তুত একই।

৭। √ ঋ (গতি)=√ রি (প্রবাহ), উভয়ই বৈদিক।

(গ) ঋ=রু, যথা—

বৃক্ষ=রুক্ষ[৮] (ঋ০, ৬, ৩,৭)।[৯]

√ দৃ (তুলঃ—দৃতি=চর্ম্ম বা চর্ম্মপুটক) অথবা √ দৄ হইতে

দ্রু (ঋ০, দারু, দারুপাত্র), দ্রুম (ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ, ৫,১১)।[১০]

(ঘ) ঋ=রে,[১১] যথা—

গৃহ হইতে * গ্রেহ, গেহ (বাজ০ স০ ৩০,৯)।

গৃহ্য „ * গ্রেহ্য, গেহ্য (ঋ০ ৩,৭০,৭ ; বাজ০ স০, ১৬,৪৪)।

৮। সায়ণ এখানে ইহার অর্থ 'দীপ্ত' করিয়াছেন, কিন্তু মূলে "ওষধী" শব্দের সহিত ইহার যোগ থাকায় বৃক্ষ অর্থই ভাল মনে হয়।

৯। পালি ও প্রাকৃতে বৃক্ষ স্থানে রুক্‌খ সুপ্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত রুক্ষ শব্দই পালি-প্রাকৃতের নিয়মে (অনাদিস্থিত ক্ষ=ক্‌খ) রুক্‌খ হইয়াছে। বৃক্ষের বকার অন্তস্থ হওয়ায় সহজেই তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য—√ বৃধ্—√ ঋধ্, বৃদ্ধি—ঋদ্ধি, বৃষভ—ঋষভ (জৈন সাহিত্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবকে বুঝাইতে বৃষভ শব্দও প্রযুক্ত হয়, দ্রঃ—লঘীয়স্ত্রয়, ১), বৃণোতি—উর্ণোতি।

১০। এই দ্রু শব্দ যে, √ দৃ অথবা ইহারই অপর রূপ √ দৄ ('বিদীর্ণ করা' বা 'বিদীর্ণ হওয়া') হইতে হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর্য্য-ধাতুমালার (Aryan Roots) ইহা (√ দের্, √ দৃ) অন্যতম। সংস্কৃত ও অবেস্তার দ্রু, সংস্কৃত দারু (অবেস্তা দাউরু), দৃতি, তরু, গ্রীক *drus* (=বৃক্ষ, বিশেষভাবে ওক), *drumos* (ওকের জঙ্গল, coppice), ও ইংরাজী *tree, tear* প্রভৃতি শব্দ এই ধাতু হইতেই উৎপন্ন। দ্রষ্টব্য—Eur-Aryan Roots of J. Baly, Vol. I. p. 496 ; সংস্কৃতে দ্রু ও তরু শব্দের বড় বিচিত্র ব্যুৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। অমরের টীকাকার ভানুজী-দীক্ষিত উণাদি সূত্র অনুসারে (১.২৭) দ্রু শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—"দ্রবতি ঊর্দ্ধং, দ্রু গতৌ...ডুঃ," যেমন শতদ্রু, ইত্যাদি। তরু শব্দের ব্যুৎপত্তি "তরতি, তরন্ত্যনেন ইতি বা (উণা° ১.৭)। কিন্তু দারু শব্দের ব্যুৎপত্তি উণাদিসূত্রে (১.৩) ঠিকই করা হইয়াছে—"দীর্য্যতে ইতি দারু।" পাণিনি দ্রুম শব্দের ব্যুৎপত্তি ঠিক দিয়াছেন (৫.২.১০৮), দ্রু শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ম প্রত্যয় ; কিন্তু তিনি দ্রু শব্দের ব্যুৎপত্তি দেন নাই। এখানে দ্রু শব্দের অর্থ দারু বা কাঠ, অতএব দ্রু, অর্থাৎ দারু বা কাঠ আছে বলিয়া বৃক্ষ দ্রুম। দ্রুম শব্দ সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায় না, ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে (৫ ১১) আছে, নিরুক্তেও পাওয়া যায় (৪.১৯, ইত্যাদি)। সংহিতার সময়ে দারু অর্থে দ্রু শব্দই ছিল। পরে দ্রু আছে বলিয়া বৃক্ষ-অর্থে দ্রুম হইল। তাহার পরে আবার দ্রু, দ্রুম উভয়ই বৃক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ করিল। স্পষ্টই দেখা যায়, পাণিনির সময় পর্য্যন্ত দ্রু দারু-অর্থেই প্রচলিত ছিল, পরে ঐ অর্থ লুপ্ত হওয়ায় অবিশেষে উভয় শব্দই বৃক্ষবাচী হইয়া পড়িলে পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ পাণিনির উল্লিখিত (৫.২.১০৮) সূত্রে দ্রুম শব্দ ব্যাখ্যা করিতে ব্যাকুল হইয়া লিখিতে বাধ্য হইলেন—"দ্রুর্বৃক্ষঃ সোঽস্যাস্তি অবয়বত্বেনেতি দ্রুমোঽপি বৃক্ষ এব" (!)।—সিদ্ধান্তকৌমুদীর তত্ত্ববোধিনী টীকা। দীর্ণ হয় বলিয়াই কাষ্ঠ দ্রু, দারু। অথবা ভূমি বিদীর্ণ করিয়া ইহা উঠে বলিয়া ঐ নাম হইতে পারে। তুলঃ—উদ্ভিদ্ (√ ভিদ্ বিদারণে)।

১১। প্রাকৃত-প্রভাবে রকারটা লুপ্ত হইয়া কেবল এ-কার থাকে।

মৃ ডৃ র হইতে * ম্রে ডৃ র, মে ডৃ র (শতপথ)।[১২]

ঋকারের এই রে উচ্চারণ যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, এই জন্যই তাঁহাদের শিক্ষা-গ্রন্থসমূহে তাহার বিধানই দেখিতে পাওয়া যায়, (পূর্ব্বোল্লিখিত বা ঙ্‌ লা র উ চ্চা র ণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে তাঁহাদের মতে কৃ ষ্ণো ঽ সি (বাজ° স°, ২,১) উচ্চারিত হইবে, ক্রে ষ্ণো ঽ সি।

§ ৫। বৈদিক ভাষায় ঋকারের যে পরিবর্ত্তন প্রদর্শিত হইল, লৌকিক সংস্কৃতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি অনুধাবন করিলেই ইঁহা বুঝা যাইবে; এ জন্য লৌকিক সংস্কৃতের অপর উদাহরণ না দিয়া আমরা এখন ঋকারের সহিত পালি-প্রাকৃতের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। বৈদিক ভাষার সহিত এই দুই ভাষার তুলনা করিলে বুঝা যাইবে, যাঁহারা এই দুই ভাষা বলিতেন, তাঁহাদের বাপ-দাদাদের নিকট ঋকারের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত উচ্চারণগুলিই পরিচিত ছিল। বক্ষ্যমাণ উদাহরণে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

§ ৬। স্বরাদি রূপ (§ ৩), যথা—

(ক) ঋ=অ র্‌ (অর), যথা—

√ মৃ হইতে ম র তি (পা°); ম র ই (প্রা°)।

(খ) ঋ=ই র্‌ (ইর), যথা—

√ গৄ হইতে গি র তি, গি ল তি (পা°); গি র ই, গি ল ই (প্রা°)।

(গ) ঋ=উ র্‌ (উর), যথা—

√ কৃ হইতে কু র্ব মা ন (পা°)।

§ ৭। ব্যঞ্জনাদি রূপ (§ ৪)। প্রয়োগে আদিতে ব্যঞ্জন (র) দেখা না গেলেও মূলত তাহা ছিল, পরে পালি-প্রাকৃতের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।[১৩] উদাহরণ যথা—

(ক) ঋ=*র=অ, যথা—

কৃ ত হইতে * ক্র ত, ক ত (পা°), ক অ (প্রা°)।

নৃ ত্য „ * ন্র ত্য, ন চ্চ।

১২। সংস্কৃতে প্রচলিত বে ত ন শব্দ বস্তুত এই নিয়মেই √বৃত্‌ হইতে হইয়াছে,—√ বৃ ত + অ ন=* ব্রে ত ন=বে ত ন (তুলঃ—ব র্ত্ত ন, বৃ ত্তি)। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণিকগণ ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—√ বী+তন (উণা° ৩,১৫০)।

১৩। See William's Philological Lectures on Sanskrit and the Derived Languages, by R. G. Bhandarkar, Bombay, 1914, p. 39.

(খ)　ঋ = *রি[১৪] = ই, যথা—

ঋ ণ হইতে রি ণ (প্রা॰)।
ঋ তে „ রি তে (পা॰)।
শৃ ঙ্গ „ * স্রি ঙ্গ, সিঙ্গ।
সৃ গা ল[১৫] হইতে * স্রি গা ল, সি গা ল (পা॰), সি আ ল (প্রা॰)।

(গ)　ঋ = *রু[১৪] = উ, যথা—

বৃং হ য় তি হইতে ব্রূ হে তি (পা॰)।[১৬]
বৃ দ্ধ „ * ব্রু ড্ ঢ, বু ড্ ঢ।

(ঘ)　ঋ = * রে = এ

বৃ হ ৎ ফ ল হইতে * ব্রে হ ৎ ফ ল, বে হ প্ ফ ল (পা॰)।
বৃ ন্ত হইতে * ব্রে ন্ত, বে ণ্ট (প্রা॰)।[১৭]

ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, পালি ও প্রাকৃত ভাষার দ্বারাও সমর্থিত হয় যে, ঋকারের পূর্ব্বপ্রদর্শিত (§§ ৩, ৪) উচ্চারণসমূহ প্রচলিত ছিল।

§ ৮। এখন আমরা ঋকারের বস্তুত মূল উচ্চারণ কি ছিল এবং কিরূপেই বা তাহার উল্লিখিত পরিবর্ত্তনগুলি হইল, দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষা-সমূহে ঋকারের উচ্চারণ লইয়া মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, (ঋ॰ প্রা॰, ১'৮, কাশী॰ ৩৫ পৃ॰ ; বা॰ প্রা॰, ১,৬৫) ইহার উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল (জিহ্বামূলীয়), এবং ইহা সেখানে হনু-মূল[১৮] দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২,১৮) লিখিত হইয়াছে যে, ঋকার উচ্চারণ করিতে হইলে হনু-দ্বয় পরস্পর উপসংশ্লিষ্টতর হইবে, এবং জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা ব র্স্ব-নামক স্থানে আঘাত করিতে হইবে। আমরা টবর্গ উচ্চারণ করিতে

১৪। কখনো কখনো প্রয়োগেও ইহাই থাকে, র লুপ্ত হয় না।

১৫। ইহাই ইহার বৈদিক রূপ (শত. ১২.৫.২.৫), পরে শৃ গা ল হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে, যথা,—বৈদিক ব সি ষ্ঠ, স্তা ল,॰ সূ ক র যথাক্রমে পরে ব শি ষ্ঠ, স্থা ল, শূ ক র।

১৬। এখানে 'বৃং' শব্দের গুরুমাত্রা স্থির রাখিবার জন্য হ্রস্ব উকারকে দীর্ঘ করা হইয়াছে।

১৭। বো ণ্ট ও বি ণ্ট শব্দও হয় (চণ্ড, ২.৫ ; হেমচন্দ্র, ৮.১.১৩৯ ; শুভচন্দ্র, ১.২.৯৩ ; লক্ষ্মীধর, ১.২.৮৩ ; বররুচি, ১.১০ ; ত্রিবিক্রম, ১.২.৮৩ ; ক্রমদীশ্বর, ২.৬৭)। বে ণ্ট হইতে বাঙ্ লায় বোঁ ট, বে ট। বৃ ন্ত = *ব্র ন্ত = ব ণ্ট (পালি), ইহা হইতে বাঙ্ লায় বাঁ ট। প্রাকৃতচন্দ্রিকাকার (ষড়্ ভাষাচন্দ্রিকা, ৩৫২ পৃ॰) বোং ণ্ট পদও দিয়াছেন, ইহা হইতে আমাদের (বো ণ্ট ক = বো ণ্ট অ =) বোঁ টা হইয়াছে।

১৮। অর্থাৎ বিবৃত মুখের দুই পার্শ্বভাগ ("হনুশব্দ আস্যপার্শ্বভাগয়োর্ব্বর্ত্ততে"—বৈদিকাভরণ-টীকা, তৈ॰, প্রা॰, ২. ১২)।

মুখ-বিবরের উপরিভাগে যে স্থানটা জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করি, সেই স্থান, ও দন্তমূল, এই উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশের নাম ব র্স্ব ।[১৯]

পাণিনি-সম্প্রদায় ও অন্যান্য অনেকে বলেন, এবং ইহা সাধারণত খুব প্রসিদ্ধও আছে, ঋকারের উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা, ইহা মূর্দ্ধন্য—"স্যুর্মূর্দ্ধন্যা ঋটুরষাঃ" (পাণিনি-শিক্ষা, ১৭)। মূর্দ্ধা বলিতে মু খ বি ব রে র উ প রি ভা গ (তৈ০ প্রা০, ২,৩৭, বৈদিকাভরণ), যে স্থান হইতে টবর্গ উচ্চারিত হয়।

§ ৯। পূর্ব্বোক্ত মতের সহিত পাণিনি-সম্প্রদায়ের মতের খুব বেশী পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। তালু হইতে দন্তের দিকে ক্রমশ এই কয়টি স্থান আছে,—(১) তালু, (২) মূর্দ্ধা, (৩) বর্স্ব, (৪) দন্তমূল ও (৫) দন্ত। পূর্ব্বমতবাদীরা (১) তালু ও (৪) দন্তমূলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে দুই ভাগে, অর্থাৎ (২) মূর্দ্ধা ও (৩) বর্স্ব, এই দুই অংশে ভাগ করিয়া ইহাদের নিম্ন (৩) অংশে, আর পরমতবাদীরা ইহাদের উচ্চ (২) অংশে ঋকার উচ্চারিত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

§ ১০। প্রয়োজনবোধে প্রসঙ্গত আমরা এখানে রকারেরও উচ্চারণ আলোচনা করিয়া লইব। ঋকারের ন্যায় রকারেরও উচ্চারণ মূর্দ্ধা হইতে হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ; কিন্তু কাহারো কাহারো মতে ইহা দন্তমূলীয় (বাজ০ প্রা০, ১,৫৮; ঋ০ প্রা০, ১ম পটল, ৩৬ পৃ০; যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা, শিক্ষাসংগ্রহ, কাশী০ ৩৩ পৃ০); এবং ইহা উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা দন্তমূলের উপরিভাগে (দন্তমূলে নহে) আঘাত করিতে হয় (বাজ০ প্রা০ ১,৭৭)। পাঠকগণ এইরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে (১ম পটল, ৩৭ পৃ০) আবার উক্ত হইয়াছে যে, কাহারো কাহারো মতে রকারের উচ্চারণ-স্থান বর্ৎস্ব (বর্স্ব ?), ইহা বার্ৎস্ব্য[২০] বর্ণ। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যেরও (২'৪১) ইহাই অভিমত মনে হয়। সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, রকার উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বাগ্রের মধ্য-স্থান দিয়া দন্তমূলের ভিতরে উপরিভাগে আঘাত করিতে হয়।

§ ১১। তাহা হইলে রকারের উচ্চারণ তিন প্রকার দাঁড়াইতেছে,—(১) মূর্দ্ধায়, (২) বর্স্বে ও (৩) দন্তমূলে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত (৩) উচ্চারণটি ত্যাগ করিলে, ঋকারের সহিত ইহার উচ্চারণগত সাম্য আছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মতে ঋকার ও রকার উভয়ই মূর্দ্ধা বা বর্স্বে উচ্চারিত হইয়া থাকে। মূর্দ্ধা, বর্স্ব ও দন্তমূল, এই তিন স্থানে রকার উচ্চারণ করিয়া পাঠকেরা ঐ তিন রকারের পরস্পর ভেদ অবধারণ করিবার

১৯। "ব র্স্বা নাম রেফ-টবর্গ-স্থানয়োর্মধ্যপ্রদেশাঃ,"—বৈদিকাভরণ-টীকা (তৈ, প্রা, ২,১৮); "ব র্স্বেষু ইতি দন্তপঙ্‌ক্তেরুপরিষ্টাদ্ উচ্চপ্রদেশেষু,"—ত্রিভাষ্যরত্ন-টীকা (ঐ)। [তুলঃ—ব ৎ স্ব (? ব র্স্ব) শব্দেন দন্তমূলাদ্ উপরিষ্টাদ্ উচ্চ্রয়ঃ প্রদেশঃ,"—ঋ, প্রা, ১ম পটল, কাশী, ৩৭ পৃষ্ঠা, উব্বট-ভাষ্য।

২০। বা ৎ র্স্ব পাঠ বোধ হয় অশুদ্ধ, উব্বটের টীকা দেখিলে বোধ হয়, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২,১৮) ব র্স্ব বলিতে যাহা বুঝায়, বৎর্স্ব শব্দও এখানে তাহাই বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য টীকা, ১৯।

চেষ্টা করিতে পারেন ; কিন্তু বলা বাহুল্য, বিশেষ সাবধান না হইলে এইরূপ অতি সূক্ষ্ম ভেদের অবধারণ অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

§ ১২। এখন আবার একবার ঋকারকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। ঋকার একটি স্বরবর্ণ এবং ইহা হ্রস্ব, অতএব ইহার এক মাত্রা। প্রাতিশাখ্যকারগণ (বাজ° প্রা°, ১,৫৯-৬১) এক একটি মাত্রাকে সময়ে সময়ে দুই ভাগে, বা চারি ভাগে, বা কখনো কখনো আট ভাগেও বিভক্ত করিয়া থাকেন ; ইহাদের যথাক্রমে নাম অ র্দ্ধ মা ত্রা (১/২), অ ণু মা ত্রা (১/৪), ও প র মা ণু মা ত্রা (১/৮)। ঋকারের বিচারে তাঁহারা ইহার ঐ এক মাত্রাকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া বলেন যে, ইহার আদিতে এক অণুমাত্রা (১/৪), অন্তে আর এক অণুমাত্রা (১/৪) এবং মধ্যে অর্দ্ধমাত্রা (১/২) ; এইরূপে মোট (১/৪ + ১/২ + ১/৪ = ১) এক মাত্রা হয়। ইহার মধ্যে মধ্যের অর্দ্ধমাত্রা হইতেছে রকারের (ব্যঞ্জন বলিয়া তাহার অর্দ্ধমাত্রা)। ঋকারের আদ্য ও অন্ত্য অণুমাত্রাদ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধমাত্রিক রকার এরূপ সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এরূপ মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আর পৃথক্ ভাবে শুনিতেই পাওয়া যায় না ("ঋ৯বর্ণে রেফলকারৌ সংশ্লিষ্টৌ অশ্রুতিধরৌ এ ক ব র্ণৌ"—বাজ° প্রা°, ৪,১৪৬)।[২১] এই রকার সাধারণ রকার হইতে হ্রস্বতর, অথবা সমানও হইতে পারে (ঋ° প্রা°, ৮,১৪ ; দ্রঃ—অ° প্রা°, ১,৩৭, ৭১)। প্রাতিশাখ্যের এই বর্ণনায় বুঝা গেল, ঋকারের মধ্যে লঘুতর রকার আছে।[২২]

§ ১৩। এখানে প্রশ্ন হয়, ঋকারের মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধমাত্রা ত রকারের হইল, এখন অপর অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ আন্ত ও অন্ত্য অণুমাত্রাদ্বয় কাহার ? ইহার আপাতত একটা উত্তর দিতে পারা যায় যে, ইহারা আলোচ্য স্বরেরই স্বকীয়, এই অর্দ্ধমাত্রাই (১/৪ + ১/৪) ঋকারের বিশেষত্ব, ইহাই ইহাকে স্বর বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছে। প্রতিশাখ্যে (বাজ° প্রা°, ৪,১৪৬) উক্ত হইয়াছে যে, এই আণুমাত্রিক স্বর, দুইটি ক ণ্ঠ্য ("কণ্ঠ্যাণুমাত্রয়োর্মধ্যে...")। ভাল, এই কণ্ঠ্য স্বর কি ? অকার ভিন্ন কিছু নহে। প্রাতিশাখ্যে (বাজ° প্রা°, ১,৬৫ ; ঋ° প্রা°, ১,৮, কাশী° ৩৫ পৃ° ; যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, শি° স° ৩১ পৃ°) অবর্ণকেই কণ্ঠ্য বলা হইয়াছে। অতএব বলিতে হয়, রকারের আদিতে ও অন্তে অণুমাত্রিক অকার যোগ করিলেই ঋকারের ঠিক উচ্চারণ পাওয়া যায়। অকারের অণুমাত্রা কতটুকু সময়, তাহা ঠিক করা বড় শক্ত। প্রাতিশাখ্যবিদ্‌গণ স্ব র ভ ক্তি র স্থলে (তৈ° প্রা° ২১,১৫) ইহা ব্যাখ্যা করিতে

২১। দ্রষ্টব্য—ত্রিভাষ্যরত্ন ও বৈদিকাভরণ ব্যাখ্যায় (তৈ, প্রা, ২১,১৫) উদ্ধৃত বররুচি "ঋলোর্মধ্যে ভবত্যর্দ্ধ-মাত্রা রেফলকারয়োঃ"—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, শিক্ষা-সংগ্রহ, ৩২ পৃ°,। ঋকারে যেমন রকার, ৯কারেও সেইরূপ লকার, উভয়েরই এক নিয়ম।

২২। প্রাতিশাখ্যের এই কথা অবেস্তার দ্বারা সমর্থিত হয়। সংস্কৃতের ঋ অবেস্তা বর্ণমালায় বহু স্থলেই এ-র্-এ, ইহা স্বরবর্ণের মধ্যে। এখানেও মধ্যে রকার রহিয়াছে। এই রকারের আদিতে ও অন্তে যে একার রহিয়াছে, তাহা হ্রস্ব, ইংরাজী fed শব্দের e'র ন্যায় ইহা উচ্চারিত হয়। অবেস্তার একার তিনটি হ্রস্ব (short), দীর্ঘ (long) ও মধ্যম (middle) ; এ-র্-এ স্থলে হ্রস্ব।

গিয়া বলেন যে, এই অণুমাত্রিক স্বর এত সূক্ষ্ম যে, ইহাকে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিতে হয়।[২৩] "ব র্ হিঃ" (তৈ° স° ১,৬,৮), এখানে মধ্যবর্ত্তী রকারের আদিতে ও অন্তে অণুমাত্রা করিয়া স্বর আছে (বকার-স্থিত অকার এখানে গণ্য করা হইতেছে না)। এই রকারকে একবারে হকারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দ্রুতভাবে (যেমন আমরা করি—ব র্হিঃ) উচ্চারণ করিলে প্রাতিশাখ্যবিদ্‌গণের মতে তাহা ঠিক হয় না, রকার ও হকারের মধ্যে ঈষৎ একটু ব্যবধান দিতে হইবে। এইরূপে এখানে রকারের যে উচ্চারণ হয়, ঋকারেরও ঠিক সেই উচ্চারণ। ইহাই প্রাতিশাখ্যের অভিপ্রেত মনে হয় (বাজ° প্রা°, ৪,১৭ ; তৈ° প্রা°, ২১,১৫, টীকা)।

§ ১৪। স্বরের অণুমাত্রার কিঞ্চিৎ পরিচয়, বোধ হয়, আমরা বর্ত্তমান গৌড়ীয় ভাষা-সমূহ হইতে পাইতে পারি। 'সে পথে আ স তে-আ স তে (=আসিতে-আসিতে) পড়ে গেল', এখানে মনে হয়, মধ্যবর্ত্তী সকারে অকারের একটু অতি সামান্য ধ্বনি মিলিয়া রহিয়াছে। যদি তাহা না থাকে, তবে আ স্তে-আ স্তে (=ধীরে-ধীরে) হয়। যে ঘ লা, বা দ লা, এখানেও ঘকারে ও দকারে একটু অকারের ধ্বনি আছে বোধ হয়, কেন না, যে ঘ্লা, বা দ্লা বলা হয় কি ?[২৪] যদি এই সকল স্থানে সত্য-সত্যই অকারধ্বনি পাওয়া যায়, তবে আমরা ইহাকে অণুমাত্রিক অকার বলিতে পারি। যাহাই হউক, অণুমাত্রিক অকারটা যে, কিরূপ, উল্লিখিত আলোচনায় তাহার একটা অন্তত আভাসও পাওয়া যাইবে। এইরূপে আদি ও অন্তে অণু-মাত্রিক অকার ও মধ্যে অর্দ্ধমাত্রিক রকারের উচ্চারণে ঋকার উচ্চারিত হইত। অতএব উচ্চারণ হিসাবে তাহার রূপ ছিল অ-র্-অ।

§ ১৫। সকলেই শিক্ষা-প্রাতিশাখ্য পড়িয়া, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ঠিক-ঠাক অনুসরণ করিয়া নানা কারণেই উচ্চারণ করিতে পারে না। মানুষ চায় নিজের ভাবটা প্রকাশ করিতে, তা সে যেরূপে যত সহজে পারে, তাহার বাগ্‌যন্ত্র যেরূপে যতটুকু তাহাকে সহায়তা করিতে পারে, সে সেইরূপই করিয়া থাকে ; ব্যাকরণের শত-সহস্র নিয়ম ইহাতে বাধা দিতে পারে না। তাই ঋকারের মূল উচ্চারণ কথ্য ভাষায় এক-একটু ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কেহ-কেহ আদির, কেহ-কেহ বা অন্তের অণুমাত্রিক অকারকে এরূপ করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যাহাতে যথাক্রমে অন্তের ও আদির অণুমাত্রিক অকার একবারে লুপ্ত হইয়া গেল, অর্থাৎ মূল অ-র্-অ কাহারো-কাহারো নিকটে অ-র্ (অর্), এবং কাহারো-কাহারো নিকটে র্-অ (র) হইয়া পড়িল ; যাঁহারা পূর্ব্বের অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রা দিয়া (অর্থাৎ পূর্ণ এক মাত্রায়) উচ্চারণ করিলেন, তাঁহাদের নিকট অ-র্ (অর্) হইল, আর যাঁহারা পরবর্ত্তী অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রায়

২৩। ইন্দ্রিয়াবিষয়ো যোঽসাবণুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
চক্ষুর্ভিরণুভির্মাত্রাপরিমাণমিতি স্মৃতম্‌ ॥

২৪। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

(এক মাত্রায়) উচ্চারণ করিতেন, তাঁহাদের নিকট র্-অ (র) হইল। মূলত ঋ হ্রস্ব স্বর বলিয়া একমাত্রিক, ইহার এই দুই রূপান্তরেও সেই এক মাত্রাই স্থির থাকিল,[২৫] কেবল তাহার আকৃতিটার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ঋকার এইরূপেই অর্ ও র হইয়াছে মনে হয়।

§ ১৬। ঋকারের অন্যান্য পরিবর্ত্তনও প্রধানত এইরূপেই হইয়াছে। উচ্চারণ-ভেদে পূর্ব্বোক্ত অ-র্-অ, ইহাই ই-র্ (ইর্) ও র্-ই (রি), এবং উ-র্ (উর্) ও র্-উ (রু) প্রভৃতি হইয়াছে। এই সকল ভিন্ন-ভিন্ন পরিবর্ত্তনের একটা যুক্তি আমাদের মনে এইরূপ হয়,—পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, √ কৃ হইতে চি-কির্-স-তি, চি কী র্ষ তি ; √ হৃ হইতে জি-হির্-স-তি হইতে জি হী র্ষ তি, √ কৄ হইতে কি র তি ; এই সকল স্থলে ঋকার ই র্ হইয়াছে। আবার √ কৃ হইতে ক্রি য় তে, √ ভৃ হইতে ভ্রি য় তে, ইত্যাদি স্থলে তাহা রি হইয়াছে। এ স্থলে বলা যাইতে পারে,—

ঋকারের পর (ব্যবহিতই হউক বা অব্যবহিতই হউক) কোনো তালব্য বর্ণ থাকিলে প্রায়ই সেই ঋকার স্থানে ই র্ অথবা রি হয়।

√ কৄ (=ক্+অ-র্-অ)+অ+তি, এখানে শেষে তি-স্থিত ইকারকে উচ্চারণ করিবার জন্য উচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্র প্রথম হইতেই উদ্যত হয়, যেমন কাহাকেও আঘাত করিতে হইলে আমাদের হস্ত লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বেগে সেই দিকে ধাবিত হইবার জন্য উদ্যত হইয়া পড়ে। এই হেতু ককারস্থিত ঋকারের, অর্থাৎ যাহা একই কথা, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিবর্ত্তিত রূপ অ-র্-এর কণ্ঠ্য স্বর অকারকে ঠিক উচ্চারণ না করিয়া, উচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্র (শেষের তালব্য ইকারে লক্ষ্য থাকায়) তাহার স্থানে তালব্য স্বরই (অর্থাৎ ইকারই) উচ্চারণ করিয়া ফেলে। ক্রি য় তে, ভ্রি য় তে; এখানেও এই নিয়ম, √ কৃ+য+তে, √ ভৃ+য+তে, এখানেও ঋকারের পর তালব্য যকার থাকায় বাগ্‌যন্ত্র ইহা উচ্চারণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হয় বলিয়া পূর্ব্ববৎ ঋকারকে রি উচ্চারণ করিয়া ফেলে, অর্থাৎ ঋকারের পূর্ব্ব-বর্ণিত স্বরভাগকে কণ্ঠ্যের পরিবর্ত্তে তালব্য করিয়া ফেলে।

§ ১৭। ই র্ ও রি ইহাদের ইকার একার হইলে (চিন্তনীয় গু ণ বি ধি) এ র্ ও রে হইয়া যায়, এবং উদাহৃত (§§ ৩,৪) পদসমূহ হয়।

§ ১৮। ঋ-স্থানে উ র্ অথবা রু হইবার নিয়ম সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে,

পদের মধ্যে ঋকারের (ব্যবহিত বা অব্যবহিত) পরে বা কখনো কখনো পূর্ব্বে কোনো ওষ্ঠ্য বর্ণ থাকিলে প্রায় তাহার ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

২৫। ব্যঞ্জনের যদিও অর্দ্ধমাত্রা, তথাপি স্বরসন্নিধানে ব্যঞ্জন স্বরেরই অঙ্গীভূত হইয়া যায় ; তাহারই মাত্রার মধ্যে ইহাকে গণ্য করা হয়, অর্থাৎ স্বরেরই কাল, ইহার কাল ; স্বর ও ব্যঞ্জনে মিলিয়া একটি কালমাত্রা হয়। যেমন ব ষ ট্, এ কালে বকারে একমাত্রা, এবং ষকার ও টকারের একত্র এক মাত্রা—এই দুই মাত্রা। অবশ্য লঘু-গুরু-ভেদে এই মাত্রাদ্বয়ের ভেদ আছে। এই শব্দে শেষ ষকার ও টকারের মধ্যে ষকার অর্দ্ধমাত্রা (½) + তাহার অকার এক মাত্রা (১) + এবং টকার অর্দ্ধমাত্রা (½), মোট দুই (২) মাত্রা, এরূপ হিসাব ভুল, এবং তাহা কেহ করে না। ব্যঞ্জন যে, স্বরেরই অঙ্গীভূত, এ সম্বন্ধে প্রাতিশাখ্যে বহু কথা আছে (তৈ, প্রা, ২১,১, ইত্যাদি)।

√ কৃ+উ(+হি) হইতে কুরু, এখানে উ ওষ্ঠ্য বলিয়া তাহার উচ্চারণে বদ্ধলক্ষ্য বাগ্‌যন্ত্র ককার-উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই ওষ্ঠদ্বয়কে উপশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে (তৈ০ প্রা০, ২,২৪), এবং তাহাতেই ঋকারের অর্থাৎ অ-র্-অ-এর পূর্ব্বের ভাগ উ র্ হইয়া যায়। কিন্তু ক রো তি, এ স্থলে √ কৃ+উ+তি=(ইহার মধ্যবর্ত্তী উকার ওকার হইয়া যাওয়ায়) √ কৃ+ও+তি, এই জন্য ঋকার উর্ না হইয়া অর্-ই হয়; অর্থাৎ ও=অ+উ, ইহা কণ্ঠ ও ওষ্ঠ হইতে জাত; অ কণ্ঠ্য ও উ ওষ্ঠ্য; এই হেতু ঋকারের অব্যবহিত পরবর্ত্তী হইতেছে ওকারের কণ্ঠ্য অংশ অকার; ইহারই প্রতি বাগ্‌যন্ত্রের প্রথম লক্ষ্য থাকায়, ঋকারের অর্থাৎ অ-র্-অ ইহার আদি অংশের, অণুমাত্রিক কণ্ঠ্য অকারের কোনো পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক হওয়ায় কেবল তাহা একমাত্রিক হইয়া অর্ হইয়া যায়। √ ভৃ হইতে ব, ভু র্ তি, এখানেও ওষ্ঠ্য বর্ণ ভকারের সংসর্গে ঋকার উর্ হইয়াছে। পাণিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার বিধান হইতেছে (৭,১,১০২)—"উদ্ ওষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য।"

§ ১৯। বলা বাহুল্য, এ নিয়ম কয়টি অব্যভিচারী নহে। কিরূপে ঋকারের ঐ সকল পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখা এখানে তাহাদের উদ্দেশ্য। প্রথম-প্রথম হয় ত এই নিয়মেই স্বাভাবিক গতিতে ঋকার পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইত। কিন্তু পরে যখন ঐ অর্, ইর্, উর্ প্রভৃতি উচ্চারণ লোকের নিকট সহজ প্রথার মত হইয়া দাঁড়াইল, তখন বিশেষ-বিশেষ স্থানে এক-একটা বিশিষ্ট উচ্চারণ বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। যেমন আমরা বঙ্গদেশে ইহাকে একবারে রি করিয়া ফেলিয়াছি, অথবা যেমন তাহা উড়িষ্যায় একবারে রু হইয়া পড়িয়াছে,—যদিও উভয় স্থানে সংস্কৃত শব্দ লি খি বা র সময় ঋকারই লিখিত হইয়া থাকে। এইরূপেই, মনে হয়, মূল এক উচ্চারণের স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে।

§ ২০। ঋকারের আসল উচ্চারণটা মূল বৈদিক সংস্কৃতেই কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে। আরো বুঝা যাইবে যে, রকারই নানারূপে তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃতে কতক স্থানে উচ্চারণে না হউক, অন্তত আকারেও (বর্ণেও) ঋকারকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পালি-প্রাকৃতে তাহাকে আর মোটেই পাওয়া যায় না, রকারই তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পালি-প্রাকৃতের ব্যাকরণকারগণও বলিয়া গিয়াছেন যে, ঋকার তাহাতে নাই।[২৬] এই জন্যই সিংহলী[২৭] ও বাঙ্‌লা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাতে আমরা তাহাকে খুঁজিয়া পাই না, যদিও সংস্কৃত শব্দগুলিতে লিখিয়া থাকি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

২৬। অপভ্রংশে কচিৎ দুই একটা পদে দেখা যায়, কৃ বা (কৃপা), নৃ ব (নৃপ), কু, চ, ৮, ৮২, ৮৩।

২৭। ভারতের প্রাদেশিক আর্য্য-ভাষাসমূহের তত্ত্বালোচনায় সিংহলীকেও স্থান দিতে হইবে, ইহারা পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ।

'ঋ' সম্বন্ধে মন্তব্য

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের সপ্তম ঋকে যে 'রুক্ষঃ' শব্দটি আছে, উহা 'বৃক্ষ' শব্দের অপভ্রংশ নহে ; ছান্দসে কোথাও ঐ অপভ্রংশ পাওয়া যায় না। 'ওষধীষু' সপ্তমীতে আছে, আর 'রুক্ষঃ' প্রথমার পদে 'অগ্নিঃ' এই উহ্য কর্ত্তাকে সূচিত করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, 'ওষধী' শব্দের কাছাকাছি আছে বলিয়া 'বৃক্ষ' অর্থের সূচনা হয় না। 'রুক্ষঃ'—অর্থ 'দীপ্তঃ' ; এই অর্থেরই অল্প পরিবর্ত্তনে ঐ শব্দটি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে ; আমাদের 'রুক্ষ মেজাজে' এই শব্দই ব্যবহৃত। ঋকৃটির প্রথম ছত্র, পদপাঠে ঠিক এইরূপ পাইবেন,—

দিবো ন যস্য বিধতো নবীনোদ্-
বৃষা রুক্ষ ওষধীষু নুনোৎ।

সূর্য্যের মত তেজ বা রশ্মি বিস্তারকারী যাঁহার (অগ্নির) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই প্রার্থিত ফল-বর্ষণকারী রুক্ষ অর্থাৎ দীপ্ত অগ্নি ওষধীগুলির মধ্যে (গাছ-পালা পোড়াইলে যে শব্দ হয়, সেই) শব্দ করেন। ইত্যাদি।

'ঋ' অক্ষরটির আদিম উচ্চারণ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'ভারতবর্ষের বর্ণমালা' ও 'ব্যাকরণের সন্ধি' নামক প্রবন্ধ দুইটিতে অনেক কথা লিখিয়াছি। 'অ' স্বরের 'আ' যেমন একটা দীর্ঘ উচ্চারণ, তেমনই আবার 'অ' ও 'আ' উচ্চারণ যদি যুক্তভাবে দীর্ঘ করা যায়, তাহা হইলে যে 'ই' উচ্চারণ ফুটিয়া ওঠে, ইহা Helmholtz ও Koenig যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন ; 'ব্যাকরণের সন্ধি' প্রবন্ধেও ঐরূপ স্বর পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত দিয়াছি। দীর্ঘ 'ঋ', জ, শ প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ 'ঈ'রূপে ফুটিয়া ওঠে, ইহা ঠিক নহে ; উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয়। বিস্তৃত ভাবে দৃষ্টান্ত দিবার সময় হইল না। 'ঋ' স্বরের বিকারে যেখানে যেখানে 'উর্' হয়, সেখানেই দেখিবেন যে, accented 'উ' ধ্বনি অক্ষরটির অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে যুক্ত আছে, এই স্বর সংযোগের ফলেই বিকার ঘটিয়া থাকে। অন্তস্থ 'ব' অক্ষরটির উচ্চারণ যে 'উ-অ', তাহা বলিতে হইবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ঋক্ষ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর

ঋ ক্ষ শব্দটি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটা কথা বলিয়া লইতে চাই যে, যদিও তর্কের খাতিরে মানিয়াই লইতে হয় যে, উহা বৃ ক্ষ হইতে হয় নাই, আলোচ্য স্থলে উহার উদাহরণ গ্রাহ্য নহে, তথাপি পাঠকগণ দেখিবেন, আমার সিদ্ধান্ত বিচলিত হয় নাই; অন্ত উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ঋ ক্ষ শব্দটি বৃ ক্ষ হইতেই হইয়াছে কি না, তাহা এখনকার লোকের পক্ষে ঠিক করিয়া বলা শক্ত; তবে আমার মনে যেরূপ হইতেছে, তাহাতে এখনো আমার মত পরিবর্ত্তন করিবার কারণ দেখিতেছি না। আমি নিজেই উল্লেখ করিয়াছি, সায়ণ ঋ ক্ষ শব্দের অর্থ দীপ্ত করিয়াছেন। বিজয়বাবু সায়ণকেই অনুসরণ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লিখিয়াছেন। তিনি মন্ত্রটির আলোচ্য অংশের পদপাঠ তুলিয়াছেন। মূলটিও তুলা দরকার,—

"দিবো ন যস্য বিধতো নবীনোদ্
বৃষা ঋ ক্ষ ওষধীষু নূনোৎ।"

সায়ণ ও তদনুসরণে বিজয়বাবু ঋ ক্ষ শব্দ এখানে প্রথমান্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, পদপাঠও তাঁহাদের অনুকূল; কিন্তু আমি ইহাকে সপ্তম্যন্ত (ঋ ক্ষে), এবং তাহাও আবার বহুবচনে (বৃক্ষেষু) ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। তাহা হইলে এই দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ দাঁড়ায়—'(কাম-) বর্ষণকারী (অগ্নি) বৃক্ষ ও ওষধি-সমূহে (তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার সময়) অত্যন্ত গর্জ্জন করিতেছে।' পদপাঠ যে সর্ব্বত্র অভ্রান্ত, তাহা নহে, স্থানে-স্থানে ইহাতেও ত্রুটি আছে। বেদের অন্যান্য মন্ত্র পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, স্থানে-স্থানে পূর্ব্বপদে পরপদের বিভক্তি-বচন যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করা দরকার, তাহাতেই অর্থ ভাল হয়, অথচ ব্যাখ্যাপদ্ধতির নিয়মভঙ্গ হয় না; এবং কেবল নবীন নহে, প্রাচীন ব্যাখ্যাতারাও এইরূপ করিয়াছেন। একটা মন্ত্র তুলিয়া দেওয়া যাউক—

"ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি
দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা।" ঋগ্বেদ, ৮,১১,১।

পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত "ঋ ক্ষ ওষধীষু" ইহার সহিত "দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা" ইহার রচনা তুলনা করিবেন। এখানেও পদপাঠ আছে—

"দেবঃ (প্রথমান্ত) আ মর্ত্ত্যেষু আ।"

সায়ণের ভাষ্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে অগ্নে, দেবো দ্যোতমানস্ত্বং মর্ত্ত্যেষু আ মনুষ্যেষু চ দেবেষু চ মধ্যে ব্রতপা অসি। ব্রতানাং কর্ম্মণাং রক্ষিতা ভবসি।" পাঠকগণ এখানে দেখিবেন, সায়ণ দে ব শব্দটিকে দুইবার ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, একবার প্রথমার একবচন করিয়া, এবং অপর বার সপ্তমীর বহুবচন করিয়া; কিন্তু মূলে দেব-শব্দ একবার বৈ

ছুইবার নাই। মূলে দুইটা আ শব্দ আছে, ইহার অর্থ সমুচ্চয়, অর্থাৎ আ=চ। সায়ণ ইহা লক্ষ্য রাখিয়া "মনুষ্যেষু চ দেবেষু চ" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। (পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, দে ব পদে পরবর্ত্তী ম র্ত্যে ষু পদের সপ্তমীর বহুবচন যোগ করিতে হইয়াছে।) আবার পদপাঠে দে ব শব্দে প্রথমার একবচন থাকায় "দে বো স্তো ত মা নঃ" বলিয়াছেন। বস্তুত দে ব শব্দটিকে প্রথমান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা এখানে চলে না, ইহা সমুচ্চয়ার্থক দুইটি আ-শব্দই সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। এই মন্ত্রটি বাজসনেয়িসংহিতাতেও (৮,১৬) উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে মহীধর দে ব শব্দকে প্রথমে প্রথমান্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নিজেই সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"যদ্বা আকারদ্বয়ং সমুচ্চয়ার্থং। দে বে ইতি সপ্তম্যন্তং পদম্। হে অগ্নে ত্বং দেবে আ দেবেষু চ, মর্ত্ত্যেষু আ মনুষ্যেষু চ ব্রতপা অসীতি পূর্ব্ববৎ।" *

এরূপ মন্ত্র আরো তুলিতে পারা যায়, কিন্তু এখন আর বেশী তুলিয়া কাজ নাই। আমি বলিতে পারি, Roth, ভাণ্ডারকর প্রমুখ দেশী বিদেশী পণ্ডিতেরা আমার পক্ষে সম্মতি দিবেন।

"ছান্দস" ভাষার অন্যত্র যদি রু ক্ষ না পাওয়া যায়, নাই-ই গেল, কিন্তু ঋগ্বেদের ভাষা ত ছান্দস, এবং তাহাতেও ত প্রচুর প্রাকৃতভাব (Prākritism) পাওয়া যায়।

প্রাকৃত ব্যাকরণগুলি একবাক্যে বলিতেছে—বৃ ক্ষ হইতে রু ক্‌খ (=রু ক্ষ) হইয়াছে (হেমচন্দ্র, ৮,২,১২৭ ; বররুচি, ১,৩২ ; লক্ষ্মীধর, ১,৪,৭ ; সিংহরাজ, ৪,১ ; মার্কণ্ডেয় ১,৩৮)। এ কথা কি একবারেই অগ্রাহ্য করা যাইবে ?

আদিস্থিত অন্তস্থ ব-কারের যে লোপ হয়, তাহার উদাহরণ দিয়াছি। বৈদিক ভাষাতে আরো প্রচুর উদাহরণ আছে। দ্বৈ (=তু+বৈ), তৈ, স, ১,৭,১,৪ ; ৬,২ ; ২,২,৪,৮ ; ইত্যাদি ; ত্বা ব (=তু+বাব), তৈ, স, ২,১,৫,৮ ; ইত্যাদি ; অ ব র্তি যো (=অনু+ ব র্তি যো) অথ, স, ১৫,১,৫৬। বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিলাম না।

এই সব ভাবিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, আলোচ্য স্থলে রু ক্ষ শব্দ বৃ ক্ষে র ই অপভ্রংশ।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, ঋগ্বেদের ঐ যে রু ক্ষ (=দীপ্ত), তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত অর্থে বাঙ্‌লার "রুক্ষ মেজাজ" ইত্যাদি স্থলে প্রযুক্ত হয়। দীপ্ত অর্থে (সায়ণের মতে) রুক্ষ শব্দের প্রয়োগ ঐ এক উল্লিখিত মন্ত্র ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। যে শব্দটি বিপুল সাহিত্যের মধ্যে একখানিমাত্র গ্রন্থের একটি মাত্র মন্ত্রে একবার মাত্র কোন একটি অর্থে প্রযুক্ত, এবং এইরূপে নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ ও অপ্রচলিত, তাহা হঠাৎ একবারে লাফ দিয়া বঙ্গভাষায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা ত মনে করিতে পারি না,—যদি তাহার উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগ করা না হয়। ঋগ্বেদের রু ক্ষ আমাদের বাঙ্‌লার ঐ সকল স্থলে আসিয়াছে, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে বিজয়বাবুকে প্রমাণ দিতে হইবে, কেবল প্রতিজ্ঞা করিলে চলিবে না।

---

* এই মন্ত্রটি অথর্ব্ববেদেও (১৯, ৫৯, ১) আছে, কিন্তু সায়ণ সেখানে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋগ্বেদে ও অথর্ব্ববেদে এই একই মন্ত্রের সায়ণ-ভাষ্য দেখিলে বোধ হয়, তাহা এক লেখনীর নহে।

বৈদিক সংস্কৃতেও (মন্ত্রভাগে নহে, ব্রাহ্মণভাগে) রূক্ষ শব্দ আছে (রুক্ষ নহে)। ইহা √ রূক্ষ (পারুষ্যে) হইতে হইয়াছে। ইহার অর্থ পরুষ, কর্কশ, শুষ্ক, অস্নিগ্ধ, অচিক্কণ, ইত্যাদি। অমরে (৩,২২৫) লিখিত হইয়াছে—"রূক্ষস্ত্বপ্রেম্ণ্যচিক্কণে।" এখন 'রূক্ষ মেজাজ', 'রূক্ষ স্নান', 'রূক্ষ কথা' ইত্যাদি স্থলে আলোচ্য শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট। ইহার ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদের রুক্ষ শব্দের সহিত যোগ অন্বেষণের কোন আবশ্যকতা দেখি না। সংস্কৃতের এই রূক্ষ শব্দই বাঙলায় (মারাঠিতেও) কাহারো-কাহারো হাতে রুক্ষ, আবার কাহারো কাহারো নিকটে রুক্ষ্ম পর্য্যন্ত হইয়াছে (ম-আগম সম্বন্ধে তুলঃ—বৈদিক সংস্কৃত মক্ষু= লৌকিক সংস্কৃত মংক্ষু; ময়ূরপক্ষী=ময়ূরপংক্ষী=ময়ূরপঙ্খী)। প্রাকৃতে রূক্ষ হইতে রুক্খ হয়; তাহা হইতে বাঙলা-প্রভৃতিতে রুখা ইত্যাদি। অতএব বিজয়বাবুর লৌকিক রুক্ষ শব্দ আলোচনায় তাঁহার নিজপক্ষ কোনোরূপে সমর্থিত হইতেছে না।

ঋ-সম্বন্ধে বিজয়বাবুর লিখিত নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ দুইটি আমি এখনো দেখিতে পাই নাই, দেখিয়া যদি আবশ্যক মনে করি, আমার প্রবন্ধকে কাটিব, ছাঁটিব, বাড়াইব বা একেবারে পরিবর্ত্তিত করিব।

Helmholtz ও Donders এর স্বরপরীক্ষার এবং Scott ও König এর Phonautograph এর কথামাত্র শুনিয়াছি, বিশেষ কিছুই জানি না। Helmholtz সাহেব না হয় দেখাইয়াছেন যে, 'অ' ও 'আ' উচ্চারণ যদি যুক্তভাবে দীর্ঘ করা যায়, তা হইলে 'ই' উচ্চারণ ফুটিয়া উঠে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ঋকারতত্ত্ব বিচারের কি হইল, বিশেষ করিয়া খুলিয়া না বলিলে বিজয়বাবুর এই মন্তব্যটির তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে না।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, "দীর্ঘ ঋ, জ শ প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ ঈরূপে ফুটিয়া উঠে, ইহা ঠিক নহে।" কেন? জীর্ণ, শীর্ণ, এখানে ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তিনি বলেন, "উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয়।" ইহার তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। স্পষ্ট করিয়া লিখিলে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারা যায়। তাঁহার শেষ কয় পংক্তিও আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই বলিয়া এবার হাঁ-না কিছুই বলিতে পারিলাম না।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

রুক্ষ শব্দ সম্বন্ধে মন্তব্য

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে রুক্ষ শব্দ রূক্ষ অর্থে দেখিয়াছি। উক্ত ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকে চতুর্থ অনুবাকে আছে:—"রুক্ষা বা ইয়ং অলোমকাসীৎ। সাকামরত। ওষধীভির্বনস্পতিভিঃ প্রজায়েয়েতি।" সায়ণ ব্যাখ্যা দিতেছেন—এই (পৃথিবী) [পূর্ব্বে] অলোমকা (ওষধ্যাদি লোমরহিতা) এবং রুক্ষা (মার্দবরহিতা, ক্রূরা) ছিলেন। [তিনি কামনা করিলেন যে, ওষধি ও বনস্পতি দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব]" এখানে সায়ণমতে রুক্ষ অর্থে স্পষ্টতই মৃদুতারহিত—ক্রূর—রূক্ষ। ঋকার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হইতে পারে, বলিয়া এ কথার উল্লেখ করিলাম।

পত্রিকাধ্যক্ষ।

মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি

বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর নাম আপনাদের কাহারও অপরিচিত নহে। আমার জন্মভূমি আজিমগঞ্জ গ্রামের অতি সন্নিকটেই তাঁহার লীলাভূমি। কিছুকাল হইল, কয়েক দিবসের অবকাশ পাইয়া আমি তথায় গিয়াছিলাম। রাজপুতানা-নিবাসী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ভট্ট নাথুরামজী মহাশয় আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি শিলালিপির প্রতিলিপি তুলিতে সিদ্ধ-হস্ত। আবশ্যকীয় জৈন লিপিসমূহের অনুলিপি সমাধা হইবার পর বড়নগরের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ভট্টজীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, উক্ত স্থান গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। অট্টালিকাগুলির ভগ্নাবশেষ-চিহ্ন পর্য্যন্তও প্রায় বিলুপ্ত। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাণী ভবানীর বর্ত্তমান বংশধর কুমার সতীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিনি সরল ও অমায়িক ব্যবহারে আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়া জনৈক কর্ম্মচারীকে পথ-প্রদর্শকস্বরূপ আমাদিগের সঙ্গে দিলেন। অনেকগুলি ভগ্নাবশেষ প্রাচীন মন্দির পরিদর্শন করিলাম। কিন্তু কোন মন্দিরে কোন প্রকার শিলালিপি অথবা মন্দির-স্থাপয়িতার নির্ণয় করিবার উপযোগী কোন নিদর্শন দৃষ্ট হইল না। কিন্তু দুইটি মন্দিরে প্রস্তরফলক উঠাইয়া লওয়ার চিহ্ন দৃষ্ট হইল এবং অন্য দুইটি মন্দিরে দুইখানি শিলালিপি আমাদের নয়নগোচর হইল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়; তথাপি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, একখানি মই সংগ্রহ করিয়া, ভট্টজি অতি কষ্টে তাহার ছাপ লইলেন। দ্বিতীয় মন্দিরেও ঐ প্রকারে ছাপ লওয়া হইল। গভীর বন, বসিবার স্থান মাত্র নাই, সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিবার শক্তি হ্রাস হইতেছিল। ভট্টজি মইখানির উপরে দাঁড়াইয়া ছাপ লইতে ব্যস্ত ছিলেন। আর আমি ক্লান্ত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যেই বসিয়া পড়িলাম। যাহা হউক, কার্য্য শেষ হইবামাত্র আমরা বাটী ফিরিলাম। পরদিন পুনরায় আমরা বহির্গত হইলাম এবং পূর্ব্বদিন যেখানে প্রস্তর-লিপির ছাপ লইয়াছিলাম, তাহার অন্য দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আরও একখানি প্রস্তরলিপি দেখিতে পাইলাম। পরে উক্ত বড়নগর রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী গণেশ-মন্দিরে একখানি প্রস্তরলিপি দৃষ্ট হইল। অবশেষে তথাকার প্রসিদ্ধ গোপাল-মন্দিরের প্রস্তর-খণ্ডের ছাপ লওয়া হইল।

এক্ষণে সেইগুলি পরিষদের সম্মুখে স্থাপন করিলাম। এইগুলি যত দূর আমি পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সকলগুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। প্রথমটির তারিখ শকাব্দ ১৬৬৩, অর্থাৎ ১৭৫ বৎসর প্রাচীন। বিপ্র শ্রীরামনাথ গঙ্গাতীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পলাশীর যুদ্ধের ১৬ বৎসর পূর্ব্বের। দ্বিতীয়টি ১৬৮৩ শক, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিজ শ্রীরামপ্রসাদ কর্ত্তৃক শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপন করে। ইহা পলাশীর যুদ্ধের কেবল মাত্র ৭ বৎসর পরে। তৃতীয়টির

তারিখ শক ১৭১৯, খৃষ্টাব্দ ১৭৯৭। ঐ সময়ে শ্রীলোচন নামক কোনও ব্যক্তি শিবের মন্দির স্থাপন করেন। ইহা ১২০ বৎসর প্রাচীন, কিন্তু সেই সময়ের শ্রীলোচন নামক কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। চতুর্থটি শক ১৬৯৪, খৃষ্টাব্দ ১৭৭২ সালের অর্থাৎ ১৪৪ বৎসরের প্রাচীন। "দয়াসিন্ধু দয়ারাম" কর্তৃক কোন শিবমন্দির স্থাপনের এই প্রস্তর-ফলকটি এক্ষণে গণেশ-মন্দিরে বিদ্যমান। ইনি দিঘাপতিয়া-রাজবংশের আদি পুরুষ। পঞ্চমটি রাণী ভবানীর কন্যা শ্রীমতী তারা দেবীর গোপাল-মন্দির-সংলগ্ন প্রস্তর-লিপির। ইহার তারিখ শক ১৭০০, খৃষ্টাব্দ ১৭৭৮, অর্থাৎ ১৩৮ বৎসর প্রাচীন। ষষ্ঠ লিপিটির কোন তারিখ লেখা নাই। সপ্তমটি শক ১৭৬৯, খৃষ্টাব্দ ১৮৪৭ অর্থাৎ ৬৯ বৎসর পূর্ব্বের।

১। শিব-মন্দির

শাকে রামর্ত্তু কালক্ষিতিপরিগণিতে জাহ্নবীতীর-
দেশে কৈলাসাবাসপাদক্ষরদমিতসুধাসিক্তচিত্তা-
স্তরাত্মা। বিপ্রঃ শ্রীরামনাথো মঠমতিশয়িতং রা-
মনাথেশ্বরায় প্রাদাদুত্তুঙ্গপতাকং পরং (পর) পদমতু
লং লব্ধুকামঃ শিবায় ॥ শকাব্দাঃ। ১৬৬৩

২। শিব-মন্দির

ওঁ শ্রীহরিঃ সন ১১৬৭ সাল
শাকে রামগজাঙ্গেন্দুমিতে সম্বৎসরে গতে
উত্তরায়ণে সিতে পক্ষে বৈশাখে পূর্ণিমাতিথৌ
শ্রীলরামপ্রসাদেন দ্বিজেন শম্ভুসেবিনা
রচয়িত্বা মঠং শৈবং ভক্ত্যা লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং

৩। শিব-মন্দির

/৭ ওঁ শ্রীশ্রীশিবঃ শরণং। রন্ধ্রক্ষৌণ্যব্ধিচন্দ্রে শকপতি-
গণিতে হায়নে চারুগেহে প্রাদাৎ স্বগর্গায় পিত্রোর্ম্মণিম-
য়বিলসদ্দীপ্যমানে ধরণ্যা(ং) স্বধ ধুর্ন্যাঃ ক্ষেত্রপূর্য্যাং দ্বি-
জনৃপবিবুধৈর্ম্মন্যমানে শিবায় শ্রীল শ্রীলোচনা-
খ্যো নিজগুণবিদিতো নির্ম্মলাত্মা সুশীলঃ

৪। গণেশ-মন্দির

সপ্তদশশতে সংখ্যে
শাকে চ রসবর্জ্জিতে
দয়াসিন্ধু দয়ারাম(ঃ)
ভবায় ভবনং দদৌ

৫। শ্রীগোপাল-মন্দির

খশূন্যমৈত্রশাকে শ্রী
ভবানীতনুসম্ভবা
নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা
শ্রীমদ্গোপালমন্দিরং

৬। শিব-মন্দির[১]

ধরামরেন্দ্র বারেন্দ্র
বঙ্গভূমীন্দ্রভামিনী
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রী
ভবানীশ্বরমন্দিরং

৭। দেবীপুর-মন্দির[২]

নবষণ্মিত্রমে শাকে
রামরুদ্রস্য কামিনী
মন্দিরং মোহিনীশস্য
নির্ম্মমে রামমোহিণী

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

১। এই মন্দিরের শিলালিপি এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। তবে পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায় যে, এখানে এই লিপির অনুযায়ী শিলালিপি ছিল এবং এই বড়নগরে ও কাশীধামে রাণী ভবানী একইরূপ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া একই দিনে ও একই শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

২। দেবীপুর বড়নগরের অপর পারে অবস্থিত, কাঁকিনার কোন রাজমহিষী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

মন্তব্য :—এই লিপিগুলির চিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রেরিত হইবার পর মূল পাঠের সহিত শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু কর্ত্তৃক ধৃত পাঠের দুই এক স্থানে সামান্য অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত পাঠ অনুসারে সংশোধিত করিয়া লিপির পাঠ মুদ্রিত হইল।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি—১৯৭ পৃঃ

১। শিব-মন্দির। ২। শিব-মন্দির। ৩। দেবীপুর-মন্দির।

মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি—১৯৭ পৃঃ

১। শিব-মন্দির। ২। গণেশ-মন্দির। ৩। শ্রীগোপাল-মন্দির।

আৰ্য্যভট

পৃথিবী স্থির, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্রূপ বিশ্বাসও করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধরূপ সত্য মত আর্য্যভট প্রচার করেন। তাঁহার মতে পৃথিবী সূর্য্যদেবকে পরিভ্রমণ করেন এবং স্বীয় মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া আবর্ত্তন করেন—তিনি অচলা নহেন; তিনি সচলা; পরন্তু সূর্য্যদেব ও আকাশমণ্ডলই অচল ও স্থির। তাঁহার মতে১ পৃথিবীর দুই গতিই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখী। তাঁহার দশ·

১। কুঙিশিবুণ্‌ঞ্লৃখৃষ্ প্রাক্। ১। গী।

[সম্পূর্ণ শ্লোকটি হইতেছে—

যুগরবিভগণাঃ খ্যুঘৃ শশি চয়গিয়িঙুশুছ্লৃ কু ঙিশিবুণ্‌ঞ্লৃখৃষ্ প্রাক্।
শনি ঢুঙ্ভিৃ খ্বৃ গুরু খ্রিচ্যুভ কুজ ভদিঝ্নুখৃ ভৃগুবুধ সৌরাঃ॥

[এক যুগে—

রবির ভগণ—৪,৩২,০০,০০,

কারণ, খ্যু = ২,০০,০০
ঘু = ৩০,০০,০০
ঘৃ = ৪,০০,০০,০০;

চন্দ্রের ভগণ—৫৭,৭৫,৩৩,৩৬

কারণ, চ = ৬
য = ৩০
গি = ৩,০০
য়ি = ৩০,০০
ঙু = ৫,০০,০০
শু = ৭০,০০,০০
ছৃ = ৭,০০,০০,০০
ঌ = ৫০,০০,০০,০০;

কু অর্থাৎ ভূমির ভগণ—১৫,৮২,২৩,৭৫,০০, (পূর্ব্বাভিমুখে)

কারণ, ঙি = ৫,০০
শি = ৭০,০০
বু = ২৩,০০,০০
ণ্‌ঞ্লৃ = ১৫,০০,০০,০০,০০
খৃ = ২,০০,০০,০০
ষ = ৮০,০০,০০,০০;

শনির ভগণ—১৪,৬৫,৬৪

কারণ, ঢ = ১৪,০০,০০

গীতিকায় পৃথিবীর ভগণ উল্লেখকালে তিনি প্রথম মতের আভাস দিয়াছেন এবং গোলপাদের মধ্যে উভয় মতের বর্ণন উপলক্ষ্যে সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

ঙি = ৫,০০
বি = ৬০,০০
ঘ = ৪
ব = ৬০ ;

গুরুর ভগণ—৩৬,৪২,২৪

কারণ, খি = ২,০০
রি = ৪০,০০
চু = ৬,০০,০০
যু = ৩০,০০,০০
ভ = ২৪ ;

কুজের ভগণ—২,২৯,৬৮,২৪

কারণ, ভ = ২৪
দি = ১৮,০০
লি = ৫০,০০
ঝু = ৯,০০,০০
সু = ২০,০০,০০
খৃ = ২,০০,০০,০০ ;

ভৃগু এবং বুধের ভগণ সূর্য্যের ভগণের সমান।

আর্য্যভটের নিয়মানুসারে সংখ্যালিখন-প্রণালী—

(১) ক হইতে ম পর্য্যন্ত যথাক্রমে ১ হইতে ২৫ ; যথা, ক=১, খ=২, ঙ=৫, দ=১৮, ব=২৩, ভ=২৪, ম=২৫।

(২) য=৩০, র=৪০, ল=৫০, ব=৬০ শ=৭০, ষ=৮০, স=৯০, হ=১০০।

(৩) কোন অক্ষরের পর অকার থাকিলে, সেই অক্ষর নির্দ্দেশিত সংখ্যাকে "একক" স্থানে লিখিতে হইবে।

(৪) কিন্তু ই, উ, ঋ, ৯, এ, ঐ ও, ঔ যোগ থাকিলে সংখ্যার পরে যথাক্রমে ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬টি শূন্য যোগ করিতে হইবে।

(৫) এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ থাকিলে সেই সেই হ্রস্ব স্বরের নির্দ্দেশিত সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

২। অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াং ॥ ৯ ॥ গো।

[নৌকাস্থিত কোন ব্যক্তি সম্মুখ দিকে যাইতে যাইতে তীরস্থ অচল পদার্থসমূহকে যেমন পশ্চাদ্দিকে চালিত দেখে, লঙ্কায় অবস্থিত কোন ব্যক্তিও সেইরূপ অচল আকাশমণ্ডলকে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে দেখে।

উদয়াস্তময়নিমিত্তং নিত্যং প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কাসমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি ॥ ১০ ॥ গো।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

আর্য্যভট একখানি মাত্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তাহার নাম আর্য্যভটীয়। ইহাতে ১০টি গীতিকাছন্দ এবং ১১৩টি আর্য্যা ছন্দ—মোট ১২৩টি শ্লোক আছে। কিন্তু ইহাতেই জ্যোতিষের যাবতীয় জ্ঞাতব্য-বিষয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ রহিয়াছে। এরূপ ক্ষুদ্র আয়তনে এত জ্ঞানরাশি পূর্ণ করা অসামান্ত প্রতিভার কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থকে জ্যোতিষগ্রন্থের রত্নস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আর্য্যভটীয় চারি ভাগ বা পাদে বিভক্ত। প্রথমটি গীতিকাপাদ। ইহাতে জ্যোতিষের সত্য সূত্রভাবে ১০টি গীতিকা ছন্দে গ্রথিত, কিন্তু শ্লোক ১৩টি আছে। গ্রহগুলির ভগণ, তাহাদের পাত, উচ্চ, মন্বন্তর, কল্প, যুধিষ্ঠিরের সময়, সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহগণের ব্যাস, আকাশকক্ষা, মনুষ্য ও যোজনের পরিমাণ ও জ্যোৎপত্তি কথন প্রভৃতি ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সচরাচর "দশগীতিকা" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

আর্য্যভট বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্ত দশগীতিকায় একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন—বর্ণমালার সাহায্যে তিনি তাঁহার অভীষ্ট সংসিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। ব্যঞ্জন বর্ণমালায় পাঁচটি বর্গ আছে, তাহার প্রত্যেকে পাঁচটি বর্ণ আছে; সুতরাং পাঁচটি বর্গে ২৫টি বর্ণ হইল। তিনি কাদি হইতে মান্ত পর্য্যন্ত বর্ণের ক্রমান্বয়ে ১ হইতে ২৫ সংখ্যা অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। তারপর য হইতে হ পর্য্যন্ত বর্ণের ক্রমান্বয়ে ৩০ হইতে ১০০ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। স্বরবর্ণের কেবল ৫টি হ্রস্ব ও শেষ চারিটি দীর্ঘ ধরিয়া এক, শত, দশসহস্র আদি শতগুণ বৃদ্ধিরূপে অর্থগ্রহণ করিয়াছেন। বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিতে ৯ স্বরের ঊর্দ্ধে যাইতে হয় নাই।

দ্বিতীয় পাদটির নাম গণিতপাদ। ইহাতে গণিতের সূক্ষ্ম স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। বৃত্ত ও ব্যাসের স্থূল অনুপাত ২২ ও ৭ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহার সূক্ষ্ম রূপ ৩·১৪১৫৯৫... ও ১ দ্বারা ইউরোপীয়গণ স্থির করিয়াছেন। আর্য্যভট এই গণিতপাদে সেই অনুপাত ৬২৮৩২ ও ২০০০০ দ্বারা প্রকাশিত করিয়াও লিখিয়াছেন যে, উহা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু যথার্থের নিকটবর্ত্তী।[৩] ইহার দ্বারাই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্বে গণিতের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহা যে quadrature of circle এর অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। তিনি এই গণিতপাদে ক্রমজ্যার অনুপাতে ব্যাসার্দ্ধের উল্লেখও করিয়াছেন; সুতরাং ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ জ্ঞাত থাকিলে পরিধির ষড়ংশের জ্যা অবগত হওয়া

৩। চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্টিস্তথা সহস্রাণাং।
অযুতদ্বয়বিষ্কম্ভস্যাসন্নো বৃত্তপরিণাহঃ॥ ১০॥ গ।

[যাহার ব্যাসের পরিমাণ ২০,০০০, এইরূপ বৃত্তের পরিধির আসন্ন পরিমাণ
= (৪+১০০)×৮+৬২,০০০
= ৬২৮৩২।
—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

যাইতে পারে।[৪] তিনি গীতিকাপাদে লিখিত জ্যার্দ্ধের আনয়ন করিবার প্রণালী এই গণিত-পাদে ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন। এই গণিত ত্রিকোণমিতি জানিবার ফল। ইহার দ্বারাই আর্য্যভট গ্রহগণের ব্যাসাদি নিরূপণ করিবার স্থূল সহায়তা পাইয়াছিলেন।

কালক্রিয়াপাদে কালের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভাগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতেই আর্য্যভট স্বীয় জন্মসময় ও আর্য্যভটীয় লিখনকালে তাঁহার বয়ঃক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ২৩ বৎসর জন্মসময়ে যুগের তিনটি পাদ এবং ৬০ বৎসরের ৬০টি গত হইয়াছে। অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগরূপ তিনটি পাদ ও কলিরূপ পাদের ৩৬০০ বৎসর অতীত হইলে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছিল; সুতরাং তিনি যে কলির ৩৫৭৭ বৎসর অথবা ৩৯৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানা যাইতেছে।[৫]

এই কালক্রিয়াপাদে তিনি গ্রহগণের ক্রম-অবস্থিতি দিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার মতে গ্রহগণ্ শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ, চন্দ্র এই অধঃক্রমে শূন্যে অবস্থিত এবং ইহাদের সকলের নিম্নে পৃথিবী "মেধী" (খোঁটা)রূপে অন্তরিক্ষে বিরাজমান।[৬] ইহার পূর্ব্ব আর্য্যায় তিনি লিখিয়াছেন যে, চন্দ্র সকলের অধঃস্থ হওয়ায় তাহার মণ্ডলপূর্ত্তিও অল্প সময়ে সম্পাদিত হয় এবং শনি দূরস্থ হওয়ায় তাহার মণ্ডল পূরণ করিতে দীর্ঘ সময় লাগে।

৪। পরিধেঃ ষড়্ভাগজ্যাবিষ্কম্ভার্দ্ধেন সা তুল্যা ॥ ৯ ॥ গ।

[পরিধির ছয় ভাগের জ্যা (=chord) ব্যাসার্দ্ধের তুল্য]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং দশগীতিকা মতে circular measure ৩৪৩৮ কলা অর্থাৎ ৫৭.৩ অংশ। ইউরোপীয় মতে ৫৭.২৯৫৭৮।

৫। ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ ॥ ১০ ॥ কা।

[গীতিকাপাদের তৃতীয় (ডাঃ কার্ণের সংস্করণ অনুসারে) শ্লোকে আর্য্যভট বলিয়াছেন, ব্রহ্মার একদিন =১৪ মনু, ১ মনু=৭২ যুগ (অর্থাৎ চতুর্যুগ); আর্য্যভটের মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই যুগের এক এক পাদ (চতুর্থাংশ) মাত্র। আর্য্যভটের মতে কল্পাদি হইতে ছয় মনু গত হইয়াছে; সপ্তম মনুর সপ্ত-বিংশতি যুগ অতীত হইয়াছে। অষ্টাবিংশতি যুগের তিন যুগ-পাদ গত হইয়াছে। আর্য্যভট এই শ্লোকে বলিতেছেন (সপ্তম মনুতে অষ্টাবিংশতি যুগে) "চতুর্থ যুগপাদের (অর্থাৎ কলিযুগের) ৩৬০০ তিন হাজার ছয় শত বৎসর গত হইলে আমার জন্ম সময় হইতে ২৩ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে"; অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিযুগের ৩৬০০ বৎসর গত হইলে আর্য্যভটের বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছে। ইহাই তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়ন-কাল।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

৬। ভানামধঃ শনৈশ্চরসুরগুরু-ভৌমার্কশুক্রবুধচন্দ্রাঃ।
তেষামধশ্চ ভূমির্মেধীভূতা খমধ্যস্থা ॥ ১৫ ॥ কা।

[নক্ষত্রমণ্ডলের নীচে যথাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষ্যায় অবস্থিত। সকলের নীচে পৃথিবী যেন আকাশমধ্যে মেধী—(খলমধ্যে স্থিত, ধান্যমর্দ্দক বলীবর্দ্দাদি বন্ধনার্থ স্থাপিত স্থূল শঙ্কু) রূপে অবস্থিত। এই শ্লোক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

এইরূপে গ্রহগণের ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিমাণ তাহাদের অল্প দীর্ঘ মণ্ডল দ্বারা নিরূপণ করিবে।[৭] এরূপ লিখন সত্ত্বেও টীকাকার বাহ্বাস্ফোট করিয়া লিখিয়াছেন যে, আর্য্যভট পৃথিবীর সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ-মতের নিরাকরণ করিতেছেন। এ স্থলে আর্য্যভটের ভাব যে অন্যরূপ, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। এখানে সূর্য্যদেবই "মেধ" এবং পৃথিবীই গ্রহস্থলে তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। কারণ, ইহা না ধরিলে তাঁহার পূর্ব্বাপর লিখনের পরস্পর বিরোধ হয়—কোন ধীর ব্যক্তি তাহা করেন না। অপিচ তিনি সর্ব্বত্রই পৃথিবীকে গ্রহরূপে বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ শব্দদ্বারা তাহার সূর্য্যপরিত ভ্রমণ সূচিত করিয়াছেন। যথা—(ক) দশগীতার পাঠক ভপঞ্জরে ভূগ্রহের ও অন্য গ্রহের ভ্রমণ জ্ঞাত হইয়া পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। (খ) গ্রহের পরম অপক্রম ২৪ অংশ।[৮] অপক্রমকে obliquity of the ecliptio বলে। (গ) গীতিকাপাদের এই নিম্ন গীতিকার দ্বারাও সূর্য্যের স্থিরতা ও পৃথিবীর পরিভ্রমণ যোজনে প্রকাশিত হইতেছে। যথা,—

৭। মণ্ডলমল্পমধস্তাৎ কালেনাল্পেন পূরয়তি চন্দ্রঃ।
উপরিষ্টাৎ সর্ব্বেষাং মহচ্চ মহতা শনৈশ্চারী ।১৩। কা।

[সকলের নিম্নে থাকাতে চন্দ্রমণ্ডলের পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং সেই জন্য চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়েই নিজ মণ্ডল পূরণ করেন। সকলের উপরে থাকাতে শনিকক্ষ্যার পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই জন্য মণ্ডল পূরণ করিতেও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

অল্পে হি মণ্ডলেঽল্পা মহতি মহান্তশ্চ রাশয়ো জ্ঞেয়াঃ।
অংশাঃ কলাস্তথৈবং বিভাগতুল্যাঃ স্বকক্ষ্যাসু । ১৪ । কা।

[অল্প মণ্ডলে রাশি, অংশ কলাদির যোজন পরিমাণ অল্প বুঝিতে হইবে। সেইরূপ মণ্ডল বৃহৎ হইলে তাহাতে রাশ্যাদির যোজন পরিমাণ অধিক বুঝিতে হইবে।

রাশি—যে কোন বৃত্ত-পরিধির ১২ ভাগের এক ভাগ।

অংশ—যে কোন রাশির ৩০ ভাগের এক ভাগ, ইত্যাদি।

অতএব বৃত্ত-পরিধির যোজন পরিমাণ অনুসারে রাশ্যাদির যোজন পরিমাণেরও অল্পাধিক্য হইবে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

দশগীতিকাসূত্রমিদং ভূগ্রহচরিতং ভপঞ্জরে জ্ঞাত্বা।
গ্রহভগণপরিভ্রমণং স যাতি ভিত্বা পরং ব্রহ্ম । ১১ । গী ।

ভপঞ্জরে ভূ-রূপ-গ্রহের চরিত (অর্থাৎ স্বরূপ) যাহাতে জানা যায়, এইরূপ দশগীতিকাসূত্র সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ স্থির করিতে পারিলে পরং ব্রহ্ম লাভ হয়।

৮। ভাঽপক্রমো গ্রহাংশাঃ * ।
* * * । ৩ । গী ।

[ছন্দের অনুরোধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ, গ্রহাপক্রম ভ (=২৪) অংশ। গ্রহের পরম অপক্রম মাত্র ২৪ অংশ, এই গ্রহ অর্থে সূর্য্য। কারণ, পরে অন্যান্য গ্রহের বিশেষ উল্লেখ আছে। ঘটিকা মণ্ডল এবং অপক্রম মণ্ডলের অন্তরাল ২৪ অংশ। Obliquity of the Ecliptic=24 degrees.

—[শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতেও ইহা ২৪ অংশ, জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মহম্মদ শার সময় উহা ২৩ অংশ ২৮ কলা স্থির করেন। অধুনা ইউরোপীয়গণের মতে উহা ২৩।২৫৷

প্রাণেনৈতি কলাং ভং খযুগাংশো গ্রহজবো ভবাংশেঽর্কঃ ॥ ৪ ॥ গী।

নক্ষত্র প্রাণ সময়ে এক কলা গমন করে। গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীর গতি আকাশকক্ষার যুগাংশ অর্থাৎ ৪৩২০০০০ অংশ। এই আকাশ-কক্ষার ষষ্টি অংশে সূর্য্যদেব অবস্থিত।

(ঘ) গোলপাদের ৯।১০ আর্য্যার দ্বারা আর্য্যভট পৃথিবীর গ্রহ সম্বন্ধে যত গোল বা সন্দেহের নিরসন করিয়া ভূভ্রমবাদের বিশেষরূপে স্থাপনা করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াং ॥ ৯ ॥ গো।
উদয়াস্তময়নিমিত্তং নিত্যং প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কাসমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি ॥ ১০ ॥ গো।

নৌকাস্থ ব্যক্তি যেমন অগ্রে অগ্রসর হইলেও পৃথিবীকে পশ্চাৎগামিনী দেখিয়া থাকে, সেইরূপ অচল নক্ষত্ররাশি পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে গতির দ্বারা তাহা লঙ্কার ঠিক পশ্চিমগামী বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রবহ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবী পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিয়া গ্রহ ও তারাগণের উদয়াস্তের কারণ হইতেছে (?)। তাই আকাশমণ্ডল লঙ্কার ঠিক পশ্চিমে ভ্রমণশীল দৃষ্ট হইয়া থাকে (?)।

এ স্থলের "সগ্রহ" শব্দটির প্রতি মনোনিবেশ করিলে আর্য্যভটের ভাবে কোন সন্দেহ থাকিবে না। গ্রহ শব্দদ্বারা অন্য গ্রহ বুঝাইতে পারে না। কারণ, সেগুলি ত ভপঞ্জর বা আকাশ-মণ্ডলেরই অন্তর্গত। সুতরাং পারিশেষ্য গ্রহশব্দ দ্বারা পৃথিবীই বুঝাইতেছে।

আর্য্যভটের অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রতিদ্বন্দ্বী বিখ্যাত বরাহমিহির। ইনি একজন প্রধান জ্যোতিষী। ইহাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাঁহার গণিত-জ্যোতিষ। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতা ইহাঁর ফলিতজ্যোতিষ। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ইনি আর্য্য-ভটের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার চন্দ্রগ্রহণ গণিতের দোষ প্রদর্শন ও অন্য বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যসংস্থান নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি আর্য্যভটের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সূর্য্যপরিত ও আবর্ত্তনরূপ পৃথিবীর উভয় গতির নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথা,—

ভ্রমতি ভ্রমস্থিতেব ক্ষিতিরিত্যপরে বদন্তি নোড়ুগণঃ।
যদ্যেবং শ্যেনাদ্যাঃ ন স্যাৎ পুনঃ স্বনিলয়মুপেয়ুঃ ॥৬
অন্যচ্চ ভবেদ্ভূমেরহ্না ভ্রমরংহসা ধ্বজাদীনাং।
নিত্যং পশ্চাৎ প্রেরণমথাল্পগা স্তাৎ কথং ভ্রমতি ॥৭

এ স্থলে যে ভ্রম অনিবার্য্য, বরাহমিহিরও তাহাই করিয়াছেন। কালক্রিয়াপাদে আর্য্যভট পৃথিবীকে "মেধী"রূপ বলায় পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া বরাহমিহির তাহাই ধরিয়া মত খণ্ডন করিতেছেন। মেধী বলিলে গণিতের যে ফল হয়, কুম্ভকার-চক্রের মধ্যস্থিত মৃৎপিণ্ড

বলিলেও গণিতের সেই ফলই দাঁড়ায়। সুতরাং বরাহ বলিলেন, কেহ কেহ বলেন—তারাগণ ভ্রমণ করে না, চক্রমধ্যস্থিত পৃথিবী ঘুরিতেছে। তাহা যদি হয়, পক্ষিগণ নিজ নিজ আবাস-স্থানে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিবে না, ইহা হইল সূর্য্যপরিত ভ্রমণের খণ্ডন (?)। আবর্ত্তন-মত স্বীকার করিলে, পৃথিবীর প্রাত্যহিক ভ্রমণবেগপ্রযুক্ত যে বায়ু উত্থিত হয়, তাহার আঘাতে পৃথিবী প্রতিহত হইয়া মন্দগামিনী হইবে এবং পতাকাগুলি সর্ব্বদাই পশ্চাৎগামী দৃষ্ট হইবে। এরূপ যখন হয় না, তখন পৃথিবীর আবর্ত্তনও অসিদ্ধ। বরাহের এ যুক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর।

ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রায় ১২৯ বৎসর পরে তাঁহার ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার খণ্ডনযুক্তি সারগর্ভ হইলেও তাহা সত্যের সমক্ষে স্থির থাকিতে পারে না। যথা,—

প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি তর্হি কুতো ব্রজেৎ কমধ্বানং।
আবর্ত্তমানমূর্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়া কস্মাৎ॥ ১৭॥ তন্ত্রপরীক্ষাধ্যায়।

ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর সূর্য্যপরিত গতির স্বরূপ না জানিয়া নক্ষত্রের প্রাণ সময়ে কলাপরিমিত গতির স্বীকার করিয়া, তাহাই পৃথিবীর প্রতি আরোপ করিয়াছেন। বাস্তবিক পৃথিবীর আবর্ত্তন-গতির পরিমাণও তাই। তার পরেই তিনি বলিতেছেন, পৃথিবী যায় কোথায়? পথই বা কৈ? আর পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকার করিলে অট্টালিকা আদি উচ্চ বস্তুগুলি পড়িয়া যায় না কেন?

ইঁহাদের পরে লল্ল ও শ্রীপতিও বরাহের অনুরূপ যুক্তির দ্বারা আর্য্যভটের মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জ্যোতিষের পরিভাষা যেরূপ বুঝিয়া থাকেন, আর্য্যভট কোন কোন স্থলে তাহার বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা,—(১) আর্য্যভট 'যুগ' শব্দে মহাযুগ অথবা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই যুগচতুষ্টয়ের সমষ্টি বুঝিয়াছেন এবং প্রত্যেক যুগকে যুগপাদ বলিয়াছেন[৯]; মহাযুগ পরিভাষা প্রথম সূর্য্যসিদ্ধান্তে দৃষ্ট হয়। (২) তিনি দশগীতিকায় ৭২ যুগে মন্বন্তর ধরিয়াছেন এবং কালক্রিয়াপাদে ১০০০ যুগ-পরিমিত কালকে গ্রহ-সামান্তযুগ বলিয়াছেন এবং ১০০৮ যুগকে ব্রহ্মার দিন বলিয়াছেন[১০]। ইহা মনুসংহিতার ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মত।

৯। যুগরবিভগণাঃ খ্যুঘৃ ১। গী। অর্থাৎ মহাযুগ বা ৪৩২০০০০ বৎসরে রবির ভগণ খু=২০০০০ ঘৃ=৩০০০০০ ঘৃ=৪০০০০০০ এই সংখ্যার সমষ্টি ৪৩২০০০০ হইল। তাহার জন্মবোধক আর্য্যা দ্রষ্টব্য।

১০। দিব্যং বর্ষসহস্রং গ্রহসামান্তং যুগং দ্বিষট্‌কগুণং।
অষ্টোত্তরং সহস্রং ব্রাহ্মো দিবসো গ্রহযুগানাং॥৮। কা।

[আর্য্যভট পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ১ রবি বর্ষ=১ মনুষ্যের বর্ষ, ৩০ মনুষ্য বর্ষ=১ পিত্র্য বর্ষ, ১২ পিত্র্য বর্ষ=১ দিব্য বর্ষ। এখানে বলিতেছেন—১২০০০ দিব্য বর্ষ=১ গ্রহ সামান্ত যুগ (যখন সকল গ্রহ সমসূত্রে ফিরিয়া আসে), ১০০৮ গ্রহযুগ=১ ব্রাহ্ম দিবস।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

আর্য্যভটের মতে বুধবারে মেষ রাশির আদিতে সত্যযুগের প্রবৃত্তি হয়, বৃহস্পতিবারে দ্বাপরের শেষ হয় এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে গমন করেন[১১]। ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত মত ও বিশ্বাস। বরাহমিহির কিন্তু ইহার বিপরীত মত বৃহৎসংহিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যখন যুধিষ্ঠির পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন, তখন সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালের শকাব্দপূর্ব্ব ২৫২৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে[১২]। ইহা জ্যোতিষী গর্গ মুনির মত। কিন্তু তিনি মুনিগণের উক্ত নক্ষত্রে অবস্থিতি দ্বাপরান্তে ও কলির প্রারম্ভে দিয়াছেন।

আর্য্যভট কলি-অব্দই ব্যবহৃত করিয়াছেন; সম্ভবতঃ তখনও তাঁহার অধ্যুষিত প্রদেশে শকাব্দের প্রচলন হয় নাই। বরাহ পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ৪২৭ শকাব্দকে করণাব্দ স্বীকার করিয়া তাঁহার গ্রহস্ফুট আদি গণনা করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম-বৎসর। বৃহৎসংহিতায় শকাব্দ কালের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কৃতি সূর্য্যসিদ্ধান্তে চাতুরী করিয়া উহা উল্লিখিত করেন নাই; যেহেতু উহার দ্বারাই তিনি আর্য্যভটের সত্য খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কারণ, উহা সূর্য্যপ্রোক্ত গ্রন্থ; সুতরাং মনুষ্যোক্তি হইতে গরীয়ান্। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণির বাসনা ভাষ্যে যেরূপ শব্দভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বোধ হয়, তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তকে বরাহ-রচিত বলিয়াই জানিতেন (?); কিন্তু সমাজ-শাসনে স্পষ্টভাবে জিহ্বাগ্রে তাহা আনয়ন করিতে সংকুচিত হইতেন। কারণ, তিনি শিরোমণিতে অয়নগতির পরিধিবৎ মত মঞ্জুলাদির লিখন হইতে প্রকাশ করিয়াছেন—সূর্য্যসিদ্ধান্তের লিখিত অয়নচক্রের দোদুল্যমানতা মত গ্রহণ করেন নাই; অপিচ বাসনা ভাষ্যে আগম বা বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের পরিধিবৎ ভাবই উপন্যস্ত করিয়াছেন ।

কাহো মনবো চ মনুযুগ শখ গতাস্তে চ মনুযুগ ছনা চ।
কল্পাদেযুগপাদা গ চ গুরু দিবসাচ্চ ভারতাৎ পূর্ব্বং ॥ ৩। গী ॥

[১ ব্রাহ্ম দিবস = ১৪ মনুযুগ বা মন্বন্তর,
১ মন্বন্তর = ৭২ যুগ,
১ যুগ = সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিরূপ ৪ পাদ।

কল্পাদি হইতে যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের গুরুবারের পূর্ব্বে ৬ মনু, ২৭ যুগ, তিন পাদ গত হইয়াছে। অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের দিন গুরুবার হইতে কলিযুগপাদ আরম্ভ।

—শ্রীমহেন্দ্রকুমার মজুমদার].

১১। গুরুদিবসাচ্চ ভারতাৎ পূর্ব্বং ।৩। গী ।
* * * ।
* বুধাহ্যজার্কোদয়াচ্চ লঙ্কায়াং ॥ ২ । গী ॥
[লঙ্কায় বুধবারে মেষ রাশিতে সূর্য্যোদয় হইতে কল্পারম্ভ।]

১২। আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য।

১৩। বিষুবৎক্রান্তিবলয়ঃ সংপাতঃ ক্রান্তিপাতঃ স্যাৎ।
তদ্ভগণা সৌরোক্তা ব্যস্তা অযুতত্রয়ং কল্পে।

বরাহের এরূপ চাতুরী সত্ত্বেও আর্য্যভটের সত্য প্রায় ৬০০ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত-প্রতাপ ছিল। ভোজরাজ ও পুরাণকারগণের সময় হইতে প্রাচীন ভ্রান্ত মত পুনঃ বলীয়ান্ হয় এবং আর্য্যভটের গ্রন্থের পঠন-পাঠন রহিত হয়। ভোজরাজের পূর্ব্বে ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের প্রথিতনামা টীকাকার চতুর্বেদাচার্য্য পৃথূদকস্বামী ব্রহ্মগুপ্তের মত খণ্ডন করিয়া আর্য্যভটের মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন[১৩]। আর্য্যভটের প্রাচীন টীকাকার সূর্য্যদেব যজ্বা ভট-প্রকাশিকা লেখেন। তাহাতে আচার্য্যের মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ইনি জনৈক জ্যোতিষী। ইনিও ভোজরাজের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার গ্রন্থেরও প্রচার স্থগিত হইয়াছে; তাহার স্থলে ভাস্করের প্রায় ২০০ শত বৎসর পরবর্ত্তী পরমাদীশ্বরের রচিত ভ্রান্তমত-সম্বলিত ভটদীপিকা প্ররোহিত হইয়াছে।

আর্য্যভট পৃথিবীর ব্যাস ১০৫০ যোজন লিখিয়াছেন—সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে উহা ১৬০০, ভাস্করের মতে উহা ১৫৮১$\frac{১}{২৪}$ যোজন। আর্য্যভটের যোজনের পরিমাণ ৩২০০০ হস্ত, মনুষ্যের উচ্চতা ৪ হাত, হস্তের পরিমাণ ২৪ অঙ্গুলি।

আর্য্যভটের ধর্ম্মবিশ্বাস উদার ছিল। তিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সকল দেবতার প্রতিই ভক্তিবিনম্র ও বিশ্বাসবান্ ছিলেন। তবে ঋষিগণের ন্যায় তাঁহার চরম লক্ষ্য পরমব্রহ্মই ছিলেন। দশগীতিকার প্রারম্ভে তিনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ও সকল দেবতাকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন এবং শেষে তাহার ফলশ্রুতিতে পাঠকের প্রতি মোক্ষপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। গণিতপাদের প্রারম্ভে ব্রহ্ম ও গ্রহগণকে নমস্কার করিয়া সত্য জ্ঞানের বর্ণন করিয়াছেন এবং গোলপাদের শেষে তাঁহার গ্রন্থের পরিপন্থীর প্রতি আয়ু ও যশের লোপকারী বলিয়া অভিশাপ করিয়াছেন। কারণ, তিনি লিখিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ সনাতন ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তেরই প্রতিরূপ[১৫]। ইহার দ্বারা তিনি যে বেদমধ্যস্থ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, বেদই ব্রহ্ম, তন্মধ্যস্থ জ্যোতিষই সিদ্ধান্ত।[১৬]

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

অয়নচলনং যদুক্তং মুঞ্জলাদ্যৈঃ স এবায়ং।
তৎপক্ষে তদ্ভগণা কল্পে গোঽঙ্গর্ত্তু নন্দগোচন্দ্রা ॥
যদ্যেষমনুপলব্ধোঽপি সৌরসিদ্ধান্তোক্তত্বাৎ
আগমপ্রামাণ্যেন ভগণপরিধিবৎ কথং তৈর্নোক্তঃ।—ভাষ্য।

১৪। ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাং।

১৫। আর্য্যভটীয়ং নাম্না পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং সদসদ্‌যৎ।
সুকৃতায়ুষোঃ প্রণাশং কুরুতে প্রতিকঞ্চুকং যোঽস্য ॥৫০॥ গো।

১৬। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অর্থ কেহ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। পঞ্চসিদ্ধান্তকার বরাহ ইহাকে দূরবিভ্রষ্ট অর্থাৎ "লোহার কড়াই" বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধুনাতন কালের "বার্হস্পত্য" নামক জনৈক Hindustan Reviewর লেখকই ইহার যথার্থ অর্থ প্রচার করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইঁহার পরে পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী উহার টীকা লেখেন।

"আর্য্যভট" সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে "লঘু-আর্য্যভটীয়" নামক গ্রন্থোক্ত ভূভ্রম-বাদমতের বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ এবং কালক্রিয়াপাদের দুই একটি বিষয়েরও সঙ্ক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না ;—

(১) আর্য্যভটীয়ে শ্লোকের সংখ্যা তিনি ১২৩ লিখিয়াছেন। তিনি গ্রন্থখানির কোন্ সংস্করণ বা কোন্ পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। Dr. Kern এর সংস্করণে (১৮৭৫ খ্রীঃ) ১৩+৩৩+২৫+৫০ =১৩+১০৮=মোট ১২১টি শ্লোক আছে। দশগীতিকাপাদের ১৩টি শ্লোক বাদ দিলে মোট ১০৮টি শ্লোক পাই। গ্রন্থখানির "আর্য্যাষ্টশতকম্" নামের সহিত এই সংখ্যার বেশ সামঞ্জস্য আছে। তবে দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ ও গণিতপাদ, এই চারিটি পাদ হইতে মনে হয় যে, এগুলি একই গ্রন্থের চারিটি ভাগ মাত্র। সে যাহাই হউক্, এসিয়াটিক সোসাইটীতে Government Collectionএ এই গ্রন্থের এক পাণ্ডুলিপি আছে। ইহা নির্ভুল না হইলেও বড় অসম্পূর্ণ নহে। তাহাতে শ্লোকের সংখ্যা আছে—১৩+৩৩+২৭(?)+৫০=মোট ১২৩। কিন্তু তৃতীয় ভাগ কালক্রিয়াপাদের প্রথম দুইটি শ্লোকের সংখ্যা আছে মাত্র, কিন্তু ঐ সংখ্যায় কোন শ্লোক বা বক্তব্য বিষয় কিছুই নাই। কেবল দশগীতিকা ও গণিতপাদের যথাক্রমে উল্লেখ আছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় কোন্ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন, জানিতে পারিলে ভাল হয়।

(২) "গ্রহগণের ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণ তাহাদের অনুদীর্ঘমণ্ডল পূরণ দ্বারা নিরূপণ করিবে", গ্রন্থ হইতে এরূপ ভাব মোটেই প্রকাশ পায় না। "মণ্ডল" অর্থ যে বিম্ব নহে, এ কথা ব্রহ্মচারী মহাশয়ও তাঁহার অন্যতম প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। মণ্ডল পূরণের সময় দ্বারা স্ব স্ব কক্ষ্যার অনুদৈর্ঘ্য নিরূপণ করিবার কথা মাত্র গ্রন্থে আছে।

(৩) ব্রহ্মচারী মহাশয় 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' বরাহমিহিরের রচিত গ্রন্থ বলিয়াছেন এবং এই প্রবন্ধে এবং তাঁহার অন্যতম প্রবন্ধে তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রমাণগুলি যথেষ্ট নহে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত সূর্য্যসিদ্ধান্ত সঙ্কলন মাত্র, বরাহমিহির ইহাতে কেবল পুরাতন সিদ্ধান্তের মতগুলি সঙ্কলন করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে তাঁহার নিজেরও কোন কোন মত সন্নিবেশিত করিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় আমরা যাহা জানিতে পারি, তদ্ব্যতীত এই পুরাতন সিদ্ধান্তখানির আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহাই "পুরাতন সূর্য্যসিদ্ধান্ত" নামে পরিচিত। অধুনা আর একখানি সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রচলন আছে। ইহার সহিত পঞ্চ-সিদ্ধান্তোক্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্থানে স্থানে অমিল থাকায়, ইহা আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। কিন্তু ইহাও বরাহমিহিরকৃত নহে। খ্রীষ্টীয় ৭।৮ শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রচিত।

(১) পৃথিবী একটি গ্রহ, (২) পৃথিবী অচলা নহেন, (৩) পৃথিবী দৈনিক আবর্ত্তনশীল এবং (৪) সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণশীল—এই কয়টি বিষয় ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রবন্ধে আর্য্যভটীয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনশীলতা সম্বন্ধে (অর্থাৎ তাহা ঐ গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হওয়া সম্বন্ধে) বিশেষ কোন মতভেদ নাই। তবে পৃথিবীর গ্রহত্ব এবং সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রমাণগুলি নূতন না হইলেও এইরূপ জোর করিয়া প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ব্যতীত* কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন নাই। প্রমাণগুলি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, তবে যথেষ্ট নহে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় যে ভূভ্রমমতের খণ্ডন আছে, তাহাতে সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মতের খণ্ডনই যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। অতএব এ প্রমাণের তত মূল্য নাই। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডন সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। তাঁহার খণ্ডনের ধরণ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহার সময়েও (৬২৮ খ্রীঃ) যেন এই উভয় (ব্রহ্মগুপ্তের মতে ভ্রান্ত) মতই (অর্থাৎ দৈনিক আবর্ত্তন ও সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত) প্রচলিত ছিল। আর আর্য্যভটের প্রতি ব্রহ্মগুপ্তের বিদ্বেষ এবং অযাচিত কটুবাক্য প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, আর্য্যভটীয় শাখার (School of Aryyabhata) দ্বারাই ঐ মতের প্রচার হইয়াছিল। আর্য্যভটীয়ের অনেক টীকা এক সময়ে বর্ত্তমান ছিল। সেই সকল টীকা আবিষ্কৃত হইলে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে।

উপরোক্ত কারণে এবং এই বিষয় সম্বন্ধে যদি কাহারও নিকট আর কোন নূতন তথ্য পাওয়া যায়, এই জন্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটির প্রকাশ খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রবন্ধোক্ত বিষয়গুলি নূতন না হইলেও বঙ্গভাষায় তাহার প্রচার হয় নাই এবং হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার

---

* ভারতী, আষাঢ় ১৩০০।

† অনুসন্ধিৎসু পাঠক আর্য্যভট সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দেখিতে পারেন,—

(১) "আর্য্যভটীয়ম্"—Dr. Kern's Edition, 1875.
(২) আর্য্যভট সম্বন্ধে প্রবন্ধ—Dr. Kern's Collected Works.
(৩) Rodet, Calcul du Aryyabhata.
(৪) Colebrooke, Essays, Vol. II, pp. 364-365 ; pp. 420-429.
(৫) Colebrooke, Preface to the translation of Lilavati.
(৬) Dr. Thibaut—পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ভূমিকা।
(৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1908.
(৮) Bulletin, Calcutta Mathemetical Society, Vol. III.
(৯) ভারতবর্ষ, ১৩২৩-২৪।
(১০) ভারতী, ১৩০০।—"মৃণ্ময়ী"র শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তকৃত সমালোচনা, এবং অন্যান্য জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
(১১) ভারতী, ১৩০১।—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "হিন্দু-জ্যোতিষীগণের বিবরণ" দ্রষ্টব্য।

২৪শ বার্ষিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৩রা ভাদ্র, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, এম্ আর এ এস্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি ডি

শ্রীযুক্ত কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
„ পান্নালাল মল্লিক
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ নলিনচন্দ্র মিশ্র বি এ
„ শরৎচন্দ্র দেব বি এ
„ রাধিকাপ্রসাদ দত্ত
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ সূর্য্যকান্ত মিশ্র
„ বিনয়কুমার সেন এম্ এ
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
„ শৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ রামকমল সিংহ
„ টি, পি, মুখার্জ্জী
„ শান্তিসাধন বিশ্বাস
„ হীরালাল সিংহ
„ চণ্ডীচরণ চন্দ্র

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী-শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। নূতন সদস্যনির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ" ও (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন প্রস্তাব—বর্ত্তমান ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়ম নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব—"১৩ (ক) প্রস্তাবক ও অনুমোদক উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইবে।" "১৩ (খ) ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সভায় নির্ব্বাচন বিবেচিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সদস্য নির্ব্বাচন হইবে না।" ৬। শোক-প্রকাশ—

(ক) সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর কে টি, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই, (খ) বিশিষ্ট সদস্য সার জর্জ্জ বার্ড উড্, (গ) বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী, (ঘ) বিজয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত সাহিত্যশাস্ত্রী, কবিরঞ্জন এবং (ঙ) হরিধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে।

৭। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের মধ্যে কেহই উপস্থিত না থাকায়, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, এম্ আর এ এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিগত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। যথারীতি সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য ৫৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ ১৬ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায় বাগাঁচড়া, শান্তিপুর, নদীয়া।
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ বারলাইব্রেরী, হাওড়া।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, জমীদার ৪০, অগস্ত্যকুণ্ড (বেনারস সিটি)।
"	"	শ্রীরমেশচন্দ্র সেন এম্ এ ফিজিক্সের অধ্যাপক, জি, বি, বি, কলেজ, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীঅতুলানন্দ সেন এম্ এ ইতিহাসের অধ্যাপক, ঐ ঐ।
"	"	শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক, ঐ ঐ।
"	"	শ্রীক্ষেত্রপাল দাস এম্ এস্ সি অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক, ঐ ঐ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীবিজয়কুমার রায় এম্ এ অধ্যাপক রিপণ কলেজ, কলিকাতা।
"	"	শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এল্ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু বি এল্ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু বি এল্ ঐ ঐ।
"	"	ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভায়া এল্ এম্ এস্ Medical Practitioner, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীঅনন্তমোহন সেন এম্ এ Demonstrator Physics, জি, বি, বি, কলেজ। মজঃফরপুর।
"	"	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন এল্ এম্ এস্ Medical Practitioner, সাজাহানপুর, ইউ, পি।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ইন্স্পেক্টর, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্টেশন মাষ্টার, বক্সার, ই আই রেলওয়ে।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	ডাঃ শ্রীসুধীরকুমার সেন এম্ বি এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, গয়া।
		ডাঃ বি, এন্, বসু এল্ এম্ এস্ সিভিল সার্জ্জন, হাজীপুর।
		শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বি এল উকীল, বাঁকীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅমলাকান্ত সরকার বি এ ১ হার্ডিং হোষ্টেল, কলিকাতা।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবসন্তকুমার সরস্বতী পোঃ আউলীয়াবাদ, গ্রাম সুলতানপুর, শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীতারিণীচরণ শর্ম্মাচার্য্য পোঃ ও গ্রাম, ফান্দাউক, জিঃ ত্রিপুরা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র নাগ ম্যানেজার, নাগ ব্রাদার্স কোং ৭।২ হ্যালিডে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
	"	শ্রীগিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ৫।১ নুরমহম্মদ সরকার লেন।
	"	শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায় ৫৬।১ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	শ্রীউমেশচন্দ্র দে বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার পোর্ট ক্যানিং কোং, ক্যানিং টাউন, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র বসু মল্লিক ৪৬ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।
"	"	শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত ১৩৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র নাগ শ্রীযুক্ত শ্রীচারুচন্দ্র রায়ের বাটী। চন্দ্রকান্ত ঘোষের রোড, ময়মনসিংহ।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	"	শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ বি এ ২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথিগুলি পরিষদে উপহার পাওয়ায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম্ বি, এফ সি এস্ মহাশয় উহা সমর্থন করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
ডি, এন্, গুপ্ত	১। বৈশ্যবর্ণ-বিনির্ণয়
	২। মনুস্মৃতি

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর	৩।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৯ম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ
„ দামোদরদাস বর্ম্মণ	৪।	শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
„ মোহিনীমোহন বসু	৫।	জীবের শিবত্বলাভের উপায়
„ প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়	৬।	শ্রীদক্ষিণেশ্বর
„ অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭।	মোহন-মাধুরী
„ রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	৮।	আলোচনা (১ম খণ্ড)
	৯।	ঐ (২য় খণ্ড)
কালীকমল দত্ত	১০।	দুর্গাবতী
	১১।	ক্ষেত্রপাল
	১২।	হেমপ্রভা
„ ভুবনমোহন বসাক	১৩।	ঢাকা জন্মাষ্টমী মিসিলের ইতিহাস
„ নলিনীকান্ত সরকার	১৪।	কাঞ্চনতলার কাপ
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.	১৫।	Annual Report of the Police Administration of the Town of Calcutta and its suburbs. 1916.
Do	১৬।	Report on the Maritime Trade of Bengal for the Official year 1916—1917.
Do	১৭।	Report on Emigration from the port of Calcutta to British and Foreign Colonies. 1916.
Registrar, Calcutta University.	১৮।	Calcutta University Minutes, Vol. LIX. Part VIII. 1915.
Do　Do	১৯।	Do. Vol. LX. Part IV. 1916.
Do　Do	২০।	Do. Senate and Faculties from 19th June to 31st Dec. 1915.
Surveyor General of India.	২১।	Survey of India, General Report, 1915—16.
Supdt. Govt. Press. U. P.	২২।	List of Sanskrit, Jain and Hindi Mss., Sanskrit College. Benares. 1915—16.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Printing, India.	২৩। Statistical Tables showing for each of the years 1901—'02 to 1915—16, the estimated value of the Imports and Exports of India at the prices prevailing in 1899—1900 to 1901——02 with, an Introductory Memorandum.
Do Do	২৪। Monthly statistics of Cotton Spining and Weaving in Indian Mills, April, 1917.
	২৫। Do. May. 1917.
	২৬। Patent Office Journal, April to June, 1917.
Secy. Indian Science Association.	২৭। Report of the Indian Association for the Cultivation of Science. 1915.
	২৮। Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, vol. III, Pt. I. 1917
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	২৯। What are the Tantras and Their Significance.
	৩০। Origin of the Vajrayana Devatas.
	৩১। A Study in Mantra Shastra.

৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের লিখিত "রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ আগামী সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া উহার সংক্ষিপ্ত সার পঠিত হইল এবং প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার এই,—

রামনিধি গুপ্ত-রচিত গীতরত্ন গ্রন্থের বিবরণ ও তাহা কত দূর প্রামাণিক, তাহার বিচার করা হইয়াছে। গীতরত্ন ১২৪৪ সালে নিধুবাবুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত। ইহার তৃতীয় সংস্করণ তৎপুত্র জয়গোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংশোধিত হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা গানের অন্যান্য সংগ্রহে যে সকল টপ্পা নিধুবাবুর বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয় আলোচনাপূর্ব্বক দেখান হইয়াছে যে, গীতরত্নই নিধুবাবুর টপ্পার আদি ও প্রামাণিক সংগ্রহ বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে এবং নিধু-

বাবুর টপ্পার বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যে স্থান নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে উক্ত টপ্পাসমূহের কিঞ্চিৎ আলোচনাও করা হইয়াছে।

(খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা" নামক প্রবন্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল বি, ই মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। পাঠান্তে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ ও সভাপতি মহাশয় প্রভৃতি কয়েক জন প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধলেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং স্থির হইল যে, এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয় এই প্রবন্ধের বিষয় কি বলেন, জানিতে পারিলে এ বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা হইবে। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার এই,—

১৩২৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "বাঙ্গালা শব্দকোষ" গ্রন্থের কতক অংশ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আলোচনা করেন। এই আলোচনার উত্তর, কোষকার ২৪শ ভাগ, ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রদান করিয়াছেন। এই উত্তরে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা শব্দের মূল সংস্কৃত হইতে দেখানই উচিত। অথচ তিনি স্থানে স্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার মূল প্রাকৃত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার প্রবন্ধের সেই অসংগতি দেখান হইয়াছে। আরও দেখান হইয়াছে যে, বাঙ্গালার মূল প্রাকৃত—ইহা স্বীকার করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

৫। নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন প্রস্তাব।—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি, নিয়মাবলীর ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়মের যে সংশোধিত প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা উপস্থাপিত করিলেন এবং পূর্ব্ব-নিয়ম কি ভাবে ছিল, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন যে, সদস্য-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে গত বর্ষশেষে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটায়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এইরূপ পরিবর্ত্তন সমীচীন বোধে অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপিত করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, বিশেষ আবশ্যকবোধে এই নিয়মের পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আনিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রস্তাবটি এই,—

বর্ত্তমান ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়ম নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব,—"১৩ (ক) প্রস্তাবক ও অনুমোদক উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইবে। ১৩ (খ) ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সভায় নির্ব্বাচন বিবেচিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সদস্য নির্ব্বাচন হইবে না।"

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয় পর পর দুইটি

সংশোধিত প্রস্তাব আনয়ন করেন। উহা যথারীতি সমর্থিত না হওয়ায় আলোচিত হইল না। তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৩ (ক) নিয়মটি এই ভাবে সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন,—

"কোনও মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবক ও সমর্থক উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সদস্য-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইতে পারিবে। সভা সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে প্রস্তাবিত সদস্য সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবেন।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংশোধিত প্রস্তাব গ্রহণ করায় সভার অনুমোদনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১৩ (খ) ধারাটির পরিবর্ত্তন আলোচনা-কালে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন যে, "কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবিত ১৩ (খ) নিয়ম সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত সংশোধন-প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। যথা,—"স্থগিত রাখিয়া উহা" এই কয়েকটি শব্দের পর এবং "অব্যবহিত পরবর্ত্তী" এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে, এই কয়েকটি শব্দ সংযোজিত হউক,—"পরবর্ত্তী কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে বিবেচিত হইয়া"।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। উহা গৃহীত না হইয়া পরিশেষে ১৩ (খ) ধারাটি এই ভাবে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

"১৩ (খ)—ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া অব্যবহিত পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে তাঁহার নির্ব্বাচন বিবেচিত হইবে। এই নির্ব্বাচন ব্যালট দ্বারা সাধিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন সদস্য-নির্ব্বাচন হইবে না।"

৬। শোকপ্রকাশ—(১) স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, "বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান, পঞ্জাব চীফ কোর্টের চীফ্ জষ্টিস্ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক মাস হইল, পরলোক-গমন করিয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী বঙ্গমাতার নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন, স্বর্গীয় স্যার প্রতুলচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম প্রধান। তাঁহার প্রতিভা, মনীষা ও উন্নত হৃদয়ের পরিচয় সর্ব্বজন-বিদিত। এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে কেবল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নয়—বাঙ্গালার সমস্ত সাহিত্য-সমাজ ও সমগ্র বঙ্গদেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। দেশের ও দশের, যে সকল সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান তাঁহার জীবনকালে উপস্থিত ছিল, সকলটাতেই তিনি বিশেষ ভাবে উৎসাহ ও যোগদান করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ভাবে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন ও সভায় এই শোকপ্রকাশ ও সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র তাঁহার আত্মীয়গণকে প্রেরিত হউক।" প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। (২) সার জর্জ্জ বার্ডউড—সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, তিনি আমাদের একজন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন। বম্বে গবর্ণমেণ্টের অধীনে তিনি একজন উচ্চ

রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; দেশে যাইয়াও তিনি ভারত ও ভারতবাসীর প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা পোষণ করিতেন এবং ভারতীয় নানা বিষয় সংক্রান্ত, বিশেষত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছি।

(৩) বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী, (৪) বিজয়কৃষ্ণ দাশ গুপ্ত, (৫) হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়—এই কয়েক জন সদস্যের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই তিন জনের বিষয় কয়েকটি কথা জানাইয়া চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত বিজয়কৃষ্ণ বাবু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও তাঁহারই রচিত একটি শোক-কবিতা পাঠ করিয়া সভাকে শুনাইলেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত　　　　　　　　শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।　　　　　　　　সভাপতি।

দ্রষ্টব্য

বিগত ১৩১৫ সালের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পরিষৎকে ১৩ খানি প্রাচীন পুথি উপহার দিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে তাঁহার এই উপহার-দানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সেই পুথিগুলির নাম ও রচয়িতার নাম প্রভৃতি সেই কার্য্যবিবরণে ছাপা হয় নাই। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল,—

১। বোস্তাঁ—সেখ সাদী
২। সিকান্দরনামা—নিজামী
৩। তারাবুস সিবিয়ান—মহম্মদ মুনীর
৪। আবুলফজলের পত্রাবলী—আফজল মহম্মদ সংকলিত
৫। বোস্তাঁ (১০৯১ হিজরী)—সেখ সাদী
৬। হাতেমতাই ও গুল্‌বাসনুওয়ার—আমির আলি
৭। মাদায়েনুল্ জওয়াহের—(হিজরী ৬০১)
৮। ইনুসুফজুলেখা—মোলানা জামি
৯। গোলিস্তাঁ—সেখ সাদীর
১০। মিফতাহল আবওয়াব
১১। আরবী অভিধান (অর্থ পারসীতে লিখিত)
১২। গোলিস্তাঁ—সেখ সাদীর
১৩। সংখ্যক পুথিখানি অত্যন্ত জীর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র
সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মন্দির সংস্কারকল্পে সাহায্য

(১৩২৪, ২৫শে ভাদ্র হইতে ১৭ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সংগৃহীত
ও ২৪শ ২য় সংখ্যা পত্রিকায় স্বীকৃতের পর)

১৩২৪।	২৫শে ভাদ্র পর্য্যন্ত সংগৃহীত	১২২৩/০
	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০৲
	„ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়	৫৲
	„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	২৲
	„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
	„ ডাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
		১৩৩৩/০

ভ্রম-সংশোধন—ত্রয়োবিংশ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকার ৬ পৃষ্ঠায় পরিষৎ মন্দির সংস্কার-কল্পে চাঁদার তালিকায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন মহাশয়ের নামের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবিহারী বসু হইবে।

শ্রীরামকমল সিংহ

নব-প্রকাশিত পরিষদ্‌গ্রন্থ

১। **ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র)**।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুবাদ ও বিবৃতি প্রভৃতি অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় আহ্নিক পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে।—পত্রাঙ্ক ৪২৭, ভূমিকা প্রভৃতি ৪৮। অতি চমৎকার কাগজে রয়াল ৮ পেজী আকারে ছাপা। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১॥০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২॥০। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

২। **সারদামঙ্গল**।—৺মুক্তারাম সেন বিরচিত ও মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। চণ্ডীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভাষা প্রাচীন বটে, কিন্তু অতি প্রাঞ্জল। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৷৷০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৷৷৶০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৩। **জ্ঞানসাগর**।—আলী রাজা ওরফে কানু ফকীর-প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা একখানি দরবেশী গ্রন্থ, আদ্যোপান্ত নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কথায় পূর্ণ। ভাষা অতি মনোরম এবং প্রাচীন। মূল্য—সদস্য পক্ষে ।৶০, শাখাসভার সদস্য পক্ষে ।৴০, সাধারণ পক্ষে ॥০।

৪। **শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস**।—প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ-বিরচিত ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত। ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। যে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-কাহিনী শুনিয়া অতি বড় পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়, কবি বাসুদেব তাঁহার প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় সেই কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। মূল্য—সদস্য পক্ষে ।০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ।৴০, সাধারণ পক্ষে ।৶০।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ।৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্বন্ধে অন্যান্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ...পাপের ন্যায় ... লিমিটেড,

'সমসাময়িক ভারত' কার্য্যালয়,
মোরাদপুর (পাটনা)
আশ্বিন, ১৩২৪ সাল।

'সাহিত্য-পঞ্জিকা' বিভাগ

সবিনয় নিবেদন,

দ্বিতীয় বৎসরের "সাহিত্য-পঞ্জিকা"র প্রেসকাপি প্রস্তুত হইতেছে। প্রথম বৎসরে যে সকল অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্য আমরা সমগ্র বঙ্গবাসীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

(১) **গ্রন্থকারগণ** অনুগ্রহ প্রকাশে নিজ নিজ জন্মের তারিখ, জন্মস্থান, বর্ত্তমান ঠিকানা, গ্রন্থের নাম, কি বিষয়ক গ্রন্থ, প্রথম সংস্করণের তারিখ, বর্ত্তমান সংস্করণ ও মূল্য জানাইবেন। পরলোকগত কোন গ্রন্থকারের নাম ইত্যাদি প্রথম বৎসরের পঞ্জিকায় না থাকিলে তাহাও অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। **গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র আমাকে পাঠাইলে পঞ্জিকা সঙ্কলনের সুবিধা হয়।**

(২) **দৈনিক ও সাপ্তাহিক** পত্রিকা-সম্পাদকগণ পত্রিকা প্রকাশের প্রথম তারিখ, স্বত্বাধিকারীদিগের নাম, যাঁহারা পত্রিকা প্রকাশের তারিখ হইতে সম্পাদকতা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের নাম, বাৎসরিক ও প্রতি সংখ্যার মূল্য এবং ঠিকানা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

(৩) **মাসিক ও ত্রৈমাসিক** পত্রিকা সম্পাদকগণ দ্বিতীয় দফায় লিখিত বিবরণ ব্যতীত নিজ নিজ পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ামাত্র আমাকে পাঠাইলে সহজে সারসঙ্কলন করিয়া "সাহিত্য-পঞ্জিকা"য় দিতে পারি।

যে সকল পত্রিকা-সম্পাদকগণ পঞ্জিকা পান নাই, তাঁহারা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব।

গত বৎসরের "সাহিত্য-পঞ্জিকা"য় আমার প্রায় পাঁচ শত টাকা দণ্ড লাগিয়াছে। আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে প্রতি বৎসর এরূপ ব্যয় সম্ভবপর নহে। যাহাতে "সাহিত্য-পঞ্জিকা" নিজের পায় দাঁড়াইতে পারে, সকলের নিকটেই সে জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। গ্রন্থকারগণ "সাহিত্য-পঞ্জিকা"র পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিলে তাঁহাদিগেরও লাভবান্ হওয়া সম্ভবপর, আমারও ব্যয় সংক্ষেপ হয়। মাসিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র-কগণ বিনিময় বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা দ্বারা পঞ্জিকা-প্রচারের সহায়তা করিলে করিম সা[illegible]র। নিবেদন ইতি—

গৌরাঙ্গের সঃ
তাঁহার প্রাণোন্মা
।০, শাখা-সভার স

ভবদীয়,
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

*৮। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*৯। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১০। গৌরপদতরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্র সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১৷৹।

*১১। কাশীপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত।

*১৩। রামায়ণতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব সম্পাদিত।

*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।

১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে /৹, সাধারণ পক্ষে ৶৹।

১৬। গীতার ঈশ্বরবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। সদস্য ও সাধারণ পক্ষে ১৷৹।

*১৭। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে /৹, সাধারণ পক্ষে ৶৹।

*১৯। নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রণীত। মূল্য ॥৶৹।

২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ২॥৹।

*২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২২। মিলিন্দ পঞ্‌হো—(মিলিন্দ প্রশ্ন) শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১৷৹।

*২৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৩৲, সাধারণ পক্ষে ৫৲।

২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-প্রণীত। সকলের পক্ষে ২॥৹।

২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত। সকলের পক্ষে ৩৲ টাকা।

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ॥৹।

*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত।

*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত।

৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶৹, সাধারণ পক্ষে ।৶৹।

৩২। মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। সদস্য পক্ষে ৶৹, সাধারণ পক্ষে ।৹।

৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। সদস্য পক্ষে ॥৹, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৩৪। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত।

৩৫। কবি হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। সকলের পক্ষে ॥৴৹।

৩৬। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৷৴৹, সাধারণ পক্ষে ৪৴৹।

৩৮। বাঙ্গালা ভাষা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর সম্পাদিত। (ক) রাঢ়ের ভাষা৹, (খ) ব্যাকরণ ও (গ) শব্দকোষ—৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ৩॥৴৹, সাধারণ পক্ষে ৫।৹।

৩৯। মহিলা ব্রতকথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী সঙ্কলিত। সদস্য পক্ষে ।৹, সাধারণ পক্ষে ।৴৹।

৪০। রাসায়নিক পরিভাষা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪১। কল্কিপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্যপক্ষে ॥৴৹, সাধারণ পক্ষে ১।৹।

৪২। জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত-রচিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।৹।

৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥৴৹, সাধারণ পক্ষে ১৴৹।

৪৪। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল—স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥৹, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৪৫। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৫৲, সাধারণ পক্ষে ৩০৲।

৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৪৭। তীর্থ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৴৹, সাধারণের পক্ষে ॥৴৹।

৪৮। মৃগলুব্ধ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৴৹, সাধারণ পক্ষে ।৴৹।

৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৴৹, সাধারণ পক্ষে ৴৹।

৫০। পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে সাধারণ পক্ষে ১॥৹।

৫১। রসকদম্ব-মোতাক্ষরীণ—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডের ১ অংশ

৫২। মৃগলুব্ধ-সংবাদ—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ✓০, সাধারণ পক্ষে ।০।

৫৩। তীর্থ-ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১॥০।

৫৪। গঙ্গামঙ্গল—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৫। বৌদ্ধগান ও দোঁহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৫৬। ধর্ম্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২॥০।

৫৯। জ্ঞানসাগর—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।✓০, সাধারণ পক্ষে ॥০।

৬০। সারদামঙ্গল—মুন্‌শী আবদুল করিম [illegible]াদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১০।

৬২। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ।✓০।

৬৩। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র, ১ম খণ্ড)—বাৎস্যায়ন ভাষ্য, বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১॥০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২॥০।

দ্রষ্টব্য—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ের তথ্যাদি-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সাহিত্য-পরিষদের বহু আলোচনার পরিচয় এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ৫ বৎসরের পত্রিকা ফুরাইয়া গিয়াছে, সদস্যগণের পক্ষে প্রতি বর্ষের পত্রিকা ১৩০৫ হইতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ১১০ টাকা, সাধারণ পক্ষে ৩৲ টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে।

শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা *

শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্কলিত বাঙ্গালা শব্দ-কোষকে আমরা নির্দ্দোষ দেখিতে চাই। তাই তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, বিদ্যানিধি মহাশয় লেখকের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চারি বিষয়ে আমাদের সমালোচনা সীমাবদ্ধ থাকিবে,- (১) কোষের শব্দ, (২) বর্ণবিন্যাস-রীতি, (৩) নূতন অক্ষর, (৪) ব্যুৎপত্তি ও অর্থ।

কোষের শব্দ

যোগেশ বাবু বলেন,—"বস্তুতঃ বিভক্তিহীন যাবতীয় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে।" কথাটি কি ঠিক? যদি ঠিক হয়, তবে নিম্নলিখিত শ্লোকের ন্যায় রচনা কখনই দুষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না,—

ঈশ-ক্ষেত্রে উষর্ব্বুধে মারা গেল মার,
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার।

এই শ্লোকে ক্ষেত্র (ক্রোধ অর্থে), উষর্ব্বুধ, মার, নাক (স্বর্গ অর্থে), নির্জ্জর—এই কয়টি শব্দ সংস্কৃত শব্দ হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে না। এতদ্ভিন্ন বহু সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় অচল। সংস্কৃত শব্দগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত, (২) কেবল লিখিত বাঙ্গালায় প্রচলিত, (৩) লিখিত ও কথিত বাঙ্গালায় প্রচলিত। প্রথম প্রকারের শব্দের উদাহরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাদিগকে অপ্রচলিত শব্দ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের শব্দের উদাহরণ,—হস্ত, অগ্নি, নীর, অক্ষি ইত্যাদি। এগুলিকে সাধু ভাষার শব্দ বা 'ভাল কথা' বলা যাইতে পারে। পাঠশালায় ছাত্রকে গুরু মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন,—"বল দেখি, হাতকে সাধু ভাষায় কি বলে?" কিংবা "বল দেখি, হাতের ভাল কথা কি?" বুদ্ধিমান্ ছাত্র উত্তর করে,—'হস্ত', 'কর', 'পাণি'। তৃতীয় প্রকারের শব্দ—জল, কথা, তারা, বুদ্ধি ইত্যাদি। ইহাদিগকে 'চলিত কথা' বলা যায়। 'অপ্রচলিত শব্দ' হইতে 'ভাল কথা' ও 'চলিত কথা'গুলিকে পৃথক্ করিয়া সে গুলিকে,

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বার্ষিক, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বাঙ্গালা শব্দ-কোষের পুষ্টি এবং নব্য ও বৈদেশিক লেখকগণের পরিচালনের জন্য এই কোষবদ্ধ করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যোগেশবাবু তাহা করেন নাই। কেবল যে সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহাই তাঁহার কোষে স্থান পাইয়াছে।

উপরে যাহা বলিলাম, তাহা বাঙ্গালা ভাষার 'তৎসম' শব্দ সম্বন্ধে। তদিতর শব্দ-সমূহের মধ্যেও আলোচ্য কোষে বহু শব্দ বাদ পড়িয়া গিয়াছে। বারান্তরে আমরা তাহা প্রদর্শন করিব। অথচ প্রাদেশিকতা-দোষ-দুষ্ট বলিয়া যে সমস্ত শব্দ বাঙ্গালা শব্দ-কোষে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল না, তাহাও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার যখন বাঙ্গালা শব্দ-কোষ লিখিতেছেন, তখন আমরা তাহাতে কেবল Standard বাঙ্গালা ভাষার শব্দ দেখিতে চাই। যদি গ্রন্থকার রাঢ়-বিভাষার বা অন্য কোন বিভাষার অভিধান লিখিতেন, তবে এ কথা বলা চলিত না। উদাহরণ-স্বরূপে কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ আলোচ্য কোষের যত্র-তত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। উদা মাদা, উলা বুকে, কচটা ধাতু, জাওনা, ঝিলাপী, তঙ্করা, দকাল ধাতু, দাদরা (ণ), দড়মা, ক্যাবড়া, পোস, বাগাল, বাখ্‌রা, বাজী, বিড় ধাতু, ভাচা, ভাবড়া ধাতু, মানা (নদী পাশের উর্ব্বরা নিম্ন ভূমি অর্থে), রুঁধ ধাতু, সকাঁড়ী, সওর ধাতু, সন্তরি ইত্যাদি। যদি কেবল ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনার্থে এইগুলি কোষে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে ইহাদের সহিত প্রাদেশিক বা বিভাষা-সূচক সতর্ক-চিহ্ন বা শব্দ প্রয়োগ করা আবশ্যক ছিল। আলোচ্য কোষে রাঢ়-বিভাষা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করা হইয়াছে, অন্য বিভাষার মাত্র দুই চারিটি শব্দ স্থান লাভ করিয়াছে। যদি কেবল ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনই উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা বলিব, অন্যান্য বিভাষার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে।

বর্ণ-বিন্যাস-রীতি

যোগেশ বাবু আরবী, পারসী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষার অক্ষরান্তরকরণে শ(sh)কার উচ্চারণ স্থানে ষ লেখা উচিত মনে করেন। যোগেশ বাবুর মতে শএর shরূপে উচ্চারণ—যেমন বাঙ্গালায় সাধারণরূপে প্রচলিত আছে—বিকৃত উচ্চারণ মাত্র। শ-কারের উচ্চারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—"বাংলাতে উচ্চারণ বিকৃত হইয়াছে। বানানে শ কিংবা স থাকিলেও উচ্চারণে প্রায়ই ষ। যথা, শত—ষত, সকল—ষকল্।" ইহার সপক্ষে যোগেশ বাবু কি প্রমাণ দিবেন, জানি না। আমরা কিন্তু জানি, স্ত, স্থ, স্র, স্ন, শ্র প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণ ভিন্ন মাগধী প্রাকৃতের ন্যায় বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র শ ষ স—শ-রূপে উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালার শ-কার উচ্চারণ প্রকৃতই তালব্য, তাহা শ-এর বিকৃত উচ্চারণ বা মূর্দ্ধন্য উচ্চারণ নহে।

নূতন অক্ষর

যোগেশ বাবু বাঙ্গালা কয়েকটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গীয় বর্ণমালার বৈজ্ঞানিকতা বৃদ্ধি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আর কয়েকটির বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাঙ্গালার অকারের দুই উচ্চারণ আছে; এক প্রকৃত উচ্চারণ—যেমন অচল, অমন প্রভৃতি শব্দের

প্রথমে। আর এক হ্রস্ব ওকাররূপে উচ্চারণ—যেমন অতিশয়, অমুক প্রভৃতি শব্দের প্রথমে। এই হ্রস্ব ও-কার উচ্চারণ প্রদর্শনের জন্য একটি অক্ষরের আবশ্যক। এইরূপ একারের এক, এমন, প্রভৃতি শব্দে উচ্চারণ জ্ঞাপনার্থ স্বতন্ত্র অক্ষরের প্রয়োজন। আমি এই বিকৃত 'এ'র জন্য ৮ এবং বিকৃত 'অ'র জন্য ওব এবং এই ওব যখন কোন ব্যঞ্জনযুক্ত থাকিবে, তখন তাহার উপর ৺ এইরূপ চিহ্ন দিবার প্রস্তাব করি। আমার এই প্রস্তাব সাধারণের বিচার-সাপেক্ষ।

ব্যুৎপত্তি ও অর্থ

'তদ্ভব' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন স্থলে গ্রন্থকার সংস্কৃত শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কচিৎ সংস্কৃত-প্রাকৃত শব্দও উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার নিবেদন এই যে, যখন প্রাকৃত, বাঙ্গালা ভাষার জননী, তখন প্রত্যেক স্থানে (অবশ্য জানা থাকিলে) সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতকেও উল্লেখ করা উচিত। ইহাতে ব্যুৎপত্তির শুদ্ধতা অশুদ্ধতা অনায়াসে ধরা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বেল' (ফুল অর্থে) শব্দের ব্যুৎপত্তি লওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকার সংস্কৃত বল্লী বা মল্লিকা হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করেন। কিন্তু তাহা বস্তুতঃ সং বিচকিল, সং প্রাং বিঅইল্ল, বেইল্ল শব্দ হইতে জাত। প্রাকৃত শব্দ দ্বারা জানা যায়, বেল কখন বল্লী বা মল্লিকা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। গ্রন্থকার কতকগুলি শব্দের মূল শব্দ উর্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উর্দু একটি মিশ্রিত ভাষা, মূল হিন্দীর সহিত আরবী, পারসী ও তুর্কী শব্দ মিশ্রিত হইয়া গঠিত হইয়াছে। মূল শব্দ উর্দু না বলিয়া, তাহা হিন্দী, কি তুর্কী, কি অন্য কিছু, তাহা বলা উচিত।

এক্ষণে গ্রন্থকারের প্রদর্শিত যে সমস্ত ব্যুৎপত্তির সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই, তাহা দেখাইতে অগ্রসর হইলাম। প্রথমে গ্রন্থকারের ব্যুৎপত্তি উদ্ধৃত করিয়া তৎপরে 'ইতি' দিয়া আমার প্রস্তাবিত ব্যুৎপত্তি লিপিবদ্ধ করিব। বিচক্ষণ পাঠক উভয় পক্ষ বিচার করিয়া রায় দিবেন, এই আকিঞ্চন।

আউল—সং আকুল, বাতুল। বাউল আকুল, প্রঃ—বাউলকে কহিও লোক হইল আউল (চৈঃ চঃ)। ইতি গ্রন্থকার। কিন্তু গ্রন্থকারের উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বাউল এবং আউল এক অর্থ বোধ হয় না। আউল, বাউল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থ সূচনা করিতেছে। আরবী আউলিয়া—পীর, সাধু—এই শব্দ হইতে আউল শব্দ নিষ্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে আউলিয়া শব্দ প্রচলিত আছে।[১] তুলনীয়—আং ফকীর, পাং দরবেশ।

আনাড়ী(ণ) সং অনেড়—মূর্খ কিংবা অনার্য্য হইতে ইতি। কিন্তু উভয় শব্দ হইতে বাং আনাড়ী হইতে পারে না। অনার্য্য হইতে আনারী হইতে পারিত। আনারী হইতে আনাড়ী বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে র স্থানে ড় হইবার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। আমার

১। প্রাকৃতে 'আউল' শব্দ বহুল প্রচলিত, অর্থ—আকুল। আরবী 'আউলিয়া' হইতে আউল শব্দের উৎপত্তি নির্ণয়ের কারণাভাব।—পং সং।

বিবেচনায় আনাড়ী সং অজ্ঞানী, সং প্রাং অগ্গাণী শব্দ হইতে। ণ স্থানে ড় এবং গ্গ-কারের একত্বে পূর্ব্ব অকারের দীর্ঘ (যেমন হস্ত হইতে হাত)। হেমচন্দ্র অজ্ঞানার্থে প্রাকৃত 'অণ্গাণ' শব্দ কুমারপালচরিতের ৩।৩৭ শ্লোকে প্রয়োগ করিয়াছেন।

আল্লা (কা০। সং অল্লা—পরমদেবতা)। ইতি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ আরবী শব্দ। সং অল্লা মাতা অর্থে প্রযুক্ত হয় বটে, কিন্তু আরবী আল্লাহ্ শব্দ সংস্কৃত হইতে নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা অবৈজ্ঞানিক।

ইহুদী—(হিব্রু ভাষায় ইহুদী, ইং হিব্রু, জু Hebrew, Jew; হিব্রু হইতে ইহু; জু হইতে দী) ইতি। এই ব্যুৎপত্তি সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। হিব্রু ভাষায়—ইব্রী। ইহুদী শব্দ আরবী يهودي = য়-হূ দী।

উপড় (সং অবর—অকুশ্রেষ্ঠ ; বাং উপর ?) ইতি। আমার বিবেচনায় সং অবমূর্দ্ধা হইতে *ওমুড্‌ঢ্ *ওমূঢ়, *উমুড়, উপুড়, উপড়।[১] তুলনীয়—হুমড়ে পড়া।

উলট (সং উৎ-লুট, লুঠ বা লুণ্ঠ ধাতু ঊর্দ্ধদিকে পরিবর্ত্তন)। ইতি। কিন্তু উলট, সং উপর্য্যস্ত, সং প্রাং *উবল্লট্ট, উল্লট্ট হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া বেশী সম্ভব ; কিংবা সং পর্য্যস্ত, সং প্রাং পল্লট্ট, বাং পালট শব্দের পূর্ব্বচর শব্দ ; যেমন 'আশপাশ'—এখানে আশ শব্দ পার্শ্ব শব্দের পূর্ব্বচর শব্দ।[২] র্য্য স্থানে ল্ল হইবার দৃষ্টান্ত যথা, সং পর্য্যাণ=প্রাং পল্লাণ=বাং পালান ; সং পর্য্যঙ্ক=প্রাং পল্লঙ্ক=বাং পালঙ্ক।

একিদা (?) অপ্রচলিত। ইতি। গ্রন্থকার শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ কিংবা প্রয়োগ কিছুই দেখেন নাই। উহা আং 'আকিদা' হইতে উৎপন্ন, অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম্মবিশ্বাস। বঙ্গীয় মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত।

কামান—(ইং Cannon)। বৃহৎ আগ্নেয়াস্ত্র (কবিকঃ)। ইতি। কিন্তু কবিকঙ্কণের সময় ইংরাজী শব্দ হইতে কামান শব্দ আসা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এ দেশে কামানের ব্যবহার বহু কাল হইতে সুপ্রচলিত আছে। ফাং کمان কমান্ হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়াই সম্ভব।

কয়াল—(সং ক্রয়+আল) ক্রয়কালে তৌলিক। ইতি। কিন্তু শব্দটি আং কয়াল (অর্থ—যে মাপে) শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'কালা'=সে মাপিল, 'কয়ল'=মাপ।

কল্‌মা (আং) কোরানের যে অংশে ঈশ্বর এক প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইতি। কিন্তু কল্‌মা শব্দের আভিধানিক অর্থ বাক্য, এবং রূঢ়ার্থ—"লাইলাহা ইল্লাল্লাহো, মোহম্মদুর রসুলুল্লাহ" (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই, মোহম্মদ আল্লার প্রেরিত পুরুষ) এই মোহম্মদীয় ধর্ম্ম-দীক্ষা-বচন।

কাঁকড়া—প্রাচীন বাংতে এবং অদ্যাপি গ্রাং বাংতে কাঁকড়ী। অল্প দিনের মধ্যে

১। দেশী প্রাকৃত 'উব্বড়িও'=উদ্বর্ত্তিতঃ।—পং সং।

২। প্রাকৃতসর্ব্বস্বে 'উল্লট্ট'; এই উ ল্ল ট্ট হইতে উ ল ট হইয়া থাকিবে। অর্থ—উদ্বর্ত্তন। দেশীনামমালায় 'অল্লটপল্লট'।—পং সং।

কাঁকড়া নাম প্রচলিত হইয়াছে। ইতি। আমরা (২৪ পরগণার বসিরহাট ও বারাসাত সব ডিভিজনের লোক) চিরকালই কাঁকড়া বলিয়া জানি। কাঁকড়ী শব্দ এই নূতন শুনিলাম।

খাড়ু—(সং কঙ্কণ)...পূর্ব্বকালে খাড়ু পাদভূষণও হইত। ইতি। আমাদের দেশে (২৪ পরগণার বসিরহাট অঞ্চলে) মলকে খাড়ু বলে এবং এখনও পাদভূষণ আছে। 'খাড়ু' বৈদিক খাদিঃ a brooch, bracelat, ring (Apte) শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হওয়া অধিক সম্ভব।[১]

খামচ, খামচা (সং কবল হইতে খামল, খাবল, কবল-সদৃশ অর্থে চা)...ঈষৎ মুক্ত মুখবিবরের আকার সদৃশ করিয়া বিন্যস্ত অঙ্গুলী ইতি। যোগেশ বাবু এখানে অদ্ভুত কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আং খ.ম্‌সা = পাঁচ অঙ্গুলি, খ.ম্‌স্ = পাঁচ।[২]

খাস—(ফাং) ইতি। খাস্‌ আং।

খোন্দকার (ফাং) ইতি। গ্রন্থকার কোন অর্থ দেন নাই। ইহার অর্থ ধর্ম্মগুরু। ইঁহাদের ব্যবসায় লোকদিগকে দীক্ষিত (মুরীদ) করিয়া অর্থ উপার্জ্জন। বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজে শব্দটি প্রচলিত, এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মুসলমানের উপাধিও খোন্দকার হয়। বোধ হয়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ খোন্দকারের কার্য্য করিতেন। তুলনীয়—কাজী উপাধি।

চাঁচ ধাতু (সং শদ ধাতু শাতন, ছেদন। সাদ ধাতু ভেদে) ইতি। এই ব্যুৎপত্তি কষ্ট-কল্পনাজাত। শদ্‌ ধাতু এবং সদ্‌ ধাতুর যে অর্থ, চাঁচ ধাতুর সে অর্থ নহে। সং তক্ষ্‌ হইতে ব্যুৎপন্ন। তুলনীয়—সং প্রাং চচ্ছ, তচ্ছ, সং তক্ষ্‌ হইতে। হেমচন্দ্র ৮।৪।১৯৪। ওড়িয়ার তাছ ধাতু—তচ্ছ হইতে।[৩]

ছত্র—ব্য (সং ছটা হইতে) ইতি। আরবী سطر সত্র হইতে ব্যুৎপন্ন। ছটা হইতে উৎপন্ন হইলে ছত্র শব্দের র কোথা হইতে আসিল?

ছবি—(২) প্রতিমূর্ত্তি, চিত্র (আধুনিক অর্থ। এই অর্থ পূর্ব্বে ছিল না। চিত্র, পট, আলেখ্য শব্দ থাকিতে এই অর্থান্তর কেন হইল? বোধ হয় ফাং تصویر তসবীর শব্দ-সাদৃশ্যে।) ইতি। বস্তুতঃ আং شبیه শবীহ্‌ (অর্থ—সাদৃশ্য, প্রতিমূর্ত্তি, ছবি) শব্দ হইতে আগত।

ছয়লাপ—(সং সুপ্লাবিত) ইতি। গ্রন্থকারের ব্যুৎপত্তি কষ্টসাধ্য। আরবী سیل সয়ল (অর্থ প্লাবন)+ফাং آب আব (অর্থ জল)=ফাং সয়লাব (জলপ্লাবন অর্থ) শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন।

ছাড়...ধাতু (সং উৎসারি ধাতু দূরীকরণে) ইতি। পশ্চিমবঙ্গে সং র হইতে ড় হইবার দৃষ্টান্ত নাই। হেমচন্দ্র বলেন,—মুচ্‌ ধাতু স্থানে সং প্রাংতে ছড্ড্‌ আদেশ হয় (হেম ৮।৪।৯১)। Dr. E. Muller তাঁহার পালী ব্যাকরণে বলিতেছেন,—ছড্ডেতি = ছর্দ to throw away

১। 'কড়', 'কড়া' বোধ হয় প্রাং ক ড় অ শব্দজাত। খাড়ু—প্রাং খড়ুঅ।—পং সং।

২। 'চামচ' শব্দ তুলনীয়। সং চমস।—পং সং।

৩। প্রাং √ চচ্ছ ; 'চচ্ছই তক্ষোতি'—দেশীনামমালা।—পং সং।

also spelt ছড্ঢ, জাতক, ১।২৭৭; তাঁহার মতে সং ছর্দ্ ধাতু হইতে পালী ও সং প্রাঃ ছড্ড্ ধাতু নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ছড্ড ধাতু হইতে আমাদের ছাড় ধাতু। সংতে ছর্দ ধাতু বমনে।[১]

জঙ্গল—(সং নির্জনস্থান) ইতি। ফাঃ জঙ্গল শব্দের অর্থ বাঙ্গালার সদৃশ। বাং শব্দ ফার্সী হইতে আগত কি না, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

জম ধাতু (সং যম ধাতু বন্ধনে, যোজনে) ইতি। আরবী জমা' جمع (মিলিত হওয়া, একত্রিত হওয়া) হইতে ব্যুৎপন্ন। 'সে মাল জমা করিল বা জমাইল'—ইহার আঃ হইবে— جمع مالاً জম'আ মালান্। সং যম ধাতুর অর্থ এখানে সুষ্ঠু হয় না।

জাহাঁবাজ...ণ (আং জেহন—বুদ্ধি) তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, কূটবুদ্ধি। ইতি। ফাঃ جہان‌باز জহান্-বাজ়=জহান্, জহাঁ (পৃথিবী)+বাজ় (ক্রীড়ক), যে পৃথিবী লইয়া খেলা করে, বাহাদুর। বাংতে এই অর্থ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা কূটবুদ্ধি নহে।

জেরা (আঃ জ.রা—অস্বীকার) ইতি। আঃ جراح জেরাহ্ বিদীর্ণ করণ, Dissection; বাঃ অর্থে আরবীরও প্রয়োগ আছে।

জোঁক, জোক (সং যূক) ইতি। সং জলৌকাঃ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন।

জোয়ার, জুয়ার (সং ঊর্দ্ধ—জু, সং বার—জল, জুবার—উচ্চ জল) ইতি। ঊর্দ্ধবার শব্দ সংতে আছে বলিয়া অবগত নহি। V. S. Apte র সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে কিংবা শব্দকল্পদ্রুমে ঊর্দ্ধবার শব্দ পাইলাম না। ঊর্দ্ধ স্থানে জু হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সং জ্বর শব্দের যোগরূঢ় অর্থ হইতে বাঃ জোয়ার অর্থ হইতে পারে। নদীর জোয়ার একরূপ নদীর জ্বর বটে।

ডেড়, দেড় (সং সার্দ্ধেক। অধ্যর্ধ, ধ্যর্ধ—ঢেড় দেড়। কিংবা সার্ধ—অর্ধ—দেড়) ইতি। যোগেশ বাবু ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনিশ্চিত। সার্দ্ধেক কিংবা সার্ধ হইতে দেড়, ডেড় আসিতে পারে না। অধ্যর্ধ হইতে অ-লোপে ধ্যর্ধ, তাহা হইতে দেড়, ডেড়।

ঝুণা—ণ.(সং ঝূর্ণি—পূগবিশেষ—মেঃ) ইতি। সং জীর্ণ, সং প্রাঃ জুন্ন হইতে ঝুণা ও ঝূর্ণি উভয় শব্দ আসা অধিক সম্ভব। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আধুনিক সংতে অনেক সং প্রাঃ শব্দ অনুপ্রবেশ হইয়াছে। প্রমাণ—সং প্রাঃ পুত্তল, সং পুত্রল; পালী নাপিত, সং স্নাপয়িতা; পালী সেফালিকা, সং শ্রীফলিকা ইত্যাদি। প্রবন্ধান্তরে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

টিপী—(সং দ্বীপ) ইতি। সং স্তূপী হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া বেশী সম্ভব।

ঢের—(সং অধিক ? ভূরি ?) ইতি। শব্দটি যদি সংস্কৃতমূলক হয়, তবে সং অধিঃ শব্দ

১। প্রাঃ √ছড্ড, 'ছড্ডুই মুক্তি'—দেশীনামমালা।—পং সং।

কল্পনা করিতে হইবে। পশ্‌তু ভাষায় কিন্তু 'ডের' শব্দ অধিকার্থে প্রচলিত আছে। ঢের শব্দ কি পাঠানদিগের নিকট হইতে গৃহীত ?

তরে (সং তৃ ধাতু তরণ, অতিক্রমণ হইতে। ইতি। সং প্রাং তণেণ, যথা—"তাদর্থ্যে কেহিং-তেহিং-রেসি-রেসিং—তণেণাঃ।" হেমচন্দ্র ৮।৪।৪২৫। সং প্রাং প্রমাণে সং তনেন, তন শব্দের তৃতীয়ার একবচনে। এই 'তন' কোথা হইতে আসিল ? সংতে সায়ং, চিরং, প্রাহ্নে, প্রগে এবং কালবাচি অব্যয় শব্দের উত্তর তন প্রত্যয় হয়। এই তন প্রত্যয়ের বিস্তৃতি দ্বারা সং প্রাংতে তণেণ এবং বাং 'তরে' হইয়াছে।[1] 'তরে'র একার তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। যেমন, আমার জন্ত তিনি এই কার্য্য করিয়াছেন=তিনি এই মজ্জন্ত কার্য্য করিয়াছেন, তেমনি, আমার তরে তিনি এই কার্য্য করিয়াছেন=তিনি এই মত্তন কার্য্য করিয়াছেন। বিভক্তির বিস্তৃতি ভাষাপরিবর্ত্তনের একটি কারণ। তৃ ধাতু হইতে তরিয়া, তরি কিংবা বাং প্রাকৃতে ত'রে হইতে পারিত, তরে হইবে না। তুং লাগিয়া—লাগি—লেগে।

তাক…(উর্দু) ইতি। বস্তুতঃ আং طاق তাক্‌। উর্দু মিশ্রিত ভাষা। ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে উর্দু বলিলে চলিবে না।

তোকমারি (হিং নাম) ইতি। ফাং تخم ریحان তোখ্‌মে রয়্‌হান্‌ শব্দের সংক্ষেপে তোকমারি। তোখ্‌ম্‌=বীজ। রয়্‌হান্‌—তুলসী জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

থলী—(সং স্থলী, স্থালী) ইতি। কিন্তু সং দ্বারা যে অর্থ সূচিত হয়, বাং থলীর কি সেই অর্থ ? আং তহ্‌বীল শব্দজাত। তহ্‌বীল=থঈল=থলী।

দ, দহ=(সং দর—গর্ত্ত। দর—দঅ—দহ) ইতি। যোগেশ বাবু যে প্রণালীক্রমে দর স্থানে দহ করিয়াছেন, তাহা হইতে পারে না। সং হ্রদ=হদ=সং প্রাং দহ, বর্ণ-বিপর্য্যয় দ্বারা।[2] হেমচন্দ্র ৮।২।৮০, ১২০।১০।

দোকান—(ফাং দুকান) ইতি। আং দুক্কান শব্দজাত।

নবাৎ (সং নৈবেদ্য হইতে)। ইতি। নৈবেদ্য শব্দের যে অর্থ, নবাৎ শব্দের কি সেই অর্থ ? আং نبات নবাত হইতে উৎপন্ন।

নাস্তা নাবুদ (ন+বুদ=সং ন বর্ত্ততে) ইতি। পাং ন বুদ=ন ভূতঃ।

নিছক (হিং নিছকা। সং নিসর্গজ ?) ইতি। আং لا شک লা শকা।

পইতা, পৈতা (সং পবিত্র) ইতি। পবিত্র শব্দের পৈতা অর্থ সংতে আছে কি ? উপবীত হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া বেশী সম্ভব। উপবীত=*পবীত=*পোইত=পইতা।[3] সং

১। সম্ভবতঃ নিমিত্তার্থক 'অন্তর' শব্দ হইতে।—পং সং।

২। প্রাং 'দ্রহ' এবং 'দহ'।—পং সং।

৩। প্রাং 'পবিত্তঅ' (পবিত্রক) হইতে প ই তা আসা সহজ। সং উপ=প্রাংতে উব্‌; 'পইতা' কথায় 'প' বিদ্যমান।—পং সং।

উপ স্থানে উলোপে প হইবার দৃষ্টান্ত যথা, সং উপবসথ=প্রাং পোসহ ; সং উপানহৌ=প্রাং পাহণাও।

পিয়াজ—পিয়াজ-পয়জার (পিয়াজ—প্যাজ—পাদুকা। অতএব সহচর শব্দ)। পাদুকা প্রহার। ইতি। পাদুকা হইতে পেয়াজ শব্দের ব্যুৎপত্তি কষ্টসাধ্য। পেয়াজ পলাণ্ডু অর্থেই এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। কোন হিন্দুকে জোর করিয়া পেয়াজ খাওয়ান এবং তৎপরে পাদুকা প্রহার করা যেমন। তাহার পেয়াজ পয়জার দুইই হইয়াছে=তাহার অপমান ও দণ্ড উভয়ই হইয়াছে। তুলনা কর—add insult to injury.

পলক (সং পল) ইত্যাদি। গ্রন্থকার এখানে অনেক কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ফাং পলক হইতে ব্যুৎপন্ন।

পাগল (সং) ইতি। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে পাগল শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার ব্যুৎপত্তি কি ? বস্তুতঃ সং প্রগল্‌ভ, সং প্রাং পাগল সংস্কৃতে স্থান লাভ করিয়াছে।

পাজী (হিং। সং পদজ বা পজ্জ—শূদ্র ?) ইতি। ফাং পাজী پاجی ; ইং ড্যাম, রাস্কেল শব্দের ন্যায় ফাং গালীও বাং ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

পিরান (উর্দ্দু) ইতি। ফাং পীরাহন।[১] সং প্রাং পরিহাণ হইতে পিরান হওয়া সম্ভব ; কিন্তু পরিহাণের অর্থ কি পিরান ? পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় অধিকাংশ শব্দ আং কিংবা পারসী। এই জন্য পিরান শব্দ পারসী হইতে আসাই বেশী সম্ভব।

পুড় ধাতু (সং পুট ধাতু হইতে) ইতি। সং পুট ধাতুর দাহার্থ হয় না। সং প্র-দহ ধাতু হইতে সং প্রাং পড়হ, তাহা হইতে পোড়, পুড়।

পুলিপিলাং—ষ্য (পোর্ট বেল্লার হইতে পুলি, ও পিনাং শহরের নাম হইতে) দ্বীপান্তর। ইতি। পোর্ট বেল্লার হইতে পুলি কিরূপে হইল, বুঝিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ Pulo Penang পুলো পিনাং নামক দ্বীপ, যাহা মালাক্কা-প্রণালীর (Straits of Malacca) মুখে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানে দ্বীপান্তরিত করা হইত। তাহা হইতে রূঢ়ার্থে দ্বীপান্তর। মালয় ভাষায় পুলো শব্দের অর্থ দ্বীপ।[২]

ফুপা (হিং ফুপ্‌ফা। সং পপু—ধাত্রী—শব্দকল্পঃ) পিসা। স্ত্রীং ফুপী—পিসী। (মুসলমানী ভাষায়)। ইতি। সং পিতৃষসা হইতে সং প্রাং পুপফা, পুপ্‌ফিআ ; তাহা হইতে *পুপ্‌ফা, ফুপ্‌ফা, ফুফা। সং প্রাং শব্দ হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা এবং পাইঅলচ্ছীতে (প্রাকৃতলক্ষ্মী) আছে। স্ত্রীংতে ফুফু, ফুপী হয়।

ফুফু—ধাত্রী। মুসলমানী ভাষায়। ইতি। মুসলমানী ভাষায় 'ফুফু' ফুপা শব্দের স্ত্রী। তাহার অর্থ ধাত্রী নহে।

১। প্রাং 'পরিহাণ' (পরিধান) হইতে।—পং সং।

২। পুলো-পেনাঙ অর্থে সুপারীদ্বীপ। পেনাঙ সহরে হিন্দু কয়েদীদের স্থাপিত বিষ্ণুমন্দির এখনও বিদ্যমান আছে।—পং সং।

ফের…ব্য. (উর্দু ফির্) ইতি। উর্দু বলিলে ব্যুৎপত্তি নির্ণয় হয় না। সং পুনর্ শব্দজাত।

বই, বহি—ব্য (আং বহী—ঈশ্বরের বাণী। তুং সং বেদ, ইং The Book। কোরান ঈশ্বরের বাণী। ইহা হইতে)। ইতি। এই ব্যুৎপত্তি কষ্টকল্পনা-সাধ্য। আংতে বহী অর্থে Revelation, প্রত্যাদেশ, ইহা পুস্তক অর্থে প্রযুক্ত হয় না। পুস্তক শব্দের আং কিতাব। কুর্আন্-কে আল্ কিতাব The Book বলা হয়। স্মরণ রাখা উচিত যে, আং শব্দগুলি ফাং, তৎপরে উর্দুর মধ্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আং কিংবা উর্দুতে অন্তস্থ ব-কারযুক্ত 'বহী' শব্দের পুস্তক অর্থ নাই। সং পুস্তী, সং প্রাং পোত্থী, তাহা হইতে *পোত্থী, *বোহি, বহি, বই।

বড়—ণ (সং বৃদ্ধ হইতে বঢ় – বড়) ইতি। বৃদ্ধ হইতে বড্ঢ, তাহা হইতে বাঢ়, বাড় হইতে পারে। দ্বিত্ব বর্ণের একীভাবে পূর্ব্ব অকারের বৃদ্ধি, ইহা অব্যভিচারী নিয়ম। সং বৃহৎ, পালী ব্রহা, তাহা হইতে * বর্হা, *বঢ়া, বড়া, বড়।[1]

বাটী—ব্য (সং বট, বাট হইতে) ইতি। সং পাত্রী হইতে *পট্টী; *বট্টি, বাটী।

বাণি, বানি—ব্য (সং বাণি—বস্ত্রবপন) ইতি। নির্ম্মাণ-মূল্য।

বানা—ধাতু (সং বর্ণ ধাতু বিস্তারে, উদ্যোগে) বানাই—নির্ম্মাণ করি ইত্যাদি। ইতি। এই তিনটি শব্দ আং বনা, সে নির্ম্মাণ করিল (বানী নির্ম্মাণকর্ত্তা) শব্দ হইতে আসিয়াছে। তুং—ওং হিং বনা।

বাহবা—ব্য। ইতি। ফাং বাহ্ বাহ্ শব্দ হইতে। তুলনীয়—ফাং শাবাশ্।

বেটা—ব্য (সং বীত—প্রসূত) ইতি। সং পুত্র হইতে *পুট্ট, *বুট্ট, বিট্ট, *বিটা, বেটা। বিট্ট শব্দ প্রাকৃতলক্ষণের টীকায় পাওয়া যায়।[2] 'বীতে'র ত স্থানে ট হইবার কারণ নাই।

বেলী, বেলা, বেল—ব্য (* * * বল্লী হইতে, কি মল্লিকা হইতে বাং বেলী, তাহা বলা কঠিন। বোধ হয় মল্লিকা হইতে)। ইতি। সং বিচকিল, সং প্রাং বেইল্ল, *বেল্ল, বেল, বেলা। বেইল্ল শব্দ হেমচন্দ্রে পাওয়া যায়।

বেহায়া—ণ (সং বিহ্রী+বাং ইয়া। ওং বেহয়) ইতি। ফাং বে (নঞর্থক)+ আং হয়া (লজ্জা)=বেহয়া শব্দজাত।

বৈরী—ব্য (সং বৈরিন্, হিং বৈরি) ইতি। আং বহ্রী (সামুদ্রিক) শব্দজাত। সমুদ্রের ধারে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এই নাম।

পন—প্রত্যয় (সং পণ—ব্যবহার)। ইতি। সং ত্ব প্রত্যয়ের অনুরূপ বৈদিক ত্বন প্রত্যয়, তাহা হইতে অপভ্রংশ প্রাকৃত প্পণ, তাহা হইতে বাং পনা। ত্ব-তলোঃ প্পণঃ। হেম, ৮।৪।৪৩৭।

১। 'বড্ডো মহান্'—দেশীনামমালা।—পং সং।

২। সিন্ধীতে পুত্র শব্দের প্রতিরূপ পুট্ শব্দ আছে।—পং সং।

ভিস্তি—(সং ভস্ত্রা) ইতি। ফা০ বেহেশ্‌তী—স্বর্গীয়, জল দান করে বলিয়া। তুং—মেথর = ফা০ মেহতর = শ্রেষ্ঠ।

মণ, মন (সং মান হইতে ? সং মন, মণ—শব্দসারঃ ; আ০ মন) ইতি। লাতিন মিনা (mina), গ্রীক ম্না (mna), ফিনসীয় মানহ্‌, আ০ মন্ন্‌, ফা০ মন। তাব্রিজের ৪০ সেরে এক মন হয়। ফা০ মন হইতে বা০ মন আসিয়াছে।

ফরাসী (ইং ফ্রান্‌স্‌ হইতে) ইতি। ফ্রেঞ্চ Français হইতে।[1]

ফিরিঙ্গী (ইং Frank হইতে &c.) ইতি। ফা০ ফরঙ্গী হইতে।[2]

মর্ম্মর (ই০ marble হইতে ?) ইতি। আ০ মর্‌মর্‌ হইতে। শঙ্গ মর্ম্মর=ফা০ ও আ০ সঙ্গ (প্রস্তর)-ই-মর্ম্মর।

মাকু (সং মল্লিক—আপ্তে। মল্ল ধাতু ধারণে ইত্যাদি) ইতি। ফা০ মাকূ শব্দজাত।

মিছরি, মিছরী (সং মিশ্র দেশ হইতে ? আ০)। ইতি। ফা০ মিসরী হইতে। মিসরী শব্দের যৌগিক অর্থ মিসর দেশজাত। তাহা হইতে যোগরূঢ় অর্থ মিছরী। তুং—চিনি, চীনদেশ হইতে।[3] কেবল মিসর দেশে মিছরী পাওয়া যাইত, তাহার প্রমাণ যথা, সাদী (খৃষ্টীয় ১৩শ শতক)—ব দিল্‌ গোফ্‌তম্‌ ইত্যাদি—আমি মনে মনে বলিলাম, লোকে মিসর হইতে মিছ্‌রি (কন্দ) লইয়া এই স্থানে আসিয়া বন্ধুগণকে উপহার দেয়। যদিও আমার হাত সেই মিছরি হইতে খালি, তথাপি আমার মিছরি হইতে মিষ্টতর বাক্য আছে। (বুস্তা)।

হাফিজ (১৪শ শতক)—প্রিয়তমের অধরের মাধুর্য্য বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—

گفتم خراج مصر طلب می‌کند بت

আমি বলিলাম, তোমার অধর মিসরের খাজনা তলব করে। (দীবান)। এই শ্লোকার্দ্ধে মিসরের খাজনা অর্থে মিসরজাত মিছরী বুঝাইতেছে।

রক, রোয়াক (সং রুড়িকা) ইতি। আ০ رواق রবাক্‌।

লেপ (সং লিপ্ত হইতে) ইতি। আ০ লিহাফ।

লোচ্চা (সং লুব্ধ ? বোধ হয় সং লস ধাতু হইতে) ইতি। আ০ লিস্‌স (চোর) হইতে কিংবা সং লম্পটক হইতে।

১। Français—উচ্চারণ ফ্রাঁসে। আরবী ও ফারসী فرانساوی ফরন্‌সবী, فرانسه ফরান্‌সা হইতে আসাই সম্ভব।—প০ সং।

২। ইউরোপীয় শব্দ Frank (জাতি, Teuton জাতির শাখা, ফ্রান্সে উপনিবিষ্ট) পশ্চিম ইউরোপের (ইটালী, ফ্রান্স, জর্ম্মাণী, স্পেন, গ্রেট-ব্রিটেন) অধিবাসী অর্থে তুর্কী ও আরবীতে فرنگ = فرانک فرنج ফরঙ্গ, ফরাঙ্ক, ফরঙ্গ, ফরঞ্জ প্রভৃতি। তাহা হইতে ফার্সী, ও ফা০ হইতে হিন্দী ফিরাঙ্গী, বা০ ফিরিঙ্গি (তুং বিলাতী—বিলিতি)।—প০ সং।

৩। পালি 'মচ্ছণ্ডী,' সং মৎস্যণ্ডী।—প০ সং।

শালগম (শালগ্রাম হইতে ?) ইতি। ফা০ শল্গম হইতে।

শিরনী, শিন্নী (ফা০ শীর। সং ক্ষীর) ইতি। ফা০ শীরীনী (মিষ্ট) শব্দজাত।

শের (সং শরারু—শরা হইতে) ইতি। ফা০ সের। ৪০ সেরে তাব্রিজের এক মন হয়।

ষাণ (সং পাষাণ) ইতি। অ০ সহ্ন।

সাবান, সাবাং (ফরাসী Savon) ইতি। আ০ সাবুন-শব্দজাত [১]

সামনে (সং সম্মুখ হইতে উর্দ্দ হি০ সাম্না) ইতি। সং সম্মুখীন হইতে।

সালন (সং সলবণ ? হি০। শালন—বৈষ্ণবকে) ইতি। ফা০ সালন।

সিপী, সিপ (সং সাপ—যজ্ঞার্থে নৌকাকার পাত্র। সং প্রা০ সিপ্পী) ইতি। সং শুক্তি শব্দ হইতে সং প্রা০ সিপ্পী হয়।

সোনামুখী (আ০ সেনা। ইত্যাদি) ইতি। আ০ ফা০ সেনাএ মক্কী (মক্কাজাত সেনাক্ক) শব্দজাত। তু০—আলু বোখারা, খোরাসানী যমানী ইত্যাদি।

হদ্ হদ্ (হি০। বোধ হয় ই০ Hoopoo হইতে) ইতি। আ০ হুদ্ হুদ্।

হেট, হেঠ (সং অধঃ) ইতি। সং অধস্তাৎ।[২] তাহা হইতে সং প্রাং হেট্ঠ। অধঃস্থল হইতে প্রাং হেট্ঠিল হইত।

ওলন্দাজ (ইং Holland-Dutch) ইতি। ফ্রেঞ্চ Hollandaise (H অনুচ্চারিত) শব্দজাত।

এলেমান—ণ (আং আলেমান)। শিক্ষিত। ইতি। এলেমান ফ্রেঞ্চ Allemands (উচ্চারণ—আল্মাঁ) শব্দজাত। অর্থ—জারমান জাতি।

প্রায় সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক অনুসন্ধান করিয়া ভ্রম ত্রুটি আবিষ্কার করা সহজ কথা নহে। উপরে যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ত্রুটি দেখান গিয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্যান্য শব্দের ব্যুৎপত্তিতেও ভ্রম থাকিতে পারে। হয় ত সেগুলি আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। আশা করি, সুধীবৃন্দ পক্ষপাতশূন্য হইয়া এই সমালোচনার আলোচনা করিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

নমু বক্তৃবিশেষনিস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ।

মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্

১। আরবী 'সাবুন' ইউরোপীয় ভাষা হইতে গৃহীত। মূল শব্দটি টিউটনীয় ভাষার; ই০ sap= বৃক্ষ-নির্য্যাস এই শব্দ হইতে জাত; রোমানেরা এই শব্দ গ্রহণ করে; রোমানদের ভাষা লাটিনে ইহার রূপ sapo, sapon; তাহা হইতে ফরাসীর savon, এবং সম্ভবতঃ ফরাসী হইতেই আরবী ও বাংলাতে শব্দটি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পং সং।

২। প্রা০ 'হেট্ঠ', অধঃস্থল।—পঃ সং।

অকার-তত্ত্ব

ভগবান্ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে তাঁহার একটি নাম বি ষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক। আমাদের শাস্ত্রে অকার বিষ্ণুকে বুঝাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (১০-৩৩) বলিয়াছেন, "অক্ষরাণাম্ অকারোঽস্মি," অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অ কা র। ইহা অতি সঙ্গত; কারণ, যদি কোনো একটি মাত্র অক্ষরে তাদৃশ ব্যাপক ভাব প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে অকার ছাড়া আর কিছু নাই। শ্রুতিতে (পূর্ব্বোক্ত গীতা-শ্লোকের শ্রীধরাদি-কৃত ব্যাখ্যায় ধৃত) ঠিকই বলা হইয়াছে, "অকারো বৈ সর্বা বাক্।"—অকারই সমস্ত বাক্য। বস্তুত শব্দ-রাজ্যে অকারের ন্যায় ব্যাপক স্বর নাই। ইকার ও উকার ছাড়া এমন কোনো শব্দ নাই, যেখানে কোনো-না-কোনো রূপে অকার না আছে। অ, ই, উ, এই তিনটি মূল স্বর। মনে হয়, ইহাদের মধ্যে অকারকেই প্রথম উচ্চারণ করিয়া শব্দশাস্ত্রজ্ঞেরা[1] অপর দুইটি স্বর অপেক্ষা ইহার এই গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বর্ণমালায় ইহাকে অগ্রে উচ্চারণ করিবার আরো এক কারণ আছে। শরীরের ভিতরে কোষ্ঠস্থ বায়ু মুখবিবর দিয়া বাহির হইবার সময় বাগ্‌যন্ত্রের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে প্রতিহত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ উৎপাদন করে। ঐ বায়ু কণ্ঠে আহত হইলে অ, তালুতে আহত হইলে ই, এবং ওষ্ঠে আহত হইলে উ হয়। কণ্ঠ, তালু ও ওষ্ঠ, এই তিন স্থানের মধ্যে কোষ্ঠস্থ বায়ু বহির্নির্গমনের সময় প্রথমে কণ্ঠে, পরে তালুতে এবং সর্ব্বশেষে ওষ্ঠে গিয়া লাগে, এবং সেই ক্রমে অ, ই, উ, এই তিনটি ধ্বনি হয়। এই জন্য স্বরবর্ণের প্রথমেই অকারকে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যথা ক্রমভঙ্গ হইত।

ভাল, এই অকারের আসল উচ্চারণটা কিরূপ? আমার কোনো নব্য শ্রোতা শুনিয়া বলিতে পারেন যে, এ আবার কিরূপ প্রশ্ন, অকারের উচ্চারণ ত সকলেরই জানা আছে। আমি তাঁহাকে বলিব, আমরা যেরূপে ইহাকে উচ্চারণ করি, তাহা আমাদের বাঙ্‌লা ভাষায় ঠিক হইলেও মূলত তাহা ঠিক নহে। ই—ঈ, উ—ঊ, এখানে ই'র দীর্ঘ ঈ, ও উ'র দীর্ঘ ঊ, ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, এইরূপ অ'র দীর্ঘ অ⁻[2], ইহাই হওয়া কি উচিত নহে? কিন্তু আমরা অ'র দীর্ঘ অ⁻ না করিয়া, করি আ। ইহা হইতে পারে না। মণি+ইন্দ্র, এখানে উপর্য্যুপরি দুইটি ইকার একটু দ্রুত উচ্চারণ করিলে স্বভাবতই ঐ ই-ধ্বনি মিলিত হইয়া দীর্ঘ হইয়া পড়ে, তাই আমরা পৃথক্-পৃথক্ দুইটা ই না লিখিয়া একটা দীর্ঘ ই (অর্থাৎ ঈ) লিখি সুবিধার জন্য। ব্যাকরণে ইহাকেই সন্ধি বলা হয়। এখন যদি অ'রই দীর্ঘ আ হয়, তাহা হইলে,

১। ভারতীয়, ইরানীয়, স্লাভোনিক, কেলটিক, হেলেনিক, ইটালিক, টিউটনিক ও সেমেটিক ভাষাসমূহের বর্ণমালার প্রথমেই অকার আছে।

২। অর্থাৎ দীর্ঘ অ। বাঙ্‌লায় দীর্ঘ অ সূচনার জন্য আমি এইরূপ (অ⁻) বর্ণ লিখিতে প্রস্তাব করিয়াছি। পরে প্রকাশ্য বা ঙ্‌ লা র স্ব র ব র্ণ নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অ'র পর আর একটা অ লিখিয়া একটু দ্রুত উচ্চারণ করিলে পূর্ব্বের ন্যায় আ-ধ্বনি পাওয়া উচিত ; কিন্তু তাহা আমরা পাই না। পরীক্ষা করা যাউক। ত ব+অ ধী ন, এখানে যতই দ্রুত করিয়া বা যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে, (অবশ্য আমাদের বাঙলায় প্রচলিত উচ্চারণ রক্ষা করিয়া) ঐ অকার দুইটা উচ্চারণ করা যাউক না, আমরা আ-ধ্বনি বা আকার শুনিতে পাই না ; যাহা পাই, তাহা অ'রই দীর্ঘ। কিন্তু শব্দশাস্ত্রবিদেরা বলেন, ঐ অ দুইটা মিলিলে আ-ধ্বনি শুনা যাইবে। তবে এখানে কি বলিতে হইবে ? ইহাই বলিতে হইবে যে, আমরা অকারের যে উচ্চারণ করি, তাহা অবিকৃত নহে, বিকৃত। আচ্ছা, তবে তাহার অবিকৃত উচ্চারণটি কি ? প্রথমত অনুমান করিয়া বুঝুন। ত ব+অ ধী ন=ত বা ধী ন, এখানে সন্ধিযোগ্য অকার দুইটার এরূপ একটা ধ্বনি থাকা চাই, যাহাতে ঐ দুইটাকে পরে পরে দ্রুত উচ্চারণ করিলে একটা দীর্ঘ ধ্বনি হইয়া আকার-রূপে আমাদের শ্রবণ-গোচর হয়। যেখানে দুইটা হ্রস্ব স্বর মিলিয়া একটা দীর্ঘ ই (ঈ) হয়, সেখানে ঐ হ্রস্ব স্বর দুইটা যেমন হ্রস্ব ই ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, সেইরূপ দুইটা হ্রস্ব স্বরকে মিলাইয়া যেখানে আমরা দীর্ঘ আ পাইতেছি, সেখানে ঐ হ্রস্ব স্বর দুইটা হ্রস্ব আ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, এবং ইহাই অকারের মূল অবিকৃত উচ্চারণ। হ্রস্ব আকারও যা, আর অকারের মূল উচ্চারণও তা, ইহার মধ্যে কোনো ভেদ নাই, থাকিতেও পারে না।

অকারের উচ্চারণে অতি বহু পূর্ব্বেই গোলমাল হইয়াছে, আমরা ইহা একটু আলোচনা করিয়া দেখিব। অকার দুই প্রকারে উচ্চারিত হয় ; গলার ফাঁকটা (গলবিবর) সংবৃত অর্থাৎ সঙ্কুচিত করিয়া, আর তাহা বিবৃত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া বা খুলিয়া। আ উচ্চারণ করিতে আমাদের গলার ফাঁকটা যে ভাবে থাকে, যদি ঐ ভাবে অ উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে ঠিক হয়, এবং ঐ অকারের সহিত আকারের মিল থাকে। ভারতের প্রাদেশিক বহু আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষায় অকারের এইরূপ উচ্চারণ আছে, পরে আমরা ইহার আবার উল্লেখ করিব। বাঙলায় ইহার প্রধানত দুইটা উচ্চারণ আছে ; ঘ ট ও ঘ টী শব্দের অকারের উচ্চারণ তুলনা করিয়া দেখুন। ঘ ট শব্দের ঘকার-স্থিত অকার, আমাদের বর্ণমালা উচ্চারণের সময় অকার যেরূপ উচ্চারিত হয়, তেমনই উচ্চারিত হইতেছে, কিন্তু ঘ টী শব্দের ঘকারে হ্রস্বতম ওকার রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ঘ ট ও উচ্চারণ করিবার সময় আমরা ঘকার-স্থিত অকারকে সংবৃত করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি, উহাতেও ওকারের একটু আমেজ আছে, যেমন ইংরাজী not, hot শব্দে o বর্ণে, কিন্তু ঘ টী র ঘকারে তাহা আরো বেশী বুঝা যায়।

পাণিনির সময় যে, অকারের বিকৃত উচ্চারণ খুবই প্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহার ব্যাকরণের সর্ব্বশেষ সূত্র (৮-৪-৬৮) দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্রটির তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাকরণের পদ-সাধনের সময় (প্র ক্রি য়া য়) ধরিয়া লইতে হইবে যে, অকার বি বৃ ত অর্থাৎ গলার ফাঁককে খোলা রাখিয়া উচ্চারিত, কিন্তু ব্যবহারের সময় (প্র য়ো গে) মনে করিতে হইবে, তাহা সং বৃ ত

১। বা ঙ লা র স্ব র ব র্ণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ গলার ফাঁককে সঙ্কুচিত করিয়া উচ্চারিত।১ প্রাতিশাখ্যসমূহেও২ এইরূপ উক্ত হইয়াছে। সংবৃত উচ্চারণ হইতে ক্রমশ ইহার ওকারের ন্যায় উচ্চারণ আসিয়া পড়ে। গ্রীক শব্দসমূহ সংস্কৃতে ও ভারতীয় শব্দসমূহ গ্রীকে যেরূপে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের কতকগুলি দেখিলে মনে হয়, এখানকার অ গ্রীকদের কানে ও, এবং তাহাদের অ এখানকার কানে আ বলিয়া ঠেকিয়াছে।৩ চ ন্দ্র গু প্ত গ্রীকে লিখিত হইয়াছে—স ন্দ্রো ক্ত তো স্ (Sandrokuttos); গ্রীক hora সংস্কৃতে হো রা, apoklima সংস্কৃতে আ পো ক্লি ম। চীনারা নিজ অক্ষরে যে সকল সংস্কৃত শ্লোকাদি লিখিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায়, সংস্কৃতের অকার-আকার উভয়েরই স্থলে প্রায়ই ওকার লিখিত হইয়াছে। যেমন, গণ্ডীস্তোত্রগাথার (Bibliotheca Buddhica XV. Kiench'ui-fan-tsan, Verse III, l. 10, pp. 7, 59) ল লি ত তু ঙ্গ ল ভা-লা স (ঁ) লী লা শব্দটি তাহাতে লিখিত হইয়াছে—লো লি তো পু ঙ্গ৪ লো তো লো স লি লো।

পাণিনি-প্রাতিশাখ্যেরও বহু পূর্ব্বে অকারের এই বিকৃত উচ্চারণের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য :—ষ ট্+দ শ=ষো ড় শ (অথর্ব্ব, ৩, ২৯, ১); ষ ট্+ধা=ষো ঢা (০ ক্ত্যা, ঋ, ৩, ৫৫, ১৮); √ ব চ্ হইতে বো চা ম (লুঙ্ উ-বহু, ঐ); √ ব হ হইতে বো ঢুং (০ ক্তব, ঋ, ৮, ৫, ১০), আবার ঐ অর্থেই ব হ তং পদও তাহারই নিকটে প্রযুক্ত হইয়াছে (ঋ, ৮, ৫, ১৫); √ ব হ ধাতুর এইরূপ আরো পদ আছে, যথা, বো ঢ় বে (ঋ, ১, ৪৫, ৬ ইত্যাদি), বো ঢ়া (ঋ, ৭, ৬৯, ১)। বৈদিক সাহিত্যে √ স হ্ হইতে সা ঢ় (√ সহ+ক্ত, অথর্ব্ব, ৫, ৩০, ৯), সা ঢ়া (√ স হ+তৃ, ঋ, ৭, ৫৭, ২৩); কিন্তু পরে ইহার স্থানে সো ঢ়, সো ঢ়া, সো ঢ় ব্য ইত্যাদি পদ হইয়াছে। পাণিনি তাই সূত্র করিতে বাধ্য হইয়াছেন—√ সহ্ ও √ ব হ্ ধাতুর অ স্থানে ও হয় (৬, ৩, ১১২; দ্রষ্টব্য ঐ ১১৪) √ ব চ্ ধাতুর বো চা ম পদ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, ইহার লুঙ্ অ বো চ ৎ ইত্যাদি পদে ওকার লৌকিক সংস্কৃতেও সুস্পষ্ট (পাণিনি, ৭, ৪, ২০)। এই সঙ্গে ষ ট্+দন্ত্ হইতে জাত ষো ড় ন্ শব্দটিও আলোচ্য। দে বঃ+অ ত্র=দে বো ত্র, ইত্যাদি স্থলে সন্ধিতে যে ওকার হয়, তাহাও অকারের পূর্ব্বোক্ত উচ্চারণই সূচনা করিতেছে।

অবেস্তার ভাষায় অকারের এই ওকারের ন্যায় উচ্চারণ বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত শব্দকয়টি দ্রষ্টব্য :—

১। পাণিনির প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় বার্ত্তিককার ও ভাষ্যকারও ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অকারস্য বিবৃতোপদেশ আকারগ্রহণার্থঃ" (বার্ত্তিক); "নৈব লোকে ন চ বেদেঽকারো বিবৃতোঽস্তি, কস্তর্হি? সংবৃতঃ।"

২। বাজ, প্রা, ১-৭২; অথ, প্রা, ১, ৩৬।

৩। See Macdonell's Vedic Grammar, p. 6; Bopp's Comp. Vol. I. p. 3.

৪। অকার ও ব-কার-হিত অ—এ; ভ—প; দীর্ঘ ঈ, ঊ নাই।

সংস্কৃত	অবেস্তা
ব সু	বো হু (উত্তম)
ম ক্ষু[১]	মো যু (দ্রুত)
ধা ম সু	দা মো হু (জীব-সমূহে)

অবেস্তার মো ঘি (=ম গী, a Magian, a priest) শব্দ তাহার ম জ্. (=সং ম হ ৎ) হইতে হইয়াছে। এইরূপ ইহার √ মো রে দ সংস্কৃতের √ ম্র দ (মৃ দ্) ভিন্ন কিছুই নহে।

পালিতে সংস্কৃত শব্দের অনুকরণে কয়েকটি শব্দে অ-স্থানে ওকারের উদাহরণ পাওয়া যায়; যেমন, সো ল্ স (ষোড়শ), উ স্ সো ল্ হি (উৎসোঢ়ি)। প্রাকৃতে অনেক আছে। যথা—সংস্কৃত ব দ র হইতে (* ব অ র=) বো র; ব্, বী তি (* ব্র ব তি) হইতে (* ব অ ই =) বো ই (ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা, ২·৪·৬৬)। প্রাকৃত বো ল্ল, বো ল্ল ই প্রভৃতি শব্দও এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়। যদিও প্রাকৃত ব্যাকরণসমূহে ইহা (বোল্ল) √ ক থ স্থানে আদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি ইহা যে, √ ব দ্ ধাতুরই সহিত সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বাঙ্লা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি বহু প্রাদেশিক ভাষায় ইহা হইতে বো ল কথাটা প্রচলিত আছে। সংস্কৃতের অ দ স্ শব্দের যেখানে অ সৌ পদ হয়, প্রাকৃতে (সিংহরাজ, ২২·৪৫ ; হেমচন্দ্র, ৮·৪·৩৬৪) সেখানে তাহার স্থানে ও ই হইয়া থাকে। প দ্ম প্রাকৃতে পো ম্ম (বিকল্পে প উ ম);[২] অ র্পি ত=ও প্ পি অ; অ র্প য় তি=ও প্ পে ই, বিকল্পে অ প্ পে ই (হেম, ৮·৪·৬৩; শুভ, ১·২·৩০; ত্রিবিক্রম, ১·২·১৩); ব ক্ত ব্য=বো ত্ত ব্ব, ব ক্ ৎ=বো ত্ত ৎ ও বো ত্ত্ ণ (হেম· ৮·৪·২১১ ; লক্ষ্মীধর, ২·৪·৪৪ ; সিংহরাজ, ১৭·৬); ন ম স্কা র=ন মো ক্কা র, প র স্প র=প রো প্প র (হেম· ৮·১·৬২ ; শুভ, ১·২·৩১)। এই সকল স্থানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অকার ওকার হইয়াছে। আ র্দ্র পালিতে ও প্রাকৃতে অ ল্ল, কিন্তু প্রাকৃতে আবার ইহার আত্ত অকারটা ও হইয়া ও ল্ল হইয়া গিয়াছে। আ র্দ্র হইতে প্রাকৃতে অ দ্দ পদও হয়, ইহারও আবার পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ব্ব অকারটা ও হওয়ায় ও দ্দ· শব্দও ইহাতে রহিয়াছে (হেম· ৮·১·৮২ ; শুভ, ১·২·২৭ ; লক্ষ্মীধর ১·২·২৭ ; ত্রিবিক্রম, ১·২·২৭)। প্রাকৃতে বো (য-স্), সো (স-স্), কো (ক-স্) প্রভৃতি পদে যে ওকার হয়, তাহাও এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয়।

কেবল বাঙ্লা নহে, ভারতের প্রাদেশিক বহু ভাষার মধ্যে অকার স্থানে ওকার দেখা

১। ইহা বৈদিক সংস্কৃত (Cf. Latin *mox*), ইহার লৌকিক সংস্কৃত ম ঙ্ ক্ষু। অনুনাসিকের আগম সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—প ক্ষ (ন্) চোখের পাতা ও পু খ (বাণের নীচেকার পাখীর পালক) বস্তুত পক্ষ ভিন্ন কিছু নয়। আবার ল ক্ষ্ম, ল ক্ষ্ম ণ বস্তুত ল ক্ষ, ল ক্ষ ণ ভিন্ন কিছু নহে। তুলঃ—প ক্ষী হইতে প খী, ক ক্ষ হইতে কাঁ খ, ইত্যাদি।

২। অ স্থানে ওকারের দৃষ্টান্তে এ উদাহরণটা সঙ্গত না হইতেও পারে; কারণ, প দ্ম—প দু ম—প উ ম—পো ম—পো ম্ম; যথা, প্রে ম—পে ম—পে ম্ম, হেম, ৮, ২, ৯৮-৯৯।

৩। হিন্দীতে ইহা হইতেই ও দ, ও দা (ভিজা অর্থে)।

যায়। প্রথমে বাঙলারই কয়েকটা পদ দেখাই :—নি স্ত ল (পালি নি ত্ত ল) হইতে, নি টো ল, এইরূপ ম ণ্ড ল=(ম ড় ল=) মো ড় ল; ব র টা=(*ব ল তা=১) বো ল তা, আবার কোথাও ব র টা হইতেই বো র্ লা এবং বো লা; ভ্র ম র=(ভ ম র=) ভো ম রা; ম হ ত্ত (মহৎ)=মো হ ন্ত; প্র ভা=(প হা=) পো হা (রাত পো হা ই ল); ক ন্দ ল=কোঁ দ ল; প্র জা ব তী=(*পআঅতী=) পো য়া তি; ভ গি নী=(ভ ই নী =ব হি নী=ব হি ন=ব ই ন=) বো ন; ক্ষ য়=(খ য়=) খো য়, (খো য়া ই ল =ক্ষয় করিল); উ জ্জ্ব ল (ল)=(উ জ র=) উজর=উ জো র (শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, পরিষৎ, ১৩২২, পৃ০ ২০৪); স ঁ পি (=স ম র্পি)=সোঁ পি (ঐ, ২০৬ পৃ০); গ ভী র= (গ হী র=) গো হি র (শূন্যপুরাণ, পরিষৎ, ৫৫ পৃ০); স ম র্থ=(স ম থ=) সো ম ত্ত (যেমন, সো ম ত্ত মে য়ে)।[২]

মরাঠীতে ব র্ক র=(ব ক র=) বোকড় (ছাগল); বকুল=বো ক ল্ (ব কু ল শব্দও আছে); অ ঞ্জ লি=ও ঞ্জ ল, ও ঞ্জ ল; প বি ত্র=পো ব র্তে; প্র বা ল=পো ব লেঁ (পলা); ভ্র ম র=ভোঁ ব র, ভোঁ র; ভ্র ম ণ=ভো ব ণেঁ; গ্র হ ন=গো ব ণেঁ; ইত্যাদি।

গুজরাটীতে ক ল ম (ধান্যবিশেষ)=কো ল ম; ক পি লী (ক পি লা গাই)= (ক বি লী=ক ই লী=) কো লী; ক র্ত (ন)=(*খ র ত=খ ত র=) খোতর (খোতরবুঁ, কর্তন করা, বাঙলা ক ত রা ন); খ র (গাধা)=খো লো; প র্প ট (কোনো ধাতু প্রভৃতি দ্রব্যের উপরের আবরণ)=(প প্প ট=প প্প ড়) পো প ড়ো; পক্ব=(প_ক) পো ক (ভাজা চাল প্রভৃতি); প্র হ র=(প হ র=) পো হ র, এবং (=পো অ র=) পো র; ভ য়=(ভ অ=) ভো; ব হ্ (প্রবাহ)=(ব অ=) বো; ম হা র্ঘ= (মঁহ গ্‌ঘ=) মো ঘু; হ ল=হো ল; ম হ ব ত (আরবী, প্রীতি-প্রণয়)=মো হ ব ত।

অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও আছে। হিন্দীতে যথা, অ হো=ও হো; অ হ হ=(অ অ হ=) ও হ; ক ক্ষ=(ক চ্ছ=) কোঁছ, কোঁছী (স্ত্রীলোকদের আঁচলের এক কোণ, তুলঃ—বাঙলা কাছা); খ র্প র (ক র্প র)=(খ প্প র=) খো প ড়ী (গুজরাটী, পাঞ্জাবী, বাঙলা খো প রী, মারাঠী খোঁ প রী); ব র টা=(ব অ টা) (বাট একরূপ ফড়িং)। মৈথিলীতে ম সী (লিখিবার কালী)=মো সী; ম শ ক=(ম স অ=) মো স, মোঁ স;

১। পাবনায় ব লা (সা, প, পত্রিকা, ১৩১৪, ২৯ পৃ)।

২। বাঙলার বিভিন্ন-বিভিন্ন অংশের ভাষায় অকারকে ওকার করিবার রীতি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১৪, ১৯৮-২০৪ পৃঃ) পাবনায় যে গ্রাম্য শব্দসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে এই কয়টি শব্দ এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় :—ন ন্দ=ন নো দ, কা ত ল,=কা তো ল, ক ম ল=কো ম ল, ম ণ্ড প= মো ণ্ড প; ম ণ্ডা=মো ণ্ডা, প ব ন=পো ব ন। খুলনায় ক দ লী=কো দ লী, ক ম লা=কো ম লা। অন্যত্রও ইহার অভাব নাই।

ষ ণ্ম খ=(ছ মু হ=) ছো মু হ (কার্ত্তিকেয়)। সিন্ধীতে অকারান্ত বহু শব্দ ওকারান্তরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে; যেমন, চ তু র্থ=(চ উ থ) চো থো ; শি থি ল=(সি ঢি ল= সি-লোপে ঢি ল ; ল=র, ঢি র= ঢি রো, অথবা চ রো ; বি র ল=বি র্‌ লো, গৌ র= গো রো। উড়িয়ার যথা, ব ধূ=বো হূ ; স রি ষা (স র্ষ প)=সো রি ষ ; ঘর্ষণ করিয়া অর্থে ঘো ষা রি (বাং ঘেসারিয়া); √ ব হ হইতে বো হি বা (=বহা); বো হি (=বহিয়া); √ খন্‌ হইতে √ খোল, যেমন, খো লি বা (খনন করা) ; √ ম স্থ্‌ বা ম থ্‌ হইতে √ মাহ, যেমন মো হি বা (=মন্থন করা) ; বাং ন হে স্থানে নো হে ; ন হি লে স্থানে নো হি লে।

সিংহলীতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, অ ব ল (বলহীন)=ও ব ল ; অ হো= ও হো ; অ ব ট (গর্ত্ত)=ও ব ট ; ক পো ল=কো পো লো, কো পু ল ; ক র্প র= (ক প্প র=) কো প্প র ; প্র ভ ব ন=(প হ অ ণ=) পো হো নো, পো নে (পর্য্যাপ্তি, sufficiency) ; ব ল্ক ল=(ব ক্ক ল =) বো ক ল (বাঙ্‌লা বা ক ল, বো থ লা); ব হু=বো হু ; ভ ক্ত=(ভ ত্ত=ব দ্দ ; ভ=ব, ত=দ ; বদ্দ=) বো দু (ভাত); স মী প=সো মী প ; ভ দ্র=(* হ ন্দ=) হো ন্দ (ভাল, উত্তম, মঙ্গল)।

এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, অকারের ওকারের ন্যায় উচ্চারণ-প্রথা উত্তর-ভারতে বৈদিক কাল হইতেই আরম্ভ হইয়া বৈদিক ভাষা হইতে ক্রমে-ক্রমে প্রাদেশিক ভাষা-সমূহে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতের যে সমস্ত প্রাদেশিক ভাষা আর্য্যভাষামূলক, তাহাদের সকলেরই মধ্যে কম-বেশী, কিছু-না-কিছু, এই প্রথার পরিচয় পাওয়া যাইবেই। উত্তরাপথ হইতেই ইহার উৎপত্তি ; উত্তরাপথের প্রাচীন ভাষা এখন দক্ষিণাপথের মধ্যে, যে-কোনো-রূপেই হউক, যেখানে-যেখানে রহিয়াছে, সেখানে-সেখানে এই প্রথার চিহ্নও থাকিয়া গিয়াছে।

বলিয়াছি, বাঙ্‌লায় অকারের সাধারণ উচ্চারণ ইংরাজী hot, not শব্দের o বর্ণের ন্যায়। ইংরাজী hot ও বাঙ্‌লা হড়-হড় শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেখিলেই ইহা বেশ বুঝা যাইবে। আসামীতে ঠিক বাঙ্‌লারই মত, উড়িয়াতেও সেই প্রকার। কোঙ্কণীতে (বোম্বাই-অঞ্চলে প্রচলিত ভাষায়) ও রাজস্থানীয় দেশভাষাসমূহেও অকার এইরূপ উচ্চারিত হয়; তবে যেখানে-যেখানে মারাঠীর প্রভাব বেশী, সেখানে মারাঠীরই মত করা হয়।[১] হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী ও মারাঠীতে ইহার উচ্চারণ, ইংরাজী nut, but শব্দের uএর মত। সিংহলীতেও এইরূপ।[২] তেলেগু ও মালয়ালম্‌ ভাষাতেও এই প্রকার শুনিয়াছি।

১। Grierson's Linguistic Survey of India, vol. VII. pp. 10, 21 ; vol. IX. p. 2. এক দিকে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা, অপর দিকে রাজস্থান ও কোঙ্কণ, ইহাদের মধ্যে এই উচ্চারণ-সাম্য কিরূপে হইল, অনুসন্ধেয়। এ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের (anthropologists) সাহায্য আবশ্যক।

২। স্বয়ং শুনিয়া এইরূপই মনে করিয়াছি, এবং De Silva'র কথাতেও (Hand Book of Sinhalese Grammar, p. I.) ইহাই বুঝায় ; তিনি বলিয়াছেন, অকারের উচ্চারণ mamma শব্দের প্রথম a'র মত।

মনে হয়, বঙ্গভাষাতেও পূর্ব্বে স্থানে স্থানে অকারের এইরূপ খোলা উচ্চারণ ছিল। বাঙ্‌লায় অ কা ল (দুর্ভিক্ষ) অর্থে আ কা ল, অ কা চা অর্থে আ কা চা, অ কা টা অর্থে আ কা টা, অ গাঁ থা অর্থে আ গাঁ থা, ইত্যাদি শব্দ সুপ্রচলিত। এইরূপ অ ঙ্গা র স্থানে আ ঙ্গা র (শূ, পু, ১০৬ পৃ), অ ব স্থা স্থানে আ ব স্থা (তুলঃ—দু রা ব স্থা ; শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে, পৃ ১৯, ইত্যাদি, আ ব থা) ; অ ভা গী স্থানে আ ভা গী (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ৩৬১ ; আ ভা গি নী, ৩৪৪, ৩৪৬) শব্দও বাঙ্‌লায় প্রসিদ্ধ। সংস্কৃতের কি ম্পা ক ফল বুঝাইতে বাঙ্‌লায় মা কা ল শব্দ চলিত আছে ; ইহার পূর্ব্ব রূপ মা হা কা ল (মালদহে এখনো বলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও, পৃ ১৪৩, আছে) মূল রূপ ম হা কা ল।[১] ইহা দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে এই সকল শব্দে অকারের খোলা উচ্চারণই ছিল, তাহাই ক্রমে একটু দীর্ঘ হইয়া অথবা দীর্ঘ না হইয়াই পরবর্ত্তীদের কানে আকার হইয়া ঠেকিয়াছে ও সাহিত্যেও তদনুরূপ লিখিত হইয়াছে। যে সকল বাঙালী হিন্দুস্থানী বা মারাঠী প্রভৃতির উচ্চারণ শুনিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, প্রসারিতভাবে উচ্চারিত অকার কেমন আকারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন (শব্দকথা, ১১ পৃ), তিনি এক বিহারী পণ্ডিতের উচ্চারিত ম ম শব্দকে মা মা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বৈদিক পণ্ডিতেরা যখন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করেন, তখন পার্শ্ববর্ত্তী শ্রোতারা স্পষ্ট শুনিতে পাইবেন, "তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য", "তস্মাদিত্যুত্তরস্য", "অলোহন্ত্যস্য", "হশি চ" "খরি চ," ইত্যাদির অন্ত্য অকারটা আকার উচ্চারিত হইতেছে :—"পূর্ব্বস্যা" "উত্তরস্যা", "অন্ত্যস্যা," "হশি চা" ইত্যাদি।

দুর্ভিক্ষ অর্থে অ কা ল শব্দ হিন্দী ও উড়িয়ায় (০ক্‌) আছে, (পাঞ্জাবীতে কাল, বাঙ্‌লা ও আসামীতে আ কা ল।[২] এখানে যদি কেহ বলেন, অকারের উচ্চারণ হিন্দীতে খোলা। হিন্দীতে এইরূপে উচ্চারিত অ কা লে'র অকার বাঙালীর কানে আ ঠেকিয়া, তাহার নিকট আ কা ল শব্দ হইয়াছে এবং সেই সাদৃশ্যে আ কা টা প্রভৃতি নিষেধবাচক শব্দগুলি বাঙলায় দেখা দিয়াছে, তবে, তর্কের খাতিরে নিষেধবাচক শব্দগুলির সম্বন্ধে এ কথা মানিয়া লইলেও আ ম ল (চণ্ডীদাস) প্রভৃতি ভাববাচক শব্দসমূহের জন্য অপর সমাধানের আবশ্যকতা থাকিয়াই যায়। এই সব স্থানে বলিতেই হইবে, বাঙালীদেরও নিকটে এই জাতীয় বিশেষ-বিশেষ শব্দে অকারের খোলা উচ্চারণই ছিল। ইহাই যদি হয়, তবে আ কা ল প্রভৃতির আকারের সমাধান করিবার জন্য হিন্দীর অনুকরণ অনুমান করা নিষ্প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কথা স্বভাবতই উপস্থিত হয়। ইহাতে দেখা যায়,

১। ইহা ছাড়া এরূপ আরো বহু শব্দ আছে।

২। যোগেশ বাবু অভিধানে বলিয়াছেন, হিন্দীতেও আকাল আছে। কিন্তু নাগরীপ্রচারিণী সভার প্রকাশিত হিন্দী শ ব্দ সা গ রে পাওয়া গেল না।

অ তি, অ ধি ক, অ ন ল, অ নে ক প্রভৃতি অকারাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলেই আকারাদি লিখিত হইয়াছে; যেমন, আ তি, আ ধি ক, আ ন ল, আ নে ক, ইত্যাদি। ইহাতে অকারাদি শব্দগুলির মধ্যে মোট ৮৯টি মাত্র অকারাদি করিয়াই লিখিত হইয়াছে, এবং অন্যূন ৩৮৮টির আগু অকার স্থানে আকার করা হইয়াছে। অ ন ল লিখিত হইয়াছে ১ বার, কিন্তু আ ন ল লিখিত হইয়াছে ১৪ বার, অ তি আছে ১ বার, কিন্তু আ তি (তী) আছে ২৩ বার। আ ধি কা র (৯ বার), আ তি শ য় (১০ বার) প্রভৃতি বহু শব্দের মূল রূপ অ ধি কা র, অ তি শ য় প্রভৃতি তাহাতে মোটেই পাওয়া যায় না, সর্ব্বত্রই আকার লিখিত হইয়াছে। অ-স্থানে আ লেখার অনুপাতটা এ পুস্তকে কিরূপ, তাহা ইহাতেই বুঝা যাইবে। ইহার কারণ কি? লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বাঙ্‌লায় অ-কার ও আ-কারের উচ্চারণে প্রচুর ভেদ, এবং যে-কোনো লোকের কানে ইহা সুস্পষ্টভাবে ঠেকে। হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণটা বাঙ্‌লা-প্রভৃতিতে সাধারণের নিকট যেমন সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অকার-আকারের উচ্চারণটা তেমন নহে। অতএব লিপিকরের এরূপ ভ্রম করার কারণ দেখা যায় না। তাই মনে হয়, স্বয়ং রচয়িতার কথা যদি আপাতত ছাড়িয়াই দেওয়া যায়, তাহা হইলে, যে লেখকের পুঁথিখানি আমরা পাইয়াছি, অন্তত তাঁহার কানে যে, অকারের উচ্চারণটা হিন্দীর ন্যায় খোলা বোধ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যদি কাহারো নিকট শুনিয়া-শুনিয়া ঐ পদগুলি লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে যিনি শুনাইতে-ছিলেন, তিনি অ ন ল প্রভৃতির অকারকে খোলা ভাবেই উচ্চারণ করিতেছিলেন, বঙ্গীয় লেখক ঐ অকারকে আকার মনে করিয়া তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। আবার যখন নিজের সঙ্কুচিত উচ্চারণের অভ্যাসে সেরূপ বোধ হয় নাই, তখন অকারই লিখিয়াছেন। যদি তিনি কোনো আদর্শ পুঁথি দেখিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই আদর্শ পুঁথিরও লেখকের এই দশাই হইয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি অকারের প্রসারিত উচ্চারণের সহিত পরিচিত, সে অকারকে বারংবার আকার করিয়া লিখিতে পারে না—যদিও কচিৎ কখনো এরূপ হইতে পারে। যে-কোন রূপেই হউক, অকারের প্রসারিত উচ্চারণের সহিত এই ব্যাপারের সম্বন্ধ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সংস্কারক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, (সম্পাদকীয় বক্তব্য, ১০ পৃ), "পুঁথিখানির ৭৩।২ পৃষ্ঠায় বাম পার্শ্বে তিন পঙ্‌তি কা ই তি অক্ষরে সম্ভবতঃ কাহারো নাম হইবে।"[১] কা ই তি অক্ষরের সংসর্গে বুঝা যাইতেছে; বিহারী ভাষা বা ঐ ভাষা-ভাষীর সহিত লেখকের কোনো নিকট সম্বন্ধ থাকিবে। সেই সম্বন্ধে অকার তাঁহার নিকট আকার প্রতীয়মান হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল রচয়িতাই যে, ঐরূপ লেখেন নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না।

১। এই কাইতি অক্ষরে কি লেখা আছে, বসন্ত বাবুর তাহা চেষ্টা করিয়া প্রকাশ করা উচিত ছিল। তিনি আরো ঐ স্থানে লিখিয়াছেন, "৬।২ ও ৭৩।২ পৃষ্ঠায় পা র্শী র ম ত কি লিখিত আছে।" এই লেখাটা পার্শীর মত, না ঠিক পার্শীই? পার্শী না হইলে তাহা কি? যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই বা কি? বসন্ত বাবু

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উল্লিখিত শব্দসমূহের দ্বারা বুঝা যাইতেছে, তাহার ভাষায় অকারের প্রসারিত উচ্চারণ ছিল। ইহা দেখিয়া তাহার এই জাতীয় অপর শব্দগুলিকে ইহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায় না। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পূর্ব্বপ্রদর্শিত ভিন্ন আরো অনেক আকারের প্রয়োগ রহিয়াছে ; যেমন, ক ঙ্ক ণ স্থানে কা ঙ্ক ন, এইরূপ পা ঞ্চ (পঞ্চ), না ন্দ (নন্দ), ছা ন্দ (ছন্দ), দা ন্ত (দন্ত) ইত্যাদি। এ সকল স্থলে সংস্কৃত শব্দে অকার স্থানে আকার হইয়াছে। আবার প্রাকৃত শব্দেরও এইরূপ আছে ; যেমন, সং পঙ্‌ক্তি, প্রাং প ন্তী, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পা ন্তী, ইহা হইতে পাঁ তি, ইহাও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে (১২, ৫৫) আছে।

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়েও[১] এইরূপ আছে :— আ ঙ্গ ন (=অঙ্গন, ২।২, আ ঙি না অথবা আ ঙি না এখনো চলে) ; আ ন্ত (=অন্ত, ৫।১) ; কা ঙ্ক ণ (=কঙ্কণ, ৩২।৩) ; কা পু্ র (=কর্পূর, প্রাং কপ্পূর, ২৮।৫) ; বা ন্ধ (=বন্ধ, ১।৪) ; পা ণ্ডি য়া চা এ (=পণ্ডিতাচার্য্য, ৩৬.৫) ; সা ন্ধি (=সন্ধি, ১৭।৩, স ন্ধি ও আছে, ২৮।৭) ; তা ন্তী (তন্ত্রী, প্রাং তন্তী, ১৭।১) ; সা ঙ্ক ম (=সংক্রম, প্রাং সঙ্কম, ৫।২) ; ইত্যাদি।

শূন্যপুরাণ হইতেও কয়েকটি পাওয়া যায় :—আ ঙ্গা র (=অঙ্গার, ১২৬)[২] ; তা ম্ব (তাম্র, প্রাং তম্ব, ৮২)[৩] ; তাঁ ড়ু ল (তণ্ডুল, ৬৪)[৪]।

সংস্কৃত ক ঙ্ক ণ, বাঙ্‌লা কাঁ ক ন।[৫] এখানে ক ঙ্ক ণ শব্দের ককারস্থিত অ যদি প্রসারিতভাবে উচ্চারিত না হইয়া সঙ্কুচিত ভাবে হয়, তাহা হইলে তাহার স্থানে আকার আসিতে পারে না। অথচ ইহা আসিয়াছে। প্রসারিত উচ্চারণই একটু দীর্ঘ হইয়া অকারকে আকার করিয়া ফেলিয়াছে। বলিয়াছি, সঙ্কুচিত উচ্চারণে এরূপ কিছুতেই হইতে পারে না, ইহাতে অকার

ইহা প্রকাশ করিলে ভাল হইত। আশা করি, এখনো পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহা লিখিত হইবার পরে বসন্তবাবু সাক্ষাতে বলিয়াছেন যে, তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহ তাহা পড়িতে পারেন নি।

১। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, পরিষৎ, ১৩২০। এই পুস্তকে একত্র প্রকাশিত চারিখানি পুস্তকের মধ্যে চ র্য্যা-চ র্য্য বি নি শ্চ য় কেই অতি প্রাচীন বাঙ্‌লা বলিতে পারা যায়, অন্য তিনখানিকে বাঙ্‌লা বলিয়া মনে হয় না।

২। অঙ্গারসমূহ অর্থে সংস্কৃতেও আ ঙ্গা র আছে, কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে স্পষ্টই সে অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, বাঙ্‌লার অন্যত্রও ইহার ঐ অর্থ প্রসিদ্ধ নাই।

৩। ত ম্ব হইতে তাঁ ব, তাঁ বা। হিং ত বা, গুং তা বুঁ, পং তা বা, মাং তা ব, তা বে। বাঙ্‌লার তা ম রূপ সূচনা করিতেছে, প্রাকৃত ত ম্ব স্থানে তম্ম হইয়াছে, ইহা হইতে তা ম (শূ, পু, ৪৪, ১০৪), তা ম্র। তুলনীয়, যথা—অ ম্বু—অ ম্বু—অ ম্ম—আ ম।

৪। তাঁ ড়ু ল হইতে তাঁ উ ল (শূ পু, ৬৪ পৃ), ইহা হইতে চা উ ল।

৫। মারাঠীতেও তাই ; গুজরাটীতে কাংকণী ; আবার হিং ক ঙ্গ ন, কঁ গ না ; গুং কং গ ণ, মাং কু ঙ্ক ণী।

ঐরূপেই থাকে, অথবা ইহা যদি অধিকতর সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে ওকাররূপে পরিণত হইয়া পড়ে। এইরূপেই সংস্কৃত ম ণ্ড ল শব্দ মো ণ্ড ল হয়, এবং তাহা হইতে আমরা মো ড় ল পাইয়াছি। ক ঙ্ক ণ শব্দও যদি এইরূপে উচ্চারিত হইত, তাহা হইলে ক্রমশ কো ঙ্ক ণ[১] হইতে আমরা কোঁ ক ন পাইতাম, কাঁ ক ন পাইতাম না, অথচ আমরা ইহা পাইয়াছি। কৃ ষ্ণ হইতে যখন আমাদের কা ন ও কা নু হইয়াছে, তখন বলিতেই হইবে, এখানে ক্রম-পরিবর্তনই এইরূপ :—
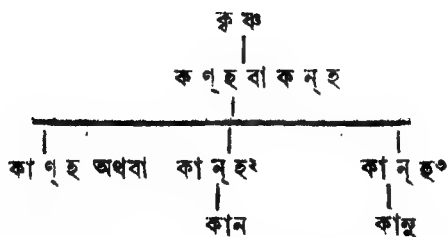
এতাদৃশ স্থলে এক দিকে প্রাকৃত (কণ্ হ), অপরদিকে প্রাদেশিক বাঙ্লা (কান—কানু); ইহাদের মধ্যস্থলে যে একটি রূপ রহিয়াছে,—যাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যাহা না হইলে পরবর্তী রূপটি হইতেই পারে না, - তাহা সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বত্র ধরা পড়ে নাই। যেমন, কা জ অর্থে কা ম শব্দটি হিন্দী, বাঙ্লা, উড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি বহু ভাষাতেই আছে, পঞ্জাবীতে ইহা ক ম। ইহা সংস্কৃত ক র্ম্ম হইতে ক্রমশ এইরূপে হইয়াছে,—ক র্ম্ম—প্রা° ক ম্ম,—*কা ম্ম—কা ম। কিন্তু *কা ম্ম কোথাও প্রযুক্ত দেখা যায় না,[৪] অথচ তাহা এক সময়ে নিশ্চয়ই ছিল, না থাকিলে কা ম কথাটা আমরা পাইতে পারি না, পঞ্জাবীর মত ক ম শব্দই আমরাও পাইতাম (পঞ্জাবীতে উচ্চারণের ভেদ আছে)। প্রাকৃতের বিকৃতির অর্থাৎ পরিবর্তনের আরম্ভ এবং প্রাদেশিক (বাঙ্লা প্রভৃতি) ভাষাসমূহের সাহিত্যের উপযুক্তভাবে উৎপত্তি, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মধ্যবর্তী শব্দসমূহ (কা ন্ হ, পা ঙ্ক, ছা ন্দ, দা ন্ত ইত্যাদি) কথিত হইত। প্রাচীন সাহিত্যসমূহের মধ্যে ইহাদের কতক-কতক প্রবেশ করিয়াছে। পরে যখন

১। দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে সমুদ্র-উপকূলে কোঙ্কণ দেশ (বোম্বাই প্রদেশ) প্রসিদ্ধ। মনে হইতেছে, এই শব্দটি পূর্ব্বোক্তরূপে ক ঙ্ক ণ হইতেই হইয়াছে। বৃহৎসংহিতায় (Bibliotheca Indica, 1865 ; ১৪,১২) কোঁ ঙ্ক ণ শব্দের পাঠান্তরে ক ঙ্ক ণ শব্দও আছে। কোঙ্কণী ভাষায় অকারের সঙ্কুচিত উচ্চারণের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মহাভারত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণেও কো ঙ্ক ণে র নাম আছে। কেহ বলেন, এই নামটি দ্রাবিড়ী-মূলক বলিয়া বোধ হয়। Imperial Gazetteer of India, (New Edition, 1908) Vol XV. p. 304. নবপ্রকাশিত রাষ্ট্রৌঢ়বংশ মহাকাব্যে, ৩'১০ (Caekward's griental Series, No. 5) কু ঙ্কু ণ শব্দ আছে।

২। প্রাকৃতপিঙ্গল (Bibliotheca Indica) ১।৯ ; মার্কণ্ডেয় (প্রাকৃতসর্ব্বস্ব, ১৭-৮) এখানকার পাঠটি ধরিয়াছেন।

৩। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন উভয় স্থানেই আছে। হিন্দী প্রভৃতিতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

৪। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়েও কা ম শব্দই আছে।

কালক্রমে শেষবর্ত্তী (অর্থাৎ কা ন, পাঁ চ, ছাঁ দ, দাঁ ত প্রভৃতি) শব্দ উৎপন্ন হইয়া চলিতে লাগিল, ভাষার প্রবাহ এই দিকেই বহিতে আরম্ভ করিল, সেই সময়ে মধ্যবর্ত্তী ও শেষবর্ত্তী উভয়ই শব্দ মিলিত হইয়া সেই সময়কার সাহিত্যে দেখা দিতে লাগিল। কচিৎ-কচিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দও তাহাতে অভ্যাস-পরম্পরায় ঢুকিয়া পড়িল। পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কণ্‌হ প্রভৃতি শব্দ যখন মধ্যবর্ত্তী শব্দসমূহে পরিণত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন তখন লিখিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না, যাইতে পারে না। ইহার অনেক পরে হইয়াছে; যখন শেষবর্ত্তী শব্দসমূহ বহুলাংশে উৎপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আর মধ্যবর্ত্তী শব্দসমূহের প্রয়োগ-অভ্যাসও পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে—সে ধারা বন্ধ হইয়া যায় নাই, তখনই ইহা লিখিত হইয়াছে। অবশ্য চর্য্যা-চর্য্যবিনিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বহু পূর্ব্বে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এক শ্রেণীর শব্দ রহিয়াছে, যাহা খাঁটী প্রাকৃত, যেমন ক ণ্ন (কর্ণ), পু ণ্ন (পূর্ণ), স রো অ র (সরোবর), পো অ (পোত, পুত্র—পুত্ত—*পোত্ত—পোত), তী থ (তিথ, তীর্থ), খীর (ক্ষীর), ইত্যাদি। আর এক রকম শব্দ রহিয়াছে, যাহা একবারে বাঙ্‌লা, যেমন, না চু নী (নর্ত্তকী), ডা ক র (ডাগর, দীর্ঘ—দী ঘ র হইতে, তুল°—দী ঘ ল) ইত্যাদি। মধ্যবর্ত্তী পা ন্তী প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। এই তিন শ্রেণীর পদ পাশে পাশে চলিয়াছে। পা ন্তী—পাঁ তি, ক ণ্ন—কা ন, পা ঞ্চ—পাঁ চ, চা ন্দ—চাঁ দ, (দীর্ঘ)—দী ঘ ল—ডা ক র, ইত্যাদি সবই একত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহারও দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনাকাল সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য সমর্থিত হইবে। অতএব পা ন্তী প্রভৃতি শব্দের আকার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনা-সময়ে যে অকারের প্রসারিত উচ্চারণ ছিল, তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে না।

প্রসঙ্গত আর একটা কথা একটু আলোচনা করা যাউক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আ চে ত ন, আ তি শ য়, আ নু ম তি ইত্যাদি শব্দের প্রথমই অকার আকার হইয়াছে, দ্বিতীয়টি হয় নাই; ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, বাঙ্‌লায় সাধারণত শব্দের প্রথম স্বরে গুরুত্ব বা ঝোঁক (stress) প্রদান করার রীতিই ইহার কারণ হইতে পারে। এই গুরুত্ব প্রদানের সহিত প্রসারিত উচ্চারণ থাকায় অনভ্যস্ত শ্রোতার নিকট অকার আকার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। আলোচ্য শব্দসমূহের দ্বিতীয় অকারে গুরুত্ব প্রদানের অভাবেই সেরূপ হয় নাই। কখনো-কখনো কারণবিশেষে গুরুত্ব-প্রদান হেতু অথবা কারণান্তরে অনাদিভূত অকারও আকার হইয়াছে দেখা যায়; যথা, অ নু প ম স্থলে অ নু পা ম[১], ইহা প্রাচীন বাঙ্‌লায় প্রচলিত এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে (৪১, ২৯৭; আবার আ নু পা মা, ১২, ৬৮)।

দেখা যায়, কখনো-কখনো ছন্দো রক্ষার জন্য অকারকে আকার করা হইয়াছে; যেমন—

১। প্রকৃত স্থলে এ শব্দটি উপযুক্ত উদাহরণ না হইতে পারে; কেন না, উ প মা স্থলে উপাম শব্দ আছে:—"রাই-কানু-রূপের নাহিক উ পা ম। কুবলয় চান্দ মিলল এক ঠাম।"—প-ক-ত, (পরিষৎ), ১১৩ পৃঃ, ২৯৯ পদ।

"ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
আ ন লে পুছিলে পন আ ন লে কাজ।"—প, ক, ত, (পরিষৎ), ১৭১পৃঃ, ২৫৪পদ।

"হরিণ ন য়া নি তেজি নিজ মন্দির
অবইতে সঙ্কেত ঠামা।"—গোবিন্দদাস ; ঐ, ২০৫পৃঃ, ৩১৯পদ।

এখানেও মূলভূত কারণ প্রসারিত উচ্চারণ।

বাঙ্‌লার ন্যায় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও অকার-স্থানে এইরূপ আকার দেখা যায়। যথা, সিংহলীতে—

সংস্কৃত	সিংহলী
অ নী ক	আ নী ক
ক পি ল	কা পি ল
ক ম্ব ল	কা ম্ব ল
ক লি ঙ্গ	কা লি ঙ্গ

হিন্দীতে—

সংস্কৃত	হিন্দী
আ ত র	আ তা র
অ ল স	আ লা স
অ মা ত্য	আ মা ত্য[১]

গুজরাটীতে—

সংস্কৃত	গুজরাটী
অ ধী ন	আ ধী ন

মারাঠীতে—

সংস্কৃত	মারাঠী
ক পা ট	কা বা ড়
ক পা ল	কা ব ল

অকারকে আকার করার এই রীতি পালি ও বিশেষত প্রাকৃতেও আছে। পালিতে যথা—

সংস্কৃত	পালি
অ ল কা	আ ল কা
অ লি ন্দ	আ লি ন্দ
প্র ক ট	(প ক ট =) পা ক ট
প্র ত্য মি ত্র	(প চ্চ মি ত্ত =) প চ্চা মি ত্ত

১। সংস্কৃত অভিধানেও ইহা উঠিয়াছে।

প্রাকৃতে উদাহরণ প্রচুর—

সংস্কৃত	প্রাকৃত
স মৃ দ্ধি	(স মি দ্ধি=) সা মি দ্ধি
অ ভি জা তি	(অ হি জা ঈ=) আ হি জা ঈ
প্র রো হ	(প রো হ=) পা রো হ
প্র সু প্ত	(প সু ত্ত=) পা সু ত্ত

ইত্যাদি অনেক। দ্রষ্টব্য—বররুচি, ১.২; হেমচন্দ্র, ৮. ১. ৪৪; শুভচন্দ্র, ১. ২. ৮; মার্কণ্ডেয়, ১.২; ত্রিবিক্রম, ১.২.১০; লক্ষ্মীধর, ১.২.১৭; সিংহরাজ, ৮.৮।

অশোকের ক ল সী-স্থিত শিলালেখেও (Rock Elliot, Kalsi) এই রীতির প্রচুর প্রভাব লক্ষিত হয়। গিরনার, শাহাবাজগড়ি, মনসেহ্‌রা প্রভৃতির লেখের সহিত কলসীর লেখের তুলনা করিলে স্পষ্টই ইহা বুঝা যাইবে। অন্যান্য লেখে যেখানে পি য়ে ন, হি দ, অ থ, স ব ত, চ, অথবা এতাদৃশ অপর কিছু আছে, কলসীতে সেখানে প্রায়ই পি য়ে না, হি দা, অ থা, স ব তা, চা, ইত্যাদি পাঠ আছে। ইহাকে আকস্মিক বলা যায় না। এখানে পূর্ব্বোক্ত বৈদিক পণ্ডিতের অষ্টাধ্যায়ী পাঠেরই কথা মনে হয়। বৈদিক মন্ত্রসমূহেরও কথা মনে পড়ে। যথা—"গৃহং গহমহনা যাত্য চ্ছা, দিবে দিবে অ ধি না মা দধানা" (ঋ°স°, ১.১২৩.৪)। এখানে অ চ্ছা = অ চ্ছ, না মা = না ম।

বৈদিক ও লৌকিক উভয় সংস্কৃতেও এইরূপ আছে। তুলনীয়ঃ—ছ গ (তৈ°স°, ৬.২.৯.৪) ও ছা গ (ঋ°স° ১.৬২.৩; বা°স° ১৯.৮৯,২১.৪০,৪১; শত°ব্রা° ৩.৩.৩.৪); ছ গ ল (তৈ°স° ৫.৬.২২.১; দ্রঃ—পাণিনি, ৪.১১.১৭) ও ছা গ ল; চ র ও চা র; প ট চ্চ র ও পা ট চ্চ র; প টী র ও পা টী র (চন্দন)[১]। সংস্কৃতে অকারের বৃদ্ধি আকার, ইহাও চিন্তনীয়।

প্রসঙ্গত একটা কথার উল্লেখ করিয়া যাইব। স্বরকে মাত্রা হিসাবে হ্রস্ব দীর্ঘ-প্রভৃতি ভেদে ভাগ করা চলে। সংস্কৃতে ইহা পুরা মাত্রায় আছে, এবং তদনুসারে লেখাও চলে। কিন্তু কেবল বাঙলায় নহে, হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতি ভাষাসমূহেও সাধারণত হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রার ভেদ তিরোহিত হইয়াছে, দীর্ঘ স্বরসমূহও হ্রস্ববৎ উচ্চারিত হইয়া থাকে—বিশেষ বিশেষ স্থল ছাড়া। একটা উদাহরণ দিই, তি নি, ন দী; এখানে ইকার উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, ঈকারও উচ্চারণ করিতে ততটুকু লাগে, বেশী লাগে না। তাই ইকার ও ঈকারের মাত্রা এখানে সমান—যদিও তাহাদের আকৃতি বা বর্ণ ভিন্ন। এইরূপে ঈ, ঊ যেমন বস্তুত যথাক্রমে ই, উ হইয়াছে, এবং এমন কি, সংস্কৃত শব্দেরও বানানে প্রাদেশিক ভাষায় ঈ ঊ স্থানে যথাক্রমে ই, উ লিখিত হয়, আকারও সেইরূপ হ্রস্ব হইয়া হ্রস্ব আকার, বা যাহা একই কথা, অকার হইয়া যায়। এই অকার অবশ্য প্রসারিত অকার। পাঞ্জাবী হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :—

১। বিচার করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, ছ গ, ছ গ ল প্রভৃতিই প্রথমে হইয়াছে।

বাঙ্‌লা প্রভৃতি[১]	পাঞ্জাবী
আ কা শ	অ কা স
কা ম (কাজ)	ক ম
কা ল (সময়)	ক ল
সা ত	স ত
সা প	স প

এখানে আবার অশোকের শিলালেখের কথা মনে পড়ে। মনসেহ্‌রা ও শাহাবাজ-গড়ির (Mansebra & Shahabazgarhi) শিলালেখে আ, ঈ, ঊ নাই, সর্ব্বত্রই ইহাদের স্থানে যথাক্রমে অ[২], ই, উ লিখিত হইয়াছে। চীনা অক্ষরে যে সংস্কৃত লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও আ, ঈ, ঊ দেখা যায় না।

এইবার অকার সম্বন্ধে আর একটা কথা আলোচনা করিয়া এই পাঠ সমাপ্ত করিব। বাঙ্‌লায় বহু স্থলে অকার গ্রস্ত হয়, অর্থাৎ থাকিলেও তাহা না থাকার মত, উচ্চারিত হয় না; যেমন, হা ত, এখানে তকার-স্থিত অকার গ্রস্ত। কেবল বাঙ্‌লা নহে, এক উড়িয়া ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত প্রাদেশিক আর্য্য-ভাষাতে ইহা রহিয়াছে। ইংরাজীতে ab*le*, ho*le*, ga*te* প্রভৃতি শব্দের *e* বর্ণের সহিত ইহার তুলনা করিতে পারা যায়।

মানুষ যে ভাষায় নিজের ভাব প্রকাশ করে, যাহা লইয়া তাহাকে দিন-রাত চলিতে হয়, সে তাহা যত দূর পারে, স্বভাবতই সহজ-সরল ও ছোট-খাট করিয়া লয়; যত শীঘ্র তাহা দ্বারা কাজ চালাইয়া লইতে পারে, তাহার চেষ্টা করে,—ঠিক যেমন লোকে নিজের যান-বাহনকে যত দূর পারে, দ্রুতগামী করিয়া লয় বা পথকে যত দূর সম্ভব হয়, সোজা করিয়া লয়। স্বরকে যে স্থানে পরিত্যাগ করিলে কোনো পদের অর্থ-বোধে বাধা হয় না, অথচ তাহার উচ্চারণটা দ্রুত হইয়া যায়, সেখানে সেই স্বর (প্রায় অ, ই, উ) পরিত্যক্ত হয়। ইহা একটা কথ্য ভাষার প্রাণবত্তার লক্ষণ। ব্যবহারের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী।

অকারের এইরূপ গ্রস্ত ভাব বৈদিক ভাষাতেও থাকিবার কথা এবং আছেও। পরবর্ত্তী সংস্কৃতেও প্রচুর উদাহরণ আছে। কয়েকটি উল্লেখ করা যাউক। রা জ ন্‌+অ স্‌=(রা জ-ন স্‌=রা জ্‌ ন স্‌=) রা জ্ঞঃ (ঋ° স° ১·৯১·৩; ১২২·১৫· ইত্যাদি); রা জ ন্‌+এ= (রা জ নে=রা জ্‌ নে=) রা জ্ঞে (ঋ° স° ১·৫৩·১০, ইত্যাদি)। এতাদৃশ স্থলে অকার-স্থিত

১। হিন্দী, বিহারী, মারাঠী, গুজরাটী। প্রথম তিনটি শব্দ মূলত সংস্কৃত, বলা বাহুল্য।

২। আমি ইহা পণ্ডিত শ্রীরামাবতার পাণ্ডে, সাহিত্যাচার্য্য, এম এ, মহাশয়ের প্রকাশিত প্রি য় দ র্শি-প্র শ স্তি (Piyadasi Inscriptions with Sanskrit, English Translations, Edited by Ramavatara Sharma, Patna, 1915.) পুস্তকের পাঠ দেখিয়া বলিতেছি। ইহার পাঠ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, অতএব ইহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উহাতে শাহাবাজগড়ির ১২শ ও ১৪শ লেখের এক-এক স্থানে দে বা নং পাঠ আছে, অন্যত্র সর্ব্বত্র দে ব নং।

অ প্রথমে গ্রস্ত ও পরে একবারে লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ লো ম ন্+অ স্=(লো ম ন স্= লো ম্ ন স্ =) লো ম্নঃ (ঋ° সং ১০·১৬৩·৬), না ম ন্+আ= (না ম না=না ম্ না=) না ম্না (ঋ° সং ৬·১৮·৭) ; মূ র্ধ ন্+অ স্=(মূ র্ধ ন স্= মূ র্ধ্ ন স্=) মূর্ধ্নঃ (ঋ° সং ৬·১৬·১৩); এইরূপ ধা ম ন্ হইতে ধা ম্না (ঋ° সং ৯·৩৯·১), সা ম ন্ হইতে সা ম্না (ঋ° সং ৮·১৫·৭); ইত্যাদি, ইত্যাদি। লৌকিক সংস্কৃতেরও এই-জাতীয় পদ স্মরণীয়, এবং ইহার সমর্থক পাণিনি-সূত্রও (৬·৪·১৩৪-১৩৭) দ্রষ্টব্য। আবার মা স+ভ্যাম্= (মাস-ভ্যাম্=মাস্-ভ্যাম্=মাঃ ভ্যাম্) মা ভ্যা ম্, ইত্যাদি পদেও সকারস্থিত অকার প্রথমে গ্রস্ত ও পরে লুপ্ত (পাণিনি, ৬·১·৬৩)।[১] বাজসনেয়িসংহিতায় (৩০·১৬) ন ড্ ব লা (নলবতী) মূলত ন ড ব লা (নড়=নল)। ডকারস্থিত অকার প্রথমে গ্রস্ত, পরে লুপ্ত। মৈত্রায়ণীসংহিতায় (৪·৯·৮) কু মু দ্ ব ৎ শব্দও এইরূপ মূলত কু মু দ ব ৎ। লৌকিক সংস্কৃতে কু মু দ্ব তী সুপ্রসিদ্ধ, বলা বাহুল্য, ইহা বস্তুত কু মু দ ব তী। মূল শা দ ব ল হইতে শা দ্ব ল সংস্কৃতে সুপ্রচলিত। ন ড় ব ৎ হইতে ন ড্ ৎ এবং বে ত স ব ৎ হইতে বে ত স্ব ৎ শব্দও (পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ১১·১৪·২০) আছে। পাণিনিও ইহা ধরিয়াছেন (৪·২·৮৭-৮৮)। মা হি ষ্ম তী নগরীর নামটি মূলত ম হি ষ ব ৎ শব্দ হইতে জাত ম হি ষ্ম ৎ হইতে হইয়াছে। মাং স প চ ন স্থানে ঋগ্বেদে (১·১৬২·১৩) মা ং স্ প চ ন, এবং মা ং স পা ক স্থলে লৌকিক সংস্কৃতে মা ং স্ পা ক (কারিকা, "মাংসস্য পচি যুড্ ঘঞোঃ," পাণিনি, ৬·১·১৪৪ ; দ্রষ্টব্য বার্ত্তিক, ঐ, ৬·১·৬৩)। ঋগ্বেদে (১·১৬২·৮· ইত্যাদি) আছে র শ না (রশ্মি, রজ্জু), কিন্তু বাজসনেয়িসংহিতায় (১·৩০, ইত্যাদি) রা স্ না। শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের ভাষ্যে (?) ম দ ব ৎ স্থানে ম দ্ ব ৎ লিখিত হইয়াছে ; ঋগ্বেদেও (৮·৯২·১৯ ; ৯·৮৬·৩৫) আনন্দপ্রদ অর্থে ম দ ব ন্ স্থলে ম দ্ ব ন্, এবং স ম দ ব ন্ (৬·১৮·২) স্থলে স ম দ্ ব ন্ আছে। ঋগ্বেদের ম ন্ধা তৃ (১০·২·২) খুব সম্ভব ম ন (ঃ) ধা তৃ, যেমন ম ন্ ম থ বস্তুত ম ন (ঃ) ম থ ভিন্ন কিছু নহে। প্র ত ন স্থলে প্র ত্ন, নূ ত ন স্থলে নূ ত্ন এইরূপেই হইয়াছে। জ গ ম তুঃ প্রভৃতি স্থলে জ গ্ ম তুঃ প্রভৃতি পদও এই প্রসঙ্গে আলোচনীয়।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইবে, প্রাদেশিক ভাষাসমূহে অকারের গ্রস্তভাব বৈদিক ভাষা

১। পাণিনির এই সূত্র অবলম্বন করিলে এতাদৃশ আরো উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, দ ত্+ভি স্= (দ ত্ ভি স্=অনুনাসিক ন লোপে দ ত্ ভি স্=) দ দ্ভিঃ। কিন্তু যদিও ঋগ্বেদে (৬·৭৫·১১) দ দ্ভিঃ, এবং অথর্ব্ববেদে (৪·৩·৬) দ দ্ভ্যাঃ ও দ দ্ভ্যঃ (১১·৪·৬) আছে, তথাপি মূলত ইহাকে বৃ হ ত্ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় অত্ (অৎ) প্রত্যয়ান্ত অ দ ত্ (অদৎ) শব্দ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। √অ স্ হইতে অলোপে যেমন স ত্ (সৎ) হয়, √অদ্ হইতে সেইরূপ অ-লোপে দ ত্ হয় (Macdonell's Vedic grammar, p. 190, note) সায়ণের এক স্থানের (ঋ° সং ৪·৬·৮) ব্যাখ্যাতেও ইহা সমর্থিত হয়, তিনি লিখিয়াছেন,—"দত্তম্=অদন্তং হবিষাং ভক্ষকম্। ষট্+দন্ত হইতে ষো ড় ৎ পদও (পাণিনি, ৬·৩·১০৯, বার্ত্তিক ৩) ইহাই সমর্থন করে (ষট্+অদৎ=ষোড়দৎ=ষোড়অৎ=ষোড়ৎ)। অন্যথা ডকারে অকার কোথা হইতে আসিল ?

হইতেই ক্রমে ক্রমে আসিয়া দেখা দিয়াছে। বঙ্গভাষায় অকার কোথায় গ্রস্ত হয়, তাহা পরবর্ত্তী পাঠে আলোচনা করিব।

(২)

১। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অকার স্থানে-স্থানে গ্রস্ত হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয় না; বঙ্গভাষায় কোথায় ও কিরূপে ইহা এই প্রকার হইয়া থাকে, এখন আপনাদের নিকটে তাহারই আলোচনা করিব।

২। ইহা আলোচনা করিতে হইলে অ ক্ষ র[১] (অর্থাৎ ইংরাজী Syllable) সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার; অতএব প্রথমত এই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হইবে। (১) অ ক্ষ র বলিতে প্রধানত স্বরকে বুঝিতে হয়। যেমন, অ, আ, ই, ইত্যাদি; ইহারা প্রত্যেকে এক-একটি অক্ষর। (২) এই অক্ষর ব্যঞ্জনেরও সহিত যুক্ত হইতে পারে; (ক) যেমন, মা, এখানে মকারের সহিত আ স্বর একটি অক্ষর। (খ) অথবা যেমন, উৎ এখানে তকারের সহিত উকার একটি অক্ষর। (গ) অথবা আবার যেমন, বা ক্; এখানে পূর্ব্বের ব ও শেষের ক, এই উভয়কে লইয়া আকার একটি অক্ষর। অতএব অক্ষর প্রথমত দুই প্রকার; শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যঞ্জনে অযুক্ত; এবং মিশ্র অর্থাৎ ব্যঞ্জনে যুক্ত। মিশ্র অক্ষর আবার ত্রিবিধ; পরে ব্যঞ্জন-যুক্ত, পূর্ব্বে ব্যঞ্জন-যুক্ত, এবং পূর্ব্বে ও পরে উভয়তই ব্যঞ্জন-যুক্ত।

৩। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, অন্যের কোনো সাহায্য না লইয়া স্বয়ং অর্থাৎ নিজে-নিজেই রা জি ত বা প্রকাশিত হয় বলিয়া স্বরের নাম স্ব র। আর অন্যের (অর্থাৎ স্বরের) দ্বারা ব্য ঞ্জ ন অর্থাৎ প্রকাশ হয় বলিয়া ব্যঞ্জনের নাম ব্য ঞ্জ ন। ব্যঞ্জন স্বরকে ছাড়িয়া থাকিতেই পারে না। হয় আগে, না হয় পরে, কিঞ্চিৎ ব্যবধানেও স্বরকে থাকিতেই হইবে; স্বরই ইহাকে ব্যক্ত করিয়া আমাদের শ্রবণগোচর করাইয়া দেয়। বলিতে পারা যায়, স্বর প্রাণ এবং ব্যঞ্জন শরীর। অতএব সিংহলীতে স্বর ও ব্যঞ্জনকে যে, যথাক্রমে প ণ কু রু ও গ ত কু রু অর্থাৎ প্রাণাক্ষর ও গাত্রাক্ষর বলা হয়, তাহা খুবই ঠিক।

৪। অক্ষর বা স্বর উচ্চারিত হইবার সময় নিজের পূর্ব্বের ও পরের ব্যঞ্জনসমূহের মধ্যে যে কয়টাকে পারে, নিজের সুবিধামত টানিয়া লইয়া যায়। ব্যঞ্জন-সংসর্গ-স্থলে প্রত্যেক স্বরেরই এই কাজ; প্রত্যেকেই এইরূপ আগে-পিছের ব্যঞ্জন লইয়া উচ্চারিত হয়। তবে একটা পদের মধ্যে অনেকগুলি অক্ষর বা স্বর ও অনেকগুলি ব্যঞ্জন থাকিলে, কোন্ স্বরের

১। প্রাতিশাখ্যসমূহ ("সরোঽক্ষরম্"—বা° প্রা° ১,৯৯-১০২; তৈ° প্রা° ২১·১, ইত্যাদি; ঋ° প্রা° ১ম পটল, 'অনুস্বারো ব্যঞ্জনকাক্ষরাঙ্গম্" ইত্যাদি, কাশী, ২৯—৩০ পৃ) আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যাইবে, ইংরাজীতে যাহা Syllable, সংস্কৃতে তাহার নাম অ ক্ষ র। বর্ত্তমান পাঠে অ ক্ষ র শব্দে সর্ব্বত্র ইহাই বুঝিতে হইবে। অ-আ, ক-খ ইত্যাদি সাধারণত প্রসিদ্ধ অক্ষরকে (letter) আমরা ব র্ণ শব্দে উল্লেখ করিব। অক্ষর-সম্বন্ধে যে কয়টি মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে, তাহা সমস্তই উল্লিখিত প্রাতিশাখ্যসমূহ হইতে গৃহীত।

ভাগে কোন্ ব্যঞ্জন পড়িবে, সময়ে-সময়ে ইহা লইয়া গোলমাল হইতে পারে, এবং সেই জন্য একই পদের কথনো-কখনো ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইয়া থাকে,—যদিও সব উচ্চারণেই ঐ পদের সমস্ত বর্ণই উচ্চারিত হয়।

৫। দী র্ঘ, এখানে এই শব্দে ঈকার ও অকার দুইটি স্বর, দুইটি অক্ষর। ঈকার উচ্চারিত হইবার সময় কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী দকারকেই নহে, পরবর্ত্তী রকারকেও লইয়া উচ্চারিত হয়। এইরূপ শেষের অকার নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘকারকেও লইয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। আমরা উচ্চারণ করি দী র্-ঘ। এখানে প্রথমে দী ও পরে র্ঘ অংশ উচ্চারণ করিলে ঠিক হয় না, হইতে পারেও না। কারণ, এইরূপে উচ্চারণ করিয়া দেখুন, বাধা-অনুভব হইবে। যে পথ স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত, তাহাতে যাইতে বাধা ঠেকে না; যাহা অস্বাভাবিক, তাহাতে বাধা হইবেই—যদিও ইহাকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, কিন্তু এই অতিক্রম করার অসুবিধাটা অনুভব না করিয়া পারা যায় না।

(ক)। যদি কোনো ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে ও পরে উভয়তই স্বর থাকে, তবে সে স্থলে ঐ ব্যঞ্জন পর স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যেমন, ত প ন। এখানে পকারের পূর্ব্বে ও পরে অকার আছে, এই জন্য তাহা পরের অকারের সহিত উচ্চারিত হয়, পূর্ব্বের অকারের সহিত নহে। আমরা উচ্চারণ করি ত-পন, তপ্-অন নহে। সংস্কৃত হিসাবে এখানে ত-প-ন-, এই তিনটি অক্ষর; বাঙ্‌লা হিসাবে অর্থাৎ শেষ অকারকে গ্রস্ত ধরিলে, দুইটি অক্ষর ত-প·ন'।

(খ)। যদি কোনো ব্যঞ্জনের শেষে স্বর না থাকে, তবে তাহা পূর্ব্বেরই স্বরের সহিত উচ্চারিত হইবে। যেমন, স ৎ। এখানে পরে স্বর না থাকায় হসন্ত ত পূর্ব্বের অকারের সহিত উচ্চারিত হয়। এখানে একটি মাত্র অক্ষর, স ৎ।

(গ)। যদি পূর্ব্বে কোনো স্বর না থাকে, তবে, বলা বাহুল্য, সেই ব্যঞ্জন পরের ব্যবহিত বা অব্যবহিত স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যেমন, ফু ল·, স্ফ ু ট। ফু ল শব্দের অন্ত্য অকার গ্রস্ত বলিয়া ইহাতে একটি মাত্র অক্ষর, ফু ল·; কিন্তু স্ফ ু ট শব্দের অ গ্রস্ত নহে বলিয়া ইহাতে দুইটি অক্ষর, স্ফু-ট-।

(ঘ)। যেখানে ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে সংযোগ থাকে, সেখানে পূর্ব্বে স্বর থাকিলে, সংযোগের পূর্ব্ব-বর্ণটি ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের সহিত, এবং পর বর্ণটি পরের স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যেমন ক ষ্ট। এখানে ষকারে-টকারে সংযোগ; ষকার পূর্ব্বের স্বর ককার-স্থিত অকারের সহিত, এবং টকার পরবর্ত্তী স্বর নিজস্থিত অকারের সহিত উচ্চারিত হয় ক ষ্-ট-, ক-ষ্ট- নহে। এইরূপে এখানে দুইটি অক্ষর, ক ষ্ ও ট।

৬। এক-একটি ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, এক একটি স্বর উচ্চারণ করিতে তাহার অন্যূন দ্বিগুণ সময় আবশ্যক হয়। অতএব যদি কোনো শব্দ কম সময়ে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে স্বরকে যত দূর সম্ভব কমাইয়া দিলেই তাহা সহজে হইতে পারে। পূর্ব্বের পাঠে বলিয়াছি, লৌকিক ব্যবহারে মানুষ, যত শীঘ্র পারে, নিজের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা

করে, ইহা তাহার স্বাভাবিক। মানুষ নিজের যান-বাহন, যত দূর পারে, দ্রুতগামী করিয়া লইয়া, যত দূর সাধ্য, সোজা পথে যাইবার চেষ্টা করে। কেন না, তাহার যাওয়াটাই লক্ষ্য, তা সে যত শীঘ্র যাইতে পারে, ততই ভাল। সে যখন দেখিল, স্বরের উচ্চারণে অধিক সময় লাগে, তখন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই স্বরের মাত্রাকে (ক) কমাইয়া দিতে, (খ) বা একেবারে স্বরটিকেই অন্তর্হিত করিয়া দিতে তাহাকে প্রেরণা করিল। প্রয়োজনবশত সে স্থানে-স্থানে এইরূপ করিতে লাগিল। বা-দ-ল- বলিতে তিন অক্ষরে যে সময়টা লাগে, সে সেখানে শেষের অক্ষর ছাড়িয়া দুই অক্ষর করিয়া খানিকটা সময় কমাইয়া লইল ; উচ্চারণ করিল বা-দ-ল·। ছু-টি-ল-, এখানে তিনটি অক্ষর, মাঝের অক্ষরটি ছাড়িয়া দিয়া দুই অক্ষর করিয়া লইল—ছু ট·ল- ; একটু সময় বাঁচিয়া গেল। ভা-ই- এখানেও দুইটি অক্ষর ; একটি অক্ষর ছাড়িয়া একটিমাত্র রাখা হইল—ভা ই'। এখানে ইকারের মাত্রা কমাইয়া, ইহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী আকারেরই অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই, "ভাই' ভাই', ঠাঁই' ঠাঁই' ;" খাই', পাই', চাই', ইত্যাদি স্থলে প্রত্যেক পদে এক-একটি করিয়া অক্ষর। দুইটি করিয়া অক্ষর ধরিলে হইবে "ভা-ই- ভা-ই-, ঠাঁ-ই- ঠাঁ-ই-," ইত্যাদি। এরূপ করিলে উচ্চারণ বিলম্বিত হয়, কিন্তু মানুষ তাহা সাধারণ ব্যবহারে চায় না। বা-উ-ল-, তিন অক্ষর, ইহাকে দুই অক্ষর করিয়া আমরা বলি বা-উ ল·। শেষে ঈকার যোগ করিলে বস্তুত হয় বা-উ-লী-, তিন অক্ষরই থাকে। কিন্তু তাড়াতাড়ি বলিতে গিয়া ইহারও একটি (অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তীটি) অক্ষর ছাড়িয়া দিয়া, এবং এইরূপে ইহার মাত্রাকে কমাইয়া দিয়া পূর্ব্বের অক্ষরের সহিত মিশাইয়া দিই, এবং উচ্চারণ করিয়া থাকি বা উ'-লী-। পূর্ব্বে অক্ষর-বিভাগ ছিল বা-উল·, পরে অক্ষর-বিভাগ হইল বা উ'·লী, যদিও উভয় স্থলে দুইটির বেশী অক্ষর নাই। এইরূপ চ-ও-ড়া- ; আ-ও-ড়া- ; এখানেও মূলত তিন-তিন অক্ষর ; কিন্তু দ্রুত উচ্চারণে মধ্যবর্ত্তী অক্ষর বাদ পড়ায় তাহার স্বরের মাত্রা কমাইয়া দিয়া পূর্ব্বের অক্ষরের সহিত ইহাকে মিশাইয়া দেওয়া হয়, আর অবশিষ্ট দুই অক্ষরে আমরা উচ্চারণ করিয়া থাকি চ ও'-ড়া-, আ ও'-ড়া-। অন্যত্রও এইরূপ।

৭। এখানে আর একটা কথা আলোচনা করিবার আছে। পূর্ব্বেরই উদাহরণ ধরা যাউক, (১) বা-উ ল· ; ও (২) বা উ'-লী-। বলিয়াছি, যদিও উভয় স্থলে দুই-দুইটি করিয়া অক্ষর রহিয়াছে, তথাপি ইহাদের অক্ষর-বিভাগে ভেদ আছে। (১) প্রথম শব্দটির প্রথম অক্ষর বা ; কিন্তু (২) দ্বিতীয়টির প্রথম অক্ষর বা উ'। এইরূপে (১) প্রথমটির দ্বিতীয় অক্ষর উ ল· ; কিন্তু (২) দ্বিতীয়টির দ্বিতীয় অক্ষর লী। ইহার কারণ কি ? কারণ আর কিছুই নহে, ইহা ভাষার স্বভাব বা স্বাভাবিক শক্তি (The Genius of the Language)। যদি দুই-দুই অক্ষরে ঐ শব্দ দুইটি উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ভিন্ন, অন্য কোনোরূপে অক্ষর-বিভাগ করিতে পারা যায় না। শব্দ উচ্চারিত হইবার সময় নিজে নিজেই যেরূপে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা মনে করে, সেইরূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। যাঁহারা অকারের প্রস্ত উচ্চারণে অভ্যস্ত, যা উ ল· উচ্চারণে তাঁহাদের ঐরূপ অক্ষর-বিভাগ না করিলে গত্যন্তর নাই, উহা ভিন্ন আর কোনো-

রূপে বিভাগ হইতে পারে না। যদি বা উ'-লী শব্দের মত বা উ ল· শব্দেরও প্রথম অক্ষর বাউ' করা যায়, তাহা হইলে শেষের ব্যঞ্জন লকার উচ্চারিত হইতে পারে না, কারণ, তাহার অকার গ্রস্ত বলিয়া স্বরের অভাবে উচ্চারণ করা অসম্ভব হয়। তবে যদি লকারের অকারকে গ্রস্ত করা না হয়, তাহা হইলে বা উ'-ল- এরূপ অক্ষর-বিভাগ অবশ্যই হইবে। কিন্তু অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না, অথচ মধ্যবর্ত্তী অক্ষর মাত্রাহ্রাসে পূর্ব্ব অক্ষরের অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে, প্রাদেশিক আর্য্যভাষাসমূহে এরূপ পদ্ধতি আছে বলিয়া আমার জানা নাই, এবং বিশ্বাসও হয় না। এক উড়িয়া[১] ছাড়া আর সমস্ত ভাষাতেই সাধারণত বিশেষ-বিশেষ স্থলে অকার গ্রস্ত হইয়া থাকে। অকার গ্রস্ত হইলে আলোচ্য শব্দে উকারটি কিছুতেই পূর্ব্ব অক্ষরের অঙ্গীভূত হইতে পারে না, হইলে শেষের লকারের উচ্চারণই অসম্ভব, ইহা বলিয়াছি। আরো, যে ভাষায় অকার গ্রস্ত হয় না, তাহাতে অন্যান্য স্বরের ঐরূপ মাত্রার ন্যূনতা হয় না। আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক; (১) বা দ ল· ও (২) বা দ· লা। (১) প্রথম শব্দটির অক্ষরবিভাগ বা-দ-ল·; কিন্তু (২) দ্বিতীয়টির হইতেছে বা দ·-লা-। দুই-দুই অক্ষরে এই শব্দ দুইটি উচ্চারণ করিতে হইলে, এইরূপ ভিন্ন কোনো বিভাগ হইতে পারে না। মূলত উভয় শব্দেই তিনটি করিয়া অক্ষর আছে। কিন্তু ব্যবহারে দ্রুত উচ্চারণ জন্য একটি অক্ষর পরিত্যক্ত হইয়াছে; (১) প্রথম শব্দটির শেষের, ও (২) দ্বিতীয় শব্দটির মধ্যের অক্ষর বাদ পড়িয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। শব্দ নিজেই নিজের সরল-সুগম পথ কাটিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়ে, ইহাতে মানুষের কোনো কৌশলই

১। আধুনিক উড়িয়াতেও অকার গ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে হয়, এই পদ্ধতি তাহাতে অল্প দিনেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে। রায় মধুসূদন রাও বাহাদুর কৃত একখানি ইস্কুল-পাঠ্য পুস্তকে (বা ল বো ধ, ১৯১৭) দেখিলাম, নিম্নলিখিত শব্দগুলি হসন্ত চিহ্ন দিয়া লিখিত হইয়াছে :—ঠিক্, খুব্, ঝুল, ("ঝুল্ হাতী ঝুল্"), স ল্ স ল্, দে খ্, ক ন্, দ প্ দ প্, চি ৎ, ইত্যাদি। Grierson সাহেবের Linguistic Survey of India পুস্তকে (vol. v, Part II. p. 431, II. 41-42) রোমক অক্ষরে ভি ত র· কু, বা হার· কু (bhitar-ku, bâhâr-ku) লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূল উড়িয়া হস্তাক্ষরের যে প্রতিলিপি লিখিত আছে, তাহাতে ঐরূপ হসন্ত লিখিবার কোনো চিহ্নও নাই। মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর আচার্য্য মহাশয় (১৯৯৮) ঐ লেখাটি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাই মনে হয়, তিনি নিজের (?) বাঙ্লা উচ্চারণের প্রভাবেই ঐরূপ করিয়া থাকিবেন। এই লেখাতেই তিনি আরো এক স্থানে এইরূপ করিয়াছেন (p. 429. l. 33)। আমরা যেখানে পা ও য়া বলি বা লিখি, উড়িয়ায় সেখানে পা ব় (অন্তস্থ ব) লেখা হয়। কিন্তু উড়িয়া হস্তাক্ষর ও তাহার রোমকাক্ষরে পরিবর্ত্তন, উভয় স্থলেই পা ও য়া লিখিত হইয়াছে। রোমকাক্ষরে ইহা শোধনও করা হইয়াছে, "pâoyâ (pâwâ)।" শ্রদ্ধেয় যোগেশ বাবু আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন (কটক, ১২·২· ১৯১৮)—"ওড়িয়ায় শব্দান্ত অ গ্রস্ত হইবার কথা নহে; কিন্তু ইদানী দীর্ঘ শব্দের অ প্রায়ই গ্রস্ত হইতেছে। যেমন সমাচার্—উচ্চারিত হয় সমাচার্। তিন অক্ষরের শব্দের অ গ্রস্ত হয় না; দুই অক্ষরের ত কথাই নাই; কদাপি হয় না। (কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রায় বাহাদুরের পুস্তকে ইহাও দেখিতেছি,—লেখক) একটা মজার কথা এই যে, তিন অক্ষরের তকারান্ত ও সংযুক্ত ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অ ইদানী প্রায়ই গ্রস্ত হইতেছে। যেমন, বিখ্যাত—বিখ্যাৎ, বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধ ইত্যাদি। এই সব ব্যভিচার এখনও সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। যোটের উপর অকার গ্রস্ত হয় না।"

খাটে না। কিন্তু তাহা হইলেও, শব্দ যে, নিজের পথ নিজেই কাটিয়া লয়, তাহাতেও একটা নিয়ম থাকে, উচ্ছৃঙ্খল ভাবে, যা-ইচ্ছা-তাই করিয়া কিছুই করে না। চেষ্টা করিলে মানুষ সেই নিয়ম বাহিরও করিতে পারে। অতএব আমরাও একটু চেষ্টা করিয়া দেখিব।

৮। (ক) যেমন কাহাকেও কোথাও তাড়াতাড়ি যাইতে হইলে সে নিজের আগে-পিছে যাহা কিছু অত্যাবশ্যক জিনিস পায়, যত দূর পারে, লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, স্বরও সেইরূপ দ্রুত চলিয়া যাইবার সময় নিজের পূর্ব্বের ও পরের ব্যঞ্জনকে যত দূর পারে, নিজের সঙ্গে টানিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

(খ) কিন্তু যদি দেখে যে, কোনো জিনিসটা সে নিজে না লইয়া গেলেও, তাহার পেছনে-পেছনেই আর এক জন তাহা লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে, তাহা হইলে সে নিজে ঐটা ছাড়িয়া দিয়াই পূর্ব্বে যাহা পাইয়াছিল, তাহাই লইয়া বাহির হইয়া পড়ে; আর যদি পূর্ব্বে কিছু না থাকে, খালি হাতেই চলিয়া যায়।

(গ) এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও যাইবার সময় লক্ষ্য করিয়া যায় যে, অপর কেহ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে কি না; যদি না থাকে, তবে যাহা কিছু অবশ্য বহনীয় বাকী থাকে, সে টান দিয়া লইয়া বাহিরে ছুটিয়া যায়।

(ঘ) আর যদি অপর কেহ থাকে, তবে তাহার জন্য পরের জিনিস রাখিয়া দিয়া, আগেকার মধ্যে তাহার জন্য যাহা কিছু থাকে, লইয়া ছুট দেয়।

(ঙ) পূর্ব্ব ও পরের লোকের মধ্যে পরের লোকটি যদি অধিকতর ভারবহনক্ষম হয়, তাহা হইলে শেষ ভারটা পরেরই উপর পড়ে, এবং পূর্ব্বটির তখন কাজ করিবার কিছু থাকে না বলিয়া সরিয়া পড়ে, বা গা-ঢাকা দিয়া থাকে।

(চ) এই যাত্রীদের সকলেরই একটা প্রধান লক্ষ্য এই থাকে যে, বহনীয় আবশ্যক জিনিসগুলি সবই লইয়া যাইতে হইবে, কিন্তু লোক যত কমাইতে পারা যায়, ততই ভাল। কেন না, যে পথে তাহাদিগকে যাইতে হইবে, তাহা অতি-সঙ্কীর্ণ, তাহাতে এক-একবারে একটির বেশী লোক যাইতে পারে না, তাই এক-এক জন পরে-পরে গেলে আবশ্যক জিনিসগুলি লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। আর সেগুলি না পৌঁছিলে আসল কাজও হয় না। তাই তাড়াতাড়ি কাজ করিবার জন্য যত অল্প লোকে পারে, জিনিসগুলি বহিয়া লইয়া যায়।

প্রকৃত আলোচ্য বিষয়ে অবশ্য বহনীয় জিনিস হইতেছে ব্যঞ্জন, এবং তাহাদের বাহক হইতেছে স্বর। কয়েকটি উদাহরণ দিয়া এই কথাটা পরিষ্কার করা যাউক।

৯। বা দ-; এখানে মূলত দুইটি স্বর, তাই দুইটি অক্ষর বা-দ-। বলিয়াছি, স্বর ছাড়া ব্যঞ্জনের প্রকাশই হয় না। দ্রুত উচ্চারণের ইচ্ছায় প্রথম স্বর (বকারস্থ আকার) বহির্গত হইয়া যাইবার সময় নিজের আগের (ব্) ও পরের (দ্) ব্যঞ্জন দুইটাকে (যেন এক সঙ্গে দুই দিকে দুই হাতে ধরিয়া,) লইয়াই চলিয়া যায় (ক)। শেষের স্বরের (দকারস্থ অকারের) আর কিছু করিবার থাকে না; কেন না, আর কোনো বহনীয় ব্যঞ্জন থাকে না; তাই তাহাকে

অবসর দিয়া—গ্রস্ত করিয়া পূর্ব্বের স্বর নিজে সমস্ত কাজ চালাইয়া লইয়া (চ), সব দিকেই সংক্ষেপে সুবিধা করিয়া ফেলে।

বা দ ল. ; এখানে মূলত তিনটি স্বর, তিনটি অক্ষর বা-দ-ল- । প্রথম স্বর (বকার-স্থিত আ) যাইবার সময় দেখিতে পায়, তাহার পরে আরো একাধিক স্বর যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। তাই সে, সংক্ষেপ করার কথাটা মনে থাকিলেও (চ), কেবল প্রথম ব্যঞ্জনটা (বকার) লইয়াই চলিয়া যায় (খ)। দ্বিতীয় স্বর (দকার-স্থিত অ) যাইবার সময়, সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্য বলবৎ থাকায় (চ), তৃতীয় স্বরের আর কোনো অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে অবসর দিয়া—গ্রস্ত করিয়া দিয়া, নিজেই আগে-পিছের দুই ব্যঞ্জনকে (দ্‌ ও ল্‌) লইয়া চলিয়া যায় (গ)।

রা মা য় ণ. ; এখানে মূলত চারিটি স্বর, চারিটি অক্ষর রা-মা-য়-ণ- । এখানেও প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর এক-একটি করিয়া ব্যঞ্জন লইয়া চলিয়া যায় (ঘ)। সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য থাকায় (চ) তৃতীয় স্বর অগত্যা আগে ও পিছের দুই ব্যঞ্জন লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়ে। চতুর্থ স্বর পরিশেষে গ্রস্ত হয়।

বা দ লা ; এখানে মূলত তিন স্বর, তিন অক্ষর বা-দ-লা- । সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য প্রথম হইতেই থাকে (চ), এবং তদনুসারেই উচ্চারণ পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে পূর্ব্বস্বর দেখে যে, মধ্যম স্বর অপেক্ষা অন্তিম স্বরটি ভারবহনে (গুরু বলিয়া[১]) অধিকতর সমর্থ (ঙ), তাই মধ্যম স্বরের কোনো অপেক্ষা না করিয়া নিজে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যঞ্জন লইয়া চলিয়া যায়। অন্তিম স্বর আ অন্তিম ব্যঞ্জনকে লইয়া যায়। মধ্যম স্বরের কাজ থাকে না, ইহা গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া গিয়া গ্রস্ত হইয়া পড়ে।

১০। এই বিষয়টিকে আর এক রকমে কল্পনা করিয়া দেখিতে পারা যায়। সকলেই জানেন, চার-পাঁচটি টাকা টেবিলের উপর এক সারে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া সাজাইয়া যদি অপর একটা টাকা বা অন্ত কোনো জিনিস দ্বারা ঐ সারের প্রথম টাকাটায় একটু আঘাত করিয়া বা ধাক্কা দিয়া বেগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, শেষের টাকাটা সরিয়া গিয়াছে, আর তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের টাকাটা একটু ফাঁক হইয়াছে। আলোচ্য স্থলে স্বরের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। স্বরে বেগ সঞ্চারিত হইয়া আসিতে-আসিতে শেষের স্বরটাকে একবারে সরাইয়া দিয়া অব্যবহিত পূর্ব্বের অর্থাৎ উপান্তের স্বরটাকে একটু ফাঁক করিয়া দেয়। এবং এই জন্তই উপান্ত্য স্বরটি মূলত লঘু থাকিলেও গুরু হইয়া যায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। আ-ব-র-ণ- ; এখানে প্রবৃত্ত স্বরবেগ আ হইতে আসিতে-আসিতে অন্ত্য-স্বরকে অর্থাৎ ণ-কারস্থিত অকারকে নিজের স্থান হইতে একবারে দূরে সরাইয়া ফেলে, আর উপান্ত্য অর্থাৎ রকারস্থিত অকারকে একটু ফাঁক করিয়া দেয়। যথা, আ ব র্‌-অণ্‌—অ।

১। অকার ভিন্ন যে-কোন স্বর থাকিলেই এইরূপ কার্য্য হয়।

অন্ত্য স্বরটা বেশী দূরে সরিয়া পড়ায় তাহা উচ্চারিত হয় না, কিন্তু উপান্ত্য স্বর কিঞ্চিন্মাত্র ফাঁক হওয়ায় তাহাকে আমরা একটু টান দিয়া উচ্চারণ করিতে পারি এবং সেই জন্যই, ঐ একটু টান পড়াতেই, উহা গুরু হয়। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, দুই অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণত সমস্ত শব্দেরই অন্ত্য অকার গ্রস্ত হইয়া থাকে। যেমন, রা ম্, রা ব ণ্, রা মা য় ণ্, পা র লৌ কি ক্, বৈ য়া ক র ণি ক্।

১১। শেষের অকারটাই যে, কেবল গ্রস্ত হয়, তাহা নহে। ঐ প্রবৃত্ত বেগ যে স্বরকে সরাইবার উপযুক্ত শক্তি ধারণ করে, তাহাকেই সরাইতে পারে। বর্ণ বা আকৃতিতে নহে, যদি কোনো কারণবিশেষে শেষের স্বরটা গুরুতর হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বরবেগ তাহাকে সরাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে শেষ টাকাটার উপরে যদি কোনো বেশী ভারি জিনিস রাখা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বপরিমিত বেগ সঞ্চারিত হইলেও শেষের টাকাটা একটুও সরিবে না। জ্ঞা তি হইতে জ্ঞা ত্, অ তি থি হইতে অ তি থ্; এখানে ইকারও সরিয়া গিয়াছে। বেগটা যে, কখন্ কাহার নিকট কি-পরিমাণ হয়, তাহা বলা যায় না; ইহা বিভিন্ন-বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন-বিভিন্ন-পরিমাণ হয় এবং সেই জন্যই তাহার কার্য্যও বিভিন্ন হয়।

১২। এই প্রক্রিয়ায় অন্ত্য স্বর যেখানে সম্পূর্ণভাবে সরিয়া না-ও যায়, সেখানে তাহার অন্তত মাত্রারও কিছু হ্রাস হইবেই। চা লা ই', ক রা ই'; চা লা ও', ক রা ও'; এখানে স্পষ্টতই অন্ত্য স্বরের মাত্রার হ্রাস হইয়াছে।

১৩। কিন্তু ইহা কল্পনা এবং তাহাও অসম্পূর্ণ।[১] কল্পনা ছাড়িয়া আমরা এখন বস্তুতত্ত্বের আলোচনা করিব। ভাষায়, বিশেষত কথ্য ভাষায় শব্দের অক্ষর-বিশেষকে উ দা ত্ত (accented or stressed) করা, অর্থাৎ শব্দের কোনো একটি অক্ষরে বিশেষ একটু বেগ বা ঝোঁক দেওয়ার পদ্ধতি আছে। শব্দের রূপ পরিবর্ত্তনে ইহার প্রভাব সামান্য নহে। ইহাতে হ্রস্ব দীর্ঘ হয় বা দীর্ঘ হ্রস্ব হয়; লঘু গুরু হয়, বা গুরু লঘু হয়; অথবা কাহারো মাত্রা কমে, কাহারো বা তাহা বাড়ে; আবার কাহারো বা একবারে সত্তাই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

১৪। মনে রাখিতে হইবে, এই যে, বেগ বা ঝোঁক দেওয়া, ইহা বরাবরই একরূপ নহে; অর্থাৎ শব্দটা যখন প্রথম গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন তাহার যে অক্ষরে প্রাচীনেরা ঝোঁক দিয়া উচ্চারণ করিতেছিলেন, এখন,—তাহা গড়িয়া উঠিবার পর, আমরাও যে, ঐ শব্দটির ঠিক ঐ স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় ঝোঁক দিয়া উচ্চারণ করি, বা ঐরূপ ঝোঁক দিতেই হইবে, তাহার কোনো নিয়ম নাই। প্রাচীনেরা যেখানে ঝোঁক দিয়াছিলেন, আমরা সেখানে দিতেও পারি, না-ও পারি। আবার আমাদের অধস্তন পুরুষেরা আমাদের পদ্ধতি অনুসরণ করিতেও পারে, না-ও পারে। অতএব বলিতে হইবে, ঝোঁক দেওয়াটা নানা কারণে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১। অন্ত্য স্বরের সম্বন্ধে এই কল্পনাটি চলিলেও মধ্যবর্ত্তী স্বরের গ্রস্ততা সম্বন্ধে ইহা খাটিতে পারে না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক[1]। ˊকা না[2] ('এক চক্ষুহীন') শব্দে আজকাল আমরা প্রথম অক্ষরে ঝোঁক দিয়া থাকি (ˊকা না), কিন্তু পূর্ব্বে যখন ইহা কা ন অ (সং কা ণ, কা ণ ক; প্রাং কা ণ অ অথবা কা ন অ) ছিল, তখন ইহার ঝোঁক ছিল মধ্যম অক্ষরে অর্থাৎ নকার-স্থিত অকারে। এই ঝোঁক থাকাতেই দুইটি অকার একত্র মিলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ঝোঁকটা আসিয়া এই মিলনটিকে—সন্ধিটিকে ঘটাইয়া দিয়াছে। যেমন দুইখানি লৌহশলাকা উপযুক্তরূপ লাল টক্‌-টক্ করিয়া গরম করিবার পর উপর্য্যুপরি রাখিলেও, হাতুড়ির ঘা না দিলে জোড়া লাগে না, সেইরূপ দুইটা অকার পূর্ব্বে পর পর থাকিলেও বেগের অভাবে একত্র মিলিত হইতে পারিত না। হাতুড়ির ঘায়ে লৌহ দুইখানি যেমন লাগিয়া যায়, বেগের প্রভাবে অকার দুইটিও সেইরূপ লাগিয়া গিয়াছে এবং এইরূপেই কা না পদটি হইয়াছে। এখানে প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, বাঙালীর অকারের ওকার-প্রবণতার উৎপত্তির পূর্ব্বে বা উৎপন্ন হইয়া পুষ্টিলাভের পূর্ব্বেই এই শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই জন্য হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতিতেও ইহা দেখা যায়। (গুজরাটীতে ইহা কা ণু)। বাঙলার ওকার-প্রবণতা উৎপত্তির পরে যদি ঐ কা ন অ শব্দের পরিবর্ত্তন হইত, তাহা হইলে, আমরা ভাˈল, ছোˈট, বˈড়, ইত্যাদি শব্দের ন্যায় হ্রস্বতম ওকারান্ত-রূপেই ঐ শব্দটিকে পাইতাম, এবং উচ্চারণ করিতাম কা ণˈ। এই কা না বা কা ণা শব্দ সিংহলী ও উড়িয়াতে ক ণা। সিংহলীতে বিশেষণ ক ণ শব্দও আছে। কিরূপে ইহা হইল, তাহা একটু পরেই বুঝা যাইবে। এখানে কথা হইতেছে এই যে, শব্দসমূহের প্রকৃতি আলোচনা করিবার সময় উ দা ত্তী ক র ণে র (accentuation) অর্থাৎ ঝোঁক দেওয়ার কেবল বর্ত্তমান পদ্ধতিই ধরিলে চলিবে না, প্রাচীনকেও ধরিতে হইবে।

১৫। জলে ঢিল ফেলিয়া বা অন্য কোনো উপায়ে তরঙ্গ উৎপাদন করিলে, সেই তরঙ্গ প্রথম উৎপত্তি-স্থান হইতে যত-যত দূরে যায়, তত-ততই ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। স্বরবিশেষকে উদাত্ত করিলে ঐ বেগটাও ঠিক সেইরূপে ক্রমশ ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। Daniel Jones সাহেবের মত (The Pronunciation of English, 1911, p 57, § 206) একটা উদাহরণ দিতে পারা যায়। প্রথম ঝোঁকটার মাত্রা বুঝাইতে যদি ১ সংখ্যা দেওয়া হয়, এবং তাহার পরবর্ত্তী ক্ষীণ-ক্ষীণতর ক্ষীণতম মাত্রাগুলি বুঝাইতে যদি ক্রমিক ২, ৩, ইত্যাদি সংখ্যা দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের ˊআ মা নি ('কাঁজি') শব্দের বেগের মাত্রা এইরূপে লিখিতে পারা যায়:—আ[১] মা[২] নি[৩]। পর-পরবর্ত্তী বেগের মাত্রা এত অল্প যে, সাধারণত তাহা অনুভব হয় না, এবং সেই জন্যই তাহা গণ্যও হয় না, এবং তাহার কার্য্য-কারিত্বও কিছু

১। উ দা ত্ত (accented) অক্ষর বুঝাইবার জন্য সাধারণত (ˊ) চিহ্ন প্রযুক্ত হয়, কিন্তু বাঙলায় ইহা রেফের সহিত গোলমাল হইতে পারে বলিয়া ইউরোপীয় পদ্ধতি-বিশেষ অনুসারে (যেমন, Daniel Jones সাহেবের Pronunciation of English নামক পুস্তকে) (ˈ) এই চিহ্নটি এখানে গৃহীত হইয়াছে। Sweet সাহেবের প্রযুক্ত (ı) চিহ্ন বাঙলা অক্ষরে ভাল দেখায় না।

২। ঈদৃশ স্থলে আমি ন (দন্ত্য) লেখার পক্ষপাতী, যদিও প্রাকৃত-বিশেষেও ইহা মূর্দ্ধন্য হয়।

থাকে না। বেগটা প্রথম যে স্থানে লাগে, সেই স্থানেই অনুভূত হয়, এবং সেই জন্যই অব্যবহিত পূর্ব্বের বা পরের অক্ষরে তাহারই প্রভাব লক্ষিত হয়। অব্যবহিত অক্ষরকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যবহিত অক্ষরে (প্রায়ই ?) তাহার কোনো ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৬। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অনেক আছে, কিন্তু আজ অন্য বিষয়ের আলোচনার মধ্যে তাহা সম্ভব বা সঙ্গত নহে বলিয়া, সময়ান্তরের জন্য আর সব রাখিয়া দিয়া, কয়েকটি মাত্র অবশ্য-বক্তব্য কথা বলিয়া যাইতেছি। আমাদের প্রাদেশিক আর্য্যভাষাসমূহ দেখিলে বোধ হয়, পূর্ব্বে সাধারণত শব্দের অন্ত্য বা উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়িত। কা না শব্দে ইহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। এইমাত্র বলিয়া আসিলাম, কা না বা কা ণা সিংহলী ও উড়িয়ায় ক ণা। কিন্তু কিরূপে ইহা হইল ?

১৭। কাহারো যদি মোট চারিটিমাত্র টাকা থাকে, আর তাহা দুই জনকে ভাগ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে দাতা সমান-সমান ভাবে দুই-দুই টাকা করিয়া প্রত্যেককে দিতে পারেন। কিন্তু যদি কাহাকেও বেশী দিয়া ফেলেন, তবে অন্যকে অবশ্যই কিছু কম দিতে হয়। শব্দ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। প্রত্যেক পদের জন্য শব্দের মোট মাত্রা নির্দ্দিষ্ট থাকে। ইহা হইতে কোনো অক্ষরে কিছু বেশী গেলে, অন্য অক্ষরে স্বভাবতই কিছু কম পড়িবে। যাঁহারা এখন কা না উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট প্রথম অক্ষর অর্থাৎ ককারস্থিত আ দ্বিতীয় অক্ষর অর্থাৎ নকারস্থিত আ অপেক্ষা কিছু দীর্ঘতর, এবং শেষ অক্ষর নকার-স্থিত আ প্রথম অক্ষর হইতে সেই পরিমাণ কিছু হ্রস্বতর—যদিও আকৃতিতে বা বর্ণে উভয়কেই একইরূপে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু যাঁহারা (সিংহলী ও উড়িয়া-গণ) ক ণা উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট দ্বিতীয় অক্ষর প্রথম অক্ষর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘতর, এবং সেই জন্যই প্রথম অক্ষর দ্বিতীয় অক্ষর অপেক্ষা সেই পরিমাণ কিছু হ্রস্বতর। এখন হ্রস্ব আকারও যা, আর অকারও তাই। ভেদের মধ্যে এই যে, বাঙ্‌লা-প্রভৃতিতে এখানে (কা না-স্থলে) শেষের হ্রস্ব আকারটাকে বর্ণত পরিবর্ত্তন করিয়া, অর্থাৎ অকার করিয়া লেখা হয় নাই, আর সিংহলী-উড়িয়াতে (পূর্ব্বের হ্রস্ব আকারে) তাহা হইয়াছে। সিংহলী ও উড়িয়ায় শেষের অক্ষরে ঝোঁক পড়ে, এবং সেই জন্য অন্ত্য স্বরকে দীর্ঘ করিয়া পড়িবার রীতি আছে। সেই জন্যই বাঙ্‌লার অসমাপিকা ক্রিয়া আ সি, রা খি, ছা ড়ি প্রভৃতি উড়িয়ায় অ সিঁ, র খিঁ, ছ ড়িঁ প্রভৃতি হয়, এবং ছা তি, রা জা, কা লা প্রভৃতি যথাক্রমে ছ তিঁ, র জাঁ, ক লাঁ প্রভৃতি হইয়া থাকে। এখানে সর্ব্বত্রই অন্ত্য স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হইয়া থাকে। সিংহলীতে বিশেষণ ক ণ শব্দও আছে বলিয়াছি। এখানে ক ণা শব্দও যা, ক ণ শব্দও বস্তুত তাই। বাঙ্‌লা ও উড়িয়ায় অকারের সঙ্কুচিত উচ্চারণ, কিন্তু সিংহলীতে হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতির ন্যায় তাহার প্রসারিত উচ্চারণ, ইহা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। এখন শেষ স্বরটা অর্থাৎ আলোচ্য পদে ণকার-স্থিত অকারটা প্রসারিত ভাবে দীর্ঘ উচ্চারিত হইলে ক ণা ও ক ণ শব্দের মধ্যে কোনো ভেদই পাওয়া যাইবে না। এইরূপেই আমাদের রা জা স্থলে উড়িয়ারা যেখানে র জা লেখেন, সিংহলীরা সেখানে র জ লিখিয়া

থাকেন। এইরূপেই আমাদের পা প, সিং প ব; গা ভ (সং গর্ভ, প্রা° গ ব্ ভ), সিং গ ব; প্রা ণ (প্রা° পা ণ) সিং প ণ; দাঁ ত সিং দ ত; রা ঠ বা রা ঢ় (সং রা ষ্ট্র, প্রা° র ট্ ঠ) সিং র ঠ ইত্যাদি। আবার আমাদের গা ছ, উং গ ছ, সিং গ ছ বা গ স। বুদ্ধের মৃত্যুর বৎসরে (৫৩৪ খ্রী. পূ.) সীহবাহুর (সিংহবাহুর) পুত্র বিজয় সাত শত সহচরের সহিত সিংহলে অবতীর্ণ হইয়া সেখানে রাজ্য বিস্তার করেন। সীহবাহুর মাতামহ ছিলেন বঙ্গদেশের রাজা, এবং মাতামহী ছিলেন কলিঙ্গরাজের কন্যা (মহাবংস, ৬. ১)। তাঁহার সময়ে সিংহল কলিঙ্গের অপর সংযোগেরও সুযোগ হইয়াছিল (Turnour's Mahawanso, vol I. Appendix V.)। পরে (৩০০ খ্রী. পূ.) অশোক মহেন্দ্রকে ধর্ম্মপ্রচার জন্য সেখানে প্রেরণ করেন। তখন কলিঙ্গের তাম্রলিপ্তি (পালি তামলিত্তী) বন্দর হইতেই সিংহলে যাতায়াত চলিত (মহাবংস, ১১.৩৮)। যত দূর দেখিয়াছি, পালি-সাহিত্যে সর্ব্বত্র তাম্রলিপ্তি হইতেই সমুদ্রযানের কথা বলা হইয়াছে। সিংহলে সংঘমিত্রার সহিত বোধিদ্রুম পাঠাইবার সময় অশোক, পাটলিপুত্র হইতে প্রথমে নৌকায় তাম্রলিপ্তিতেই আসেন ও সেখান হইতে তাহা জাহাজে তুলিয়া দেন (মহাবংস, ১৯. ৬-১৬)। কলিঙ্গের রাজধানী দন্তপুর হইতে সিংহলে বুদ্ধের দন্তধাতু প্রেরিত হইয়াছিল, ইহাও তাম্রলিপ্তি বন্দরে জাহাজে উঠান হয় (দাঠাবংস, কুমারস্বামী, ৪. ৪১)। অতএব বঙ্গের, বিশেষত কলিঙ্গ-উৎকলের ভাষার প্রভাব সিংহলী ভাষায় যে থাকিবে, তাহা অসঙ্গত নহে।

১৮। একটু পুনরুক্তি হইলেও বিষয়টি আরো কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিবার জন্য আমরা আর একটি উদাহরণ দিব। মূলত সং দী প হইতে দী প ক, প্রা° দী ব অ। ইহার অন্ত্য বা উপান্ত্য স্বরে ঝোঁক লাগায় পূর্ব্ববৎ শেষের অকার দুইটি মিলিয়া আ হইল, এবং নূতন পদ উৎপন্ন হইল দী বা। অন্ত্য স্বর আকারে আবার ঝোঁক পড়িল, এবং ঈকার অপেক্ষা ইহা দীর্ঘতর বা গুরুতর ভাবে উচ্চারিত হইতে লাগিল। এই জন্য আকারের মাত্রা কমিয়া গেল। এইরূপে আমরা মারাঠীতে দেখিতে পাইলাম দি বা, হিন্দীতেও দি বা ও দিয়া (ব লোপে য হইয়াছে); উভয়ত্রই হ্রস্ব ইকার। গুজরাটীতেও তাই (যেমন, দি বা বথত, 'দীপের সময়', 'সন্ধ্যাকাল'; দি বা স লী, 'দেশলাই')। বাঙ্‌লাতেও দি য়া। কিন্তু পাঞ্জাবীতে লিখিত দেখা যায়—দী বা। হিন্দী ও বাঙ্‌লাতেও অভিধানে হ্রস্ব ইকার দীর্ঘ ঈকার উভয়ই দেখা যাইবে। কিন্তু এতাদৃশ স্থলে চোখ অপেক্ষা কানের উপর নির্ভর করিতে হইবে বেশী। শব্দের ধ্ব নি আলোচনায় চোখ অপেক্ষা কানেরই প্রামাণ্য অধিক। তাই বর্ণে বা লেখায় কোনো-কোনো স্থানে ঐরূপ দীর্ঘ দেখা গেলেও বস্তুত তাহা হ্রস্ব। আবার যাহা বর্ণে হ্রস্ব দেখা যায়, ধ্বনিতে হয় ত তাহা বস্তুত দীর্ঘ। পাঞ্জাবী ও বাঙ্‌লার সংখ্যাবাচক তি ন শব্দের ইকার বস্তুত দীর্ঘ [সংস্কৃত ত্রী ণি, প্রাকৃত তী ণি শব্দের ইকার লোপে (ইকার লোপের কারণ পরে বলা হইবে) ঐ পদটি হইয়াছে।] তি নি ও তি ন শব্দ পাশা-পাশি উচ্চারণ করিয়া দেখুন। বর্ণের ত প্রমাণের অভাব নাই। হিন্দী ও মারাঠীতে লিখিতও হয় তী ন। উড়িয়াতে লিখিত হয় তি নি, কিন্তু উচ্চারিত হয় তি নী—দীর্ঘ ঈ। (আসামীতেও তি নি,

কিন্তু স্থানে-স্থানে অর্থাৎ ট-ঠ, ড-ঢ ও দকারান্ত শব্দ পরে থাকিলে তি ন। সিংহলীতে তু ণ। গুজরাটীতে ত্র ণ, কিন্তু হিন্দী মারাঠীর ন্যায় তী ন শব্দও চলিয়াছে।) অতএব এতাদৃশ স্থলে কানেরই উপর বেশী নির্ভর করিতে হইবে।

১৯। দেখা যায়, মারাঠীতে কেবল উচ্চারণে নহে, লেখাতেও এই নিয়মকে সবিশেষ অনুসরণ করা হইয়াছে। বিভক্তি-যোগে উপান্ত্য ঈকার ও উকারের হ্রস্ব বিধানের ইহাই মূল (Appaji Kashinath Kher: Marathi Grammar, § 279, p. 157)। যেমন, সংস্কৃত কু ড্য- অথবা কু ড্য ক- হইতে ক্রমপরিবর্ত্তনে মারাঠীতে কূ ড়, 'দেয়াল'। ইহা হইতে কু ড়া স, 'দেয়ালকে'। সং দে ব কু ল-, প্রাং দে উ ল-; কিন্তু মাং দে উ ळ। মারাঠীতে অন্ত্য অকার গ্রস্ত হওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী উকার দীর্ঘ হইয়াছে; কিন্তু প্রাকৃতে ঐরূপ না হওয়ায় হ্রস্বই আছে। মারাঠী দে উ ळ হইতে স, বা আস বিভক্তি-যোগে দে উ ळা স, 'দেউলকে'; দীর্ঘ ঊকার, হ্রস্ব উকার হইয়াছে। এইরূপ অনেক।

২০। ঝোঁক যখন উপান্ত্য অক্ষরে পড়ে, তখন সেই অক্ষরটিই প্রবল হইয়া পরবর্ত্তী অক্ষরকে দুর্ব্বল করে। ম ধু, এখানে দুই স্বর, দুই অক্ষর। উপান্ত্য বা আদ্য অক্ষর মকার স্থিত অ। ইহার উপর ঝোঁক পড়ায় যখন ইহা একটু প্রবল হইয়া উঠিল, এবং এক-একটু করিয়া ইহাকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করা হইল, তখন পরবর্ত্তী অক্ষর অর্থাৎ উকার মাত্রাহ্রাসে শনৈঃ শনৈঃ নিজের সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিল, এবং হিন্দী-মারাঠী, পাঞ্জাবী-গুজরাটীতে মঽ ধ এই আকার ধারণ করিয়া বসিল। কেহ যদি কান পাতিয়া শুনেন, তবে বুঝিতে পারিবেন, মকারস্থিত অ এখানে দীর্ঘ উচ্চারিত হইতেছে। এইরূপে সংস্কৃতে রা শি, প্রাং রা সি হইতে হিন্দী-মারাঠী, পাঞ্জাবী-গুজরাটীতে রা স, বাঙ্‌লাতেও তাই, ভেদের মধ্যে এই যে, শেষের উষ্ম বর্ণটিকে আমরা তালব্য উচ্চারণ করি—রা শ, যথা, 'এক রা শ চুল'। এইরূপে সং রীতি হইতে হিং মাং গুং পাং বাং রী ত, এবং আপনারা সকলেই জানেন, অ তি থি, জ্ঞা তি, জা তি, ও রা ত্রি (সং রাত্রি, প্রাং র ত্তি,) শব্দ স্থানে বাঙ্‌লায় যথাক্রমে অ তি থ, জ্ঞা ত, জা ত ও রা ত শব্দের প্রয়োগ হয়। তুল:—সং *অ হো রা ত্রি, *দি বা রা ত্রি হইতে যথাক্রমে অ-হো রা ত্র, দি বা রাত্র; *পু ণ্ড রী কা ক্ষি হইতে পু ণ্ড রী কা ক্ষ, ইত্যাদি।

২১। অকার কিরূপে গ্রস্ত হয়, এখন তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। অন্ত্য বা উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ে বলিয়াছি। অকারান্ত শব্দের উপান্ত্য অক্ষরেই ঝোঁক পড়ে। প্রাকৃতের জো ব্ব ণ- (সং যৌ ব ন) কথাটি ইহা সমর্থন করিবে। উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়াতেই বকারের দ্বিত্ব হইয়াছে।[১] জ ল-, এখানে দুইটি স্বর, দুইটি অক্ষর। উপান্ত্য অক্ষর জকার-

১। কিন্তু ন ব ন্ন- 'নবীন', এ ক ল্ল- 'একলা' প্রভৃতি শব্দের দ্বিত্ব অন্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়া সূচনা করিতেছে। পূর্ব্বে এইরূপই ছিল, উপান্ত্য বর্ণে ঝোঁক দেওয়া পরে হইয়াছে, ইহাই মনে হয়। এ সম্বন্ধে সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

স্থিত অ, ঝোঁক পড়ায়, যেই ইহা প্রবল হইল, লকার-স্থিত অ অমনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। অনন্তর প্রথম স্বর জকার-স্থিত অ শনৈঃ শনৈঃ লকারস্থ অকারের মাত্রা টানিয়া লইয়া দীর্ঘ হইয়া উঠিল, এবং লকারস্থ অ একবারে না থাকারই মত হইয়া গেল, গ্রস্ত হইয়া পড়িল। ছিল জ-ল-, আমরা তাহাকে করিয়া লইলাম জ° ল·। একটু কান পাতিয়া সাবধান হইয়া লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, জকারস্থিত অ দীর্ঘ। জ ল· ও জ লা শব্দ পাশা-পাশি উচ্চারণ করিয়া দেখুন। ইহাতেও ঠিক না পাইলে, আমরা যেমন কাহাকেও কোনো গুপ্ত কথা বলিতে হইলে কানে-কানে অনুচ্চ স্বরে ফিস্-ফিস্ করিয়া (whisper) বলি, এইরূপ ভাবে সেই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া দেখিলেই উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে। কোনো শব্দের মধ্যে অনেকগুলি অক্ষর থাকিলে, তাহাদের মধ্যে যদি কোনো দুইটি অক্ষরের মাত্রার তারতম্য নিশ্চয় করিতে হয়, তাহা হইলে অপর অক্ষরকে মনে-মনে উচ্চারণ করিয়া সেই দুইটিমাত্র অক্ষরকে ফিস্-ফিস্ করিয়া উচ্চারণ করিলে তাহা সহজে বুঝা যাইবে। শব্দ-ধ্বনিবিদেরা (phoneticians) এইরূপই উপদেশ করিয়া থাকেন (Henry Sweet, *A Primer of Phonetics*, 3rd Ed. 1906, §§103, 109; pp. 48, 50)।

২২। বা-দ-, এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক থাকায় অকার গ্রস্ত হইয়া আমাদের নিকট বা দ· হইয়াছে। এই মূল শব্দটির শেষে একটা ল লাগাইলে মূলত বা-দ-ল- হয়, তিন স্বরে তিন অক্ষর। এখানে উপান্ত্য অক্ষর অর্থাৎ দকার-স্থ--অকারে ঝোঁক পড়ায় পূর্ব্বের নিয়মে পরবর্ত্তী অর্থাৎ লকারস্থ অকার গ্রস্ত হইয়া বা দ° ল· হইয়া যায়। এখানে দকার-স্থ অ দীর্ঘ। বা ম° ন·, এখানেও সমস্তই পূর্ব্ববৎ। এখন স্বভাবতই এ স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে আমি বলিলাম, বা দ ল· শব্দে উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ে; কিন্তু আজ-কাল দেখিতে পাওয়া যায়, এই ঝোঁক বস্তুত আদ্য অক্ষর বা বকারস্থিত আকারে পড়িয়া থাকে। ইহার উত্তরের আভাস আমি পূর্ব্বেই দিয়া আসিয়াছি (§১৪)। বলিয়াছি, এই ঝোঁক দেওয়া সব সময় একরূপ থাকে না; পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখন তাহা না থাকিতেও পারে; বা এখন যাহা আছে, পরে তাহা না থাকিতেও পারে। যে সময়ে বা-দ ল- হইতে শেষের অকার গ্রস্ত হইয়া বা দ° ল· পদ প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন মধ্য অক্ষরে অর্থাৎ দকার-স্থিত অকারেই যে, ঝোঁক ছিল, তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, তখনো প্রথম অক্ষর অর্থাৎ বকার-স্থিত আকারে ঝোঁক ছিল, ও তাহা দীর্ঘভাবেই উচ্চারিত হইত, তাহা হইলে তাহার পরবর্ত্তী দকার-স্থিত অকারেরই মাত্রা-হ্রাসে গ্রস্ত হইবার কথা। ইহাকে ডিঙাইয়া শেষের অকারটাকে গ্রস্ত করিবার কোনো হেতু দেখা যায় না। যদি থাকে, কেহ তাহা প্রকাশ করিলে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। আমি যাহা বুঝিয়াছি, আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। আমার মনে হইতেছে, বা-দ-ল- হইতে পূর্ব্বপ্রক্রিয়ানুসারে বা দ ল শব্দ উৎপন্ন হইয়া যাইবার পর আমাদের ঝোঁক দিবার রীতি পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছে।

২৩। এবার এখানে প্রশ্ন হইতে পারে। ভাল, 'বা দ ল' শব্দে যখন আজ-কাল স্পষ্টই প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়িতেছে, তখন পূর্ব্বনিয়মানুসারে পরবর্ত্তী দকার-স্থিত অকার গ্রস্ত হইতেছে না কেন? ইহার উত্তরে দুইটি কথা বলিবার আছে :—

(ক)। প্রথম, ঐ নিয়মে এখানে মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে সমগ্র শব্দটির উচ্চারণ দুষ্কর হইয়া পড়িত। শেষের অর্থাৎ লকারস্থিত অকার যদি পূর্ব্বে গ্রস্ত না হইত, তাহা হইলে অনায়াসেই ইহা হইতে পারিত, কোনো বাধা থাকিত না। তাহা হইলে আমরা এখানে বা দ· ল- পদ পাইতাম। একটা উদাহরণ দিতেছি। ছু- টি- ল-; তিন স্বর, তিন অক্ষর। ইহার অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না; কেন হয় না, তাহা একটু পরেই দেখিতে পাইব। এখন এই পদটাকে যদি দ্রুত উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের ঝোঁক দিবার বর্ত্তমান রীতি বা নিয়ম-অনুসারে প্রথম অক্ষর অর্থাৎ ছকারস্থ উকারে ঝোঁক পড়ায় তাহার পরবর্ত্তী অক্ষর টকার-স্থিত স্বর ইকার দুর্ব্বল হইয়া ক্রমশ অন্তর্হিত হইয়া পড়ে, এবং পদটা ছু ট· ল- এই আকৃতি ধারণ করে। লক্ষ্য করিবেন, এখানে ছকার-স্থিত উকার দীর্ঘ। ঠিক এইরূপেই প্রকৃত আলোচ্য পদটি বা দ· ল- হইয়া পড়িত। কিন্তু যে-হেতু বা-দ-ল- শব্দের অন্ত্য অকার পূর্ব্বেই গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইলে উচ্চারণ-সৌকর্য্য একবারেই নষ্ট হইয়া যায়, সেই হেতু বর্ত্তমান পদ্ধতি-অনুসারে প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়িলেও, পরবর্ত্তী দকার-স্থিত অ গ্রস্ত হয় না। নীতিশাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "প্রাজ্ঞেরা উপায়ের ন্যায় অপায়কেও চিন্তা করিবেন।" এখানে উচ্চারণের অসুবিধা বিষম অপায়। যদি প্রথম অকারটাও গ্রস্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পদটা দাঁড়াইবে বা দ· ল· (=বা দ্ ল্)। এখানে নিজে-নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখুন, বাঙ্‌লা হিসাবে শেষের অক্ষর দুইটি উচ্চারণ করা কেমন শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। হিন্দী-মারাঠী-গুজরাটী প্রভৃতির সহিত বর্ত্তমান বাঙ্‌লার ইহাও একটা বিশেষত্ব যে, ইহাতে পালি-প্রাকৃতের ন্যায় পদের অন্তে স্বরহীন সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগ বা উচ্চারণ নাই। হিন্দীতে বলা হয় প ঞ্চ·, স ঙ্গ·, স ত্ত·, প স্থ·; কিন্তু বাঙালী উচ্চারণ করে প ঞ্চ-, স ঙ্গ-, ইত্যাদি। মারাঠীরা বলিবেন তো ণ্ড·, ডা রি ম্ব·; বাঙালীরা বলিবেন তু ণ্ড-, দা ড়ি ম্ব-। গুজরাটীরা বলিবেন ধু ন্ধ· কা র· 'মেঘজনিত অন্ধকার', বাঙালীরা ঐ শব্দটিকে উচ্চারণ করিবেন ধু ন্ধ- কা র·।[১] অতএব উচ্চারণের অসুবিধা থাকায় আমাদের নিকট বা দ· ল· পদ হয় না।

(খ)। দ্বিতীয়, এখানে আর একটি কথা ভাবিতে হইবে। কোনো স্বরে ঝোঁক পড়িলেই যে, তাহা দীর্ঘ হইয়া যাইবে, তাহা নহে। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী লঘু স্বরও যেমন গুরু হয়,

১। কিন্তু আমরাও যে এক দিন কোনো-কোনো স্থলে এইরূপ হসন্ত করিয়া উচ্চারণ করিতাম না, তাহা বলিতে পারি না। উচ্চারণ করিতাম বলিয়াই মনে হয়। তাই অ ঞ্জ ন, বা ঞ্জ ন ক হইতে আ ঞ্জ· না শব্দ এখনও চলিত আছে। এইরূপ রা ঙ্গ· তা, আ ঙ্গ· টি।

ঝোঁক পড়িলে লঘু স্বরও সেইরূপ গুরু হয়। এই গুরুত্ব অবশ্য স্বরটিকে দীর্ঘ হইবার যোগ্য করিয়া দেয়। সেই জন্যই স্থানে-স্থানে তাহা ধীরে-ধীরে দীর্ঘ হইয়া উঠে। যেমন, ছু টি· ল-, এখানে আদ্য স্বরে ঝোঁক পড়িতে-পড়িতে কালক্রমে তাহা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। কোনো স্থানে বা হ্রস্বই থাকিয়া যায়। যেমন, ত খঁ ন·, এখানে সম্প্রতি তকারে ঝোঁক পড়িলেও তাহার স্বর দীর্ঘ হয় নাই। আলোচ্য বা দ ল· শব্দ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২৪। পদান্ত অকার গ্রস্ত হইয়া বা দ·, বা দ ল· প্রভৃতি কিরূপে হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। এখন বা দ ল· শব্দের শেষে আকার যোগ করিলে মূলত বা-দ-লা- হইতে বা দ· লা; এইরূপ ঘ ট ক· শব্দে ঈকার যোগে মূলত ঘ-ট-কী হইতে ঘ ট· কী। কিরূপে এই মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইল, দেখিতে হইবে।

বা দ ল·, ঘ ট ক·, ইহাদের পর আকার বা ঈকার (অর্থাৎ সাধারণত অকার ভিন্ন স্বর) আসিলেই যখন বা দ· লা, ঘ ট· কী, এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন এই পরিবর্ত্তনের কারণ যে, আকারাদির সংযোগ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এখানে বিচার্য্য বিষয় এই যে, ঐ আকারাদি যোগের পর শব্দের আদ্য বা অন্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ায় এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে? আমার মনে হয়, আদ্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ায় এইরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি (§১৭), কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে তাহার মোট মাত্রা মনে পূর্ব্বেই ঠিক হইয়া যায়। তাহার পর শব্দটি উচ্চারণ করিবার সময় কোনো বিশেষ স্থানে ঝোঁক পড়ায় সেই মোট মাত্রার এদিকে-ওদিকে একটু কম-বেশী করিয়া ভাগ হয়। কোনো স্থানে একটু বেশী, কোনো স্থানে বা একটু কম হয়, কিন্তু মোটের উপর মাত্রাটা ঠিকই থাকে। এখন পূর্ব্বের মাত্রাটা যদি কোনোরূপে একটু বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে পরের মাত্রাটা একটু কমিবে। কমিলেই ইহা পূর্ব্বের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে; প্রবলই দুর্ব্বলকে টানিয়া লয়। এই দুর্ব্বলীভূত স্বরের পরবর্ত্তী স্বর যেমন থাকে, তেমনই থাকিয়া যায়। শি- উ- লি হইতে জাত শি উ লি- শব্দে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উকারটা পূর্ব্বের ইকার অপেক্ষা মাত্রায় দুর্ব্বল, তাই ইহা তাহার দিকে ঝুঁকিয়া গিয়াছে, তাহারই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, ইচ্ছা করিলে আপনারা এখানে একটা গৌণ সন্ধ্যক্ষর (Spurious dipthong) হইয়াছে বলিতে পারেন; আমরা উচ্চারণ করি শি উ', শি উ- নহে। শেষের লি পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে। চ ও' ড়া, এখানেও পূর্ব্ববৎ ওকারটা মাত্রা-হ্রাসে হ্রস্বতর হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর বা স্বরের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, এবং এখানেও একটা গৌণ সন্ধ্যক্ষর হইয়াছে বলিতে পারা যায়।[১] এখানে দেখুন, শি উ' লি ও চ ও' ড়া শব্দের শেষে

১। লক্ষ্য করিতে হইবে, ওকারটা এখানে হ্রস্বতর। সেই জন্যই ইহা বস্তুত উকারেরই শামিল হইয়া পড়িয়াছে। (সংস্কৃতে উকারের গুণে, অর্থাৎ তাহাতে একটু বিলক্ষণ-প্রকার মাত্রার যোগে ওকার, এবং ওকারের সেই মাত্রাটার হ্রাসে উকার হয়।) বাঙ্লার শু না—শো না, বু ঝা—বো ঝা, ফু টা—ফো টা, ইত্যাদিরূপ বৈকল্প্যে ইহাই কারণ। কলিকাতার বিভাষায় দ্বিতীয় রূপই বেশী শুনা যায়। এ স্থলে উকার ওকার উভয়েরই মাত্রা সমান। কলিকাতার বিভাষায় প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়াতেই উকারটা ওকার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ কথা

লি ও ড়া যদি না-ই থাকে, ধরা যাউক, যদি ঐ আকারেরই কোনো দুইটি শব্দ থাকে, তবুও শি উ', চ ও' উচ্চারণ হইবে। অন্যত্রও দেখুন। আমরা বলিয়া থাকি, কে উ' 'কেহ', কে উ' টে 'সাপ', সে ও' 'ফলবিশেষ', সে ও' ড়া 'গাছবিশেষ'। অতএব এই শি উ' লি প্রভৃতি স্থলে যখন আদ্য অক্ষরের ঝোঁকেই ক্রমশ তাহার মাত্রা বৃদ্ধি হওয়ায় পরবর্ত্তী স্বরে মাত্রা হ্রাস বা গ্রস্ততা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন বা দ· লা প্রভৃতি স্থলেও এই নিয়মেই কাজ হইয়াছে, বলিতে পারা যায়।

২৫। আরো, যদিও বা- দ- ল- শব্দের শেষে আকার আসাতে মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইয়াছে সত্য, তথাপি ইহার দ্বারা এ কথা প্রকাশ পায় না যে, ঐ আকারই এখানে গ্রস্ততার একমাত্র কারণ, বা তাহাতেই ঝোঁক পড়িয়াছে। তাহা হইলে পদ্যেরও মধ্যে আমরা কখনো বা-দ-লা- পড়িতে পারিতাম না, অথচ পড়িয়া থাকি। ভাবিতে হইবে, আদ্য অক্ষরে কোনো বেগ না থাকায়, তাহা অর্থাৎ বকার-সহিত আকার সাধারণ ভাবে উচ্চারিত হইয়া গেল। স্বরপ্রবাহ চলিতেছে, কিন্তু এখনো দকারস্থিত অকারের গ্রস্ত হইবার কারণ উপস্থিত হয় নাই, কেন না, বলা হইতেছে, বেগটা শেষ অক্ষরে অর্থাৎ লকার সহিত আকারে গিয়া ঠেকিলে, তবে তাহা গ্রস্ত হইবে, তাহাই তাহার গ্রস্ততার কারণ। অতএব গ্রস্ততার কারণ না থাকায় দকারস্থিত অকার অবশ্য উচ্চারিত হইবে, এবং তাহার পর স্বরবেগ শেষ আকারে গিয়া লাগিবে। তবেই হইতেছে, এইরূপে মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইতে পারিল না। ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, পূর্ব্বোক্তরূপে প্রথমে বা-দ-লা- হইয়া তাহার পর অর্থাৎ প্রথমে বা-দ- উচ্চারিত হইয়া স্বরবেগ যেই গিয়া লা-তে আঘাত করিল, অমনি আবার পূর্ব্ববর্ত্তী দকারস্থিত অকার গ্রস্ত হইয়া গেল। ইহা বলা হইল বটে, কিন্তু কোনো প্রমাণ বা যুক্তি হইল না। সমগ্র পদটা একবার একরূপ উ চ্চা রি ত হ ই য়া যা ই বা র প র আবার সঙ্গে-সঙ্গেই উল্‌টিয়া আর একরকম হইয়া গেল, ইহা কল্পনা হইতে পারে, বস্তুতত্ত্ব হইতে পারে না। বা-দ-লা-র সঙ্গে-সঙ্গেই আবার কেহ বা দ· লা বলে না, বা অনুভবও করে না। উ ৎ প ল শ ত প ত্র ভে দ ন্যায়ে তাহা অতিদ্রুত হইলেও এরূপ স্থলে তাহা বুদ্ধিরও বিষয় হয় না। অতএব বা দ· লা পদটির মধ্যবর্ত্তী অকার অন্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়া হেতু হয় নাই, আদ্য অক্ষরের ঝোঁকেই হইয়াছে।

বলিতে পারা যায় না। পোঁ ট লা-পুঁ ট লি, ঝো খা-ঝু খি; এখানে না-হয় ঐ নিয়ম খাটিল; কিন্তু মু খা-মু খি, ঘুষা-ঘুষি, লু টা-পু টি, ইত্যাদি স্থলে তাহা খাটে না। অতএব উকার স্থানে ওকার হওয়ার অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। সংস্কৃতের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, পালি-প্রাকৃতে এরূপ অনেক আছে (যেমন, তু ও স্থানে তো ও; মারাঠিতেও তো ও)। উকারকে প্রসারিত ভাবে উচ্চারণ করিলেই ওকার হয়, আর ওকারকে সঙ্কুচিত করিলেই উকার হয়। বলিয়াছি, এতাদৃশ স্থানে উকার-ওকার উভয়েরই মাত্রা সমান। অতএব যাঁহারা প্রসারিত উচ্চারণে অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট ওকার দেখা যায়; আর যাঁহারা সঙ্কুচিত উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট উকারই থাকে। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে, বু ঝা—বো ঝা প্রভৃতি শব্দযুগলের মধ্যে পূর্ব্বেরটা আগে, এবং পরেরটা তাহা হইতেই পরে হইয়াছে।

২৬। যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে বুঝা যাইবে, অন্ত্য অক্ষরের স্বরবিশেষ (অর্থাৎ অকার ভিন্ন স্বর) মধ্যবর্ত্তী অক্ষরের (অর্থাৎ অকার প্রভৃতি স্বরের) গ্রস্ততার ক র ণ, আদ্য অক্ষরের বেগ বা ঝোঁক তাহার নি মি ত্ত কা র ণ, এবং ক র্ত্তা হইতেছে ঐ আদ্য অক্ষরের দীর্ঘীভাব। অপর কথায়, পরবর্ত্তী অক্ষরের বেগ পূর্ব্ববর্ত্তী অকার-প্রভৃতির গ্রস্ততার কর্ত্তা হইতে পারে না, করণ হইতে পারে।

২৭। অকারের গ্রস্ততা সম্বন্ধে আমরা এই যে নিয়মের আলোচনা করিলাম, যদি কোনো স্থলে ইহার ব্যভিচার দেখা যায়, তবে সেখানে ঐ ব্যভিচার কেন হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, এবং আশা করা যায়, ঐ অনুসন্ধান নিরর্থক হইবে না। আমরা ক্রমশই ইহা দেখিতে পাইব।

২৮। এখন একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। সংস্কৃতে অকার গ্রস্ত করিয়া উচ্চারণ করিবার রীতি নাই ; ইহাতে সমস্ত অকারকেই উচ্চারণ করিতে হয়। আমাদের প্রাদেশিক আর্য্যভাষাসমূহে যে সকল ত ৎ স ম[১] শব্দ আছে, ইহাদের কতকগুলিকে সংস্কৃতেরই সাদৃশ্যে অকার গ্রস্ত না করিয়াই উচ্চারণ করা হয়, অপরগুলিকে বক্ষ্যমাণ নিয়মে অকারকে গ্রস্ত করিয়াই উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। সংস্কৃত উচ্চারণের পূর্ব্বপরম্পরাগত অভ্যাস বা পদ্ধতিই স্থানে-স্থানে অকারকে গ্রস্ত হইতে দেয় নাই। আমাদের ভাষাসমূহে সংস্কৃত-প্রভাবের আতিশয্যই ইহার কারণ। যে সকল তৎসম শব্দ আমাদের ভাষায় বহুলভাবে প্রযুক্ত হইতে হইতে নিতান্ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের উচ্চারণ আমাদের ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতিকে অনুসরণ করে। যে সকল শব্দ এরূপ হয় নাই, তাহারা সংস্কৃতেরই নিয়মে চলে। পদপাঠ করিয়া ইহাদের উল্লেখ করা অসম্ভব। অভিজ্ঞ পাঠককে ইহা নিজেরই উপর নির্ভর করিতে হইবে। ভাষায় যে সকল সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ নূতন প্রবেশ করিতেছে, বা সংস্কৃতের নিয়মে নূতন উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহারা অধিকাংশই সংস্কৃতেরই নিয়মে উচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন lacustrine অর্থে নবোদ্ভাবিত হ্র দ চ র, nervous system অর্থে বা ত ম ণ্ড ল ; hibernation অর্থে হি ম শ য় ন। এখানে কেহই হ্র দ· চ র·, বা ত ম ণ্ড ল·, হি ম· শ য় ন· বলিবেন না। যদিও হ্রদ·, বাত·, হিম·, শ য় ন· বলা হইয়া থাকে।

১। আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহে তিন প্রকার শব্দ আছে, (১) সংস্কৃতসম, (২) সংস্কৃতজাত, ও (৩) দেশজ, বা দেশীয়, বা দেশী। যে সকল শব্দ সংস্কৃতে ও আমাদের ভাষায় একই রূপে চলে, তাহারা (১) সংস্কৃতসম ; যেমন, লো ক, বি লা স, ইত্যাদি। সংস্কৃতসম শব্দকে প্রাচীন প্রাকৃত-ব্যাকরণকারগণ ত ৎ স ম শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎ শব্দে এখানে সংস্কৃত বুঝিতে হয়, অতএব ত ৎ স ম শব্দের অর্থ সংস্কৃতসম। যে সকল শব্দ মূল সংস্কৃত শব্দেরই পরিবর্ত্তনে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা (২) সংস্কৃতজাত, যেমন হাত শব্দ সংস্কৃত হস্ত শব্দের ক্রমপরিবর্ত্তনে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বৈয়াকরণিকেরা এই জাতীয় শব্দকে ত দ্ ভ ব (অর্থাৎ সংস্কৃতভব) বলিয়া থাকেন। আর যে সকল শব্দ আমাদের ভাষায় খাঁটি নিজের, যাহাদের কোনরূপ সংস্কৃত মূল পাওয়া যায় না, তাহারা (৩) দেশজ, দেশীয় বা দেশী। প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণের ন্যায় আমরাও এই ত্রিবিধ শব্দকে যথাক্রমে (১) ত ৎস ম, (২) ত দ্ ভ ব, (৩) দে শী শব্দে উল্লেখ করিব।

২৯। নিম্নে যে সকল উদাহরণ প্রদত্ত হইবে, আপনারা তাহাদের মধ্যে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারিবেন :—

(১) প্রথম, তৎসম শব্দসমূহের অন্ত্য অ প্রায়ই গ্রস্ত হয়। যেখানে হয় না, তাহার প্রধান কারণ এই যে,

(ক) সেই সেই শব্দ বাঙলায় অন্যান্য শব্দের মত সেরূপ অভ্যস্ত বা পরিচিত নহে; অথবা (খ) বুঝিতে হইবে, সেখানে ঐরূপ না হইবার অন্য কোনো কারণ আছে।

(২) দ্বিতীয়, তদ্ভব শব্দগুলির মধ্যে প্রায় বিশেষণসমূহেরই অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না।

৩০। এইবার আমরা কোথায় কোথায় অকার গ্রস্ত হয় বা হয় না, তাহা সূত্রাকারে নির্দ্দেশ করিয়া আবশ্যক স্থলে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। (১) পদান্ত ও (২) পদমধ্য, এই দুই স্থানে অকার গ্রস্ত হইয়া থাকে, অতএব আমরা এই ক্রমেই আলোচনা আরম্ভ করিব।

(১) পদান্তে

৩১। কোনো অকারান্ত শব্দে একাধিক অক্ষর থাকিলে তাহার শেষ অক্ষরটি প্রায় লুপ্ত হয়, এবং অজ্জন্য অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয়।[১] যথা—

(ক) দুই অক্ষরে; জ ল্, কা ম্, দি ন্, হী ন্, কু ল্, মূ ল্, দে শ্, দো ষ্।

লক্ষণীয়—ঈ শ-, সংস্কৃত-প্রভাবে গ্রস্ত হয় নাই; কিন্তু শ্রী শ্ চ ন্দ্র, এখানে অভ্যাসবশত হইয়াছে।

(খ) তিন অক্ষরে। ত প ন্, পা তা ল্, মা ণি ক্, শ রী র্, ম ধু র্, ম য়ূ র্, বি দে শ্, ক পো ত্, অ শৌ চ্;

(গ)। চারি অক্ষরে; রা মা য় ণ্, ভা গ ব ত্।

(ঘ)। পাঁচ অক্ষরে; পা র লৌ কি ক্, আ ব ধৌ তি ক্।

ব্যভিচার

৩২। কিন্তু অন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে (ক) ঋকার, (খ) ঐকার, বা (গ) ঔকার থাকিলে হয় না। যথা—

(ক)। ঋকার যোগে; কৃ প, কৃ শ, ঘৃ ত, তৃ ণ, নৃ প, স দৃ শ। কিন্তু ঋ ণ্, ম সৃ ণ্, স রী সৃ প্। এগুলি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনদের মধ্যে কখনো কখনো ঘৃ ত্, বৃ ষ উচ্চারণও শুনিয়াছি।

১। আলোচ্য নিয়মে যেমন অকার গ্রস্ত হয়, তেমনি শেষে শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যঞ্জনহীন ই (ঈ), উ (ঊ), বা ও থাকিলে তাহাদেরও উচ্চারণের মাত্রা কমিয়া যায়, অর্থাৎ তাহারা হ্রস্বতর হইয়া যায়। যথা,—ভা ই', ঠাঁ ই'; রা ঈ (সং রা ধা, ওরা ধী, প্রা° রা হী, প্রা. স. ১৭.৬, রা ঈ) হইতে রা ই'; সে ই', চড়ু ই'; বা উ', লা উ'; গে লে ও', খে লে ও', সে ও', যা ও' (বায়ু)। শেষ অক্ষরে জোর দিলে হ্রস্বতর হয় না। যথা, 'সে-ই' গিয়াছে', 'রা ম- ও' গিয়াছে'।

(খ)। ঐকার-যোগে ; ঐ শ, দৈ ত, নৈ শ, বৈ ধ, বৈ র, শৈ ব, হৈ ম।

(গ)। ঔকার-যোগে ; বৌ থ, শ্রৌ ত, সৌ ধ, সৌ র। কিন্তু গৌ ড়্, গৌ র্, দৌ ড়্। বস্তুত এখানে গৌ র্ না গ উ র ? দৌ ড়্, না দ উ ড় ? শেষটাই ঠিক মনে হয়। হিন্দীতেও দ উ ড়্ (Hoernle ; P. 155) ও দৌ ড় উভয়ই দেখা যায়। মাণিক গাঙ্গুলীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলেও (পরিষৎ, ৯১ পৃঃ) আছে :—"অমনি উত্তর মুখে অশ্বের দৌ উ ড়। পার হয়ে চন্দ্রভাগা পাইলাম গৌ উ ড় ॥" ১১২. ৫৮ ; ১১৩. ২। আবার গৌ উ ড় বানানও আছে, ১৩৫. ৫২। তাহা হইলে নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই। তৈ ল্ = ত ই ল্, এখানেও এইরূপ। (দ্রষ্টব্য—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের ব ঙ্গ ভা ষা, ২য় অধ্যায়, ২, ৶০)।

৩৩। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে যদি যকার থাকে, এবং সেই যকারের পূর্ব্বে যদি অকার, আকার ও ওকার ভিন্ন স্বর থাকে, তাহা হইলে ঐ অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। যথা—প্রি য়, মা ন নী য়, দে য়, হে য়, ইত্যাদি।

যকারের পূর্ব্বে (ক) অকার, (খ) আকার, ও (গ) ওকার থাকিলে গ্রস্ত হয়। যথা, (ক) হ য়্ ক য়্, ম ল য়্ ; (খ) কা য়্ অ পা য়্, উ পা য়্ ; (গ) আ লো য়্, 'আ লো য় আলোয়.' অর্থাৎ আলোতে আলোতে।

৩৪। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে হকার থাকিলে তাহা গ্রস্ত হয় না। যথা,—বি র হ, বি বা হ, দে হ, মো হ, ইত্যাদি।

বাঙালীর মুখে হসন্ত হ উচ্চারণে ফুটে না। তবে পদের মধ্যে পরের ব্যবহিত স্বরের সাহায্য পায় বলিয়া কচিৎ উচ্চারিত হয় বলিয়া মনে হয়। যেমন বা হ্ বা, 'সা ধু'। ড হ্ রা 'নৌকার খোল'। হিন্দী প্রভৃতিতে ইহা উচ্চারিত হয়, যেমন ব্যা হ্ 'বিবাহ'। ব হ্ নী 'প্রথম বিক্রী'। এই মাত্র বলিলাম, পদের মধ্যেও হসন্ত হকার বাঙালীর মুখে কচিৎ উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ প্রায়ই হয় না। ইহা কেবল বাঙালীর দোষ নহে, দেখা যায়, পাণিনিরও সময়ে এই-রূপ খুবই ছিল। এবং এখনো আমাদের অনেক আর্য্যভাষার মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রা হ্ম ণ শব্দের মধ্যবর্ত্তী সংযুক্ত বর্ণে আগে হ, পরে ম। কিন্তু আমরা আগে ম, পরে হ উচ্চারণ করিয়া থাকি। বলা উচিত ব্রা হ্ ম ণ্, কিন্তু শুনিয়াছি, হিন্দীতে কোথাও-কোথাও এইরূপ বলিলেও অন্যত্র বলা হয় না। মারাঠীরাও আমাদেরই মত উচ্চারণ করেন। চি হ্ন, অ প হ্ন ব ; আ হ্লা দ ; জি হ্বা ; এই কয়টি শব্দও উচ্চারণ করিয়া দেখুন, আমরা হকারকে হসন্ত উচ্চারণ না করিয়া স্থান-বিপর্য্যয়ে পরবর্ত্তী স্বরের সহিত যোগ করিয়া উচ্চারণ করি চি ন্ হ, অ প ন্ হ ব ; আ ল্ হা দ্, জি ব্ হা। পালি প্রাকৃতের ত কথাই নাই, পাণিনির সূত্রেও সেই সময়কার সংস্কৃতজ্ঞগণের এই উচ্চারণ সমর্থিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—"হে মপরে বা" ৮.৩.২৬ ॥ অর্থাৎ হকারের পর যদি ম পরে থাকে, তাহা হইলে মকার স্থানে বিকল্পে ম-কারই থাকিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রানুসারে; ["মোঽনুস্বারঃ" ৮.৩.২৩] ব্যঞ্জন পরে থাকিলে ম স্থানে যে নিত্য অনুস্বারই হইত, তা না হইয়া একবার মকারই থাকিবে, আর একবার অনুস্বার

হইবে। উদাহরণ দেওয়া হয় কি ম্+হ্ম ল য় তি—‘কম্পিত করিতেছে’। এখানে সন্ধিতে এক-বার এইরূপই থাকিবে, আর একবার অনুস্বার হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে স্পষ্টই যে, যাঁহাদের নিকট হ্ম ল য় তি শব্দের আদিতে হকারটা উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকট পূর্ব্ব-বর্ত্তী ম্ অনুস্বার হইয়া যাইত (৮.৩.২৩); আর যাঁহাদের নিকট ম-কারটা পূর্ব্বে ও হ-কারটা পরে উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকটে পরে ম থাকায় পূর্ব্ববর্ত্তী ম-কার ম-কারই থাকিয়া যাইত (৮.৪.৫৮-৫৯ = “অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ,” “বা পদান্তস্য”)। পাণিনির আর একটি সূত্র হইতেছে, ঠিক তাহারই পরে—“নপরে নঃ” (৮.৩.২৭)। অর্থাৎ হকারের পর যদি ন থাকে, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী ম-কার স্থানে বিকল্পে ন হইবে। উদাহরণ—কিম্+হ্নুতে, ‘কি গোপন করিতেছে’। এখানেও পূর্ব্বেরই মত, যাঁহাদের নিকটে হ্ন্ এই সংযুক্ত বর্ণটির হকারটা আগে ও নকারটা পরে উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকটে পূর্ব্ববর্ত্তী মকার অনুস্বার হইত; আর যাঁহাদের নিকট নকারটাই আগে উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকটে ম স্থানে পরবর্ত্তী অনুনাসিক নকার থাকায় নকারই হইয়া যাইত। পাণিনি এই পর্য্যন্তই লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তাঁহার বার্ত্তিককার দেখিলেন, হকারের পর য, ব, ল থাকিলেও পূর্ব্বের হকারটা পরে গিয়া উচ্চারিত হয়, তাই তিনি পূর্ব্বের সূত্রে (৮.৩.২৬) আরো একটু জুড়িয়া দিলেন “যবলপরে যবলা বা”, অর্থাৎ হকারের পর যদি য, ব, ল থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী মকার স্থানে বিকল্পে অনুনাসিক য, ব, ল হইবে। পালিতে ব্র হ্ম ও ব্রা হ্ম ণ শব্দ ছাড়া সর্ব্বত্রই সংযোগস্থলে পূর্ব্বের হকারকে পরে বসান হইয়াছে। প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই এইরূপ করিয়া নিয়মানুসারে বিশেষ-বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

৩৫। সংস্কৃত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ শব্দের অ গ্রস্ত হয় না। যেমন, হ ত, গ ত, জাত[১], ইত্যাদি। তুল :—অতীত।

কিন্তু বিশেষ্য হইলে হয়। যেমন ভূ ত., প্রে ত., ম ত., হি ত., অ হি ত., হি তা হি ত., গ তা গ ত.।

৩৬। সংস্কৃত তর- ও তম-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রায়ই হয় না। যেমন, গু রু ত র, গু রু ত ম; প্রি য় ত র, প্রি য় ত ম।

কিন্তু উ ত্ত ম.। কখনো-কখনো গ্রাম্য ভাষায় প্রি য় ত ম. শুনা যায়।[২]

১। কিন্তু ‘জা ত. ভাই’, এখানে ইহা জা তি শব্দ হইতে জাত বলিয়া অকার গ্রস্ত হইয়াছে।

২। যে সকল শব্দের শেষে (ক) √গম ধাতুর বা (খ) ভগ শব্দের গ থাকে, তাহাদের অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। যথা,—(ক) অ গ, খ গ, ন গ, ভু জ গ। (খ) সু ভ গ, দু র্ভ গ।

অন্যত্র হয়, যেমন, রা গ., বা গ., ভো গ., ভা গ., ইত্যাদি।

√জন ধাতুর জ-কারের অ প্রায়ই গ্রস্ত হয় না। যথা, দ্বি জ, অ গ্র জ, স র সি জ। কিন্তু প ঙ্ক জ.। কেহ বলেন অ গ্র জ, অন্যে অ গ্র জ.। আমরা সকলেই বলি ভ ব, কিন্তু ইহাতে কোন উপসর্গ যোগ করিলেই অকার গ্রস্ত হয়। যেমন স ম্ভ ব., বি ভ ব., উ দ্ভ ব., প রা ভ ব., প্র ভ ব.। এইরূপ র ব, কিন্তু উ প র ব.,

৩৭। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে (ক) অনুস্বার, (খ) বিসর্গ, (গ) বা সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে হয় না। যথা—

(ক) অং শ, বং শ, হং স।

(খ) দুঃ খ।

(গ) চ ক্র, ত র্ক, শঙ্খ।

পূর্ব্বে (§২৩, ও টিপ্পনী ৮) বলিয়া আসিয়াছি, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটীতে সংযুক্তেরও পরে অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয়; অবশ্য ইহারও নিয়ম আছে, সর্ব্বত্রই হয় না।১

৩৮। (ক) আন- ও (খ) আ ম-অন্ত ক্রিয়াবাচক (প্রায়ই সকর্ম্মক, কখনো-কখনো বা অকর্ম্মক) তদ্ভব শব্দসমূহের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা—

(ক) ক রা ন, ধ রা ন, ব লা ন, দে খা ন।

(খ) পা কা ম, জে ঠা ম, ভ ণ্ডা ম।

'সম্বন্ধ পা তা ন'; কিন্তু 'ধানের পা তা ন·' অর্থাৎ খোসা (মালদহে), এখানে ক্রিয়াবাচক নহে বলিয়া গ্রস্ত হইল। এইরূপ 'ধান উঠান', কিন্তু 'বাড়ীর উ ঠা ন·' অর্থাৎ আঙিনা; 'কাহাকেও মা না ন', অর্থাৎ সম্মত করান, কিন্তু 'মা না ন· সই', এখানে ক্রিয়াবাচক নহে। না না ন· (বিবিধ), পা ঠা ন· (জাতিবিশেষ), কা মা ন· (অস্ত্রবিশেষ), ইত্যাদিও এই প্রকার।

'কাজ চা লা ন,' কিন্তু 'মালের চা লা ন.' অর্থাৎ তালিকা বা হিসাব; 'আসামীকে চা লা ন. করিয়াছে', এতাদৃশ স্থলে চা লা ন. পদের অকারের গ্রস্ত হইবার কারণ আছে। এখানে ইহা তদ্ভব শব্দ নহে, ইহা ফারসী-হিন্দী। আমরা বলিয়াছি, তদ্ভব শব্দেরই গ্রস্ত হয় না। 'বা না ন, করা' এখানেও হয় নাই, হিন্দীতে ইহা ব না না, বোধ হয় হিন্দী হইতেই ইহা লওয়ার উক্ত নিয়মে কাজ হয় নাই। কিন্তু 'তরকারী বা না ন', এখানে হইয়াছে।

বি প্ল ব.; দ্র ব, কিন্তু উ প দ্র ব.; স ম, কিন্তু বি ষ ম.। আবার লক্ষণীয়—শি ব, অ শি ব; শু ভ, অ শু ভ; ন ব, অ ভি ন ব। ন বী ন·, কিন্তু মা ম কী ন, তা ব কী ন। এই সকল শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো নিয়মই করা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, এবং বলিয়াও আসিয়াছি, সংস্কৃত ও বাঙ্‌লার মধ্যে যাহার প্রভাব যে শব্দে বেশী, তাহার উচ্চারণ তদনুরূপই হইবে।

১। দ্রষ্টব্য—Kellogg, A Grammar of the Hindi Language, pp. 10-12; Beams, A comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Vol. I. pp. 67-69; Grierson's Linguistic Survey of India, Vol. VII. p 21; Taylor, The Student's Gujrati Grammar, pp. 7. 11) এই সমস্ত ভাষার ন্যায় পূর্ব্বে বাঙ্‌লাতেও স্থানে স্থানে সংযুক্ত বর্ণের পরবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইত, পরে আজ-কাল তাহা আর হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা পূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছি, দা ন্ত, চা ন্দ, পা ঙ্ক প্রভৃতি শব্দ আছে। এই সকল শব্দে অকার গ্রস্ত হইত, এবং তাহা হইতেই দা ন্ত·, চা ন্দ·, পা ঙ্ক· উচ্চারিত হইতে-হইতে যথাক্রমে নকার ও ঙকারকে চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করিয়া আমরা দাঁ ত, চাঁ দ, পাঁক করিয়া লইয়াছি।

৩৯। আন- ও আম-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য অকার কেন প্রস্ত হয় না, আমরা এইবার তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।

(ক)। ক রা ন, ধ রা ন, ইত্যাদি শব্দের অধিকাংশই প্রেরণার্থক, সংস্কৃতে ণিজন্ত (causal), ও শেষে অন-প্রত্যয়-যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের আদিম রূপ হইতেছে ক রা প ণ, ধ রা প ণ, ইত্যাদি। তুলনীয় সং স্থা প ন, ঘা প ন, জ্ঞা প ন, ইত্যাদি। তাহার পর স্বার্থে ক-প্রত্যয়-যোগে ক রা প ণ ক, ধ রা প ণ ক হইতে ক্রমশ প-স্থানে ব হওয়ার ও ককার-লোপে (হেম. ৮. ১. ১৭৭, ২৩১; শুভ. ১. ৩. ৪, ৫১) ক্রমশ ক রা প ণ ক—ক রা ব ণ ক—ক রা অ ণ অ। অনন্তর মধ্যবর্ত্তী আকার ও অকারে মিলিয়া ক রা ণ অ। এইরূপ ধ রা প ণ ক হইতে ধ রা ণ অ। হিন্দীতে অকারের খোলা উচ্চারণ থাকায় শেষের দুই অকার মিলিয়া আ হওয়া হেতু তাঁহাতে ক রা না, ধ রা না হইল। আর বাঙালায় অকারের সঙ্কুচিত উচ্চারণে অকারের ওকার-প্রবণতা হেতু উপান্ত্য বা অন্ত্য অকার হ্রস্বতম ওকার হইয়া অপর অকারটিকে প্রাকৃত-সন্ধির নিয়মে নিজেরই মধ্যে মিশাইয়া লইয়াছে। তাই আমাদের নিকট ক রা ন[1], ধ রা ন[1] হইয়াছে। এখানে শেষের অকারটা যে হ্রস্বতম ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই। আন-প্রত্যয়ান্ত শব্দে এই জন্যই অন্ত্য অকার প্রস্ত হয় না। ইহা অকাররূপে লিখিত হইলেও আমাদের নিকট বস্তুত হ্রস্বতম ওকার। অকারেরই প্রস্ত হইবার কথা, ওকারের নহে। অন্যত্রও তদ্ভব শব্দসমূহের যেখানে-যেখানে অন্ত্য অ প্রস্ত হয় না, সেই-সেই স্থলে প্রধানত এই কারণেই তাহা হয় নাই মনে করিতে হইবে। আমরা আবশ্যক স্থানসমূহে ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

৪০। এ স্থলে আলোচ্য পদগুলি সমস্তই প্রেরণার্থক। তবে কখনো কখনো প্রেরণার্থক না হইতেও পারে। যেমন, মা ড়া ন, ইহার অর্থ নিজে মর্দ্দন করা, বা অন্যকে দিয়া মর্দ্দন করা, উভয়ই হইতে পারে। যেখানে প্রেরণার্থ না বুঝায়, সেখানেও মূল রূপটি পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'ব্যাসের পু রা ণ,' কিন্তু 'পু রা ণ গাছ'। পূর্ব্বেরটি বিশেষ্য, পরেরটি বিশেষণ। বিশেষণটি সংস্কৃত (অথবা ঠিক বলিতে হইলে প্রাকৃত-সংস্কৃত; কারণ, মূল পু রা ত ন শব্দের তকার লোপে পু রা ণ শব্দটি হইয়াছে, এবং ইহা প্রাকৃত-প্রভাবেরই ফল) পু রা ণ শব্দের পর ক-যোগে পু রা ণ ক শব্দ হইতে প্রাকৃতের নিয়মে পু রা ণ অ শব্দের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরবর্ত্তী রূপ। এই জন্যই ইহার অকার প্রস্ত হয় না। হিন্দী ও প্রাচীন বাঙ্‌লায় পু রা ণা শব্দও আছে। সাদৃশ্য-প্রসঙ্গে এ শব্দটি এখানে উল্লেখ করিতে হইল।

৪১। পা কা ম, জে ঠা ম প্রভৃতি শব্দের অপর রূপ পা কা মি, জে ঠা মি। ভাবার্থে বৈদিক সংস্কৃত ত্ব ন (যথা, স খি ত্ব ন=সখ্য), তাহা হইতে প্রাকৃতে ত্ত ণ (প্রা. প্র. ৪. ২২), অপভ্রংশে প্প ণ (হে. চ. ৫. ৪৩৭), এবং সাধারণত সমস্ত গৌড়ীয় ভাষাতেই প ণ (অথবা প ণা)। এই প ণ শব্দের ণকারস্থ অনুনাসিকতা পূর্ব্ববর্ত্তী পকারে সঞ্চারিত হওয়ায়, এবং পকারটি প্রথমে ঘোষ (অর্থাৎ মৃদু) অর্থাৎ বকার হইয়া, পরে ঐ অনুনাসিকতার সংসর্গে মকার

হওয়ায়, প ণ প্রত্যয়টি বস্তুত ম অ হইয়া দাঁড়ায়। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া-অনুসারে অর্থাৎ অকারের ওকার-প্রবণতা থাকায় তাহা ম' (হ্রস্বতম-ওকারান্ত) হইয়া পড়িয়াছে। কা ঠা ম' শব্দ সং কা ষ্ঠ ক র্ম ক, প্রাং * ক ট্ঠ অ ম্ম অ হইতে হইয়াছে। এখানেও উপর্য্যুপরি দুইটি অ থাকায় অকার গ্রস্ত হয় নাই।

৪২। প্রাকৃতের আ ল-প্রত্যয়ান্ত (তদ্ভব বা দেশী এবং কখনো কখনো তৎসম) বিশেষণের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা, রো খা ল, যো য়া ল, গো লা ল, দু খা ল। প্রাকৃতের এই আ ল প্রত্যয়ের (হেম. ৮. ২. ১৫৯ ; ত্রিবিক্রম, ২.১.১) সহিত সংস্কৃতের ল প্রত্যয়ের (পা. ৫. ২. ৯৬, ইত্যাদি) বিশেষ যোগ আছে। ইহার পর ক-যোগে আ ল প্রত্যয় বস্তুত আ ল ক, এবং কলোপে আ ল অ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বস্তুত আ ল' (হ্রস্বতম-ওকারান্ত) হইয়া পড়ে। সেই জন্যই বর্ণত দৃশ্যমান অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। কো টা ল·, গো য়া ল·, রা খা ল·, ইত্যাদি বিশেষ্য, এবং আল-প্রত্যয়ান্তও নহে ; ইহাদের শেষের আ ল পা ল শব্দ হইতে হইয়াছে ; কো ষ্ঠ পা ল· হইতে কো টা ল·, গো পা ল· হইতে গো য়া ল, এবং র ক্ষ ক পা ল· হইতে রা খা ল·। কা ঙা ল·, না গা ল· প্রভৃতি শব্দেরও এই প্রকারে ভিন্ন-ভিন্ন সমাধান করিতে হইবে; এ সকল শব্দও বস্তুত পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতের আ ল প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন নহে। আঁ টা ল, এখানে নিয়মানুসারেই গ্রস্ত হয় নাই, কিন্তু ইহার পূর্ব্বের আকার দুইটা একার হইয়া গেলে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করায় গ্রস্ত হইয়া থাকে। যেমন এঁ টে ল·। র সা ল', যখন বিশেষণ, তখন ইহা প্রাকৃত আল প্রত্যয়ান্ত (হেম. ৮. ২. ১·৯ ; লক্ষ্মীধর. ২. ১. ১=ষড়্ভাষা-চন্দ্রিকা, ১৫৭ পৃ), তাই অকার গ্রস্ত হয় নাই। যখন বিশেষ্য আম্রবাচী, তখন (মূলত প্রাকৃত হইলেও) তৎসম, অর্থাৎ সংস্কৃত। তাই সাধারণ নিয়মে (§৩১) গ্রস্ত হয়—র সা ল·।

৪৩। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না :—

(১)। অতীত কালের ক্রিয়াপদ ; যথা—

(ক) চ লি ল, চ লি য়া ছি ল, চ লি তে ছি ল, ইত্যাদি।

(খ) চ লি ত, ইত্যাদি।

(২)। ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ ; যথা, চ লি ব, ধ রি ব, ইত্যাদি।

(৩)। অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে আদরসূচক ক্রিয়াপদ ; যথা, তুমি চ ল, ধ র, ইত্যাদি। অনাদর বা অতি-ঘনিষ্ঠতা-সূচক হইলে গ্রস্ত হয় ; যথা, 'তুই চ ল·, ধ র·'। (৪) বর্ত্তমানেও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ ; যথা, 'তুমি চল' অর্থাৎ চলিয়া থাক। আমরা ক্রমশ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিব।

৪৪। সংস্কৃতে √ চ ল্+ত (ক্ত) প্রত্যয়ে চ লি ত, ক-যোগে চ লি ত ক। এই চ লি ত ক হইতে বাঙ্লা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় কয়েক প্রকার পদ হইয়াছে।

প্রথম, চ লি ত ক হইতে ক-লোপে (ক) চ লি ত অ, তাহা হইতে চ লি ত' (১)।

আবার, চ লি ত ক হইতে তকার ও ককার উভয়েরই লোপে (খ) চ লি অ অ, ক্রমশ দুই অকার মিলিয়া আকার হওয়ায় চ লি আ, তাহার পর চ লা (২)।

আবার, চ লি ত ক হইতে (গ) চ লি দ অ, দ স্থানে ল হওয়ায়, ক্রমশ চ লি ল অ। এই চ লি ল অ হইতে এক দিকে চ ল ল অ, এবং ক্রমশ (/০) চ ল লা (৩, ক), ও চ ল ল' (৩, খ);

(৵০) অন্য দিকে চ লি লা (৩, গ); এবং

(৶০) অপর দিকে চ লি ল' (৩, ঘ)।

৪৫। নিম্নের তালিকায় এ কথাগুলি বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইবে ;—
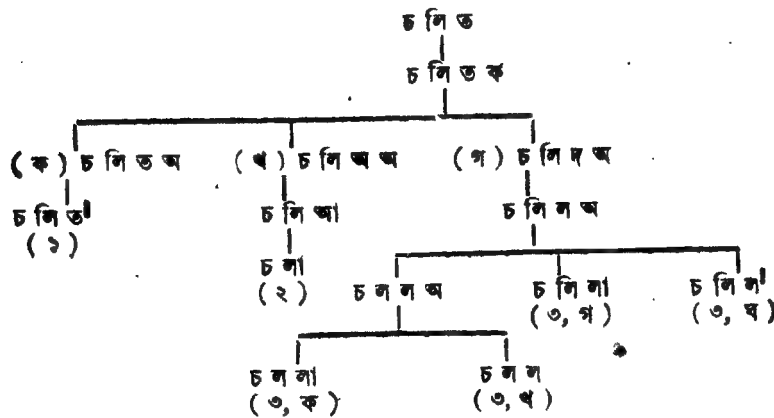
৪৬। এখানে আমাদের আলোচ্য পদ কয়টি পৃথক্ করিয়া বাহির করিয়া লই :—

(১) চ লি ত'

(২) চ লা

(৩) { (ক) চ ল লা
       (গ) চ লি লা
       (খ) চ ল ল'
       (ঘ) চ লি ল' }

এখানে (১) চ লি ত', (৩, খ) চ ল ল', ও (৩, ঘ) চ লি ল, এই তিনটি পদের অন্ত্য অকারের লোপ না হইবার ইহাই একমাত্র কারণ যে, ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রূপসমূহে শেষে আর একটি অকার ছিল, এবং ইহাদের একটি আমাদের নিকট হ্রস্বতম ওকারে পরিণত হইয়াছে। যে সকল পদে এইরূপ হ্রস্বতম ওকার উচ্চারিত হয় নাই, তাহাদের শেষের দুই অকার মিলিয়া আকার হইয়া গিয়াছে। যেমন, (৩, গ) চ লি লা, (৩, ক) চ ল লা।

৪৭। প্রেরণার্থেও আমরা এইরূপ পদ পাইয়া থাকি। যথা—

(১) চা লি ত'

(২) চা লা

(৩) { { (ক) চা ল না / (খ) চা লি না } { (গ) চা ল ল / (ঘ) চা লি ল } }

এখানেও অকারের প্রস্ত না হইবার সেই একই কারণ।

৪৮। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা এখানে বলিয়া লওয়া ভাল মনে করিতেছি। সংস্কৃতের একই ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদ হইতে আমরা তিন প্রকার পদ পাইয়াছি, যথা,—(১) চ লি ত, (২) চ লা, (৩) চ লি ল। কিন্তু ইহাদের অর্থ-বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। ইহাদের শেষের অর্থাৎ (৩) চ লি ল, ক রি ল, গে ল প্রভৃতি পূর্ব্বে অতীত কাল মাত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত। কিন্তু আজ-কাল ইহা অনাতপূর্ব্ব অতীত (অদ্যতনী) বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। বর্ত্তমান বাঙ্‌লায় অতীতের যেমন নানা ভেদ করা হইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্‌লায় সেরূপ ছিল না। (২) চ লি ত, মা রি ত প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্‌লায় অল্প দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কয়েকটি মাত্র আছে, এবং ইহা আজকালকার মতই (কালাতিপত্তি conditional) অর্থ প্রকাশ করে ("ডুবিয়া ম রি তোঁ (=মরিতাম) যবে না থা কি ত কা হ্নে", ১৬৪ পৃ; দি তোঁ (=দিতাম) ২৮৪ পৃ)। এই সকল পদ সংস্কৃতের ন্যায় বিশেষণরূপেও প্রযুক্ত হয়। যেমন, 'চ লি ত পথ,' 'প ঠি ত পুস্তক'। আবার (১) চ লা, প ড়া, শু না প্রভৃতি চ লি ত, প ঠি ত, শ্রু ত প্রভৃতি সংস্কৃত পদের ন্যায় সাধারণত বিশেষণভাবেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাঙ্‌লায় অতীত কালের ক্রিয়াসূচক আকারান্ত বিশেষণগুলি সমস্তই এইরূপে উৎপন্ন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১৭) স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবু বা ঙ্গা লা বি শে ষ ণ র হ স্য প্রবন্ধের আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পরিচ্ছেদে যে সকল বিশেষণ শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমুদয় এইরূপেই উৎপন্ন। যদিও একই ধাতু-প্রত্যয়ে এই ত্রিবিধ পদ উৎপন্ন, তথাপি তাহাদের প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়া ভাষার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে।

৪৯। কেবল ইহা বাঙ্‌লাতেই নহে, দেখিয়াছি, প্রাচ্য হিন্দী অর্থাৎ বিহারী ও ভোজপুরী, মৈথিলী, উড়িয়া, মারাঠী ও গুজরাটীতেও এইরূপ হইয়াছে। অতি বাহুল্য হইবে বলিয়া এখানে তাহা উপস্থিত করিতে পারিলাম না। ভেদের মধ্যে এই যে, হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতিতে বিশেষ লিঙ্গভেদ থাকায় পূর্ব্বোক্ত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত তদ্ভব শব্দসমূহে বিশেষ্যের অনুসরণে লিঙ্গের বিশেষ-বিশেষ বিভক্তি যুক্ত হয়। বাঙ্‌লায় ক্লীবলিঙ্গসূচক কোনো বিভক্তি নাই, স্ত্রীলিঙ্গের আ বা ঈ আছে। প্রাচীন বাঙ্‌লার এই আলোচ্য পদসমূহে, স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে, বহু স্থানে ঈকার প্রযুক্ত হইত। আবার হইত না, ইহারও উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ইহা সমর্থন করিবে। অপভ্রংশে লিঙ্গের বাঁধাবাঁধি কোনো নিয়মই নাই ("লিঙ্গমতন্ত্রম্", হেম. ৮,৪,৪৪৫); তাই বাঙ্‌লাতেও নাই।

সেই জন্তই, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গেরও বিশেষণে ঈকার দেওয়া হইয়াছে, এরূপ পদ অনেক দেখা যায়। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়েও এরূপ আছে।

৫০। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের নামে একটা কথা মনে পড়িল। এইমাত্র বলিয়া আসিয়াছি, বাঙ্‌লায় চ লা প্রভৃতিই বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়, চ লি ল প্রভৃতি নহে। এই হিসাবে দু হি ল (=দোহন করিল) শব্দকে বিশেষণরূপে না পাইবারই কথা। কিন্তু অতি প্রাচীন সাহিত্যে তখনো এতটা নিয়ম হইয়া উঠে নাই, তাই চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে (৩৩২) 'দোহা দুধ' অর্থে "দু হি ল দু ধু" আছে।

৫১। ক রি তে ছি ল, ক রি য়া ছি ল প্রভৃতির অন্ত্য অকার ঠিক এই নিয়মেই গ্রস্ত হয় নাই। এই সকল পদের শেষ অংশ ছি ল, বা আ ছি ল সংস্কৃত √ আ স্, পালি-প্রাকৃতে তাহার স্থানে আদিষ্ট √ অ চ্ছ হইতে (ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা, ২.৪.৫০; ২০৩ পৃ; প্রাকৃতরূপাবতার, ১৮.২৪; ত্রিবিক্রম, ২.৪.৫০; মহাসদ্দনীতি, সীলানন্দ থের, কলম্বো, ১৯০৯, ৪০৩ পৃ; মহারূপসিদ্ধি, গুণরতন থের, সিংহল, ১৮৯৭, ১৯০ পৃ) ক্ত-প্রত্যয়ে পূর্ব্বোক্তরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। √ আস্ ধাতুর মূল অর্থ উপবেশন হইলেও পালি-প্রাকৃতে তাহা √ অস্ ধাতুরই অর্থে (সত্তা, বিদ্যমানতা) প্রযুক্ত হয় (পালিতে "বহিমুখো য়েব পন অ চ্ছা মি", মিলিন্দপ্রশ্ন, ৩.১.১৭,—'বহির্মুখ হইয়াই আ ছি'; অপভ্রংশে, "কেসু-ণআবণ আ চ্ছে", প্রাকৃত-পৈঙ্গল, বর্ণবৃত্ত, ১৪৪;—'কিংশুকনববন আ ছে')।

৫২। ভবিষ্যতে ক রি ব, খা ই ব, ইত্যাদিরও অকারের গ্রস্ত না হইবার হেতু তাহাই, অর্থাৎ এই সকল শব্দেরও শেষে একটা আরো অকার ছিল, এবং পূর্ব্বের ন্যায় হ্রস্বতম ওকার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিম্নের তালিকায় ক্রমপরিবর্ত্তনটা বুঝা যাইবে :—

ক র্ত্ত ব্য
|
ক র্ত্ত ব্য ক
|
*ক রি ত ব্য ক
|
ক রি অ ব্ব অ (অথবা ক র়ে অ ব্ব অ, হেম° ৮.৩.১৫৭; শুভ° ২.৪.২৩।
|
ক রি ব্ব অ see Hoernle, pp. 148—9).
|
ক রি ব'

প্রাচীন বাঙ্‌লায় ক রি বোঁ পদ মনে করুন।

৫৩। অনুজ্ঞায় মধ্যমপুরুষের আদরসূচক ক্রিয়াপদ ক র, ধ র প্রভৃতির অন্ত্য অকারেরও গ্রস্ত না হইবার ঐ একই কারণ। প্রাকৃত-অনুসারে (প্রা° প্র°, ৭.১৯) এই সমস্ত ক্রিয়াপদের মূল ছিল ক র হ, ধ র হ, ইত্যাদি। আপনারা সকলেই জানেন, প্রাচীন বাঙ্‌লায় এইরূপই পাওয়া যায়। হ মহাপ্রাণ, অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারণের প্রভাবে, ইহা অকারেরই

মধ্যে মিশিয়া গেল ; ক র হ ক্রমে ক র অ হইল। পরে উড়িয়া ও বাঙ্‌লায় অকারের ওকার-প্রবণতায় পূর্ব্ববৎ ইহা ক র' আকার ধারণ করিল। আর যাঁহাদের নিকটে অকারের প্রসারিত উচ্চারণ আছে, ক র অ তাঁহাদের নিকট ক রা হইল। বাঙালীরা যেখানে বলিবেন 'তুমি ক র'', বা উড়িয়ারা যেখানে বলিবেন 'তুম্ভে (তুম্ভেমানে) ক র'', মারাঠীরা সেখানে বলিবেন 'তুহ্মি ক রা'। গড়বালী হিন্দীতেও এইরূপ 'তুমন (তু ম্) ক রা'। কিন্তু অন্যান্য হিন্দীর অধিকাংশেই ক রো। গুজরাটীতেও ক রো। অনাদর বা ঘনিষ্ঠতাতিশয়-প্রকাশে বাঙ্‌লা, হিন্দী, মারাঠী ও গুজরাটীতে একই ক র্। ক র হ, এই বহুবচনের পদ হইতে (প্রাকৃতে বহুবচনেই হ বিভক্তি হয়, প্রা° প্র° ৭·১৯) বা° উ° ক র' ও হিন্দী-প্রভৃতির ক রো, ক রা ; এবং মূলত সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মধ্যম-পুরুষের একবচনের পদ ক র হইতে আমাদের ক র্ হইয়াছে। ক র হ হইতে ক র অ, এখানে উপর্য্যুপরি দুইটা অ থাকায় তাহারা উভয়েই গ্রস্ত হয় না। কিন্তু ক র, এ স্থলে একটিমাত্র অকার থাকায় তাহা সহজেই গ্রস্ত হইয়া যায়, এবং সেই জন্য পদটা ক র্ হইয়া পড়ে। সম্মানার্থে বহুবচনের প্রয়োগ উড়িয়া-মারাঠী প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে। বাঙ্‌লায় 'তুমি ক র'' ইহা বস্তুত বহুবচনের প্রয়োগ, আর 'তুই ক র্' ইহা একবচনের প্রয়োগ।

৫৪। বর্ত্তমান কালে মধ্যমপুরুষের একবচনে 'তুমি ক র', অর্থাৎ করিয়া থাক, ইত্যাদি স্থলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কাজ হইয়াছে। সংস্কৃতে বর্ত্তমানে মধ্যমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তি থ-স্থানে প্রাকৃতে হ হইয়া থাকে (প্রা° প্র° ১৭·৪), এবং এইরূপে ক র হ হয়। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও এই ক র হ হইতেই ক র' হইয়াছে। ইহা মূলত বহুবচনেরই পদ, কিন্তু ক্রমশ একবচনেও চলিয়াছে। আমাদের একবচনের আসল পদ হইতেছে ক রি স্, 'তুই ক রি স্'। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে (হেম° ৮·৩·১৪০) মধ্যমপুরুষের একবচনে সি-বিভক্তি প্রসিদ্ধ। তাহার যোগে ক র সি পদ হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এইরূপ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যাইবে (করসি, ৬৬ ; জাণসি, ৭২ ; বুঝসি, ৭৬ ; বোলসি, ৩৩৫ ; ইত্যাদি)। বস্তুত এই বিভক্তিটি সি হইলেও প্রাকৃতের বহু স্থলে এবং অপভ্রংশে কার্য্যত অ সি ; ইহার স্বরবিপর্য্যয়ে ই স্, বা ই স্। এইরূপে ক র সি হইতে ক রি স্, বা ক রি স্। নেপালীতেও এইরূপ (Hoernle, p. 335)। পূর্ব্ববঙ্গে অ সি বিভক্তির শেষ ইকারটা লোপ হওয়ায়, বু ঝ স', জা ন স্, মা র স্, ইত্যাদি।

৫৫। দুই অক্ষরের তদ্ভব বিশেষণ শব্দসমূহের অন্ত্য অকার (প্রায়ই) লুপ্ত হয় না। যথা—

সংস্কৃত		তদ্ভব
ভ গ্ন ক	...	ভা ল
বৃ দ্ধ ক	...	বু ড়
দৃ ঢ় ক	...	দ ড়

ম ধ্য ক	...	মে জ[1]
আ কৃ ষ্ট ক	...	আঁ ট
ক্ষু দ্র ক	...	ছো ট / খা ট

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে। যেমন, গো ল·, নীল·, পী ত·, নী চ', খ ল·, শ ঠ·, ইত্যাদি। লা ল· শব্দটা বিশেষণ হইলেও তদ্ভব নহে, ইহা ফরাসী, তাই সাধারণ নিয়মে ইহার অন্ত্য অকার গ্রস্ত হইয়াছে।

তদ্ভব শব্দ বিশেষ্য হইলে অন্ত্য অ সাধারণ নিয়মেই গ্রস্ত হয়। যথা, 'খা ট কাপড়·', কিন্তু 'খা ট· আন'· ; 'ভা ল কা পড়', কিন্তু ললাট অর্থে ভা ল· বলা হইয়া থাকে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এখানে শব্দগুলি বর্ণত একরূপ হইলেও মূলত—বস্তুত ভিন্ন-ভিন্ন। হা ত·, কা ন·, কা জ·, কা ম·, এ সমস্তই বিশেষ্য। স° জ্বালা হইতে ঝা লা, ইহা হইতে ঝা ল· ; ইহা গুণবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ই। বিশেষ্যের প্রভাব থাকায় ইহার অন্ত্য অকার গ্রস্ত হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য—§ ৬০)।

৫৬। যে সকল তদ্ভব বা দেশী শব্দ সাধারণ বাঙ্‌লায় আকারান্ত, কিন্তু কলিকাতার বিভাষায়[2] অকারান্ত (বস্তুত হ্রস্বতম-ওকারান্ত), তাহাদের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা—

সংস্কৃত	তদ্ভব	
	সাধারণ ভাষা	কলিকাতার বিভাষা
কু ব্জ ক	কু জা	কুঁ জ[3]
ক্ষু দ্র ক	খু ড়া	খু ড়
„	কু চা	কু চ[4]
তি ক্ত ক	তি তা	তি ত
বৃ দ্ধ ক	বু ড়া	বু ড়
মূ ল ক	মূলা	মূ ল

১। স° তৃ তী য় ক হইতে প্রা° ত ই জ্জ (দ্রঃ বড়ভাষাচন্দ্রিকা, ১.৩.৬৮), ইহা হইতে বাঙ্‌লায় তে জ শব্দ হইয়াছে, যেমন, তে জ ব র·, 'তৃতীয় বর', যে বর তৃতীয় বার বিবাহ করে। যোগেশ বাবু নিজের অভিধানে বলিয়াছেন, এই তেজ হইতেই আমাদের সে জ- হইয়াছে, যেমন, 'সে জ ভাই'।

২। অবান্তর ভাষা বি ভা ষা। মার্কণ্ডেয়ের (প্রাকৃতসর্বস্বে, ১. ৪—৬) ভাষা ও বিভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য দ্বারা ইহাই জানা যায়। যেমন, তিনি বলিয়াছেন, মা গ ধী ভাষা, কিন্তু তাহারই অবান্তর-ভেদ, শা কা রী বি ভা ষা ("মাগধ্যাঃ শাকারী", ১৩.১)। তাঁহার এই মন্তব্যের মূল ভরতের নাট্যশাস্ত্র, ১৭.৫৮—৬১। এই হিসাবে বাঙ্‌লা ভা ষা এবং ইহার প্রাদেশিক অবান্তর-ভেদ বি ভা ষা।

৩। বিশেষ্য কু জ- (অথবা কুঁ জ·)।

৪। যথা, 'কু লা বা কু চ নৈবেদ্য।'

৫৭। বস্তুত এখানে উক্ত কুঁজ প্রভৃতি শব্দের সহিত পূর্ব্বোক্ত (§ ৫৫) ভাল, বড় প্রভৃতি শব্দের বস্তুত ভেদ নাই ; এবং উভয় স্থলেই অকারের গ্রস্ত না হইবার কারণ সমান। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, যেখানে উপর্য্যুপরি দুইটি অকার হইয়াছে, সেইখানেই অকার গ্রস্ত হয় নাই, এখানেও তাহাই হইয়াছে। সং বৃদ্ধ হইতে ক-প্রত্যয়-যোগে বৃদ্ধক, ঋকার-প্রভাবে পরবর্ত্তী দন্ত্য বর্ণ মূর্দ্ধন্য হওয়ায় (ক) একদিকে প্রাকৃতে বুড্ঢঅ। ইহা হইতে অকারের প্রসারিত উচ্চারণে হিং পাং বুড্ঢা, হিং অপর রূপ বূঢা ; গুং বুঢা (যথা, বুঢা পো 'বৃদ্ধত্ব', অন্যত্র বুড্ঢ) ; উং বাং বুঢা (১) ; আবার বাঙালীর সঙ্কুচিত উচ্চারণে বুড্ঢঅ হইতেই ক্রমশ বুঢ়া, বুড়া (২)। (খ) অপর দিকে সং বৃদ্ধক হইতেই প্রাং বড্ঢঅ হইয়া ক্রমশ হিং মাং বড়া, উং বাং গুং বড়, বাঙালী ও উড়িয়ার মুখে বড়। এইরূপ সং ভদ্রক, প্রাং ভদ্দঅ, ভল্লঅ, হিং মাং গুং উং ভলা,১ বাং ভাল,—হ্রস্বতম-ওকারান্ত। সং ক্ষুদ্রক হইতে প্রাং *ছুট্টঅ, হিং মাং মৈং ছোটা (দ্রঃ—মাং ছোটা-মোটা 'ছোট-বড়'), গুং ছোটুঁ, ছট (যেমন, বড়-ছট), উং বাং ছোট,—হ্রস্বতম-ওকারান্ত। এই ক্ষুদ্রক হইতেই আবার বিচিত্র পরিবর্ত্তনে আমাদের খাট, কুচা—কুচ, ও খুড়া—খুড় হইয়াছে।

৫৮। কৃষ্ণবর্ণ-অর্থে কাল শব্দ সংস্কৃতে আছে বটে, কিন্তু বাঙ্লায় 'কাল জল' ইত্যাদি স্থলে আমরা যে শব্দটি প্রয়োগ করি, তাহা সংস্কৃত বা তৎসম নহে, ইহা তদ্ভব। সংস্কৃত কালক হইতে ইহা পূর্ব্বোক্তরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সেই জন্যই হিং মাং গুং ও প্রাচীন বাং কালা শব্দ আছে (মাং °ক্লা), গুং কালুঁ, কিন্তু কালাট 'কালত্ব'।

৫৯। পরিমাণ-বাচক যত, তত, কত, এত প্রভৃতি শব্দেরও অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। কারণ, এখানেও উপর্য্যুপরি দুইটি অকার ছিল। সং যাবৎ, তাবৎ, কিয়ৎ, ইয়ৎ, এতাবৎ, প্রাং যথাক্রমে জেত্তিঅ বা জিত্তিঅ, তেত্তিঅ, বা তিত্তিঅ, কেত্তিঅ বা কিত্তিঅ, এত্তিঅ বা ইত্তিঅ। ইহা হইতে জানা যায়, সং যাবৎ প্রভৃতি ক্রমশ *যাবতক, *জাঅ-তঅ ইত্যাদি হইয়া ঐ সমস্ত প্রাকৃত পদে পরিণত হইয়াছে। প্রাং জিত্তিঅ ক্রমে জিত্তঅ (যথা, এত্তঅ, ভাস-প্রণীত চারুদত্ত, ১ অঙ্ক, Trivandrum Sanskrit Series, 1914, পৃ. ৪৬, ৪৮) হইয়া হিন্দীতে জিত্তা, এবং এইরূপে তিত্তা, কিত্তা, ইত্তা হইয়াছে। বাঙ্লার ধারায় প্রাং *জত্তঅ হইতে ক্রমশ জত (অথবা যত), এইরূপে তত, কত, এত, অত।

৬০। পূর্ব্বে বলিয়াছি (§ ৫৫), দুই অক্ষরের তদ্ভব বিশেষণের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। অতএব দুয়ের অধিক অক্ষর থাকিলে এ নিয়ম খাটে না। যথা, চিকন, (ণ) (সং চিক্কণ), দীঘল (সং দীর্ঘ), পাতল (সং পত্র), নিটোল (সং নিস্তল, পালি নিত্তল), উবুড় (সং উৎপৃষ্ঠ)। এগুলি সমস্তই তদ্ভব। ইহাদের মূল সংস্কৃতে শেষে একটিমাত্র অ থাকায়

১। মাং ভল পরও হয়। গুং যথা, ভলাভণ, অর্থাৎ প্রশংসাবাদ, recommendation ; সাধারণ বিশেষণ অর্থে ভলুঁ। উং ক্রিয়াবিশেষণে ভলা, অন্যত্র ভল।

তাহা গ্রস্ত হইয়াছে ; স° চি ক ণ হইতে বা° চি ক ন। স° চি ক ণ ক হইতে প্রা০ চি ক ণ অ, এবং ইহা হইতে হিং মা° বা° চি ক না। এই প্রকার স° দী র্ঘ হইতে বা° দী ঘ ল ; কিন্তু দী র্ঘ ক হইতে দী ঘ লা। এইরূপ পা ত ল, পা ত লা। (তুলঃ—হেম° ৮.২.১৭১,১৭৩)।

৬১। তদ্ভব হইলেও পূরণবাচক এই কয়টি শব্দের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা, দো জ (স° দ্বিতীয়, 'দো জ বর') ; তে জ (স° তৃতীয়, 'তে জ বর') ; চৌ থ, বা চ উ থ (=চতুর্থ)। দ্বি তী য়, তৃ তী য়, চ তু র্থ যথাক্রমে প্রাকৃতে দু ই জ্জ (কুমারপালচরিত, ২.৬০), ত ই জ্জ (ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা, ১.৩.৬৮, পৃ ৮০), চ উ ত্থ, (চো ত্থ, চ উ ট্ঠ ; ঐ. ১.৩.৫, পৃ ৭১)। ইহা হইতেই বাঙ্লায় ঐ সকল পদ আসিয়াছে। এখানে গ্রস্ত না হইবার কোনো কারণ না থাকায় সাধারণ নিয়মে গ্রস্ত হইয়াছে। স° চ তু র্থ ক হইতে প্রা° চ উ ত্থ অ (কুমারপাল. ২.১৫), চ উ ট্ঠ অ, ইহা হইতে বাঙ্লায় চৌ ঠ[1], এবং মা° চ বু থা, হিং পা° চৌ থা। এখানে চ উ ট্ঠ অ শব্দের শেষে উপর্য্যুপরি দুইটি অকার থাকায় চৌ ঠ[1] পদের অ গ্রস্ত হয় নাই, কারণ, ইহা বস্তুত হ্রস্বতম ওকার।

আবার সংখ্যাবাচক শব্দসমূহের ১১ হইতে ১৮ পর্য্যন্ত শব্দগুলির অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। যথা, এ গা র, বা র ইত্যাদি। এখানেও ঐ একই কারণ, ইহাদেরও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দটির শেষে উপর্য্যুপরি দুইটি অকার রহিয়াছে। যথা—স° এ কা দ শ, প্রা° এ কা র হ (ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা, ৮৫পৃ., ১.৩.১০০), ইহা হইতে ক স্থানে গ হওয়ায় ও শেষের হলোপে ক্রমশ এ গা র অ, পরে আমাদের এ গা র[1], বস্তুত হ্রস্বতম ওকারান্ত। এইরূপ দ্বা দ শ হইতে প্রা° বা র হ (ঐ), প্রাচ্য হিন্দীতে ইহাই থাকিয়া গেল, অন্য দিকে তাহা হইতে বা র অ, ক্রমে ইহা বা° উ° বা র[1] (হ্রস্বতম-ওকারান্ত), ও° বা র, এবং মা° ও প্রতীচ্য হি° বা রা হইল। অন্যত্রও এই প্রকার।

৬২। প্রদর্শিত উদাহরণগুলিতে আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তদ্ভব শব্দসমূহের মধ্যে যে-যে স্থলে অকার গ্রস্ত হয় নাই, সেখানে প্রায় সর্ব্বত্রই মূল সংস্কৃত বা প্রাকৃত শব্দের শেষে ক-কার যোগ করিয়া সেই ককারের লোপে তদন্তর্গত একটা অকার অতিরিক্ত দেখান হইয়াছে। যেমন, স° ম ধ্য শব্দে ক-যোগে ম ধ্য ক করিয়া তাহা হইতে প্রা° ম জ্ঝ অ, বা° মে জ[1] করা হইয়াছে। এখানে মনে হইতে পারে, সর্ব্বত্র এরূপ ক যোগ করা হইবে কেন? ইহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, প্রাকৃত ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ দেখিলে জানা যাইবে যে, এই ক-প্রত্যয়-যোগ তাহাতে কিরূপ প্রচুরভাবে চলিয়াছে। অপভ্রংশে ত আরো অধিকতরভাবে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কে, হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণের অপভ্রংশ পরিচ্ছেদে, এবং প্রাকৃতপৈঙ্গলের অপভ্রংশময় উদাহরণ-শ্লোকসমূহ দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। প্রাকৃত ব্যাকরণকারেরাও ইহা বিধান করিয়া গিয়াছেন। দ্রঃ—হেম° ৮.২.১৬৪ ; শুভ° ২.১.১৯ ; ত্রিবিক্রম. ২.১.১৮ ; মার্কণ্ডেয়. ১৩.৫। কিরূপ পদে ক-প্রত্যয় হয়, দুই একটি উদাহরণ দিই, হেমচন্দ্র (ঐ) হইতেই তুলিতেছি। স° ই হ, প্রা°

ই হ য় (ই হ ক হইতে, অর্থাৎ ক প্রত্যয় করিবার পর তাহার লোপে সেখানে য় হইয়াছে); (সং আ শ্লে ষ্ট্ ম্, প্রা° আ লে ট্‌ ঠ্ অং (অর্থাৎ সং ০ আ শ্লে ষ্ট্ কং)। পাণিনিও এইরূপ ক-(অকচ্) প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন (৫.৩.৭১), তাই সংস্কৃতে য রা, য রা স্থানে যথাক্রমে য য় কা, য য় কা ; য য়ি, য য়ি যথাক্রমে য য় কি, য য় কি। আবার প চ তি প্রভৃতি স্থানে প চ ত কি প্রভৃতিও হয়। হেমচন্দ্র আরো বলিয়াছেন (ঐ), একবার ক প্রত্যয় করিবার পরও আবার ক প্রত্যয় হইতে পারে ; যেমন স° বহু হইতে ব হু ক, প্রা° ব হু অ, আবার ক-প্রত্যয়ে ও তাহার লোপে ব হু অ অ। সকলেই জানেন, স্বার্থে ক প্রত্যয় হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন (৪.৫১), স্বার্থে যদি কোন অন্য প্রত্যয়ও হইয়া থাকে, তবে তাহারো পর আবার ক প্রত্যয় হইতে পারে।

৬৩। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাকৃতে ককারের এরূপ আদর কেন ? সংস্কৃতের পাণিনিই ইহার উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন ; ক-প্রত্যয়-যোগে যে, কত ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ হয়, তাহা তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে (৫.৩.৭১—৮৭) বর্ণিত হইয়াছে। বার্তিককারও স্থানে-স্থানে এ সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ক-প্রত্যয়-যোগে সংজ্ঞা, অজ্ঞাত, কুৎসিত, অনুকম্পা, অল্প, হ্রস্ব ইত্যাদি বিবিধ অর্থ প্রকাশিত হয়।[১] বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ ক-প্রত্যয়ের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।[২] প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে যে পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছিল, লৌকিক সংস্কৃতে পাণিনির সময়ে তাহা বহু বিস্তৃতি লাভ করে, আবার প্রাকৃত ভাষাসমূহে তাহা আরো প্রসার লাভ করিয়াছে। আমাদের বহু বিশেষণ শব্দ এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। আবার স্থানে-স্থানে বিশেষ্যই থাকিলেও তাহার অর্থভেদ হইয়াছে। বর্তমান প্রাদেশিক ভাষাসমূহেও জানিতে পারা যায় যে, কোনো শব্দে ক প্রত্যয় করিলে বা না করিলে কিরূপ অর্থভেদ হইয়া থাকে। দুই-একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। তে ল বিশেষ্য, কিন্তু তে লা বিশেষণ। এখানে স° তৈ ল হইতে তেল, এবং তৈ ল ক হইতে তে লা ; ক-প্রত্যয়ে ইহা বিশেষণ হইয়াছে। গো ব র বিশেষ্য, কিন্তু গো ব রা ('গোবরা পোকা') বিশেষণ, যাহা গোবরে জন্মায়। এখানে ক-প্রত্যয়ের অবশিষ্ট অ-যোগে আ হইয়াছে। গো ব র্ধ ন কে যে, আমরা গো ব রা বলি, তাহাও এই প্রকারে ; গো ব র অংশের পর ক-প্রত্যয়ের অকার যোগ করিয়া দেওয়া হয়। মে ল বিশেষ্য, ইহার অর্থ 'মিলন', 'সাদৃশ্য' ; মে লা, ইহাও বিশেষ্য, কিন্তু ইহার অর্থ ভিন্ন 'বহু লোকে সম্মিলিত হইয়া যেখানে নানারূপ আনন্দ উপভোগ করে'। মে ল-শব্দে ক-যোগে মে ল ক হইতে মে লা হইয়াছে। বাঁ শ, ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ, কিন্তু বাঁ শা 'বাঁশের ছোট চোঙ'—যাহাতে সাধারণত তেল প্রভৃতি তরল পদার্থ রাখা হয়। স° বংশ হইতে বাঁশ, আর বং শ ক (দ্রঃ—কাশিকা,

---

১। "অজ্ঞাতে কুৎসিতে বাল্যে তথা হ্রস্বানুকম্পয়োঃ।
উৎকর্ষার্থে চ সংজ্ঞায়াং কপ্রত্যয় উদাহৃতঃ।"

২। Macdonell's Vedic Grammar, 1910, p. 137.

৪. ৩.৮৭) হইতে বাঁ শা।১ মারাঠীতে বংশ অর্থে বাঁ স, কিন্তু বরগার জন্ত যে ছোট-ছোট বাঁশ ব্যবহৃত হয়, তাহা বাঁ সা। অন্যান্ত প্রাদেশিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। শব্দের শেষে ক-যোগের বহুল প্রচার-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, ইহাতেও যদি কেহ সন্তুষ্ট না হন, (যদিও তাঁহার হওয়া উচিত, এবং আমার বিশ্বাস, ধীরভাবে ব্যাকরণ ও ভাষা মিলাইয়া দেখিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন), তবে তাঁহার সন্তোষের জন্ত গোটা-কত প্রচলিত বা সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ দিতেছি। ইহাদের দ্বারা জানা যাইবে, শেষে হয় ক, অথবা দকার প্রভৃতি অপর কোন তাদৃশ বর্ণ, যাহারা প্রাকৃতের সাধারণ নিয়মে লুপ্ত হইয়া থাকে (ক-গ, চ-জ, ত-দ, প-য-ব ; দ্রঃ—হেম° ৮.১.১৭৭), না থাকিলে শেষে আকার হয় না। যথা, চ ণ ক হইতে চা না ('ছোলা'), ক ণ্ট ক হইতে কাঁ টা, ম স্ত ক হইতে মাথা, চ ম্প ক হইতে চাঁ পা ; এইরূপ অনেক। এখানে মূল সংস্কৃত ম স্ত ক প্রভৃতি হইতে যে মা থা প্রভৃতি হইয়াছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আবার, পা র দ হইতে পা রা, হৃ দ য় হইতে (হি অ অ) হি য়া, গ র্দ্দ ভ হইতে (গ দ্দ হ, গ দ্ধ অ) গা ধা, ইহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। শেষে একটা অতিরিক্ত অ যে-কোনো প্রকারেই হউক, না থাকিলে শেষে ঐরূপ আকার হইতে পারে না। আলোচ্য পদসমূহে অকারের জন্ত ককার-যোগ ভিন্ন অন্ত কোনো গতিই নাই, এবং দেখাও যাইতেছে, তাহা ভাষা ও ব্যাকরণ উভয়েরই অনুমোদিত। ইহাতেও যদি কাহারো সন্তোষ না হয়, তবে তিনি নিজের মত প্রকাশ করুন, ঐ সকল শব্দের সমাধান করুন, আমরা আলোচনা করিয়া দেখি।

(২) পদমধ্যে

৬৩। দুয়ের অধিক-অক্ষর-বিশিষ্ট যে সকল শব্দের শেষে অকার ভিন্ন স্বর থাকে, ইহাদের (ক) উপান্ত্য বা (খ) তাহারও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর অকার হইলে, এই অকার প্রস্ত হয়। যেমন, (ক), বা দ' লা ; পা গ' লী ; পা ত' লা ;২ (খ) না প' তি নী, মা ন' সি ক', জ ম' কা ল, কা ক' লা স।৩

৬৪। ছো ট' কী, ব ড়' কী, মে জ' কী, সে জ' কী, ইত্যাদিও এই প্রকারে। এখানে

১। See Bhandarkar's Wilson Philological Lecture, pp. 158-159; Hoernle's Comparative Grammar of the Gaudian Languages, pp. 101-102.

২-৩। ঠিক এই নিয়মেই উপান্ত্য বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরটি যদি শুদ্ধ স্বর হয়, তাহা হইলে তাহার মাত্রার হ্রাস হইয়া যায়, এবং সেই জন্ত তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না (দ্রঃ—§ ২৪)। যেমন, পা ই' কা, পা ই' কি রি ; বা উ' টি, পি উ' লি, হা উ' নি ; চ ও' ড়া, আ ও' ড়া, বা ও' লা।

এই নিয়মেই (§ ২০, ক) দ্রুত উচ্চারণে বহু স্থলে উপান্ত্য অক্ষরের ব্যঞ্জনাশ্রিত স্বরের (প্রায় অ, ই, উ) একবারে লোপ বা প্রস্তুতা দেখা যায়। যেমন, বা দা লা হইতে বা দ' লা, আ না লা হইতে আ ন' লা ; ছু টি তে হইতে ছু ট' তে, ছু টি ল হইতে ছু ট' ল' (এখানে অন্ত্য ল স্বতন্ত্র হসন্ত ও) ; প ড়ু নি হইতে প ড়' নি ; (প দে শ—প দে শ ক,—প দে শ অ—) প দে শা হইতে প দ' শা, ম হে শা হইতে ম এ' শা।

সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে, এই মাত্র আমরা বলিয়া আসিলাম, ছো ট', ব ড়', মে জ', সে জ', ইত্যাদির অন্ত্য অকার বস্তুত হ্রস্বতম ওকার, এবং সেই জন্যই তাহা প্রস্ত হয় না, কিন্তু ছো ট' কী প্রভৃতি স্থলে কিরূপে তাহা গ্রস্ত হইল? ইহার উত্তর এই যে, ছো ট কী প্রভৃতি স্থলে ছোট, বড় ইত্যাদির অ বস্তুত হ্রস্বতম ওকার নহে; যদি ইহা ক্ষু দ্র ক, বা বৃ দ্ধ ক শব্দ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ঐ অকার বস্তুত হ্রস্বতম ওকার হইতে পারিত; কিন্তু আলোচ্য স্থলে ইহারা ক্ষু দ্র, বৃ দ্ধ প্রভৃতিরই রূপ। ক্ষু দ্র ক শব্দের ক-লোপে ও অন্যান্য পরিবর্তনে * ছু ট্ট অ হইতে ক্রমশ ছো ট'; কিন্তু ক-কার যদি লুপ্ত না হয়, আর অন্যান্য পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে ছো ট ক পদ হইবে, এইরূপ ব ড় ক, মে জ ক, সে জ ক; ইহার পর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-যোগে সাধারণ নিয়মে ছো ট' কী, ব ড়' কী, ইত্যাদি। হিন্দীতে পুংলিঙ্গে ছো ট' কা, ইত্যাদি হয়। এখানে সহজেই আবার প্রশ্ন হয়, এতাদৃশ স্থলে শেষের ককারটা লোপ হইবে না কেন? প্রাকৃতে ত এরূপ ককারের লোপ সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্গত। ইহার উত্তর এই:—প্রাকৃতে সাধারণত ককার লোপের বিধান আছে সত্য, কিন্তু পৈশাচী প্রাকৃতে ককারের লোপ হয় না। প্রাকৃত ব্যাকরণে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে ("ককারোচ্চারণং পৈশাচিকভাষার্থম্,"—হেম. ৮. ২. ১৬৪; লক্ষ্মীধর,—ষড়্ভাষা. ১৬০ পৃ.=ত্রিবিক্রম, ২. ১. ১৮)। তাই সং ব দ ন ক সাধারণ প্রাকৃতে হয় ব অ ণ অ, (অথবা ব য় ণ য়), কিন্তু পৈশাচীতে ব ত ন ক। প্রাচীন বৈয়াকরণিক বররুচি পৈশাচী প্রাকৃতের সম্বন্ধে যদিও বেশী কিছু বলেন নাই, তথাপি বলিয়াছেন যে, সং হৃ দ য় ক পৈশাচীতে হি ত অ ক (১০. ১৪)। বাঙ্লার সহিত মাগধী প্রাকৃতের বিশেষ যোগ আছে, ইহা সকলেই জানেন। মাগধী ও বাঙ্লার সর্বপ্রধান মিল এই যে, মাগধীর ন্যায় বাঙ্লাতেও সাধারণত সর্বত্রই তালব্য শ উচ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু পৈশাচীরও প্রভাব ইহাতে বেশ আছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা উল্লেখ করি। বাঙ্লার মূর্ধন্য ণকারের (উচ্চারণের) অভাব এই পৈশাচী প্রাকৃতেরই প্রভাবে। ইহাতে মূর্ধন্য ণ একবারেই নাই (বররুচি, ১০. ৫; হেম. ৪. ৩০৬; প্রা-ত. ৩. ৩. ১৮; ত্রিবিক্রম, ৩. ২. ৪৩)। অপভ্রংশেও দেখা যায়, স্থানে-স্থানে ক থাকে, স্থানে-স্থানে বা লোপ হয় (ক্রমদীশ্বর, অপভ্রংশপ্রকরণ, ৭১)। অতএব এই প্রাকৃতেরই নিয়মে কেবল বাঙ্লার নহে, হিন্দী প্রভৃতিতেও স্থানবিশেষে ক থাকে, আবার থাকেও না। see Hoernle, p. 10।

* ৬৫। অন্ত্য বর্ণের পূর্বে য থাকিলে উপান্ত্য অ প্রস্ত হয় না। যেমন, অ জ য়া, অ প য়া, বি জ য়া।

৬৬। যে সকল শব্দের অন্ত্য অ সাধারণ নিয়মে প্রস্ত হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তর তা— প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে ঐ অকার প্রস্ত হয় না। যেমন, পা ঠ ক, কিন্তু পা ঠ ক তা; অ নু কূ ল, কিন্তু অ নু কূ ল তা; এইরূপ সুন্দর, সু ন্দ র ত র, সু ন্দ র ত ম; জলদ, জ ল দ ব ৎ জ ল দা ব।

৬৭। টা, টি-প্রভৃতি প্রত্যয় বা বিভক্তির যোগে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় না, অর্থাৎ সাধারণ নিয়মে মূল শব্দটির অন্ত্য অকারের যদি গ্রস্ত হইবার কথা থাকে, তবে (ক) গ্রস্ত হয়, (খ) নতুবা হয় না। যথা, (ক) এ ক·, এ ক· টা, এ ক· টু, রা ম· কে, শ্যা ম· কে। (খ) ক ত, ক ত টা; ছো ট, ছো ট টা। এইরূপ রা ম· ই, শ্যা ম· ই; ব ড় ই, ছো ট ই। কিন্তু তারিখ বুঝাইতে পাঁ চ ইঁ, সা ত ইঁ, আ ট ইঁ, দ শ ইঁ;—যদিও পাঁ চ·, সা ত·, আ ট·, দ শ·। অন্যত্র—পাঁ চ· ই, সা ত· ই, ইত্যাদি। পাঁ চ ই, সাঁ ত ইঁ প্রভৃতি মূলত প ঞ্চ মী, স প্ত মী (তিথি) প্রভৃতি হইতে হইয়াছে; পাঁ চ·, সা ত·, প্রভৃতির উত্তর ইঁ যোগ করিয়া নহে। (Hoernle, pp. 126-127; যোগেশ বাবুর ব্যাকরণ, ৩য় অধ্যায়, ১৮৩—১৮৪ পৃ)। এই জন্যই অকার গ্রস্ত হয় নাই। সাদৃশ্য প্রসঙ্গে এখানে ইহা উল্লেখ করিতে হইল।

৬৮। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী অকার গ্রস্ত হয় না। যেমন মা ন ব·, কিন্তু মা ন ব ত্ব র; কা ল·, কিন্তু কা ল ক্ষে প; প ণ্ডি ত·, কিন্তু প ণ্ডি ত ত্ব।

৬৯। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সমাস স্থলে বিশেষ কেনো নিয়ম নাই। সংস্কৃত-প্রভাবের তারতম্যে কোথাও গ্রস্ত হয়,কোথাও বা হয় না। যথা, ব ন·, ব ন· ক র·, ('ব ন· ক র· আর'); কিন্তু ব ন মা লা, ব ন প থ·। জ ল·, জ ল· ক র; কিন্তু জ ল ধ র·, জ ল নি ধি। ফ ল·, ফ ল· ক র·; কিন্তু ফ ল দা ন·, আবার ফ ল· দা ন· উচ্চারণও শুনা যায়।

৭০। জ গ ব ন্ধু, জ গ মো হ ন·, এখানে প্রাকৃত উচ্চারণ-প্রভাবে জ গ শব্দের অ গ্রস্ত হয় নাই। প্রাকৃতে হসন্ত শব্দ নাই। ড গ ম গ, ভ জ ক ট, ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। কেহ-কেহ ড গ· ম গ·, ভ জ· ক ট·, উচ্চারণই করেন, তখন সাধারণ নিয়মেই কাজ হয়।

৭১। তদ্ভব বা দেশী শব্দের সমাসে বা দ্রুতোচ্চারণে সমস্যমান পদদ্বয় যদি একটিমাত্র শব্দের আকারে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে সাধারণ নিয়মেই পূর্ব্ববর্ত্তী পদের অকার গ্রস্ত হয়। যেমন, মে জ দা দা হইতে মে জ· দা, সে জ দা দা হইতে সে জ· দা; ছো ট দা দা হইতে ছো ড়· দা; ব ড় দা দা হইতে ব ড়· দা; ছো ট ঠা কু র হইতে ছো ট· ঠা কু র; ব ড় ঠা কু র হইতে ব ট· ঠা কু র। এখানে মে জ', সে জ', ছো ট', ব ড়' প্রভৃতি শব্দে যদিও অন্ত্য অকার বস্তুত হ্রস্বতম-ওকাররূপে উচ্চারিত হয়, তথাপি তাহাদের শেষে অপর একটি শব্দ যুক্ত হওয়ায় (যেমন, মে জ দা) ও তাহাতে সমগ্র শব্দটি একটিমাত্র পদরূপে পরিণত হইয়া পড়ায় দ্রুত উচ্চারণ হেতু মেজ-প্রভৃতির অকারটা হ্রস্বতম ওকাররূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে না; তাদৃশ অবকাশ বা ফাঁক পায় না।

৭২। এ কথা বলা বাহুল্য যে, পদ্যে এই সকল নিয়ম বৈকল্পিক; নিয়মানুসারে যেখানে অকারের গ্রস্ত হওয়া উচিত, পদ্যে স্থানবিশেষে তাহা হয়, আবার স্থানবিশেষে তাহা হয়ও না।

৭৩। আর একটি কথা আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। আপনাদের মনে

থাকিতে পারে, পূর্বের একটি পাঠে বলিয়াছি (অকারতত্ত্ব, § § ১৩—১৪ ; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩, ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৮৮), প্রাতিশাখ্যকারগণের মতে সংস্কৃত ব র্ হিঃ শব্দের রকারে একটু অণুমাত্রিক অকার আছে। এই রকারকে একবারে হকারের সহিত যোগ করিয়া দ্রুতভাবে (যেমন আমরা করিয়া থাকি—ব র্হিঃ) উচ্চারণ করিলে তাঁহাদের মতে তাহা ঠিক হয় না। রকার ও হকারের মধ্যে সামান্ত ঈষৎ একটু ব্যবধান থাকিবে, রকারের পর অণুমাত্রার অকার উচ্চারণ করিতে হইবে। যে ষ· লা, বা দ· লা প্রভৃতি যে সকল স্থলে অকার গ্রস্ত হয়, সেখানেও অকারের একটু লেশ থাকে বলিয়া মনে হয়। আমরা যে ষ্লা, বা দ্লা বলি কি? আমি ঐ পাঠে একটা উদাহরণ দিয়াছিলাম, 'সে পথে আ স· তে আ স· তে (আসিতে আসিতে) পড়ে গেল', এখানে আ স' তে-আ স· তে পদের সকারে একটু অকারের আমেজ (অণুমাত্রিক অকার) আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা না হইলে আ স্তে-আ স্তে (=ধীরে-ধীরে) হইয়া পড়ে। পা গ· লা, বো গ· লা (বক-অর্থে স· ব লা কা হইতে, মালদহ-অঞ্চলে প্রচলিত, শু· ব গ লু —বগ লো, মা· ব গ ল্কা, হি· ব গ লা), ছা গ· লা, এখানে গ-এর অথবা গ-এর সহিত লা র যেরূপ উচ্চারণ হইতেছে, তাহার সহিত গ্লা নি শব্দের গ-এর সহিত লা-এর উচ্চারণ তুলনা করিয়া দেখুন। এখানে মনে হইতেছে, বো গ· লা, ছা গ' লা র গকারে ঈষৎ-একটু অকারের যোগ আছে। বা ক· লা এবং ক্লা ন্ত, ইহাদেরও উচ্চারণ তুলনা করুন। আবার ব জ· রা (নৌকা) ও ব জ্রা ঘা ত, এখানেও অকারের উচ্চারণ লক্ষ্য করুন। এখানে ত সুস্পষ্টতই উভয়ের ভেদ বুঝা যাইতেছে, এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে, ব জ' রা র জ-এ একটু অকারের লেশ আছে। ছো ক· রা ও আ ক্রা, আ ম· রা ও আ ম্রা ত ক ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ দেখা যায়। কিন্তু এখানে এই উচ্চারণ-ভেদের অন্য কারণ আছে। ব জ· রা, ছো ক' রা ইত্যাদি স্থলে একটিমাত্র জ বা ক উচ্চারিত হয়, কিন্তু ব জ্রা ঘা ত শব্দে যদিও একটিমাত্র জ লিখিত হয়, তথাপি বস্তুত আমরা উপর্য্যুপরি দুইটি জ উচ্চারণ করি, ব জ্ জ্রাঘাত। এইরূপ ছো ক· রা শব্দে একটা ক, কিন্তু আ ক্রা বলিতে বস্তুত দুইটি ক, আ ক্ ক্রা। পাণিনিও এইরূপ স্থলে সাধারণত দ্বিত্বেরই বিধান করিয়াছেন ("অনচি চ")। অতএব এতাদৃশ স্থলে একটা সমাধান পাওয়া গেলেও, পা গ· লা, ও গ্লানি প্রভৃতি শব্দে যে উচ্চারণ-ভেদ রহিয়াছে, তাহার সমাধান ত দেখিতেছি না। এখানে মনে হইতেছে, পা গ' লা র গকারে অকারের লেশ আছে। কিন্তু কেবল তর্কের দ্বারা ইহা স্থির করা শক্ত; কাহারো কানে হয় ত অকারের লেশ অনুভূত হইবে; কাহারো হইবে না। এই জন্য কেবল তাহার উপর নির্ভর না করিয়া যুক্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। বা দ· লা, যে ষ· লা প্রভৃতি শব্দের অকার যেরূপে গ্রস্ত হয়, পা ই! কা, শি উ' লি, চ ও! ড়া প্রভৃতি শব্দের মধ্যবর্তী স্বরের মাত্রা হ্রাসও সেই কারণেই হইয়া থাকে, ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এখন শি উ! লি প্রভৃতি শব্দের উকারাদির মাত্রা হ্রাসে যদি তাহার কিছু অবশেষ থাকে, তবে বা দ' লা প্রভৃতিরও অকারের কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিবে, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে; গ্লা

থাকিবার বিশেষ কোনো কারণ ত দেখা যাইতেছে না। তবে এটা ঠিক যে, শি উ' লি প্রভৃতি স্থলে উকারের যতটুকু মাত্রা অনুভূত হয়, পা গ' লা, মে ঘ' লা প্রভৃতি স্থলে অকারের ততটুকু মাত্রার অনুভব হয় না, তাহা অপেক্ষা অনেক কম অনুভব হয়, হয় ত তাহার অর্দ্ধেক হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাকে অণুমাত্রা বলিতে পারা যায়। প্রাতিশাখ্যের ব্যাখ্যাকারেরা বলিয়াছেন, এই অণুমাত্রা ধরা যায় না—"ইন্দ্রিয়াবিষয়ো যোঽসাবণুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।" কিন্তু তবুও তাঁহারা বলিতেছেন যে, তাহা আছে। ইহাতে মনে হয়, বিশেষজ্ঞেরই নিকটে ইহা ধরা পড়িত, সাধারণে ধরিতে পারিত না। তাই যদিও আমরা কেহ-কেহ এই প্রত্ন অকারকে কানে না ধরিতে পারি, তথাপি পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তাহার সত্তাকে অস্বীকার করিতে পারি না। আমি এখানে প্রাতিশাখ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, প্রাতিশাখ্যকারেরা সর্ব্বত্রই এইরূপ অনুমোদন করিয়া থাকেন। প্রাতিশাখ্যের মতে সাধারণত রকার বা লকারের সহিত উষ্ম বর্ণের যোগ হইলেই এইরূপ হয় ("রেফোষ্ম-সংযোগে রেফঃ স্বরভক্তিঃ" তৈ. প্রা.)। যেমন পূর্ব্বেই উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, ব র্ হিঃ, ব র্ ষ, ইত্যাদি। রকারের যোগে যদিও দ্বিত্বের সম্ভাবনা থাকে, তথাপি এতাদৃশ স্থলে দ্বিত্ব হইবে না, শিক্ষাকারেরা (যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা) ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের এই মন্তব্যের সহিত ব ল' রা ও ব ল্লা যা ত শব্দের উচ্চারণ-ভেদ সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার ঐক্য দেখা যাইতেছে। আপনারা এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আমার এই শুষ্ক-নীরস আলোচনায় সম্ভবত আপনাদের সকলেরই ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে, এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অদ্যকার মত এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

দ্রষ্টব্য—দীর্ঘ অ-কারের ধ্বনি-নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রবন্ধকার মহাশয় যে একমাত্রাযুক্ত অ-কার ব্যবহার করেন, সেইরূপ অক্ষর ছাপাখানায় না থাকায়, প্রবন্ধে [অ] এই হরপ ব্যবহার করা হয়। পরে উহা প্রবন্ধকার মহাশয়ের অনুমোদিত না হওয়ায় [অ] ব্যবহার করা হইয়াছে। [অ] এবং [অ]—দুই হরপই দীর্ঘ অকারের ধ্বনিব্যঞ্জক—পাঠকগণ এই বিষয়ে একটু অবহিত হইবেন। পত্রিকাধ্যক্ষ।

২৪শ বার্ষিক, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৮শে মাঘ ১৩২৪, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৮, রবিবার
অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই, (সভাপতি), রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীমতিলাল ঘোষ, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি এ, শ্রীরায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, এম্ এ, বি এল্, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম এ, বি এল, শ্রীগুরুদাস সরকার এম এ, শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ব্যারিষ্টার, শ্রীরায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, শ্রীচারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীরায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী এম্ এ, শ্রীস্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুনীতিকুমার পাল এম্ এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম্ এ, বি এল, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীমনোজমোহন বসু বি এল্, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্, শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযদুনাথ সিংহ এম্ এ, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এ, শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ, শ্রীবিষ্ণুপদ রায় বি এ, শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, শ্রীনবকুমার কবিরত্ন, শ্রীশ্রীজীব কাব্যতীর্থ, গোস্বামী শ্রীগোবর্দ্ধনলাল, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীরাধারমণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, ডাঃ শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীভবনাথ চৌধুরী, শ্রীসাতকড়ি অধিকারী এম্ এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, শ্রীসীতাংশুভূষণ মিত্র, শ্রীআশুতোষ দত্ত গুপ্ত, শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীজহরলাল বসু বি এল্, সেখ শ্রীহবিবর রহমন, শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ, শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র,

শ্রীআনন্দমোহন পাল, শ্রীভূতনাথ দত্ত, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীমণীন্দ্রনাথ রাহা, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীতারিণীচরণ পাল, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, শ্রীহরিচরণ মিত্র, শ্রীঠাকুরদাস বসু, শ্রীহীরালাল মিত্র, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ ধর, শ্রীউমাচরণ পাল, শ্রীসুশীলকুমার মিত্র, শ্রীচন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরাধানাথ পাল, শ্রীকিশোরীচাঁদ দত্ত, শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীমন্মথনাথ মিত্র, শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅনিলরঞ্জন দাসগুপ্ত, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীবিষ্ণুপদ সরকার, শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যরঞ্জন রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীঅজিতকুমার সরকার, শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দাস, শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাস, শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, শ্রীরমাপ্রসাদ বসু, শ্রীবিজনকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীচুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলচন্দ্র বাগচী, শ্রীরমণীমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীকৃষ্ণমোহন সাহা, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক), শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ (সহঃ সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয় – ১। স্থগিত ৪র্থ ও ৫ম মাসিক অধিবেশনের ও ২য় এবং ৩য় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" নামক প্রবন্ধ। ৫। শোক-প্রকাশ—সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, সারদা-প্রসন্ন সরকার এম এ, অক্ষয়কুমার বসু বি এল, বিপিনকৃষ্ণ দত্ত, ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬ বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্ মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিবার আদেশ প্রদান করিলে, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—পরিষৎ সম্বন্ধে সংপ্রতি যে গোলযোগ চলিতেছে, তাহার মীমাংসার জন্য সভাপতি মহাশয় কয়েক জন ব্যক্তির উপর ভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে পর্য্যন্ত কোন মীমাংসায় উপনীত না হন, সে পর্য্যন্ত গত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হওয়া উচিত নহে। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, উক্ত কার্য্য-বিবরণ পাঠ অদ্য স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের গোলযোগ মীমাংসার জন্য

সভাপতি মহাশয় কয়েক জন ব্যক্তির উপর ভার অর্পণ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাহার সহিত এই কার্য্য-বিবরণ পাঠের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহশায় বলিলেন,—পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত নহেন, এমন অনেক লোক এই সভায় উপস্থিত আছেন দেখিতেছি। তাঁহারা বোধ হয়, প্রবন্ধ শুনিবার জন্যই আসিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তির সমক্ষে পরিষদের কোনও বিবাদের বিষয় আলোচিত হওয়ার আবশ্যকতা নাই এবং বিবাদী বিষয়ের আলোচনায় বহু সময় ব্যয় হইতে পারে। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্য যে সকল নির্ব্বিরোধ বিষয় আছে, তাহাই প্রথমে আলোচিত হউক।

স্বামী শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহাতে সম্মত হইলেন।

২। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিবার আদেশ প্রদান করিলে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছেন জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।—(নাম-তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণবাবু উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথি প্রদাতৃগণের নাম পাঠ করিয়া উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। [পুস্তক-তালিকা পরে দ্রষ্টব্য]।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি বলিলেন—প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার ভাষার সরলতায় অনেককেই আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ খুব সুচিন্তিত। এ জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।

৫। শোক-প্রকাশ—সার চন্দ্রমাধব ঘোষ ও সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ।—শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—দুইটি রত্ন আমরা হারাইয়াছি। প্রথম—সার চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং দ্বিতীয়—সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ। শেষোক্ত মনীষী সাহেব হইয়াও আমাদের জন্য যেরূপ কাজ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না। সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় তাঁহার উপার্জ্জিত অনেক অর্থ জীব-হিতের জন্য ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বাড়ীতে ছাত্র ও অন্যান্য লোকের জন্য একটি অতিথিশালা ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অনেক গুপ্ত দানও ছিল। কায়স্থ-সমাজের তিনি একজন পরম-হিতৈষী ও কর্ম্মী ছিলেন।

হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ।—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, তত্ত্বনিধি মহাশয়

বলিলেন,—তাঁহার মত স্বাধীনচেতা লোক বড় দেখা যায় না। তিনি অমায়িক ও সরলচেতা লোক ছিলেন। তাঁহার এই স্বাধীন ও সরলচিত্ততা সাহিত্যেও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্য-সেবায় গতানুগতিকতা তাঁহার ছিল না।

পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন,—পূর্ণেন্দুবাবু পরিষদের একজন সহায়ক সদস্য ছিলেন। পরিষৎ-পত্রিকায় এবং রংপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও পরিষদের জন্য একটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। আমি প্রস্তাব করিতেছি, তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের সহানুভূতি-সূচক প্রস্তাব তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

এই সময় কোচবিহারনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূর্ণেন্দুবাবুর বিধবা পত্নী এবং শিশু সন্তানগণের দুরবস্থার কথা বর্ণন করিয়া, তাঁহাদের জন্য সভার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুনীলাল বসু এম্ বি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের অনাথ এবং দুস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হউক। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—এই প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রেরণ করা আবশ্যক এবং শ্রীযুক্ত চুনীলালবাবু ইহাতে সম্মত হইলেন। এই প্রস্তাব সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিলেন। সারদাপ্রসন্ন সরকার এম্ এ, অক্ষয়কুমার বসু বি এল্, বিপিনকৃষ্ণ দত্ত এবং গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে সভাপতি মহাশয় শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

বিবিধ।—অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ-মত উত্তরপাড়া সারস্বত-সম্মিলন নামক সভা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হুগলী শাখা-সভারূপে গৃহীত হইয়াছে।

তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সংশোধিত আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলে—উহা গৃহীত হইল।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় কার্য্য-বিবরণসমূহ পাঠ করিবার আদেশ প্রদান করিলে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ ছাড়া অপরাপর অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ সম্বন্ধে যখন কোন গোলযোগ নাই, তখন উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ৫ম মাসিক এবং ২য় ও ৩য় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

এই বিবরণ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, এই বিবরণের মধ্যে আমি কয়েকটি স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন প্রস্তাব করিতে চাই। ১। ৪র্থ অধিবেশনের সভাপতি মহাশয় প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাবের অন্তর্গত নামগুলি পঠিত হইবে কি না, সে সম্বন্ধে তিনি উপস্থিত সদস্যগণের মত লইবেন। কিন্তু তিনি পরে উপস্থিত সদস্যগণের মত না লইয়া নিজেই সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রস্তাবের অন্তর্গত নামগুলি পঠিত হইবে না। এই কথা কার্য্য-বিবরণীতে লিখিত হয় নাই। ইহাই আমার প্রথম আপত্তি।

সভাপতি মহাশয় উক্ত অধিবেশনের সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়কে এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য কি, জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, তিনি ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন কি না, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই, হয় ত বলিয়া থাকিতেও পারেন। তিনি যে সকল কারণে নামের তালিকা-পাঠে আপত্তি করিয়াছিলেন এবং উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে সভামধ্যে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, ঐ বিষয় ঘটিয়া থাকিলেও কার্য্য-বিবরণীতে লিখিত হওয়া আবশ্যক নহে। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, সভাস্থলে অনেক কথাই হয়, সভাপতি মহাশয় হয় ত কথা-প্রসঙ্গে ঐ প্রকার কথা বলিতে পারেন, কিন্তু তিনি কোন রুলিং দেন নাই, পরে যখন রুলিং দেন, তখন তাহাই লিপিবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য—নচেৎ আগাগোড়া সমস্ত কথাবার্ত্তা লিখিতে হয়। এত খুঁটিনাটি করিয়া কার্য্য-বিবরণ লেখা কোথাও হয় না; মাত্র সিদ্ধান্ত-সকলই লিখিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—ইহা লিখিবার দরকার নাই। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বলিলেন,—আমি ইহা লেখা বিশেষ আবশ্যক মনে করি।

বহু বাদানুবাদের পর সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করিলেন। মাত্র ১২ বার জন সদস্য শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর স্বপক্ষে এবং ১২ জনের অনেক অধিক সংখ্যক সদস্য ইহার বিপক্ষে মত দেওয়ায় ইহা গৃহীত হইল না।

২। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বলিলেন,—১ম "সভাপতি মহাশয়ের এই আদেশ অন্যায়" এইরূপ কথা আমি বলি নাই; এ ছত্রটি বাদ দেওয়া হউক। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

২য়—আমি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিবার অনুমতি পাইলেও, আমি প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের রুলিং পাইবার প্রার্থনায় রুলিং দেওয়া হইল, ইহা লিখিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিলেন,—শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে "পয়েণ্ট অব অর্ডার" (point of order) সংক্রান্ত এই কথা কয়টি "শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর" এই শব্দগুলির পরে লিখিত হউক।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর প্রস্তাব সংশোধন করিয়া বলিলেন,—"ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন" এই কথার পরে নিম্নলিখিত বাক্য সংযুক্ত করা হউক,—"এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় 'পয়েণ্ট অব অর্ডার" সম্বন্ধে এইরূপে লিখিত হউক।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বলিলেন,—"সনির্ব্বন্ধ বিনীত অনুরোধ", ইহার অর্থ কি? "চঞ্চল ভাবে" এই অংশ উঠাইয়া দেওয়া হউক। ইহার পরে সভাপতি মহাশয় রায় চুনীলাল বসু বাহাদুরকে এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা বলিতে বলিলেন। তাহাতে রায় বাহাদুর বলিলেন যে, যদি প্রকৃত ঘটনা বলিতে হয়, তবে অনেক অসৌজন্যের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সেই সব কথার উল্লেখ করিতে তিনি ইচ্ছা করেন না। অতঃপর সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর প্রস্তাবের স্বপক্ষে ৮ এবং বিপক্ষে তদতিরিক্ত বহুসংখ্যক ভোট হওয়ায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—"কার্য্য-বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করা হউক" এই অংশের পর "এবং তদনুসারে ঐরূপ করা স্থির হইল" ইহা লিখিত হউক।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণে আমার কথা ঠিক-মত লেখা হয় নাই। আমি তাহা ঠিক করিয়া লিখিয়া আনিয়াছি, ইহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত হেমবাবুর লিখিত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের নিজ মন্তব্য গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উহা গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উক্ত অংশ পাঠ করিতে বলিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবার পক্ষে মত দিলেন। অবশেষে অধিকাংশের মতে উহা গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সদস্যগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সংশোধিত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইবে কি না

সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উক্ত কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল এবং স্থির হইল, অদ্যকার কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হউক।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম-তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—এ, সি, চাটার্জ্জি বি এ, আই সি এস, সেক্রেটারি ইউ পি গবর্ণমেণ্ট, লক্ষ্ণৌ। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকল সিংহ, সদস্য—শ্রীনিত্যানন্দ সাহা বি এল, ছোট আদালতের উকিল, ৭।৪ বিনোদবিহারী সাহার লেন। প্রস্তাবক—শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, ৪৩ আশুতোষ দের লেন। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরকেল, ৫৫ বলরাম দের ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ। প্রস্তাবক—শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১০৩ চিংড়ীহাটা রোড, ইটালী। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ, ৬৬ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা। প্রস্তাবক—শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মোক্তার, বাজে প্রতাপপুর, বর্দ্ধমান। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী, ৯ ফাল্গুন দাসের লেন, বহুবাজার। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরেবতীমোহন সেন বি এল, জজকোর্ট, ফরিদপুর। প্রস্তাবক—শ্রীওয়াহেদ হোসেন, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—মৌলবী শরাফৎ হোসেন, ৭।২ বৃন্দাবন পালের লেন। মৌলবী বদিয়ৎ রহমান বি এস সি, টেলার হোষ্টেল, ওয়েলিংটন স্কোয়ার। মৌলবী মোহাম্মদ আলী এম এস সি, বি এল, ১৪ চেৎলা হাট রোড। ডাঃ কে আহাম্মদ এল এম এস্, তালতলা লেন। মৌলবী আজিজল হক্ বি এল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। মৌলবী রিয়াজুর রহমান বি এ, আণ্টনীবাগান লেন। মৌলবী কে, এম, হেলাল, ১১ আণ্টনীবাগান লেন। মৌলবী নাসিম আলী এম এ, বি এল, মেয়র রোড, আলীপুর। মৌলবী আব্দুল গণি বি এল, ৯ হালসিবাগান রোড। মৌলবী আব্দুল গণি মোক্তার, মালদহ, ইংরেজবাজার। সৈয়দ গাজিযুল হক্ বি এ, ৮ মেডিকাল কলেজ ষ্ট্রীট্। মৌলবী মহম্মদ ওয়াহেদুল্লাহ্ এম এ, ৮ মেডিকাল কলেজ ষ্ট্রীট। মৌলবী আমিনুদ্দিন আহম্মদ এম এ, বি এল, ৩ ইলিয়ট রোড। শ্রীপ্রমথলাল দত্ত বি এল, ১০৭।১ আহিরীপুকুর লেন। শ্রীপ্রবোধকুমার দাস বি এল, ১২৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—

ঐ, সদস্য—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ২২ ক্যাণ্টোফার লেন, ইটালী। ডাঃ শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৭ গোবর্দ্ধন দাসের লেন। ডাঃ শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ এম্ বি, ১ হেম করের লেন। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস বি এল, ১ গণেন মিত্র লেন। শ্রীবিপিন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এম্ এ, ৯৩।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট্। শ্রীনারায়ণচন্দ্র বসু, ১৪।৪ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীগোকুলদাস দে এম্ এ, ২৫।২ মোহনবাগান লেন। শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্র বি এ, ১৯ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট। শ্রীবিনোদবিহারী দে, ২৮ ছুতারপাড়া লেন। শ্রীবিপিনবিহারী লাহা, ১৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্। শ্রীমনোরঞ্জন রায়চৌধুরী, ৫৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট্। শ্রীকানাইলাল পাল এম এ, বি এল, ২৩২।২ অপার চিৎপুর রোড। শ্রীপশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম এ, বি এল। ডাঃ শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ এম বি, ৯১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্। শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, ৫ রামপাল লেন, শোভাবাজার। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীশশাঙ্কশেখর সিংহ, ৪৪।১ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩৮ কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত, ৩৮ ক্লাইব ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীমন্মথনাথ সেন, সলিসিটর, বাগবাজার। শ্রীমণিলাল সেন, সলিসিটর। শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, সলিসিটর। শ্রীচণ্ডীচরণ সেন সলিসিটর। শ্রীচন্দ্রনাথ মিত্র, জমিদার, ২০৩ আপার সার্কুলার রোড। জে, এন মিত্র ব্যারিষ্টার, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। ডাঃ শ্রীশরৎকুমার মল্লিক, এম ডি, ২৫ বিডন ষ্ট্রীট। শ্রীঅটলকুমার সেন, জমিদার, ১০ রাজেন্দ্র লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক, ২৮ রাধানাথ মল্লিকের লেন। শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, রায় বাহাদুর, ২৫ রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১২ তেলিপাড়া লেন। শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ বি এল, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ বি এল, ৩ চালতাবাগান লেন। শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৭ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট্। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস বি এল, প্লিডার এস, সি, কোর্ট। শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কণ্ট্রাক্টর, ২৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, মার্চেণ্ট, ৭।এ ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট্। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু এম এ, বি এল, ৩৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট্। শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। এন্, হালদার, ষ্টার থিয়েটার। শ্রীচারুচন্দ্র শ্রীমানী বি ই, উল্টাডাঙ্গা। শ্রীসুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী, ২৭ কলেজ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, সমর্থক—শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সদস্য—শ্রীকালীচরণ সোম, এম এ, ৭৬ চক্রবেড়ে রোড, নর্থ। ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এল্ এম্ এস্, ৪৬ নেবুতলা লেন। শ্রীপঞ্চানন সিংহ এম এ, বি এল, ১৪৭ রসারোড সাউথ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৬৫ বি পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর। শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক বি এল, ২ চক্রবেড়ে লেন, ভবানীপুর। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি এল, ২৩।১ চক্রবেড়ে রোড। শ্রীসুরেন্দ্রমাধব মল্লিক এম এ, বি এল, ৪ বলরাম বসু ১ম লেন। মিঃ ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ৫৪ কাঁশারীপাড়া

রোড। শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার এম এ, বি এল। শ্রীসমরেন্দ্রকুমার দত্ত বি এল। হীরালাল সান্যাল। প্রস্তাবক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীঅনিলচন্দ্র গুপ্ত বি এ, বি এল, ৪৩ চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রীট্। শ্রীচণ্ডীদাস গুপ্ত বি এ, ৪০ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট্। শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত বি এ, ৪২ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট্। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, পার্ব্বতীচরণ ঘোষের ষ্ট্রীট্। শ্রীদ্বিজেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল, ২০২ বহুবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীচুনীলাল সান্যাল এল্ এম্ এস্, হারিসন রোড। শ্রীসত্যভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১ লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের গলি, পাথুরিয়াঘাটা। শ্রীসিদ্ধার্থকৃষ্ণ মজুমদার, ইশলামপুর, মুর্শিদাবাদ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সেন রায় সাহেব, এম এ, বি এল, সম্বলপুর। শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট। শ্রীরাধিকালাল সাহা এম এ, বি এল, জোড়াবাগান, পুলিশ কোর্ট। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি এল, ঐ। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মৈত্র বি এল, ঐ। শ্রীহেমপ্রসাদ মৈত্র, ঐ। শ্রীকৃষ্ণধন মিত্র বি এল, ঐ। শ্রীকানাইলাল দত্ত বি এল, ১০০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ঐ। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট। শ্রীনন্দগোপাল সান্যাল বি এল, ঐ। শ্রীশরৎচন্দ্র সান্যাল বি এল্, ঐ। শ্রীঅমরচন্দ্র ঘোষ বি এল, ঐ। মৌলভী মোসাহেবুদ্দিন আহম্মদ, উকীল, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র গুহ, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি এল, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, ঐ। শ্রীবিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট। শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩৭ কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট। শ্রীশশধর পরামাণিক বি এল, ছোট আদালত। শ্রীকেদারনাথ ভৌমিক বি এল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট্। শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল্, জোড়াবাগান পুলিশকোর্ট। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম এল এম এস, ৩৫ ময়ারপুর রোড। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জোড়াপুকুর লেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সাধু, উকিল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট্। শ্রীসরলচন্দ্র নাগ চৌধুরী বি এল্, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট্। শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বার-এট-ল, বার লাইব্রেরী, হাইকোর্ট। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, ৪৬ মির্জাপুর ষ্ট্রীট্। শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত বি এল্, ১ রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট্। শ্রীকালীকৃষ্ণ গুপ্ত বি এল্, ছোট আদালত। প্রস্তাবক—শ্রীআশুতোষ ধর, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীবীরেশ্বর গুপ্ত, ১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট। শ্রীশশীন্দ্রচন্দ্র ধর, এম্ এস্ সি, প্রোফেসর ইউনিভারসিটি কলেজ। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২০ বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্। শ্রীকানাইলাল সাহা, এম্ এ, বি এল, উকীল, ঢাকা। শ্রীযোগেন্দ্রমোহন দত্ত বি এ, শাখারিবাজার, ঢাকা। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ, মুরারিচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট। শ্রীরসিকচন্দ্র বসু, মইষামুড়া, টাঙ্গাইল। শ্রীজীবনচন্দ্র তালুকদার এম এ, প্রোফেসর, ঢাকা কলেজ। শ্রীশরৎচন্দ্র দে বি এ, শিক্ষক ইষ্ট-বেঙ্গল ইনষ্টিটিউশন, ঢাকা। শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হেড মাষ্টার, জুবিলি স্কুল, ঢাকা। শ্রীচারুচন্দ্র গুহ, উয়ারী, ঢাকা। ডাক্তার শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত

এল এম এস, ঢাকা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, ঐ। শ্রীতেজেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী, এম এ, বি এল, উকিল, হাইকোর্ট। শ্রীপ্রশান্তভূষণ গুপ্ত এম এ, বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীকুঞ্জলাল দাস এম এ, বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, প্রোফেসর, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা। শ্রীবিনোদভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, হেড মাষ্টার, কুকুটিয়া, ঢাকা। শ্রীপ্রাণবল্লভ বসাক বি এ, এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভদ্র, নয়াবাজার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, ২৭ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু এম বি, ঢাকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট। শ্রীহরমোহন দে, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এল, উকীল। ঢাকা। শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল, মোক্তার, ঢাকা। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বানার্জ্জি বি এল, ঐ। শ্রীতাপসচন্দ্র বানার্জ্জি বি এল, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বি এল, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস, প্রোপ্রাইটর, ইষ্ট-বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গুহ বি এল, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গুহ বি এল, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীপণ্ডিতচন্দ্র দাস বি এল, ঐ। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার বি এল, ঐ। শ্রীঅমূল্যচরণ গুপ্ত বি এল, ঐ। শ্রীতারাপ্রসন্ন দাস বি এল, ঐ। শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীগগনচন্দ্র ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীমন্মথকুমার বসু বি এল, ঐ। শ্রীঅতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, ঐ। শ্রীরেবতীমোহন ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীকরুণাময় সেন বি এল, ঐ। শ্রীঅন্নদাচরণ রায় বি এল, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রকুমার সেন বি এল, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত বি এল, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ সেন বি এল, ঐ। শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ বি এল, ঐ। শ্রীজয়ন্তকুমার বসু বি এল, ঐ। শ্রীপার্ব্বতীচরণ বসু মোক্তার, ঢাকা। শ্রীদিগেন্দ্রকুমার চন্দ, ঐ। শ্রীবীরেশ্বর সেন, জুট মার্চেন্ট, ফরিদাবাদ, ঢাকা। শ্রীভূপতিমুকুট ঘোষ, জুট মার্চেন্ট, ঐ। শ্রীবিনোদচন্দ্র বসাক বি এল, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীহরিলাল ধর বি এল, ঐ। শ্রীঅবনীকুমার বসু, পটুয়াটুলী, ঢাকা। শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, সূত্রাপুর, ঢাকা। শ্রীদীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, ঐ। শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, পটুয়াটুলী, ঢাকা। শ্রীপ্রিয়নাথ পাল, মার্চ্চেন্ট, উত্তর নবাবপুর, ঢাকা। শ্রীহরেন্দ্রকুমার কর, তালুকদার, বাসাবাড়ী লেন, ঢাকা। শ্রীনলিনীমোহন দত্ত বি এল, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন একাউন্টেন্ট, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ময়মনসিংহ। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সেন এম এ, এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, লোহাজঙ্গ হাই স্কুল, ঢাকা। প্রস্তাবক—কুমার শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সদস্ত—শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, মহাজনহাট, চট্টগ্রাম। শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ব্যারিষ্টার, কাঁশারিপাড়া রোড, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্ত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, মহাজন-

হাট, চট্টগ্রাম। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় বি এল, ৯৩ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, ৬০ চক্রবেড় রোড, নর্থ ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ১৫৫৭ মাব্রে রোড, মান্দ্রাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীশোকহরণ দাস গুপ্ত, ৬৮।২এ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীতিমিরহরণ দাস গুপ্ত, ১৬ চন্দ্রকান্ত চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, ভবানীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, ঐ। শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন, শিক্ষক, গোপালগঞ্জ হাই স্কুল। শ্রীঅন্নদাচরণ গুপ্ত, ৫ ল্যান্সডাউন লেন। শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত, ১ সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, ৫ ল্যান্সডাউন লেন। শ্রীক্ষিতিমোহন দাস গুপ্ত, প্রোফেসর। শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার সেন, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। শ্রীযাদবচন্দ্র সেন, ৬ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, প্রোফেসর হোলকার্স কলেজ, ইন্দোর। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস, রূপনাথ দাসের বাড়ী, ঢাকা। শ্রীইন্দুভূষণ বানার্জ্জি, এসিষ্ট্যাণ্ট প্রোফেসর, কলিকাতা ইউনিভারসিটি। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীবিজয়কুমার সরকার, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু। শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার। শ্রীবিজলীবিহারী সরকার। শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীমণীন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত। শ্রীকৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হাইকোর্ট। শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। শ্রীইন্দুভূষণ রায়, হাইকোর্ট। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র। ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী দে। শ্রীরামেশ্বরপ্রসন্ন সেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন জমিদার, বরিশাল। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন জমিদার, ঐ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন জমিদার, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস গুপ্ত, উকিল, বরিশাল। শ্রীরাজেশ্বর দাস, ডেপুটী ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার, বেঙ্গল। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, ইন্‌কাম ট্যাক্স এসেসর, ফরিদপুর। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেন, চাউলপট্টি। শ্রীবিজয়চন্দ্র সেন, প্রোফেসর কটন কলেজ, গৌহাটী। শ্রীকালীপ্রসন্ন পিপলাই, উকিল, হাইকোর্ট। শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন, সাব ডেপুটী, চাঁদপুর, কুমিল্লা। শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী, বরিশাল। শ্রীশচীন্দ্রকুমার রায়, প্লিডার, কুমিল্লা। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত, ভরবাজহাট, নোয়াখালী। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন, সদস্য—শ্রীমথুরানাথ মুখোপাধ্যায়, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীকালিদাস রায়, ঐ। কবিরাজ শ্রীমুকুন্দলাল সেন, ঐ। শ্রীজগদীশ্বর সেন, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঐ। ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দত্ত, ঐ। শ্রীআব্দুল গণি বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীগোকুলকৃষ্ণ ঠাকুর বি এল, ঐ। শ্রীদ্বিজপদ সেন গুপ্ত, বি এল, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল, ঐ। শ্রীহরিদাস নন্দী, মোক্তার, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দোবে, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মৈত্র, ঐ। শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ হেড় ক্লার্ক, ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড, ঐ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী, ট্রেজারার্স কালেক্টর, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়র অফিস, বহরমপুর। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সেন, গোরাবাজার, বহরমপুর।

শ্রীহীরালাল সাহা, ঐ। শ্রীবনবিহারী দাস এম এ, লেক্চারার—কে, এন্ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীদীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, কলেজ মেইন হোষ্টেল, বহরমপুর। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বাগচি এম এ, প্রোফেসর কে, এন্ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র এম্ এ, ঐ। শ্রীকমলাক্ষ দাস গুপ্ত এম্ এ, ঐ। শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, নিউ হোষ্টেল, বহরমপুর। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর। শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত বি এ, কে, এন কলেজ, বহরমপুর। শ্রীহৃষীকেশ বসু, ঐ। শ্রীগঙ্গালাল রায় চৌধুরী, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য পাড়া, ঐ। শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীতেজশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিলাবাদ, বহরমপুর। শ্রীফণিভূষণ রায়, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সিংহ চৌধুরী, জমিদার, মৃণ্ময়ী কুটীর, বহরমপুর। শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীনরেন্দ্রকিশোর মুখোপাধ্যায়, উকিল, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীঅবনীকান্ত সান্যাল, বহরমপুর। শ্রীইন্দুপাঁচু গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীবিভুদান বিশ্বাস, ঐ। শ্রীখগেন্দ্রবিহারী দত্ত, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য বি এল, উকীল, বহরমপুর। শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, দি টেনারী, বহরমপুর। শ্রীশরদিন্দুনাথ রায় বি এ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীরমাপতি ঘোষ এম এ, বি এল, উকিল, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীপঙ্কজনাথ গুপ্ত বি এল, উকীল। শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। একরাম উল হক্, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীতরণীমোহন রায়, উকিল, ঐ। শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ সেন বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকিল, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। মহম্মদ আজ্‌মদ, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী বি এল, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীযুগলকিশোর হোর, বহরমপুর। শ্রীমণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিল, বহরমপুর। শ্রীরামচন্দ্র তালুকদার, উকিল, ঐ। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন সিংহ বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, উকিল, বহরমপুর। শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ বাগচী, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায়, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, সৈদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীমোহমোহন সেন বি এল, উকিল, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকিল, বহরমপুর। শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী বি এল, উকিল, বহরমপুর। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীধীরাজচন্দ্র রায় বি এল, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীহেমচন্দ্র ঠাকুর, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মোক্তার, ঐ। শ্রীকৃষ্ণনাথ গুপ্ত, মোক্তার, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীপ্রমথনাথ মৈত্র, মোক্তার, বহরমপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীবনওয়ারীলাল গোস্বামী, মোক্তার, সৈদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীশ্যামাপদ গুপ্ত, মোক্তার, বহরমপুর। শ্রীবিজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী,

মোক্তার, বহরমপুর। শ্রীপ্রসাদদাস সেন গুপ্ত এম এস সি, বি ই, খাগড়া, বহরমপুর। ডাঃ শ্রীরামদাস পাঁড়ে এম,সি, পি, এস, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মার্চেন্ট, ঋাউখোলা, বহরমপুর। শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায়, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীযতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীত্রিভঙ্গমোহন সেন, ডাক্তার, কোতোয়ালী রোড, বহরমপুর। শ্রীহেমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবিষ্ণুরথ সেন বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় এম এ, ১১ গুলুওস্তাগর লেন, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীঅভয়চন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীপ্রিয়গোপাল দাস। কুমার শ্রীশরৎকুমার মিত্র বি এ, ৩৪ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বোসপাড়া লেন। রায় সাহেব শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এডুকেসন ডিপার্টমেণ্ট, সিমলা। প্রস্তাবক—শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীমনোমোহন রায় চৌধুরী, বি এল, মুন্সীহাউস বরাহনগর। শ্রীসুধীরঞ্জন রায় চৌধুরী বি এ, ৫৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। শ্রীমুকুন্দলাল রায় চৌধুরী বি এ, ঐ। শ্রীপ্রেমরঞ্জন রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বি এস্ সি, এম এ, বি এল, ১০৩ কাঁশারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীপ্রিয়নাথ বিশ্বাস এম্ এস্ সি, ৮৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীশৈলেশনাথ রায় চৌধুরী বি এল, ঐ। শ্রীইন্দুভূষণ বিশ্বাস, বি এল, ভবানীপুর। শ্রীচারুচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, অফিসিয়েটিং মুনসেফ, পটুয়াখালী। শ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুন্সীহাউস, বরাহনগর। শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু চৌধুরী, টাকী মিউনিসিপালিটী, টাকী। শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলুপাড়া। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি, মইরাডাঙ্গা। শ্রীউপেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, ইণ্ডিয়ান আর্ট ষ্টুডিও। শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বি এস্ সি, কুঠীঘাটা। শ্রীললিতমোহন বানার্জ্জি, বি এল, কুঠীঘাটা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনিত্যানন্দ সরকার। শ্রীসত্যভূষণ সিংহ। শ্রীনিতাইসুন্দর সিংহ, এম্ এ, হেডমাষ্টার জে, বি, ইনষ্টিটিউশন, বালীগঞ্জ। শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী। কবিরাজ শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ। কবিরাজ শ্রীআশুতোষ কাব্যতীর্থ। শ্রীখগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু বি ই। শ্রীঅভয়াপদ চাটার্জ্জি। শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম এ, বি এল। শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ৬০।৩।১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্। শ্রীরামেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীভোলানাথ ঘোষ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, বি এল। শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষ। শ্রীনিশিকান্ত বসু। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিংহ। কুমার শ্রীসতীশকান্ত রায়। শ্রীগঙ্গাধর ঘোষ চৌধুরী। শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ রায়। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সদস্য—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১ প্যারীমোহন পালের লেন। শ্রীদেবকীনন্দন নাথ বি এ, ২৮।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রলাল রায়, ২১ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত, ৪০ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।

শ্রীখগেন্দ্রমোহন সিংহ, ১১২ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া। শ্রীসত্যচরণ মিত্র, ৩২ মাণিক-তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সদস্য—শ্রীগোবিন্দগোপাল ঘোষ, ১৫৮ লোয়ার সারকুলার রোড। শ্রীনলিনীমোহন সিংহ, ঐ। শ্রীবিজয়গোপাল সিংহ, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র সিংহ, ঐ। শ্রীযাদবচন্দ্র ঘোষ হাজরা, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লনাথ সিংহ, ১৪১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীনিত্যশরণ মুখোপাধ্যায়, ৩৫।২।১ অখিল মিস্ত্রী লেন। প্রস্তাবক—রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—রায় সাহেব শ্রীরসিকলাল রায়, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, শিয়ালদহ, গড়পার। শ্রীকেদার-নাথ বসু, অখিল মিস্ত্রী লেন। শ্রীনলিনীকান্ত চাটার্জ্জি বি এল, উকিল। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, বেলেঘাটা। শ্রীভোলানাথ চৌধুরী বি এল। শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ গুহ। শ্রীঅমূল্যকুমার চাটার্জ্জি। শ্রীঅন্নদাচরণ সদ্দার। শ্রীভোলানাথ দত্ত। শ্রীনিরঞ্জন-কুমার শীল। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মিত্র, পাবলিক প্রসিকিউটর, আলিপুর। প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীনিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ। শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। শ্রীরাধানাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রীসত্য-চরণ ঘোষাল। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীরাজ-কুমার ভড় এম এ, রিপণ কলিজিয়েট স্কুল। শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ রায়। শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য। শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ। শ্রীজগ-জ্জীবন ঘোষ। শ্রীবটকৃষ্ণ বসু। শ্রীমহিমচন্দ্র বসু। শ্রীমহিমচন্দ্র আঢ্য। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দাস। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবেণীমাধব পাল। শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীশশধর মিত্র। শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ধর বি এ, ৩৮।৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট্। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৈত্র বি এ। শ্রীহরিশরণ মৈত্র বি এস সি। শ্রীসুধাময় চট্টোপাধ্যায়। শ্রীভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ। শ্রীঅতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী বি এ। শ্রীঅনাদিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস বি এ। শ্রীবিজয়চন্দ্র আচার্য্য বি এ। শ্রীকুমুদবন্ধু ঘোষ বি এ। শ্রীপশুপতিকুমার সিংহ। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীসৌরেশচন্দ্র ঘটক বি এ। শ্রীনীললোহিত ভট্টাচার্য্য বি এ। শ্রীকালীপদ গাঙ্গুলী। শ্রীহরকালী বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমহাদেব চক্রবর্ত্তী। শ্রীগোকুলকৃষ্ণ মজুমদার এম এস সি। শ্রীরসরাজ পাল। শ্রীদাশরথি পাঠক। শ্রীপ্রফুল্লকুমার মজুমদার। শ্রীশিবদাস মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত। শ্রীলোকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাহা বি এ। শ্রীশরৎচন্দ্র দাস। শ্রীনগেন্দ্রনাথ নন্দী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম্ এ। শ্রীসুধীরকুমার সেন গুপ্ত বি এ। শ্রীসুশীলকুমার সাহা। শ্রীহরিশ্চন্দ্র

লাহিড়ী এম এ। শ্রীশক্তিপদ কুণ্ডু। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়। শ্রীবীরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বি এ। শ্রীপ্রমথনাথ বসু। শ্রীপশুপতি সিংহ। শ্রীহেমন্তকুমার মৈত্র। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার। শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল চৌধুরী। শ্রীআবদুল আলী বিশ্বাস এম এ, হেড মাষ্টার। শ্রীধরণীধর দিন্দা এম এ, এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার। আলকেত্রী সেরওয়ারডী এম এ। এরসাদ হোসেন বি এ। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি এ। শ্রীসীতারাম সিংহ রায় বি এ। বাদিওর রহমান মিয়া বি এ। আমিরুদ্দিন আহম্মদ বি এ। আব্দুল লতিফ খন্দকার। আবদুল আজিজ বি এল, গভর্ণমেণ্ট স্কুল, বারাকপুর। আবদুল গণি বি এল, উকিল, কান্দী। প্রস্তাবক—শ্রীযদুনাথ সিংহ, সমর্থক—শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মণ্ডল বি এ, ১৮ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্। শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ বি এ, হাডিং হোষ্টেল। শ্রীমুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৮৫ হাডিং হোষ্টেল। শ্রীঅমূল্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম এ, ৮।৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীরমাপ্রসন্ন সান্যাল বি এ, ঐ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ, ঐ। শ্রীদ্বারকানাথ মজুমদার, মিত্রভূম, কুরুমগ্রাম, বীরভূম। শ্রীজয়কুমার পাল বি এল, উকিল, পাঁচগাছিয়া, ত্রিপুরা। শ্রীহরিদাস মৈত্র বি এ, ১১৩ হার্ডিং হোষ্টেল। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় বি এ, ৮।৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীলালমোহন চক্রবর্ত্তী বি এ, ২৪ হ্যারিসন রোড। শ্রীঅক্ষয়কুমার কুণ্ডু বি এ, ৮ ৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীঅতুলবিহারী রায় বি এ, ঐ। শ্রীক্ষিতিমোহন সান্যাল বি এ, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি এ, ঐ। শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ৬৬ হ্যারিসন রোড। শ্রীঅনাদিচরণ সেন বি এ, ১৫৭ হাডিং হোষ্টেল। শ্রীরামবন্ধু পট্টনায়ক, ৩।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু এম এ। শ্রীপতিনাথ ঘোষ বি এস সি। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। শ্রীযশঃপ্রকাশ মিত্র। শ্রীক্ষুদিরাম নাগ। শ্রীশিশিরচন্দ্র খাঁ। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীতারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দেব। শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীতারাপদ বিশ্বাস। শ্রীযশোদাকুমার মোদক। শ্রীবিজয়কুমার দাস। শ্রীনকুলচন্দ্র সেন গুপ্ত। শ্রীসুরেশচন্দ্র নাগ। শ্রীশচীকান্ত দাস গুপ্ত। শ্রীনন্দলাল রায়। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে। শ্রীবৃন্দাবন সিংহ রায় বি এ। শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এস সি। শ্রীঅনিলকুমার আচার্য্য চৌধুরী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাস বি এ। শ্রীঅতুলচন্দ্র পাইন্ বি এ। শ্রীহৃষীকেশ মল্লিক। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রস্তাবক—শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী, উকিল, কান্দী, মুর্শিদাবাদ। শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু। শ্রীজানদা-প্রসাদ ত্রিবেদী। শ্রীঅভয়াপদ ত্রিবেদী। শ্রীবিষ্ণুপদ ত্রিবেদী। শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন এম এ, বি এল। শ্রীকামাখ্যাপ্রসন্ন বসু বি এল। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীভূপেন্দ্রমোহন বসু। শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল। শ্রীযশোদাকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ। শ্রীভগবৎকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি এ। সুরেশচন্দ্র সিংহ এম এ। শ্রীহারাণচন্দ্র ভাদুড়ী। শ্রীগিরিজা-

ভূষণ সিংহ বি এ। শ্রীসন্তোষকুমার ধর বি এ, ১ বাহুড়বাগান লেন। প্রস্তাবক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—রায় শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, ২৩।৪ রামবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীবনবিহারী বসু, ৬১।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীবটবিহারী বসু, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর, ১৬।২এ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩।২।১এ আনন্দ লেন। শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেন। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, ৬ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, ১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জয়মিত্রহাটা ষ্ট্রীট, নিমতলা। শ্রীজহরলাল মল্লিক, মল্লিকস্ লজ, মাণিকতলা। শ্রীঅর্দ্ধেন্দু-শেখর মুখোপাধ্যায় বি এ, ৫ ঘড়বাড়ী রোড লেন, খিদিরপুর। শ্রীগোকুলচন্দ্র লাহা, ২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেন্দ্র-কুমার দে এল এম এস, ৬ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীশরচ্চন্দ্র মল্লিক, ৬১ অপার চিৎপুর রোড। শ্রীদীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৬৩ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীবিনোদলাল চক্রবর্ত্তী এম এস্ সি, ৫০।১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মল্লিক, ১৫।১ সীতানাথ রোড, সিমলা। শ্রীচন্দ্রনাথ মিত্র, ২২৬ আপার সারকুলার রোড। শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, ১০ উল্টাডিঙ্গি রোড। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ, ৭৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শ্রীহরিমোহন দে, ১৮ হরিতকীবাগান। শ্রীঝুলন-লাল বসু, ১২৯।১।৩০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৮৫ আপার সারকুলার রোড। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১৫।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনীনাথ শেঠ, ৩ বাঁশ-তলা ষ্ট্রীট। শ্রীকালাচাঁদ বটব্যাল বি এ, ৬।১।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীবেচারাম মল্লিক, ৩১ কিয়ার লেন। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু, ৮৬ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসুধীরলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ মজুমদার, ৫ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ বসু, ২২।২ ঈশ্বর মিল লেন। শ্রীহরিপদ দত্ত বি এ, ৬১ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। শ্রীশৈলেন্দ্র-মোহন দত্ত বি এ, ১ ঘোষের লেন। শ্রীঅনিলনাথ বসু, ২২৮।১ আপার সারকুলার রোড। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মিত্র এটর্ণি, ১ রামরতন বসুর লেন। শ্রীসতীশচরণ লাহা, ২২৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীবলাইচন্দ্র সেন, ২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট। কুমার শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ১০ হাজার-কোর্ট ষ্ট্রীট। শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ, ৪৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরায় বিনোদবিহারী বসু, সমর্থক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, সদস্য—শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র, ১২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীতারিণীচরণ বসু, ১৫ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১।১ নিকাশীপাড়া লেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৬ আপার সারকুলার রোড। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দে, ৩৫।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীকৃষ্ণলাল মিত্র, ৮৮ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীক্ষীরোদকৃষ্ণ বসু, ৮৬ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, ৬ শ্যাম-পুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, ১৫২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীটিকমলাল সিং, ২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীশরদিন্দু মিত্র, ৪৩ বিডন রো। শ্রীবটকৃষ্ণ বসু, ১৯ বসুপাড়া লেন। শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি এ, ৩৪ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীহেমন্তকুমার মিত্র, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার

মিত্র, ঐ। শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র বি এ, ঐ। শ্রীকেদারনাথ মিত্র, ৩২ জয় মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪ পশুপতি বসুর লেন। শ্রীআশুতোষ বসু, ১৯ বসুপাড়া লেন। শ্রীহরিদাস ঘোষ, ৬ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র, ৮১ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীবেণীমাধব ভড় বি এল, ৪৫।২এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীমিহিরলাল দাস নন্দী বি এ, ২ তারক চাটুর্য্যের লেন। শ্রীনলিনচন্দ্র গুপ্ত এটর্ণি, ৪৩ চাষাধোপাপাড়া। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৩৭ সোনাগো লেন। শ্রীলক্ষ্মণদাস মল্লিক, ৩৬ সীতানাথ রোড। শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক, মল্লিকস্ লজ, মাণিকতলা। কুমার শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ রায়, ২৪।১ দরমাহাটা ষ্ট্রীট। শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত এল এম এস্, ১৫ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, সিমলা। শ্রীসুরথচন্দ্র দে, ৪৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীগণেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র জমিদার, ১৯ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীরাজেন্দ্রলাল ঠাকুর, ৩।১ গোপীমোহন দত্তের লেন। শ্রীবিপিনকৃষ্ণ ঘোষ, ১৪ গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, ৬১ বিডন ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীপ্রবোধকুমার দত্ত, সিমলাঘাট ষ্ট্রীট। অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস গুপ্ত, বিদ্যাবিনোদ, ৬১ সিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন, ৫৬।৩ গ্রেষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক—শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীগোলাপলাল ঘোষ, ২ আনন্দচন্দ্র চাটুর্য্যের লেন। শ্রীবিজনকান্তি ঘোষ, ঐ। শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ বি এ, ঐ। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, ঐ। শ্রীসুনীলকান্তি ঘোষ, ঐ। শ্রীপরমানন্দ দত্ত, ঐ। শ্রীসত্যগোপাল দত্ত বি এ, ঐ। শ্রীফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮।৮ বসুপাড়া লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৮।১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন। শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪ কাটাপুকুর লেন। শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, ১৬।১ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীভূপতিভূষণ রায়, ৩৩ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীবিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৩৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। শ্রীমানসনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী পোঃ। শ্রীতারাপদ সিংহ বি এ, ৮ সরকারবাড়ী লেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার এম এ, শঙ্কর ঘোষের লেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, ৭১।১ মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীদীননাথ রায়, ৬ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন। শ্রীদিবাকর মিত্র, ৯ নবীন পালের লেন। শ্রীবিজলীবিহারী নিয়োগী বি এ, ১৯।এ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬৮।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় বি এ, ২।বি উল্টাডিঙ্গি লেন। শ্রীবঙ্কুবিহারী ঘোষ এম এ, ১৩সি বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীকেশবলাল রায় কবিরাজ, ৪১ ঐ। শ্রীলালমোহন ঘোষ, ১৩বি ঐ। শ্রীতারকনাথ চক্রবর্ত্তী, ৭২।৯ ঐ। শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম এ, ৭২।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীরাসবিহারী দাস, ১৬ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস। শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট। শ্রীনাটুগোপাল দে সরকার, ১৭৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীসত্যচরণ নন্দী, ২৬ রামতনু বসুর লেন। শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস্ সি, ৩৯ দেবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীনরেশচন্দ্র নাগ, ৯এ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস, ২৯ দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট, বাগবাজার। শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ, ২৫ দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ বি এল, এটর্ণি, ১৪ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীমোহিতকুমার সিংহ, ১৭ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীকিশোরচন্দ্র ঘোষ এম এস সি, ১৪ গোপীকৃষ্ণ পালের গলি। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু বি এ, ৭ রাজাবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীউমেশচন্দ্র বসু বি এল, ৩৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীনৃসিংহপদ দত্ত বি এল, ৪ ইডেন হাঁসপাতাল রোড। শ্রীগোপালচন্দ্র দে এম এ, বি এল, ৩ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। শ্রীখগেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল, ৭ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন। শ্রীকরালীচরণ বসু বি এল, ৩ করিস্‌চার্চ্চ লেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র গোস্বামী বি এল, ২।১ এইচ হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ১০।২ নাথের বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীছকুমল চোপড়া বি এল, ৪৭ খোংরাপটী, বড়বাজার। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ৫০ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীনিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি এল, ২৪ তেলীপাড়া লেন। শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ বি এল, ১০৪ কাঁসারীপাড়া রোড। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩৮ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীশশধর প্রামাণিক বি এল, ২৮২ আপার চিৎপুর রোড। শ্রীঅমরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ এম এ, বি এল, ১১ সেকরাপাড়া, বহুবাজার। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন এম এ, বি এল, ৩৮ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীসত্যকিঙ্কর মিত্র বি এল, ৬৫।৪ কলেজ ষ্ট্রীট। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র, উকিল, ৩বি শ্যাম স্কোয়ার পূর্ব্ব। শ্রীঅমরনাথ দত্ত বি এল, ৬৮ গড়পাড় রোড। শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী বি এল, ১৪ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭।এ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম এ, ১৬ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন। শ্রীহারালাল চক্রবর্ত্তী, ৬৮।৫।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীপাঁচকড়ি রায়, ৪০ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীঅমূল্যরতন গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, রাজকুসুম, গোপালপুর পোঃ, বর্দ্ধমান। শ্রীরাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় বি এ, মলুটী পোঃ, সাঁওতাল পরগণা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৭ বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট। শ্রীসত্যকিঙ্কর বিশ্বাস, ৩০ চুণাপুকুর লেন, বহুবাজার। শ্রীরামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ জমিদার, ২০ গিরিশ বিদ্যারত্নের লেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, ১৪ দাস লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৯।১ রায়বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীগোপীনাথ সেন, ১ ডালহাউস স্কোয়ার। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৬।১ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠ, ১২৪।২ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীকালীচরণ পাল, ৯৫ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীরুক্মিণীকান্ত পাল, ৪২ হরিতকীবাগান লেন। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, সদস্য—শ্রীনৃত্যলাল দাস, ৪ রামধন মিত্র বাই লেন। শ্রীফণিলাল মিত্র, ৩।২ রামধন মিত্রের লেন। শ্রীসুবোধচন্দ্র গুপ্ত, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীমণিলাল মিত্র, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, ১০ ঐ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৪ ঐ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র, ১০৮।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, ৩২ গরাণহাটা ষ্ট্রীট। শ্রীরেণুপদ দে, ৮।১ কাটুয়াখুটী রোড, ভবানীপুর। শ্রীঅম্বিকাচরণ মৈত্র, ২৩ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ১৮।২ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট। শ্রীগোপীনাথ দত্ত, ১৫৯ এ আপার

চিৎপুর রোড। শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, ২ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্যামপুকুর। শ্রীনৃসিংহ-চরণ চট্টোপাধ্যায়, ৪।১ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্যামপুকুর। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীশরৎচন্দ্র দেব, সদস্য—শ্রীঅখিলচন্দ্র পাকড়াশী জমিদার, স্থল, পাবনা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, হেড মাষ্টার, পাকড়াশী ইনষ্টিটিউসন, পাবনা। শ্রীসতীশচন্দ্র পাকড়াশী এম এ, ১৪ মদন মিত্রের লেন। শ্রীঅমলচন্দ্র মৈত্র বি এ, ৫৮এ কলুটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীক্ষীরোদ-লাল দে এম বি, ৭১ শোভাবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীরসিকরঞ্জন মৈত্র এম এ, C/o শ্রীমনোরঞ্জন মৈত্র, ডেপুটি পার্সন্যাল এসিষ্ট্যান্ট, কমিশনর, চট্টগ্রাম। শ্রীগিরিজাকান্ত মজুমদার এম এ, ৫৮এ কলুটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ৪৬ মুরারিপুকুর রোড, ভবানীপুর। শ্রীরাধারমণ রায়, বি এ, ১৪ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, ১৩২এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শ্রীঅশোককুমার ঘোষ, ৬০ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীমলিনবিহারী দত্ত, ১৬ ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৬০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীসুবোধকৃষ্ণ দত্ত, ১৪ পঞ্চানন ঘোষ লেন। শ্রীবিভূতিধর রায় চৌধুরী, ৫ বাদুড়বাগান রো। শ্রীসুরেশ-চন্দ্র মজুমদার বি এ, ৮৬।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, উলি পোঃ, রঙ্গপুর। শ্রীবিনয়কুমার রায়, ৬০ হরিঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, পঞ্চবটী কানন, মাণিকতলা। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মজুমদার, ৭ রাজা লেন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র বি এ, ঐ। শ্রীরাধাচরণ ঘোষ, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীকালীচরণ ঘোষ, ঐ। শ্রীভূপতিকুমার দে, ১০ সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট। শ্রীভূতনাথ দে, ঐ। পি, ব্যানার্জ্জি, ৪১।১ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ পাল, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে, ঐ। কবিরাজ শ্রীকালীপ্রসন্ন যোগবিশারদ, ২০১ মুক্তারাম-বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীসরসিজানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপ্রকাশানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপঞ্চানন ঘোষ, ১৯৭ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীভবানীপ্রসাদ সাহা, ১৮৪বি মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীগোপীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল, ই আই আর। শ্রীতারকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীঅনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তী, ৪ ঝামা-পুকুর লেন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩৬ বীডন রো। শ্রীতুলসীকুমার নাগ, ১৪২ নুরমহম্মদ সরকার লেন। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়, ৬৪ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ নীলমণি সরকার লেন। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়, গঙ্গানগর, মোকামটোলা পোঃ, বগুড়া। শ্রীআনন্দমোহন লাহিড়ী, ৯।১।১ আরপুলি লেন। শ্রীদুকড়িনাথ লাহিড়ী, ঐ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৩ কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাস, ৪৭ সার্পেণ্টাইন লেন। শ্রীবেচুলাল দাস, ১৬৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীইন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি এ, ৪৭।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, পঞ্চবটীভিলা, মাণিকতলা। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু ঐ, গগনচন্দ্র ঘোষ, ঐ, শ্রীনীরোদকুমার দাস, ঐ, শ্রীহরিচরণ মিত্র, ঐ, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য ঐ, শ্রীশ্যামাচরণ সরকার, ঐ, শ্রীঅমৃতলাল

ঘোষ, ঐ, শ্রীকালীকৃষ্ণ বিশ্বাস, ঐ, শ্রীঅজিতকুমার সরকার, ঐ, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাস, ঐ, শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস, ঐ, শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার, ঐ, শ্রীলক্ষেশ্বর বরা, ঐ, শ্রীকামিনীকুমার দে, ঐ, শ্রীহেমচন্দ্র পাকড়াশী, ঐ, শ্রীঅজিতকুমার দত্ত, ঐ, শ্রীবিধুভূষণ আইচ্, ঐ, শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীবীরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, ঐ, শ্রীভবতারণ ভট্টাচার্য্য, ঐ, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়, ঐ, শ্রীসুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঐ, শ্রীজিতেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীশকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীমতিলাল ঘোষ, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রিসড়া ষ্টেশন রোড, হুগলী। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ২২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট। শ্রীশীতলদাস মুখোপাধ্যায়, ৪৭ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্। শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৬০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীকালিদাস সরকার, মসিন্দা, এলেঙ্গা, ময়মনসিংহ। শ্রীক্ষেত্রনাথ দাস, ঐ। শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ, গোবিন্দী, ঘাটেশ, ময়মনসিংহ। শ্রীঅনাথবন্ধু সরকার, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার দত্ত, ময়মনসিংহ। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র নিয়োগী, পালগগ্রা, পোঃ ঘাটাইল, মৈমনসিংহ। শ্রীকৃতান্তকুমার মিত্র, ঐ। শ্রীকালীপদ রায় চৌধুরী, ৫১ জয়মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীভুবনমোহন বসু, বি এ, ২ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার। শ্রীমোহিনীমোহন ভৌমিক, ৭ রাজা লেন। শ্রীপঞ্চানন পাল এম্ এ, ২ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৭ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট্। শ্রীচুনীলাল পাল বি এ, ৮ রাজা লেন। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ১৫ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীরাখালচন্দ্র পাল, ৪০ কেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীলালবিহারী পাল, ঐ। শ্রীসুধাংশুশেখর বসু, ৪৮ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। শ্রীহিমাংশুশেখর বসু, ঐ। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ৩৪ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন। শ্রীসুধীরকৃষ্ণ পাল, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীপ্রীতিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীরামগোপাল তরফদার, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র, ৩৪ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮।৩ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীহেমচন্দ্র সিংহ বি এস সি, ৫৫ হ্যারিসন রোড। শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, বি এস্ সি, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়, ঐ। শ্রীচুনীলাল সিংহ, ঐ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র নাগ, ৯৩।২ বৈঠকখানা রোড। শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীমনোমোহন সিংহ বি এ, ২৫।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসুধাংশুমোহন সিংহ, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। শ্রীপীতাম্বরচন্দ্র চৌধুরী, ২৭ হ্যারিসন রোড। শ্রীমোহিনীমোহন বল, ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট্। শ্রীসতীশচন্দ্র দে, ২১ ঝামাপুকুর লেন। শ্রীনীরোদরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ৪১ ঝামাপুকুর স্কোয়ার। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন বি এ, ১১ এক্ রাধানাথ মল্লিক লেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি এস্ সি, ৮৬।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, ঐ। শ্রীশরৎকুমার চক্রবর্ত্তী, ১ বসাকদিঘী লেন। শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ, নগদা সিমলা পোঃ, মৈমনসিংহ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, নিথলা পোঃ, মৈমনসিংহ। শ্রীভজহরি

চট্টোপাধ্যায়, ১ বসাক দিঘী লেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ লাহা, কৈজুরি পোঃ, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ। শ্রীযশোদালাল লাহা বি এ, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার মিত্র, গলগণ্ডা, ঘাটাইল, মৈমনসিংহ। শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, বি এ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর। শ্রীপ্রমথনাথ লাহা, ৬৬ হ্যারিসন রোড। শ্রীতাপসচন্দ্র দোবে, বি এ, নলহাটী, বীরভূম। শ্রীশচন্দ্র বসু নিয়োগী বি এ, শালদিপাড়া, ঘাটাইল, মৈমনসিং। প্রস্তাবক—স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, সমর্থক—শ্রীঅমরচন্দ্র সরকার, সদস্ত—শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চবটী ভিলা, মাণিকতলা। শ্রীঅমরচন্দ্র বিশ্বাস, ঐ। শ্রীবিজয়রতন গুপ্ত, ঐ। শ্রীপরেশনাথ গুপ্ত, ঐ। শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত, ঐ। শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য্য, পঞ্চবটী ভিলা, মাণিকতলা। শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীমুক্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ। শ্রীভবতারণ বরাট, ঐ। শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীসিদ্ধেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় আচার্য্য চৌধুরী, ঐ। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীসুধীরকৃষ্ণ সেন, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মণ্ডল, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র বসু, ঐ। শ্রীহেমন্তকুমার হোর চৌধুরী, ঐ। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত, ঐ। শ্রীচিত্তরঞ্জন গুপ্ত, ঐ। শ্রীফণিভূষণ ঘোষাল, ঐ। শ্রীমৃগাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, ঐ। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, ঐ। শ্রীমুরারিভূষণ মল্লিক, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীঅমরকৃষ্ণ রায়, ঐ। শ্রীভবতারণ ঘোষ, ঐ। শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীকাশীনাথ ঘোষ, ঐ। শ্রীরামলাল ভাদুড়ী, ঐ। শ্রীঅমূল্যরঞ্জন রায়, ঐ। শ্রীরুদ্রকান্ত ঘোষ রায়, ঐ। শ্রীকালী-মোহন দত্ত, ঐ। শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীবিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দে, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ। শ্রীসরোজগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীগোবিন্দলাল সরকার, ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ধর, ঐ। শ্রীসুখেন্দুবিকাশ মজুমদার, ঐ। শ্রীপ্রাণহরি সাহা, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র বর্দ্ধন, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার মজুমদার, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজ-পতি, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্ত—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী কার্য্যালয়। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, ১৪ মটস্ লেন। শ্রীহরিপদ অধিকারী, ২২ মহেন্দ্র বসুর লেন। শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষাল, মালিপাড়া, তালাণ্ডু, হুগলী। শ্রীসতীশচন্দ্র শাস্ত্রী, ২৪ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট্। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৯ হর ঢোলের লেন। শ্রীহরিপদ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ, সংস্কৃত কলেজ। শ্রীঅধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৬৬ বৌবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২ বি নবীন কুণ্ডুর লেন। শ্রীশ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবডেপুটী কলেক্টর, আলিপুর, ২৪ পরগণা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ তরফদার, সাহাপুর, ২৪ পঃ।

শ্রীযোগজীবন সরকার, ৩ ফুলবাগান, ইটালি। শ্রীসুরেন্দ্র কবিরত্ন, ১৬৬ বৌবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীবিধুভূষণ বিশ্বাস, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৬ সানগর রোড, কালীঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীপতিতপাবন রায়, গয়ড়া, চন্দনপুর পোঃ, খুলনা। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—শ্রীহেমচন্দ্র নাগ চৌধুরী, ২৫ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীমন্মথনাথ রায়, ২০ ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তী লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস, ৯৩।৪ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীআমোদলাল মারিক, এল্ এম্ এস্, মেডিক্যাল অফিসার, দক্ষিণচাতরা, চেরিটেবল ডিস্পেন্সারী, গোবরডাঙ্গা পোঃ, ২৪ পরগণা। শ্রীসীতানাথ প্রধান, এম্ এস্ সি, অধ্যাপক মুরারীচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট। শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, দক্ষিণচাতরা, গোবরডাঙ্গা পোঃ, ২৪ পরগণা। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীশশিশেখর বসু, উকীল হাইকোর্ট, ২ গোবিন্দ বসুর লেন, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—শ্রীবিহারীলাল মণ্ডল, বাদুরিয়া, ২৪ পরগণা। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীঅমিতাভ বসু, ৪ গোকুল মিত্র লেন। শ্রীস্মরমোহন বসু, ঐ। শ্রীমারমোহন বসু, ঐ। শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি এ, ১৬ কালীদাস সিংহের লেন। শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, জমীদার, নিমতিতা। শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, অধ্যাপক, উত্তরপাড়া কলেজ, উত্তরপাড়া। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সিদ্ধান্ত এম্ এ, অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, ঐ। শ্রীরজনীকান্ত দে, বি এস্ সি, এম্ এ, বি এল্, ঐ। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র, জমিদার, ৬ দেবনারায়ণ বসু লেন। শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র বি এল্, ২২ ঘোষ লেন। শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ। শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডল, ঐ। শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ, এম্ আর এ এস্, ৬।২ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস্ সি, ৩ দেবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীদাশরথি হালদার, ৫৫ ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, কালীঘাট। শ্রীজীবেন্দ্রলাল নাথ, ৩ দেবনারায়ণ দাস লেন। প্রস্তাবক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীপূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৮।৮ বসুপাড়া লেন। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, সদস্য—শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত বি এ, ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—স্বামী শুদ্ধানন্দ, সদস্য—এস্, রায়, ৩২ আমহার্ষ্ট রো। জে, ব্যানার্জী, ১৫ রামকিষণদাস লেন। কে, এল্, নাগ, ১০ সিমলা লেন। পি, সি, রায় চৌধুরী, ১০ হরিপাল লেন। এ, টি, মিত্র, ৬।১০ চৌধুরী লেন। এম্, রায়, ২২ বি গড়পাড় রোড। এস্, সি, বসু, ৪৯ চাউলপটী রোড। কে, সি, গুপ্ত, ৩৫।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। আর, কে, তপস্বী, পোঃ আরিয়াদহ। বি, সি, ঘোষ, ২০৫ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। এস্, কে, ভাদুড়ী, ৯২ গড়পাড় রোড। ডি, এন্, ভট্টাচার্য্য, ৫০ সুকিয়া ষ্ট্রীট। জে, বি, সেন গুপ্ত, ২২ বিডন রো। শ্রীদেবেন্দ্র-

নাথ ভট্ট, ৫০ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীহারাণচন্দ্র দে, ৯৭ কুমারটুলী ষ্ট্রীট। ইউ, সি, নাগ, ৩৭ পুলিশ হাঁসপাতাল রোড। এ, কে, দত্ত, ৬৭ আমহার্ষ্ট রো। ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী, ৪ গোপাল বসুর লেন। এ, সি, দাশগুপ্ত, ২০০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। পি, বিশ্বাস, ৮৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। ডি, এন্, মুখোপাধ্যায়, ২ দর্জ্জিপাড়া লেন। শ্রীরাজকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮ রাজা লেন। পি, এন্, দাস, ২৭ চাউলপটী রোড। এইচ, কে, দে, ৩ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য লেন। এস্, এল্, মুখোপাধ্যায়, ৭২ বলরাম দের ষ্ট্রীট। পি, বি, সরকার, ১২-১৩ এ বদরিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট। সি, এল্, দত্ত, ৭৮ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। এম্, এম্, সেন, ৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট। এ, সি, আহিকত, ৪ শেঠবাগান লেন, টালা। কবিরাজ শ্রীইন্দুনাথ সেন কবিরত্ন, ১৪৫ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, সদস্য—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দত্ত, ৬৫ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযামিনীকান্ত সর্ব্বজ্ঞ বি এ, ৬৩।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল্, উকীল, পুলিশ কোর্ট, ঐ। শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার, C/o বি, সরকার এণ্ড কোং, ১৬০ বহুবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ আঢ্য, লোয়ার চিৎপুর রোড। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ আঢ্য, ১৬ গোবিন্দচন্দ্র ধরের লেন। রায় শ্রীবিহারীলাল আঢ্য বাহাদুর, ১৭ গোবিন্দ ধরের লেন। শ্রীক্ষীরোদবিহারী পাল, ৮এ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য গলি। শ্রীচুনীলাল মুখোপাধ্যায়, হরিঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, ২ হোগলকুড়িয়া গলি। শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ১ হোগলকুড়িয়া গলি। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭০ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১২০ আপার সার্কুলার রোড। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ৩৭।১ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী লেন। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী, ৭৭।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীবনওয়ারিলাল মুখোপাধ্যায়, হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, নারিকেলবাগান। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, লক্ষ্মীবিলাস পাবলিশিং কোং। কুমার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ লাহা, ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শ্রীহেমশশী ঘোষ, ট্রেণিং একাডেমী, চুঁচুড়া। শ্রীদীননাথ সেন বি এল্, উকীল, চুঁচুড়া। শ্রীগোকুলনাথ সেন বি এল্, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র পাল, দত্তের গলি, চুঁচুড়া। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল এম এ, বি এল, ৭৩ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ দেব, ২০ গণেন্দ্র মিত্রের লেন। শ্রীসন্তোষকুমার মল্লিক, ১২ ড্যালহাউসী স্কোয়ার। শ্রীশম্ভুনাথ শীল, আরপুলি লেন। শ্রীঅনুকূলচরণ রায়, ১ মিশন রো। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেসার্স গ্রেহাম কোং। শ্রীআশুতোষ মিত্র বি এল্, ২০এ আতাবাগান লেন। শ্রীকমলাকান্ত শীল, ১৭ পঞ্চাননতলা লেন। শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বি এ, ১৮ অক্রূর দত্তের লেন। শ্রীনরেশভূষণ দত্ত বি এ, ৪৫ মির্জাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৮ অক্রূর দত্তের লেন। শ্রীমণিমোহন শীল, ৪৭।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনচন্দ্র পাল বি এল্, ঐ। শ্রীঅশোককুমার সেন এম্ এ, ১০ যদুনাথ সেন লেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩ গঙ্গানারায়ণ দত্তের লেন। শ্রীগৌরমোহন শীল, ৪২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে, ১।১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীমুক্তিচরণ সেন গুপ্ত, ১৮৫ আপার সার্কুলার রোড। রায় সাহেব

শ্রীঠাকুরদাস বসু, ৭৪ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীপভাতচন্দ্র সেন এম্ বি, ১৫০ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীহৃদয়নাথ দে, বেলেঘাটা। শ্রীনরেন্দ্র দেব, ৭ মুক্তারাম বাবুর লেন। শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৭৪।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীরবীন্দ্রমোহন দত্ত এম্ এ, বি এল্, ৪ বাদুড়বাগান সেকেণ্ড লেন। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৪১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীশরদিন্দুনাথ বসু, ১১ চোরবাগান সেকেণ্ড লেন। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরায় বিনোদবিহারী বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, এটর্ণী, ১০৮।১ বেনেটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ দত্ত, সলিসিটর, ৭৮।১ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, জমীদার, ১৪২ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ ঘোষ, জমিদার, ১৩ শাঁখারীপাড়া রোড। শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, করেন্সী অফিস। শ্রীগণেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, জমীদার, ১৯ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীখগেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ৪৯।২ বীডন রো। শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী, জমীদার, ১৯।১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীমহিমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ২০এ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ২৯ ঐ। শ্রীঅমিয়েন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ২০ বি ঐ। শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ২০ সি ঐ। শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ৪৯।২ বিডন রো। শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ, বি এল্, ১৬এ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীভবভূতি চট্টোপাধ্যায়, ৩১ ঐ। শ্রীত্বিষাম্পতি চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল্, ৬ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, ১৭১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, হাইকোর্ট, অরিজিনাল সাইড, অর্ডার ডিপার্টমেণ্ট। শ্রীসুশীলচন্দ্র নিয়োগী, এম্ এ, বি এল্, ৫ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, এটর্ণী, ৭১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। কবিরাজ শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ দেব, ৭৮ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, ৫১ মধুরায় লেন। শ্রীঅচলনাথ মিত্র, ৬ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট। শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়, ব্যানার্জীপাড়া রোড, বালী। শ্রীগোরচাঁদ রায় চৌধুরী, জমীদার, বারুইপুর। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সোম, ১২ রসিকলাল ঘোষের লেন। শ্রীনলিনীরঞ্জন বসু বি এ, ২৬ বৃন্দাবন বসুর লেন। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, রায় সাহেব বাজার, ঢাকা। শ্রীজগদ্বন্ধু নাগ, অবসরপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, পোঃ সিলমপুর, ঐ। শ্রীসুধান্দ্ররঞ্জন ঘোষ, জি, ঘোষ কুটীর, ঐ। শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ, ভোলা, বরিশাল। শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কবিরত্ন, হরিনাভি, সোণারপুর, ২৪ পরগণা। ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রলাল সরকার, ৫৪ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীইন্দ্রনাথ শেঠ, ১১০ আপার সার্কুলার রোড। কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর, ৭৮ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, ৩০ বসুপাড়া লেন। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি এ, ঐ। শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর, হাতিবাগান। শ্রীদাশরথি সিদ্ধান্ত, ষ্টেশন মাষ্টার, ফল্তা, ডায়মণ্ড হারবার। শ্রীরামতোষ সরকার, সাব রেজিষ্ট্রার, সারার হাট, পোঃ সারারহাট। শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর, ফল্তা। শ্রীনারায়ণদাস চক্রবর্ত্তী, পোষ্টমাষ্টার, ঐ। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু, ৫৫ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, ৫।২ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীঅমৃতলাল রায় চৌধুরী, জমীদার, বারুইপুর, ২৪ পরগণা। শ্রীশিবদাস

রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীমণিমোহন রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীচুনীলাল রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীনীরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীহিরণলাল রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীতারাদাস রায় চৌধুরী, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, উকীল, হাইকোর্ট। শ্রীহীরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, বারুইপুর। শ্রীবিনয়কুমার মিত্র, ৫।২ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীরেবতীমোহন রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ, ৬ ওল্ড পোঃ আঃ ষ্ট্রীট। শ্রীজগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা, ঐ। শ্রীহীরালাল মিত্র বাচস্পতি, ৫৪ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা, ৬।৪ চৌধুরীর লেন। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, ১৮ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট। শ্রীকৈলাশচন্দ্র শিরোমণি, C/o পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী, ৮৯।১ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, ৫ হালদার লেন। শ্রীবিমলচন্দ্র মজুমদার, জি, ঘোষ কুটীর, ঢাকা। শ্রীনিশিকান্ত সরকার, ১৬২।৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত, জমিদার, দুর্গাপুর গ্রাম, পাংশা, ফরিদপুর। শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, ২০ বসুপাড়া লেন। প্রস্তাবক—শ্রীযদুনাথ সিংহ, সমর্থক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীহরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক। শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়। শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীরামপদ চক্রবর্ত্তী। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মৈত্র। শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। শ্রীঅমূল্যকুমার মৈত্র। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। শ্রীসুরেশচন্দ্র মৈত্র। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মৈত্র। শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার মৈত্র। শ্রীঅক্ষয়কুমার ভাদুড়ী। শ্রীহেমচন্দ্র রায়। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সান্যাল। শ্রীঅমূল্যমোহন সান্যাল। শ্রীশচন্দ্র রাহা। শ্রীভোলানাথ রায় এম্ এ। শ্রীবীরেন্দ্রবিনোদ বড়ুয়া। শ্রীরামরঞ্জন গোস্বামী। প্রস্তাবক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। শ্রীকুমুদবন্ধু দত্ত। শ্রীহরিপদ মৈত্র। শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীপ্রমোদনাথ আচার্য্য। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গোস্বামী। শ্রীবিমলাপ্রসাদ লাহিড়ী, শ্রীসরোজপাণি চৌধুরী, শ্রীশিশিরকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার। শ্রীবীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, শ্রীসরলকুমার দত্ত বি এ, শ্রীসরোজকান্তি দাশগুপ্ত, শ্রীকালী রায়, শ্রীপীতাম্বর চৌধুরী, শ্রীতুহিনশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীধরণীশঙ্কর রায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর চৌধুরী, শ্রীনলিনীরঞ্জন সিংহ। প্রস্তাবক—শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাবুলাল সিংহ, শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশশিভূষণ সিংহ, শ্রীগোষ্ঠবিহারী সিংহ, খলিলুল হক্, সামসুদ্দিন, শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ, শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘটক, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গুপ্ত বি এ, শ্রীবনবিহারী ঘোষ বি এ, শ্রীবেচারাম সিংহ, শ্রীপতিনাথ ঘোষ বি এস্ সি। প্রস্তাবক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, সমর্থক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, সদস্য—শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রস্তাবক—শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, এল্ এম্ এস্, শ্রীবেণী-

মাধব চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসাক, শ্রীগুণেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত বি এ, শ্রীসুধেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি এ, শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এটর্ণি, শ্রীবিনয়কুমার বসু বি এ, লেপ্টেনেন্ট শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, I. M. S, শ্রীসুনীন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি এল্, শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি এ, শ্রীকানাইলাল দাস বি এ, শ্রীঅমলাপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এস্ সি, শ্রীরামরূপ মিত্র বি এ। প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীভূষণচন্দ্র দে, শ্রীহরিচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীঅমরকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ বি এ, শ্রীমাণিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার আর, কিমুরা, পি এইচ্ ডি, শ্রীমধুসূদন কৌল শাস্ত্রী, এম এ। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসন্তোষকুমার ধর বি এ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী এম্ এ, বি এল্, শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ বি, শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রসন্নকুমার চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সদস্য—শ্রীজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু চৌধুরী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমানাথ পালিত, শ্রীজহরলাল দত্ত, শ্রীঅন্নদাচরণ মল্লিক, শ্রীত্রিগুণভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায় বি এ। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সদস্য—দেওয়ান বাহাদুর শ্রীজ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী, কাব্যানন্দ, এম্ এ। শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। প্রস্তাবক—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, সমর্থক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীসত্যপতি মুস্তফী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমণীন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীহর্ষদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু বি এ, শ্রীপুলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীললিতমোহন মিত্র, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীহরিনাথ কথক-শিরোমণি, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সোম এম্ এ, শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীঅলকানন্দ বক্সী, শ্রীবৈষ্ণবচরণ সরকার, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন বি এ, শ্রীরাধাদামোদর বক্সী, শ্রীসুবিমলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীরজনীকান্ত দত্ত, শ্রীরজনীরঞ্জন বিশ্বাস এম্ এ, বি এল্, শ্রীরেবতীমোহন রায়, শ্রীঅচ্যুতচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীবলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, শ্রীবলাইচাঁদ দত্ত, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মিত্র, এম্ এস্ সি, শ্রীবিজয়বসন্ত বসাক, শ্রীতারকেশ্বরনাথ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, শ্রীআশুতোষ বসু, শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ, শ্রীবিজেন্দ্রনাথ বসু। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীমৃণাল-

কান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনবীনচন্দ্র মিত্র, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভদ্র বি এ, শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমিহিরলাল রায়, শ্রীমাখনলাল রায়, শ্রীঅহিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভদ্র, শ্রীঅনঙ্গমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র বি এ, শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল, শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীদ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীহৃষীকেশ বসু, শ্রীসরলকৃষ্ণ বসু, শ্রীঅমূল্যচরণ মিত্র, শ্রীমোহিনীমোহন কর, শ্রীরমণীমোহন কর, শ্রীরজনীমোহন কর, শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবৈদ্যনাথ-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাধারমণ সরকার, শ্রীমনোমোহন দত্ত। প্রস্তাবক—শ্রীযদুনাথ সিংহ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীরমাপ্রসন্ন সিংহ, ৪৬।৭ হ্যারিসন রোড। শ্রীক্ষীরোদকুমার বসু, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়, হার্ডিং হোষ্টেল, কলুটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, রামপুর হাট, বীরভূম।

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা—শ্রীরামকমল সিংহ, ১ সংবাদ-প্রভাকর (খণ্ডিত), শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত, ২ অশ্রু-পুষ্প, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, ৩ রবিয়ানা, ডাঃ শ্রীসুকুমার পাকড়াশী, ৪ সুনীতিকোরক, ৫ মালিনী, ৬ জমিদার, ৭ দশচক্র, ৮ ভক্তি-সঙ্গীত, ৯ ধর্ম্মসমন্বয় বা পন্থা (১ম ও ২য় ভাগ), ১০ ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও শ্রীকৃষ্ণ, ১১ সীতারামের গীতাবলী, শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত, ১২ ইস্লাম-ধর্ম্ম, শ্রীদৌলত আহাম্মদ, ১৩ কুন্দকলি, শ্রীসুশীলকুমার দে, ১৪ ঝরাফুল, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়, ১৫ বঙ্গদেশের বর্ত্তমান কৃষি ও বাণিজ্য, শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ১৬ অশ্রু, শ্রীসূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭ উদ্‌যাপন, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৮ তুলির লিখন, ১৯ মণি-মঞ্জুষা, ২০ হসন্তিকা, ২১ অভ্র-আবীর, ২২ রঙ্গমল্লী, ২৩ চীনের ধূপ, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, ২৪ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—উত্তর খণ্ড, ২৫ সটীক শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, ২৬ চন্দ্রবংশোদয় কাব্য, ২৭ নল-দময়ন্তী উপাখ্যান, ২৮ মাধব-মালতী নামক গ্রন্থ, ২৯ বত্রিশ-পুত্তলিকা, হিতবোধক কবিতা-সংগ্রহ, ৩০ শ্রীসারদা-মঙ্গল, ৩১ রসমঞ্জরী, ৩২ গুপ্তলীলা, ৩৩ জগন্নাথ-মঙ্গল, ৩৪ বিবর্ত্ত-বিলাস, ৩৫ বৃহৎ তরজার লড়াই—১ম খণ্ড, ৩৬ জানকী-বিলাপ, ৩৭ মানিনী, ৩৮ রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপাখ্যান, ৩৯ যোগোপনিষদ্, ৪০ ফুল ভসার গ্রন্থ, ৪১ নিত্যদর্শন গীতা (বেণুগান্) ২য়—৫ম সংখ্যা, ৪২ সর্ব্বার্থপ্রকাশিকা, ১ম খণ্ড (৪র্থ—১১শ সংখ্যা), শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী, ৪৩ বেদ-সংহিতায় অদ্বৈতবাদ, শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়, ৪৪ কিশোরীমোহন-পদাবলী।

Librarian, Imperial Library—(1) Imperial Library Catalogue vol I, Part I. A. to L. 1917. Officer in-Charge, Bengal Secretariat, Book Depot, —(2) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa for the year ending 30th June 1917, (3) Annual Report of the

Agriculture Department, Bengal, for the year ending 30th June 1917. Director of Statistics.—(4) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, October 1917. (5) Statistical Tables relating to Bank in India with a Map, Introductory Memorandum and Banking Directory 1917. Director General of Archaeology in India—(6) Archaeological Survey of India, Annual Report Part 1. 1915-16. Registrar, Calcutta University.—(7) Calcutta University Calendar Part II. 1917. Secretary, Indian Science Association.—(8) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol. III. Pt. VI, 1917. ডাঃ সুকুমার শাকড়াশী—(9) Soura Upasana, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর—(10) Presidential Address. The All India Temperance. 14th Session 1917, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(11) A Sanskrit Composition and Translation. শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(12) Poems Lay and Devotional.

২৪শ বার্ষিক, সপ্তম মাসিক অধিবেশন

১২ই ফাল্গুন ১৩২৪, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

রায় বাহাদুর শ্রীচুনীলাল বসু এম্ বি—(সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীমন্মথনাথ রায়, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন গুপ্ত, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্ এ, রায় শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী সেন, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, (উত্তর পাড়া), শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এস্ সি, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শ্রীজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগঙ্গাধর গুপ্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীঅমলাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচপলাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীরাখালবন্ধু নিয়োগী, শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিপিনবিহারী দাস গুপ্ত, শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীরামরঞ্জন গোস্বামী, জি, এন্, চট্টরাজ,

শ্রীগয়াপ্রসাদ বসু, শ্রীঅবতারচন্দ্র সাহা, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, শ্রীনিত্যানন্দ রায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীভোলানাথ কোচ, শ্রীশশীন্দ্র-সেবক নন্দী, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

সপ্তম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত একখানি কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক "সুতির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৬। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু এম্ বি, এফ সি এস, আই এস্ ও মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বিগত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, উক্ত কার্য্যবিবরণী পাঠ অদ্য স্থগিত থাকুক।

উপস্থিত সদস্যগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

২। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্যকার প্রস্তাবিত সদস্য-সংখ্যা দেড় শতের অধিক; সমস্ত নাম পাঠ করিতে অনেক সময় আবশ্যক। এই জন্য তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ সদস্যগণের প্রস্তাবকর্ত্তা ও সমর্থনকারিগণের নাম পাঠ করিলেন এবং কে কত জন সদস্য প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। তৎপরে উক্ত প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। [নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।]

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক সকল প্রদর্শন করাইলেন এবং তাহাদের নাম পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। [উপহারদাতা এবং উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।]

৪-৫। তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়কে তাঁহার সংগৃহীত প্রস্তরখণ্ড প্রদর্শন করাইতে আহ্বান করিলে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু উক্ত প্রস্তরখণ্ড প্রদর্শন করাইলেন এবং তৎসম্বন্ধে "সুতির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠান্তে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সুতি প্রাচীন গ্রাম; উহা প্রায় বাঙ্গালায় প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু যে প্রস্তরখণ্ড পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন, তাহা কষ্টি-পাথর—আমি ইহা কিছু

পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। বোধ হয়, প্রস্তরখানি মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ সময়ে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। কেন না, ইহাতে যে কারুকার্য্যবিশিষ্ট জালী দেওয়া আছে, এই শ্রেণীর জালী মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থাতেই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। তবে আর একটি কথা আছে। মোগল-সাম্রাজ্যের সময়ে কষ্টি-পাথর বড় একটা সুলভ ছিল না। এই যে প্রস্তর-খণ্ড, ইহার তখনকার মূল্য হাজার টাকার কম হইবে না। সুতি গ্রামে এত টাকা মূল্যে এক খণ্ড প্রস্তর কিনিয়া তখন কে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, জানি না।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই জানেন না এবং এই প্রস্তরখানি তিনি পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া রাখেন নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অক্ষম।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুকে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া প্রবন্ধটি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং নানাবিধ ঐতিহাসিক এবং আনুমানিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া সুতি গ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুকেও আমি ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি এই প্রস্তর সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদিগকে শুনাইলেন। তবে তিনি এই প্রস্তরের প্রাচীনত্ব বিষয়ে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ সম্বন্ধে সকলে আলোচনা করিতে পারিবেন।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, ৩৬ পুলিশ হস্পিটাল রোড। শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়, ঐ। শ্রীসুনীলানন্দ সেন, ঐ। শ্রীমধুসূদন সিংহ, ঐ। শ্রীপ্রমথনাথ সোম, ঐ। শ্রীরাধাকান্ত সেন, ঐ। শ্রীজয়রাম পাল, ঐ।

প্রস্তাবক—রায় বাহাদুর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীসুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৬ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। রায় সাহেব শরৎকুমার রাহা, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব এক্‌সাইজ রেভিনিউ, কলিকাতা। শ্রীহেমন্তকুমার রাহা, ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার অব বেঙ্গল। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ্ পোঃ, কুমিল্লা। শ্রীমন্মথনাথ সেন, এটর্নী, ৪৪ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। কে, এল্, দত্ত, ১৩ ঐ। শ্রীপ্রবোধ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাব রেজিষ্ট্রার। খান বাহাদুর আমীন-উল্-ইস্‌লাম। শ্রীরমেশচন্দ্র

সেন, ডেপুটী কালেক্টর, ইন্‌কমট্যাক্স, কলিকাতা। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক। শ্রীমণীন্দ্রকুমার মিত্র। রায় সাহেব শ্রীতারাপদ ঘোষ, ডিষ্ট্রীক্ট সাব রেজিষ্ট্রার, আলিপুর। শ্রীকৃষ্ণধন মল্লিক, পটুয়াটোলা লেন। খান সাহেব সুলতান বকস, ডিষ্ট্রীক্ট সাব রেজিষ্ট্রার। প্রস্তাবক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্ত—শ্রীনফরলাল মল্লিক, এটর্ণী, ৬ ওল্ড পোষ্টাপিস ষ্ট্রীট্। পি, এন্, মিত্র বি এ, ৯৭ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত এটর্ণী, ৩৪ আহীরীটোলা ষ্ট্রীট্। শ্রীসুরেন্দ্রলাল পাইন, সলিসিটর, ৬৭ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। প্রস্তাবক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্ত—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু বি এ, ৪২ ব্রীজরোড, চেৎলা। শ্রীভূপতিমোহন দাশ গুপ্ত বি এ, ভবানীপুর। শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ দত্ত, শিবহাটী, ২৪পঃ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু, জমিদার, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু এম্ এ, ১৬ বলরাম বসু ঘাট রোড। শ্রীভূদেবচন্দ্র রায় বি এল, ২৮ কাঁসারিপাড়া রোড। শ্রীকুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী, চাউলপটী রোড। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্ত—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ৮।৬ নীলমণি দত্তের ষ্ট্রীট্। শ্রীরায় সন্তোষকুমার চৌধুরী, ৬৮ বীডন ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্ত—শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ, ৪৮।৩ রামতনু বসু লেন। শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ, বাড়ৈকাটীপাড়া, খুলনা। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শুভপাড়া, খুলনা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ধুলগ্রাম, সিদ্ধিপাশা। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র, রাণীগঞ্জ কাছারী, জলপাইগুড়ি। প্রস্তাবক—রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সমর্থক—শ্রীপঞ্চানন মিত্র, সদস্ত—শ্রীসতীনাথ ঘোষ বি এ, ১ হেম করের লেন। শ্রীনলিনীনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল্, অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ। শ্রীদেবাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী, এম্ এ, বি এল, ঐ। শ্রীকালীপদ মিত্র এম্ এ, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর, জমীদার, বেলেঘাটা। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ সি, ১৬ ষষ্ঠীতলা মেন রোড। শ্রীমোহিনীমোহন সাহা, ১২০ বেলেঘাটা মেন রোড। প্রস্তাবক—শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্ত—শ্রীহরিহরনাথ দে, জমীদার, বড়শূল, বর্দ্ধমান। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার, ১৪৯এ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্। শ্রীরামরঞ্জন দত্ত, হাজারীবাগ। শ্রীহরিদাস মজুমদার, বামনাবাদ পোঃ, মুর্শিদাবাদ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল। প্রস্তাবক—শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্ত—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮ ছিদাম মুদির গলি। শ্রীসুরেশচন্দ্র সান্যাল বি এল, ৭৪।২ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩এ শ্যামস্কোয়ার ইষ্ট। প্রস্তাবক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সদস্ত—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দে, জমীদার, ৪২ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ দে, ঐ। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন, ব্যারিষ্টার, ৯৮ বেলতলা রোড। শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১।১ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ দাস, দেওঘর। শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ, রোহিণী পোঃ, সাওতাল পঃ। শ্রীপ্রমথনাথ বসু, C/o এস্ দাস কোং, দেওঘর। শ্রীরঙ্গলাল দত্ত, হরিমোহন বসুর লেন। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মিত্র, ২৩ গোবিন্দ ঘোষের লেন। রায় রাজেন্দ্রকুমার বসু বাহাদুর, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেশন জজ, দেওঘর। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, ই আই

আর, বর্দ্ধমান। অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৫ বাহির মির্জাপুর রোড। পণ্ডিত শ্রীকৃপারাম, নন্দীবাগান রোড, হাওড়া। শ্রীবিভূতিভূষণ সান্যাল, ৭ রামচন্দ্র মৈত্র লেন। শ্রীবাঁশরীলাল সরকার এম্ এ, বি এল, ২।৪ রামকৃষ্ণ লেন। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্ত—শ্রীঅনাথবন্ধু দে, ১৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৭০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্ত—শ্রীশান্তিপ্রিয় মল্লিক, ৮১ লোয়ার চিৎপুর রোড। শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস, বি এল, ৩ শিবু বিশ্বাসের গলি। প্রস্তাবক—শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্ত—ডাঃ অমরনাথ ঘোষ, ষাঁড়পুর, মেদিনীপুর। শ্রীঅর্দ্ধচন্দ্র ঘোষ, ১২৪।২৩।২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীরজনীরঞ্জন ঘোষ, চট্টগ্রাম। শ্রীমন্মথনাথ লাহিড়ী, আলমপুর, নদীয়া। শ্রীনগেন্দ্রনাথ পালিত, চট্টগ্রাম। শ্রীনরেন্দ্রমোহন কুণ্ডু, ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৪ ঘোষ লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন, সদস্ত—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, ৮১।১এ হরিপাল লেন। শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন, ১৬।১ জগন্নাথ দত্ত লেন। শ্রীললিতমোহন দাশ গুপ্ত, ১০ নারিকেলবাগান রোড। শ্রীপরেশনাথ সেন গুপ্ত বি এ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এ, ৫৯এ অপার সার্কুলার রোড। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দেব গুপ্ত, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীসুধাংশুমোহন দাশ গুপ্ত বি এ, ঐ। শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন, এম্ এ, ১০ নারিকেলবাগান রোড। শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বি এল, ৩৫।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীরোহিণীকুমার সেন, ১২ আমহার্ষ্ট রো। শ্রীভূপতিমোহন সেন গুপ্ত, ৭২ গড়পাড় রোড। শ্রীললিতকুমার সেন, ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীকান্তিচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীবিজয়কুমার সেন, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়, ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ঐ। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন সেন, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, ঐ। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ রায়, ঐ। শ্রীহেমন্তকুমার সেন, ঐ। শ্রীধীরেন্দ্রলাল সেন, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার বি এল, ফরিদপুর। শ্রীঅনন্তকুমার রায়, বি এল, ঐ। শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, উকীল, ঐ। শ্রীকিরণচন্দ্র মজুমদার বি এ, ঈশান স্কুল, ফরিদপুর। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, উকীল, মাদারিপুর। শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন বি এ, গোপালগঞ্জ স্কুল। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, উকীল, ৯৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, ২০ ঝামাপুকুর লেন। শ্রীমনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, করেষ্ট কলেজ, ডেরাডুন। শ্রীনলিনীকান্ত রায় চৌধুরী, সাব রেজিষ্ট্রার, পটুয়াখালী। শ্রীশশিকান্ত রায় বি এল, উকীল, জজকোর্ট, বরিশাল। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ৯৬।১ গ্রেষ্ট্রীট। শ্রীপরেশনাথ সেন, পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর, খুলনা। শ্রীযতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ।১টি হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ঐ। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, উকীল, বাগেরহাট, খুলনা। শ্রীললিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীশশাঙ্কমোহন দাশ গুপ্ত, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, কানুরিয়া, ফরিদপুর। শ্রীমন্মথনাথ সেন গুপ্ত বি এ, ঐ। শ্রীশশধর মজুমদার, বি এ, বি টি, শিলং হাই স্কুল। শ্রীনরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বাগেরহাট। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত,

সনিটারি ইন্‌স্পেক্টর। শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার, কেশিয়ার, কালীঘাট ট্রাম ডিপো। শ্রীহরিহর সেন গুপ্ত, পয়োগ্রাম, ফুলতলা, খুলনা। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, বৰ্দ্ধমান। শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বি এ, ৪৮।১ হ্যারিসন রোড। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র দে, বেঞ্চ ক্লার্ক, জোড়াবাগান কোর্ট। শ্রীঅসিতারঞ্জন ঘোষ এম্ এ, বি এল, হাইকোর্ট। শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, ৫০ হালদার-পাড়া রোড। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ২১০।২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীলালমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২১ পদ্মপুকুর রোড। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর, ৺রজনীকান্ত বসুর বাটী, ঢাকা। শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, উকীল, হাইকোর্ট। শ্রীবামাপদ সেনগুপ্ত, নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন। শ্রীহরিপদ সেনগুপ্ত এম্ এ, শ্রীরামপুর কলেজ। শ্রীগিরীন্দ্রমোহন বসু, ১৪ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৬ কালীকৃষ্ণ লেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ১০ কাশী মিত্রের ঘাট লেন। শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র, ৩২।১ আশুতোষ দে লেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, হাটখোলা। শ্রীশশধর রায় বি এ, ঐ। কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায়, ৮৫ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীমন্মথতোষ সেন, ২২ কার্লাকর ষ্ট্রীট, বড়বাজার। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়, ৮৫ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীবিধুমোহন বসাক, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, জজকোর্ট, ঢাকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅমৃতলাল বরা চৌধুরী, ডেঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কাকিনারাজ, জলপাইগুড়ি। শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, জজকোর্ট, বরিশাল। শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস বি এল্, হাইকোর্ট। প্রস্তাবক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীশরদিন্দু রায় বি এ, বি ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, বীরভূম। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়, আশুতোষ দের লেন। শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, হেড ক্লার্ক, এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ইলেক্‌ট্রিকাল ডিপার্টমেণ্ট, পি, ডব্লু, ডি, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীগিরিজাশঙ্কর আচার্য্য, ড্রইং মাষ্টার, কুষ্টিয়া। শ্রীশ্রীশচন্দ্র জ্যোতীরত্ন, C/o গিরিজাশঙ্কর আচার্য্য, ঐ। শ্রীহৃষীকেশ মজুমদার বি এ, হেড মাষ্টার, কুষ্টিয়া হাই স্কুল। শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শিক্ষক, ঐ। শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন, হ্যারিসন রোড। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ নন্দী, ৭।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ১ সিমলা ২য় লেন। শ্রীতারাপ্রসাদ বাগচী, বিডন স্কোয়ার পোঃ। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীঅপর্ণাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, ৪ কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার। শ্রীকালীধন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, ৯৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ বি এস্ সি, ৫৪ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, ২০ সরকার বাই লেন। শ্রীউরুক্রমদাস চক্রবর্ত্তী, এম্ এস্ সি, বি এল্, ৫৯ সি আপার সার্কুলার রোড। শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার, এম্ এ, বি এল্, ৭

বেচুলাল রোড, ইটালী। শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী বি এ, ৬০।৩১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনীকান্ত চৌধুরী, শ্রীকালীকান্ত ভট্টাচার্য্য, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, শ্রীঅন্নদাচরণ চৌধুরী। প্রস্তাবক—শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীঅমৃতলাল বসু বি এল্, উকীল, বারাসত।

উপহারদাতা ও উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা—১ যুক্তিকল্পতরু, শ্রীভূতনাথ দত্ত, ২ অভাগী, শ্রীরজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ৩ রমণী দর্পণ, ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার—৪ সনিদান শিশু-চিকিৎসা ও শৈশবীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র—(1) The Uncanny Cat in Asiatic and European Folk-beliefs, (2) A North-Indian Disease-Transferrence Charm and its Panjabi and Persian Analogues. (3) On a Case of Human Sacrifice and Cannibalism from the District of Nadiya, Bengal. (4) A Note on the Rise of a new Hindu Sect in Behar. (5) A Folk tale of a new Type from North Behar and its variants. Director of Statistics in India.—(6) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, November. 1917. Agricultural Adviser to the Govt. of India.—(7). Report on the Progress of Agriculture in India for 1916-17. Registrar, Dept. of Rev. and Agri. of India.—(8) Statements of the Co-operative Movement in India for 1916-17.

অষ্টম ও নবম মাসিক অধিবেশন

১৭ই চৈত্র ১৩২৪, ৩১শে মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷০টা

উপস্থিতি—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীশ্রীনাথ সেন, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্‌এ, শ্রীরায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এস্, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীননীগোপাল গোস্বামী, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশ্রীশচন্দ্র হালদার, শ্রীযতীন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীগৌরমোহন শীল, শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী,

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল, শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীসুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রমোহন মল্লিক, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, বি কে ভট্টাচার্য্য, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)।

অষ্টম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "শব্দকোষ-সমালোচনা"। ৪। শোকপ্রকাশ—(ক) মহেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী, (খ) প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এবং (গ) জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল্ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৫ বিবিধ।

নবম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়- প্রবন্ধ-পাঠ—১। মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম এ, বি এল মহাশয়ের শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর "শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা" নামক প্রবন্ধ। ২। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। প্রথমে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক ৬ষ্ঠ ও ৭ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। তৎপরে পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম পাঠান্তে, পুস্তকাদি প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবও গৃহীত হইল।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও উপহারদাতার নাম

উপহারদাতা—শ্রীমোহিনীমোহন বসু, ১ স্নেহের স্মৃতি, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৌলিক, ২ আটীয়া পরগণার ইতিহাস, শ্রীমনোরঞ্জন দাসগুপ্ত—৩ সূচনা, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪ মালঞ্চ, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৫ প্রসাদী পদচ্ছায়া, শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা—৬ মহাভারতে অনুশীলনতত্ত্ব, শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার—৭ প্রাথমিক প্রতিবিধান, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর—৮ মহাকালী পঞ্জিকা, ১৯৭৪ সংবৎ, শ্রীশ্যামলধন মুখোপাধ্যায়—৯ কবিতারত্নাকর, ১৮৩০।

Registrar, Calcutta University—(1). Calcutta University Calendar, Part 1. 1917. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মল্লিক—(2) Sreegopal Basu Mullick Fellowship Lectures 1907-1908. Secretary, Indian Science Association. (3) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol III,

Pt. VII. 1917. Secretary, Smithsonian Institution—(4) New East African Plants, (5) Effect of Short Period Variations of Solar Radiation on the Earth's Atmosphere. (6) Recognition Among Insects. (7) Archaeological Investigations in New Mexico, Colorado and Utah. (8) Cambrian Geology and Paleontology IV. (9) Do. Do. Supdt. Govt. Printing, India,—(10) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, December 1917. (11). Patent Office Journal 1917. Supdt. Muhammedan and British Monument, Northern Circle,—(12) Annual Progress Report of the Superintendent, Muhammedan and British Monuments,Northern Circle. 1917. Officer-in-charge,Bengal Govt. Book Depot.—(13) Administration Report on the Excise Department in the Presidency of Bengal for the year1916-17. (14) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal 1916-17.

৩। প্রবন্ধপাঠ—(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অসুবিধা হওয়ায় তাঁহার "শব্দকোষ-সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত কিরণ বাবুর প্রস্তাবে ও অনুরোধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধ-পাঠান্তে সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে ইহার আলোচনার সুবিধা হইবে। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

তৎপরে নবম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় (২) মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা নামক প্রবন্ধ পাঠের কথা উঠিলে প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব অনুপস্থিত থাকায় শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়কে এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়—শব্দকোষ সমালোচনা সম্বন্ধে কিছু বলিলেন ও প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন যে, বঙ্গীয় শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের অগ্রণী, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত সাহিত্যিকের নিকট আমরা বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অনেক আশা রাখি।

পরে শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু জানাইলেন যে, এই উভয় প্রবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। মৌলভী সাহেবকে তাঁহার বহু পরিশ্রমের সহিত লিখিত প্রবন্ধের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

এই উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, মৌলভী সাহেব এই প্রবন্ধে ভাষাজ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর প্রবন্ধের আলোচনাকালে "মিশ্রি" শব্দটি মিশর দেশের সম্পর্কে আনার বিশেষ আবশ্যকতা দেখি না। মৌলভী শহীদুল্লাহ সাহেব কর্ত্তৃকও ঐ শব্দটি মিশর দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া

নিরূপণ করার যৌক্তিকতা দেখি না। "মচ্ছভিকা", "মচ্ছণ্ডী" হইতে মিশ্রি হইতে পারে এবং সেইরূপ সিদ্ধান্ত কতকটা সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।

৪। শোকপ্রকাশ—(ক) মহেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী, (খ) প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ও (গ) জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল্ মহাশয়গণের বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক শোক-প্রকাশ।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, আসুন, সকলে আমরা ইঁহাদের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ উদ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা দান করি এবং ব্যবস্থা থাকিলে আমি ইহাও প্রস্তাব করি যে, ইঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট শোকে সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রেরিত হউক।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় প্রমথ-নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এই কয়েকটি কথা বলিলেন,—স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ না হইলেও বহু সাহিত্যিকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার "মিশরমণি" বা "ক্লিওপেট্রা" নামক নাটকখানির কথা অনেকেই জানেন। "Tank Angling in India" নামক তাঁহার রচিত আর একখানি পুস্তক মেসার্স থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। সৌখীন ইংরাজ মহলে এই পুস্তক-খানি সাদরে গৃহীত হইয়াছে। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি লর্ড লিটনের "Last Day of Pompie" অবলম্বনে আর একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নাটকখানি তদীয় সহপাঠী বন্ধু, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন—এরূপ শুনা যাইতেছে। প্রমথবাবু একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। প্রথমে ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাব ও পরে কলিকাতা ইভনিং ক্লাবএর সম্পর্কে তিনি বহু বার বহু কঠিন ভূমিকা নিপুণ ভাবে অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইভনিং ক্লাবের তাৎকালিক স্থায়ী সভাপতি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁহার "চাণক্য" অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। উক্ত উভয় ক্লাবেরই সম্পাদক-পদে তিনি বহু দিন যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রমথ বাবুই প্রথম কলিকাতায় দেশী ক্ষুর, ছুরি ও কাঁচি প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য খান্ এণ্ড কোং নামক কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশীয় শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। তখনকার কালে স্কুল কলেজে বা পল্লীতে তাঁহার মত উৎসাহী ও কর্ম্মী যুবক বিরল ছিল। "ভারতবর্ষ" পত্র প্রকাশ আয়োজনে তিনিই প্রধান উদ্যোগী—বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অসুস্থতা-বশতঃ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সুদূর বুন্দেলখণ্ডে ছত্রপুর নগরে ইদানীং অবস্থান করিতেছিলেন। ছত্রপুরের মহারাজার সুযোগ্য দেওয়ান শীঘ্রই প্রমথবাবুর বিবিধ সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে উপযাচক হইয়া মহারাজার দরবার-সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই

সুদূর কর্ম্মস্থলেই তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। প্রমথবাবু সচ্চরিত্র, উদার, অমায়িক, সরল ও আনন্দপ্রিয় লোক ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের হৃদয়ে শান্তি দান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও সংক্ষেপে প্রমথবাবুর নাট্যানুরাগের এবং নাট্য-সাহিত্যালোচনার পরিচয় দান করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

৫ই চৈত্র ১৩২৪, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৬॥০ টা।

উপস্থিতি—

স্যার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ), কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ), কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী দাশগুপ্ত।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্এ, শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্এ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীগুরুদাস গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীসত্যচরণ বসু, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশশিভূষণ সিংহ, শ্রীপঞ্চানন মিত্র, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্এ, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্এ, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীপ্যারীমোহন দেববর্ম্মা, শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীকালিদাস রায়চৌধুরী, ডাঃ শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, শ্রীগগনচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ, কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত এম্এ, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম্এ, বিএল্, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, রায়সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবরদাদাস বসু, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশিবকৃষ্ণ দে, রায় শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিবেশচন্দ্র পাকড়াশী, শ্রীদেবপ্রসাদ সান্যাল, শ্রীরাধিকা-

প্রসাদ দত্ত, কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন কবীন্দ্র, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীনলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র বসু, শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, মৌলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী, সেখ হবিবর রহমন মণ্ডল, শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহেমন্তকুমার সেন, শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ সেন, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্‌এ, শ্রীশ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন বাগচী, শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী সেন, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারকেশ্বর রায়, শ্রীশোকহরণ দাসগুপ্ত, শ্রীফণীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় বিনোদবিহারী বসু, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীশ্যামাচরণ পাল, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ নন্দী, শ্রীশৈলেশনাথ বিশী, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীঅমরনাথ খাঁ, শ্রীগৌরমোহন শীল, শ্রীগণপতি সরকার, শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীসুধাংশুপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, শ্রীরাধাগোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীহরিদাস মিত্র, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ অধিকারী, শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপ্রসন্ন সান্ন্যাল, শ্রীশৈলেশচন্দ্র সান্ন্যাল, শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন, শ্রীমনোজকুমার বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, শ্রীচন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীশিশিরকুমার রায়, শ্রীতারাপদ সিংহ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ, শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীকিশোরীচাঁদ দত্ত, শ্রীনরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীতারকেশ্বর গুহ, সীতানাথ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীসত্যব্রত দত্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, শ্রীসত্যপ্রসাদ দত্ত, শ্রীসাতকড়ি রায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীসুনীলকুমার বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এস্ সি চক্রবর্ত্তী, শ্রীসর্ব্বানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহরিচরণ মিত্র, শ্রীহৃদয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীহীরালাল রায়, শ্রীহেমচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীহৃষীকেশ মুস্তফী, শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ, শ্রীঅনাদিচরণ সরকার, শ্রীঅনিলকুমার রায়, শ্রীঅমূল্যচরণ বাগচী, শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীঅন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু পোদ্দার, ইউ এন্ ঘোষ, শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীকালীচরণ রায়, শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বিশ্বাস, শ্রীকালীকান্ত কাব্যতীর্থ, শ্রীকৃষ্ণমোহন সাহা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত গুপ্ত, শ্রীচিন্তাহরণ আচার্য্য, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীজহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী,

শ্রীনিকুঞ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিতাইচরণ রায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীনরেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়, শ্রীগণপতি ঘোষ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র সাহা, শ্রীপরাণচন্দ্র পোদ্দার, শ্রীপরিমলচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিভু দত্ত, শ্রীবিজয়কুমার সরকার, শ্রীবিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, শ্রীবিনয়ভূষণ রক্ষিত, শ্রীবঙ্কিমবিহারী পাইন, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সরকার, শ্রীবিজয়চন্দ্র মিত্র, শ্রীমহেশ্বরপ্রসাদ লাহা, শ্রীমণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীমুরারিমোহন বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দত্ত, শ্রীরামেন্দুনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীরতিকান্ত মুকুল, আর, এন্ দে, এন্ ঘোষ, শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক। শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকগণ।

বহুমানাস্পদ সভাপতি স্যার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। এই অধিবেশন সেই অভিভাষণ পাঠের জন্য আহূত হইয়াছিল।

যথাসময়ে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই মহামূল্য সারবান্ অভিভাষণটি যথাসময়ে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৪শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় পুস্তিকাকারে গ্রথিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠান্তে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বিশেষভাবে জগন্মান্য সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

২৪শ, দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৯শে চৈত্র ১৩২৪, ১২ই এপ্রিল ১৯১৮, শুক্রবার,

অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

উপস্থিতি—

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক (সভাপতি)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীসেখ হরিবর রহমন মণ্ডল, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু, শ্রীদেবপ্রসাদ সান্ন্যাল, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীসুনীতি-

কুমার পাল, শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীভোলানাথ কোঁচ, শ্রীশশীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীগণেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহঃ সম্পাদকগণ

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধপাঠ—ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের "বর্ণমালার কথা" নামক প্রবন্ধ। ৪। শোকপ্রকাশ—দীননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। প্রথমে সভাপতি মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিতে আদেশ প্রদান করিলে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় নিম্নলিখিত পুস্তক এবং পুস্তক উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তক

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১। জন্মান্তর-দম্পতি, শ্রীশ্যামাচরণ পাল—২। ঘুমন্ত ছবি, ৩। দলিয়া-বিবি, শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়—৪। আর্য্য-পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়-সমাজ, শ্রীআশুতোষ দত্ত গুপ্ত—৫। নীত্যষ্টক, ৬। জগৎরহস্য বা দার্শনিক মীমাংসা, (১-২ খণ্ড), শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—৭। পাগলা রাধামাধব (১ম খণ্ড), ৮। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-পদ্ধতি, ৯। শ্রীশ্রীযুতের পদ (২য় ভাগ), ১০। ন্যায়প্রবন্ধ, ১১। সর্ব্বমঙ্গলোদয়ম্, শ্রীবেঙ্কটেশনারায়ণ তিবারী—১২। আয়র্লণ্ডমে মাতৃভাষা (হিন্দী), শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত—১৩। নাম-রহস্য, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—১৪। চারু-স্মৃতি, শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ—১৫। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—উত্তরাংশ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়—১৬। লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী, ১৭। শ্রীব্রহ্মস্তুতিঃ, ১৮। শ্রীপ্রতিস্তুতিঃ, ১৯। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—২০। ছেলেদের পোয়া, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা—২১। ব্রাহ্মণ্য-সম্পদ্।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—22. The Pedagogy of the Hindus. 23. An Analysis of Seeley's Introduction to Political Science, 24. A Course of Modern Intellectual Culture (1st. Edition), 25. Do (2nd. Edition), 26. True

Freedom, 27. Brahmanism and the Sudras, 28. The India of Aurangzib, 29. A Review and Criticism of Dr. James Word's "Psychology", শ্রীআশুতোষ দত্ত গুপ্ত—30. Bhaskaracharya, Officer in charge, Bengal Scott. Book Depot—31. Resolution Reviewing the Report on the Working of the District Boards in Bengal during the year. 1916—17, 32. Resolution Reviewing the Reports on the Working of the Municipalities in Bengal during the year 1916—17.

৩। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় তাঁহার "বর্ণমালার কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত-পরিচয়

"বর্ণমালার কথা" গোলাম আহমদ-রচিত একখানি প্রাচীন পুথি। ১২০৩ সালে কবি এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। কবির নিবাস চৌরাশী পরগণার অন্তর্গত বাকইহাটী গ্রাম। পুথিখানি কবির স্বহস্ত লিখিত। কবির পৌত্র শ্রীযুক্ত শরাফৎ হোসেন সাহেবের আনুকূল্যে পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে। পুথির আকার ডিমাই ৮ পেজী পুস্তকের ন্যায়; পত্রাঙ্ক ৩৪, দেশীয় তুলট কাগজে লিখিত। পুথিখানিতে অ হইতে হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষর ধরিয়া ধর্ম্ম এবং নীতি-বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রবন্ধ-পাঠান্তে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিলেন,—প্রথমে যখন আমি প্রবন্ধের নাম শুনি, তখন ভাবিয়াছিলাম, ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোনও বিষয় শুনিতে পাইব। কিন্তু তাহা নহে, এ একখানি পুথির বিবরণ। তবে ইহাতেও আমার উপকার হইয়াছে, অনেক বিষয় আমি জানিতে পারিয়াছি। আমি প্রথমে গফুর সাহেবকে এ জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। পুথির মধ্যে প্রাচীন ভাষার প্রয়োগ তত নাই। পুথিখানি বাঙ্গালা হইলেও, ইহাতে আরবী ও ফারসী শব্দ যথেষ্ট ব্যবহার করা হইয়াছে। আরবী-ফারসী শব্দবহুল ভাষা লেখাই তখন প্রচলিত ছিল, এ কথা ঠিক নহে। তবে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে ইহা ঠিক হইতে পারে এ পুথির মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব নাই, যদ্দ্বারা ভাষাতত্ত্বের বিচার করা যাইতে পারে; কেবল আরবী-ফারসী-শব্দবহুলতাই ইহার বিশেষত্ব। এই বইখানি ছাপা হওয়া উচিত। অতঃপর তিনি বঙ্গভাষা বিষয়ে অনেক কথার আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—এই বই যিনি লিখিয়াছেন, তিনি ধার্ম্মিক মুসলমান। আমি ইহা ছাপা হওয়া উচিত মনে করি।

৪। তৎপরে সভাপতি মহাশয় চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রথিতনামা সাহিত্যিক দীননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট সহানুভূতিসূচক পত্র পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরিশেষে অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। **সূচী**—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেলম্‌হোলৎজ—আচার্য্য মক্ষমুলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

গোরক্ষ-বিজয়—মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য—সদস্যপক্ষে ॥০, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ॥৵০ এবং সাধারণপক্ষে ৸০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্য্যালয়।

...র মানচিত্র

(রেনেলকৃত ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে অঙ্কিত ।

নিম্নবঙ্গের বিল*

রেনেলকৃত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রে, ভাগীরথী ও পদ্মা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে, "morasses" নামাঙ্কিত কতকগুলি স্থান আছে। এই morasses বা বিলগুলি বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বরিশাল ইত্যাদি জেলায় অবস্থিত। রেনেলকৃত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র অবলম্বনে অঙ্কিত ও এই প্রবন্ধ-সংলগ্ন মানচিত্রে পূর্ব্বোক্ত বিলগুলির ভিতর যেগুলি বড় বড়, ঐগুলি ক, খ, গ নামে চিহ্নিত করা আছে। উক্ত তিনটি বিল যে স্থান জুড়িয়া বর্ত্তমান, ঐ স্থান, দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র-তীরের সহিত প্রায় সমান্তর। অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার বিল হইতে সমুদ্র-তীর যতটা, খুলনা ও বরিশালের বিলদ্বয় হইতে সমুদ্রতীরও প্রায় ততটা। বরিশালের বিল, খুলনার বিল অপেক্ষা লম্বে ও প্রস্থে বড়। খুলনার বিল, চব্বিশ পরগণার বিলের সম্পর্কেও তাহাই। অর্থাৎ পূর্ব্ব-অঞ্চল হইতে পশ্চিম-অঞ্চলে আসিতে, বিলগুলি ক্রমে আয়তনে কমিয়া আসিয়াছে দেখা যায়। উক্ত তিনটি বিলের আরও বিশেষত্ব এই যে, বরিশাল ও খুলনার বিলদ্বয় দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেকটা সমান, কিন্তু চব্বিশ পরগণার বিল প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে অনেক বেশী। বরিশাল ও খুলনার বিলের ও বিলের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের নদীগুলি অত্যন্ত আঁকা-বাঁকা ও বহু শাখা-প্রশাখা-যুক্ত। চব্বিশ পরগণার বিলের ও বিলের নিকটবর্ত্তী নদী বা খালগুলি ঐরূপ বাঁক ও শাখাযুক্ত নহে।

ফার্গুসন সাহেব গঙ্গাব্রহ্মপুত্র-পলিভূমি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।[১] তাঁহার প্রবন্ধে তিনি পূর্ব্বোক্ত ক, খ, গ বিলগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—৪০০০ বা ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজমহল বা রাজমহলের নিকটে, সমুদ্র ছিল বা সমুদ্রের জোয়ার চলিত। ঐ প্রবন্ধের অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন,—ঐতিহাসিক কালে যে স্থানে বর্ত্তমান সুন্দরবন, ঐ স্থানে একটি বালিবন্ধ বা bar or barrier ছিল। ঐ বাঁধে জোয়ার ঘুরিয়া যাইত। এই বাঁধ ও বদ্বীপের চূড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহ জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমি ছিল। ফার্গুসন সাহেবের উক্তিগুলি, পূর্ব্বোক্ত বিলগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে খাটাইতে গেলে বলিতে হয়, উক্ত জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমির ভিতর যে সকল নদী চলিত, সেই নদীর জল হইতে বিক্ষিপ্ত পলিরাশির সাহায্যে জলাভূমির বহু অংশ উচ্চ হইয়া উঠিল—যে স্থানগুলি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, পলি-অভাবে নিম্ন রহিয়া গেল, তাহাই বিলে পরিণত হইল। আমি এ স্থানে একটি প্রশ্ন করিব—নিম্ন-বঙ্গ জুড়িয়া ক, খ, গ যে তিনটি বিল রহিয়াছে, তাহা সমুদ্রতীরের সহিত প্রায় সমান্তর না

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বাঁকীপুর, দশম অধিবেশনে পঠিত।

১। On Recent Changes in the Delta of the Ganges by James Fergusson, April 1, 1863. Quarterly Journal of the G, S of London.

হইয়া, যে-কোনও ভাবে অবস্থিত নহে কেন? ফার্গুসন সাহেবের উক্তি অনুসারে এরূপ সামঞ্জস্য না থাকিবার কথা। সাহেবের উক্তি বিশেষ আলোচনার বিষয়। তিনি বলিয়াছেন,—৪০০০ বা ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজমহলে বা রাজমহলের নিকট সমুদ্র বা সমুদ্রের জোয়ার চলিত। ইহা ঠিক কি না, দেখা যাউক। "বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি, প্রায় ৪৭০০ বৎসর পূর্ব্বে খাড়িতে গঙ্গার মোহানা ছিল।[১] কলিকাতা হইতে খাড়ি প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে।[২] খাড়ি হইতে সমুদ্রতীর প্রায় ৩৪ মাইল। তাহা হইলে ৪৭০০÷৩৪=১৪০ (প্রায়) বৎসরে ১ মাইল করিয়া স্থান গড়িয়া খাড়ি হইতে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।[৩] রাজমহল হইতে কলিকাতা ও খাড়ি হইয়া সমুদ্রতীর প্রায় ২৪৬ মাইল। তাহা হইলে—২৪৬×১৪০=৩৪৫০০ (প্রায়) বৎসর পূর্ব্বে রাজমহলে সমুদ্র-তীর ছিল। মোটামুটি ৩৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজমহল সমুদ্র-উপকূলে ছিল। সাহেবের নির্ণীত কাল ইহার সহিত মিলে না। সাহেব বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সুন্দরবন যে স্থানে, ঐ স্থানে একটি বালিবন্ধ বা bar or barrier ছিল। সুন্দর-বন পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। তাহা হইলে তাঁহার কাল্পনিক বালিবন্ধও পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা ছিল। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সুন্দর-বনের দক্ষিণের দ্বীপগুলি পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা না হইয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইল কেন? তাঁহার কাল্পনিক বালিবন্ধ যদি জলস্রোতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বীপগুলিও ঐরূপে হওয়া উচিত, হইলে ঐ ভাবেই বিন্যস্ত হইবে। ইহা হইতে দেখা যায়, তাঁহার এ অনুমানও ঠিক নহে। অর্থাৎ বালিবন্ধ কখন ছিল না। তাহাতে জোয়ারও ঘুরিয়া যাইত না। এখন দেখা যাউক, সাহেবের জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমির অবশিষ্ট নিম্নভূমি যেরূপ ভাবে পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐরূপ ভাবে বিলে পরিণত হইয়াছে কি না? এই জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমির অনেক বিশেষত্ব আছে, তাহা ক্রমে বলিব।

"বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে[৪] আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে, প্রায় ৫৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পের পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র রাজসাহীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের এই মিলিত জলরাশি দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক্‌দ্বয়ের ভিতর বহু মুখে বা পথে পরিণত হইয়া, সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল। উক্ত ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র রাজসাহী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-অঞ্চলে অবস্থিত বর্ত্তমান পথ লইল ও গঙ্গা পদ্মা-পথে প্রবাহিত হইল। পূর্ব্বের দক্ষিণ প্রবাহ

১। বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা;—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, বর্দ্ধমান, বিজ্ঞান-শাখা—১২৩ পৃঃ।

২। ঐ, পৃঃ ১১৮।

৩। এই প্রবন্ধের গণিত-সম্বন্ধ-গুলি স্থূল ধরিতে হইবে। ভূতত্ত্বের এইরূপ বিষয়ে সূক্ষ্ম গণনা হয় না।

৪। বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা;—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, বর্দ্ধমান, বিজ্ঞান-শাখা, পৃঃ ১০২।

শুষ্ক হইল। ভগীরথ ঐ পথে পুনর্ব্বার গঙ্গার কতক পরিমাণ জল চালিত করিলেন। ঐ জন্যই এই প্রবাহ এখন হইতে ভাগীরথী হইল। এই সকল বিষয় উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশি, রাজসাহী হইতে, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদক্ষিণ দিক্‌দ্বয়ের ভিতর যে বহু মুখে সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহার ভিতর অনুমান হয়, তিনটি মুখ বা মোহানা প্রস্থে অত্যন্ত বড় ছিল। এই তিনটি মুখ বা মোহানা বা খাড়ি ক্রমে ক, খ, গ বিলে পরিণত হইয়াছে। ভূমিকম্পের পর গঙ্গার অধিক পরিমাণ জল পদ্মাপথে চালিত হওয়ায় ও ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্ব-অঞ্চলে হটিয়া যাওয়ায়, নিম্নবঙ্গের ভিতর দিয়া বহু নদী-পথে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশি যাহা প্রবাহিত হইত, তাহা কমিয়া আসিল। নদীগুলির স্রোত কমিয়া গেল। এই অল্পতর স্রোতের জল হইতে পলি শীঘ্র বিক্ষিপ্ত হইয়া—নদীগুলির উপর দিক্‌ বা উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশগুলিকে মজাইয়া আনিল। উক্ত তিনটি বিস্তৃত মোহানায় প্রায় পলিশূন্য নদী-জল পৌছিতে লাগিল। আবার পূর্ব্ব-স্থান ত্যাগের পর গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জল, যাহা দক্ষিণ-সমুদ্রে আসিতে আরম্ভ করিল, তাহার কিছু-অংশ জোয়ারের সময় সমুদ্র হইতে নদীপথে বদ্বীপের ভিতর উঠিতে লাগিল। এই জল হইতে বিক্ষিপ্ত পলি নদীগুলিকে ক্ষীণ ও অগভীর করিয়া আনিতে লাগিল। এইরূপে সমুদ্র-জল নদী-পথে প্রায় পলিশূন্য হইয়া পূর্ব্বোক্ত ক, খ, গ তিনটি পূর্ব্ব-মোহানা বা খাড়িতে পৌছিল। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত তিনটি মোহানা বা খাড়ির উপর ও নিম্নদিক্‌ উচ্চ হইয়া উঠিল ও খাড়িত্রয় অল্প পরিমাণ পলি পাওয়াতে ততটা উচ্চ না হইয়া বিলে পরিণত হইল। এইরূপে নিম্ন-বঙ্গের বহু বিল উৎপন্ন হইয়াছে। তবে সমস্তগুলিই নদীর খাড়ি ছিল না। অনেকগুলি দুইটি কিম্বা ততোধিক নদীর সঙ্গম-স্থল ছিল। কলিকাতার পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদক্ষিণের লবণ-হ্রদ নামে খ্যাত বিলগুলি এই ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে লবণ-হ্রদের উপরিভাগ গঙ্গার সহিত যুক্ত ছিল। গঙ্গা উলুবেড়িয়ার পথে চালিত করিবার পর, এই গঙ্গা হইতে লবণহ্রদের দিকে জলস্রোত কমিয়া গেল ও সহজে পলি পড়িয়া লবণ-হ্রদের উপর দিক্‌ মজিয়া আসিল। লবণ-হ্রদের উৎপত্তির বিষয় "বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।[১]

এখন ক, খ, গ বিলত্রয়ের আয়তন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। চব্বিশপরগণার বিল (ক) কেন বিস্তৃতিতে কম ও লম্বে অনেক বেশী, দেখা যাউক। পূর্ব্বোক্ত ৫৩৫০ বৎসর পূর্ব্বের ভূমিকম্পের অগ্রে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশির একটি প্রবল স্রোত ঠিক দক্ষিণে, বর্ত্তমান কলিকাতা হইয়া প্রায় খাড়ি নামক স্থান পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। এই পথে জলও বেশী চলিত, স্রোতও বেশী ছিল। এই কারণে নদী-গর্ভও গভীর ছিল। এই জন্য স্রোত-রাশির ভিতর বিস্তৃত দ্বীপাবলি উত্তর-দক্ষিণে অত্যন্ত লম্বা হইয়াছিল ও কাছাকাছি গঠিত হইত

১। বঙ্গের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, বর্দ্ধমান, বিজ্ঞান-শাখা—পৃঃ ১৩৩—১৩৪।

ও এই কারণেই আবার উপরের বা উত্তর দিক্‌ হইতে যে জল আসিতেছে, তাহার চাপে জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-নদীর ভিতর বেশী চালিত হইত ও তীরভূমিতে জল উঠিত। এইরূপে ক্ষুদ্র শাখানদী পলি-বিক্ষেপের দ্বারা অগভীর করিয়া তুলিত ও তীরভূমি প্লাবনের জলের পলি পাইয়া উচ্চ হইয়া উঠিত। উক্ত দ্বীপগুলি উত্তর দক্ষিণে অত্যন্ত লম্বা হইত ও বিস্তারে অত্যন্ত কম থাকিত বলিয়া মোহানা বা খাড়ি ততটা প্রস্থে বড় হয় নাই। এই কারণে খাড়ি হইতে যে বিল হইল, তাহাও লম্বে বেশী হইল; কিন্তু প্রস্থে অত্যন্ত কম হইল। আর এই কারণেই বিলের ভিতরের নদী বাঁকশূন্য হইল। মোহানার নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র নদীগুলি ও তীরভূমি কিরূপে উচ্চ হইত, বলিয়াছি। ঐ কারণেই বিলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা-যুক্ত নদী নাই। অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা শীঘ্রং মজিয়া গিয়াছে। এই বিলের নিকটস্থ স্থানসমূহ কেন বেশী উচ্চ, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্লাবনের জল হইতে পলি সংগ্রহ করিয়া উচ্চ হইয়াছে। খ ও গ বিলদ্বয় যে মোহানা হইতে হইয়াছে, ঐ দুইটি মোহানা দিয়া জল অনেক বেশী চলিত, কিন্তু স্রোত কম ছিল। এই কারণে নদীগর্ভ তত গভীর ছিল না। খ হইতে গ-তে বেশী জল চলিত, কিন্তু স্রোত কম ছিল। স্রোত অল্প ছিল বলিয়া দুইটিরই স্রোতের ভিতর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ প্রায় অণ্ডাকৃতি হইত ও দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত থাকিত। উপর হইতে জলের চাপ কম ছিল, এই জন্য মোহানার সহিত সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলিতে জল খুব বেশী প্রবেশ করিয়া তীর-ভূমি বহু দূর পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতে পারিত না ও জলপ্লাবন হইলে ইহা বেশী ক্ষণ স্থায়ী হইত না। এই জন্যই অর্থাৎ যে কারণে দ্বীপগুলি অণ্ডাকৃতি হইত, ঐ কারণে খ ও গ বিলদ্বয় প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান ও আয়তনে চব্বিশ পরগণার বিল অপেক্ষা বড়। আর কম চাপে জল প্রবেশ করিত বলিয়া বিলের নদাগুলি বহু বাঁকযুক্ত। মোহানার সহিত যুক্ত শাখানদীগুলিতে কম চাপে জল প্রবেশ করে, এই নিমিত্ত এগুলিও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা-যুক্ত ও বিস্তৃতিতে বড় ও ইহাদের তীরভূমি বেশী উচ্চ নহে। কারণ, প্লাবন কম হয় ও কম-ক্ষণস্থায়ী হয় বলিয়া তীরভূমিও উচ্চ নহে। "গ"তে "খ" অপেক্ষা স্রোত কম ও জল বেশী ছিল বলিয়া "গ"র আয়তন "খ" অপেক্ষা বড়। ঐ কারণে "গ"র নিকটবর্ত্তী নদীগুলি বেশী বাঁকপূর্ণ—তীরভূমি "খ"র তীরভূমি অপেক্ষা নিম্ন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কলিকাতার প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে, খাড়ি নামক স্থানে ৪৭০০ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র-তীর ছিল। এখন দেখা যাউক, ঐ সময় চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বরিশাল জেলায় সমুদ্রতীর কোন্ কোন্ স্থানে ছিল। আমরা দেখিয়াছি, খাড়ি নামক স্থান হইতে সমুদ্রতীর প্রায় ১৪০ বৎসরে ১ মাইল হিসাবে গড়িয়াছে। রাজমহল হইতে গঙ্গা নদীর উপর ৩৩ মাইল নিম্নে একটি স্থান "ক" চিহ্নিত করা গেল। মোটামুটি এই স্থান হইতে ভাগীরথী উৎপন্ন হইয়াছে। "ক" হইতে কলিকাতা ও খাড়ি হইয়া সমুদ্রতীর প্রায় ২১৫ মাইল। "ক"র কাল তাহা হইলে প্রায় ২১৫ × ১৪০ = ৩০০০০ বৎসর অর্থাৎ প্রায় ৩০০০০ বৎসর পূর্ব্বে "ক" সমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল। এখন—

(i) "ক্ষ" হইতে	"ক"র	মধ্যস্থান	প্রায়	১৫৬ মাইল
(ii) "ক্ষ" হইতে	"খ"র	মধ্যস্থান	প্রায়	১৫৩ মাইল
(iii) "ক্ষ" হইতে	"গ"র	মধ্যস্থান	প্রায়	১৬০ মাইল

তাহার পর "ক্ষ" হইতে "খ"র মধ্যস্থান হইয়া সমুদ্রতীর প্রায় ২২৩ মাইল। আবার "ক্ষ" হইতে "গ"র মধ্যস্থান হইয়া সমুদ্র-তীর প্রায় ২৪৪ মাইল। তাহা হইলে "খ" রেখায় বা ক্ষ খ ব রেখায় ৩০০০০÷২২৩=১৩৫ বৎসরে ১ মাইল হিসাবে সমুদ্রতীর গড়িয়া অগ্রসর হইয়াছে। আবার "গ" রেখায় বা ক্ষ গ ম রেখায় ৩০০০০÷২৪৪=১২৩'৬ বৎসরে ১ মাইল হিসাবে সমুদ্র-তীর গড়িয়া অগ্রসর হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, "ক্ষ" হইতে কলিকাতা ও খাড়ি হইয়া বর্ত্তমান সমুদ্রতীর ৩০০০০ বৎসরে গড়িয়াছে। খাড়ি হইতে বর্ত্তমান সমুদ্রতীর ৪৭০০ বৎসরে গঠিত হইয়াছে। তাহা হইলে "ক্ষ" হইতে খাড়ি পর্য্যন্ত ৩০০০০—৪৭০০=২৫৩০০ বৎসরে গড়িয়াছে। এখন ২৫৩০০÷১৩৫=১৮৮ মাইল। অর্থাৎ "ক্ষ" হইতে "খ"র মধ্যস্থান "খ" হইয়া যে রেখা অঙ্কিত করা যায়, উহাতে "ড" বা খাড়ির সমসাময়িক সমুদ্রতীর "ফ"তে পড়িবে। কারণ, "ক্ষ" "ফ"=১৮৮ মাইল চিহ্নিত করা হইয়াছে। সেইরূপ ২৫৩০০÷১২৩ =২০৬ মাইল। অর্থাৎ "ক্ষ" হইতে "গ"র মধ্যস্থান "গ" হইয়া যে রেখা অঙ্কিত করা যায়, উহাতে "ড" বা খাড়ির সমসাময়িক সমুদ্রতীর "ব"তে পড়িবে। কারণ, "ক্ষ" "ব"= ২০৬ মাইল চিহ্নিত করা হইয়াছে। এখন ড, ফ, ব রেখার দ্বারা সংযুক্ত করিলে, আমরা নিম্নবঙ্গের ৪৭০০ বৎসর পূর্ব্বের সমুদ্রতীর মোটামুটি পাইব। এই সমুদ্রতীর বর্ত্তমান সমুদ্র-তীরের সহিত প্রায় সমান্তর। অর্থাৎ খাড়ি বা "ড" হইতে সমুদ্রতীর যতটা, "ফ" ও "ব" হইতে সমুদ্রতীর ততটা। এখন আমরা "ক", "খ", "গ" বিলত্রয়ের মধ্যস্থান, "ক", "খ", "গ"র কালনির্ণয় করিব। "ক্ষ" হইতে "ক" পর্য্যন্ত প্রায় ১৫৬ মাইল, "ক্ষ" হইতে "ক"র দিক্ ১৪০ বৎসরে ১ মাইল গড়িয়াছে, তাহা হইলে ১৫৬×১৪০=২১৮০০ বৎসর। এখন ৩০০০০ —২১৮০০=৮৮০০ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রতীর "ক"তে ছিল। ঐরূপে "খ"তে ৩০০০০—(১৫৩ ×১৩৫)=৩০০০০—২০৬৫৫=৯৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ও "গ"তে ৩০০০০—(১৬০×১২৩)= ৩০০০০—১৯৬৮০=১০৩০০ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রতীর ছিল।

নিম্নবঙ্গের সমস্ত বিল, বিশেষতঃ "ক","খ","গ" বিলত্রয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উৎপত্তির কারণ প্রায় একপ্রকার। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভূমিকম্পে মাটি বসিয়া গিয়া বিল উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ভৌগোলিক ও ভৌতাত্ত্বিক সামঞ্জস্য রাখিয়া মাটি কিরূপে বসিতে পারে, তাহা চিন্তার বিষয়। মাটি বসিয়া বিল উৎপন্ন হইলে এতটা এই বর্ত্তমান সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইত না। বিশেষতঃ "ক", "খ" ও "গ"র স্থান বসিলে—ইহাদের নিকট-বর্ত্তী কোনও স্থান উন্নত হইত। কারণ "ক", "খ" ও "গ" অনেকটা স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। যদি নিম্নে ফাট বা fault থাকে ও সেই ফাটে ফাটে বসিয়া থাকে, তাহা হইলে বিলগুলির, বিশেষতঃ "ক", "খ" ও "গ"র সীমান্ত-রেখা এরূপ সামঞ্জস্য রাখিয়া বক্র হইত না। কোথাও-

না-কোথাও রেখা সরল হইত। কেহ কেহ বলিতে পারেন, নিম্নের দিকে বালিআড়ি গঠিত হইয়া গভীর দহ ও মোহানাগুলিকে ক্রমে বিলে পরিণত করিয়াছে। সুন্দর-বনের দ্বীপের ভিতর এক স্থানে দেখিয়াছি, একটি ক্ষুদ্র দহের নিম্নে বালিআড়ি গঠিত হইয়া দহটি ক্ষুদ্র হ্রদে পরিণত হইয়াছে। ইহা ক্রমে বিলে পরিণত হইতে পারে। আমি চব্বিশ পরগণার "ক"-চিহ্নিত বিলের নিম্নের দিকে বা দক্ষিণে কোনও বালিআড়ি দেখি নাই। অতীতের কোনও বালিআড়িরও নিদর্শন নাই। কলিকাতার লবণ-হ্রদের নিম্নের দিকে বা দক্ষিণে কোনও বালিআড়ি নাই। নিম্নবঙ্গে বহু বিল আছে। এতগুলি বিল, বিশেষতঃ "ক", "খ", "গ" যদি নিম্নে বালিআড়ি পড়িয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিম্নবঙ্গে দুই একটি বড় বড় বালিআড়ি এখনও দৃষ্ট হইত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

মন্তব্য—উক্ত প্রবন্ধের বৎসর-সংখ্যা গণনার গুণফল ও ভাগফল মোটা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। ভূতত্ত্বের বৎসর হিসাবে সূক্ষ্ম গণনা অনাবশ্যক। সুন্দরবনের—এমন কি, দক্ষিণ-বঙ্গের—জমি subsidence দ্বারা বসিয়া গিয়াছে। লেখক মহাশয় বৎসর গণনাকালে এই subsidenceএর আনুমানিক হিসাব দেন নাই কেন, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য*

[২৩শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর পঠিতব্য]

১। "আমতা-আমতা ··· য্য, আঁ আঁ—হাঁ-হাঁ, তা-তা বোল, অনিশ্চিত বাক্য। আঃ করা।" 'আমতা-আমতা' শব্দের কোষধৃত এই অর্থ এবং ব্যুৎপত্তি আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হইল না। কেহ কাহারও বিরুদ্ধে অসঙ্গত মিথ্যা বাক্য বলিলে, পাঁচ জনের সাম্‌নে প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে যদি তাহার সেই মিথ্যা কথা ধরাইয়া দেওয়া যায়, সে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, ইহা যদি পাঁচ জনের সাম্‌নে সপ্রমাণ হয় এবং সেই প্রমাণের বিরুদ্ধে তাহার যদি কিছু বলিবার না থাকে, তবে মিথ্যাবাদী তখন তা-তা-তা-রূপ যে অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়া নিজের দোষ স্বীকার করে, তাহাকেই "আমতা-আমতা" বলা হয়। সুতরাং এই 'আমতা' শব্দের অর্থ 'স্বীকার' করা এবং প্রাকৃত স্বীকার-বাচক অব্যয় "আম" শব্দের উত্তর বাঙ্গালা 'তা' প্রত্যয়-যোগে শব্দটি উৎপন্ন।

২। "কয়েত" শব্দ সং কপিত্থ শব্দজ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রাং 'কইত্থ' বা 'কইথ' শব্দ হইতে আগত। কোষকার স্বীকার করিয়াছেন যে, "কপিত্থ—কইথ—কয়থ," কেবল 'কইথ' যে প্রাকৃত রূপ, ইহা তিনি স্বীকার করেন নাই। 'কইথ' হইতে 'কয়থ' নয়; কইথ—কএথ—কয়েথ।

৩। √'কর'। ইহা প্রাং হইতে আগত; সং √ কৃ হইতে নহে। প্রাং কর ধাতুর অনেক রূপের সহিত প্রাচীন তথা আধুনিক বাঙ্গালার অবিকল মিল আছে। যথা—প্রাং বাং করসি, প্রাং করসি। অনুজ্ঞায় বাং—কর, প্রাং কর। প্রাং করএ, প্রাং বাং করএ, ইহা হইতে আধুনিক করে। প্রাং করহ, প্রাং বাং করহ। প্রাং করিঅ, বাং করিআ, করিয়া প্রভৃতি। আরও অনেক দেখান যায়। কিন্তু এ প্রবন্ধের সে উদ্দেশ্য নহে।

৪। √"কহ"। প্রাং √কহ, ইহা হইতে বাং √ক। ইহা সংস্কৃত হইতে আসে নাই।

৫। "কাগ" শব্দ প্রাকৃত। সং কাক, বক প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য কএর উচ্চারণ প্রাকৃতে 'গ' হইয়া গিয়াছে এবং তাহাই বাঙ্গালায় আসিয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম এবং অন্যান্য আধুনিক সংস্কৃত কোষে 'কাগ' শব্দকেও সংস্কৃত বলিয়া ধরা হইয়াছে।

৬। "কাছ, কাছা"। প্রাং 'কচ্ছ' শব্দজ। সং 'কক্ষ' বা 'কক্ষা' শব্দের সহিত ইহার সম্পর্ক দূরতর। অভিধানচিন্তামণি প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত কোষে "কচ্ছ" ও "কচ্ছা" শব্দ সংস্কৃত বলিয়া ধরা হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা প্রাকৃত। প্রথমতঃ সং 'কক্ষ' শব্দ প্রাকৃতে আসিয়া 'কচ্ছ' হইয়াছে, পরে 'কচ্ছ'ই আবার সংস্কৃত বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে ও কোষে চলিয়া গিয়াছে।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

৭। "কাজ"। প্রা° 'কজ্জ' শব্দ হইতে আগত, 'কার্য' হইতে নহে। কজ্জ—কাজ, কার্য—কারয।

৮। "কাঠ" প্রা° 'কট্ঠ' হইতে, স° 'কাষ্ঠ' হইতে নহে।

৯। পূর্ব্ববঙ্গে 'হাড়িকাঠ' অর্থে 'কাঠগড়া' শব্দ প্রচলিত আছে। কোষে শব্দটির এই অর্থ দেখিলাম না।

১০। "কাঠ-খড়ী"। ইহার ব্যুৎপত্তি সং 'ককৃথটী' শব্দ হইতে করিবার কোন আবশ্যক নাই—'খটী' শব্দের প্রা° রূপ 'খড়ী', যে খড়ী কাঠের মত শক্ত, তাহাই কাঠ-খড়ী। 'ককৃথটী' শব্দের অর্থ মাত্র 'খড়ী'।

১১। "কাণা"। চক্ষুহীন অর্থে 'কাণা' শব্দ প্রাকৃতে আছে। সুতরাং এটি প্রাকৃত হইতে গৃহীত, স° 'কাণ' শব্দ হইতে নহে।

১২। "কাপড়"। প্রা° 'কপ্পড়' শব্দ হইতে। স° কর্পট—পণ্ডিতদের তৈরী শব্দ কি না, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। কেন না, 'কপ্পড়' শব্দ দেশী প্রাকৃত বলিয়া কোন কোন প্রাকৃত বইএ লেখা আছে।

১৩। "কাহন" প্রা° 'কাহাবণ' শব্দ হইতে আগত, সং 'কার্ষাপণ' হইতে নহে। কোষকার কার্ষাপণ হইতে কাহন শব্দ আনিতে যাইয়া 'প' লোপ করিয়াছেন এবং 'ষ' স্থানে 'হ' করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃত রূপে দেখা যায়, 'প' স্থানে 'ব' হইয়া পূর্ব্বের আকারের সহিত 'ব'এর লোপ হইয়াছে।—অবশ্য ইহা সাহিত্যের বাঙ্গালায়। পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় 'কাহোন' ও 'কাওন' শোনা যায়। সুতরাং সেখানে 'ব'এর লোপ হয় নাই; 'ব' স্থানে 'উ' এবং 'উ' স্থানে 'ও' হইয়াছে।

১৪। "কি"। প্রাকৃতে যখন অবিকল "কি" পাওয়া যাইতেছে, তখন সংস্কৃত হইতে স্বীকার করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। যথা—"ফুল্লউ নীব **কি** ভম্মউ ভম্মর।"—প্রা°পি°।

১৫। √"কিন"। কোষকার স° √ক্রী হইতে √কিন আনিয়াছেন। ক্রী ধাতু হইতে 'ন' পাওয়া যায় না, অথচ বাঙ্গালা, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাকৃত-সম্ভব ভাষাসমূহে 'ন' দেখা যায়। তাই তিনি এই ভাবে 'ন' আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—"ক্রী—কীরি—কিনি।" ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি বলেন,—"হয়ত স° ক্রীণাতি. পদ-সাদৃশ্যে কিন ধাতু।" কিন্তু প্রাকৃতে 'কিণ' ধাতু রহিয়াছে, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই।

১৬। "কীড়া"। প্রা° "কীড়" শব্দ বাঙ্গালায় 'কীড়া' রূপ ধারণ করিয়াছে, ইহা স° কীট শব্দজ নহে।

১৭। "কুকুড়া"। প্রা° কুক্কুড়" শব্দ হইতে জাত, স° 'কুক্কুট' হইতে নহে। পূর্ব্ববঙ্গে দ্বিতীয় কএর বলবৃদ্ধিতে উচ্চারণ—'কুখ্ড়া'।

১৮। "কুচ্ছা, কুচ্ছিত" গ্রাম্য বা স° 'কুৎসিত' শব্দজ নহে। ইহা শিষ্ট প্রাকৃত শব্দ। তবে আধুনিক বাঙ্গালায় প্রায় গ্রাম্য হইয়া পড়িতেছে বটে।

১৯। "কুজ" সং 'কুব্জ' হইতে হয় নাই। প্রাচীন পদের "কুবজ" সং 'কুব্জ' হইতে উৎপন্ন। 'কুজ' প্রা° 'কুজ্জ' শব্দের পরিণতি।

২০। "কুমার"। প্রা° "কুম্হার" বা "কুম্হআর" হইতে। সং 'কুম্ভকার' হইতে নহে। হিন্দী 'কুম্হার'।

২১। "কে"। সং 'কিম্' শব্দের 'কঃ' বা 'কা' রূপ হইতে বাং 'কে' কি করিয়া আসে, তাহা বুঝিলাম না। প্রাকৃতে ত 'কঃ' অর্থে "কে" প্রয়োগ রহিয়াছে। দ্রষ্টব্য—মৃ° ক°।

২২। "কেন"। প্রশ্নার্থক 'কেন' প্রা° 'কিণো' হইতে আগত, সং 'কিম্' শব্দের তৃতীয়ার এক বচনের 'কেন' পদ হইতে নহে। দ্রষ্টব্য—প্রা° প্র°, ৯ পৃ°, ৯ সূ°।

২৩। √"কাড়"। কোষকার হিংসা ও বিক্ষেপার্থক সং √ক হইতে বাং √কাঢ়, কাড় ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। সং √কর্ষ, প্রা° √কড্ঢ। সং কর্ষিত্বা, প্রা° কড্ঢিঅ। ইহা হইতে বাঙ্গালায় অনায়াসে √কাঢ় ও কাড় আসিতে পারে।

২৪। "কোদাল"। প্রা° 'কোদ্দাল' শব্দ হইতে আসা সহজ। অপভ্রংশ প্রাকৃতে 'কোদাল' শব্দও পাওয়া যায়।

২৫। "কোথা" সং 'কুত্র' হইতে আসে নাই, প্রা° 'কত্থ' হইতে। প্রাচীন বাঙ্গালার 'কথা'। "**কথাতে** শুনিছ তুহ্মি এ সব কাহিনী। কহিবা সকল কথা শুনহ হরিণী॥"—মৃ° লু°, ৪৭ পৃঃ। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে আজকালও 'কথা' উচ্চারণ আছে।

২৬। "কোয়লা" সং কোকিল শব্দজ নহে, প্রা° "কোইল" শব্দ হইতে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কুয়িলী, ও° কোইলী।

২৭। √"কড়কা"। প্রা° "কক্খড়" (সং কর্কশ) হইতে। কক্খড়—কড়+ক, কড়কা। সং 'কটুকথা' হইতে নহে। কড়া মেজাজ, কড়া তামাক প্রভৃতি বিশেষণ-পদের 'কড়া' শব্দও উক্ত 'কক্খড়' শব্দ হইতে আগত।

২৮। "কৌড়ি, কড়ি"। প্রা° কবড্ড হইতে, সং কপর্দ্দ বা কপর্দ্দক হইতে নহে।

২৯। "খই" দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ। ইহার সং "খদিকা" নাম আধুনিক এবং তৈরী। ত্রিকাণ্ডশেষ এবং শব্দকল্পদ্রুম—এই দুইখানি আধুনিক সং কোষ ব্যতীত অন্য কোথাও ইহার বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না।

৩০। "খড়" দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ। আধুনিক সং কোষে সংস্কৃত বলিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

৩১। √খস। মোচনার্থক √ খস প্রাকৃতে রহিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালায় আসিয়াছে। সং √ খল হইতে ইহা জাত নহে। "**খসিঅ**নেহণীমগ্গে।"—গা° সং শ°।

৩২। সং √খাদ হইতে বাঙ্গালায় √ খা আসে নাই। প্রা° √ খা বাঙ্গলায় আসিয়াছে। প্রা° খা ধাতুর অনেক রূপের সহিত বাঙ্গালার মিল আছে। যথা—প্রা° খাই, খাউ, খামু। বাং খাই, খাউক, খামু প্রভৃতি।

৩৩। পরিখা-বাচক "খাই" শব্দ বাঙ্গালায় প্রা॰ হইতে আগত, স॰ 'খাত' বা 'খাতিকা' হইতে নহে। দ্রষ্টব্য—দে না॰ মা॰।

৩৪। "থাম" প্রা॰ "থম্‌ভ" শব্দ হইতে উৎপন্ন। স॰ 'স্তম্ভ' শব্দের সহিত ইহার সম্পর্ক দূরতর।

৩৫। "খিড়কি"। প্রা॰ "খড়ক্কী" হইতে আগত। স॰ সাহিত্য বা কোষে "খড়ক্কী" শব্দের প্রবেশ প্রাকৃত হইতে। শব্দটির মৌলিক অর্থ লঘুদ্বার, "বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ" ইহার গৌণ অর্থ।

৩৬। √ "খুজ"। দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ "খোজ্জ" হইতে। মৌলিক অর্থ 'পথচিহ্ন', আজকাল 'অনুসন্ধান' অর্থে প্রচলিত। বিলোড়নার্থক স॰ √ খজ হইতে ইহার উৎপত্তি কল্পনা করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। আর এক কথা, কোষকার ইহাকে গ্রাম্য বলিলেন কেন ? শিক্ষিত মহলে বা আজকালকার সাহিত্যেও ত ইহার ব্যবহার আছে।

৩৭। প্রাকৃতে খননার্থক √ খুড় রহিয়াছে। ইহা হইতেই বাঙ্গালায় 'খুড়' ধাতু আসিয়াছে। ইহা স॰ √ খুণ্ড হইতে জাত নহে।

৩৮। "খুদ" শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"তণ্ডুলচূর্ণ বা গুঁড়া" এবং তদনুসারে স॰ "ক্ষোদ" শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র "তণ্ডুল-কণা" অর্থে "খুদ" শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং তদনুসারে স॰ ক্ষুদ্র, প্রা॰ খুদ শব্দ হইতে ইহা জাত। কলিকাতা অঞ্চলেও "খুদ" শব্দের অর্থ "তণ্ডুল-কণা"। চাউল ঝাড়িলে যে গুঁড়া বাহির হয়, তাহার নাম "কুঁড়া" এবং চাউলের যে ছোট ছোট অংশ বা 'কণা', তাহার নাম "খুদ"। কোষকার ধর্ম্মমঙ্গল হইতে (কেহ দিত খুদ কুঁড়া কেহ শাক লাউ) খুদ শব্দের যে দৃষ্টান্ত তুলিয়াছেন, তাহার অর্থও "চাউলের গুঁড়া" নহে,—চাউলের কণা।

৩৯। "খেঙ্গরা" শব্দ স॰ "খিঙ্খির" শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন করা হইয়াছে। শব্দটি অর্ব্বাচীন সংস্কৃত। কোষে ইহার যে সকল অর্থ ধরা হইয়াছে, তাহার মধ্যে "খেংরা" অর্থ পাওয়া গেল না। কোন্ কোষ গ্রন্থে "খেংরা" অর্থে "খিঙ্খির" শব্দ রায় মহাশয় পাইয়াছেন, জানাইলে আমাদের সন্দেহ দূর হইতে পারে।

৪০। "খোড়ল" প্রা॰ "কোড়র" হইতে আগত। অপভ্রংশ প্রা॰ "খোক্কর"। পূর্ব্ববঙ্গে খোক্কল।

৪১। "খোঁড়া, খোড়া"। দেশী প্রা॰ "খোড়" হইতে আসিয়াছে। "খোড়" শব্দ প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছে।

৪২। "গইরা, গহিরা, গহেরা" প্রভৃতি শব্দ প্রা॰ "গহির" শব্দ হইতে আগত। স॰ গভীর হইতে নহে।

৪৩। "গড়" শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"পরিখা" এবং গড় শব্দটি সংস্কৃত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে "পরিখা" অর্থে 'গড়' শব্দের প্রয়োগ

পাওয়া যায় না।—সব জায়গায়ই 'দুর্গ' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'গড়' শব্দ সংস্কৃতও নহে, দেশী প্রা° "গঢ়" হইতে আগত। যথা—"গঢ়ো দুর্গম্।"—দে° না° মা°। "গঢ়েতি দেঙ্গো দুর্গে।"—কু° চ। প্রাচীন সাহিত্যে 'দুর্গ' অর্থে 'গঢ়' ও 'গড়'—দুইএরই ব্যবহার আছে। যথা—"সুমেরু আকার **গঢ়ে**।"—কৃ° কী°। "তাহাতে নির্ম্মাণ কৈল কনক লঙ্কাপুরী। **গঢ়** পরিখা তার লঙ্ঘিতে না পারি"—কৃ° রা°। "**গড়ের** বাহিরে কার কটকের রোল।" —ঐ। "**গড়ের** প্রাচীর জত, পাষাণ আর মরকত, নানা বৃক্ষ দেখে স্থানে স্থানে।"—হংসদূত। সংস্কৃত সাহিত্যে বা কোষে 'গড়' শব্দের প্রবেশ নিতান্ত আধুনিক এবং প্রাকৃত হইতে। প্রাচীন প্রামাণ্য সং কোষে পরিখাবাচক 'গড়' শব্দ পাওয়া যায় না। নিতান্ত আধুনিক শব্দরত্নাবলীতে 'পরিখা' অর্থে 'গড়' শব্দ ধৃত হইয়াছে। শব্দরত্নাবলীকার মথুরেশ আড়াই শ বছর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। দুর্গের সহিত পরিখার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বলিয়া পশ্চিম এবং পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানের অশিক্ষিত লোকেরা ভ্রমবশতঃ 'পরিখা' বা 'খাত' অর্থে 'গড়' শব্দ ব্যবহার করে এবং আজকাল ভদ্রলোকের মধ্যেও কোন কোন জায়গায় এই ভুল প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হয়, এইরূপ কোন স্থানের লোক-ব্যবহার দেখিয়াই শব্দ-রত্নাবলীকার মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার উহাকে সংস্কৃত বলিয়া কোষে তুলিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুম, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে শব্দরত্নাবলী হইতেই পরিখাবাচক 'গড়' শব্দ তোলা হইয়াছে। রায় মহাশয়ও বোধ হয়, শব্দকল্পদ্রুম দেখিয়াই উহাকে সংস্কৃত বলিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক এক-মাত্র শব্দরত্নাবলীর খাতিরে প্রাচীন বাঙ্গালার সমস্ত প্রয়োগ, দেশীনামমালা ও কুমারপাল-চরিতের মত গ্রন্থকে উপেক্ষা করা ঠিক নহে। "গড়-খাই" সহচর শব্দ নহে। গড়—দুর্গ, খাই—পরিখা।

৪৪। √ "গা"। প্রা° √ "গাঅ" হইতে আগত। স° √ গৈ হইতে নহে।

৪৫। গ্রাম-বাচক 'গাঁ' শব্দ প্রা° "গাম" হইতে উৎপন্ন।

৪৬। স° "গবী" হইতে 'গাই' শব্দ আনিয়া কোষকার নিজেই সন্তুষ্ট হন নাই। অথচ প্রা° "গাঈ" শব্দই যে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, ইহাও তিনি স্বীকার করেন নাই। দ্রষ্টব্য—প্রা° স°।

৪৭। "গাছ" প্রা° 'গচ্ছ' শব্দ হইতে আগত। 'গচ্ছ' স° শব্দ নহে,—প্রাকৃত; পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছে।

৪৮। √"গাজ" প্রা° √ 'গজ্জ' হইতে উৎপন্ন। স° √ গর্জ্জ হইতে আসা অস্বাভাবিক। গজ্জ—গাজ; গর্জ্জ—গরজ। 'গাজন' শব্দ সম্বন্ধেও আমাদের এই বক্তব্য।

৪৯। "গাঁঠি, গাঁঠ" প্রা° 'গণ্ঠী' শব্দজ। স° 'গ্রন্থি' হইতে নহে।

৫০। ভক্ষণার্থক স° √ গৃ হইতে বাঙ্গালা √ "গাড়" কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। গর্ত্ত শব্দের প্রা° রূপ "গড্ড"; ইহা হইতেই বাঙ্গালা √ গাড় আসিয়াছে। √ গাড়া, গাড়া শব্দ—উভয়ই গড্ড হইতে।

৫১। "গাত" প্রা° "গত্ত" শব্দজ, স° 'গর্ত্তিকা' হইতে আগত নহে।

৫২। "গাহক…ঘা° (স° গায়ক, গাথক)। গায়ক। স্ত্রী° গাহকী, গাহকিনী (চণ্ডী: পদে)।" এ অর্থ ঠিক হয় নাই। চণ্ডীদাসের যে পদে 'গাহক, গাহকী বা গাহকিনী' শব্দের ব্যবহার আছে, সেখানে ইহা "গায়ক" অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, "গ্রাহক" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

দোকান দাকান মেলিলা তখন
দেখিয়া **গাহকীগণ**।
কহয়ে পশারী বহু দ্রব্য আছে
যে চাহে নিতে যে ধন॥*

৫৩। "গিমা" শাগ। স° গ্রীষ্ম শব্দের প্রা° রূপ "গিম্হ"। "গিম্হ" হইতেই "গিমা" শব্দ উদ্ভূত। 'গ্রীষ্মসুন্দরক' ইহার তৈরী স° নাম।

৫৪। "গো" সম্বোধনে। ইহা দেশী প্রা° হইতে আগত। স° 'অঙ্গ' হইতে নহে।

৫৫। "গোছা, গোছ" প্রা° "গোচ্ছ" বা "গোছ" হইতে আসিয়াছে।

৫৬। "গোটা…ণ (স° একটা হইতে। একটা—এগটা—গটা।" সংস্কৃত কোষ বা সাহিত্যে বিদ্যানিধি মহাশয় "একটা" শব্দ কোথায় পাইয়াছেন, জানাইলে বাধিত হইব।

৫৭। "গোঠ" প্রা° "গোট্‌ঠ" শব্দ হইতে আগত, স° 'গোষ্ঠ' হইতে নহে।

৫৮। "গোড়" শব্দটিকে সংস্কৃত হইতে আনিতে যাইয়া কোষকার "ঘুট, ঘুটি, ঘুটিকা" ও "গোহির" প্রভৃতি শব্দ তুলিয়াছেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া স° কুপর (কুর্পর ?) শব্দের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃতে "পা" অর্থে "গোড়" শব্দ রহিয়াছে, তাহা তিনি তোলেন নাই। যথা,—"অহং তে মুণ্ডে **গোড়ং** দইস্সং।"—মৃ° ক°।

৫৯। "গোবর"। দেশী প্রা° "গোবর" হইতে বাঙ্গালায় আগত, স° 'গোবিট' হইতে নহে। 'গোবর' শব্দের মৌলিক অর্থ—শুষ্ক গোময়, করীষ। বাঙ্গালায় অর্থান্তর হইয়াছে।

৬০। "গোয়ালা, গয়লা"। প্রা° "গোঅলা" হইতে আসিয়াছে, স° 'গোপালক' হইতে নহে।

৬১। "গোরা, গোরী"। প্রা° গোরা, গোর, গোরি। এই প্রা° রূপই প্রাচীন বা আধুনিক বাঙ্গালায় বর্ত্তমান। স° 'গৌর' শব্দকে ইহার মূল বলিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

৬২। "গোরু, গরু"। ইহা স° "গৌঃ" হইতে জাত নহে। প্রা° "গোণ" শব্দ অপভ্রংশ প্রাকৃতে প্রথমার একবচনে "গোণু" হয়। এই "গোণু" হইতেই "গোরু" ও "গরু" হইয়াছে।

৬৩। "ঘড়া" প্রা° "ঘড়" শব্দ হইতে; স° ঘট হইতে নহে। 'ঘড়ী'—প্রা°।

* চণ্ডীদাসের পদাবলী, সা° প° সংস্করণ, ৭১ সংখ্যক পদ।

৬৪। "ঘরণী, ঘরিণী" প্রা° "ঘরিণী" হইতে আগত, স° 'গৃহিণী' হইতে নহে।

৬৫। √"ঘষ", প্রা° √ঘস হইতে; স° √ঘৃষ অনুকরণে আজকাল 'ষ' হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় √ঘস পাওয়া যায়।

৬৬। "ঘা" প্রা° "ঘাঅ" হইতে; স° 'ঘাত' ইহার মূল নহে। প্রাচীন বাঙ্গালায় অবিকল "ঘাঅ" শব্দই পাওয়া যায়। যথা,—"দেখি বুকে **ঘাঅ** দিল রাহী।"—কৃ° কী°।

৬৭। "ঘাঘরা, ঘাগরা" প্রা° 'ঘগ্ঘর' হইতে। শব্দটি দেশী প্রাকৃত।

৬৮। "ঘাম" প্রা° "ঘম্ম" শব্দ হইতে আগত। স° 'ঘর্ম্ম' হইতে 'ঘরম' হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

৬৯। "ঘি" প্রা° 'ঘিঅ' হইতে উৎপন্ন, স° 'ঘৃত' হইতে নহে।

৭০। "ঘোল" শব্দটি সংস্কৃত নহে—প্রাকৃত; পরবর্ত্তী কালে প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে। কোষকার 'ঘোলা' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—"ঘোল তুল্য আবিল। জল ঘোলা করা…কাদা উঠাইয়া ঘোলের মতন করা।" ইহা ঠিক নহে। প্রা° √ঘোল অর্থ 'ঘূর্ণন'। ঘুরাইলে বা আলোড়ন করিলে কাদা উঠিয়া যে জল ময়লা হয়, তাহাকেই "ঘোলা জল" বলে। উহার অর্থ "ঘোল তুল্য আবিল" নহে। জল ঘোলান—অর্থ জল ঘুরাণ। নদীতে ঘোলা পড়া—অর্থ ঘূর্ণাবর্ত্ত পড়া। "ঘোলাই"—অর্থ "ঘোলের তুল্য আবিল করি" নহে, ঘোলাই—ঘূর্ণিত করি। এই 'ঘোল' হইতেই বা° গোল বা √গুল আসিয়াছে। মাথা গুলিয়ে গেছে—অর্থ মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। চরকা ঘুরাইয়া ঘোল করিতে হয়, তাই ঘোলের নাম 'ঘোল'।

বঙ্গভাষার যাবতীয় শব্দই সংস্কৃত-ভব, কোষকার তাঁহার কোষে এই মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শব্দকোষ সমালোচনার উত্তরেও তিনি বলিয়াছেন যে, "অনেকে মনে করিতেন, বাঙ্গালা ভাষা দেশজ শব্দে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতের পক্ষপাতী না হইলে তাঁহাদের দেশজ শব্দের অধিকাংশ যে সংস্কৃত-ভব, এই মত স্থাপন অসাধ্য হইত।"* এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতেছে এই যে, "সংস্কৃত" শব্দ তিনি কোন্ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন? আধুনিক সংস্কৃত কোষে হাত-নাগাত যত শব্দ সংস্কৃত বলিয়া স্থান পাইয়াছে, তাহা সমস্তই যদি তিনি সংস্কৃত বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। অনেকেই জানেন, বাঙ্গালা ভাষার মত সংস্কৃত ভাষায়ও অন্যান্য বহু বৈদেশিক ভাষার শব্দ স্থান পাইয়াছে। বৈদিক সময়ের অনার্য্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাহার পরে অনেক বিদেশীয় জাতি বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাদের ভাষার সহিত সংস্কৃতের আদান-প্রদান হইয়াছে। অবশ্য এই আদান-প্রদানের মধ্যে সংস্কৃত যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সে গড়িয়া-পিটিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে বটে; কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই শ্রেণীর সংস্কৃত শব্দকে কেবল "সংস্কৃত" বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, ইহার মূলও দেখাইতে হইবে। এ ত অতি দূরের কথা।

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২০শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ৬৮ পৃঃ, ২৩ প°।

সে দিনকার অপভ্রংশ প্রাকৃত হইতে যে সব শব্দ সংস্কৃতে গিয়াছে, যাহার সংস্কৃত রূপে এখনও প্রাকৃত বা দেশভাষার গন্ধ ভর্-ভর্ করিতেছে, তাহাকে ধরা তত শক্ত নহে। শব্দকোষ পড়িয়া বুঝিলাম, এই শ্রেণীর শব্দকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা সম্যক্‌ভাবে হয় নাই। অর্ব্বাচীন সংস্কৃত কোষে তিনি যে সব শব্দ পাইয়াছেন, তাহাকেই সংস্কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদিও ইহার অধিকাংশ শব্দ যে খাঁটি সংস্কৃত নহে, অন্য কোন ভাষা হইতে আগত, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার যাবতীয় শব্দ যে সংস্কৃত-ভব, এই শ্রেণীর হালি সংস্কৃত শব্দ দিয়াই রায় মহাশয় তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আধুনিক সংস্কৃত কোষগুলির হজমি শক্তির কথা এই জায়গায় একটু বলা আবশ্যক। অনেকেই জানেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্ব হইতে রাজা রাধাকান্তদেবের সময় পর্য্যন্ত এ দেশে অনেকগুলি সংস্কৃত অভিধান রচিত হইয়াছিল। এই সকল অভিধানে অধিকাংশ বাঙ্গালা শব্দেরই সংস্কৃত প্রতিরূপ পাওয়া যাইবে। যেমন—বাঙ্গালা খোস পাঁচড়ার সং 'খস', বাং খাগড়া, সং খগ্‌গড়, বাং খই, সং খদিকা, বাং গড়, সং গড়, ইত্যাদি। অবশিষ্ট যাহা বাকী ছিল, তাহা পূরণ করিয়াছেন—রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। তাঁহার সংকলিত শব্দকল্পদ্রুমে হিন্দী "খানাপিনা" শব্দকেও তিনি সংস্কৃত করিয়া "খানপান" করিতে ছাড়েন নাই।* এই শ্রেণীর কোষ দেখিয়া বাঙ্গালার যাবতীয় শব্দকে সংস্কৃত-ভব বলিলে ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া তাহার মূল্য অধিক হয় বলিয়া মনে করা যায় না। আরবী, পারসী শব্দ বাঙ্গালায় অনেক আছে এবং তন্মধ্যে অনেক শব্দ খাঁটি বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। এই সব শব্দকে কেবল বাঙ্গালা বলিয়াই যেমন বিদ্যানিধি মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই, তাহার মূল আরবী, পারসী শব্দ দেখাইয়াছেন, তেমন সংস্কৃত শব্দের—অন্ততঃ অর্ব্বাচীন সংস্কৃত শব্দগুলিরও মূল দেখাইবার চেষ্টা করিলে ভাষাতত্ত্বের উপকার হইত। আশা করি, পরিশিষ্টে কোষকার এ সব কথা বিবেচনা করিবেন।

সময় ও সুবিধা হইলে শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

---

* খানপানং (ক্লী) কঠিনদ্রবদ্রব্যয়োর্গলাধঃকরণং। খানাপিনা ইতি হিন্দী ভাষা। যথা। সদ্ভাবেন হি তুষ্যন্তি দেবাঃ সৎপুরুষাঃ দ্বিজাঃ। ইতরাঃ খানপানেন বাক্‌প্রদানেন পণ্ডিতাঃ॥"

কামাখ্যা মন্দির*

আজ আমি আপনাদের সমক্ষে কামাখ্যা মন্দির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে উপস্থিত হইয়াছি। ইতিহাসের কোন্ অতীত কালে, এই কামাখ্যা-পীঠকে এক মহা তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। যে দিন হইতে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই যে এইখানে একটি মন্দির নির্ম্মিত ছিল, সেইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, মন্দিরের মধ্যে উপাসনা-পদ্ধতি প্রথমে বৌদ্ধেরাই প্রচলিত করে, সেই জন্য হিন্দু দেবদেবীর মন্দির সব বৌদ্ধ প্রভাবের পরে হইয়াছে। এই মত কত দূর সমীচীন, তাহা আমি বলিতে পারি না। পীঠ-সৃষ্টির পৌরাণিক বিবরণ অনেকেরই জানা আছে। দক্ষযজ্ঞের পরে সতী-দেহকে ভগবান্ বিষ্ণু কিরূপে ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে ক্ষেপণ করেন, তাহা কালিকাপুরাণে এবং অন্যান্য পুরাণেও বিশদভাবে বিবৃত আছে ; কিন্তু এই সতীদেহের পৌরাণিক উপাখ্যানের বীজ গোপথ-ব্রাহ্মণেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজে প্রতিপন্ন হয় যে, কামাখ্যা-পীঠ একটি অতি প্রাচীন পুরাণ-প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র। ক্ষেত্রটি যেরূপ পুরাতন, কিংবদন্তী বিশ্বাস করিতে হইলে, তাহার মন্দিরও সেইরূপ প্রাচীন ছিল। এই ক্ষেত্রের উপর প্রথম মন্দির নরকাসুর নির্ম্মাণ করান। নরকাসুর ত্রেতা যুগের লোক ছিলেন। বশিষ্ঠ মুনিকে উপাসনার জন্য কামাখ্যা-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন নাই বলিয়াই এই দেশ বশিষ্ঠ-শাপগ্রস্ত হয় এবং তার পরেই বশিষ্ঠদেব, বিখ্যাত বশিষ্ঠাশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানে উপাসনা করেন। বশিষ্ঠ ঋষিও ভগবান্ রামচন্দ্রের কালের অর্থাৎ ত্রেতাযুগের লোক ছিলেন। সেই জন্যই বলি, জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস করিতে হইলে কামাখ্যার প্রথম মন্দির নরকাসুর কর্ত্তৃক ত্রেতা যুগেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। প্রকৃত পক্ষে নরকাসুর কোনও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন কি না, তাহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায় না। তবে যুআন্ চোয়াং যখন খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রাক্কালে এই দেশ পরিভ্রমণ করেন, তখন গৌহাটী নগরের চতুঃপ্রান্তে অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আছে বলিয়া যে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভিতর যে কামাখ্যামন্দির বর্ত্তমান ছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। বাস্তবিক এই নগরের চতুষ্পার্শ্বে যে সব ছোট-বড় পাহাড় আছে, তাহাদের সকলের শিখরদেশেই মন্দির বা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। আপনাদের অনেকেই হয় ত জানেন যে, অল্প দিন হইল, কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে আমি এবং আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয় কণ্ঠাচল এবং শরণীয়া পর্ব্বতের শিখরে কোন অতীত কালের দুই দেব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছি। এইরূপে ছোট-বড় সব পাহাড়ের মস্তকদেশে

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—গৌহাটী শাখার অধিবেশনে পঠিত।

মন্দির থাকিলে, সেই সময় নীলাচলের মত সুরম্য এক উচ্চ পাহাড়ের শিখরদেশে, কামাখ্যা-পীঠের মত চির প্রসিদ্ধ এক পীঠের উপর যে কোনও মন্দির ছিল না, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। সেই জন্য অন্ততঃ সপ্তম শতাব্দীতে যে কামাখ্যা-মন্দির বর্ত্তমান ছিল, তাহা আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাতা কোচ-বিহারের মহারাজ নরনারায়ণ। তিনি তাঁহার ভাই শুক্লধ্বজকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করেন। সেই জন্য ইহা বলা যাইতে পারে যে, সপ্তম শতাব্দীতে যে মন্দির বর্ত্তমান ছিল, সেই মন্দির ভগ্ন হওয়াতেই কোচরাজ নরনারায়ণ এই মন্দির নির্ম্মাণের সুযোগ পাইলেন। আসামের ইতিহাসে দেখা যায় এবং জনশ্রুতিও তাহা প্রতিপন্ন করে যে, কালাপাহাড় একবার এই মন্দির ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। কালাপাহাড় বঙ্গদেশের নবাব সুলেমান কারাণির সেনানায়ক ছিলেন। সুলেমান কারাণি ১৫৬৩ খৃঃ অঃ হইতে ১৫৭২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। মুসলমান-ইতিহাস রিয়াজসউস সালাতিন অনুসারে সুলেমান কারাণি ১৫৬৮ খৃঃ অঃ কোচ-বিহার আক্রমণ করেন। তাহা হইলে ১৫৬৮ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে কালাপাহাড় কিরূপে এই মন্দির ভাঙ্গিতে পারে, তাহার মীমাংসা করা যায় না। আগেকার কামাখ্যা-মন্দির যে এক সময় ভগ্নাবস্থায় ছিল, তাহা মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বিচ্ছিন্ন সুবৃহৎ খোদিত প্রস্তরখণ্ড-সমূহই ঘোষণা করিতেছে এবং কোচ-রাজার মন্দির পুনর্নির্ম্মাণও সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদান করিতেছে। তাহা হইলে পূর্ব্বকার মন্দির কিরূপে ভূতলশায়ী হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নয়। কিন্তু খুব সম্ভব কালাপাহাড় ইহার জন্য দোষী নয়। এই দেশের অনেক মন্দির যে ভূমি-কম্প কর্তৃক ভূপাতিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই এবং পূর্ব্বতন কামাখ্যা-মন্দিরও সম্ভবতঃ ভূমিকম্পেই নষ্ট হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান মন্দির যে কোচ-বিহারের রাজা নরনারায়ণ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, প্রস্তরফলকই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই প্রস্তর-ফলক হইতে জানা যায় যে, "তুরঙ্গ-গজ-বেদ-শশাঙ্ক-সংখ্যে" অর্থাৎ ১৪৮৭ শকাব্দে বা ১৫৬৫ খৃঃ অঃ মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার প্রিয় সহোদর শুক্লধ্বজ (যিনি আসাম বুরঞ্জীতে "চিলা রায়" নামে প্রসিদ্ধ) দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। এই শিলালিপি বর্ত্তমান কামাখ্যা-মন্দিরের অভ্যন্তরে দেয়ালের গায়ে সুরক্ষিত আছে। এই শিলালিপি মন্দিরের ভিতর অন্ধকারে অবস্থিত বলিয়া তাহার প্রতিলিপি উদ্ধার করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। আমি আপনাদের অবগতির জন্য তাহার এক প্রতিলিপি এই স্থলে প্রদর্শন করিলাম। এই লিপি হইতে সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অসমীয়া ভাষার অক্ষরমালার আকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। শিলালিপির পাঠ এই,—

লোকানুগ্রহকারকঃ করুণয়া পার্থো ধনুর্ব্বিদ্যয়া
দানেনাপি দধীচি-কর্ণ-সদৃশো মর্য্যাদয়াম্ভোনিধিঃ।

নানাশাস্ত্র-বিচার-চারু-চরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বলঃ
কামাখ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো নৃপঃ ॥
প্রাসাদমদ্রিদুহিতুশ্চরণারবিন্দভক্ত্যাকরোত্তদনুজো বরনীলশৈলে।
শ্রীশুক্লদেব ইমমুল্লসিতোপলেন শাকে তুরঙ্গ-গজ-বেদ-শশাঙ্ক-সংখ্যে ॥
তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্রমৌলিস্থলী-
মাণিক্যং ভজমানকল্পবিটপী নীলাচলে মঞ্জুলং।
প্রাসাদং মুনিনাগবেদশশভৃৎ শাকে শিলারাজিভিঃ
দেবীভক্তিমতাম্বরো রচিতবান্ শ্রীশুক্লপূর্ব্বধ্বজঃ ॥

অর্থাৎ যিনি করুণা-বিতরণে লোক-বান্ধব সূর্য্যের সদৃশ, ধনুর্ব্বিদ্যায় অর্জ্জুনের সদৃশ, দানে দধীচি এবং কর্ণের সদৃশ, মর্য্যাদায় সাগর সদৃশ, নানাশাস্ত্রালোচনায় যাঁহার চরিত্র সুন্দর হইয়াছে, যাঁহার উজ্জ্বল রূপ কন্দর্প সদৃশ, সেই কামাখ্যার চরণ-সেবক শ্রীমল্লদেব নৃপতি জয়যুক্ত হউন। তাঁহার অনুজ শ্রীশুক্লদেব, ১৪৮৭ শকাব্দে, মনোরম নীলাচলে, উল্লসিত প্রস্তরের দ্বারা, গিরিজার চরণারবিন্দে ভক্তিবশতঃ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। তাঁহারই প্রিয় সোদর, বিপুল যশঃশালী, বীরেন্দ্রগণের মুকুট-মণি এবং যাচকদিগের কল্পবৃক্ষ, দেবীভক্তগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীশুক্লধ্বজ নীলাচলে ১৪৮৭ শকাব্দে, শিলারাজি দ্বারা এই সুন্দর মন্দির রচনা করিলেন।

এখন এই মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অসমীয়া সাহিত্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। মহারাজ নরনারায়ণ যখন তাঁহার প্রিয় সহোদর শুক্লধ্বজের সাহায্যে আসাম, মণিপুর, জয়ন্তা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দেশে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তখন নরনারায়ণ এবং চিলারাই দুই জনেই কামাখ্যা দর্শন করিতে গেলেন,—

এহি বুলি আলোচিয়া রাজা মহামতি।
গোসানীর থানে দুয়ো চলিল সম্প্রতি ॥
নীল পর্ব্বতর মধ্যে মহারম্য স্থান।
ভগ্ন মঠচিহ্ন দেখিলন্ত বিদ্যমান ॥—(৪৯২ দরঙ্গরাজবংশাবলী, ৯৭ পৃঃ)

কিন্তু তখন মঠ নির্ম্মাণ করা হইল না। তাঁহারা গৌড়দেশ আক্রমণ করিতে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। গৌড়েশ্বরের সহিত নরনারায়ণের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে চিলারায় গৌড়েশ্বরের কাছে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। তখন কারাগারে শুক্লধ্বজ কায়মনোবাক্যে কামাখ্যার চরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই বার যদি তিনি দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে প্রথমেই তিনি কামাখ্যার মঠ-সংস্কার করাইবেন। মঠ সংস্কার না করিয়া যুদ্ধযাত্রা করা তাঁহার অতীব আত্মগ্লানির কারণ হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন,—

তযু মঠ না বান্ধিলো অবজ্ঞা করিলো।
এতেক শত্রুর হাতে বন্দীত পরিলো ॥—(৫১১, দ° ব°, পৃ° ১০০)

এই সময়ে গৌড়েশ্বরের মাতা সর্প-দংশন-জনিত অতি সঙ্কটাবস্থায় ছিলেন। নানা ঔষধ প্রয়োগেও তাঁহার কোনও উপকার হইল না। তখন মা কামাখ্যার নাম করিয়া চিলারাই মন্ত্রে ঝাড়িয়া গৌড়েশ্বরের মাতাকে বাঁচাইলেন। সেই জন্য চিলারাইকে মুক্ত করিয়া গৌড়েশ্বর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন এবং তখন অবধি গৌড়েশ্বরের সঙ্গে কোচরাজাদের বহু কাল পর্য্যন্ত সদ্ভাব স্থাপিত ছিল।

চিলারায় বাড়ী ফিরিয়া গিয়াই ভায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মেঘামুকদুম নামক জনৈক বিচক্ষণ কারিগরকে আনাইয়া তাহাকে বলিলেন,—

শিলাকুটি সুতার বারই শিল্পকার।
চুনেরী সোণারী আরু কমার-কুমার॥—(৫৩৭ দরঙ্গরাজবংশাবলী, পৃ°১০৪)
অসংখ্য পদাতীগণ করি একঠাই।
বোলে নীলাচলে মঠ সজায়োক যাই॥—(৫৩৮ ঐ)

মেঘামুকদুম গিয়া প্রথমে সমস্ত মন্দির পূর্ব্বকার মত পাথর দিয়া রচনা করিবার মানস করিলেন এবং পাথর দিয়াই কাজ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিলেন না,—

প্রথমে শিলার মঠ নির্ম্মাণ করিলা।
এক রাত্রি থাকি সিতো খসিয়া পড়িলা॥—(৫৩৯ ঐ)
পুনরপি সেই মঠ নির্ম্মাণ করন্ত।
রজনী অন্তরে পুনু খসিয়া পরন্ত॥—(৫৪০ ঐ)

মেঘামুকদুম মহা বিপদে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তদ্গতচিত্তে দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন এবং অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া মহা আয়োজনে পূজা আরম্ভ করিলেন। মহামায়া মেঘামুকদুমকে স্বপ্নাদেশ করিলেন,—

দেবী বোলে পূর্ব্বে মঠ যবনে ভাঙ্গিলা।
আরু কলিযুগ আসি আপুনি মিলিলা॥
এতেকে শিলার মঠ নুহিকন্ত ভাল।
কুমারে পাগোক ইটা বান্ধি অগ্নিশাল॥—(৫৪২ ঐ)
সেই ইটা আনি তঞি ঘৃতত ভাজিবি।
করাল পাগিয়া মঠ নির্ম্মাণ করিবি॥
এহি বুলি মহেশ্বরী ভৈলা অন্তর্দ্ধান।
চেতন লভিয়া মেঘা ভৈলা দিব্য জ্ঞান॥—(৫৪৩ ঐ)

এই স্বপ্নাদেশের পর মেঘামুকদুম পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করার আশা পরিত্যাগ করিয়া, ইট দিয়াই মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। কামাখ্যা-মন্দিরের প্রত্যেকখানি ইট ঘৃতে ভাজা হইয়াছিল।

কুমার আনিয়া ইটা সাজাইবাক দিলা ।
পাগিয়া ইটাক আনি ঘৃতত ভাজিলা ॥
করাল পাগিয়া পুনু ভৈলা সাবধান ।
মৃণ্ময় মঠ তবে করিলা নির্ম্মাণ ॥—(৫৪৪ দরঙ্গরাজবংশাবলী, পৃ° ১০৬)
ছয় মাস মানে মঠ যেবে বান্ধা ভৈল্য ।
তেবে নৃপতিক ঠাই দূতক পঠাইল। ॥—(৫৪৫ ঐ)

জনশ্রুতি আছে যে, কামাখ্যা-মন্দিরের প্রত্যেক ইট ১ রতি করিয়া স্বর্ণ দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে শুনিয়া দুই ভাই পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং দুই ভাই মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য যাত্রা করিলেন।

বিধিমতে মঠক প্রতিষ্ঠা করাইলন্ত ।
যতেক দক্ষিণা দিলা নাহি আদি অন্ত ॥—(৫৪৬ ঐ, পৃ° ১০৬)
মহিষ ছাগল হংস মৎস্য পারাবত।
হরিণ কচ্ছপ বলি উপহার যত ॥
পূজা করাইলন্ত চতুঃষষ্টি উপচারে ।
সপ্ত দিন আছে দুই ভাই নিরাহারে ॥—(৫৪৭ ঐ)
তিন লক্ষ হোম দিলা এক লক্ষ বলি।
সাত কুড়ি পাইক দিলা কহি তাম্র ফলি ॥
সুবর্ণ রজত তাম্র কাংস্য পাত্রচয়।
অখণ্ড প্রদীপ উচর্গিলা মনোময় ॥—(৫৪৮ ঐ)
দিনে দিনে পঠে হোম পূজা করিবন্ত ।
প্রতিদিনে পাঞ্চ পূরা চাউল লগাইবন্ত ॥
তিল ভুষি গ্রাম্য শস্য সমে উচর্গিলা ।
তাল যন্ত্র শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য সব দিলা ॥—(৫৪৯ ঐ)
দণ্ড ছত্র সিংহাসন শ্বেত যে চামর।
উচর্গা করিলা নারায়ণ নৃপবর ॥
ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ নট ভাট তাঁতী মালী ।
কমার কহার বায়ে ধোবা সালেই তেলী ॥—(৫৫০ ঐ)
সোনারী কুমার হীরা কৈবর্ত্ত চমার ।
মুচি আর হাড়ী আদি দিলা নিরন্তর ॥
সাঙ্গোপাঙ্গে খুন দিলা পঁচিশ হাজার ।
* * * * * * ॥—(৫৫১ ঐ)

কামাখ্যার প্রকৃত মন্দির ছাড়া তাহাতে সংলগ্ন আর দুইটী নাট-মন্দির নির্ম্মিত হইয়া-

ছিল,—একটার নাম পঞ্চরত্ন, আর বড় হলের মত যেটি, তাহাকে নবরত্ন বলিত। পঞ্চরত্নের ভিতরেই এই শিলালিপি দেয়ালের গায়ে বসান আছে এবং পঞ্চরত্নের ভিতর, মহারাজ নর-নারায়ণ, শুক্লধ্বজ এবং মেবামুকদ্মের প্রস্তর-মূর্ত্তিও খোদিত আছে। সমস্ত মন্দিরটি চারি দিকে ইটের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই মন্দিরের গাথুনি কিরূপ দৃঢ়, তাহা ১৮৯৭ খৃঃ অঃ ভূমিকম্প স্মরণ করিলেই সহজে অনুমান করা যায়। সেই ভূমিকম্পে অনেক স্থানের মন্দির ভূপতিত হইলেও ৺কামাখ্যা-মন্দিরের কোনও হানি হয় নাই। আশা করি, এই মন্দির চিরদিন দণ্ডায়মান থাকিয়া কোচ-রাজদিগের কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

শ্রীহেমচন্দ্র দেব গোস্বামী

মন্তব্য—গেইট সাহেব তাঁহার আসামের ইতিহাস (E. A. Gait—*A History of Assam*, Calcutta, 1906) গ্রন্থে স্থানে স্থানে কামাখ্যা দেবীর ও কামাখ্যা-মন্দিরের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায় শুক্লধ্বজ কর্ত্তৃক মন্দির স্থাপন-বিষয়ক লিপির ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু মূল লিপিটি কোথাও দেওয়া হয় নাই।

এই প্রবন্ধলেখকের সংগৃহীত শিলালিপির নকল পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। পরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐ শিলালিপির আর একখানি ছাপ পাঠাইয়াছেন। দুই ছাপেরই স্থানে স্থানে অস্পষ্টতা আছে। রেফের চিহ্ন একটা স্থান ব্যতীত আর কোথাও দেখা গেল না। দুই ছাপ মিলাইয়া, লিপির পাঠ পংক্তি অনুসারে সাজাইয়া নিম্নে দিলাম।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

ওঁ লোকানুগ্রহকারকঃ করু(রু)
ণয়া পার্থো ধনুর্ব্বিদ্যয়া দানে
নাপি দধীচিকর্ণ শ(স)দৃশো মর্য্যাদ
য়াম্ভোনিধিঃ। নানাশাস্ত্রবিচারচা
রু(রু) চরিতঃ কন্দর্পরূ[পো]পাজ্জ(জ্জ্ব)লঃ কামা
খ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো
নৃপঃ॥ প্রাসাদমদ্রিদুহিতুশ্চরণা
রবিন্দভক্ত্যাকরোত্তদনুজো বরনীল
শৈলে। শ্রীশুক্লদেব ইমমুল্লসিতোপ
লেন শাকে তুরঙ্গগজবেদশশাঙ্কসংখ্যে [॥]

তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্রমৌলিস্থ
লীমাণিক্যং ভজমানকল্পবিটপী নীলাচলে ম
ঙ্গুলং॥ প্রাসাদং মুনিনাগবেদশশভৃৎশাকে শিলাভি
র্জিভিদে বীভক্তিমতাধরো ব্যচিতবান্ শ্রীশুক্লপূর্ব্বধ্বজঃ॥

কামাখ্যা-মন্দিরের শিলালিপি

সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তুজার আবির্ভাব-কাল*

একখানি ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ কোনও পুস্তকের ছিন্ন পৃষ্ঠা কুড়াইয়া পাইলে, উহাতে তাঁহাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরাণের অংশবিশেষ লিখিত থাকা সম্ভাবনায় সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া থাকেন। মুদ্রা-যন্ত্রের প্রসাদে এখন আর পুস্তকাদির ছিন্ন পত্রের বড় অভাব নাই; কিন্তু প্রস্তরখণ্ডাদিতে উৎকীর্ণ লিপি প্রভৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা আর সহজ-লভ্য নহে; তাই এখনও দেখিতে পাই, কোথাও আরবী বা পারসী-লিখিত প্রস্তরখণ্ড পাইলে, তাহাতে ভগবানের পবিত্র নাম লিখিত আছে জানিয়া, অজ্ঞ গ্রামবাসী মুসলমানেরাও সেগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে;—স্বধর্ম্মাবলম্বী বা বিধর্ম্মী কেহই তাহাদের সরল প্রাণে ব্যথা দিয়া, এরূপ কোনও খোদিত লিপি কেবল ঐতিহাসিক গবেষণার ওজুহাতে স্থানান্তরিত করিতে সাহসী হয় না। তাই অদ্য আপনাদের নিকট একখানি অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব তোগ্‌রা-অক্ষর-খোদিত সুন্দর আরবী প্রস্তর-লিপির পরিবর্ত্তে এই কারুকার্য্যবিশিষ্ট কষ্টি-প্রস্তরখণ্ডমাত্র আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার চিত্র পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। যে স্থানে প্রস্তরখানি পাওয়া যায়, তাহা মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত সুতী গ্রামের মুসলমান-পল্লীতে অবস্থিত। প্রাপ্তিস্থান সুতী থানা হইতে বড় অধিক দূরবর্ত্তী নহে। প্রস্তরখণ্ডটি দেখিলেই বুঝা যায় যে, উহা কোনও মস্‌জিদের খিলানে সংলগ্ন ছিল। মসজিদটি আর বর্ত্তমান নাই। যে সামান্য ইষ্টক-স্তূপের নিকট হইতে উহা সংগৃহীত হয়, তাহা বোধ হয়, সেই পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দিরেরই ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই ইষ্টক-স্তূপের কয়েক রশি দূরেই পূর্ব্বোক্ত যে তোগরা লিপি-খানি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বোধ হয়, এখনও বৃক্ষমূলেই সংলগ্ন রহিয়াছে। আমি তদানীন্তন সুতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (এক্ষণে ইন্সপেক্টার) প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে উহার একখানি ছাপ তুলিয়া লইতে সমর্থ হই। পরে জঙ্গীপুর বালিয়া-ঘাটাবাসী মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল ফজল সাহেব এবং জঙ্গীপুর স্কুলের সুযোগ্য মৌলবী ও হেয়ার স্কুলের প্রধান মৌলবী শ্রীযুক্ত খয়ের-উল-আনাম মহাশয়গণের সাহায্যে এই লিপির পাঠোদ্ধার ঘটে। নব পর্য্যায় বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় মল্লিখিত "Some Traditions about Sultan Alauddin Hossain Shah and Notes on Arabic Inscriptions from Murshidabad" নামক প্রবন্ধের চতুর্থ চিত্রে (Plate IV) এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের পরিশিষ্টে এই শিলালিপির অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। (লিপির পাঠ "ক" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

"পবিত্র পুরুষ (মোহম্মদ)—ভগবান্ যেন তাঁহার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন—বলিয়াছেন

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্ব্বিংশ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

যে, ভগবানের জন্য যে ব্যক্তি মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন—ভগবান্ তাঁহার জন্য স্বর্গে সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। চাঁদমালিকের পুত্র মহানুভব মোকর্‌রব্ খাঁ مقرب خان—উভয় জগতে খ্যাতাপন্ন—বিজয়-শ্রীর জন্মদাতা—তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব ভগবান্ সুদীর্ঘ কাল রক্ষা করুন—সেখ সৈয়দ আস্‌রাফ-উল-হোসেনীর পুত্র আলা-উদ্-দুনিয়া ওয়াদিন সুল্‌তান্ আবুল মুজফ্‌ফর হুসেন সাহের রাজত্বকালে এই "জামি" মসজিদ হিজরী ৯০৯ সনে (খৃ অঃ ১৫০৩—৪ অব্দে) প্রতিষ্ঠা করেন।" ইহা ব্যতীত প্রস্তর-মধ্যস্থ উদ্গত অংশে আরও দুইটি ছত্র লিখিত আছে;—একটির অর্থ—"এই মস্‌জিদ্ যেন মৃত্যুর পর পুনরুত্থান-কাল (resurrection) পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে" এবং "খোরসেদের মজ্‌লিসের (বা 'মজ্‌লিস্ খোরসেদের') যেন শুভ পরিণাম ঘটে।" দক্ষিণভাগস্থ প্রথমোক্ত পংক্তির অর্থ লইয়া কোনও গোল নাই—কিন্তু বামপার্শ্বস্থ শেষোক্ত পংক্তির সূর্য্যবাচক "খোর্‌সেদ" শব্দ ও "মজ্‌লিস্" শব্দ কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। Imperial Library গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট Bohair Library নামক আরবী ও পারসী পুস্তকাগারের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত খাঁ সাহেব আব্দুল মুক্‌তাদির মহাশয় "মজ্‌লিসে মাহ্ ও খোরসেদ" مجلس مه و خورشيد এইরূপ পাঠান্তর প্রস্তাব করেন। 'মজ্‌লিসে' শব্দের শেষাংশে "সিন" অক্ষরের উপরিভাগে م 'মিমে'র ন্যায় একটি অক্ষর দেখা যায়। কিন্তু মাহ্ শব্দের বক্রী অংশ ও 'و' উয়াও অক্ষরের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত আবুল ফজল সাহেব ছাপ দেখিয়া লিপিটি যেরূপ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতেও مجلس خورشيد را عاقبت باخير باد ("মজলিসে খোরশেদরা য়াকেবৎ বাখায়ের বাদ") এইরূপই লেখা রহিয়াছে। প্রস্তাবিত পাঠের চন্দ্র ও সূর্য্যের মিলনজ্ঞাপক ছত্রটির প্রকৃত অর্থও ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না। ইহাতে কোনও জ্যোতিষিক ইঙ্গিত সূচিত হইয়াছে, কিম্বা "খোরশেদ" শব্দে "সুলতান্" এবং মাহ্ শব্দে তাঁহার প্রধানা রাজ্ঞী, কি প্রধান অমাত্য, কি মস্‌জিদ্‌নির্ম্মাতা মোকর্‌রব্ খাঁই উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা স্থির করা সহজ নহে। আরবী লিপিতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত খাঁ সাহেব মৌলবী আব্দুল ওয়ালী মহাশয় "মজ্‌লিস্" শব্দটি খেতাবের ন্যায় সম্মানজ্ঞাপক বিশেষণ এবং "খোরশেদ" শব্দটি লিপি-খোদকের নাম বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার মতে লিপি-খোদক ভাস্কর এই ক্ষুদ্র পংক্তিতে নিজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা করিয়াছে। মৌলবী আব্দুল ওয়ালী সাহেব "মাহ ও খোরশেদ" এই পাঠান্তরের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে م এর ন্যায় অক্ষরটি খোদকের অনবধানতাঘটিত বাটালির চিহ্নমাত্র।

কালালনবি সাল্লাল্লাহ্ قال النبي صلى الله প্রভৃতি শব্দগুলি মস্‌জিদ্-সংলগ্ন লিপিসমূহে প্রায়ই দেখা যায়। ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ-সম্পর্কীয় লিপিসূচনায় ইহা একরূপ সাধারণ পদ্ধতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিঃ ৮৮৫ অব্দের গৌড়ের ইউসুফ সাহার লিপি (J. A. S. B. 1873, Vol XLII P. 277), মামুদ সাহের লিপি (Ibid P. 289) এবং হুসেন সাহার ৯০৭ হিঃ অব্দের মাচাইন্ মস্‌জিদের

লিপি (Ibid P. 293), ৯১১ হিঃ মালদহ মস্‌জিদের লিপি (Ibid P. 294), ৯০০ হিঃ অব্দের খেরুল লিপি (J. A. S. B. (N. S) Vol XIII p. 148) এবং হুসেন সাহার পুত্র নসরৎ সাহার ৯৩০ হিঃ সনের মঙ্গলকোটস্থ লিপি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিজরি ৮৮৪ অব্দের হজরৎ পাণ্ডুয়াস্থ ইউসুফ সাহের খোদিত লিপি ও মুর্শিদাবাদ বাবর-গ্রামের লিপির প্রথমাংশও এইরূপ। তবে প্রভেদের মধ্যে দেখা যায় যে, সুতী লিপির "بیوت" "বইয়েতান্" শব্দের পরিবর্ত্তে দুর্গবাচক "قصرا" "কস্‌রা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হুসেন সাহার রাজত্বকাল (১৪৯৩—১৫১৯ খৃঃ অঃ) পাঠান-রাজত্বের পূর্ত্তকার্য্যের সুবর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। তৎকালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে কূপ, জলাশয়, সেতু, বিদ্যালয়, সমাধিমন্দির, মস্‌জিদ্ ও দরওয়াজা باب প্রভৃতি নির্ম্মিত, হইয়াছিল। কলিকাতা যাদুঘরে, কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রাপ্ত হুসেন সাহার আমলের যে তিনখানি প্রস্তর-লিপি রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে আরবী ভাষায় ৯০৯ হিঃ অব্দে (খৃঃ অঃ ১৫০৩) একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ এবং ৯১৬ হিঃ অব্দে (খৃঃ অঃ ১৫১০) পুষ্করিণী খননের কথা লিখিত আছে। স্বর্গীয় ব্লকম্যান্ (Blochmann) মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন,—"বাঙ্গলার অপর কোনও নৃপতির রাজত্বকালের এত অধিক প্রত্নলিপি পাওয়া যায় না। প্রাক্ মোগলযুগের মুসলমান নরপতিগণের স্মৃতি জনপ্রবাদ ও স্থানাদির নামে সংরক্ষিত হওয়া বড়ই বিরল, কিন্তু ধার্ম্মিক হুসেন সাহা সুলতানের কীর্ত্তি ব্রহ্মপুত্র হইতে উড়িষ্যা-সীমান্ত পর্য্যন্ত অদ্যাপি ঘোষিত হইয়া থাকে।"

শ্রীলেট, বীরভূম, মাচাইন (ঢাকা), ধামরাই, সোণার গাঁও, বেহার, পাণ্ডুয়া, মুঙ্গের, গৌড়, মালদহ (৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৫) মান্দারণ (J. A. S. B. New Series Vol XIII p 134), খেড়ুর, বাবরগ্রাম, বালিঘাটা[১] সুতী (Ibid p. 148-149) ও নদীয়া শ্রীনগর (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৩শ ভাগ,২৫৮ পৃঃ, পাদটীকা) প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহে ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নবপ্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থে (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ) হুসেন সাহার রাজত্ব-কালের যে সকল জন-হিতকর অনুষ্ঠানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন স্থানে অন্যূন ২৫।২৬টি মস্‌জিদ নির্ম্মাণের বিষয় অবগত হওয়া যায়। যে যুগে স্থাপত্য-বিষয়ক এরূপ প্রচেষ্টা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে যুগের স্থপতিগণ যে কারুকার্য্য-পরাঙ্মুখ ছিলেন, এরূপ ধারণার কোনও কারণ দেখি না। খিলান-সম্বদ্ধ এই অনতিবৃহৎ জালিকাটা প্রস্তর-খণ্ডটিই তাৎকালিক শিল্প-রুচির পরিচয় দিতেছে[২]। কয়েক বৎসর গত হইল, জঙ্গীপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট,

---

১। এই ভগ্ন লিপিখানি এক্ষণে বন্ধুবর সৈয়দ আবুল ফজল মহাশয়ের নিকট আছে। ইহার তারিখ ৯২১ হিঃ রবিঅল আউআল।

২। প্রবন্ধ-পাঠের পর প্রত্নতত্ত্ববিৎ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, এরূপ জালি-কাজ মোগল-যুগেই প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে, পাঠান-যুগের মস্‌জিদাদিতে দেখা যায় না। মোগল-যুগে—আরংজীবের রাজত্বকালে সুতীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া অস্ত্রাগার সংস্থাপিত ছিল। সেই সময় বা তাহার পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত কোনও মস্‌জিদে হয় ত এই জালি-কাটা কষ্টি-প্রস্তরখানি সন্নিবেশিত হইয়া থাকিবে। কালের কুটিল গতিতে

সোদরোপম বন্ধু শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয় আমাকে দহরপাহাড় গ্রামবাসী অন্নদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় নামক কোনও প্রবীণ ভদ্র মহোদয়ের রচিত একখানি হস্তলিখিত পুথি আনিয়া দেন। ইহাতে অনেক স্থানীয় প্রবাদ কবিতাকারে গ্রথিত ছিল। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখন পরলোকে; তাঁহার সে পুথিখানি এখন কোথায় গিয়াছে, তাঁহার পুত্র তাহা বলিতে পারেন না। আমি গ্রন্থকর্ত্তার টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতিতে স্থানীয় জনপ্রবাদ অবিকৃত আকারে রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া, উহা ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আসিতে পারে মনে করিয়া, সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে সেগুলি প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থাদির পোষকতা অনুযায়ী স্থানে স্থানে সুতীর পুরাবৃত্ত অনুশীলন-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে জন্য পরলোকগত পুথি-রচয়িতা ও শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয় উভয়েই আমার ধন্যবাদার্হ।

পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুথির এক অংশে দেখিয়াছিলাম যে, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ সুতীর নিকট ভাগীরথী অতিক্রম করেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কোথা হইতে এ সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, জানি না। এরূপ প্রবাদ আমার নিজ কর্ণগোচর না হইলেও, উহা একবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত মনে করি না। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র Antiquities of Orissa গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যার হিন্দু রাজগণের প্রভাব এক সময়ে হুগলীর নিকটস্থ ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ বড়ই প্রবল হইয়া উঠেন। দ্বিতীয় নরসিংহদেবের তাম্রলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতামহ প্রথম নরসিংহদেব (খৃঃ অঃ ১২৩৮—১২৬৪) শুভ্র গঙ্গা-প্রবাহ, রোদন-পরায়ণা রাঢ়ী ও বারেন্দ্রীয় যবনীগণের নয়নাঞ্জন-বিধৌতকারী অশ্রুজলের সহিত মিশ্রিত করাইয়া, বিস্ময়াপন্না নিস্তরঙ্গা গঙ্গাকে যমুনায় পরিণত করিয়াছিলেন (J. A. S. B. 1896, Copper-plate of Nrisingha Deva, II)।[১]

গঙ্গরাজগণের তাম্রশাসন হইতে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, তৎপূর্ব্বে অনন্তবর্ম্মা চোড় গঙ্গদেব (খৃঃ অঃ ১০৭৬-৭৭—১১৪৭-৪৮, শকাব্দা ৯৯৮—১০৬৯) গঙ্গাতটস্থ ভূভাগ হইতে কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ("গৃহ্লাতিস্ম করং ভূমে গঙ্গাগৌতমগংগয়োঃ" J. A. S. B. 1895, LXIV Pt. I, P. 138.)। চোড় গঙ্গা মন্দারের রাজাকে গঙ্গাতীরে পরাভূত করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে এ কথারও উল্লেখ আছে (J. A. S. B.—1903.P. 110.)। অনঙ্গভীমের কন্যা চন্দ্রিকা দেবীকর্ত্তৃক ভুবনেশ্বরের বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক শিলালিপি হইতেও জানা যায় যে, চোড় গঙ্গ গোদাবরী হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া-

নূতন-পুরাতন সকল মস্‌জিদই ধ্বংসে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ ক্রমশঃ স্থানান্তরে নীত হওয়ায় বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতীত এরূপ মাল-মস্‌লা চিনিয়া লওয়া সুকঠিন।

১। "রাঢ়াবরেন্দ্রযবনীনয়নাঞ্জনাশ্রুপূরেণ দূরবিনিবেশিতকালিমশ্রীঃ। তদ্বিপ্রলম্ভকরণাদ্ভুতনিস্তরঙ্গা গঙ্গাপি নূনমমুনা যমুনাধুনাভূৎ।"

ছিলেন। ("আগোদাস্তাদমরসরিতং যাবদেকো ভুবোভুৎ", Epigraphia Indica, Vol XIII. Pt. IV p 151.)। ৺গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাম্রলিপি প্রভৃতির চর্চ্চা করিতেন বলিয়া শুনি নাই। তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রাম্য ইতিকথা-সংগ্রহে এই অপ্রমাণিত, সম্ভবতঃ জনপ্রবাদমূলক উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু, তাহা সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন। সুতীর strategic অবস্থান হিসাবে এরূপ আক্রমণ সম্ভবপর হইলেও, কোনও উড়িয়া রাজা রাজ্যাভিযানকালে সুতী-তট পর্য্যন্ত বাস্তবিকই অগ্রসর হইয়াছিলেন কি না, তাহার যথাযথ ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করা দুরূহ।

সুতী ও তৎসন্নিকটস্থ দহরপাহাড়, মঙ্গলপুর, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি গ্রাম, মুর্শিদাবাদ হইতে রাজমহল হইয়া যে সুদীর্ঘ রাজপথ দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার ঠিক পার্শ্বভাগেই অবস্থিত।[১] রাজমহল, সুতী বা আরঙ্গাবাদ হইতে প্রায় ২৮ মাইল হইবে।[২] শুনিতে পাই, পাঠান নরপতি প্রথম সেকেন্দর সাহ নিজ রাজত্বকালে (১৩৫৮ খৃঃ অঃ হইতে ১৩৯০ খৃঃ অঃ মধ্যে) এই সুবিস্তৃত বর্ত্মটি ছায়াতরু-সন্নিবিষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কিংবদন্তী ব্যতীত ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। যে সেকেন্দর বিশাল আদিনা মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে অবশ্য এরূপ একটি সুদীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণ করা কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে।

কথিত আছে যে, হুসেন সাহার মাতৃদেবী এই রাজবর্ত্ম দিয়া শিবিকারোহণে গৌড়-গমন-কালে জনৈক ধীবর রাজার অনুচরবর্গ তাঁহাকে "গৌড়-বাদশার মা। একবার নাচন দেখিয়ে যা।" বলিয়া অপমানিত করে। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় হুসেন সাহার জন্ম সম্বন্ধে তিনটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ১০২)। ইহার মধ্যে মুর্শিদাবাদ-প্রচলিত একটি মতানুসারে গৌড়েশ্বর হুসেন্ হিন্দু-রমণীর গর্ভজাত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ সুলতান-জননীর পূর্ব্ব-জীবন উল্লেখেই তাঁহার নৃত্য-কলা-পারদর্শিতা সম্বন্ধে এই বিদ্রূপ-বাক্যগুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। প্রবাদ-মতে হুসেন সাহা এ অপমান সহজে বিস্মৃত হয়েন নাই।

১। বাদশাহ সাহ আলমের আদেশক্রমে মেজর রেনেল এ রাস্তাটি মাপ করিয়াছিলেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫১৯ ক্রোশ (A.S.B. Memoir Vol III, no 3 Itinerary p. 196 & foot note). এই বিখ্যাত রাজবর্ত্ম গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরিয়া পাটনা পর্য্যন্ত গিয়াছে; পাটনা হইতে শোণ নদীর ধারে-ধারে দণ্ডনগর (Dandnagar) পর্য্যন্ত এবং সেখান হইতে নদী পার হইয়া সোজাসুজি (cross country) মোগলসরাই পর্য্যন্ত এবং তথায় গঙ্গা অতিক্রম করিয়া বারাণসী এবং বারাণসী হইতে গঙ্গার উত্তর তীর ধরিয়া এলাহাবাদ পর্য্যন্ত; এলাহাবাদে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া 'দোয়াব' ধরিয়া আগ্রা পর্য্যন্ত এবং আগ্রায় যমুনা পার হইয়া অবশেষে দিল্লী আসিয়া পঁহছিয়াছে।

২। রেণেল সাহেব যে মাপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, (op. cit. p. 196) তাহাতে অরঙ্গাবাদ হইতে রাজমহলের দূরত্ব ১৬ ক্রোশ অর্থাৎ ৩২ মাইল আন্দাজ হয়।

ক। মুর্শিদাবাদ হইতে দেওয়ানসরাই — ৭ ক্রোশ
খ। দেওয়ানসরাই হইতে অরঙ্গাবাদ — ১০ ক্রোশ
গ। অরঙ্গাবাদ হতে ফরকাবাদ (ফরকা) — ৮ ক্রোশ
ঘ। ফরকা হইতে রাজমহল — ৮ ক্রোশ

তাঁহার সৈন্যগণ নাকি তীবর-রাজের দুর্গ ও রাজপুরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া তবে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়াছিল। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও হুসেন সাহা কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও বিদ্রোহী তিওর বা তীবরজাতীয় জমিদার শাসন হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪)।[১] সুতীর অনতিদূরস্থ--পুরাতন মঙ্গলপুর-সন্নিহিত জীয়ৎ-কুঁড়েই নাকি সেই তীবর বা রাজবংশী রাজার দুর্গ অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়-রচিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের ১৮০ পৃঃ ও ১৯১৭ সালের J. A. S. B. পত্রিকায় (Vol XIII, no 3, P 147) জীয়ৎকুড়ি বা জীবৎকুণ্ড-সংক্রান্ত জনপ্রবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং উপস্থিত এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় জীবৎকুণ্ড পুষ্করিণীর গর্ভস্থিত একটি অর্দ্ধ প্রোথিত দেবীমূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিমতিতার সুশিক্ষিত জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমি যখন জীয়ৎকুড়ি দেখিতে যাই, তখন কেবল প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি দরজার সর্দ্দাল মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। উহার গাত্রে বিভিন্ন ফলকে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। পল্লী সীমন্তিনীদিগের ভক্তির আতিশয্যে প্রস্তর-নিহিত চিত্রগুলি সিন্দূর-প্রলেপে অস্পষ্ট হইয়া উঠায়, আমরা কোন্‌টি কি মূর্ত্তি, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। তবে আকৃতি দেখিয়া মনে হয়, এটি নবগ্রহ-প্রস্তর (architrave) হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতী-সান্নিধ্যে হিন্দু-প্রভাবের অপর একটি চিহ্নের কথাও মনে পড়িতেছে। সুতীর পার্শ্ববর্ত্তী বন্দর ছাপঘাটীর মধুসূদন চৌধুরী নামক কোনও মহাজনের পাটের আড়তের প্রাঙ্গণে, খোদিত 'গণ' বা 'যক্ষ'মূর্ত্তিবিশিষ্ট একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। ইহা কোনও প্রস্তরময় চৌকাঠের পার্শ্বদেশ (door jamb), গ্রামের মধ্যে পুষ্করিণী-খননকালে পাওয়া গিয়াছিল। ১৩১৯ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃঃ ৫৬৩) বাণনগর হইতে সংগৃহীত পাথরের চৌকাঠের চিত্রের সহিত এই প্রস্তর-খণ্ডের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। সুতী অঞ্চল মুসলমান-প্রধান বলিয়া এই সকল প্রাচীন হিন্দু স্মৃতি-চিহ্নের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন।[২] শুনিতে পাই, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (সম্ভবতঃ ১৫১৬ খৃঃ অব্দে), রূপ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, চৈতন্যদেব রামকেলি নামক আধুনিক বৈষ্ণব তীর্থস্থানে গমনকালে সুতীতে গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন। চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়ে রামকেলি গমনপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

১। শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল ওয়ালী মহোদয় J. A. S. B. পত্রিকায় জনৈক তীবর রাজা সম্বন্ধীয় অপর একটি জন-প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার সহিত দেবগ্রামের দেবল রাজা সংক্রান্ত প্রবাদেরই সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

২। খৃঃ ১৮৫৮ সালের আদমস্থমারীতে হিন্দু জনসংখ্যা ৬১৬৩ এবং মুসলমান অধিবাসিগণের মোট সংখ্যা ২৮, ৪৯৯ জন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। (Major Tull Walsh প্রণীত মুর্শিদাবাদের ইংরাজী ইতিহাস দ্রষ্টব্য)।

"হেন মতে প্রভু সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্ত-গোষ্ঠী লৈয়া॥
গঙ্গাতীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান পানে গঙ্গার পুরিল মনোরথ॥"

—(শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ)

চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর তিন দিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ এবং প্রভু নিত্যানন্দের শিক্ষা-মত কয়েক জন গোপ-বালক তাঁহাকে উল্টা পথ দেখাইয়া দিলে, গঙ্গাতীরস্থ সেই পথ অবলম্বন করিয়া নদীয়াভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বেশ মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গা-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল পবিত্র তীর্থরূপে বিবেচিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ৺গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথিতে শ্রীচৈতন্যের সুতীতীর্থে স্নানাদিবিষয়ক কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত দুইখানি সুবিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থে ও গোবিন্দ দাসের কড়চা প্রভৃতিতে এ কথার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। জঙ্গীপুরবাসী বৈষ্ণবমতাবলম্বী কোনও ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, বৈষ্ণব-দিগের "ছয় ঘাট তীর্থ" সুতীর বন্দর ছাপঘাটিরই নামান্তর মাত্র। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সাহায্যে আমি যে কয়খানি বৈষ্ণব গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহার কোথাও "ছয় ঘাট" তীর্থের নাম-গন্ধ নাই। ছাপঘাটির নাম-করণ সম্বন্ধে অন্য যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাই অধিক সমীচীন-বোধে এ স্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিতেছি। মুসলমান-রাজত্বকালে "ছাপঘাটি" নাকি শুল্ক আদায়ের স্থান ছিল এবং সমরনীতি হিসাবে বন্দরটির সুবিধাজনক অবস্থান হেতু ইহা অনেক সময় "মওয়ারার আড্ডা"রূপে ব্যবহৃত হইত। শুল্ক আদায়ের ছাপযুক্ত রসিদ বা ছাড়পত্র দেওয়া হইত বলিয়াই সম্ভবতঃ ছাপঘাটি নাম সাধারণ্যে প্রচার হইয়া থাকিবে। সুতীর নিকটেই মোঙ্গলপুর বা পুরাতন মঙ্গলপুর। প্রবাদ এই যে, আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে মোগল সেনাপতি মুনিম (মুনাইম ?) খাঁ রাজমহলের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া পুরাতন মোঙ্গলপুরে বাজার সংস্থাপিত করেন। ৺গাঙ্গুলী মহাশয়কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রবাদগুলির মধ্যে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিয়াছিলাম। মোগল বা মোঙ্গলগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই গ্রামটির নাম নাকি 'মোঙ্গলপুর' হইয়াছিল। মঙ্গলপুরের নামোৎপত্তি কোনও eponymous রাজা মঙ্গল সেনের নামানুসারে হইয়াছিল, এরূপ কিংবদন্তীও শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। ষ্টুয়ার্ট (Stewart) রাজমহলের যুদ্ধের কথা কিছুই লেখেন নাই। তাঁহার ইতিহাসে দেখিতে পাই, মুনিম খাঁ পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে (হিঃ ৯৮০) টাঁড়া বা তাঁড়া[১] হইতে গৌড় নগরে গমন করেন

[১] তাঁড়া নগরী বহু দিন হইল লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা লইয়াই এখন মত-ভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, তাঁড়া এখন নদীগর্ভে। মঁসিয়ে J. Bernoulli প্রণীত, ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে বার্লিন নগরে প্রকাশিত Description de L'Inde নামক গ্রন্থের memoire sur le carte de L'Inde

এবং বর্ষাকালের নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও গৌড়ে রাজধানী পুনঃ সংস্থাপনোদ্দেশ্যে রাজ-কর্ম্মচারী ও সৈন্য-সামন্তদিগকে তাঁড়া হইতে গৌড়ে যাইতে আদেশ করেন (Stewart's Bengal, Sec. 5 p. 186—187. Ed. Bangabasi)। ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহোদয় নব-প্রকাশিত "আকবর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মুনিম খাঁ তাঁড়ায় ফিরিয়া আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

মোগল-সেনাপতির আদেশমত "বাজার" প্রতিষ্ঠাবিষয়ক এই প্রবাদটি সত্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, বোধ হয়, গৌড় গমনের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ উড়িষ্যার বিদ্রোহী পাঠানদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া, সুতী হইয়া টাঁড়া যাইবার সময় মোঙ্গলপুর সংস্থাপিত হইয়া থাকিবে। ইহার পরবর্ত্তী কালে—প্রবাদমতে বাদসাহ্ আরংজীবের রাজত্ব-সময়ে পুরাতন মোঙ্গলপুর পরিত্যক্ত হইয়া নূতন মোঙ্গলপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজস্ব-বিষয়ক কাগজ-পত্রাদি হইতে অবগত হওয়া যায়, মঙ্গলপুর সরকার উদুম্বর, চাকলা একব্বর নগরের অন্তর্গত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রণীত আরংজীবের রাজত্ব-কালের ইংরাজী ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে ৮ই জুন তারিখে মোগল-সেনাপতি মিরজুমলা যখন সুতী স্কন্ধাবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, রাজকুমার মহম্মদ তখন দোগাছি শিবির হইতে পলায়ন করিয়া, পিতৃব্য সুজার কন্যা, নিজ বাগ্‌দত্তা পত্নী গুলরুখ বেগম (Princess Rosycheek)এর পাণিগ্রহণ করেন (Prof. J.N. Sarkar's Aurangzebe, Vol II p. 261)। ইহার পর সুজার লঘু সৈন্যদল ও নওয়ারার আক্রমণ-ফলে সুতী হইতে সম্রাটের সৈন্যদিগকে অপসৃত করিতে হয়। মিরজুমলা সুতীর নিকট গঙ্গা পার হইয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে টাঁড়া অভিমুখে গমন করিবার যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই অবগত হওয়া যায়। (op. cit. Vol II p. 272)। পরে জঙ্গীপুরস্থ বালিঘাটার নিকটও যে সম্রাট্-শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল, উক্ত ইতিহাস-গ্রন্থে তাহারও উল্লেখ আছে (op. cit. vol II p. 265)। ইহার পর মিরজুমলা পুনরায় সুতী আগমন করেন এবং সুতী-সন্নিকটস্থ চিলামারির নিকট সুজার সৈন্যদলের সহিত (২৮শে

আখ্যাবিশিষ্ট তৃতীয় খণ্ডের ৫৮ পৃঃ হইতে তাঁড়ার নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইল। তাঁড়া নগর (Chawaspur Tanda) ১৫৪০ খৃঃ অব্দের সন্নিকটে সেরসাহের রাজত্বকালে অল্প দিনের জন্য বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল (a e'te' la capitale du Bengale pendant un court espace de temp sous le regne de Scher Schah vers l'an 1540). ইহা যে জেলা বা বিভাগের অন্তর্গত ছিল, সেই বিভাগের নামানুসারেই বোধ হয়, ইহার নামকরণ হইয়া থাকিবে। খৃঃ ১৫৮০ অব্দে আকবরের রাজত্বকালে তাঁড়া বাঙ্গলার রাজধানীরূপে সুপ্রতিষ্ঠ হয়। গৌড় এখন যে স্থানে বিদ্যমান, তাহার সন্নিকটেই রাজমহল যাইবার পথের উপর তাঁড়া নগর অবস্থিত ছিল। Bernoulli লিখিয়াছেন, "দুর্গ-প্রাকার ব্যতীত তাঁড়ার খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে। (Il ne reste que tres peu de cette place, excepte la rempart) পাঠক স্মরণ রাখিবেন, ইহা ১৭৮৬ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বের কথা। কোন্ সময়ে তাঁড়া পরিত্যক্ত হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে আরংজীব যখন বাঙ্গলা, দেশ নিজ আয়ত্তাধীনে আনয়ন করেন, তখনও তাঁড়া বাঙ্গলার রাজধানী।

ডিসেম্বর তারিখে) তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাজমহল হইতে মোগল-বাহিনী যে সুতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের গ্রন্থে একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রায় বৎসরেকব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে বা তৎপরবর্ত্তী কালে সুতী-পার্শ্বস্থ অরঙ্গাবাদ গ্রাম স্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে।

অরঙ্গাবাদ পূর্ব্বদেশান্তর ৮৮°২´ ও উত্তর অক্ষাংশ ২৪°২৭´ মিনিটে অবস্থিত। এরূপ একটি নূতন গ্রাম সংস্থাপনের কথা রাজ-ঐতিহাসিকগণ যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন, ইহা অবশ্য ভরসা করা যায় না। এই সময়ে প্রেমসিংহ হাজারী নামক জনৈক ক্ষত্রিয় সেনানায়কের এই অঞ্চলে বস-বাস করার কথা গাঙ্গুলী মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ-সংবলিত হস্তলিখিত কবিতা-পুস্তকে দেখিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়। ইতিহাসে প্রেমসিংহের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং এ সম্বন্ধে অপর কোন কিংবদন্তীও অবগত হইতে পারি নাই। প্রেমসিংহের বংশধর অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয়ের সৌজন্যে নিম্নে ইহাঁদের একটি বংশলতিকা প্রদত্ত হইল ;—

প্রেমসিংহ হাজারি
|
শ্রীরাম সিংহ
|
মনসারাম সিংহ
|
হরভঞ্জন সিংহ
|
জগমোহন সিংহ
|
বেণীমাধব সিংহ (ইনি জীবিত রহিয়াছেন)

প্রেমসিংহ হইতে বেণীমাধব পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষের ব্যবধান মাত্র। এক এক পুরুষ গড়ে ৪০।৫০ বৎসর করিয়া ধরিলে ছয় পুরুষে প্রায় আড়াই তিন শত বৎসরের হিসাব পাওয়া যায়। মোটামুটি ২৫০ বৎসর ধরিয়া লইয়া বর্ত্তমান সন ১৯১৮ খৃঃ অঃ হইতে বাদ দিলে ১৬৬০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত পৌঁছে। আরংজীবের রাজত্ব-কাল (১৬৫৮—১৭০৭); সুতরাং বাদসাহ আলমগীরের রাজত্ব-কালে প্রেমসিংহ হাজারীর সুতী আগমন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ওয়ালস্ সাহেব ঔরঙ্গাবাদের পূর্ব্ব-গৌরবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ("Aurangabad…was at one time a town of some importance")। নূতন মঙ্গলপুর সংস্থাপন-কালে তথায় একটি সুন্দর স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে গ্রাম-পার্শ্বস্থ পরিখাও সংস্কৃত হয়। একটি বৃহৎ "বাউলি" বা ইঁদারা এবং একটি সরাইও এই সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। "বাউলি" এখনও রহিয়াছে, কিন্তু সরাইয়ের আর কোন চিহ্নই দেখা যায় না। প্রামাণিক গ্রন্থে এই সরাইয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই এবং গ্রাম-বৃদ্ধগণ এখনও স্থানটিকে পুরাতন সরাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। James Rennelএর সম-

সাময়িক ভৌগোলিক ও ইতিহাসবেত্তা মঁসিয়ে J. Bernoulli প্রণীত, পূর্ব্বোল্লিখিত Description historique et Geographique de L'Inde" গ্রন্থে দেখিতে পাই[১] (Tome I p. 450) যে, অরঙ্গাবাদের সরাই মোহানা সুতী হইতে মাত্র ১½ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।[২] (mohana Soti est une ville située sur la rive citérieure du petit Gange···à 1m ½ de l'hotellerie d'aurengabad)। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এই hotellerie বা সরাইয়ের অন্তত কিয়দংশ যে বিদ্যমান ছিল, এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। পুরাতন সরাইয়ের নিকটেই ইমামবাজার নামক স্থান। ইহা এখন গ্রাম-সীমানারই অন্তর্গত। শুনিতে পাই, এই স্থানে বহুবিধ পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বিপণিশ্রেণী ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মাধিকরণ অবস্থিত ছিল। কাজিপাড়া স্থানে নাকি মুসলমান বিচারকগণ বাস করিতেন এবং জল্লাদপুর শুনিতে পাই, জল্লাদদিগের বাসস্থানের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি জঙ্গীপুর অবস্থানকালে সুতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মহাশয়ের নিকট কয়েকখানি মিনা-করা (enamelled) ইষ্টক প্রাপ্ত হই; তাহার একখানি সাহিত্য-পরিষৎ সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম, এগুলি সেই স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত। স্থানীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিকট এই স্নানাগারের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।[৩] বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন স্নানাগার খনন-কালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"Babu R—S—of Aurangabad utilised a few (of the enamelled bricks) in repairing an old brick wall. They were excavated out of the walls of the Bath which stood near Aurangabad M. E. School : remains can still be seen." এরূপ একটি সুন্দর প্রাচীন কীর্ত্তি গ্রামবাসিগণের অযত্নে নষ্ট হইয়া যাওয়া বড়ই দুঃখের কারণ, সন্দেহ নাই। একবার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে আরও কয়েক টুকরা সুন্দর মিনা-করা ইষ্টক প্রাপ্ত হই। ইহার মধ্যে একটির পার্শ্ব-

১। M. Bernoullia পুস্তকখানি Father Tieffen-thaler, M. Perron ও Major Rennelএর গ্রন্থাদি অবলম্বনে লিখিত। জৈন দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের সৌজন্যে আমার Bernoullia মূল্যবান্ গ্রন্থখানি দেখিবার সুযোগ ঘটে।

২। Rennel সাহেবের বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, মুর্শিদাবাদ হইতে দিল্লীর পথে অরঙ্গাবাদই দ্বিতীয় Stage বা মঞ্জিল। সতের ক্রোশ রাস্তা অতিক্রমের পর পথিশ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী ও সার্থবাহ প্রভৃতির জন্য এরূপ স্থানে 'সরাই' বা বিশ্রাম-ভবন নির্ম্মিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই অনুমিত হয়।

৩। শুধু সুতী বলিয়া নহে, অন্যত্রও মুসলমান হর্ম্ম্যাদির ধ্বংসাবশেষমধ্যে এরূপ স্নানাগার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যশোহর মির্জ্জা নগরে "নবাব বাড়ী" নামক প্রাসাদের সান্নিধ্যে "ইমারতী কার্য্য-খচিত" একটি চৌবাচ্চা বা স্নানাগার থাকার কথা অবগত হওয়া যায়। Westland সাহেব যশোহর বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"In front of this, and within the courtyard is a large masonry reservoir, which is said to have been a bath" (শ্রীযুক্ত যতীগোপাল মজুমদার বি এ মহাশয়ের লিখিত "মির্জ্জানগরের ধ্বংসাবশেষ"—আর্য্যাবর্ত্ত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯, পৃঃ ৫২)।

দেশে নাগরী "আ" অক্ষর লিখিত ছিল। ইহা স্থপতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন (mason's mark) বলিয়াই অনুমিত হয়। ইষ্টকখণ্ডটি বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গগত রেভারেণ্ড ই, এম্ হুইলার (Revd. E. M. Wheeler) মহোদয়ের নিকট তৎপ্রস্তাবিত বহরমপুর কলেজ-সংশ্লিষ্ট সংগ্রহশালার জন্য প্রেরিত হয়। পরে ইহার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নাগরী সাঙ্কেতিক চিহ্ন দৃষ্টে মনে হয় যে, যে সৌধ-গাত্রে ইষ্টকখণ্ডটি সংলগ্ন ছিল, সেটি কোনও হিন্দু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির না হউক, অন্ততঃ স্নানাগার-নির্ম্মাতা শিল্পীটি হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

সুতীর সহিত "মর্ত্তুজা হিন্দ" বা বিখ্যাত পদরচয়িতা ও সাধক সৈয়দ মর্ত্তুজার স্মৃতি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। গঙ্গাতীরে সতী দহের নিকট তাঁহার আস্তানা অবস্থিত ছিল। এই স্থানেই তিনি ও তাঁহার ভৈরবী, ব্রাহ্মণ-কন্যা আনন্দময়ী, সমাহিত হইয়াছিলেন। পাশাপাশি অবস্থিত গোর দুইটি এখন নদী-গর্ভে স্থান পাইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখা, ৩য় পল্লব হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৺রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" নামক পুস্তিকায় (১৩০২ বঙ্গাব্দের সংস্করণে) পূর্ব্বোক্ত পদটি ব্যতীত আরও দুইটি পদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় তাঁহার "সৈয়দ মর্ত্তুজা" নামক গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ২৩টি পদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদ কয়টি মর্ত্তুজা হিন্দের রচিত কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, অনেকের মতে মর্ত্তুজাই প্রাচীন মুসলমান কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয়। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রবাদ-মতে মর্ত্তুজা জঙ্গীপুর বালিঘাটায়[১] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃঃ ৩১১)। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ হোসেন কাদেরী। নিখিলবাবু, মর্ত্তুজার জন্ম খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু একটি কারণে ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। রিয়াজুস্ সালাতিন্ গ্রন্থে সুতীতে শা মর্ত্তুজা হিন্দের সমাধির উল্লেখ আছে। (P. 311 l. 17 Ed. Bibliothica Indica.) مزار شاه مرتضی هندي سمت ১৭৪০ খৃঃ অব্দে গিরিয়ার যুদ্ধের সময় মহবৎ জঙ্গ আলীবর্দ্দীর সৈন্যদল মর্ত্তুজা হিন্দের সমাধি-স্থান বলিয়া খ্যাত সুতী মোহনার নিকটবর্ত্তী আওরঙ্গাবাদ হইতে বালকাটি (জঙ্গীপুরের অন্তর্গত বালিঘাটার) ময়দান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং ১৭৪০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই যে সৈয়দ মর্ত্তুজা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার দুই বৎসর পরে ১৭৪২ খৃঃ অব্দে মর্ত্তুজার জামাতা—তাঁহার পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা আসিয়া, বিবির স্বামী সৈয়দ কাসেম বালিঘাটার

১। বালিঘাটা একণে জঙ্গীপুর রঘুনাথগঞ্জের উপকণ্ঠস্থ সামান্য পল্লীমাত্র। এই স্থানে খান-ই-মজ্লিস্ উলুগ সরফরাজ খাঁ কর্তৃক (খৃঃ অঃ ১৪৪৩) হিঃ ৮৪৭ অব্দে মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠাবিষয়ক একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইহাই বোধ হয়, মুসলমানযুগের প্রাচীনতম শিলালিপি J. A. S. B. (n. s.) vol xiii no 3 p. 151. Bernoullis গ্রন্থেও বালিঘাটার উল্লেখ আছে (p. 451 Tome I)।

বর্ত্তমান মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন।[১] পাঁচ ছয় বৎসর হইল, মর্ত্তুজার দৌহিত্রবংশের আবাস-বাটীর সন্নিকটে পথিপার্শ্বস্থ সমাধি হইতে বিচ্যুত একখণ্ড শিলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই শিলাফলকে "বিশমল্লাহ রহমানে রহিম, লা এলাহা এল্লাল্লা মহম্মদ রসুলাল্লাহ—খোদা এক মহম্মদ রসুলাল্লাহ বর-হক সাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী[২] সনাআলিফ ই সত্ত আরবাউন ১০৪৬ হিঃ"। (পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য)। লিপির শেষ পংক্তিতে 'য়াকেবৎ বাখায়ের বাদ' অর্থাৎ মৃতের পরলোকে যেন শুভ পরিণাম ঘটে, এইরূপ লিখা আছে। তারিখের অংশটির ভালরূপ ছাপ না উঠায় ১০৪০ হিঃ (খৃঃ অঃ ১৬৩০-৩১) এরূপ পাঠও প্রস্তাবিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে, নূতন ছাপ আনাইয়া খাঁ সাহেব আবদুল মুক্তাদির মহাশয়ের যত্নে ১১৪৬ হিঃ, খৃঃ অব্দ ১৬৩৬ এই পাঠ স্থিরীকৃত হইয়াছে। লিপিলিখিত বৎসরেই সাহ সাহেব দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সৈয়দ হোসেন কাদেরী ও শাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। মর্ত্তুজার জন্ম খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধরিলে তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে (পূর্ব্বোল্লিখিত দুই বিভিন্ন পাঠ মতে)—তাঁহার বয়স ৮০ বা ৮৬ হইয়া পড়ে। দীর্ঘজীবী লোকের বয়স্থ পুত্র রাখিয়া পরলোক-গমন বিরল নহে; কিন্তু মৃত্যুকালে ৮০-৮৬ বৎসরের পুত্র বিদ্যমান থাকা সাধারণতঃ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং মর্ত্তুজা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-পাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই অনুমানই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। নদীর ভাঙ্গনে মর্ত্তুজানন্দের সমাধি-বিলোপের সহিত আস্তানা-সন্নিধানে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক মেলাও লুপ্ত হইয়াছে। এখন আর সুতীতে সেরূপ ফকিরাদির সমাগম দেখা যায় না।

বোধ হয়, সৈয়দ মর্ত্তুজার জীবিতাবস্থাতেই—ফরাসী পর্য্যাটক তাভার্ণিয়ে ১৬৬৬ খৃঃ অঃ ৬ই জানুয়ারি তারিখে লিখিয়াছিলেন যে, সুতী (Soutiqne) নগরের নিকট চড়া পড়িয়া জল অত্যন্ত অগভীর হওয়ায় বার্ণিয়ে (Bernier)কে রাজমহল হইতে কাশীমবাজার স্থলপথেই আসিতে হইয়াছিল।[৩]

১। সৈয়দ কাসেমের বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে জঙ্গীপুর লোকাল বোর্ডের মেম্বর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল ফজলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২। শাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সুফী মতবাদের শাখাবিশেষের সংস্থাপয়িতা সুবিখ্যাত 'সুফী' সেখ আব্দুল কাদের গিলানীর নামানুসারে তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণ আপনাদিগকে "কাদেরী" বা "আলকাদেরী" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ("The order of dervishes called after him the quadiris acknowledge him as founder". Beal's Oriental Biography p, 5.) আব্দুল কাদের গিলানী সাহেব খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে, খৃঃ অঃ ১০৭৮—১১৬৬ মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

৩। "On the 6th having arrived at a great town called Donapur at 6 cross from Rajmahal, I left M. Bernier, who went to Ka'simbazar & thence to Hughli by land because when the river is low one is unable to pass on account of a great bank of sand which is before a town called Soutique (Sooty or Suti)"—Bernier's Travels in India. McMillian Ed. 1889 Vol 1 p. 125—26.

এই ঘটনার প্রায় ১২০ বৎসর পরে প্রকাশিত মশিয়ে Bernoulli প্রণীত গ্রন্থেও দেখিতে পাই যে, ভাগীরথী বা ছোট গঙ্গা বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে শুকাইয়া যায়; কেবল সুতী মোহনায় কয়েক স্থানে বদ্ধ জল মাত্র পড়িয়া থাকে (Hors la saison des pluies il est á sec, si ci n'est qu'il laisse quelques eaux stagnantes près de mohana Soti)। চড়া পড়িয়া নদীর মুখ বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া তখন আর এ পথ দিয়া বড় গঙ্গায় প্রবেশ করা যায় না। (বোধ-সৌকর্য্যার্থ Bernoulli র গ্রন্থে প্রদত্ত সুতী মোহনার মানচিত্রের একখানি প্রতিলিপি এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল।) মানচিত্রের 'aqua stagnans' বা 'বদ্ধ জল' চলিত কথায় এ অঞ্চলে "ডামশ" বলিয়া পরিচিত। "এই ডামশের ধারেই সৈয়দ মর্ত্তুজার দর্গাহ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল।" শুনিতে পাই, ডামশের দর্গাহ-সন্নিহিত অংশটি "সতীদহ" নামে অভিহিত হইত। বন্ধুবর নীলকান্ত সেন মহাশয় ছাপঘাটির পার্শ্ববর্ত্তী গোপালগঞ্জ গ্রামের হাজী দুর্ব্বাজ নামক কোনও বৃদ্ধের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে, বাল্যকালে এই ব্যক্তি 'ডামশ'-তটেই মর্ত্তুজানন্দ-আশ্রম অবস্থিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। তখন মর্ত্তুজার কোনও চেলা দরগাহের গদীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ইহার পর খৃঃ ১৭৪০ অব্দে সরফরাজ ও আলীবর্দ্দীর সংগ্রাম পর্য্যন্ত ইতিহাসে সুতীর বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। আলীবর্দ্দী খাঁ রাজমহল হইতে ফরাক্কায় ও পরে তথা হইতে সুতী ও বালিকাটা বা বালিঘাটা পর্য্যন্ত নিজ সৈন্য সন্নিবেশিত করেন এবং সরফরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি—জনপ্রবাদে "জিন্দাপীর" বলিয়া খ্যাত মহম্মদ গাউস খাঁ শত্রুপক্ষের শিবির-সংস্থাপনের কথা অবগত হইয়া সুতী পর্য্যন্ত ধাবিত হয়েন (নিখিলবাবুর মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ৫৯৩—৫৯৪ পৃঃ)। সুতরাং সুতীতে এ উপলক্ষ্যে অল্প-বিস্তর skirmish বা খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। ইহার পর আলীবর্দ্দীর শাসনকালে (সম্ভবতঃ খৃঃ অঃ ১৭৪১-৪২ হইতে ১৭৪৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে) বর্গীর উৎপাতে সুতীর লোক বিপর্য্যস্ত হইয়া

Rennel সাহেবের Itinerary হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কাসিমবাজার হইতে সুতী পর্য্যন্ত 'ডাঙ্গা' রাস্তা পশ্চিম পথ (western road) নামে অভিহিত হইত। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ৩৮ মাইল।

	মাইল	ফারলং
কাসিমবাজার হইতে মুরাদবাগ—	৬	৩
মুরাদবাগ হইতে গয়সাবাদ—	৬	৬
গয়সাবাদ হইতে বেলিয়া—	৫	১
বেলিয়া হইতে মহম্মদপুর—	৪	১
মহম্মদপুর হইতে বালিঘাটা—	৭	"
বালিঘাটা হইতে সুতী—	৮	৫

(Memoirs A. S. B. Vol III. No 3 The Journal of Major James Rennel edt. H. D La Touche p. 105)

রেনেল সাহেবের তত্ত্বাবধানে এ রাস্তাটিও মাপ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

স্থানে স্থানে গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মহারাষ্ট্রপুরাণে সুতী এলাকায় বর্গীর অত্যাচারের কোনও বর্ণনা না থাকিলেও, ৺গাঙ্গুলী মহাশয়ের হস্ত-লিখিত পুথিতে ইহার উল্লেখ দেখিয়াছি এবং মুখর জনপ্রবাদ এখনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

ইহার পর মিরকাশিমের নিজামতীর সময় (১৭৬৩ খৃঃ অঃ) পুনরায় এ অঞ্চলে গোল-যোগ উপস্থিত হয়। ইংরাজদিগের সহিত কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মিরকাশিম হটিয়া আসিয়া, সুতী-সান্নিধ্যে আলমপুর ও রায়াঁপুর নামক দুইটি গ্রামের মধ্যস্থিত আট মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডে সৈন্য ও কামানাদি সংস্থাপিত করেন। ৺গাঙ্গুলী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, গ্রামদ্বয়ের নামকরণ নাকি নবাব সরফরাজ খাঁর বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান রায় রায়াঁ আলমচাঁদের নামানুসারে হইয়াছিল। রায়াঁপুর সুতী থানার এলাকায় নিমতিতা ও আরঙ্গাবাদের মধ্যবর্তী স্থানে—গঙ্গাতীরে অবস্থিত।[১] ইংরাজ-সৈন্য জঙ্গীপুরের অদূরবর্তী বংশ বা বাঁশলোই নামক ক্ষুদ্র-কায়া স্রোতস্বিনী অতিক্রম করিয়া নবাববাহিনী আক্রমণ করে। সুতীর নিকটবর্তী কুণ্ডলিয়া গ্রামে নবাবের আর এক দল সৈন্য অবস্থিত ছিল এবং সুলতানপুর নামক অপর একটি গ্রামে কামানাদি রক্ষিত হয় (গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথি)। শুনিয়াছি, কিছু কাল পূর্ব্বেও কুণ্ডলিয়ায় ভূগর্ভ হইতে কামানের গোলা প্রভৃতি পাওয়া যাইত। সাদেক আলী নামক মীর কাশিমের কোনও রণকৌশলী সেনানায়ক পরিখা প্রভৃতি খনন করিয়া কামানগুলি সুকৌশলে বিন্যস্ত করেন; এই পরিখা অদ্যাপি সাদেক আলির "নালা" বা "দাঁড়া" নামে অভিহিত হইয়া থাকে (গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথি)। সুলতানপুর-সান্নিধ্যেই যুদ্ধের বেগ প্রখরতর হইয়া-ছিল বলিয়া শুনা যায়। সুলেখক ৺পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় Musnud of Murshidabad গ্রন্থে কাটোয়া হইতে হটিয়া আসার পর জয়-পরাজয় নির্দ্ধারক শেষ যুদ্ধের জন্য—প্রাকৃতিক ও মানবীয় কৌশলে সুরক্ষিত সুতীতেই মীরকাশিম কর্ত্তৃক নিজ সৈন্যদল একত্রিত করার কথা উল্লেখ করিয়া-ছেন। গিরিয়া হইতে সামান্য দূরে অবস্থিত এই যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ-ভাগ যে রীতিমত গড়বন্দী করা ছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। ৺মজুমদার মহাশয়ের মতে ঘটনার কাল ১৭৬৩ খৃঃ অঃ, আগষ্ট মাস—ফল ইংরাজদিগের পরাজয়।[২] ইংরাজী ভাষায় মুর্শিদাবাদের অন্যতম ইতিহাস-লেখক Major Tull Walsh সুতী-যুদ্ধের সময় ও ফলাফল

১। কথিত আছে যে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি নরহরিদাস খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জঙ্গীপুর মহকুমার রেঁয়াপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাঁয়াপুর ও রেঁয়াপুর অভিন্ন গ্রাম নহে। জঙ্গীপুরের সবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কৈলাসপতি ঘোষ মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি, পানিশালা গ্রামের সন্নিহিত এই রেঁয়াপুর লালগোলা থানার অন্তর্গত।

২। "After his reverse at Catwa Mir Coshim resolved to fight his decisive battle—caused his army to assemble at Suti. The position was strong naturally and artificially. The whole fort was covered by entrenchments. The village of Giria lay about a mile from the scene of action. Here the English were defeated in August 1763.

অনুরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যুদ্ধ হইয়াছিল জুলাই মাসে। ইংরাজেরা নবাবের কামান ও রসদাদি কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে ১৫০ নৌকা চাউলও তাঁহাদিগের হস্তগত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাঙ্গলার ইতিহাস—নবাবী আমলে" ১লা আগষ্ট তারিখে যুদ্ধ হওয়ার কথা লিখিত আছে (পৃঃ ৪১৯)। পূর্ণবাবু ও কালীপ্রসন্নবাবু উভয়েই মূল পারসীক গ্রন্থাদি ভালরূপই আলোচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে ইহাঁদিগের মতেই আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়। ইংরাজ-সৈন্য যে ক্ষুদ্র বাঁশলোই নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া পরপারে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যুদ্ধকালে ইহারা যে অনেকেই নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহাও "নবাবী আমল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উক্ত পুস্তকে এই সূতী-যুদ্ধ প্রসঙ্গে "সূতীর গড়বন্দী স্থানের"ও উল্লেখ দেখা যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সেনানায়ক সাদেক আলীর রণদক্ষতার কথা লিপিবদ্ধ না করিলেও এতদ্‌বিষয়ক জনপ্রবাদ নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। সূতীর যুদ্ধের প্রথম ভাগে ইংরাজেরা যে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। জয়োন্মত্ত মুসলমান সৈন্য সম্ভবতঃ পরিখাদি পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলে পর, বিজয়-লক্ষ্মী বৃটিশ-বাহিনীর ক্রোড়স্থ হইয়া থাকিবেন। রসদাদি ও অস্ত্র-শস্ত্র সম্ভবতঃ এই সময়েই ইংরাজদিগের করতলগত হইয়াছিল। ইহার পর মুর্শিদাবাদের cock-pit সূতীর রণপ্রাঙ্গণে ইতিহাসের কোনও নূতন অঙ্ক অভিনীত হয় নাই। ১৮৫৪-৫৫ অব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সূতী এলাকার লোকেরা বড়ই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে মুর্শিদাবাদে, ভাগীরথীর দক্ষিণ ধারে সামরিক আইন (martial law) জারী করা হয়। (Buckland's Bengal under Lieutenant Governors, vol. I, p. 171)। তখন মহকুমা ছিল অরঙ্গাবাদে—আর হাকিম ছিলেন, পরবর্ত্তী কালের ছোট লাট সার্ এস্‌লি ইডেন (Sir Ashley Eden)। ইডেন সাহেব সাঁওতাল-বিদ্রোহের সময়—Special Commissioner এর সহকারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ইডেন সাহেবের চেষ্টাতেই মহকুমা অরঙ্গাবাদ হইতে জঙ্গীপুরে উঠিয়া আসে। বিদ্যোৎসাহী ইডেন সাহেব অরঙ্গাবাদে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু স্থানীয় কুঠিয়ালগণের নাকি তাহাতে মত না থাকায়, সে অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। মুর্শিদাবাদ জেলার বেসরকারী ইংরাজগণের অপর কোথাও বিদ্যালয় সংস্থাপন সম্বন্ধে আপত্তির কথা শুনা যায় না; সুতরাং মহকুমা স্থানান্তরিত হওয়াই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার মুখ্য কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

শুনিতে পাই, সূতীর নিকট "ইংলিশ" নামক স্থান পূর্ব্বে অরণ্য-সঙ্কুল থাকায় হিংস্র ব্যাঘ্রাদির আবাসরূপে পরিগণিত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে ফৌজের অবসরপ্রাপ্ত নায়েক, সুবাদার প্রভৃতি সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে নাকি তথায় কয়েক সহস্র বিঘা জমি, বোধ হয় অস্থায়ী ভাবে নিষ্কর দিয়া, এই গ্রামটি পত্তন করান হইয়াছিল। ইংরাজরাজকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গ্রামের নাম "ইংলিশ" হইয়া থাকিবে। এই নামে অপর একটী গ্রাম করজা থানায়

এলাকাতেও অবস্থিত ছিল। তথায় রাজমহলস্থ বিদ্রোহী সাঁওতালদিগের সমাগম ঘটিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলী নামক জনৈক মোক্তার, সুতী থানার ইংলিশ গ্রামে সাঁওতালগণ উপস্থিত হইয়াছে, ভ্রমক্রমে এই কথা প্রচার করেন। অমূলক জনরব প্রচার করিয়া লোকের মনে ত্রাস (panic) উৎপাদনের জন্য তিনি ফৌজী আইনের কবলে আসেন, পরে Sir Ashley Eden মহোদয়ের অনুরোধে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।

সুতীর ইতিহাস অনুসরণ করিয়া আমরা প্রায় বর্ত্তমান যুগে উপস্থিত হইয়াছি। ইহার পর সুতীসংক্রান্ত অপর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা অবগত নহি। সুতরাং আপনাদিগের আর ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটাইয়া এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীগুরুদাস সরকার

পরিশিষ্ট

(ক)

সুতীগ্রামে প্রাপ্ত হিঃ ৯০৯, খৃঃ ১৫০৩-৪ অব্দে নৃপতি হোসেন সাহের রাজত্ব-কালে চাঁদ মালিকের পুত্র খাঁ মকর্‌রব খাঁ কর্ত্তৃক মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ-বিষয়ক প্রস্তর-লিপি।

قال النبي صلى الله عليه و سلم من بني مسجدا الله بني الله له بيتا
في الجنة مثله في عهد السلطان المعظم المكرم علاؤ الدنيا و الدين
ابي المظفر *
حسين شاه السلطان ابن سيد اشرف الحسيني خلد الله ملكه
و سلطانه بني هذا المسجد الجامع خان معظم مقرب خان ابن چاند
ملك في سنه تسع و تسعماية
لايهدم الله تعالى هذا المسجد الى يوم القيامة
مجلس خورشيد را عاقبت بخير باد

পাঠান্তর— مجلس مه و خورشيد را عاقبت بخير باد

(খ)

জঙ্গীপুর বালিঘাটায় প্রাপ্ত সাহ হোসেনী গোলামকাদেরীর লিপি।

بسم الله الرحمن الرحيم
لااله الاالله محمد رسول الله خداي يك محمد رسول الله بر حق
حسيني غلام قادري سنه الف سته اربعون عاقبت بخير باد

এই পাঠ অবলম্বন করিলে লিপির কাল ১০৪৬ হিঃ, খৃঃ ১৬৩৬ অব্দ হয়।
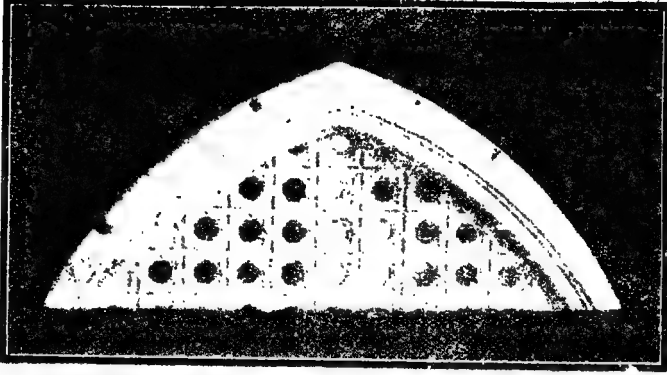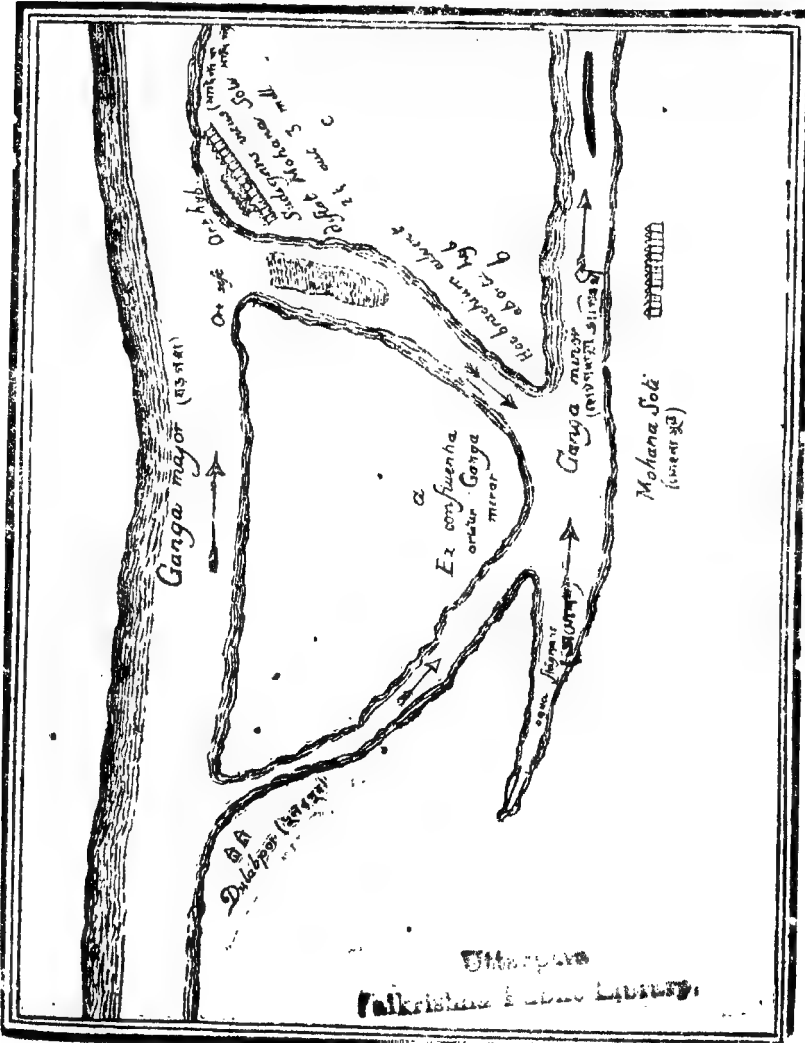
সুতী মোহানার পুরাতন মানচিত্র—৯৫ পৃঃ

সুতী মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত জালিকাটা কষ্টিপাথরের চিত্র। (এক্ষণে
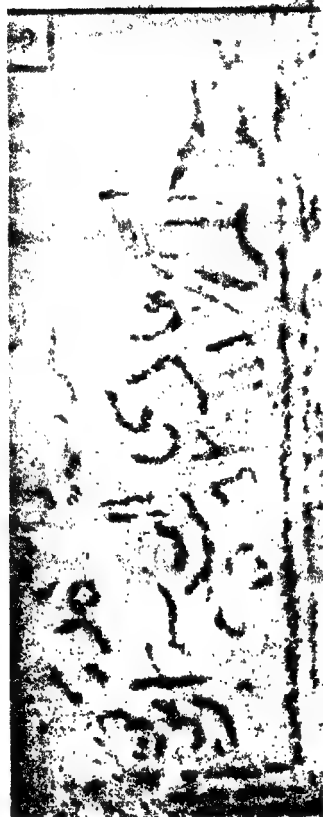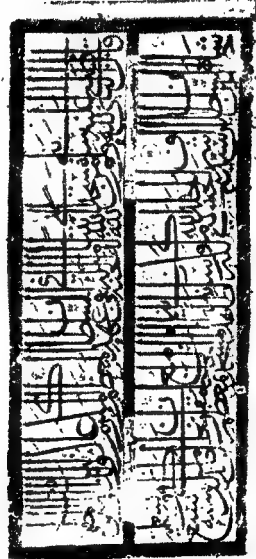
তাপসী রওশন আরা

(আলোচনা)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সন ১৩২৩ সালের ৩য় সংখ্যায় বিবি রওশনের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। বিবি রওশনের নির্দেশ অনুসারে এই স্থানে দিনে তারা দেখিয়া, তাঁহার পূত দেহ ভূমধ্যে সমাহিত করা হইয়াছিল বলিয়া, এই গ্রামের নাম দিনে তারা হইতে ক্রমে তারাগুণিয়া হইয়াছে। বিবি রওশন জাগ্রত দেবতা বলিয়া পূজিতা হইয়া থাকেন। লোকে তাঁহার নিকট মানসিক করে এবং উপকৃত হইয়া তাঁহার পূজা প্রদান করিয়া থাকে। বিবি রওশনের সমাধি-মন্দিরের সেবায়েৎগণ এই গ্রামে তাঁহার সমাধির নিকটেই বাস করেন, কিন্তু তাঁহারা বিবি রওশন সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত করিয়া থাকেন, তাহা কেবল তাঁহাদিগের মনঃকল্পিত গল্প মাত্র; তাহাতে সত্যের সংস্রব আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু প্রবন্ধকার আমাদিগের ঔৎসুক্যের সম্পূর্ণ তৃপ্তি-সাধন পক্ষে একটি বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া রওশন-চরিত লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে প্রবন্ধে জ্ঞাত করান নাই। আরও একটি প্রধান বিষয়ে তিনি ভ্রম-প্রমাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই। সে বিষয়টি আমাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্বন্ধীয়। এই জন্যই তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিবি রওশনের সমাধিকালের দিনে তারা হইতে তারাগুণিয়া গ্রামের নাম এবং বিবি রওশনের মাহাত্ম্য হইতে তারাগুণিয়ার গৌরব। অপর পক্ষে নাগচৌধুরী মহাশয়দিগের তারাগুণিয়ায় বাস এবং তাঁহাদিগের বহু মহৎ পুণ্য কার্য্যানুষ্ঠান ইহতেও তারাগুণিয়ার গৌরব। এই নাগচৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ কলিকাতার দক্ষিণস্থ বোড়াল নামক গ্রাম হইতে আসিয়া এ স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ৺কেশবচন্দ্র নাগচৌধুরী; তাঁহার সহিত তদীয় অনুজ ভ্রাতাও আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ স্থানে বাস না করিয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত রাখালগাছি নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল ৺বেদগর্ভ নাগ, তিনি চৌধুরী হয়েন নাই। তাঁহাদিগের পিতা বোড়াল নিবাসী ৺হরিহর নাগও চৌধুরী ছিলেন না। ৺কেশবচন্দ্র তারাগুণিয়ায় আসিয়া, স্বীয় ক্ষমতায় মহৎ কার্য্যসমূহ সম্পাদনপূর্ব্বক বংশপরম্পরাক্রমে চৌধুরী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺কামদেব হইতে তারাগুণিয়ার নাগচৌধুরি-বংশের বিস্তার। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র ৺গুণানন্দ হইতে তারাগুণিয়ার নিকটবর্ত্তী আড়বালিয়া নামক গ্রামনিবাসী নাগ চৌধুরীদিগের বিস্তার হইয়াছিল। গুণানন্দ কোন বিশেষ কারণে তারাগুণিয়া ত্যাগ করিয়া, আড়বালিয়া গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ৺কেশবচন্দ্র ভ্রাতার সহিত বর্গীর হাঙ্গামাকালে বোড়াল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র লেখক সেই পূর্ব্বপুরুষ

হইতে দশম পুরুষ অধস্তন। এই গ্রামে আমাদিগের বংশে ত্রয়োদশ পুরুষ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আড়বালিয়াতেও তাহাই। আবার অষ্টম পুরুষের লোকও এ গ্রামে বর্ত্তমান আছেন; যিনি লেখক হইতে সমধিক বয়ঃকনিষ্ঠ। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিলে কেশব হইতে অষ্টম পুরুষে ২০০ এবং দশম পুরুষে ২৫০ বৎসর হয়। আলিবর্দ্দীর সময়ে এ দেশে বর্গীর হাঙ্গামা হইয়াছিল। তাহার সহিত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের এই গ্রামে আগমন-সময়ের যেরূপ নৈকট্য, গায়সউদ্দিনের সময়ের সহিত সে সময়ের তত নৈকট্য নয়। অধিকন্তু নানা-কারণে যখন দ্রুত বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন ১৬ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে সন্তান উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রতি পুরুষ ২০ বৎসর ধরিলে ৮ পুরুষে ১৬০ বৎসর হয় ও ১০ পুরুষে ২০০ বৎসর হয়। ইহা আলিবর্দ্দীর সময়ের আরও নিকট। নাগ চৌধুরীদিগের বংশে ঐরূপ হইয়াছিল। অতএব বিবি রওশনের এ গ্রামে বাসকালে নাগ চৌধুরীদিগকে উপদেশ দ্বারা বিধান করিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। সুতরাং বলিতে বাধ্য হইতেছি, প্রবন্ধকার এ সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তারাগুণিয়া গ্রামে আউট্ পোষ্ট আছে, প্রবন্ধকার এ কথা লিখিয়াছেন। আউট্ পোষ্ট ছিল বটে, এখন নাই; বহু কাল পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছে। কেবল আউট্ পোষ্ট নহে, ৬২।৬৩ বৎসর পূর্ব্বে তারাগুণিয়ায় মহকুমা স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে উহা তথা হইতে তুলিয়া লইয়া বসিরহাটে স্থাপিত করা হইয়াছিল।

শ্রীরাখালদাস নাগ

তাপসী রওশন আরা

(আলোচনার উত্তর)

বড়ই সুখের বিষয়, তারাগুণিয়া গ্রামের নাগচৌধুরীদিগের অন্যতম সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত রাখালদাস নাগ মহাশয় আমার লেখা 'তাপসী রওশন আরা' শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া, এক পত্র লিখিয়াছেন এবং সেই পত্র বর্ত্তমান সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার প্রবন্ধের আলোচনা, এমন কি, বাদ-প্রতিবাদ হয়, ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর এই কার্য্যে আমি সত্যই আনন্দিত হইয়াছি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আমি শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রাখালবাবু আমার প্রবন্ধের প্রথম প্যারাগ্রাফ হইতে একাদশ প্যারাগ্রাফের প্রথমার্দ্ধ সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, "কিন্তু প্রবন্ধকার আমাদিগের ঔৎসুক্যের সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন পক্ষে একটি বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া রওশন-চরিত লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে প্রবন্ধে জ্ঞাত করান নাই।" রাখাল বাবুর এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ সত্য। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, এ কারণ আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। পরন্তু আমি এক্ষণে তাঁহাকে জানাইতেছি যে, মৌলবী সৈয়েদ শাহ মোহাম্মদ কবির সাহেবের লিখিত বিখ্যাত 'তাজ্‌কেরাতল কেরাম' এবং 'তারিখ খোলাফায়ে আরব-ও-ইসলাম' নামক পারস্য ভাষায় লিখিত দুইখানি ঐতিহাসিক পুস্তক হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, তাপসী রওশন আরা শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম হইতে একাদশ প্যারাগ্রাফের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত লিখিয়াছি।

শ্রীযুক্ত রাখালবাবু তাঁহার আলোচনা-পত্রের আর এক স্থানে, তারাগুণিয়া গ্রামের পুলিশ আউট-পোষ্ট সম্বন্ধে আমার আর একটি ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি যখন 'তাপসী রওশন আরা' প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তখন তারাগুণিয়া গ্রামে পুলিশ আউট পোষ্ট বিদ্যমান ছিল। কিন্তু প্রবন্ধটি ছাপা হওয়ার সময় বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে উক্ত পুলিশ আউট পোষ্টটী উঠিয়া গিয়াছিল, সে সংবাদ আদৌ আমার জানা ছিল না। আমার এই প্রকার অসাবধানতার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।

আমার মূল প্রবন্ধের দ্বাদশ প্যারাগ্রাফের শেষাংশে, তারাগুণিয়া গ্রামের নাগ চৌধুরী মহাশয়দিগের সম্বন্ধে যে উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কিংবদন্তী মাত্র। কিন্তু এই কিংবদন্তীটি আমি আদৌ অবিশ্বাস করি নাই। কারণ, তারাগুণিয়া গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, নাগচৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ যিনি প্রথম এখানে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি লোকমুখে, এই জাগ্রত পীর, দেবী রওশন আরার অলৌকিক

ক্ষমতাবলীর কথা অবগত হইয়া, তিন দিবারাত্রি, মকবারা বা দর্গায় হত্যা দিয়া, শুভাশীর্ব্বাদের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হত্যার শেষ রাত্রির শেষ যামে তিনি এক স্বপ্ন দর্শন করেন এবং সেই স্বপ্নে তিনি বিশেষ ভাবে তিনটী কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে আদিষ্ট হন।—আমরা মূল প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এই স্থানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পত্রলেখক মহাশয় এবং বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী এই কিম্বদন্তীর উপর আস্থা স্থাপন করিবেন কি না, জানি না। কিন্তু আমি এই শ্রেণীর কিম্বদন্তীর উপর বরাবরই আস্থা স্থাপন করিয়া থাকি। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা বলেন—'আস্থা নাই', তাঁহারাও আস্থা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তবে এ সম্বন্ধে মহাগ্রন্থ কোরাণ-মজিদ এবং হাদিসের একটি মাত্র শব্দের উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। কোরাণ এবং হাদিসে এই শ্রেণীর সাধু ও সিদ্ধ পুরুষদিকে 'লাই'মুতো' আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা যে বাস্তব পক্ষে অমর।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩২৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চতুর্ব্বিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে চতুর্ব্বিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ বিবৃত হইল।

স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র

আলোচ্য বর্ষের ১৯শে ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোক-গমন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহার মৃত্যু পরিষদের পক্ষে যে কি প্রকার ক্ষতিজনক, তাহা যাঁহারা পরিষদের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত, তাঁহারা সম্যক্ অনুভব করিতেছেন। পরিষদের উন্নতির মূলে তিনি যে পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা না করিলে আজ পরিষৎ দেশ-দেশান্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত কি না, সন্দেহ। তিনি একাধারে মাতৃভাষাসেবী, সমাজ-সংস্কারক ও ব্যবহারজীবি-রূপে এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতিরূপে নানাভাবে মাতৃভূমির সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুদীর্ঘ আট বৎসর-কাল সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরিষদের সকল কার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই সময়ের মধ্যেই পরিষদের এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ সময় হইতেই বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পরিষৎ বার্ষিক সাহায্য পাইয়া আসিতেছেন। তিনি পরিষদের কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিষদের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৩য় অধিবেশনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং রমেশ-ভবনের কমিটির সভাপতিরূপে—ইহার আরম্ভ হইতে রমেশ-ভবনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত—উক্ত সমিতির নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পরিষদের সভাপতি-পদ এবং ১৩২০ হইতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সহকারী সভাপতি-পদ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। সহকারী সভাপতিরূপেও তিনি সাধ্যমত অবসর করিয়া পরিষদের কার্য্যে ও অধিবেশনাদিতে উপস্থিত থাকিতেন। যুগাধিক কাল ধরিয়া এইরূপ ভাবে পরিষদের নেতৃত্ব করিয়া তিনি পরিষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিতৈষী বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। পরিষদের অন্যতম গ্রন্থ বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি বহন করিয়াছিলেন। ৭ই আশ্বিন তারিখে তাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ জন্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র-নাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মৃত্যুও আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। যাঁহারা বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার পল্লীমাতার উন্নতি-সাধন-চেষ্টা সর্ব্বজন-পরিচিত। সাহিত্য-সাধনাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। তবে, তাঁহার সাহিত্য-সেবা—স্বদেশ-ভক্তি ও জাতি-প্রীতি চরিতার্থ করিবার প্রবল কামনার ফল-স্বরূপ ছিল। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি তিন বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনে গত ২১শে পৌষ, শনিবার পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

গত বর্ষে ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণে বলা হইয়াছিল যে, স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের ২৮শে পৌষ তারিখে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের চিত্রখানি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার ভবনেই পরিষদের জন্ম ও জাতকর্ম্ম হয়। তিনি শৈশবে নিজ ভবনে পরিষৎকে স্থান, সাহায্য ও পরামর্শ দান করিয়া লালন-পালন করিয়াছিলেন। পরিষৎ তাঁহার চিত্র নিজ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইলেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্যগণকে পরিষৎ মন্দির পরিদর্শন জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তদনুসারে গত ৬ই ফাল্গুন তারিখে উক্ত কমিশনের সদস্য মিঃ পি. জে. হার্টগ, অধ্যাপক রাম্‌সে মুর ও মাননীয় হর্ণেল সাহেব পরিষৎ পরিদর্শন জন্য আগমন করেন। এই উপলক্ষে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, কলিকাতার কলেজগুলির দেশীয় অধ্যক্ষ, পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য, কলিকাতা ইউনিভার্সিটির তদানীন্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার মহাশয়গণকে আহ্বান করা হইয়াছিল। পরিষদের চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, পুথিশালা প্রভৃতি তাঁহাদিগকে দেখান হয়। পরিষদের

মাননীয় সভাপতি সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কমিশনের সভ্যগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিষদের কার্য্যাবলী দেখিয়া কমিশনের উক্ত সদস্যগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

পরিষদে ধারাবাহিক বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা

গত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, পরিষদের জগন্মান্য সভাপতি মহাশয় তাঁহার নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিষয় পরিষৎ মন্দিরে ধারাবাহিক বক্তৃতা দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আরও সঙ্কল্প ছিল যে, বঙ্গদেশের নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরিষদে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন। তদনুসারে তিনি কতিপয় বিশেষজ্ঞকে উক্তরূপে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার আহ্বানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ বক্তৃতা দিবার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেন।— শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ডাঃ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমরনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মজুমদার প্রভৃতি। আলোচ্য বর্ষে বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় "মারাঠা অভ্যুদয়ের ইতিহাস" বিষয়ে, বিগত ১৯শে পৌষ তারিখে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় "ভারত-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়" বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমাদের সভাপতি মহাশয় গত ৭ই চৈত্র তারিখে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে তাঁহার আবিষ্কারের বিষয় ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় "আহত উদ্ভিদ্" (Wounded plant)। এই শ্রেণীর বক্তৃতা দ্বারা দেশের ও মাতৃভাষার যে কত কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা বর্ণনাতীত। পরিষৎ আশা করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে অন্যান্য বক্তৃগণ তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া মাতৃভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবেন। যাহাতে এই সকল বক্তৃতা স্থায়িভাবে সাহিত্যে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের উল্লিখিত প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

বান্ধব

দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষে কেহ পরিষদের বান্ধব-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরিষৎকে গৌরবান্বিত করেন নাই। যাঁহারা পূর্ব্বে বান্ধব হইবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন, তাঁহারাও আলোচ্য বর্ষে পরিষৎকে কৃপা করেন নাই। বঙ্গদেশে ধনবান্ ও মাতৃভাষানুরাগী মহানুভব ব্যক্তির অভাব নাই। এই সমস্ত লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের নিকট সম্পাদক এই সারস্বত আয়তনের সাহায্যকল্পে বান্ধব-পদ গ্রহণ জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদের বান্ধব আছেন—(১) মাননীয় মহারাজ সার্ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, (২) রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর এবং (৩) মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর।

সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—

বিশিষ্ট—১২, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৩, সহায়ক—১৮, সাধারণ (কলিকাতা—৯৮৩+মফস্বল—১৩৭৭,)—২৩৬০, মোট—২৩৯৯।

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে কলিকাতাবাসী ৯৮৩ জন সাধারণ সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১ জন পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ১৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৬২৭ জন কলিকাতাবাসী পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬ জন মফস্বলে গিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে মফস্বলের সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ১৩৭৭ ছিল। তন্মধ্যে ২৬ জন পদত্যাগ করিয়াছেন, ১৭ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, ১ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং ২৮৭ জন মফস্বলবাসী নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতাবাসী সদস্যগণ-মধ্যে ২৪ জন মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বলবাসী ২৪ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতার সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ১৫৯৫ এবং মফস্বলের সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ১৬১৯ দাঁড়াইয়াছিল এবং কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ৩২১৪ হইয়াছিল।

বিশিষ্ট-সদস্য

দুঃখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে কেহ নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। পরন্তু অতীব দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, পরিষদের নিম্নোক্ত বিশিষ্ট-সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরলোক-গমন করিয়াছেন,—আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সার উইলিয়ম ওয়েডার বার্ণ এবং সার জর্জ বার্ডউড্। বর্ষারম্ভে বিশিষ্ট-সদস্য-সংখ্যা ১২ ছিল; এক্ষণে এই সংখ্যা ৯ হইল।

আজীবন-সদস্য

গত বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদক এক জনের নূতন আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণের সংবাদ দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে কেহ এই পদ গ্রহণ করেন নাই। মাতৃভাষার

সেবাকল্পে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দিয়া পরিষদের আজীবন-সদস্য হইতে পারেন, বঙ্গমাতার এইরূপ সুসন্তানের অভাব নাই। পরিষৎ সাগ্রহে এইরূপ মহানুভব ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করিতেছেন। বর্ষারম্ভ হইতেই এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৬ রহিয়াছে।

অধ্যাপক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে কেহ নূতন অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। এই শ্রেণীর সদস্য দ্বারা পরিষদের যে প্রভূত উপকার হইতে পারে, তাহা পূর্ব্ববৎসরে বিশেষভাবে জানান হইয়াছে। পরিষদের বিবিধ সাহিত্যিক কার্য্যে, বিশেষতঃ নানা রত্নের আকর সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে দর্শনাদি বহু গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য অধ্যাপকগণের সাহায্য বিশেষভাবে আবশ্যক। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক-গমনে লালগোলার রাজা বাহাদুরের অর্থে পরিষৎ হইতে মাধবভাষ্যের অনুবাদ প্রকাশের কল্পনা সম্প্রতি স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। এই শ্রেণীর ও নানাবিষয়ের সাহিত্যিক কার্য্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত অধ্যাপকগণের সাহায্য পরিষদের বিশেষ প্রয়োজন। পরিষৎ আশা করেন যে, সংস্কৃত দর্শনাদি শাস্ত্রে পারদর্শী অধ্যাপকগণ পরিষৎকে উক্ত কার্য্যে সহায়তা করিবেন। আলোচ্য বর্ষে এই শ্রেণীর সদস্য ৩ জন ছিলেন।

মৌলবী-সদস্য

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায় আরবী ও পারসী ভাষার বহু অমূল্য রত্নরাজি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করে নাই। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। এই অভাব দূরীকরণের জন্য পরিষৎ মাদ্রাসা ও মখ্‌তবের আরবী-পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বঙ্গভাষাভিজ্ঞ মৌলবীগণকে পরিষদের মৌলবী-সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, নিয়ম প্রণয়নের পর এই তিন বৎসরের মধ্যে একটিও মৌলবী সদস্য পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে কোন কোন সদস্য এই শ্রেণীর সদস্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ প্রস্তাব পরিষদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুমোদিত না হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার নির্ব্বাচনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। সম্পাদক আশা করেন যে, আগামী বর্ষে এইরূপ সদস্য-নির্ব্বাচনে বঙ্গভাষানুরাগী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

সহায়ক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে সহায়ক-সদস্য ১৮ জন ছিলেন। তন্মধ্যে সহায়ক-সদস্য-সংক্রান্ত নিয়মানুসারে ৬ জন সদস্যের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদের পুনর্নির্ব্বাচন প্রয়োজন-বোধে বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাদের নাম প্রস্তাব করেন। তদনুসারে তাঁহারা পুনরায় ৫ বৎসরের জন্য সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হেয়ার স্কুলের আরবী পারসী ভাষার শিক্ষক মৌলবী খয়রুল আনাম এবং উত্তরবঙ্গের সাহিত্যসেবী পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ও সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে সাধারণ-সদস্য ছিলেন।

এইরূপে সহায়ক-সদস্যের সংখ্যা বর্ষমধ্যে ২০ হয়। কিন্তু আলোচ্য বর্ষমধ্যেই পূর্ণেন্দু-মোহন সেহানবীশ মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি হওয়ায় এই সংখ্যা ১৯ হইয়াছে। সহায়ক-সদস্যগণ মধ্যে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এবং ৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাদি সম্পাদন করিয়া, বিশেষ অধিবেশনের জন্য কবিতাদি লিখিয়া, পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া, অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে ও সদস্য-সংগ্রহ দ্বারা এবং শাখা-সমিতিতে কার্য্য করিয়া পরিষৎকে বিশেষ-ভাবে উপকৃত করিয়াছেন। পরিষৎ আশা করেন যে, অন্যান্য সহায়ক সদস্যগণও পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা শ্রেণীভেদে নিম্নলিখিত প্রকার দাঁড়াইয়াছে ;—বিশিষ্ট—৯, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৩, মৌলবী—০, সহায়ক—১৯, সাধারণ (কলিকাতা—১৫৯৫, মফস্বল—১৬১৯)—৩২১৪, মোট—৩২৫১।

সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সকল সদস্য নূতন সদস্য প্রস্তাব করিয়াছেন ও সদস্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বার্ষিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ১৬ই বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ দার্জ্জিলিঙে থাকায়, পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে চতুর্ব্বিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-ফল বিজ্ঞাপিত হয় এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণ ও চতুর্ব্বিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচন ও সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন হয়। ৺পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও ৺মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৫টি পুরস্কার-প্রবন্ধের জন্য পদক ও পারিতোষিক বিতরিত হয়।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ১০টি মাসিক ও ৪টি বিশেষ অধিবেশন হয়। নিম্নে এই অধিবেশনগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল।—

প্রথম মাসিক অধিবেশন—২০শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার। প্রবন্ধ—(১) ভদ্রার্জ্জুন—শ্রীযুক্ত সুশীল-কুমার দে এম্ এ, বি এল্, (২) "সসং" ও "শক ও সংবৎ"—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—৩১শে আষাঢ়, রবিবার। প্রবন্ধ—(৩) বাঙ্গালা শব্দকোষ সমালোচনার উত্তর—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, (৪) আর্য্যভট—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—৩রা ভাদ্র, রবিবার। (৬) রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্। (৭) সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৪ই আশ্বিন, রবিবার। (৮) উত্তরচরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থ। (৯) জঙ্গনামা—ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২২শে পৌষ, রবিবার। (১০) আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৮শে মাঘ, রবিবার। (১১) অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ—শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—১২ই ফাল্গুন, রবিবার। (১১) সুতীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১৭ই চৈত্র, রবিবার। (১৩) বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

নবম মাসিক অধিবেশন—১৭ই চৈত্র, রবিবার। (১৪) শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্।

দশম মাসিক অধিবেশন—২৯শে চৈত্র, শুক্রবার। (১৫) বর্ণমালার কথা—ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—(১) দনুজমর্দ্দনদেবের রৌপ্যমুদ্রা—প্রদাতা শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—(২) বিষ্ণুমূর্ত্তি—প্রদাতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগচী বি এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—(৩) একটি প্রাচীন মুদ্রা—৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—(৪) সুতীর ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত কারুকার্য্যবিশিষ্ট একখানি প্রস্তরখণ্ড—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ।

বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চারিটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পরপৃষ্ঠায় তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—৭ই আশ্বিন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ স্বর্গীয় মহাত্মার গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং নিম্নোক্ত মহোদয়গণ এই উপলক্ষে রচিত তাঁহাদের শ্লোক ও কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের কবিতাটি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পাঠ করেন। মৃত মহাত্মার উপযুক্ত স্মৃতি পরিষৎ মন্দিরে রক্ষা করা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—২১শে পৌষ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি এবং বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অতুলকীর্ত্তি, বঙ্গসাহিত্যের নবযুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক, স্বদেশ ও মাতৃভাষার একান্ত অনুরাগী, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মৃত মহাত্মার বঙ্গসাহিত্যে প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় ব্যতীত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ ভড়, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এক জন গুণমুগ্ধ ভক্তের প্রেরিত কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত এক কবিতা পাঠ করেন। মৃত মহাত্মার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হইয়াছে।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—২৮শে পৌষ, শনিবার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই বিশেষ অধিবেশন হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের গুণকীর্ত্তন করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত একখানি পত্র পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় সর্ব্বশেষে চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—৫ই চৈত্র

পরিষদের সভাপতি সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। গত বার্ষিক অভিভাষণ পাঠের জন্য তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে এই তারিখে এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণ ২৪শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) সাধারণ সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর*, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী*, রায় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ডাঃ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

(খ) শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিগণ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদ গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন এবং অন্যতম সহকারী সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্থলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির দুই জন সভ্যের পদ উক্তরূপে শূন্য হওয়ায় ঐ ঐ পদে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ২১টি সাধারণ ও ২টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং এতদ্ব্যতীত ৩ বার পত্র-ব্যবহার দ্বারা (Meeting in circular) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মতামত সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে অন্যান্য কার্য্যমধ্যে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলিও আলোচিত হইয়াছিল ;—

(১) গত বর্ষে গৃহীত মন্তব্য অনুসারে গত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে যে সকল ব্যক্তির সদস্যরূপে নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় আপত্তি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু আলোচ্য বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে নিজে সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব-কালে তাঁহার পূর্ব্ব-আপত্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সম্পাদক সেই সকল নির্ব্বাচিত সদস্যকে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবুর মন্তব্য বিজ্ঞাপিত করেন।

(২) ৺সারদাচরণ মিত্র এবং ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য দুইটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(৩) পরিষদের পুথিশালা ও ছাপাখানা-সমিতির নূতন নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে।

(৪) ছাপাখানা, পুথিশালা, পুস্তকালয় ও ছাত্রসভ্য সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৫) কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় আগামী বৎসর পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশিত হইবে না স্থির হইয়াছে।

(৬) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজেষ্টারী করার জন্য বাঁকীপুরের সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনে গঠিত শাখা-সমিতি যে নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই।

আমরা গত বার্ষিক কার্য্যবিবরণের উপসংহারে বলিয়াছিলাম যে, (৭) "দেশীয় ভাষায় জ্ঞানের আদান-প্রদান না হইলে প্রকৃত জ্ঞান বিস্তার কখনই হইতে পারে না।" উচ্চশিক্ষা কোন্ ভাষায় দেওয়া হইবে, এই বিষয়ে শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে বর্ত্তমান কালে কিছু কিছু আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে লইয়া যে পরামর্শ-সভা করেন, তাহাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে,

বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা দান করিলে ছাত্রগণের প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে কি প্রকার বাধা-বিঘ্ন ঘটে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া সম্পাদকের প্রস্তাব মতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে সদস্যগণকে এবং শিক্ষাবিভাগের কতিপয় অভিজ্ঞবর্গকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, বঙ্গভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা প্রচলনের প্রথা কি ভাবে প্রচলন করা যাইতে পারে এবং তাহাতে কি কি আপত্তি হইতে পারে ও তাহাদের সমাধান কি। তাহার উত্তরে তাঁহারা যে মন্তব্য দিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। এই শাখা-সমিতি মন্তব্য দিয়াছেন যে, বঙ্গভাষার সাহায্যেই অচিরে উচ্চশিক্ষা প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট অনুরোধ করা হউক। তদনুসারে কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট পত্র প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত শাখা-সমিতির মন্তব্যের সারাংশ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

(৮) আলোচ্য বর্ষে বজেটে ৩০০্ টাকা প্রবেশিকা আদায় হইবে ধরা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ষশেষে ৯১১্ টাকা প্রবেশিকা পাওয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, উক্ত ৩০০্ টাকার উপর যত টাকা প্রবেশিকা পাওয়া যাইবে, তাহা পরিষদের স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধের জন্য ব্যয়িত হইবে এবং তদনুসারে কার্য্য হইয়াছে।

(৯) অন্যতম সহায়ক-সদস্য পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় নিঃস্ব অবস্থায় পরলোকগমন করায় তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে সদস্যগণের নিকট সাহায্য-প্রার্থনার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(১০) আরবী ও ফারসী বর্ণমালা বঙ্গভাষায় লিপ্যন্তর করিবার প্রণালী স্থির করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(১১) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট সংগ্রহ জন্য যে পুস্তিকা সদস্যগণের নিকট বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী এবং শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মুস্তফী মহাশয়গণের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি একটি শাখা-সমিতির উপর ভার অর্পণ করেন। পরে উক্ত শাখা-সমিতির মন্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে অনুমোদিত হয়। উহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

(১২) বঙ্গভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দিবার অন্যতম উপায়স্বরূপ কলিকাতা ও ঢাকা নগরীতে বঙ্গভাষায় ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য দুইটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হইয়াছিল। এই আবেদন মঞ্জুর না হওয়ায় এই বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তাহা আলোচনা করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতির নিকট পুনঃ প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহাদের মন্তব্য অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

(১৩) পরিষদের নিয়মাবলীর এবং কার্য্যপ্রণালীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় সদস্য পরিষদের সভাপতি মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলে, সভাপতি মহাশয় উল্লিখিত তিন জন সদস্যের উপর, কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা প্রস্তাবাকারে লিখিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইবার জন্য বলেন। তদনুসারে তাঁহারা কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া ও সংযোজন করিয়া সভাপতি মহাশয়কে দেন। সভাপতি মহাশয় সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণের মতামত চাহেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয়ের আদেশ মত তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ঐ সকল বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁহারা যে মত দেন, তাহা সামঞ্জস্য করিয়া সভাপতি মহাশয় উক্ত নিয়মাবলী আলোচনার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে অর্পণ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন, আগামী পঞ্চবিংশ বর্ষের নূতন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে এই সকল প্রস্তাব আলোচিত হইবে।

নিয়মাবলী সংস্কার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ও কতকগুলি প্রস্তাব দিয়াছেন। এই সমস্ত প্রস্তাব উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত হইবে, স্থির হইয়াছে।

(১৪) মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব-মত স্থির হইয়াছে যে, পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। তজ্জন্য পরিষদের সদস্যগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

(১৫) শ্রীযুত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত মনোবিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত সদস্যগণ বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা দান সম্বন্ধে শাখা-সমিতিতে, ছাপাখানা-সমিতিতে, পুস্তকালয়-সমিতিতে, অনুমানিক আয়-ব্যয়-সমিতিতে, বঙ্গভাষায় ডাক্তারি-শিক্ষাদান সম্বন্ধে শাখা সমিতিতে সভ্যরূপে থাকিয়া এবং প্রবন্ধ-গুলির পরীক্ষকরূপে কার্য্য করিয়া পরিষদের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুত নীলরতন সরকার, ডাঃ শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ কর, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রুদ্র, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নিম্নলিখিত কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন,—

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
" ললিতচন্দ্র মিত্র
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
ধনাধ্যক্ষ— " প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
গ্রন্থাধ্যক্ষ— " সুশীলকুমার দে
চিত্রশালাধ্যক্ষ— " অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
ছাত্রাধ্যক্ষ— " সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
পত্রিকাধ্যক্ষ— " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক— " উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

বিগত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আলোচ্য বর্ষের জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ এই পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করায় শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় এই পদে নির্ব্বাচিত হন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সহিত কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য ঘটায় বর্ষশেষে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সহকারী সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেন। এই জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হইয়াছে।

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ ভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-বিভাগের, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-বিভাগের, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর সাহিত্য-সম্মিলন এবং শাখা-পরিষৎ সংক্রান্ত কার্য্যের ও সমস্ত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-ভার এবং শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের উপর পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি এবং গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভার অর্পিত ছিল।

শ্রীযুত হেমবাবু পরিষদের কার্য্যের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার হস্তে পরিষদের কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যভার বহু দিন ন্যস্ত ছিল। সে সময়ে তিনি পরিষদের জন্য রীতিমত পরিশ্রম করিয়া পরিষদের কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং অশেষ কল্যাণ চিন্তা করিতেন। তাঁহার পদত্যাগে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। বর্ষশেষে তিনি কার্য্যভার ত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে অল্প কয়েক দিনের জন্য অন্য সহকারী সম্পাদক নিয়োগ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। অন্যান্য সহকারী সম্পাদকগণ পরিষদের জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহা না করিলে সম্পাদকের পক্ষে পরিষদের বহু-বিস্তৃত

কার্য্যভার সম্পাদন করা একরূপ অসম্ভব হইত। ইঁহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের অর্থাদি রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের চেষ্টায় পরিষদের গ্রন্থাগারের ও পাঠাগারের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ-মত তিনি গ্রন্থাগারের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকার দুই খণ্ড—উপন্যাস ও গল্পের এবং কাব্য ও কবিতার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ অনুগৃহীত। আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় বর্ষের প্রায় শেষাংশে কার্য্যভার গ্রহণ করায়, চিত্রশালার কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই। আশা করা যায়, তাঁহাকে আমরা আগামী বর্ষে এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিব। আমরা আরও আশা করি, তিনি তাঁহার চিত্রশালা সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিষদের চিত্রশালাটি সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিবেন। ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ছাত্র-সভ্যগণের দ্বারা কি ভাবে পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা ছাত্র-সভ্যগণকে নানা ভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কতিপয় ছাত্র-সভ্য সাহিত্যিক অনুসন্ধান-কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হইয়া আলোচ্য বর্ষে চতুর্বিংশ ভাগের চারি সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় পরিষৎ-পত্রিকার বিশেষত্ব বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ-পদে থাকিয়াও পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়কে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। পরিষৎ পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরিষৎ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ছাদ সামান্যভাবে মেরামত করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ভালরূপ মেরামত করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। বর্ষার মধ্যেই যাহাতে এই কার্য্য শেষ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরিষৎ মন্দিরের গৌরব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে ;—

১। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তৈলচিত্র
২। স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের তৈলচিত্র
৩। স্বর্গীয় পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের তৈলচিত্র

প্রথমোক্ত ছবিখানি পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। দ্বিতীয়খানির জন্য চিত্রকরের

পারিশ্রমিক বাবদ পরিষৎ হইতে ২৫৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে; অবশিষ্ট ব্যয় সম্পাদক মহাশয় দিবেন। শেষোক্ত ছবিখানি শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ বি এল্ মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন; ইহা অতি জীর্ণ অবস্থায় থাকায়, পরিষদের কতিপয় হিতৈষী সদস্যের ব্যয়ে তাহার সংস্কার হইয়াছে। তৎপরে তিনি ইহা পরিষৎকে দান করিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নের জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের স্বনামধন্য সভাপতি মহাশয়ের উদ্যোগে এবং অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় নিম্নলিখিত আসবাবগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থাগারের জন্য দুইটি সুদৃশ্য বড় বড় আলমারী প্রায় ২৪০০৲ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি সংরক্ষিত হইয়াছে। নীচের হলের মধ্যভাগে চিত্রশালার উল্লেখযোগ্য প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলি গ্যালারীতে সংস্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতলের বক্তৃতা-মঞ্চের আয়তন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। চিত্রশালার দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিবার জন্য দ্বিতলের দক্ষিণ দিকের কুঠারীতে শো-কেস, র‍্যাক, আলমারী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহাতে চিত্রশালার বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সাজান হইয়াছে। দ্বিতলের হলে ও বারান্দায় শ্রোতৃবৃন্দের বসিবার জন্য বেঞ্চও প্রস্তুত হইয়াছে। নির্জ্জনে পাঠ বা কোন বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য দ্বিতলের বারান্দার উপর দুইটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তৈলচিত্রগুলি সুশৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া রাখিবার জন্য দ্বিতলের পূর্ব্বদিকের বারান্দার রেলিংএর উপর কাঠের প্যানেলা করা হইয়াছে ও তাহাতে কতকগুলি চিত্র সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ছয়খানি বৈদ্যুতিক পাখা খরিদ করিয়া বক্তৃতা-মঞ্চে ও শ্রোতৃবর্গের বসিবার স্থানে খাটান হইয়াছে এবং আলো ও পাখার তারগুলি অতিশয় পুরাতন হওয়ায় সেগুলি বদল করা হইয়াছে। পরিষৎ মন্দিরের দ্বিতল ও নীচের হলে চুণকাম করা হইয়াছে। প্রায় ৬০০০৲ টাকায় উক্ত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই টাকার মধ্যে এখনও ২০০০৲ টাকা দেনা রহিয়া গিয়াছে। এই সকল কার্য্য ব্যতীত আরও ২০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইলে সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ-মত কাজগুলি শেষ করিতে পারা যাইবে। এই সমস্ত আসবাব দ্বারা পরিষৎ মন্দিরের কিরূপ সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য সম্পাদক সদস্যগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। এখনও যে সকল কার্য্য বাকী রহিয়াছে, তাহা সম্পাদনে সাহায্য করিবার জন্য পরিষদের দেশপূজ্য সভাপতি মহাশয় সকল সদস্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সম্পাদকও এই জন্য সদস্যগণের নিকট ভিক্ষার্থী। আশা করা যায়, তাঁহারা আগামী বর্ষে এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে সাহায্য করিবেন।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে ১৮০ খানি বাঙ্গালা পুস্তক, ২৬৭ খানি মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তক, ২০৭ খানি ইংরাজি পুস্তক, ১৬ খানি সংস্কৃত পুস্তক ও ২ খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। মোট ৬৭২ খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ইংরাজি, মুসলমানী বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলি এবং ১৫৩ খানি বাঙ্গালা পুস্তক উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের হিতৈষী সদস্য, অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় ২৬৭ খানি মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তক উপহার দিয়াছেন। পরিষদের গ্রন্থাগারে এই শ্রেণীর পুস্তকের অভাব ছিল। ডাক্তার সাহেব এই অভাব পূরণ করিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ৫ খানি দৈনিক, ৪৮ খানি সাপ্তাহিক, ৬ খানি পাক্ষিক ও ৮৩ খানি মাসিক পত্র ও পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত কলিকাতা গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট ও অন্যান্য গবর্মেণ্ট রিপোর্ট আদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাময়িক পুস্তক যথাসময়ে গবর্মেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে নিয়মিত ভাবে পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার স্মিথ্‌সোনিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউশনের নিকট হইতে ১৮ খানি নানা বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের পক্ষ হইতে উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউশনের কর্ত্তৃপক্ষগণকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পরিষদের জগন্মান্য সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় গ্রন্থাগারের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। মন্দিরের নীচের হলের পূর্ব্বদিকের দুইটি কুঠরীর দেওয়াল ব্যাপিয়া বড় বড় দুইটি আলমারী প্রস্তুত হইয়াছে। পরিষদের পুরাতন আলমারীগুলি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল আলমারীর পুস্তক এই বড় আলমারী দুইটিতে রাখা হইয়াছে। দিন দিন গ্রন্থাগারের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারের পুস্তক রাখিবার স্থান সংকুলানের জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ হইবে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বাছিয়া দিয়াছেন, আগামী বর্ষে সেগুলি তালিকাভুক্ত হইবে। উক্ত আলমারী দুইটি প্রস্তুত করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। পরিষৎ তাঁহার নিকট ও বসন্তবাবুর নিকট বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

বঙ্গের গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য স্বরচিত ও স্বপ্রকাশিত পুস্তকের এক একখানি দান করেন। অনেক গ্রন্থকার বা প্রকাশক এ বিষয়ে পরিষদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না। আমরা আশা করি, বঙ্গদেশের এই প্রধানতম সাহিত্যালোচনার মন্দিরে তাঁহারা তাঁহাদের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের এক একখানি করিয়া উপহার দিবেন।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতি কর্ত্তৃক পুস্তকালয়-সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত নিয়মাবলী এক্ষণে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুস্তকালয়-সংস্কার-সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সমিতিতে এবং পুস্তকালয়-

সমিতিতে যাঁহারা সভ্যরূপে কাজ করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়ের উপন্যাস ও গল্পের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ষের শেষভাগে কাব্য ও কবিতার তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকার অনেকাংশ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। আগামী বর্ষে অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থের তালিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইবে।

পরিষদের পাঠাগার ছুটীর দিন ব্যতীত স্থানীয় সাধারণের ও সদস্যগণের জন্য বেলা ২টা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত খোলা ছিল।

পুথিশালা

অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের উপর পরিষদের পুথিশালার কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। বর্ষের প্রথমে পুথিশালায় ৩৬৬৫ খানি পুথি ছিল। আলোচ্য বর্ষে ৬৪ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে, ১৮ খানি বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে এবং ৬ খানি খরিদ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত শশীলাল দাস, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দে, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী দে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতি মহাশয়গণ পুথি উপহার দিয়াছেন। বর্ষশেষে শ্রেণীভেদে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালা—২৪২১, সংস্কৃত—১০৭৭, অসমীয়া—১, ওড়িয়া—২, হিন্দী—২, পার্শী—১২, তিব্বতীয়—২৩৭ এবং ইংরাজি—১, মোট—৩৭৫৩।

আলোচ্য বর্ষের শেষ চারি মাস একজন অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া সমস্ত বাঙ্গালা পুথির তালিকা করা হইয়াছে; মোট ২৯৯৭ খানি পুথির তালিকা হইয়াছে। পাতা মিলাইয়া প্রায় ৭৫০ খানি পুথির উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সমস্ত পুথির মধ্যে ভূতড্যামর তন্ত্র (বাঙ্গালা মন্ত্রের পুস্তক) এবং একখানি নামহীন বাঙ্গালা জ্যোতিষের পুথি পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পুথিশালার জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

মুসলমানী বাঙ্গালা

আলোচ্য বর্ষে মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা ও অনুসন্ধান পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর এই বিভাগের কার্য্যভার অর্পিত আছে। তিনি এই বিভাগের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। ডাক্তার সাহেবের এই প্রকারের চেষ্টায় যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায়, বিগত আশ্বিন মাসে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হন। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব-মত চিত্রশালার দ্রব্যাদি সুসজ্জিত করিয়া রাখিবার জন্য গ্যালারী, শো-কেস প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে এবং দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সকল কার্য্য শেষ করিতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়। এই জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় চিত্রশালার দ্রব্যাদির বিবরণযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করিবার সুবিধা পান নাই। এই তালিকা প্রস্তুত হইলে, সাধারণ দর্শকের পক্ষে দ্রব্যাদির পরিচয় জানিবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে তাড়াশের জমিদার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় মহাশয় দনুজমর্দ্দনদেবের একটি রৌপ্য মুদ্রা উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্‌ এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কতকগুলি তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি কঙ্কে উপহার দিয়াছেন। ফুলছরী-ষ্টীমার-ঘাটের হোটেলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাস মহাশয় কূপ খনন-কালে ১৪।১৫ হাত মাটীর নীচে ইহা পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্‌ এ মহাশয় মুর্শিদাবাদ সুতীর ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর-খণ্ড উপহার দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগচী বি এ মহাশয় একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার মহাশয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারাণীর বাঙ্গালা ঘোষণা-পত্র উপহার দিয়াছেন। উক্ত দ্রব্যাদির প্রদাতা-গণকে পরিষৎ বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ছাত্র-সভ্য

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ১৫ জন ছাত্র পরিষদের ছাত্রসভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বর্ষের প্রারম্ভে ৫৯ জন ছাত্রসভ্য ছিলেন। বর্ষশেষে ৭৪ জন হইয়াছে। ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রগণকে নানা বিষয়ে উপদেশাদি দিয়া, পরিষদের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা মিউজিয়মে কতিপয় ছাত্র-সভ্যকে লইয়া গিয়া নানা প্রাচীন মূর্ত্তি ও অনুশাসনাদি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পরিষদের পুরাতন ছাত্র-সভ্যগণ-মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ ও শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধাদি রচনার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন—পরিষদেও তাঁহারা তাঁহাদের প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। নূতন ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন এবং তাঁহার আলোচনার ফল প্রবন্ধাকারে পরিষদে পাঠাইয়া-

ছেন। তিনি সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য্য বন্ধ আছে। ছাত্র-সভ্যগণ যাহাতে প্রাচীন বাঙ্গালা আলোচনা করিতে পারেন, তজ্জন্য পরিষদের পুথিরক্ষক মহাশয় সাহায্য করিবেন। কতিপয় ছাত্র, গ্রাম্য ব্রতকথা-সংগ্রহে এবং অসংস্কৃত ভৌগোলিক নাম সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। যদি ছাত্র-সভ্যগণ উৎসাহের সহিত মাতৃভাষার অনুশীলন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উত্তর-কালে দেশের প্রভূত সাহায্য করিতে পারিবেন। পরিষৎ এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভ্যগণের চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল।

পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত আটটি পুরস্কার ও পদক বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল ;—

	পদক বা পুরস্কার	প্রবন্ধের বিষয়
১।	হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য-সমালোচনা।
২।	দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার (১০০৲)	বঙ্গীয়-নাট্যসাহিত্য ও দীনবন্ধু।
৩।	রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)	এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ।
৪।	শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)	নরহরি সরকারের জীবনচরিত্র।
৫।	হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী সুবর্ণ-পদক—	বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।
৬।	রামগোপাল রৌপ্য-পদক—	স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্যের সমালোচনা।
৭।	শশিপদ রৌপ্য-পদক—	বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ও তাহার প্রতীকারের উপায়।
৮।	ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—	বঙ্গের পাঁচালি-সাহিত্য।

এই সকল বিষয়ে মোট ৪৯টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। ১ম পদক হেমচন্দ্র স্মৃতি-সমিতির উদ্বৃত্ত অর্থের সুদ হইতে দেওয়া হইতেছে। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই পদক পাইবেন স্থির হইয়াছে। এই বিষয়ে মোট ৪টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল।

২য় পুরস্কার—স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণ প্রদান করিয়াছেন। এই পুরস্কারের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। এই বিষয়ে মোট ৬টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে।

৩য় বিষয়ে একটিমাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা পরীক্ষক মহাশয়কর্ত্তৃক পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৪র্থ পুরস্কার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের

স্মৃতির উদ্দেশ্যে দান করিয়া থাকেন। এই পুরস্কারের জন্য ৪টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। কোন প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৫ম বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় সুবর্ণ-পদক দিয়াছেন। এই বিষয়ে ৩টি মাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। কোন প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৬ষ্ঠ বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এক রৌপ্য পদক দিবেন। কিন্তু এই বিষয়ে মাত্র একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাও পরীক্ষক মহাশয়কর্ত্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হয় নাই।

৭ম বিষয়ের জন্য দেবালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পদক দিয়াছেন। পরীক্ষক মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয়কে পদক দিবার জন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে মোট ২৫টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল।

৮ম বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বাগবাজার লক্ষ্মীনিবাস হইতে পদক দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ নাগ মহাশয় এই পদক পাইবেন স্থির হইয়াছে। এই বিষয়ে ৩টি প্রবন্ধ আসিয়াছিল।

যাঁহারা উক্ত পদক বা পুরস্কারের জন্য পরিষদের হস্তে অর্থ দান করিয়াছেন, পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং যাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুরোধক্রমে প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্মৃতি-রক্ষা

(ক) নবীনচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি—বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত জি কে মাত্রে মহাশয়কে কবিবরের মর্ম্মর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে উক্ত মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে এবং পরিষৎ মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

(খ) কাশীরাম স্মৃতি-সমিতি—এই স্মৃতি-সমিতির কার্য্য আলোচ্য বর্ষে বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির তহবিলে ২৬৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। স্মৃতি-সমিতিকর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, কেশে পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন ও উহার ঘাট বাঁধান হইবে এবং যে স্থানে বসিয়া কাশীরাম মহাভারত রচনা করিতেন, তথায় একটি দালান নির্ম্মাণ করা হইবে। এই পুষ্করিণীর স্বত্ব যাঁহাদের রহিয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই স্ব স্ব স্বত্ব স্মৃতি-সমিতির হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। পুষ্করিণীর অন্যান্য শরিকগণের নিকটও স্বত্ব সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। মাননীয় মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই স্মৃতি-রক্ষার সাফল্যের জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

(গ) চণ্ডীদাস স্মৃতি-সমিতি—বীরভূম নান্নুরে চণ্ডীদাসের বাশুলীদেবীর মন্দির সংস্কার সম্বন্ধে কার্য্য আলোচ্য বর্ষে কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

(ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি- ইতঃপূর্ব্বে ১৩২২ বঙ্গাব্দে কবিবরের একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার জন্মস্থান সেনহাটী গ্রামে তাঁহার বসত-বাটীর দক্ষিণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আগামী আশ্বিন মাস মধ্যেৎ যাহাতে স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, তাহার আয়োজন হইতেছে। যশোহর টাউন হলে কবিবরের এক তৈলচিত্র ও তাঁহার স্মৃতিফলক রক্ষিত হইবে এবং শুদ্ধ যশোহর জেলার নিমিত্ত একটি বৃত্তি বা পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(ঙ) সখারাম গণেশ দেউস্কর—দেউস্কর মহাশয়ের চিত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই। যাহাতে বর্ত্তমান বর্ষে ইহা শেষ করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

(চ) মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—বিদ্যানিধি মহাশয়ের চিত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই।

(ছ) মীর মশারফ হোসেন—ইঁহার চিত্রও আলোচ্য বর্ষে প্রস্তুত করিতে পারা যায় নাই। (জ) মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (ঝ) মিঃ লিওটার্ড, (ঞ) কৈলাসচন্দ্র সিংহ, (ট) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (ঠ) রাজা সার্ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (ড) শৈলেশচন্দ্র মজুম-দার, (ঢ) নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, (ণ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ এবং (ত) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই কয়েকজনের চিত্র প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। তজ্জন্য পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত আছেন। যাহাতে সত্বরেই ইঁহাদের চিত্রাদি প্রস্তুত করিয়া পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা বর্ত্তমান বর্ষে করিতে হইবে।

(থ) মনোমোহন বসু—ইঁহার যে চিত্রখানি পরিষৎ মন্দিরে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, তাহা ঠিক-মত হয় নাই বলিয়া চিত্রকর মহাশয়কে উহার সংস্কারের জন্য বলা হইয়াছিল। তিনি এ পর্য্যন্ত উহার কিছুই করেন নাই। ইতিমধ্যে স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁহার পিতামহের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এই চিত্র বর্ত্তমান বর্ষে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সুতরাং আর কোন চিত্রের আবশ্যকতা নাই।

(দ) রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের চিত্র, শরচ্চন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছে—রায় বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয় এই চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক মহাশয় পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। বর্ত্তমান বর্ষে এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, তিব্বতীয় মৌলিক অনুশীলন ও গবেষণার জন্য সময় সময় ১২৲ টাকা মূল্যের একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে।

(ধ) সারদাচরণ মিত্র স্মৃতি-সমিতি—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, স্বর্গীয় মিত্র মহোদয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং প্রতি বর্ষে একটি পদক দেওয়া

হইবে। এই জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে হইবে। উক্ত উভয় কার্য্যের উপযুক্ত অর্থের বেশী চাঁদা সংগৃহীত হইলে ৺মিত্র মহোদয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে।

(ন) অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি,—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার উপর এই সমিতির কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির একটিমাত্র অধিবেশন হইয়াছে। আশা করা যায়, সত্বরেই ৺সরকার মহাশয়ের স্মৃতি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্মৃতি-সমিতিকর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, ৺সরকার মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বার্ষিক একটি পদক দানের ব্যবস্থা করা হইবে।

ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডারে সর্ব্বসমেত ৩১৪৻১০ টাকা আদায় হইয়াছে। গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ছিল ২৬৭৵৫। মোট ৫৮১৶১৫ টাকা হইতে মুস্তফী মহাশয়ের পরিবারে ৪৮৫৲ দেওয়া হইয়াছে এবং চাঁদা আদায় জন্য ১৮৸৵১০ মোট —৫০৩৸৵০ ব্যয় হইয়াছে। বর্ষশেষে এই তহবিলে ৭৭৷৫ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এখনও মুস্তফী মহাশয়ের পরিবার নিঃস্ব অবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণও অর্থোপার্জ্জনক্ষম হন নাই। আশা করা যায়, মুস্তফী মহাশয়ের হিতৈষী বন্ধুগণ এই দুঃস্থ পরিবারের দুঃখ মোচন জন্য অর্থ সাহায্য করিবেন।

এই সমিতির তত্ত্বাবধানে এবং পরিষদের সম্পূর্ণ ব্যয়ে স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের একখানি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এই চিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

বিগত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণমধ্যে জানান হইয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় ৺অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের চিত্র দান করিয়াছেন। এই বিষয়ে আমাদের কিছু ভ্রম হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে এই চিত্র প্রস্তুত বাবদ ১৪৸৴০ খরচ হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বাবু ১০৲ দিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৪৸৴০ দিয়াছিলেন। এই জন্য উভয়েই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যে বিশেষ দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা সদস্যগণ অবশ্যই অবগত আছেন। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় পত্রিকা-পরিচালন-বিভাগের কার্য্যভার পাইয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিয়া-

ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির নির্ব্বাচিত অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ষারম্ভে এই সমিতির সভ্যপদ গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করায়, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পরিচালন-সমিতির সভ্যগণ, শ্রীযুক্ত হেমবাবু ও শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্ব্বিংশ ভাগের চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ পত্রিকার আয়তন কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছিল। এই চারি সংখ্যা পত্রিকায় সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ ব্যতীত ১৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯টি প্রবন্ধ বিষয়-ভেদে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত :—

প্রাচীন সাহিত্য	৮
ভাষাতত্ত্ব	৬
ইতিহাস	৩
বিজ্ঞান	২
	১৯

প্রাচীন সাহিত্য

(ক) "আর্য্যভট"— শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, আর্য্যভট একখানি মাত্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন—তাহার নাম আর্য্যভটীয়—ইহাতে দশটি গীতিকাছন্দ এবং ১১৩টি আর্য্যাছন্দ—মোট ১২৩টি শ্লোক আছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। আর্য্যভটই জগতের মধ্যে প্রথমে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর দুই প্রকার গতি আছে—আহ্নিক ও বার্ষিক গতি। তিনি যে পৃথিবীর আহ্নিক গতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবীর একবার ঘুরিতে এক বৎসর লাগে এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখক আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন যে, বরাহমিহিরই সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছিলেন।

(খ) "আর্য্যভট সম্বন্ধে মন্তব্য"—নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের 'আর্য্যভট' প্রবন্ধোক্ত কয়েকটি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা, গ্রহগণের ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণ নিরূপণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত বরাহ-মিহিরের রচনা, পৃথিবীর ভ্রমণ এবং সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা প্রচুর নহে ও সেগুলি আলোচনা-সাপেক্ষ, ইহা প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন।

(গ) "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুঁথি"।—প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় দ্বিজ রঘুনাথ-বিরচিত একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালীর পরিচয় এই প্রবন্ধে

প্রদান করিয়াছেন। এই পাঁচালীর দুইখানি পুথি তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। একখানি ১২৪৩, আর একখানি ১২৮৬ সালে লিখিত। পাঁচালী-রচয়িতা রঘুনাথ যে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি, তাহা সতীশ বাবু এই প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছেন এবং পাঁচালীখানি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

(ঘ) জঙ্গনামা"।—প্রবন্ধ-লেখক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলেন,—জঙ্গনামা মুসলমানদের একখানি ঐতিহাসিক এবং ধর্ম্মমূলক কাব্য এবং মুসলমানী বঙ্গভাষায় লিখিত। গ্রন্থের রচয়িতা মুন্সী মহম্মদ ইয়াকুব আলী ১০৭১ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১১০১ বঙ্গাব্দে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। জঙ্গনামায় যে সকল বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, ইতিহাসের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও দশম হিজরীতে ফার্সী ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক কাব্য "মোক্তল হোসেনের" সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। জঙ্গনামার লেখক যে মোক্তল হোসেনের কবির অনুসরণ করিয়াছেন, এ কথা তিনি নিজেও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ কারবালা-যুদ্ধের ঘটনা অবলম্বনে জঙ্গনামা গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। সিদ্দিকী মহাশয় এই সমস্ত ঘটনা প্রথমে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া শেষে জঙ্গনামা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, পুথিখানির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সিদ্দিকী মহাশয় বলেন—এই উপলক্ষে তিনি জঙ্গনামার তিনখানি হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(ঙ) "রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিধুবাবুর রচিত টপ্পা-গানসমূহের সংগ্রহ-গ্রন্থ "গীতরত্নের" পরিচয় এবং তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—নিধুবাবুর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে ১২৪৪ সালে "গীতরত্ন" প্রথম মুদ্রিত হয়। তৎপরে ১২৫৭ এবং ১২৭৫ সালে যথাক্রমে ইহার দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অপরাপর অনেক গ্রন্থে যদিও নিধুবাবুর অনেক গান সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি তাহা গীতরত্ন অপেক্ষা প্রামাণিক নহে এবং তাহাতে এমন সমস্ত গান নিধুবাবুর নামে চালান হইয়াছে, যাহার প্রকৃত রচয়িতা নিধুবাবু নহেন। ইহার পর প্রবন্ধ-লেখক নিধুবাবুর জীবনী, তাঁহার গানের সমালোচনা, বঙ্গসাহিত্যে নিধুবাবুর স্থান প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

(চ) "ভদ্রার্জ্জুন" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়, তারাচরণ শিকদার কর্ত্তৃক রচিত "ভদ্রার্জ্জুন" নামক নাটকের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক বলেন—নাটকখানি ১৭৭৪ শকাব্দে, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত। রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণের মতে ইহাই বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শে লিখিত সর্ব্বপ্রথম নাটক।

(ছ) "সমাচার-দর্পণ" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উক্ত সংবাদপত্রের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক বলেন, ১২২৫, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮১৮, ২৩শে মে, শনিবার সমাচারদর্পণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সমাচার-দর্পণ

বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র বলিয়া সাধারণতঃ উল্লিখিত হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট নামক যে কাগজ বাহির করেন, তাহাই প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া বোধ হয়। ইহার পর তিনি সমাচারদর্পণ হইতে অনেক কৌতূহলজনক বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(জ) "সংবাদ-সাধুরঞ্জন" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উক্ত সংবাদপত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন—উক্ত পত্রের সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইহার যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, তাহার তারিখ—সোম বার, ১৫ই চৈত্র, ১২৬০ সাল; ২৭শে মার্চ্চ, ১৮৫৪ সাল।

(ক) "ঋকার-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় 'ঋ' অক্ষর সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক ভাষায় ঋকারের উচ্চারণ কিরূপ ছিল, পরবর্ত্তী লৌকিক সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতেই বা ইহার উচ্চারণ কি আকার ধারণ করিয়াছিল এবং আধুনিক বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় তাহা কিরূপে বর্ত্তমান আছে, বিবিধ প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়াছেন।

(খ) "ঋ সম্বন্ধে মন্তব্য" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্ মহাশয় বলিয়াছেন যে, 'রুক্ষ' শব্দ 'বৃক্ষ' শব্দের অপভ্রংশ নহে। উহার অর্থ 'দীপ্ত'। আলোচ্য প্রবন্ধে ইহার সপক্ষে তিনি আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন।

(গ) "ঋ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "রুক্ষ", "বৃক্ষ" শব্দ হইতে আসিয়াছে, ইহার অনুমান এবং প্রমাণ যতটা দৃঢ়, উহার "দীপ্ত" অর্থ করিবার পক্ষে অনুমান বা প্রমাণ তত দৃঢ় নহে। এই মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকটি যুক্তি এবং প্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

(ঘ) "বাঙ্গালা শব্দকোষ সমালোচনার উত্তর"। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৩শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঙ্গালা শব্দকোষের সমালোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয় সেই সমালোচনার উত্তর প্রদান করিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বঙ্গভাষা, সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শব্দকোষে এই মত অবলম্বন করিয়া তিনি ভালই করিয়াছেন।

(ঙ) "সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর উক্ত মতের দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বঙ্গভাষা প্রাকৃতজ, ইহা বলা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

(চ) "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টো-

পাধ্যায় এম্ এ মহাশয় মুসলমানদিগের ভারতে আগমন এবং তাঁহাদের দ্বারা আরবী, ফারসী, তুর্কী ও পুস্তু, এই চারি ভাষা আনয়নের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই চারি ভাষার মধ্যে ভারতীয় ভাষাগুলিতে ফারসীর ছাপ বেশী করিয়া পড়িয়াছিল। তুর্কী হইতে কতকগুলি কথা আসিয়াছিল মাত্র এবং পুস্তুর কোন প্রভাবই ভারতীয় ভাষায় বিস্তৃত হয় নাই। আরবীর যাহা কিছু প্রভাব, তাহা ফারসীর ভিতর দিয়া। তুর্কী, পুস্তু ও ফারসী ভাষা মুসলমানগণ ও তাঁহাদের সহিত রাজকার্য্যাদি বিষয়ে সংপৃক্ত হইয়া এই দেশীয় লোকদের মধ্যে দিল্লী অঞ্চলে একটি মিশ্র ভাষায় পরিণত হয়—ইহাই উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী ভাষা। বাঙ্গালায় যে সকল আরবী ফারসী কথা প্রাওয়া যায়, তাহার অনেক উর্দ্দুর নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে। লেখক বলেন যে, যে সকল আরবী ফারসী কথা একেবারে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বানান মূল ভাষার অনুযায়ী করিবার চেষ্টা সমীচীন হইবে না। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়, ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তকে প্রাপ্ত মুসলমান নামের যথাযথ বাঙ্গালা বানান লইয়া। আরবী লিপিতে ২।৪টি অক্ষর যোগ করিয়া ফারসী, উর্দ্দু, তুর্কী ও পুস্তুর লিপি। আরবী অক্ষর আরবেতর কাহারও দ্বারা সহজে উচ্চারিত হইবে না। এই হেতু কোন কোন আরবী অক্ষরের উচ্চারণ-বাহুল্য বা ধ্বনিবাহুল্য ঘটিয়া গিয়াছে। প্রবন্ধলেখক আরবী লিপির রীতি আলোচনা করিয়া ইহার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপরে একে একে আরবী অক্ষরগুলির জন্য তিনি যে যে বাঙ্গালা অক্ষর যেরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন-সংযোগে ব্যবহার করিতে চাহেন, তাহা নানা যুক্তির দ্বারা আলোচনা করিয়াছেন।

ইতিহাস

(ক) "মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয় উক্ত জেলাস্থিত বড়নগরের কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের লিপির পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল লিপি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং ৮৯ হইতে ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(খ) "আসামের পত্র-পত্রিকা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়, আসাম প্রদেশে ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত যত সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছিল এবং এখনও যে সমস্ত সংবাদপত্র বর্ত্তমান আছে, তাহার একটি ধারা-বাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন।

(গ) "আসামের পত্র-পত্রিকা প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুএকটি কথা"। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "আসামের পত্র-পত্রিকা" নামক প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় এই প্রবন্ধে সেই সকল সংশয় নিরাস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান

(ক) "মগরাহাটের পশ্চিমের রাঙ্গা মাটি" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এবং

এস্ সি মহাশয় মগরাহাটের পশ্চিমে অবস্থিত চক্রদহের ভূতত্ত্ব এবং রাঙা মাটি সম্বন্ধে স্বীয় অনুসন্ধানের ফল বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন—মগরা-হাটের পূর্ব্ব-উত্তর এবং উত্তরে যে সকল লাল কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়, উহা গঙ্গার জল হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে যে সকল লাল কর্দ্দমস্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দামোদর ও দামোদরের শাখা দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথায় তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

(খ) "ইউক্লীডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য"—এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত গণিত শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। এই উদ্দেশ্যে সাহিত্য-পরিষৎ যে একটি পৃথক্ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, মাঝে মাঝে তাহার অধিবেশন হইয়া থাকে এবং যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পঠিত এবং আলোচিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক ইউক্লীডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য (Second Postulate) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরলভাবে যথেচ্ছ পরিমাণে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, ইহাই ইউক্লীডের ২য় স্বীকার্য্য। ইহা ইউক্লীডের স্বীকৃত সমতল প্রদেশেই বা সমতল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যোগেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, এরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে এই স্বীকার্য্য আবদ্ধ না রাখিলেও চলিতে পারে। এই জন্য তাঁহাকে সমতল ক্ষেত্রের সহিত বর্ত্তুল ক্ষেত্রের সম্পর্ক আলোচনা করিতে হইয়াছে। সামতলিক ত্রিভুজের সহিত বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া কতিপয় প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিতে হইয়াছে এবং অবশেষে ইউক্লীডের ঐ স্বীকার্য্যটিকে বার্ত্তুলিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে স্বীকার্য্যটি কিরূপ নূতন আকার ধারণ করিবে, তাহাও স্থাপন করিতে হইয়াছে।

ছাপাখানা-সমিতি

১৩২৪ বঙ্গাব্দ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাপাখানা-সমিতির কার্য্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত এই সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে সমিতির মোট ৯টি অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে উপযুক্ত-সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হওয়ায়, ৪টি অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়—এই পাঁচ জনকে লইয়া, আলোচ্য বর্ষের প্রথমে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকর্ত্তৃক এই সমিতি গঠিত হয়। পরে ২রা আশ্বিন তারিখের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৮ম অধিবেশনে ছাপাখানা-সমিতির নূতন নিয়মাবলী গৃহীত হয় এবং তদনুসারে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ব্যক্তিগণ ছাপাখানা-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন। যথা—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ,

বি এল, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

যখন সমিতির সদস্য-সংখ্যা ৫ জন ছিল এবং তিন জন সদস্য উপস্থিত হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইত, তখন নিয়মিতভাবে সদস্য মহাশয়েরা উপস্থিত হইতেন। কিন্তু সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পর হইতে পর-পর কয়েকটি অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। বিশেষ প্রয়োজনে পত্র লিখিয়া, একবার সদস্যদিগের মতামত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

বিগত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই সমিতির মোট ৯টি অধিবেশন হইয়াছিল; কিন্তু একটি অধিবেশনও স্থগিত হয় নাই। সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধিই বোধ হয়, এই প্রকার অসুবিধার প্রধানতম কারণ।

আলোচ্য বর্ষে সমিতিকর্ত্তৃক পরিষৎ-পঞ্জিকা প্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিগত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে দুই বৎসরের পঞ্জিকা এক সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে।

পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি, বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণীতে যে যে পুস্তকের যত ফর্ম্মা করিয়া ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ছাপাখানা-সমিতি তন্মধ্যে কোন কোন পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য্য দ্রুত সম্পাদন করিয়া, বজেটের অতিরিক্ত ফর্ম্মা ছাপিয়া পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু বজেটে ধৃত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, পাণ্ডুলিপির অভাবে, লেখমালানুক্রমণী নামক পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য্যে সমিতি আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে সমিতির উপর অধিক পরিমাণে কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকা ও মাসিক কার্য্য-বিবরণী মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ভার এই ছাপাখানা-সমিতির উপর ন্যস্ত ছিল। ইহা ব্যতীত সমিতির অধিবেশনে গ্রন্থাবলী ছাপিবার বন্দোবস্ত, গ্রন্থের মূল্য নির্দ্ধারণ, ভিন্ন ভিন্ন ছাপাখানাসমূহের বিল পাশ, সত্বর মুদ্রণ-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ প্রভৃতি অনেক কার্য্যের সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ১৩ খানি গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। পরিষদের মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য এই সমিতির দ্বারাই সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থ-প্রকাশ

১৩২৪ বঙ্গাব্দ

আলোচ্য বর্ষে ডাঃ শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছিল। এই বর্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় গবর্মেণ্টের নিকট হইতে ১২০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পরিষদের সভাপতি মহাশয়, গভর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে

উক্ত ১২০০৲ টাকা পরিষদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকল্পে ব্যয় করিয়াছেন ও পরিষদের নিজ ব্যয়ে নিম্নোক্ত গ্রন্থ-সকল প্রকাশিত হইয়াছে,—

১। **ন্যায়দর্শন (বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ১ম খণ্ড)**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়কর্ত্তৃক অনুদিত, ব্যাখ্যাত এবং সম্পাদিত। মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, তাহার বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি ইহাতে আছে।

২। **নেপালে বাঙ্গালা নাটক**—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কর্ত্তৃক সম্পাদিত। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত চারিখানি গ্রন্থ ইহাতে আছে—কাশীনাথকৃত বিদ্যা-বিলাপ, কৃষ্ণদেবকৃত মহাভারত, গণেশকৃত রামচরিত, ধনপতিকৃত মাধবানল-কামকন্দলা।

৩। **শারদা-মঙ্গল**—মুক্তারাম সেন-বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত। ইহাতে সংক্ষেপে চণ্ডিকা-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

৪। **গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস**—বাসুদেব ঘোষ প্রণীত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ-সম্পাদিত।

৫। **জ্ঞানসাগর**—আলি রাজা ওরফে কানু ফকীর-প্রণীত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত। দরবেশী গ্রন্থ।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণ-কার্য্য চলিতেছে,—

১। **গোরক্ষ-বিজয়**—মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

২। **সর্ব্বসংবাদনী**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৩। **উদ্ভিদজ্ঞান**—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয়-বিরচিত।

৪। **প্রাচীন পুথির বিবরণ**—শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৫। **শ্রীকৃষ্ণবিলাস**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৬। **পদকল্পতরু (২য় খণ্ড)**—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় সম্পাদিত।

আলোচ্য বর্ষে পাণ্ডুলিপির অভাবে লেখমালানুক্রমণী গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য কিছুই হয় নাই।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সর্ব্বরকমে মোট আয় ২৪২৯৭৮/৮, পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ২১৩১৮/৩, একুনে মোট জমা ২৬৪২৯৷৶২। আলোচ্য বর্ষে মোট ব্যয় ২৬২০৪৶১১ হইয়াছে। বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ২২৫৷৶৩ ছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের ২১৬৭৬৷৵২ কোম্পানীর কাগজ ও ডাকঘরে মজুত আছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও পরিষদের মাসিক ব্যয়-নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত আয় এখনও হয় না এবং প্রতি বৎসরই ৺পূজার সময়ে এবং চৈত্র মাসে ঋণ করিতে হয়। যদিও সে ঋণ সময়-মত শোধ করা হয় বটে, কিন্তু সদস্য-গণ তাঁহাদের দেয় চাঁদা নিয়মমত দিলে এ ঋণের প্রয়োজন হয় না এবং বর্ষশেষে উদ্বৃত্তের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়।

স্থায়ী তহবিল

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে উক্ত তহবিল হইতে যে ঋণ লওয়া হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ গত বৎসরে ও বর্ত্তমান বৎসরে পরিশোধ করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে বজেটের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চাঁদা আদায় ও ব্যয় করিতে পারিলে দুই বৎসরের মধ্যেই সমুদয় ঋণ শোধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উক্ত তহবিলের এখনও ১৭০২০৲ টাকা প্রতিশ্রুত দান অনাদায় রহিয়াছে। এই দান পাওয়া গেলে তাহার সুদ বাবতে পরিষদের সাধারণ তহবিলে প্রতি বৎসরে অন্যূন ৮৫০৲ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। পরিষদের হিতকামী সহৃদয় দাতা মহাশয়গণকে এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ভরসা করি, তাঁহারা অচিরে নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণ করিয়া পরিষদের পুষ্টি সাধন করিবেন।

গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিল

গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে প্রতিশ্রুত দানের মধ্যে এখনও ২৫১২॥০ টাকা অনাদায় রহিয়াছে। এই টাকা যথাসময়ে পাইলে গৃহনির্ম্মাণের দেনা মিটাইবার জন্য স্থায়ী তহবিলে হস্তক্ষেপ করিতে হইত না। কিন্তু এই টাকা অদ্যাবধি অনাদায় থাকাতে স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত পরিষৎ মন্দিরকে সাধারণের সম্যক্ ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে তাহাতে জলের কল ও শৌচাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। এ সকল কারণে এই তহবিলে এখনও অন্যূন ৩৫০০৲ টাকা আবশ্যক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় জাতীয় অনুষ্ঠানের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব থাকা আমাদের জাতির গৌরবের বিষয় নহে।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

বহু কাল হইতে পরিষদের হিসাবে নানা কারণে অনেক জটিলতা আসিয়াছে। এই সকল জটিলতা পরিষ্কার করিতে আয় ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দিগকে গত ২।৩ বৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের এইরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতীত পরিষদের হিসাব এত সহজে পরিষ্কার হইবার আশা ছিল না। এ জন্য তাঁহারা বিশেষ ভাবে পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

পরিশেষে বক্তব্য, পরিষদের হিসাব-বিভাগের কার্য্য এত অধিক যে, তাহা সুচারুরূপে পরীক্ষা ও পরিদর্শন করা একজন সহকারী সম্পাদকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অথচ এই বিভাগের কার্য্যের উপরেই পরিষদের আর্থিক উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এ বৎসর পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন এবং তজ্জন্য কাজও অপেক্ষাকৃত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমবাবুর এই সহায়তার জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

শাখা পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে হুগলী জেলার উত্তরপাড়া গ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নূতন শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের শাখা-পরিষৎগুলিতে নিয়মিতভাবে সাহিত্যাদি আলোচনা হইয়াছিল। পরিশিষ্টে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ হইতে শাখাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ শাখার কি ভাবে কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। শাখাগুলির মধ্যে মীরাট-শাখায় স্থানীয় ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা হইয়াছিল। গৌহাটী শাখা-পরিষদে ইংরাজরাজত্বের প্রাক্কালে আসামের অবস্থা, কামরূপের পূর্ব্বশিল্পকলা, কামাখ্যার মন্দিরের ইতিহাস প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়ের অনুসন্ধান ও আলোচনা হইয়াছিল। চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি ও কর্তৃপক্ষগণ চট্টগ্রামের মফস্বলের নানা পল্লীতে পরিভ্রমণ করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্যালোচনায় দেশকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা, পল্লী-পরিষৎ স্থাপনের চেষ্টা ও পাঠাগারাদি স্থাপনের জন্ম যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। নদীয়া শাখা-পরিষদের উৎসাহী সহকারী সম্পাদক এবং পরিষদের ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় নদীয়া জেলার নানা স্থানে ঐতিহাসিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদির অনুসন্ধানে রত রহিয়াছেন। ত্রিপুরা এবং ভাগলপুর শাখায় রীতিমত সাহিত্যালোচনা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শাখা-পরিষৎগুলি পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য কি ভাবে সম্পন্ন করিতেছেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে শাখা-পরিষৎগুলি এ বিষয়ে একটু বেশী মনোযোগী হইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের ৩০শে চৈত্র ও বর্ত্তমান বর্ষের ১লা বৈশাখ তারিখে ঢাকা নগরীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দর্শন-শাখায়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ, ইতিহাস-শাখায়—শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, সাহিত্য-শাখায়—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্ মহাশয় এবং বিজ্ঞান-শাখায়—শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এস্ সি ডি মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ এবং সম্পাদক হইয়াছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম্ এ। গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবগুলি ব্যতীত বঙ্গভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা দানের প্রথা প্রচলন করিবার জন্ম এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; এই প্রস্তাবের নকল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। আগামী বর্ষে কোথায় সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। পরিচালন-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত রাম-কমল সিংহ ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু বিশেষ পরিশ্রম সহকারে সম্মিলনের কার্য্যাদি পরিচালন করিয়াছিলেন। তজ্জন্ম তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

রমেশ-ভবন

১৩২৩ বঙ্গাব্দে ৫ই অগ্রহায়ণ রমেশ-ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পর, প্রতিষ্ঠা-সভায় শ্রীযুক্ত কে, বি, দত্ত মহাশয় যে ২০০৲ সাহায্য দিবেন জানাইয়াছিলেন, তাহা আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে। স্মৃতি-সমিতির সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোকগমন জন্ত এই সমিতির কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হয় নাই।

মন্দির ব্যবহার

আলোচ্য বৎসরে সাহিত্য-সঙ্ঘের, সংস্কৃত সভার, চৈতন্য-সেবা সমিতির এবং প্রজাপতি সমিতির বৈঠক এবং অধিবেশনের জন্য পরিষৎ মন্দিরের হল ব্যবহৃত হইয়াছিল।

কলিকাতায় আলোচ্য বৎসরে জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে ভারতের নানা স্থান হইতে আগত প্রতিনিধিবর্গকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য পরিষদে একটি সান্ধ্য সম্মিলন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রতিনিধিবর্গকে পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্য-সম্ভার প্রদর্শিত হইয়াছিল। পরিষদের সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতির অধিকাংশ সভ্যের সুবিধার নিমিত্ত রিপণ কলেজ-গৃহে এই অধিবেশনগুলি হইয়াছিল। রিপণ কলেজের গৃহ ব্যবহার করিতে দিবার জন্ত কলেজের কর্তৃপক্ষগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র কর মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক-পদ ত্যাগ করায়, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে কয়েক জন নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সমিতি কর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলি ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া দেশীয় বিদেশীয় গণিতবিদ্গণের নিকট এবং বিলাতের এই শ্রেণীর সমিতির পত্রিকায় প্রকাশ জন্য প্রেরিত হইবে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রবাবুর আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল। তিনি অর্থ-চিন্তায় সময়ক্ষেপ না করিয়া যাহাতে একাগ্রচিত্তে তাঁহার মৌলিক গবেষণায় রত হইতে পারেন, এই সমিতি কর্তৃক তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আমরা আর একজন গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি। ২৪ পরগণা বারাসতনিবাসী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গণিতশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণায়

জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে স্থির হইয়াছে যে, গণিতশাস্ত্রের মূল-তত্ত্ব আলোচনা সমিতির এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রবাবুকে তাঁহার গবেষণার পরিচয় দিবার জন্য আহ্বান করা হইবে।

মৃত সদস্য ও সাহিত্যসেবিগণ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩ জন বিশিষ্ট, ৩২ জন সাধারণ ও ১ জন সহায়ক সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন ও তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।

বিশিষ্ট সদস্য

১। সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ—ইনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে ভারতবর্ষের নানা কল্যাণকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভারতের উন্নতির জন্য তিনি বিলাতে গিয়াও অনেক সময় ব্যয় করিতেন। তিনি ভারতের নানা লোকহিতকর কার্য্যে নিজে অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

২। সার জর্জ্জ বার্ড উড—ইনি ভারতেই জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বোম্বাই প্রদেশে ও বোম্বাই নগরের নানা লোকহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেন। ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি বোম্বাই নগরের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সংস্কার সাধন করিয়া ও তাহাতে বহু দেশীয় ব্যক্তিকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষাদি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

৩। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের জীবনীর বিস্তৃত পরিচয় দিবার স্থান পরিষদের কার্য্যবিবরণ মধ্যে নাই। সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তিনি বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম প্রবীণ ও প্রধান সেবক ছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের বঙ্গদর্শনের সময় হইতে বর্ত্তমান সময়ের বহু সাহিত্যিক আলোচনায় তাঁহার কৃতিত্ব ছিল। সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গদর্শনের অনেক গ্রন্থ সমালোচনা তাঁহারই লেখনী-প্রসূত। 'নবজীবন' ও 'সাধারণীর' সম্পাদকরূপে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যালোচনা এবং বঙ্গভাষায় রাজনীতি চর্চ্চার সূত্রপাত করেন। তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হেমচন্দ্র, সনাতনী ও বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

সহায়ক সদস্য

১। ৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—ইনি উত্তরবঙ্গের একজন উদীয়মান সাহিত্যসেবী ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখায় এবং মূল পরিষদের পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়া-ছিলেন। তিনি নীরবে সাহিত্য সাধনা করিতেন। পরিষৎকে পুথি, মুদ্রা ও দশাবতারযুক্ত

তাম্রফলক দান করিয়াছিলেন। তিনি অতি নিঃস্ব অবস্থায় অল্প বয়সেই পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার নিঃস্ব পরিবারের সাহায্যকল্পে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে একটি সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে ও সদস্যগণকে এই নিঃস্ব পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

সাধারণ সদস্য

১। ৺অক্ষয়কুমার বসু বি এল্—কলিকাতা শ্যামবাজারের ইনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। নানা সৎকার্য্যের সহিত তাঁহার নাম সংসৃষ্ট ছিল। তিনি পরিষদের একজন হিতৈষী এবং প্রাচীন সদস্য ছিলেন।

২। ৺অসিতারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্—ইনি একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন এবং পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

৩। ৺ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, এম্ ডি—ডাক্তার ইন্দুমাধব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। তিনি দর্শন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, কেমিষ্ট্রী, ফিজিওলজি ও বটানিতে এম্ এ ডিগ্রী পাইয়াছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যাক্‌টিওলজিষ্ট ছিলেন। তিনি শেষ কয়েক বৎসর বঙ্গভাষা চর্চ্চার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'জাপান ভ্রমণ' ও 'চীন ভ্রমণ' নামক গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক প্রকাশিত হইয়াছে এবং অনেক অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি 'ইক্‌মিক কুকারের' সৃষ্টি করেন। তিনি ছাত্রগণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধে কতকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—সেগুলি ভারতের নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। ৺রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর,—ইনি পরিষদের একজন প্রাচীন সদস্য। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইঁহার শ্রদ্ধা ছিল। দেশের নানা সদনুষ্ঠানে তিনি একজন সহায় ছিলেন।

৫। ৺করুণাচন্দ্র মজুমদার—ইনি পরিষদের কার্য্যে ও অধিবেশনাদিতে যোগদান করিতেন। পরিষদে প্রায় আসিতেন ও সাহিত্যের রীতিমত চর্চ্চা করিতেন। ইনি অকালে পরলোক গমন করায় পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত।

৬। ৺কালীপ্রসন্ন মৌলিক—ইনি একজন পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ দুঃখিত।

৭। ৺রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর—কটকের কটক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌এর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ৺গৌরীশঙ্কর রায় মহাশয়ের নাম উড়িষ্যায় সকলেরই সুপরিচিত। তিনি বহু সদ্‌গ্রন্থ ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত করিয়া উক্ত ভাষার পুষ্টি সাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট তাঁহার এবম্বিধ সৎকার্য্যের জন্য তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দান করিয়াছিলেন।

৮। ৺স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ—স্যার চন্দ্রমাধবের বিষয়ে বঙ্গবাসী মাত্রেই বিশেষরূপ অবগত

আছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজের পদে বহু কাল কার্য্য করিয়াছিলেন। শেষে প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন। তিনি দেশের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনেক ছাত্রকে অন্নদান করিতেন। তিনি বিচারপতিরূপে সকলেরই প্রশংসা-ভাজন ছিলেন।

৯। ৺তীর্থবাসী সিংহ রায়—ইনি হুগলী হরিপালের একজন জমিদার ছিলেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইনি একজন বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। নানা দেশ-হিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন।

১০। ৺দীননাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি 'চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আলোচ্য বর্ষেই তিনি সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১। ৺দীনেশচন্দ্র রায়—ইনি চট্টগ্রাম পটিয়াকোড়ার একজন জমিদার ছিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বে ইনি পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন।

১২। ৺নিত্যানন্দ ঘোষ বি এল্—ইনি বাঁকিপুরে ওকালতি করিতেন। পরিষদের প্রতি ইনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। দুঃখের বিষয়, ইনি অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৩। ৺সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, এল এল্ ডি, পি এচ্ ডি, সি আই ই। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া লাহোরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন; তৎপরে পঞ্জাব চীফকোর্টের জজের পদে উন্নীত হন। পঞ্জাব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি নাভা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে কার্য্য করেন। তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার মনোনীত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবে সকল প্রকার কাজেই এরূপ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের লোকেরা তাঁহাকে তাঁহাদের আপনাদের লোক ও অন্যতম নেতা মনে করিত। তিনি নানা সৎকর্ম্মের সহায়তা করিতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি মাঝে মাঝে পরিষদের অধিবেশনে আসিতেন।

১৪। ৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য—ইঁহার অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি নিজে একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত ইভ্‌নিং ক্লাবে তিনি বহু বার অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি নাটককারও ছিলেন। 'মিশরমণি' নামক এক নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। Tank Aengling in India তাঁহার অন্যতর পুস্তক। 'ভারত-বর্ষ' মাসিক পত্র প্রকাশে তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং বহু সাহিত্যিকের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন।

১৫। ৺বদরীদাস গোয়েন্‌কা বি এ। ইনি কলিকাতার জৈন সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গভাষার প্রতি ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কলিকাতার বহু সাধারণ হিতকর কার্য্যে তিনি যোগদান করিতেন। বঙ্গভাষা তাঁহার মাতৃভাষা না হইলেও তিনি এই ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি একজন পরিষদের হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন।

১৬। ৺বিজয়কৃষ্ণ দাস গুপ্ত সাহিত্য-শাস্ত্রী—ইনি চট্টগ্রামের একজন উদীয়মান

লেখক ছিলেন। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নবীন সাহিত্যিকের অকালমৃত্যুতে বঙ্গভাষার একজন সেবকের অভাব হইল। কাশী শাখা-পরিষদে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

১৭। ৺বিপিনকৃষ্ণ দত্ত—ইনি জয়নগর মজিলপুরের অন্যতম জমিদার ছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যের ও পরিষদের প্রতি তিনি বিশেষরূপে আকৃষ্ট ছিলেন।

১৮। ৺বিভূতিভূষণ রায়চৌধুরী—ইনি পরিষদের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ইনি অতি অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

১৯। ৺বেণীমাধব সরকার এম্ এ। ইনি আগ্রা কলেজের একজন সুদক্ষ অধ্যাপক ছিলেন। সুদূর প্রবাসে থাকিয়া তিনি পরিষদের কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

২০। ৺ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বি এল্—ইনি মুরশিদাবাদ বহরমপুরের একজন উকীল ছিলেন। অল্প দিন হইল, তিনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২১। ৺ব্রজনাথ পাল চৌধুরী—ইনি রাণাঘাটের বিখ্যাত পাল চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত।

২২। ৺ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—ইনি অল্প দিন হইল, পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষদের কার্য্যে ইঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

২৩। ৺মহীন্দ্রমোহন চন্দ—অল্প দিন হইল, তিনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষদের কার্য্যে ইঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

২৪। ৺পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী কাব্যতীর্থ—তিনি একজন বঙ্গভাষানুরাগী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার এক চতুষ্পাঠী ছিল। অল্প দিন হইল, তিনি পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর তাজপুর গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল।

২৫। ৺রবি দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার—ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতায় এবং বিলাতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটির অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি ইংরাজি ভাষায় কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। অল্প দিনই তিনি পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে।

২৬। ৺শ্যামদাস মুখোপাধ্যায়—ইনি প্রায় দেড় বৎসর পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি পরিষদের সকল কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন।

২৭। ৺সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল্—হুগলী পানিসেহালা গ্রামে ১৮৪৮ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বি এল্ পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ সালে অস্থায়িভাবে ও পরে স্থায়িভাবে হাইকোর্টের জজের পদে কার্য্য করেন।

বিচার-কার্য্যে তিনি যথেষ্ট নির্ভীকতা এবং তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ-কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ও সিণ্ডিকেটের সদস্য ও ঠাকুর আইনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি দেশমধ্যে নানা শিল্পের ও কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ভারতে একলিপি বিস্তারের জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন—এই উদ্দেশ্যে তিনি 'দেবনাগর' নামক এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রমেশ-ভবন সমিতির সভাপতিরূপে তিনি 'রমেশ-ভবনের' ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কায়স্থ-সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। পরিষদের জন্য তিনি যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। পরিষদের শৈশবে তাঁহার ন্যায় উপদেষ্টা ও অভিভাবক না থাকিলে পরিষদের বর্ত্তমান উন্নতি অসম্ভব হইত, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। তিনি ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহারই অর্থানুকূল্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলি পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

২৮। ৺সারদাপ্রসন্ন সরকার এম্ এ—ইনি একজন প্রবীণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ ছিল। তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল বিহার অঞ্চলে কাটাইয়াছেন। তিনি পরিষদের বহু দিনের সদস্য ছিলেন।

২৯। ৺সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—ইনি অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হইয়াছেন। পরিষদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের অধিবেশনাদিতে প্রায়ই যোগদান করিতেন।

৩০। ৺হরিদাস ঘোষ এম এ, বি এল্—ইনি অতি অল্প দিনই পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বৈদিক সাহিত্য বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। পরলোকগমন জন্য তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই।

৩১। ৺হরিধন চট্টোপাধ্যায়—ইনি পরিষদের একজন হিতৈষী সদস্য ছিলেন।

৩২। ৺হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ,—বীরভূম রায়পুর গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। মাননীয় লার্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এবং ৺হেমেন্দ্রবাবু এক বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি দ্বারবঙ্গ ও ময়ূরভঞ্জ রাজষ্টেটে সুখ্যাতির সহিত বহু কাল কাজ করিয়াছিলেন। তিনি 'প্রেম', 'আমি', 'বনফুল', 'নির্ব্বাণ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'প্রেম' গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

উল্লিখিত পরিষদের সদস্যগণ ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের পরলোকগমন হইয়াছে,—

১। ৺কুলচন্দ্র দে—ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একজন প্রথিতনামা কবি ছিলেন। বহু সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তিনি ঢাকার 'প্রতিভা'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরিষৎ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত।

২। ৺কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়—ইঁহার নিবাস ছিল—বাখরগঞ্জ মীরপুর গ্রামে। তিনি

আগ্রায় জীবনের অধিকাংশ কাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইনি একজন প্রাণস্পর্শী জাতীয়-সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। অন্যান্য কবিতার মধ্যে "ভারত-বিলাপ" ও "যমুনা-লহরী' নামক দুইটি কবিতা রচনা করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে অমরতা লাভ করিয়াছেন।

৩। ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম এ, বি এল্—ইনি নবদ্বীপের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ও স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি এক সময়ে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং বঙ্গবাসী, পতাকা ও নবপ্রভার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদর্শন, নব্যভারত, আর্য্যদর্শন, সাহিত্য, প্রবাসী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে বহু চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরে নদীয়া শাখা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন এবং পূর্ব্বে মূল পরিষদের সদস্য ছিলেন।

৪। ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ডিটেক্‌টিভ বিভাগে কাজ করিতেন এবং তিনিই বঙ্গভাষায় প্রথম ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস-লেখক। 'দারোগার দপ্তর' প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লেখার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি পরিষদের প্রাচীন সদস্য ছিলেন।

৫। হেমন্তবালা দত্ত—বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কয়েকখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের সহোদরা ছিলেন।

উপসংহার

বর্ত্তমান বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রে কতিপয় সদস্য-মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈত ঘটায়, পরিষদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু অশান্তির সূচনা দেখা গিয়াছিল। পরিষদের পক্ষে ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। ইহার ফলে সংবাদপত্রাদিতে নানাবিধ সত্যমিথ্যা-জড়িত ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়। বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গেও প্রোক্ত মতদ্বৈধতার আভাস দেখা গিয়াছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যবিবরণ উপলক্ষ্যে এই বিষয়ের সামান্য পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে উদাসীন নহেন। এই সকল মতভেদ দূর হইয়া, যাহাতে সদস্যদের মধ্যে কোন প্রকার অপ্রীতি না থাকে, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি উভয় পক্ষের মতামত গ্রহণ করিয়া, নিজ মন্তব্য সহ কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি এখনও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিচারাধীন আছে। আমরা আশা করি যে, অবান্তর বিষয়গুলির প্রতি অবধান না করিয়া, সদস্য মহাশয়েরা পুনরায় পরিষদের উদ্দেশ্য যে মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবা, তৎপ্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিবেন এবং মতদ্বৈধ ঘটায় যে অশান্তির সূচনা হইয়াছিল, তাহা অঙ্কুরেই দমন করিবেন। এখানে ইহা বলা

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, উপরে লিখিত মতদ্বৈধতা ব্যাপারে পরিষদের কার্য্যপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য বিষয় লইয়াও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভাব কথঞ্চিৎরূপে যে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের কারণ। যাহা হউক, সম্পাদক আশা করেন যে, আগামী বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে ইহার প্রসঙ্গ লইয়া, তাঁহাকে যেন আর দুঃখ প্রকাশ করিতে না হয় এবং ইতিমধ্যেই যেন সর্ব্বপ্রকার অশান্তি ও অপ্রীতির কারণ বিদূরিত হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ শিক্ষার বাহন কোন্ ভাষা হইবে, এই বিষয় লইয়া সর্ব্বত্র আলোচনা দেখা যাইতেছে। অনেকেই এখন মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে, দেশীয় ভাষা ভিন্ন বিজাতীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা সমীচীন নহে। কি উপায়ে এবং কি ভাবে দেশীয় ভাষার দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে, তজ্জন্য মনীষী মাত্রেই এখন চিন্তা করিতেছেন। শুনা যায়, ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে। যাঁহারা ঐ কমিশনে মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মাতৃভাষার সাহায্যে যাহাতে অচিরেই উচ্চশিক্ষা প্রদানের বিধি-ব্যবস্থা হয়, তদনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন অবধি যে আশা আমরা হৃদয়ে অতি যত্ন সহকারে পোষণ করিয়া আসিতেছি, এখন সেই আশা ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে দেখিয়া, আমাদের আর আনন্দের সীমা নাই বলিলেও চলে। কিছু দিন পূর্ব্বে যে কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে লোকের নিকট উপহাস ও বিদ্রূপ ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হইত না, এখন সেই কথা—মাতৃভাষার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার উচ্চশিক্ষার বিধি-ব্যবস্থার কথা—অনেক মনীষীর নিকট অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। এই বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার মতদ্বৈধ নাই বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। পরিষদের পক্ষে ইহা কম আহ্লাদের এবং গৌরবের বিষয় নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দেশের লোকের মতি-গতি এই দিকে পরিবর্ত্তন করিবার পক্ষে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। কিছু পূর্ব্বে যাহা দুরাশা বলিয়া পরিগণিত ছিল, এখন তাহা অবশ্য পোষণীয় এবং তাহা ফলবতী করিবার পক্ষে সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, আমাদের গন্তব্য প্রদেশ ও গন্তব্য স্থান আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে। কিন্তু কার্য্য অনেক বাকী,—মাতৃভাষার দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রদান করিতে হইলে ইতিমধ্যে আমাদের অনেক কর্ত্তব্য আছে, অনেক সাধনা করিবার রহিয়াছে। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমরা যেন তাহাতে পশ্চাৎপদ না হই; আমরা সকলে সমবেত হইয়া, আমাদের জাতীয় সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা যেন উদাসীন না থাকি; যাহাতে অচিরে আমাদের সকলের মাতৃ-স্বরূপিণী, আমাদের সর্ব্বারাধ্যা মাতৃভাষা তাঁহার নিজ গৌরবের আসনে আসীনা হইয়া, আমাদের দেশের শিক্ষাবিধাত্রী হইতে পারেন, তৎসম্পর্কে আমরা সকলে আমাদের যথা-সাধ্য কর্ত্তব্য সাধন ও পালন করিয়া, আমাদের জীবনকে আমরা ধন্য করি। জাতীয় ভাষার পুষ্টি ভিন্ন কোন জাতির কোন প্রকার উন্নতি হইতে পারে না। আসুন, আমরা সকলে আমাদের

জাতীয় সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলস্বরূপ আমাদের মাতৃভাষার সেবা এবং তাঁহাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করাকে আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২রা আষাঢ়, সন ১৩২৫

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

দ্রষ্টব্য—এই কার্য্যবিবরণের মধ্যে যে সকল স্থলে "পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য" বলিয়া লিখিত আছে, সেই সকল পরিশিষ্ট তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকার সহিত প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণী

চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন

২রা আষাঢ় ১৩২৫, ১৬ই জুন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্.(সভাপতি)

শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ, শ্রীযুক্ত কুমার রাধিকাভূষণ রায়, শ্রীযুক্ত রাজা দামোদরদাস বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এস্ সি, ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ, পি এইচ ডি, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ, শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ বসু, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মল্লিক, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত রামহরি ভড় বি এল্, শ্রীযুক্ত ভূজেশ্বর শ্রীমানী বি এল্, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল, শ্রীযুক্ত বামাচরণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার

মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি রায়, শ্রীযুক্ত রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথশরণ ঘোষ, শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ফণিলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত কিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ পাল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত সরোজবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বক্সী, শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত নৃসিংহানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিশেশ্বর বসু, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অন্নকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বনবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত নটবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রলাল নাথ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী রায়, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শশীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল্‌, (সম্পাদক)।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্‌ এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—(সহকারী সম্পাদকগণ)।

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশন ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ। ৪। (ক) পঞ্চবিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) পঞ্চবিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সহকারী সম্পাদক, চিত্রশালাধ্যক্ষ এবং ছাত্রাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৫। পঞ্চবিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ জ্ঞাপন। ৬। পঞ্চবিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ। ৭। সাধারণ সদস্য-নির্ব্বাচন। ৮। সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন। ৯। পুরস্কার ও পদক বিতরণ। ১০। শোকপ্রকাশ—(ক) মহারাজ

রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, (খ) পরিষদের প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং (গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে। ১১। বিবিধ।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—আমাদের জগন্মান্য সভাপতি আচার্য্য সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন দার্জ্জিলিং গিয়াছেন বলিয়া আজকার সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, আমাদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয় যে, সাহিত্য-পরিষদের কতিপয় বিখ্যাতনামা সদস্য 'এ বার রাজসম্মানে বিভূষিত হইয়াছেন। ইহাঁদের এই রাজসম্মান-প্রাপ্তিতে সাহিত্য-পরিষৎ যে বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের রাজ-সম্মান-প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করা হউক।

১। মাননীয় ডাঃ সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী নাইট, ২। মাননীয় ডাঃ সার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার নাইট, ৩। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর, ৪। সার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, ও বি ই, ৫। শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার দাশ গুপ্ত ও বি ই, ৬। কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম বি ই, ৭। রায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর আই এস্ ও, ৮। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী রায় বাহাদুর, ৯। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, ১০। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, রায় সাহেব, ১১। শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র দাশ গুপ্ত, রায় বাহাদুর।

এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে, মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী গত ৪ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, বহু সময় দিয়া এবং বিস্তর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলারের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার কার্য্যে অনেক বাধা-বিপত্তি পাইয়াছিলেন; অনেক অনুযোগ, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু তিনি প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন করিতে প্রাণ-পণে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন বিষয়ে তাঁহার নিজের জিদ বজায় রাখিবার জন্য তিনি কখন চেষ্টা করেন নাই; সিণ্ডিকেটেই হউক বা সেনেটেই হউক, তিনি সকলকে পূর্ণভাবে সকল বিষয়েরই আলোচনার অবসর দিয়া সত্য নির্ণয় ও সত্য গ্রহণের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্ব-কালের দুইটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—এই দুইটি ঘটনা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিবে, এরূপ আশা করা যায়। প্রথমটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সৈনিক-দল (University

Corpse) গঠন ; অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাঁহার অধ্যবসায় ও কার্য্যকুশলতা-গুণে ইহা অবশেষে সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই কার্য্যদ্বারা আমাদের জাতীয় গৌরব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের জাতীয় জীবন নূতন ভাবে বিকসিত হইবার অবসর পাইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য, বাঙ্গালী ছাত্রকে ওকালতি, ডাক্তারি, কেরানিগিরি প্রভৃতি গতানুগতিক পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষা দিয়া, জীবিকা অর্জ্জন করিবার নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। তাঁহার কর্ত্তৃত্বে সেনেটের শেষ অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং উপাধি দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং এই প্রস্তাব এক্ষণে মাননীয় চ্যান্সেলার মহোদয়ের অনুমোদনের জন্ত তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আমরা আশা করি যে, চ্যান্সেলার মহোদয় এই সঙ্গত প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে অন্নক্লিষ্ট বাঙ্গালীর নানা উপায়ে অন্নের সংস্থান হইবে এবং দেশও সমৃদ্ধিশালী হইবে। দেবপ্রসাদ বাবু ছাত্রদিগের পরম বন্ধু—ছাত্রদের উন্নতিকল্পে যেখানে যে কোন সদনুষ্ঠান হউক না কেন, তিনি আগ্রহের সহিত তাহাতে যোগ দিয়া থাকেন। দেশে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার যাহাতে কমিয়া যায়, তজ্জন্ত তিনি এক জন প্রধান উদ্যোগী। তিনি কলিকাতা টেম্পারেন্স ফিডারেশন এবং এন্টি-স্মোকিং সোসাইটীর সভাপতি ; স্কুল ও কলেজে যাহাতে ধূমপান উঠিয়া যায়, তাহার জন্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা দিবার প্রস্তাবের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি ; তাঁহাকে নাইট্ উপাধিতে ভূষিত করিয়া আমাদিগের সম্রাট্ মহোদয় বাঙ্গালী জাতিকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে সম্মানিত করিয়াছেন।

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকারের "সার" উপাধি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, ডাক্তার সরকার বঙ্গদেশের চিকিৎসক-মণ্ডলীর অগ্রণী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র এবং যশস্বী সদস্ত এবং বাঙ্গালার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের গৌরবস্থল। কি শিক্ষা-ক্ষেত্র, কি চিকিৎসা-ক্ষেত্র, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্র, কি ব্যবসায়-ক্ষেত্র, সকল স্থানেই তিনি নিজের চরিত্র-বল, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা ও অসামান্ত সৌজন্ত-গুণে অত্যুন্নত স্থান অধিকার করিয়া আছেন। স্বীয় চেষ্টা, অধ্যবসায় ও উন্নত চরিত্র-গুণে মানুষ কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে, সার নীলরতন সরকার তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। কলিকাতা ক্যাম্পবেল্ স্কুল্ হইতে তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, আজ তিনি কি আর্টস্, কি মেডিসিন্, উভয় বিষয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিতে ভূষিত, বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ সুবিজ্ঞ চিকিৎসক এবং বঙ্গ-ব্যবস্থাপক-সভার একজন সদস্ত। এত কাজে ব্যস্ত থাকিলেও দেশের লোককে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথে লইয়া যাইবার জন্ত তিনি দুইটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে দিন মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চামড়ার ব্যবসায়ের সুখ্যাতি করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের তিনি পক্ষপাতী এবং চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষা

যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে প্রদত্ত হয়, সে বিষয়েও তিনি বিশেষ উদ্যোগী। বেলগাছিয়া মেডিক্যাল্ কলেজ যাঁহাদিগের সাহায্যে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় সংস্থাপিত হইয়াছে, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান উদ্যোগী পুরুষ। এরূপ সুযোগ্য জনপ্রিয় ব্যক্তিকে উচ্চ সম্মানে অলঙ্কৃত করিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

তাজহাটের রাজা বাহাদুর আমাদের আজীবন-সদস্য। কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এবং অপরাপর সম্মানিত ব্যক্তিগণ আমাদের পরিষদের সভ্য এবং অকৃত্রিম হিতৈষী বন্ধু। তাঁহাদের সম্মানে আমরা বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়াছি এবং তাঁহাদের সকলকেই আমাদের হৃদয়ের প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১। তৎপরে সভাপতি মহাশয় অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে গত মাসিক এবং বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি উক্ত কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এবং পরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

৩। সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—মূল সভাপতি মহাশয় অনিবার্য্য কারণবশতঃ ও অসুস্থতা-নিবন্ধন আমাদের এই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। দার্জ্জিলিঙ্গে তিনি নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এই জন্য তাঁহার অভিভাষণও তিনি আমাদের নিকট পাঠাইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার অভিভাষণ-পাঠ অদ্য স্থগিত থাকুক। পরে কোনও বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া এই অভিভাষণ পাঠের ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ১৩২৫ বঙ্গাব্দের জন্য যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যথারীতি প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হওয়ার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা ১৩২৫ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

সভাপতি— আচার্য্য স্যার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

সহকারী সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

কোষাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছাত্রাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

চিত্রশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(খ)। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত না করায়, এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হইল না।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং যিনি যত ভোট পাইয়াছেন, তাহাও সভাস্থলে পাঠ করিলেন। (তালিকা 'ক' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শাখা-পরিষৎ হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত রাধা-কমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

৬। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। এ সম্বন্ধে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ যে মন্তব্য দিয়াছেন, তাহাও তিনি সভাস্থলে পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় এই বিবরণী সভায় উপস্থিত করিবার সময় বলেন যে, পরিষদের আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইতেছে। তাহার কারণ যে, অনেক সভ্যের চাঁদা বাকী রহিয়াছে—পরিষৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আদায় করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ইহা তিনি বড় লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় মনে করেন। অন্য বিদ্বজ্জন-সভার সহিত তুলনা করিলে পরিষদের মাসিক চাঁদা যৎ-সামান্য মাত্র। এসিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক চাঁদা ৩৲, পরিষদের মাসিক চাঁদা ॥০ মাত্র। পরিষৎ শুধু বঙ্গদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে নিজ কার্য্যগুণে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া-ছেন; এরূপ দ্বিতীয় সভা বোধ হয়, এ দেশে আর কোথাও নাই। ইহার জন্য সভ্যগণ যদি মাসিক ॥০ হিসাবে সাহায্য করেন, তাহা হইলে যে বেশী স্বার্থত্যাগ করা হইল, তাহা তিনি মনে করেন না। অতএব তাঁহার সানুনয় প্রার্থনা এই যে, ভবিষ্যতে যেন সকল সভ্য যথা-সময়ে তাঁহাদের দেয় চাঁদা প্রদান করেন। অতঃপর কার্য্য-বিবরিণী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম পাঠ করিলেন এবং যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ইহাঁরা সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। [সদস্যগণের নাম 'খ' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

৮। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহায়ক-সদস্যরূপে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বা পুনঃ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপন করিলে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে ইহাঁরা সহায়ক-সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন,—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র-কুমার দত্ত, মৌলবী মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, মৌলবী নুর আহম্মদ।

৯। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষৎ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত পুরস্কার-প্রবন্ধ-সকল এখনও পরীক্ষিত হইয়া উঠে নাই। কেবল তিনটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে পরীক্ষার ফল গত

করা পাওয়া গিয়াছে। তাহা এই,—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক", শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ নাগ "ঠাকুরদাস দত্ত স্বর্ণপদক" এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু "শশিপদ-রৌপ্য পদক" পাইয়াছেন। সেই জন্য অদ্যকার সভায় এই পদক ও পুরস্কার-বিতরণ স্থগিত রহিল। আগামী কোনও মাসিক অধিবেশনে এই পদক ও পুরস্কার বিতরণ করা হইবে।

১০। শোকপ্রকাশ—(ক) দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—আজ আমি অতীব দুঃখের সহিত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছি। পরিষদের যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন ইনি পরিষদের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় যেরূপ একাগ্রভাব সহিত পরিষদের সেবা করিতেন, পরিষদের প্রথম সৃষ্টি হইবার পর প্রথম সম্পাদকরূপে ইনিও সেইরূপ পরিষদের যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। ইহাঁর চেষ্টা এবং উদ্‌যোগে তখন পরিষদের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। অনেক দিন যাবৎ রোগ ভোগ করিয়া ইনি পরলোক-গমন করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে আমরা সকলেই দুঃখিত।

(খ) মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর—আপনারা সকলেই জানেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর দেশহিতকর কার্য্যমাত্রেই কিরূপ উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। ইহাঁর হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। লাট-প্রাসাদে যে দিন সভা হয়, সেই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য ইনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ কেহই ছিলেন না। ইহাঁর মত শান্ত, সদালাপী এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। ইহাঁর মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

(গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—যে মহাত্মার নাম করা হইল, ইনি যদিও নিজে এক জন কৃতবিদ্য সাহিত্যিক ছিলেন না, তথাপি ইনি সাহিত্য-সেবিগণকে অনেক সাহায্য করিতেন। ইনি অনেক পূর্ব্বে হিন্দু হোষ্টেলের এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন; পরে বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী নামক একটি পুস্তকের দোকান করেন। ইনি ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু নিজের উৎসাহ এবং উদ্যমে শেষে পুস্তক-প্রকাশকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। ইনি অতি খাঁটি লোক ছিলেন এবং পুস্তক-প্রণেতাদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, তাহা আদর্শস্বরূপ। ইহাঁর ব্যবহারও অতি সরল ছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের ইনি একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে ইনি অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাই ইহাঁর মৃত্যুতে আজ সাহিত্য-পরিষৎ শোকপ্রকাশ করিতেছেন।

(ঘ) ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত—ইনি ভারতের নানা বিষয়ে এক জন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। বিস্মৃতিবশতঃ ইহাঁর নাম ইতিপূর্ব্বে করিতে পারি নাই, নচেৎ সর্ব্বাগ্রেই আমি ইহাঁর নামই উল্লেখ করিতাম। ইনি বাঙ্গলায় অনেক পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে

এমন কোন সংবাদপত্র প্রায় ছিল না, যাহার সহিত ইনি কোন-না-কোনরূপ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ইনি বয়সে, বিদ্যায়, কৃতিত্বে এবং অভিজ্ঞতায় এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতী। আমি প্রস্তাব করি, আপনারা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল মহাত্মগণের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শোক-প্রকাশক প্রস্তাব গ্রহণ করুন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় জানাইলেন যে, স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র তিনি পরিষৎকে উপহার দিতে ইচ্ছা করেন। উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক সাদরে এবং ধন্যবাদের সহিত এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরিশেষে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীচুনীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট—“ক”

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের ফল

*১।	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৯২১	১০।	শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৬০৬
*২।	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮৮৮	১১।	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৫৯১
৩।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৮৭৯	১২।	„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	৫৭৯
৪।	„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৭৯৬	*১৩।	„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৩৭
*৫।	„ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	৭৭৯	১৪।	„ রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	৪৯৫
৬।	„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৭৫৮	১৫।	„ মৃণালকান্তি ঘোষ	৪৮৭
৭।	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫৬	১৬।	„ রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন	৪৬৬
৮।	„ নগেন্দ্রনাথ বসু	৬৭৫	*১৭।	„ ললিতচন্দ্র মিত্র	৪২৭
৯।	„ মতিলাল ঘোষ	৬০৮	১৮।	„ মন্মথমোহন বসু	৪২৪

১৯। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৯		২৪। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার	৩৩৮
*২০। " কিরণচন্দ্র দত্ত	৩৮৫		২৫। " রমাপ্রসাদ চন্দ	৩৩৫
২১। " হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	৩৫৭		*২৬। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩১৮
২২। " বাণীনাথ নন্দী	৩৪৪		২৭। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	৩১৮
২৩। " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৪০			

পরিশিষ্ট—"খ"

নির্ব্বাচিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তকুমার দাস গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীকিরণকুমার সেন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীশ্রীমন্ত সরকার বি এ, বি টি, এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, জামালপুর, এইচ ই স্কুল, জামালপুর, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস, মোক্তার, সন্দীপ, নোয়াখালী। প্রঃ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সঃ—ঐ, সদস্য—ডাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র, পুরুলিয়া, মানভূম। প্রঃ—শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সঃ—কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনলিনীমোহন সেন চৌধুরী বি এল্, চিকন্দী, ফরিদপুর। শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাওয়াল-রাজ বাসা, বাঙ্গালীটোলা, কাশীধাম। প্রঃ—স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীবরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সন্তানকুটীর, অষ্টগ্রাম পোঃ, ত্রিপুরা। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীনলিনাক্ষ হোর, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ। শ্রীকৃষ্ণরাও ইনামতি, অগ্নিগেরী। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, জনাই। শ্রীপ্রসাদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১০ মদন মিত্রের লেন। শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ঐ। প্রঃ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীকেদারেশ্বর দত্ত, ১০২ বীডন ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীকালীধন দাঁ, ১৭ হরলাল দের লেন। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরি, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন। প্রঃ—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র গোস্বামী, ২০৯ লোয়ার সার্কুলার রোড। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৯ কারণ রোড, বালীগঞ্জ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ, ১০ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট। প্রঃ—ডাঃ শ্রীসুকুমার পাকড়াশী, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীনন্দলাল বসু, ৫।৩ রাজনারায়ণ বিশ্বাসের লেন। প্রঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক বি এ, ২২ শ্রীকৃষ্ণ লেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, ২৭ মদন বড়াল লেন। শ্রীনৃসিংহ-

'ক'—পরিশিষ্টের * চিহ্নিত ৭ জন কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং অবশিষ্ট ২০ জন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পদ দত্ত বি এল, ছোট আদালতের উকীল, ৪ ইডেন হস্পিটাল রোড। প্রঃ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহরিপদ দাস ঘোষ, ২০।১ শ্যামপুকুর লেন। শ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের ৭ম মানের শিক্ষক, লোহজং, ঢাকা। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, সঃ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩ চার্ণক প্লেস, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদস্য—ডাঃ শ্রীপ্রমোদকুমার বিশ্বাস, পি এইচ ডি, চট্টগ্রাম। শ্রীজগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, চট্টগ্রাম। প্রঃ—ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪২ আপার সার্কুলার রোড। শ্রীবনওয়ারীলাল রায়, পাঞ্জাব লেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রমথনাথ শীল, •১৪৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪।২ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীজহরলাল সিংহ, ২১২ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩০ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত, ৮৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীমৎ আর্য্যালঙ্কার ভিক্ষু, সদ্ধর্ম্মবাগীশ, ১ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, বৌবাজার। শ্রীরমণীরঞ্জন সেন গুপ্ত, বিদ্যাবিনোদ, এম্ আর এ এস্, ঐ। প্রঃ—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহরিধন কুণ্ডু, ১৯ নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, সঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীবিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮৮ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট। প্রঃ—ডাঃ শ্রীসুকুমার পাকড়াশী, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়, ২৬৭ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, শিবপুর। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীভূধরচন্দ্র মিত্র, ৫ নীলমণি সরকার লেন। প্রঃ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। **সূচী**—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্**, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

গোরক্ষ-বিজয়—মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য—সদস্যপক্ষে ॥০, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ॥৶০ এবং সাধারণপক্ষে ৸০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্য্যালয়।

ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি

কবিকুলশেখর রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র বাঙ্গালী মাত্রেরই সম্মানের ও সম্বর্দ্ধনার পাত্র। হাওড়া জেলা তাঁহার জন্মস্থান হইলেও, সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত। হাওড়ায় "সাহিত্য সম্মিলনে"র অধিবেশনে সহৃদয় সুধী সাহিত্যানুরাগিগণ সম্মিলিত হইয়া, সেই মহাকবির স্মৃতিসম্মান রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হন। তদনুসারে "ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি" গঠিত হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত ত্রিবিধ উপায়ে মহাকবির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় চেষ্টা চলিতেছে,—

প্রথম।—মহাকবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান-সন্নিকটে "রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ইনৃষ্টিটিউসন" নামে একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং সেই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বের ভিত্তিভূমি দৃঢ় করিবার চেষ্টা চলিয়াছে।

দ্বিতীয়।—তাঁহার জন্মস্থানে "ভারতচন্দ্র-চতুষ্পাঠী" নামে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপনের এবং পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়ের সহিত "ভারতচন্দ্র-পাঠাগার" নামে একটী পাঠাগার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়াছে।

তৃতীয়।—মহাকবির জীবন-চরিত, বংশ-বিবরণ, পূর্ব্ব ইতিহাস প্রভৃতি সংবলিত তাঁহার গ্রন্থের একটী বিশুদ্ধ সটীক নূতন সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন হইতেছে।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন—"সংস্কৃত ভাষায় যেমন কালিদাস, বাঙ্গালা ভাষায় সেইরূপ ভারতচন্দ্র।" বঙ্গভাষায় ভারতচন্দ্রের স্থান কত উচ্চে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। মহাকবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান এখন আর উপেক্ষিত থাকা আমাদের জাতির পক্ষে কলঙ্কের কথা।

আমরামহাকবির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে এত দিন পর্য্যন্ত উদাসীন ছিলাম। এত দিন পরে এখন নবজীবনের নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। এত দিনে এখন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য ধীরে ধীরে অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছি। ভারতচন্দ্রের প্রতি স্মৃতি-সম্মান-প্রদর্শনে কবির গৌরবে আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা এত দিনে এখন আমরা একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি। বুঝিতে পারিতেছি,—আমাদের—বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য, মহাকবির স্মৃতি-রক্ষার চেষ্টায় জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা। সেই সদ্‌বুদ্ধির প্রেরণাই মহাকবির জন্মস্থানে বিদ্যালয়, পাঠাগার, চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠায় আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, এবং আমরা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলির একটী উৎকৃষ্ট অভিনব সংস্করণ প্রকাশের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছি। তবে এ কার্য্য—এ কর্ত্তব্য, একা আমাদের নহে; এ কার্য্যের—এ কর্ত্তব্য-পালনের দায়িত্ব—বাঙ্গালি মাত্রেরই মস্তকে ন্যস্ত আছে মনে করি। সুতরাং আমরা বঙ্গের সুসন্তান মাত্রকেই এই ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির পৃষ্ঠপোষণে আহ্বান করিতেছি। আসুন, বঙ্গমাতার সুসন্তান সহৃদয় সুধীগণ, যাঁহার যেমন সামর্থ্য, এই সদনুষ্ঠানে সহায়তা করুন। এ প্রসঙ্গে অধিক কিছু অনুরোধ করিবার আবশ্যক নাই; কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া, আপনাপন সাধ্যানুগত দায়িত্ব বুঝিয়া, আসুন, সকলে সহায় হউন। ইতি ১৫ই আষাঢ়, ১৩২৫ সাল।

বিনীত

ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সভাপতি—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।
সাহিত্য-সম্মিলন। (ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী) হাওড়া।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ,
(সব্‌ডিভিসন্যাল অফিসার, উলুবেড়িয়া) লোক্যাল কমিটির প্রেসিডেণ্ট।

পুনশ্চ,—এই ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সাফল্য-সাধনে যিনি যাহা কিছু সাহায্য করিবেন, এই সমিতির সহকারী সম্পাদক ও ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায় মহাশয়ের নামে তাহা

কয়েকখানি পরিষদ্‌গ্রন্থ—

(১) সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম—কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের এই বিপুল গ্রন্থের পরিচয় অল্পপরিসর বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত সঙ্গীতই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুবৃহৎ তিন খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৫৲, ২য় খণ্ড ১০৲, ৩য় খণ্ড ৫৲, একত্রে ৩ খণ্ডের মূল্য—২৫৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

(২) মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ প্রণীত। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞান-বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া বহুবিধ বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল কথাগুলি সাধারণের গ্রহণীয় করিবার উপায় করিয়াছেন। সেই বক্তৃতামালা আরম্ভের পূর্ব্বে প্রস্তাবনাস্বরূপ রামেন্দ্রবাবু যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই প্রবন্ধই 'মায়াপুরী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০, সদস্য পক্ষে ৵০।

(৩) কবি হেমচন্দ্র—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক আচার্য্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়-কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আদরে গৃহীত হইয়াছে। মূল্য ॥৵০।

(৪) বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-প্রণীত সংস্কৃত ভাষার এই কাব্যখানি এত দিন ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য ছিল। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বতের দলই-লামার বাড়ীতে রক্ষিত কাষ্ঠের পাটায় খোদিত ইহার যে প্রতিলিপি আছে, তাহা হইতে এক প্রতিলিপি লইয়া আসিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তিনিই অনুবাদ করিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের বহু অতীত জন্মের অবদান বা উপাখ্যান সঙ্কলিত আছে। ৪ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ২৷৵০, সাধারণ পক্ষে ৪৷৵০।

(৫) কল্কিপুরাণ—কল্কিপুরাণাবলম্বনে পয়ারাদি ছন্দে ৺রামলোচন দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক রচিত প্রাচীন গ্রন্থ। বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল। দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় কে সি আই ই বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত। সদস্য পক্ষে মূল্য ॥৵০; সাধারণ পক্ষে মূল্য ১।০।

(৬) জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে জ্যোতিষের দুর্ব্বোধ্য বিষয়সমূহ অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য সাধারণ পক্ষে ১।০, সদস্য পক্ষে ১৲।

(৭) তীর্থ-মঙ্গল—কবিরাজ বিজয়রাম সেন বিশারদ প্রণীত এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত। এই গ্রন্থে নানাতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। সদস্য পক্ষে মূল্য ।৵০, সাধারণ পক্ষে ॥৵০।

(৮) দুর্গামঙ্গল—স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সম্পাদিত। চণ্ডীকাব্যের এই গ্রন্থখানি অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ বহু পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন। সদস্য পক্ষে মূল্য ॥০, সাধারণ

১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারিগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২৲।

২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্য্যালয়

‘বেঙ্গল কেমিক্যাল’ থেকে ‘সিরাপ
বাকস’ বার করে বড় সুবিধাই করে-
ছেন। সদ্দি কাসি হলে ওর মত
উপকারী ওষুধ আর নাই। আর
ছেলেদের খাওয়াতে কোন কষ্ট
নাই, বরং চেয়ে খায়। সব
ঘরেই এক শিশি
করে রাখা ভাল।

(৯) **তীর্থভ্রমণ**—খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী প্রসিদ্ধ সর্ব্বাধিকারী বংশের ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ভারতবর্ষের নানা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ডায়েরী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তীর্থভ্রমণ নামে প্রকাশিত হইল। প্রাচীন বাঙ্গালার নমুনা এই গ্রন্থে বেশ পাওয়া যায়। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন। মূল্য সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১॥০।

(১০) **ধর্ম্মপূজাবিধান**—রামাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্বান্বেষীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। মূল্য সদস্য পক্ষে ।০, শাখাসভার সদস্য পক্ষে ৷৶০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

(১১) **মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা**—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। যাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। ভাষাতত্ত্বান্বেষীর জানিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ৸০, শাখাসভার সদস্য পক্ষে ৸৶০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

(১২) **গঙ্গা-মঙ্গল**—দ্বিজ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যদ্যোতক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষায় অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে দুই একখানি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মস্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। মূল্য সদস্য পক্ষে ॥০, শাখাসভার সদস্য পক্ষে ॥৶০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন, উহাদি[illegible] মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত "বৌদ্ধ [illegible] ও দোহা" এবং বিদ্বদ্বল্লভ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের আবিষ্কৃত ও সম্পা[illegible] চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" অপূর্ব্ব আবিষ্কার ও বাংলা-সাহিত্যের যুগ-প্রবর্ত্তক গ্রন্থ বলি[illegible] গণ্য হইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত ঐ গ্রন্থের ভাষা হাজার বৎসরের পুরাতন খাঁ[illegible] বাংলা-ভাষা কি না—সে সম্বন্ধে মণ্ডিত-মণ্ডলীর মতভেদ আছে; কিন্তু তর্কস্থলে ঐ ভাষাকে প্রাকৃত-সম্ভূত অপভ্রংশ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিলেও, প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রা[illegible] ব্যাকরণের বিধিবদ্ধ শৌরসেনী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতি প্রাকৃত-ভাষা বাংলাদেশের [illegible] হাওয়ার গুণে কিরূপ অপভ্রংশে পরিণত হইয়াছিল, উহা না দেখিলে বাংলা-ভাষার উৎপত্তি [illegible] ভালরূপে বুঝা যাইবে না। শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কার দ্বারা আমরা বাংলা-ভাষার আ[illegible] যুগের রচনার একটা উৎকৃষ্ট আদর্শ পাইয়াছি। উহা লইয়া এখন অনেক আলোচনা চ[illegible] পারিবে। বসন্ত বাবুর আবিষ্কৃত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" তত প্রাচীন না হইলেও নানা কারণে বাঙ[illegible] পাঠকদিগের নিকটে অনেক বেশী আদরের জিনিস। বাংলাদেশে চণ্ডীদাস সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচী[illegible] ও প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। তাঁহার কিছু পরবর্ত্তী কবি কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণের একটি বি[illegible] সংস্করণ প্রকাশিত করার অভিপ্রায়ে প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ক[illegible] কয়েক জন মনীষী ব্যক্তিকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন,—উহার সম্মি[illegible] চেষ্টায়ও কৃত্তিবাসের রচিত খাঁটি রামায়ণের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কৃত্তিবাসের খাঁ[illegible] পুথি পাওয়ার সম্বন্ধে একরূপ নিরাশ হইয়াই অবশেষে সমিতির অন্যতম সদস্য মনীষী শ্রীযু[illegible] হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কৃত্তিবাসের রামায়ণের তিন শত বৎসরের পুরাতন পুথি-দৃষ্টে কে[illegible] অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড মুদ্রিত করিয়াছেন। হীরেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে, তিন শত বৎসরে[illegible] পুরাতন পুথির পাঠের সহিত বটতলার সংস্করণের একটি পংক্তিরও সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণের বয়স এখন আনুমানিক ৫০০ কি ৫৫০ বৎসর হইয়াছে। পর[illegible] দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই যদি রামায়ণের পুথিগুলির এতটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, ত[illegible] হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে পাঠের আরও কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, [illegible] বলিতে পারে? চণ্ডীদাস কৃত্তিবাসেরও কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী; তাঁহার রচিত পদাবলীর [illegible] এখন আনুমানিক ৬০০ বৎসর হইয়াছে। পদাবলী প্রায় সর্ব্বত্রই মুখে মুখে গীত হ[illegible] উহা ক্রমেই বিকৃত হওয়ার যতটা সম্ভাবনা, রামায়ণের ন্যায় গ্রন্থের পাঠ বিকৃত হওয়ার [illegible] সম্ভাবনা নাই। তার পর এখন বাংলা-দেশে দেড় শত, কি দুই শত বৎসরের অধিক প্রা[illegible] কোন পদাবলীর পুথি পাওয়া যায় না; সুতরাং ঐ সকল পুথির লিখিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর

কোন একটি পংক্তিও চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা কি না, সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ জন্মে। এত কাল পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের প্রাচীন ও প্রামাণিক পুথির অভাবে, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী-অবলম্বনে আমরা তাঁহার ভাষা ও কবিত্ব ইত্যাদির সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলাম; বসন্ত বাবুর "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" সে সমস্ত এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। মানুষের স্বভাব, সহজে চির পোষিত সংস্কার ছাড়িতে চাহে না; এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই দেখা যাইতেছে। বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতার সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, উহা নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করিলে ও গ্রন্থখানা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, উহাই যে চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা এবং এত দিন পর্য্যন্ত যে সকল পদাবলী চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল,—উহার দুই একটি পদ ভিন্ন বাকিগুলির ভাষা কিংবা ভাব যে চণ্ডীদাসের হইতে পারে না, ইহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; কিন্তু অনেকে এ সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা না করিয়াই সিদ্ধান্ত করিতেছেন—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা কিংবা ভাব চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর ন্যায় উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় নহে, সে জন্য উহার রচয়িতা চণ্ডীদাসকে কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস বলিয়া স্বীকার করা যায় না। "রাধার কলঙ্কভঞ্জন" ও "কৃষ্ণের জন্ম-লীলা" পুথির রচয়িতা চণ্ডীদাস 'বড়' কিংবা বাশুলীর উপাসক বলিয়া নিজের পরিচয় দেন নাই; ঐ পুথি দুইখানার রচনার সহিতও কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর অনেক পার্থক্য দেখা যায়—এ জন্য অনেক সমালোচকই ঐ পুথি দুইখানা বাশুলীর উপাসক বড় চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবিকেও সেইরূপ অন্য এক চণ্ডীদাস মনে করা যায় কি? তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনেক স্থলেই আপনাকে বাশুলীর সেবক ও বড় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ ত্রিবেদী মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের মুখ-বন্ধে এই সমস্যার কথা ভাবিয়াই লিখিয়াছেন,—"তবে কি আমাদের চির-পরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? চণ্ডীদাস কি দুই জন ছিলেন? দুই জনেই বড় চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান-রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্ত বাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই।" ত্রিবেদী মহাশয় আরও লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় চণ্ডীদাসের সুর পাওয়া যায় কি না, চণ্ডীদাসের পদের রস, তাহার উন্মাদনা এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় আছে কি না, রসজ্ঞেরা তাহার বিচার করিবেন। আমাদের পক্ষে এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা অপরিচিত, অনভ্যস্ত, নূতন—আমাদের কাণে উহা অভ্যস্ত নহে। চণ্ডীদাসের সময়ে যাহারা চণ্ডীদাসের গান শুনিত, তাহাদের নিকট ঐ ভাষা পরিচিত ভাষা ছিল,—তাহাদের কাণ ঐ ভাষার অভ্যস্ত ছিল—তাহারা ঐ ভাষার পদেই যে রস, যে উন্মাদনা পাইত, আমরা

এখন তাহা পাইব না। কিন্তু এই প্রশ্নের আলোচনা আবশ্যক; তাই এ প্রশ্ন তুলিয়া রাখিলাম।"

রামেন্দ্র বাবু মুখবন্ধে চণ্ডীদাস-সমস্যায় যে আভাস দিয়াছেন, উহার সমাধান করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপি, ভাষা, আখ্যান-বস্তু প্রভৃতি বিষয়ের সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক হয়। লিপিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু গ্রন্থের প্রারম্ভে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথির হস্তলিপির আলোচনা করিয়াছেন; উহা দ্বারা গ্রন্থের উপাদেয়তা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাখাল বাবুর মতে কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লিখিত।

বসন্ত বাবু তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্য ও টীকার অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি গ্রন্থের আখ্যান-বস্তু, ছন্দ বা কবিত্বের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের মত অপরিচিত ও অনভ্যস্ত ভাষা ও ভাবপূর্ণ একখানা বৃহৎ গ্রন্থের গভীর আলোচনায় যে অবকাশ, পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার প্রয়োজন, অধিকাংশ পাঠকেরই তাহা নাই; সুতরাং অন্ততঃ সাধারণ পাঠকদিগের কৌতূহল উৎপাদনের জন্যও ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আখ্যান-বস্তু, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্বের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিলে গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হইত। বসন্ত বাবুর ন্যায় প্রবীণ ও বিশেষজ্ঞ সম্পাদক যে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই, আমাদিগের পক্ষে এ স্থলে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে যাওয়া দুঃসাহসের কার্য্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানি পাঠ করিতে যাইয়া আমরা উহার ভাষা, আখ্যান-বস্তু, ছন্দ ও কবিত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়াও পারিতেছি না। যদি আমাদের এই আলোচনা পাঠ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকদিগের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরও এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের পাঠ ও আলোচনায় ঔৎসুক্য জন্মে, তাহা হইলেই আমাদের পরিশ্রম সফল হইবে।

আমরা প্রথমে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বসন্ত বাবু অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দাবলীর একটি প্রকাণ্ড সূচী গ্রন্থ-শেষে সংযোজিত করিয়াছেন; উহাতে প্রায় সকল শব্দেরই অর্থ ও প্রয়োগের পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। তিনি টীকার অনেক স্থলেই ঐ সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শন ও তুলনার জন্য বিদ্যাপতি, মাধব কন্দলি, শঙ্কর দেব, গুণরাজ খাঁ প্রভৃতি মৈথিল, আসামী ও বাংলা প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন; উহা দ্বারা তাঁহার অসাধারণ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বসন্ত বাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ ও বর্ণ-বিন্যাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাকৃত ও তজ্জাত শব্দ-সংখ্যাই অধিক; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র। ণ-কার ও স-কারের প্রয়োগ-বাহুল্য শৌরসেনী ভাষার প্রভাব সূচিত করিতেছে।" বসন্ত বাবুর এই উক্তিটির আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারি না। শৌরসেনী প্রাকৃতে ন-কারের স্থলে সর্ব্বত্র ণ-কার বিহিত হইয়াছে;—ন-কার কোথাও দেখা

যায় না। শৌরসেনী প্রাকৃতের এই নিয়মটি, উহার উচ্চারণের অনুরূপ, না কেবল একটা লেখার কায়দা, সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। ন-কারের উচ্চারণ অপেক্ষা ণ-কারের উচ্চারণ কঠিন; কঠিন হইতে সহজে যাওয়াই অপভ্রংশের সাধারণ নিয়ম। ব্যবহারেও তাহাই দেখা যায়। হিন্দী, মৈথিল ও বাংলা ভাষায় ণ-কার প্রায় সর্ব্বত্রই ন-কাররূপে উচ্চারিত হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ-সূচিতে ২৮০টি ন-কারাদি শব্দ আছে; কিন্তু ণ-কারাদি মাত্র ১৪টি শব্দ দেখা যায়। সেই ১৪টি ণ-কারাদি শব্দও আবার অনেক স্থলে ন-কারাদিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের প্রায় সম-সাময়িক বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রায় সর্ব্বত্র ণ-কার স্থলে ন-কারের প্রয়োগ দেখা যায়; এ অবস্থায় চণ্ডীদাসের সময়ে যে কতকগুলি ন-কারাদি শব্দ কখনও ন-কারাদি, আর কখনও ণ-কারাদিরূপে উচ্চারিত হইত, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। বাংলা-ব্যাকরণ রচিত হওয়ার পূর্ব্বে সংস্কৃতজ্ঞ লিপিকারগণও প্রায়ই শব্দের অক্ষর-বিন্যাসে হ্রস্ব-দীর্ঘ ও ষত্ব-ণত্বের দিকে দৃক্‌পাত করিতেন না। সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকারও যে স্বেচ্ছাচার হেতুই ন-কার স্থলে ণ-কারের প্রয়োগ করেন নাই, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কৃষ্ণকীর্ত্তনে স-কার-বাহুল্যও যে কিয়ৎপরিমাণে লিপিকারের স্বেচ্ছাচার-জনিত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, শ-কারাদি বহু শব্দই আমরা স্থানান্তরে স-কারাদিরূপে প্রযুক্ত দেখিতে পাই। এ স্থলে ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে স-কারাদি হইবে, তাহা প্রায় কোন স্থলেই শ-কারাদিরূপে প্রযুক্ত হয় নাই; কিন্তু যাহা শ-কারাদি হইবে—ঐরূপ 'শকতি', 'শর', 'শরণ', 'শলি', 'শাপ', 'শুন' প্রভৃতি বহু শব্দ 'সকতি', 'সর' ইত্যাদি স-কারাদিরূপে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং লিপিকারের যে স-কারের উপর খুব ঝোঁক ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা শৌরসেনী-প্রাকৃতের প্রভাব-জনিত কি না, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় স-কারের বাহুল্য দেখা যায়; উত্তর-পশ্চিম ও মিথিলার লোকেরা অদ্যাবধি শ-কারের পরিবর্ত্তে প্রায়ই স-কার উচ্চারণ করে। বাংলা-দেশের ব্যবহার উহার বিপরীত; বাংলা-দেশে স-কার প্রায় সর্ব্বত্রই শ-কারবৎ উচ্চারিত হয়। চণ্ডীদাসের বাস-স্থল বাংলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ও মিথিলার সন্নিহিত বলিয়া, সেখানে প্রাচীন কালে শ-কার স-কারের মত উচ্চারিত হইত, ইহা অনুমান করিলেও করা যাইতে পারে। রাঢ়-দেশের অশিক্ষিত লোকের কথ্য ভাষায় এখনও 'সব', 'সকল' ইত্যাদি শব্দে স-কারের (ইংরেজি S অক্ষরের ন্যায়) প্রকৃত দন্ত্য উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে বাংলা দেশে বোধ হয়, স-কারের এই দন্ত্য উচ্চারণেরই প্রাবল্য ছিল এবং উহা হইতেই বোধ হয়, প্রাচীন পুঁথিতে স-কারের এত বাহুল্য চলিয়া আসিতেছে। কি কারণে যে উহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে এবং এখন প্রায় সমস্ত বাংলা-দেশে স-কারের দন্ত্য উচ্চারণ বিলুপ্ত হইয়া, উহা শ-কারবৎ উচ্চারিত হয়, তাহা ভাষা-তত্ত্বের একটি জটিল সমস্যা বলে হয়। হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষা অপেক্ষা আধুনিক বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব অনেক বেশী—তাহা সকলেই জানেন। আমাদের মনে হয়, যখন হইতে সংস্কৃত

ব্যাকরণের দিকে বাংলা-ভাষায় এই অতিরিক্ত ঝোঁক পড়িল, তখন হইতেই শৌরসেনী-প্রাকৃতের বর্জ্জিত শ-কারের পুনর্গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই শ-কারের (ইংরেজি Sh অক্ষরের ন্যায়) তালব্য উচ্চারণ ফিরিয়া আসিল। অপ্রচলিতকে চালাইতে হইলে একটু অতিরিক্ত, একটু অস্বাভাবিক চেষ্টার আবশ্যক হয়; সেই অস্বাভাবিক চেষ্টার ফলে ক্রমে সেই তালব্য উচ্চারণ স্থানে-অস্থানে প্রযুক্ত হইয়া স-কারের ন্যায্য অধিকারের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া বসিল। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সময় হইতেই বোধ হয়, শ-কারের প্রভাব একটু একটু করিয়া বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল—কিন্তু তখন পর্য্যন্ত স-কারই প্রবল; তাই আমরা দেখিতে পাই, শ-কার কখনও স-কারের অধিকারে অনধিকার-প্রবেশে সাহসী হয় নাই; কিন্তু স-কার নিষেধ না মানিয়া, 'সকতি', 'সর', 'সরণ' প্রভৃতি বহু শব্দেই শ-কারের ন্যায্য অধিকারের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে। স-কারের এই আধিপত্য যে শৌরসেনী-প্রাকৃতের প্রভাব ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতার সূচনা করিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অন্যান্য প্রাচীন বাংলা পুথি হইতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণবিন্যাসের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে স-কারের ন্যায় আ-কারেরও অনধিকার-প্রবেশের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। 'অকারণ', 'অঙ্গ', 'অচেতন', 'অতি', 'অধিন' প্রভৃতি প্রায় ৭০টি অ-কারাদি শব্দের পরিবর্ত্তে 'আকারণ', 'আঙ্গ', 'আচেতন' ইত্যাদি আ-কারাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; স্থানান্তরে আবার 'অকারণ', 'অঙ্গ' ইত্যাদি রূপ প্রয়োগেরও অভাব নাই। এইরূপ বিসদৃশ প্রয়োগের কারণ কি, বসন্ত বাবু সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। লিপিকার যে কেবল স্বেচ্ছাচার হেতু এতগুলি শব্দের আদ্যক্ষরের গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা কিছুতেই সম্ভব বোধ হয় না। অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন, সংস্কৃতে অ-কারের উচ্চারণ ঠিক বাংলা অ-কারের মত নহে; সংস্কৃত অ-কার আ-কারেরই হ্রস্ব-সংস্করণ; অর্থাৎ সংস্কৃত অ-কার একটু বেশী দীর্ঘ উচ্চারণ করিলেই আ-কার হয়। বাংলা অ-কারের উচ্চারণ অধিকাংশ স্থলেই অ-কার ও ও-কারের মাঝামাঝি, —কতকটা ইংরেজি (O) অক্ষরের মত। এ জন্যে বাংলা 'কলম্' শব্দটি সংস্কৃত-ধরণে উচ্চারণ করিলে, অনেকটা বাংলা 'কালাম্' শব্দের ন্যায় শুনায়। হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় অ-কারের এই প্রাচীন উচ্চারণ অদ্যাপি প্রচলিত আছে; কেবল বাংলা-ভাষারই উচ্চারণের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'অকারণ', 'অঙ্গ' প্রভৃতি প্রায় ৭০টি অ-কারাদি শব্দের আ-কারাদি প্রয়োগ দেখিয়া অনুমান হয়, সে সময় পর্য্যন্ত অ-কারের প্রাচীন উচ্চারণ সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয় নাই। শব্দের আদ্য অকার, উচ্চারণে বাঙ্গালা আ-কারের মত প্রতীত হওয়ায়, অনেক স্থলে আ-কার দ্বারা এবং সংস্কৃত বর্ণ-বিন্যাসের সাদৃশ্য হেতু অনেক স্থলে অ-কার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। ইহা অ-কারের প্রাচীন ও আধুনিক উচ্চারণের সন্ধি-কালেরই সূচনা করিতেছে। অন্য কোন বাংলা পুথিতেই আমরা অ-কারের স্থলে এইরূপ আ-কারের প্রয়োগ পাই না; সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি যে ঐ সকল বাংলা পুথির মধ্যে প্রাচীনতম, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে এরূপ অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহা সুদূর আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় চলিত আছে। এরূপ শব্দ-সাম্য দেখিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানা বুঝি আসাম, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরিয়া, ঐ সকল প্রদেশের কতকগুলি অপ-শব্দ সঞ্চিত করিয়া, বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, আসাম, উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি বাংলার সকল প্রদেশের ভাষাই একই আকর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তী সময়ে এই সকল ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, আদিম যুগে সেই পার্থক্য ছিল না—থাকিতেও পারে না। অতএব কৃষ্ণকীর্ত্তনের ব্যবহৃত শব্দ, ক্রিয়া ও কারক-বিভক্তির সহিত সুদূর আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত অনেক শব্দ ও বিভক্তির সাদৃশ্য-দর্শনে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার দেশান্তরে প্রচার হেতু বিকৃতি প্রমাণিত না হইয়া, বরং উহার অসাধারণ প্রাচীনতাই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাঁহার 'বাঙ্গালা শব্দ-কোষ' নামক উৎকৃষ্ট গবেষণাপূর্ণ অভিধান গ্রন্থে রাঢ়ের প্রাচীন ও আধুনিক কথ্য ও লেখ্য ভাষার বহু শব্দই সন্নিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত অনেক শব্দই উহাতে পাওয়া যায় না। বসন্ত বাবু এই শ্রেণীর অধিকাংশ শব্দের সম্বন্ধেই টীকায় নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার অনালোচিত কয়েকটি শব্দের সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা বলিব।

চিতরে—'(চিৎ হইয়া, উত্তান ভাবে) ২।' পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য-ভাষায় 'চিত্তর', যথা—'চিত্তর হইয়া পড়িল' ইত্যাদি। 'চিৎ' ও 'চিতর' শব্দের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত।

আগুছিয়া—'(আগে আসিয়া, সম্মুখবর্ত্তী হইয়া) ২২৪।' পূর্ব্ব-বঙ্গে সম্মুখে আসিয়া পথ-রোধ করাকে 'আগোছা' বলে। বোধ হয়,—'অগ্রে সরিয়া' হইতেই 'আগুছিয়া' হইয়াছে।

টেটন—'(ধূর্ত্ত, শঠ) ৭৭, ২১৭।' পূর্ব্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় এই শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। সংস্কৃত 'ধৃষ্ট' শব্দের অপভ্রংশ 'ঢাট' শব্দের সহিত ইহার কোন যোগ আছে কি? 'ঢাট' শব্দটি বাংলা কোন কোন পুথিতে 'টাট' রূপে দেখা যায়।

সকালে—'(পূর্ব্বাহ্ণে, সত্বর) ১৪৯, ২১২।' 'সকাল' শব্দটি 'তৎসম' শব্দ বলিয়াই বোধ হয়; ('কালেন সহ বর্ত্তমানং সকালং' ব্যাখ্যা করিলে উহার মৌলিক অর্থ 'প্রভাত' বা 'পূর্ব্বাহ্ণ' নহে, উচিত সময় বা 'সত্বর' অর্থই প্রকাশ পায়। পূর্ব্ব-বঙ্গে 'সকাল' শব্দ 'সত্বর' অর্থেই প্রযুক্ত হয়।

তড় পথে—'(স্থলপথে) ১৬৭।' পূর্ব্ব-বঙ্গে 'তড়-পথে' ও 'তড়ে' উভয় শব্দেই 'স্থল-পথে' বুঝায়। 'তড়' শব্দটি সংস্কৃত 'তট' শব্দের প্রাকৃত-রূপ 'তড' শব্দের অপভ্রংশ।

জুড়িল—'(আরম্ভ করিল) ২৩৪। ৩৭৬।' সংস্কৃত 'যুট' ধাতু হইতে উদ্ভূত। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সূচীতে যে দুইটি প্রয়োগের উল্লেখ আছে, তাহার প্রথমটিতে 'নান্দ যশোদা মিলি

জুড়িল কান্দন' ও দ্বিতীয়টিতে 'না পাইয়া জুড়িল ক্রন্দনে' আছে। এইরূপ আরও প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—'দামোদর জুড়িল নাচনে" ২৩৬ পৃষ্ঠা।' 'জুড়' ধাতুর এইরূপ রীতি-সিদ্ধ (idiomatic) প্রয়োগ পূর্ব্ব-বঙ্গে খুব প্রচলিত আছে।

বিচারিআঁ—'(অন্বেষণ করিয়া) ২৯০।৩২২।' সংস্কৃত 'বিচার্য্য' (প্রাকৃত—বিচারিঅ) শব্দের 'বিচার করিয়া', 'আলোচনা করিয়া' অর্থ হইতেই 'অনুসন্ধান করিয়া, অন্বেষণ করিয়া' অর্থ উদ্ভূত হইয়াছে। এই অর্থে পূর্ব্ব-বঙ্গে সর্ব্বত্র 'বিচরাইয়া' শব্দের ব্যবহার আছে।

বাঁহুক—'(বাঁক, ভার-যষ্টি) ১৬৮, ১৬৯।' পূর্ব্ব-বঙ্গে 'বাঁহুক' শব্দটির খুব প্রচলন ছিল; এখন অনেক স্থলে 'বাঁক' বলা হয়। ইহা বোধ হয়, প্রাকৃত 'ব্যাভাঙ্গী' শব্দেরই অপভ্রংশ। খুঁজিলে এইরূপ আরও অনেক শব্দ পাওয়া যাইবে। এই শ্রেণীর 'কলি,' 'কৈলী' ও 'কৌল' শব্দ তিনটি কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাঢ়দেশের প্রচলিত ভাষায় ব্যবহার না থাকাতেই বোধ হয়, বসন্ত বাবু ঐ শব্দগুলির অর্থ-নির্ণয়ে ভুল করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে,—

(১) "আহ্মা শিশু না দেখিহ শুণ ল সুন্দরি রাধা
আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশরে।"—৮২ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—"কলি—শূর, অশেষ বল-শালী।" 'কলি' শব্দের এইরূপ অর্থ কোন কোষে বা সাহিত্য-গ্রন্থে দেখা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্য স্থলে 'কলি-কাল' অর্থে 'কলি' ও 'কলী' শব্দের প্রয়োগ আছে; সে অর্থ এখানে খাটে না। পূর্ব্ব-বঙ্গে 'কৈল্' এই অব্যয় শব্দটি নিশ্চয়ার্থে গ্রাম্য-ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যথা—'আমি কৈল্ যাব না' ইত্যাদি। 'আইজ্', 'কাইল্' প্রভৃতি কথ্য শব্দের রূপান্তর যেরূপ লেখ্য ভাষায় 'আজি' 'কালি' হইয়াছে, সেইরূপ 'কলি' শব্দটিও ঐ 'কৈল্' শব্দেরই রূপান্তর। 'কৈলী' শব্দে 'কৈল্' শব্দের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট; 'কৈল্' শব্দের শেষে একটি 'ঈ' (ই) যোগ করিয়া—'কৈলী' হইয়াছে; উহার অর্থ 'নিশ্চিতই'। ঐ-কার ও ঔ-কারের উচ্চারণের সাদৃশ্য হেতু অপভ্রংশে ঐ-কার স্থলে ঔ-কারের ব্যবহার বিরল নহে; সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'কলি', 'কৈলী' ও 'কৌল' শব্দ অভিন্ন বলিয়াই বিবেচনা হয়। বোধ হয়, 'সাকল্যে' শব্দের আদ্য 'সা' অক্ষরের বিলোপ দ্বারা 'সাকল্যে' হইতেই 'কুল্যে', 'কল্য,' (কলিয়) ও 'কলি' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। 'কলি' শব্দের ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, উহার অর্থ যে 'সাকল্যে' বা 'নিশ্চিত', তাহাতে সন্দেহ নাই। 'আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশরে' বাক্যের অর্থ—আমি নিশ্চিত ত্রিদশ-ঈশ্বর।

(২) "মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাশক না আসিবে।
পাছে কলি কাহ্নাই বিরহ দুখ পাইবে॥"—৩১৭ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু এখানে লিখিয়াছেন,—'কলি—'কালি' হইবে বোধ হয়।' অর্থের জন্য এরূপ পাঠ-বিভ্রাট-কল্পনা সঙ্গত নহে। এখানে 'কালি' পাঠের 'কল্য' অর্থই সংলগ্ন হয় কি? 'পাছে কৈল্' এই বাক্যাংশ পূর্ব্ব-বঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় সর্ব্বত্র শুনা যায়। ইহার অর্থ 'শেষে নিশ্চিত'—'শেষে কল্য' নহে।

(৩) 'বারেক সুরতি মান না কর নিরাসে।
পাছে কৈলী না পাইবে দেব হৃষীকেশে ॥—৯৯ পৃঃ

বসন্ত বাবু এখানে লিখিয়াছেন,—'পাছে কৈলী—পশ্চাৎ করিলে, অবহেলা করিলে।' 'পশ্চাৎ' শব্দের 'অবহেলা' অর্থ ও 'কৈলী' শব্দের 'করিলে' অর্থ কোন মতেই সিদ্ধ করা যাইতে পারে না। 'পাছে কৈলী' ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'পাছে কলি' অভিন্ন ও একার্থক।

(৪) 'এভোঁ গোআলিনী ধর আহ্মার বচনে।
পাছে কোল্ না পাইবে নন্দের নন্দনে॥"—১২১ পৃঃ

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—'কোল—কোল, আলিঙ্গন।' 'নন্দনে' শব্দের অর্থ 'নন্দনের' না করিলে, এরূপ অর্থ সিদ্ধ হয় না। এখানে যে 'আলিঙ্গন' অর্থ সংলগ্ন হয় না, তাহা বলা বাহুল্য। 'পাছে কোল' ২য় ও ৩য় উদাহরণের 'পাছে কলি' ও 'পাছে কৈলী' বাক্যাংশের সহিত অভিন্ন ও একার্থক।

আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ ও বাক্যার্থ-নির্ণয়ে আরও যে কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদ লক্ষ্য করিয়াছি, এ স্থলেই উহার উল্লেখ করিয়া, পরে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(৫) 'আয়িলা দেবের সুমতি গুণী।
কংসের আগক নারদ মুণী॥'—২ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'সুমতি' শব্দের অর্থ 'সুমন্ত্রণা' লিখিয়াছেন। সুমতি শব্দের এরূপ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই শব্দটির আরও প্রয়োগ আছে, যথা—

"তোর মোর উভয় সমতী।"—১৮৭ পৃঃ
"মাহানিন্দ যাসি কেহ্নে সুণ হে গোআলী।
চিআইঅাঁ সমতী দেহ রাধা চন্দ্রাবলী॥"—২৮৬ পৃঃ
"তোরে মো না এড়িবো দূতী ল।
বোলহ কাহ্নেরে রাধাক দেউক সমতী ল॥"—৩০০ পৃঃ

উদ্ধৃত তিনটি স্থলেই (সংস্কৃত 'সম্মতি' শব্দ-জাত) 'সুমতি' বা 'সুমতী' শব্দের 'সম্মতি' অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যেও এই 'সমতি' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। ডাক্তার ফ্যালন্ তাঁহার প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী-ইংরেজী অভিধানে হিন্দী 'সুমতী' শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৬) "এবে দৈবকীঞ যত গর্ভ ধরিব।
পাপ দুষ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব॥"—৩ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'পাপ' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'পাপের প্রতিমূর্ত্তি'। বস্তুতঃ এখানে প্রতি-মূর্ত্তি-কল্পনায় কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বিশেষণ 'পাপ' শব্দটি 'পাপিষ্ঠ' অর্থে সংস্কৃতে ও ভাষা-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম-পুরুষের ক্রিয়া-পদে 'ধরিব' ও 'মারিব' প্রয়োগ ঠিক পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গের গ্রাম্য ভাষার অনুরূপ।

(৭) "তে কারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল ॥ আল রাধা ॥"—৬ পৃঃ

(৮) "আইহনের মাঅ গুণী মনে।
ঝাঁট গিয়া পদুমার থানে ॥ ল বড়ায়ি ॥
চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিশি রাধার বড়ায়ি ॥ ১ ॥"—৭ পৃঃ

বসন্ত বাবু (৮)এর উদাহরণের টীকায় লিখিয়াছেন, "পূর্ব্ববর্ত্তী পদের 'পদুমা উদর এবং সাগরের ঘর' সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছিলাম না। আলোচ্য পদে 'পদুমা' শব্দে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় উহার নিম্নলিখিতরূপ সমাধান করিয়া দিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—'বৃষভানুর মাতার নাম পদ্মাবতী......। পদুমা শব্দটি বোধ হয় দুইটি পদে দুইটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; 'তেঁ কারণে......সাগরের ঘরে'—সেই কারণে সাগর-নিলয়ে পদ্মকোষ-মধ্যে রাধিকার জন্ম হইল। লক্ষ্মী সাগরসম্ভবা, পদ্মালয়া, দুই ভাবই এই ব্যাখ্যায় ঠিক রহিল। 'আইহনের মাঅ গুণী মনে......তার পিসী রাধার বড়ায়ি'—আয়ানের মাতা মনে বিচার করিয়া, শীঘ্র বৃষভানুর মাতা পদ্মাবতীর নিকট গিয়া' ইত্যাদি।" শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয় বাবুর প্রতিপাদিত অর্থ কৌশলপূর্ণ হইলেও উহার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'রাধাবিরহ' নামক খণ্ডের "শত পল সোনা" ইত্যাদি পদে শ্রীরাধা বড়াইকে বলিতেছেন,—

"তথাঁ হোঁ চাহিআঁ যবে না পাহ গোপালে।
তবেঁ সি চাইহ গিয়া ভাগীরথীকুলে ॥
তথাঁ হোঁ না পাইলে চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে ॥"—৩৪০ পৃঃ

বসন্ত বাবু ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—"ভাগীরথীকূলে—'ভগীরথ কুলে' অর্থাৎ ভগীরথনামা (কোন) গোপ-গৃহে, এইরূপ অর্থ হইতে পারে। উপরে 'যমুনার কূলে' (পৃঃ ৩৩৯) বলা হইয়াছে।" পুনশ্চ "সাগরের ঘরে—পূর্ব্বে একবার পাওয়া গিয়াছে (পৃঃ ৬)। এখানে আবার সা গ র গো আ ল বলা হইতেছে। ইনি কে?" তাহা হইলেই অক্ষয় বাবুর সমাধান থাকিল না। সাগর যে সমুদ্র বা সায়র (অর্থাৎ দহ) নহে, সম্ভবতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনের মতে রাধার জনক—গোপবিশেষ হইবেন, উদ্ধৃত উক্তির দ্বারা উহাই অনুমান হয়। সুতরাং এ অবস্থায় 'পদুমা'ও 'পদ্ম' না হইয়া রাধার গর্ভধারিণী গোপীবিশেষই হইবেন। শ্রীরাধার জনক-জননীর পুরাণোক্ত নামের সহিত এই বৈষম্য বিচিত্র হইলেও, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে যখন শ্রীরাধার মাতার নাম 'কলাবতী' ও পদ্মপুরাণে 'কীর্ত্তিদা' কথিত হইয়াছে বলিয়া বসন্ত বাবুই লিখিয়াছেন, তখন অপর কোন পুরাণ বা লৌকিক আখ্যায়িকা অনুসারে শ্রীরাধার জনক ও

জননীর নাম পদ্মাবতী ও সাগর গোয়াল ছিল, চণ্ডীদাস উহাই গ্রহণ করিয়াছেন—এরূপ মনে করিলেই চলিতে পারে। এইরূপ অর্থ না করিলে উদ্ধৃত বাক্যগুলির সঙ্গতি কোনমতেই রক্ষা করা যায় না। আমাদের বোধ হয়, শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয় বাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত 'শত পল সোনা' ইত্যাদি পদটি দৃষ্টি করেন নাই, তাই ঐরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পদুমা অক্ষয় বাবুর বর্ণিত-রূপ রাধার পিতামহী হইলে, তাঁহার সহিত বড়াইর কি সম্পর্ক, তাহা অনুক্ত থাকায়, আয়ানের মাতা কি জন্য সেই পদুমার নিকট হইতে নিজের পিসীকে শ্রীরাধার সঙ্গিনী করার জন্য চাহিয়া আনিবেন, উহার কারণ বুঝা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়াই বুড়ীর যে সকল দূতী-কার্য্য ও শ্রীরাধার সহিত সখী-সুলভ চাপল্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বড়াই বুড়ী আয়ানের মাতার পিসী না হইয়া, পদুমার অর্থাৎ আমাদের স্বীকৃত অর্থ-অনুসারে শ্রীরাধার মাতার পিসী হওয়াই অধিক সম্ভবপর বোধ হয়; কেন না, বড়াইকে আয়ানের মাতা ও আয়ানের হিতকাঙ্ক্ষিণী না হইয়া, শ্রীরাধারই হিতকাঙ্ক্ষিণী ও হিতকারিণী হইতে দেখা গিয়াছে। 'তার পিসী' বলিলে এখানে সঙ্গত অন্বয় অনুসারে কোনরূপেই পদুমার পিসীকে না বুঝাইয়া, আয়ানের মাতার পিসীকে বুঝাইতে পারে না। কারণ, 'তৎ' শব্দ দ্বারা কাহাকেও সূচিত করা হইলে 'তৎ' শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্য পদই সূচিত হইয়া থাকে। সুতরাং 'ঝাঁট গিয়া পদুমার থানে।...চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই। তার পিসী রাধার বড়ায়ি॥' বাক্যে যখন কোনমতেই 'তার' শব্দে 'বুঢ়ীঅ মাই'কে বুঝাইতে পারে না, তখন উহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পদুমাকে না বুঝাইয়া, কিরূপে যে আয়ানের মাতাকে বুঝাইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 'পদুমা' শব্দে রাধার জননীকে বুঝিলে, কোন দিকেই কোন অসঙ্গতি থাকে না;—কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধান দূতী বড়াই বুড়ীর কার্য্য-কলাপ ও শ্রীরাধার সহিত রসের সম্পর্কটিও বেশ বুঝা যায়। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য, 'ভাগীরথী-কূলে' শব্দ দুইটির অর্থ কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে 'ভগীরথকুলে' ধরিয়া লইয়া, বসন্ত বাবু যে 'ভগীরথনামা (কোন) গোপ-গৃহে' অর্থ করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন বোধ হয় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ভগীরথ-নামক কোন গোপের প্রসঙ্গ নাই; সুতরাং পাঠ-বিভ্রাট কল্পনা করিয়া উহার অপ্রাসঙ্গিক অর্থ করিয়া ফল কি? বৃন্দাবনের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহের বর্ণনায় ভাগীরথীর তীর অবশ্যই আসিতে পারে না; কিন্তু ব্রজমণ্ডলে ত মানস-গঙ্গা নামে একটি প্রসিদ্ধ জলাশয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস হয় ত মানস-গঙ্গার তীরকেই ভাগীরথী-কূল বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

(৯) "মনে ধরি কাহ্নাইর বচনে।
চলি ভৈল রাধিকার থানে॥ ল॥ ধ্রু॥"—১৫ পৃষ্ঠা।

বসন্ত বাবু 'চলি ভৈল' বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—'গমন করিল, যাত্রা করিল।' 'চলি' শব্দের 'গমন' অর্থ কোন প্রকারে করা গেলেও, 'ভৈল' শব্দের 'করিল' অর্থ ব্যুৎপাদিত বা প্রয়োগ-সিদ্ধ নহে। আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস 'চলিত' অর্থেই 'চলি' শব্দের প্রয়োগ

করিয়াছেন। 'চলিত' শব্দের অপভ্রংশে 'চলিঅ' ও 'চলিঅ' শব্দের শেষাক্ষর-লোপে 'চলি' সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং 'চলি ভৈল' বাক্যের অর্থ—'চলিত হইল, প্রস্থিত হইল'।

(১০) "—মহাদাণী এত কালে শুণী
হেন আচারিজ বাণী।
তোর বাপ মাএ লাজ নাহি তাএ
শুণ দেব চক্রপাণী॥"—৩৭ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন,—"আচারিজ—পা° ও প্রা° 'আচরিয়'। আচার্য্য, ব্যবস্থাপক।" পুনশ্চ শব্দ-সূচিতে লিখিয়াছেন—"আচারিজ (আচার্য্য, দৈবজ্ঞ,) ৩৭।" সংস্কৃত 'আচার্য্য' শব্দের অপভ্রংশ 'আচারিজ' হইতে পারিলেও এখানে আচার্য্য, ব্যবস্থাপক বা দৈবজ্ঞ—ইহার কোন অর্থই সংলগ্ন হয় না। আমাদের মতে এই 'আচারিজ' শব্দটি 'আশ্চর্য্য' শব্দের অপভ্রংশ। সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত-উক্তিতে 'আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং' অর্থে 'অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং' দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত 'আশ্চর্য্য' শব্দের অপভ্রংশে 'আচ্চরিজ', 'আচারিজ' সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং 'আচারিজবাণী' শব্দ দুইটির অর্থ 'আচার্য্যের কথা' নহে —উহার অর্থ—'আশ্চর্য্য কথা'।

(১১) "আজ্ঞা পরিহরিলে ভাল না পাইবে
পাছেঁত পাইবেঁ দুখে।
এ রূপ যৌবন পাছানা যাইবে
তুলি চাহা মোর মুখে॥ ৩॥"—৪০ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন,—"পাছানা—চেনা, চিহ্নিত করা'; 'এ রূপ যৌবন' ইত্যাদি—তোমার এই রূপ যৌবন কেমন, তাহা জানা যাইবে, আমার প্রতি একবার মুখ তুলিয়া তাকাও।" বসন্ত বাবু শব্দ-সূচিতে লিখিয়াছেন—'প্রা° পচ্চহিআণ। প্রত্যভিজ্ঞান, চেনা)।' বস্তুতঃ সংস্কৃত 'প্রত্যভিজ্ঞান' শব্দের প্রাকৃত রূপ যে পচ্চহিআণ' এবং উহা হইতেই যে হিন্দী 'পহিচানা' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই 'পাছানা' সেই 'পহিচানা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি? 'প্রত্যভিজ্ঞান' অর্থে 'পহিচানা' বা 'পাছানা' শব্দের প্রয়োগ বাংলা-সাহিত্যে আর দেখি নাই; কৃষ্ণকীর্ত্তনেও এই একটি মাত্র সন্দিগ্ধ প্রয়োগ আছে। আমাদের বিবেচনায় এখানে 'চেনা' বা 'জানা' অর্থ উত্তমরূপে সংলগ্ন হয় না। 'পাছানা' শব্দটিকে 'পাছা না' ধরিলে—'তোমার এই রূপ-যৌবন (মৃত্যুকালে) পাছা (পশ্চাৎ অর্থাৎ সঙ্গে) যাইবে না' অথবা—'তোমার এই রূপ-যৌবন (একবার চলিয়া গেলে) আর পাছে যাইবে না অর্থাৎ পাছে হাটিবে না—পাছে ফিরিয়া আসিবে না'—এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে। তুলনা করুন,—

"ক্ষীণঃ ক্ষীণোঽপি শশী ভূয়ো ভূয়োঽভিবর্দ্ধতে সত্যম্।
বিরম প্রসীদ সুন্দরি যৌবনমনিবর্ত্তিযাতন্তু॥"—উদ্ভট শ্লোক

(১২) 'তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে।
কিসকে বাধানে কাহ্ন মোর দুঈ তনে॥'—৪১ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—"গোত—প্রা" গোত্ত। গোত্র। মুণ্ডিলেক,—'খুণ্ডিলেক' হইবে বোধ হয়। খুঁড়িল, খড়-দৃষ্টি দিল। তার গোত খুণ্ডিলেক ইত্যাদি—তার ঝাড়ে-বংশে আমার কুচক্কে দেখিল।"

প্রথমতঃ নিরুপায় না হইলে এইরূপ পাঠ-বিভ্রাট-কল্পনা সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ 'খুণ্ডিলেক' পাঠের 'খুঁড়িল' অর্থ হইতে 'খর-দৃষ্টি দিল', 'কুচক্ষে দেখিল' অর্থ সহজে সিদ্ধ হয় না। তৃতীয়তঃ এইরূপ অর্থ করিলে প্রথম পংক্তির সহিত দ্বিতীয় পংক্তির বিশেষ যোগ বা প্রথম পংক্তির বিশেষ সার্থকতা থাকে না। আমাদের বিবেচনায় 'মুণ্ডিলেক'ই বিশুদ্ধ পাঠ। 'তার গোত' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ের সম্মিলিত অর্থ—'আমার যৌবন তাহার গোষ্ঠীকে মুণ্ডিত অর্থাৎ মস্তক-মুণ্ডন দ্বারা সূচিত গৃহত্যাগী করিয়াছে; (নতুবা) কি জন্য কৃষ্ণ আমার স্তন-দ্বয়কে বাধানিবে?' শ্রীরাধার এই ধ্বনি-গর্ভ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার যৌবন কৃষ্ণের গোষ্ঠীর সর্ব্বনাশ না করিয়া থাকিলে, কৃষ্ণ তাঁহার সতীত্ব-নাশ দ্বারা শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে কেন? 'তার গোত' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়কে উৎকৃষ্ট ধ্বনির দৃষ্টান্ত গণ্য করা যাইতে পারে।

(১৩) "লোভেঁ নাভী তলে বসে তীন রূপ বলী।
উরু শোভে বিপরীত রাম কদলী॥ ৩॥"—৪৮ পৃঃ।

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—"লোভেঁ—প্রলুব্ধ করে বা লোভনীয়। নাভী—নাভি। তীন রূপ বলী—ত্রিবলী, উদরাদির মাংস সঙ্কোচ-জনিত রেখা-ত্রয়।"

'লোভেঁ' শব্দের 'প্রলুব্ধ করে' অর্থ আর কোথায়ও দেখা যায় না। এইরূপ অর্থ করিলে 'লোভেঁ' ক্রিয়ার কর্ত্তৃ-পদ 'নাভী' ও 'তলে' শব্দকে 'বসে' ক্রিয়ার অধিকরণ কল্পনা না করিয়া গত্যন্তর নাই; 'নাভী তলে' শব্দে 'নাভি-প্রদেশ' ও তদন্তর্গত নিম্ন উদর বুঝা গেলেও, শুধু 'তলে' শব্দে 'নিম্নে' অর্থাৎ 'নাভির নিম্নে' অর্থই প্রকাশ পায়। ত্রিবলী নাভির উপরে উদরেই দৃষ্ট হয়; মহাকবিরা উদরস্থিত ত্রিবলীরই বর্ণন করিয়াছেন; সুতরাং 'লোভেঁ' শব্দের এরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, 'বলী' শব্দটি এখানে শ্লিষ্ট—ইহা দ্বারা ত্রিবলীর রেখা ও দাতৃশ্রেষ্ঠ বলি-রাজ, উভয়ই বুঝা যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ২৭৪ পৃষ্ঠায় 'যৌবন পরতেখ মোর' ইত্যাদি শ্লেষালঙ্কারপূর্ণ পদে আছে—

"বলি বসে নাভীতলে পৃথু নিতম্ব যুগলে"

বসন্ত বাবু সেখানে 'বলি' ও 'পৃথু' শব্দের দুইটি অর্থই ধরিয়াছেন। এখানেও 'বলী' শব্দের সেইরূপ দুইটি অর্থই বুঝিতে হইবে। 'লোভেঁ' ইত্যাদি বাক্যের ত্রিবলী-পক্ষে অর্থ—'তিন রূপ-ধারী বলি অর্থাৎ ত্রিবলী (রম্য-স্থানে বাসের) লোভ হেতু নাভি-প্রদেশে বাস করিতেছে।' বলি-রাজের পক্ষে ধ্বনি-গম্য অর্থ—(অনুক্ষণ পাতালে বাস হেতু ক্লিষ্ট হইয়া)

বলি-রাজ (সুন্দর নাভি-প্রদেশে অধিক স্থান অধিকার করিবার) লোভে হেতু মূর্ত্তি-ত্রয় ধারণ করিয়া বাস করিতেছেন।" দ্বিতীয় অর্থটি এ স্থলে প্রাসঙ্গিক নহে; কেবল 'বলি' শব্দের ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে; সুতরাং ঐ অর্থের অপ্রাসঙ্গিকতা দূর করার জন্য আলঙ্কারিকেরা এরূপ স্থলে 'বলি' (ত্রিবলী) বলির (বলি-রাজের) তুল্য-- এইরূপ উপমা-ধ্বনি স্বীকার করিয়া থাকেন। 'বলি বসে নাভী তলে' ইত্যাদি বাক্যে 'বলি', 'পৃথু' প্রভৃতি রাজগণের নাম কৌশলে সন্নিবেশিত করাই কবির অভিপ্রেত; সুতরাং উভয় অর্থ ই প্রাসঙ্গিক বলিয়া সেখানে ধ্বনি না হইয়া, বাচ্যার্থের প্রাধান্য হেতু শ্লেষ-অলঙ্কারই ঘটিয়াছে। সদৃশ প্রয়োগ যথা—

"আক্ষিপসি কর্ণমক্ষা ত্রিধৈব বদ্ধো বলিস্ত্বয়া মধ্যে।
ইতি জিত-সকল-বদান্যে তনু-দানে কিং লজ্জসে যুবতি॥"—আর্য্যা-সপ্তশতী।

'লোভেঁ' শব্দটি কৃষ্ণকীর্ত্তনে অন্যত্রও এইরূপ 'লোভ হেতু' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা,—

"কি না লাভ লোভেঁ কাহ্নাই না চিহ্ন এখন।"—৫৭ পৃঃ।

বসন্ত বাবুর শব্দ-সূচীতে এই প্রয়োগের উল্লেখ দেখা গেল না।

(১৪) "শ্রবণে শোভএ তোর রতন কুণ্ডল।
কুচ যুগ শোভে যেহ্ন শ্রীফল যুগল॥
তথিত উপর শোভে হার মঞ্জরী।
তা দেখিআঁ প্রাণ রাধা ধরিতে না পারী॥"—২৭ পৃঃ।

বসন্ত বাবু 'হার মঞ্জরী' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'মুক্তা-রচিত হার'। 'মঞ্জরী' শব্দের এরূপ অর্থ কোন কোষে বা কবি-প্রয়োগে দেখা যায় না। 'মঞ্জরী' শব্দের 'পল্লব', 'মুকুল', 'লতা' ইত্যাদি বহু অর্থ আছে; এখানে 'হার মঞ্জরী' শব্দের 'হার-লতা' অর্থাৎ 'হার-যষ্টি' অর্থ ই সংলগ্ন হয়।

(১৫) "আহ্মে আইহন গোআলী সব গুণেঁ আগলী শিশু মুখেঁ পরবত টালী।
তোরে বোলোঁ বনমালী বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ গালী পন্থ ছাড় ভৈল এত বেলী॥
আহ্মা শিশু না দেখিহ শুণ ল সুন্দরি রাধা আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশরে।
সুন্দরি সরূপেঁ শুন বজর কত পরমাণ তার ঘাএঁ পরবত চূরে॥"—৮২ পৃঃ।

বসন্ত বাবু 'শিশু মুখে' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন—"আমি বয়সে বালিকা হইলেও কথায় পাহাড় টলাইতে পারি—অর্থাৎ আমি কথা বলিতে জানি এবং তাহার গুরুত্বও আছে।" আমাদের বিবেচনায় এরূপ অর্থ সংলগ্ন হয় না; কারণ, পরবর্ত্তী কলিতে শ্রীকৃষ্ণ 'আহ্মা শিশু না দেখিহ' ইত্যাদি যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন—'আমাকে শিশু ভাবিও না' ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীরাধার উক্তি 'শিশু মুখে' ইত্যাদি বাক্যের 'শিশু' শব্দের লক্ষ্য যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীরাধার 'শিশু মুখে' ইত্যাদি বাক্যের সরল অর্থ—'তুমি শিশু হইয়া মুখে পর্ব্বত টলাও, তোমাকে বলিতেছি' ইত্যাদি। 'আমি বালিকা

হইলেও কথায় পাহাড় টলাইতে পারি' এইরূপ পরিহাস-পূর্ণ উক্তি কুপিতা শ্রীরাধার মুখে সাজে না; উহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুক্তিরও সঙ্গতি রক্ষা হয় না।

"ষোল শত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে।
মাগু কিলে কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে॥"—৮৫ পৃষ্ঠা
"কাহ্নাঞি দেখিয়া বড়ায়ি তোকে লাগে ডর।
মাগু কিলে মারো আজি যবেঁ করে বল॥"—১২১ পৃষ্ঠা
"ভার সম কর দধি যেহ্ন নাহি টলে।
দধি নঠ হৈলেঁ মারিবো মাগু কিলে॥"—১৭৭ পৃষ্ঠা
আহ্মে সখি সব বহুত কাহ্নাঞিঁ
এক তোহ্মে এহা তীরে।
মাগু কিলেঁ তোহ্মা কিলায়িঅ। কাহ্নাঞিঁ
নীব যমুনার নীরে॥"—২৪৯ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু কেবল প্রথম উদাহরণের টীকায় লিখিয়াছেন,—"মাগু—প্রাচীন সাহিত্যে স্ত্রী।" তিনি শব্দসূচীতে এই চারিটি প্রয়োগেরই পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়াছেন। 'মাগু' শব্দটি কেবল প্রাচীন সাহিত্যে নহে, বর্ত্তমান সময়েও বাংলার নানা প্রদেশে গ্রাম্য ভাষায় 'মাউগ', 'মাইগ' ও 'মা'গ' রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ যে 'স্ত্রী', সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। প্রকৃত জিজ্ঞাস্য এই, 'মাগু' শব্দটি উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে? ইহা কর্ত্তা, কর্ম্ম, সম্বোধন বা অন্য কোন্ বিভক্তির পদ? 'মাগু' শব্দটিকে পৃথক্ একটি শব্দ ধরিলে, এক সম্বোধনের পদ ব্যতীত আর কিছুই এখানে হইতে পারে না। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস করিয়া, 'মাগু' সম্বোধন করিয়াছেন, এইরূপ হাস্য-জনক অর্থ করা গেলেও, যেখানে 'কিলাইয়া মারিব', 'কিলাইয়া নিব' বলিলেই চলে, সেখানে 'কিলে কিলাইয়া মারিব' ইত্যাদি অর্থ-শূন্য পুনরুক্তির কি প্রয়োজন? আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বত্রই 'মাগু কিলে' সমাস-যুক্ত শব্দ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'মাগু-কিল' শব্দের 'মাগুর উপযুক্ত কিল', 'মাগুর অভ্যস্ত কিল' বা 'মাগুর প্রযুক্ত কিল'—নানা অর্থই করা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের সময়ে এ দেশে বোধ হয়, স্ত্রী-পুরুষের সাম্য-বাদের প্রাবল্য ছিল না; সুতরাং 'স্ত্রীকর্ত্তৃক প্রযুক্ত কিল' অর্থটি অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। আমাদের বোধ হয়, স্ত্রী নিরুপায় হইয়া স্বামীর যেরূপ কিল নীরবে সহ্য করে, চণ্ডীদাস 'মাগু কিল' শব্দে সেইরূপ কিলকেই বুঝাইতে চাহেন। ইহা চণ্ডীদাসের সৃষ্ট শব্দ, না তাঁহার সময়ে একটি প্রচলিত শব্দ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, সে সময়ে 'মাগু-কিল' জিনিসটির খুব প্রচলন না থাকিলে, এরূপ একটি নূতন শব্দের সৃষ্টি কোনরূপেই সম্ভবপর হইত না। সুতরাং চণ্ডীদাসের সময় বা সমাজ অন্য বিষয়ে যতই ভাল থাকুক না কেন, সে সময়ের স্ত্রী-বেচারীদের জন্য দুঃখ-প্রকাশ না করিয়া পারা যায় না।

(১৭) "কাঞ্চুলী ভাঙ্গিআঁ কুচে দিতেঁ চাহ হাথে।
হেন বুঝোঁ। তোহ্মার কাটিলে লাগে মাথে॥"—১০৭পৃঃ
"দাণ চাহ মোরে আর কহ পাপ কথা।
হেন বুঝোঁ। তোহ্মার কাটিলে লাগে মাথা॥"—১৮০ পৃঃ

বসন্ত বাবু দ্বিতীয় উদাহরণের কোন টীকা করেন নাই; কেবল প্রথম উদাহরণের 'লাগে' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'জোড়ে, লগ্ন হয়।' কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ-সূচীতে 'লাগে' শব্দের ১৯টি প্রয়োগের পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে; উহার কোথায়ও 'জোড়ে' অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। বস্তুতঃ কষ্ট-কল্পনা ব্যতীত 'লাগে' শব্দের 'জোড়া লাগে' অর্থ সিদ্ধ হয় না। 'লাগে' শব্দের 'জোড়া লাগে' অর্থ স্বীকার করিলে অর্থ হইবে—(যে হেতু তুমি) আমার নিকট দান চাহিতেছ আর (নির্ভয়ে) পাপ-কথা কহিতেছে, (তাহাতে) এরূপ বিবেচনা করি, (তোমার) মাথা কাটিলে জোড়া লাগে; (নতুবা মাথা কাটা যাওয়ার ভয় থাকিলে ওরূপ কথা বলিবে কেন?) এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারিলে, উহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের আর একটি উৎকৃষ্ট ধ্বনির দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করা যাইত। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস 'লাগে' শব্দটিকে সেরূপ অর্থে এখানে প্রয়োগ করেন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'লাগে' শব্দটি অন্যত্র 'উপযুক্ত হয়' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—

"এথানক আইলা বড়ায়ি আহ্মার আগে।
মোর কাজ তোহ্মাত লাগে॥"—১৩ পৃঃ

বসন্ত বাবু এখানে 'তোহ্মাত লাগে' শব্দ দুইটির অর্থ লিখিয়াছেন—'তোমার যুক্ত হয়।' বলা বাহুল্য যে, ইহা ব্যতীত এখানে 'লাগে' শব্দের আর কোন অর্থই খাটে না। 'লাগে' শব্দটির এইরূপ প্রয়োগ—পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় 'আমার খাওয়া লাগে', 'তোমার যাওয়া লাগে' ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বদা শুনা যায়। আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস সেইরূপ অর্থেই উদ্ধৃত বাক্য-দ্বয়ে 'লাগে' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। এ ভাবের কথা কৃষ্ণকীর্ত্তনে আরও আছে, যথা—

"যবেঁ পথে মোরে করিবি বল।
তবেঁ হৈবে তোর মাথার ফল॥"—১১৩ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'মাথার ফল' শব্দ দুইটির অর্থ লিখিয়াছেন—"শিরশ্ছেদন, বধদণ্ড। ইংরাজিতে capital punishment." 'তবেঁ হৈবে' ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য যে 'শিরশ্ছেদন', তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু 'ফল' শব্দের 'ছেদন' অর্থ কোন কোষে বা কবি-প্রয়োগে দেখা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে একটু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া অর্থ করিতে হইবে। 'ফল' ও 'লাভ' প্রায় একার্থক। যিনি দণ্ডের কর্ত্তা, তাঁহার পক্ষে তোমার মস্তক লাভ বা প্রাপ্তি ঘটিবে—ইহাই 'মাথার ফল' শব্দ দুইটির তাৎপর্য্য অর্থ বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা, পদাবলীর রাধার ন্যায় 'অবলা' না হইয়া নিতান্ত 'প্রবলা' হইলেও, তিনি যে নিজের হাতে কৃষ্ণের মাথা

কাটিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, ইহা তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমার পরিচয় বলিতে হইবে। তিনি প্রথম উদাহরণের 'কাকুলী ভাঁগিআঁ, ইত্যাদি বাক্যের পরেই বলিতেছেন,—

"এবেঁ সে জাণিলেঁ। কাহ্ন বাটোআড় তোহ্মে।
কংস আণাইআঁ তোক কাটাইব আহ্মে ॥"—১০৭ পৃঃ

এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, কৃষ্ণের মাথা কাটিলে জোড়া লাগে, রাধার কথায় এইরূপ কোন আভাস পাইলে, ধূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা ধরিয়া লইয়া, অন্যত্র যেরূপ বলিয়াছেন, এখানেও বোধ হয়, সেইরূপই বলিতেন—আমি ত্রিদশ-ঈশ্বর; সুতরাং অমর,—তোর রাজা কংস আমার কি করিতে পারে? কিন্তু তাহা না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন,—

"তোহ্মাক লাগিআঁ যবেঁ যাএ পরাণে।
তভোঁ। তোর সঙ্গ রাধী নাহীঁ ছাড়ে কাহ্নে ॥"

ইহা দ্বারাও আমাদের প্রস্তাবিত অর্থই সমর্থিত হয়।

(১৮) "ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।
আগে শুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী
চলিলেঁ। তাহার উচিত পাওঁ ফলে ॥"—১১৬ পৃঃ

"নাহিঁ বারে লোক সমাজে।
নাহিঁ তার ছুরি চোখে লাজে ॥"—২৪৭ পৃঃ

বসন্ত বাবু শব্দসূচীতে লিখিয়াছেন,—"বারী—(বারণ মানিয়া) ১১৬।" 'বারে—বাধা মান্য করে।' সংস্কৃত 'বারি' ধাতু হইতে উদ্ভূত 'বারণ' বা 'নিবারণ' শব্দের 'বারণ করা' অর্থ ছাড়া 'বারণ মানা', 'বাধা মানা' অর্থ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অন্যত্র 'বারিআঁ' শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা—

"ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝে যাএ।
তাহাক বারিআঁ বোল বুলিতে জুআএ ॥"—২৫১ পৃঃ

বিদ্যাপতিতে আছে,—

'নিমিখ নিবারি রহল দুঅ নয়না'।

'বারি' ধাতুর 'নিবারণ করা' অর্থ হইতেই 'বর্জ্জন করা', 'পরিত্যাগ করা' অর্থ আসিয়াছে; উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে সর্ব্বত্রই 'বর্জ্জন করা' অর্থ বুঝাইতেছে; যথা—'হাঁছী জিঠি পর্য্যন্ত বর্জ্জন না করিয়া চলিলাম—তাহার উচিত ফল পাইকেছি।' 'শ্রীকৃষ্ণ এমন ধৃষ্ট যে, লোক-সমাজকে বর্জ্জন করে না,—অর্থাৎ লোকের চোখের উপরই নানা অসৎ কার্য্য করে।' 'ভাল মন্দ কত লোক পথের মাঝে চলে—তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া অর্থাৎ ছাড়াইয়া যাইয়া (গোপনীয়) কথা বলা উচিত হয়।' '(আমার) দুইটি নয়ন পলক বর্জ্জন করিয়া রহিল,—অর্থাৎ আমি অনিমিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলাম।

(১৯) "ছার তিরী বামা জাতী মাথে ল।
আল আহ্মাতে কম পরতর।"—১২৯ পৃঃ

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—"বামা—সং 'বাম্র'। অধম, নীচ।" সংস্কৃত 'বাম' শব্দের 'প্রতিকূল' অর্থ প্রসিদ্ধ; সুতরাং 'বামা' শব্দে এখানে 'প্রতিকূল-আচরণ-কারিণী' অর্থ না করিয়া, অপ্রসিদ্ধ 'বাম্র' হইতে 'অধম', 'নীচ' অর্থ করার কারণ কি? একবার 'ছার তিরী' অর্থাৎ 'তুচ্ছ স্ত্রী' বলিয়া, আবার যখন 'বামা জাতী' বলা হইয়াছে, তখন স্ত্রী-জাতির স্বভাব-সুলভ প্রতিকূলতা-ভাবটি লক্ষ্য করিয়াই 'বামা জাতী' বলা হইয়াছে—এরূপ বিবেচনা হয়। সতীদের ত কথাই নাই, অসতীরাও লজ্জা হেতু বাহ্যিক প্রতিকূলতা না দেখাইয়া পারে না; সুতরাং জাতীয় স্বভাব বলিতে হইলে—এই প্রতিকূলতাই বিশেষ-ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বোধ হয়, 'বামা' শব্দের উহাই মৌলিক অর্থ।

(২০) "মাথার মুকুট কাহ্নাঞি ভাঁগি জুলি জাএ।
যোড় হাথ করি কাহ্ন বোলো তোর পাএ॥"
"ছিণ্ডি জুলি জাএ কাহ্নাঞি সাতেসরী হারে।
আর নঠ না করিহ সব আলঙ্কারে॥"—১৩৩ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন—"ভাঁগি জুলি,—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া। ছিণ্ডি জুলি—ছিড়িঁয়া খুঁড়িয়া।" 'জুলি' শব্দের এইরূপ 'চুরিয়া' ও 'খুঁড়িয়া' অর্থ আর কোথাও দেখা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'ল' ও 'ন' অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য বড় সূক্ষ্ম; সুতরাং পাঠোদ্ধারের সামান্য অসতর্কতার জন্যই হউক অথবা লিপিকারের ভুলেই হউক, মুদ্রিত গ্রন্থের কয়েক স্থলে ল-কার ও ন-কারের গোলযোগে পাঠ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। বসন্ত বাবু টীকায় এরূপ কয়েকটি ভুল সংশোধন করিয়াছেন, কিন্তু কয়েকটি থাকিয়া গিয়াছে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের 'জুলি' উহার অন্যতম। 'জুলি' স্থলে শুদ্ধ পাঠ 'জুনি' হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'জুণি', 'জুনি', 'জণি', 'জনি' ও 'জনী' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। উহার অর্থ সর্ব্বত্রই 'যেন না'। প্রাচীন হিন্দী গ্রাম্য-গীতে 'জনি' শব্দের স্থলে 'জিন্' রূপটি দেখা যায়, যথা—

"গবরা সেঁ জিন্ ভাবো বৈধা।"—ইত্যাদি

বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রাচীন মৈথিল পুথিতে অধিকাংশ স্থলে 'জনি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'জনু' দেখা যায়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু বাংলা পদাবলীর সকল 'জনি' শব্দগুলিই 'জনু' স্থলে অপ-পাঠ বলিয়া ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিষেধার্থক 'জনি' শব্দের প্রয়োগ তুলসীদাসী রামায়ণ, হিন্দী পদ্মাবত, সার গ্রিয়ারসন সাহেবের বিদ্যাপতির পদাবলী ও ডাক্তার ফ্যালনের হিন্দী অভিধান—সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়; সুতরাং তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। বাংলার পরবর্ত্তী পদকর্ত্তারা প্রায় সর্ব্বত্র 'জনু' শব্দটিকে 'যেন' অর্থে ও 'জনি' শব্দটিকে 'না, যেন না' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিষেধার্থক 'জনু' নাই, কিন্তু 'জুনি' আছে। 'জুনি' হইতে 'জুন্' ও স্বরের বিপর্য্যাসদ্বারা

'জয়' সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাদের প্রয়োগ অপেক্ষা চণ্ডীদাসের প্রয়োগের সহিত বিদ্যাপতির প্রয়োগের অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাও কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতার অন্যতম প্রমাণ। বসন্ত বাবু এই 'জনি' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। ডাক্তার ক্যালন সংস্কৃত, যন্ন (যৎ+ন) শব্দ হইতে 'জিন্' ও 'জনি' উদ্ভূত হওয়া অনুমান করেন। য-কারের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ ই-কার উচ্চারিত হয়; সুতরাং 'যন্ন' হইতে 'জিন্' ও স্বর-বিপর্য্যাস দ্বারা 'জনি' হওয়া অসম্ভব নহে।

(২১) "চুম্বিল কপোলগণ আধর নয়নে।
বদনে বদন জুড়ি কৈল মধুপানে॥"—১৩৪ পৃষ্ঠা

'কপোলগণ' শব্দটিও ল-কার ও ণ-কারের গোলযোগের আর একটি দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আরও কয়েক স্থলে কপোলের কথা আছে; কপোল দুইটি বই তিনটি নহে; সুতরাং ঐ সকল স্থলে 'কপোল যুগল'ই দেখা যায়, যথা—

"কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।"—৩২ পৃষ্ঠা
"কপোল যুগলে শোভএ তোর
বিচিত্র মণিকুণ্ডলে।"—৬০ পৃষ্ঠা
"কাহ্ন করিল চুম্বনে।
কপোল যুগ নয়নে।"—৩৮২ পৃষ্ঠা

আলোচ্য উদাহরণে 'কপোলগণ' হইল কি করিয়া? আমাদের বিবেচনায় 'কপোলগণ' স্থলে 'কপোল গল' প্রকৃত পাঠ হইবে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে নয়নবৎ গলদেশও অন্যতম চুম্বন-স্থল বলিয়া উক্ত হইয়াছে; চণ্ডীদাসের কাম-সূত্র-পরিচয়ের অনেক নিদর্শন কৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায়; সুতরাং এখানে যে লিপিকারের প্রমাদ হেতুই এই পাঠ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে—তাহা বেশ বুঝা যায়।

(২২) "মতি ভোলেঁ রাধিকার দশন রসনে।
বিসরী রাধার বোল চাপিল দশনে॥"—১৩৪ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন,—"দশন—(১) দংশন, (২) দন্ত। রসন—রসনা, জিহ্বা। বিসরী—বিস্মৃত হইয়া। মতি ভোলেঁ রাধিকার ইত্যাদি—কানাই মনের বিহ্বলতাবশতঃ রসনাদি দংশন সম্বন্ধে রাধার নিষেধ-বাক্য বিস্মৃত হইয়া দন্ত দ্বারা তাঁহার জিহ্বা চাপিয়া ধরিলেন।"

জিহ্বা-দংশন অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয়; ইহা বাৎস্যায়নেরও কল্পনায় আসে নাই। বস্তুতঃ বসন্ত বাবু 'দশন রসনে' শব্দ দুইটির যে 'দংশন', 'দন্ত' ইত্যাদি অর্থ লিখিয়াছেন—উহার কোন অর্থই এখানে খাটে না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ল-কার ণ-কারের গোলযোগের ন্যায় ব-কার র-কারেরও গোলযোগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনেক স্থানে 'র'এর মধ্যস্থলে একটি সরল রেখা আছে; 'র'এর নীচে বিন্দু কুত্রাপি নাই; সুতরাং

এরূপ স্থলে র-কারে ও ব-কারে যে সহজেই গোলযোগ ঘটিতে পারে, তাহা বেশ বুঝা যাইবে। আমাদের বোধ হয়, এখানে 'দশন বসনে' প্রকৃত পাঠ হইবে। সংস্কৃতে 'দশন-বসন' শব্দটি 'দন্তচ্ছদ' অর্থাৎ ওষ্ঠাধর অর্থে প্রসিদ্ধ। এখানে 'দশন-বসনে' শব্দের 'ওষ্ঠাধরে' অর্থ করিলে কোন অসঙ্গতি থাকে না। সদৃশ বাক্যও অন্যত্র আছে, যথা—

"আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে।
সখি সব দেখিআ বুলিব দন্ত ঘাতে॥"—১৩৩ পৃষ্ঠা

আমরা ব-কার ও র-কারের গোলযোগের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিব।

(২৩) "কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
অথাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং॥"—৭৪ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূলে 'অথাধি ভবতো' মুদ্রিত হইয়াছিল, বসন্ত বাবু 'সংশোধন'-পরিচ্ছেদে উহা সংশোধিত করিয়া 'অথাধিভবতো' লিখিয়াছেন; কিন্তু শ্লোকের অনুবাদস্থলে 'অথাধি-ভবতো' অংশের অর্থ লিখেন নাই। বস্তুতঃ 'অথাধিভবতো' পাঠের কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের বোধ হয়, প্রকৃত পাঠ হইবে 'অথাধিভরতো'। উহার অর্থ— 'অনন্তর আধি-ভর অর্থাৎ মানসিক ব্যথার প্রবলতা হেতু'।

(২৪) "নিপীয় বচনং সাধু জরতী মধুবিদ্বিষঃ।
রাধিকামধিকামর্ষরাধিকামাহ ভারতীং॥"—২৫৩ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু 'রাধিকাং' ইত্যাদি পংক্তির অনুবাদ করিয়াছেন,—'অধিকতর রুষ্টা রাধাকে এই কথা বলিলেন।' এই অনুবাদে 'অধিকামর্ষরাধিকাং' পদের 'রাধিকা' শব্দের অর্থ বুঝা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে 'রাধিকাং' স্থলে 'বাধিকাং' শুদ্ধ পাঠ হইবে। 'রাধিকাং' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ—'অধিক ক্রোধহেতু বাধিকা অর্থাৎ পীড়াদায়িকা শ্রীরাধাকে এই কথা বলিলেন।'

র-কার ও ব-কারের গোলযোগে এইরূপ পাঠ-বিভ্রাটের দৃষ্টান্ত আরও কয়েকটি আছে; বাহুল্যবোধে আমরা উহার আলোচনা করিলাম না।

(২৫) "পসার পাঘাআঁ থোহ ডহরার মাঝে।
পাঁপি ফুটি সিঞ্চ তোহ্মে না করিহ লাজে॥"—১৫৩ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু 'পাপি ফুটি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—'জলের ফুট বা বলক, (ছিদ্রমুখে) স্ফীত জল।' কৃষ্ণের এই বাক্যের প্রত্যুত্তরে রাধা বলিতেছেন,—

"নটক কাহাঞিঁ সুন মোর সত্য বাণী।
পসার পাঘাইতেঁ নাএ নাহিঁ ঠাম্নি থানী॥
যমুনার ঢেউ দেখী হালএ পরাণী।
কাম্ন বাণেঁ সিঞ্চিবেক আধ নাঅ পাণী॥"

বলা বাহুল্য যে, আধ-নাও জলের মধ্যে ছিদ্রমুখে 'জলের ফুট বা বলক' লক্ষ্য করা অসম্ভব ; সুতরাং এখানে 'ফুটি' শব্দের ঐ অর্থ সঙ্গত হয় না। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে কথ্য ভাষায় 'জল-টুকু', 'দুধটুকু' না বলিয়া, 'জলফুটি', 'দুধফুটি' বলা হয় ; কেবল অল্পপরিমিত তরল-পদার্থ বুঝাইতেই 'ফুটি' শব্দের প্রয়োগ হয় ; 'গুড় ফুটি', 'চিনি ফুটি' কখনও বলা হয় না। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য ছড়ায় আছে,—

"কালা দেওা রে তুই মোর ভাই।
ফুটি ফুটি পাণী দে ঝাঁপানি খেলাই।
আর ফুটি পাণী দে নায়্যা ঘরে যাই।"

আমাদের বোধ হয়, এখানেও 'জলটুকু' অর্থেই 'পাণি ফুটি' বলা হইয়াছে।

(২৬) "গোসাঞি সেঁাঅরি কাহ্নাঞি ঝাঁট বাহ নাএ।
মাঝ যমুনাত বহে খর বড় বাএ॥"—১৫৯ পৃঃ

কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ-সূচীতে বসন্ত বাবু 'গোসাঞি' শব্দের সাতটি প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই 'গোসাঞি' শব্দের 'প্রভু' অর্থ ধরা হইয়াছে ; কৃষ্ণকীর্ত্তনের—

"রাখোআল হআঁ তোর কংসের গোসাঞি।"—৪৩ পৃঃ
"বিরহে বিকল গোসাঞি তোক্ষে বনমালী।"—৩৫৪ পৃঃ

ইত্যাদি স্থলগুলিতে যে 'গোসাঞি' শব্দটি 'প্রভু' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু 'গোসাঞি সেঁাঅরি' ইত্যাদি বাক্যে 'গোসাঞি' শব্দটির অর্থ 'জগদীশ্বর'। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলেই 'ঠাকুর-ঘর' ও 'ঠাকুরপূজার বামুন' অর্থে 'গোসাঞি ঘর', 'গোসাঞি পূজার বামন' বলা হয়। চণ্ডীদাসের সময়েও যে এরূপ প্রয়োগ বিরল ছিল না, 'গোসাঞি সেঁাঅরি' বাক্যই উহার প্রমাণ।

(২৭) "আক্ষাতে লুবধ কাহ্নাঞি তোক্ষার মণে।
তে কারণে আইলা তোক্ষে আক্ষার গহনে॥"—১৮৪ পৃঃ

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—"আক্ষার গহনে—আমার নিগ্রহ নিমিত্ত। গহন—দুঃখ, যাতনা।" আবার শব্দ-সূচীতে লিখিয়াছেন,—'গহনে—যাতনার নিমিত্ত বা পথে।' 'গহন' শব্দের 'পথ' অর্থ কোষে পাওয়া যায় না ; 'যাতনা' অর্থেও প্রয়োগ দেখা যায় না। উদ্ধৃত কলিটির পূর্ব্বের ও পরের কলিগুলিতে দেখা যায়, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভোগের আশায় প্রলোভিত করিয়া, তাঁহার দ্বারা নিজের দধি-দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে 'বোঝার উপর শাক-আঁটি'র মত বড়াই বুড়ীর দধি-দুগ্ধের ভারও বহাইয়া লইতেছেন। এরূপ স্থলে অপ্রীতিকর—'আমার নিগ্রহ নিমিত্ত' অর্থ কোন মতেই সংগত হইতে পারে না। সংস্কৃত 'গ্রহণ' শব্দের অপভ্রংশে 'গহন' সহজেই সিদ্ধ হয়। 'গ্রহণ' শব্দের প্রসিদ্ধ 'স্বীকার' অর্থ ধরিলে 'আক্ষার গহনে' শব্দদ্বয়ের অর্থ হইবে, 'আমা কর্ত্তৃক গ্রহণ বা নায়ক-রূপে স্বীকারের জন্য।' 'কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি' এই প্রসিদ্ধ সূত্র অনুসারে কৃদন্ত পদের যোগে কর্ত্তায় বা কর্ম্মে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রয়োগ সুসঙ্গত।

এখানে 'আমার' শব্দে কর্ম্মে ষষ্ঠী ধরিলে 'আমাকে গ্রহণ করিবার জন্যে' অর্থ হইবে। বল-পূর্ব্বক বা শ্রীরাধার অনিচ্ছা-সত্বে তাঁহার গ্রহণ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত নহে; সুতরাং এখানে দ্বিতীয় অর্থ অপেক্ষা প্রথম অর্থই অধিক সঙ্গত বোধ হয়।

(২৮) "লতা আম্ব কুশি আর　　পাকিল দ্রাক্ষা আগার
লতা আম্বু শোভে চারি পাশে।"—২০৭ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'লতা আম্ব কুশি আর' শব্দগুলির অর্থ লিখিয়াছেন—'লতাম্র এবং কোষাম্র।' 'কোশাম্র' নামক ফল-বৃক্ষ অভিধানে দৃষ্ট হইলেও 'আম্ব' শব্দটিকে দুই বার পাঠ করিয়া 'আম্ব কুশি' শব্দ দুইটির দ্বারা 'কোশাম্র' অর্থ সিদ্ধ করা যায় কি না, সন্দেহের বিষয়। ঐরূপ অর্থ যে দুরন্বয়-দুষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য। এই পদটির সর্ব্বত্র ত্রিপদীর ১ম ও ২য় চরণের শেষে মিল (rhyme) রক্ষিত হয় নাই; সুতরাং 'কোশাম্র'ই চণ্ডীদাসের বিবক্ষিত হইলে তিনি 'লতা আম্ব কোশ আম্ব' না বলিয়া, কি জন্য যে এরূপ হেঁয়ালীর সৃষ্টি করিবেন, তাহা বুঝা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে 'কুশি আর' শব্দের অর্থ 'কুশিআর' অর্থাৎ 'কুশাইর' বা 'কুশারি' নামক ইক্ষু। রাধামোহন ঠাকুরের একটি পদে 'কুশারি' শব্দের উল্লেখ আছে, যথা—

"দেখ রাধা মাধব ধারি।
রতি-রণ মান-বিরামক বৈছন
চরবণ তপত কুশারি॥"—পদকল্পতরু, ৪৫০ সংখ্যক পদ।

(২৯) "আয়র গোপী　　ফুল তুলিবাক
লাগিল ঝাঁটাল বনে।
গাছের পাত　　তাহাক ঝাপিলেক
না দেখিল একো জনে॥"—২১২ পৃঃ

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন—"প্রা° 'ঝাটল'; 'গোলীসো ঝাটলো (ভবে)' অভি° প°। ঘণ্টা-পারুল।" চণ্ডীদাস ২০৫ পৃষ্ঠার লিখিত 'একেঁ একেঁ ঋতুগণে' ইত্যাদি সুদীর্ঘ পদটিতে বৃন্দাবনের নানাবিধ তরু-লতার নাম দিয়াছেন; উহাতে 'ঝাঁটাল' তরুর নাম নাই। বৃন্দাবনে নানা সুগন্ধি পুষ্প-তরু থাকিতে এই গোপীটি ঘণ্টা-পারুলের বনে ফুল তুলিতে থাকিবেন কেন—ইহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে 'ঝাঁটাল'—ঘণ্টা-পারুল নহে—'ঝাড়াল' অর্থাৎ ঘন ডাল-পালা-বিশিষ্ট বনকেই 'ঝাঁটাল বন' বলা হইয়াছে। 'গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক'—এই পরবর্ত্তী উক্তি দ্বারাও এই অর্থই সমর্থিত হয়। পদটিতে গোপীদের অপূর্ব্ব বিলাস-কৌশল বর্ণিত হইয়াছে। এই গোপীটি অন্যের অগোচরে কৃষ্ণ-সঙ্গ পাইবার উদ্দেশ্যেই পুষ্পচয়নের ছলে ঝাড়াল বনে প্রবেশ করিয়াছিল; চতুর-চূড়ামণি কৃষ্ণ উহা লক্ষ্য করিয়াই—

"সে বনের মাঝে　　দেব দামোদর
মিলিল দৈব ঘটনে।

পারিল গোপী আপন মনে
চুম্বিল তার বদনে ॥"

(৩০) "শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলে রাবণ।
এবে উপজিলা কংশ বধের কারণ ॥ ৩ ॥
বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিবেঁ নিরঞ্জন।
কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিবেঁ দুষ্ট জন ॥"—২৩৫ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন—"পরবর্ত্তী পংক্তি-ত্রয় পুথিতে (পৃ° ১৩৫।১৬) এইরূপ—

"বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন ॥ ৩ ॥
কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্ট জন।
এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ ॥"

কৃষ্ণকীর্ত্তন-পুথির পাঠ ঠিক রাখিলে শ্রীরামের পরেই বুদ্ধ, তার পরে কল্কি ও তার পরে কৃষ্ণের অবতার স্বীকার করিতে হয় এবং তাহাতে পুরাণ-বিরোধ ঘটে বিবেচনা করিয়া বসন্ত বাবু পুথির পাঠ উদ্ধৃতরূপে সংশোধিত করিয়াছেন। আবার তিনি সম্পাদকীয় বক্তব্যে লিখিয়াছেন,—"চণ্ডীদাসের উক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। হয় ত প্রচুর প্রমাণ-প্রয়োগ ছিল, কিন্তু তাহা আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছায় নাই।" আমাদের বিবেচনায় কৃষ্ণকীর্ত্তন-পুথির পাঠে কোন পুরাণ-বিরোধ নাই; বসন্ত বাবু চণ্ডীদাসের উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়াই ঐরূপ পাঠ-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। 'এবেঁ' শব্দের অর্থ সকলের পরবর্ত্তী কাল নহে—উহার অর্থ বক্তা বলরামের সম-কাল। 'বুদ্ধরূপ ধরিআঁ' ইত্যাদি পংক্তি-দ্বয়ের 'চিন্তিলেঁ' ও 'দলিলেঁ' শব্দ দুইটির অতীত-কাল-বাচক বিভক্তির পরিবর্ত্তন করারও সঙ্গত কারণ নাই। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি ও অনন্ত। প্রত্যেক প্রলয়ের পরেই আবার অবিকল পূর্ব্ব-ক্রমানুসারে সৃষ্টি-ক্রিয়া ও অবতারাদির উৎপত্তি চলিতে থাকে। ইহা স্বীকার না করিলে অনেক স্থলেই শাস্ত্রোক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ ও কল্কিরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন মনে করিয়াই যে বলরাম 'চিন্তিলেঁ' ও 'দলিলেঁ' বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। চণ্ডীদাসের যে এই অর্থই অভিপ্রেত, তাহার অপর প্রমাণ এই যে, তিনি ইহার পূর্ব্বপদে লিখিয়াছেন,—

"বলভদ্র থাণিএক গুণিলান্ত মণে।
মোহো পারিল কাহাঞি বিসরী আপণে ॥
পুরুব জাণাইআঁ আহ্মে করায়িউ চেতন।"—২৩৪ পৃষ্ঠা

বলা বাহুল্য যে, বসন্ত বাবুর সংশোধিত পাঠ অনুসারে বুদ্ধ ও কল্কি অতীত-অবতার না হইয়া ভবিষ্যৎ-অবতার হইয়া পড়েন; এরূপ স্থলে 'পুরুব জাণাইআঁ' ইত্যাদি উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? জয়দেবও তাঁহার প্রসিদ্ধ দশাবতার-স্তোত্রে কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, পরশু-রাম, শ্রীরাম, বলরাম,

বুদ্ধ ও কল্কি অবতারের বর্ণনায় সর্ব্বত্র বর্ত্তমানের ক্রিয়া-পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। কল্কি-অবতারের পক্ষে 'ভবিষ্যৎসামীপ্যে লট্' বলিয়া বর্ত্তমান-কালের ক্রিয়া-পদ সমর্থন করা গেলেও অন্য অবতারের পক্ষে তাহা খাটে না; সুতরাং সেখানেও অবতারগণের নিত্যত্ব স্বীকার না করিলে লট্ প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না। চণ্ডীদাস তাঁহার বলরামের মুখ দিয়া বসন্ত বাবুর সংশোধিত পাঠের ন্যায় উক্তি বাহির করাইলে, তাঁহার শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পাইত এবং 'এবেঁ উপজিলা' ইত্যাদি পংক্তিটি পূর্ব্বে বসাইয়া, পরে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ ও কল্কি অবতারের বর্ণন করিলে 'সমাপ্ত-পুনরাত্ত' নামক অলঙ্কার-দোষ ঘটিত।

(৩১) "তোর বাঁশী মোঞঁ ঘসি না ঘাটোঁ।
তাক হাথে করী দুধ না আউটোঁ।"—২৪২ পৃষ্ঠা

"বাঁশী যবেঁ পাইএ তবে ঘসি ঘাটিএ
চারি চীর করি বা পোড়াইএ ॥ ২ ॥"—৩২৫ পৃষ্ঠা

"একে দহ দহ ঘসির আগুণ
আরে কে না জাণে ফুকে ॥"—৩৪৯ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'ঘসি' শব্দের এই তিনটি মাত্র প্রয়োগ আছে। বসন্ত বাবু ৩য় উদাহরণের 'ঘসির' অর্থ লিখিয়াছেন—'ঘুঁটের'; কিন্তু তিনি ১ম ও ২য় উদাহরণের 'ঘসি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'ভক্ষ্য দ্রব্য, পিণ্ড'। অভিধানে সংস্কৃত 'ঘসি' শব্দের 'ভক্ষ্য দ্রব্য' অর্থ থাকিলেও উহার প্রয়োগ দেখা যায় না। 'ঘসি' শব্দের 'গোবরের ছোট ছোট পিণ্ড' অর্থ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অনেক স্থলেই প্রচলিত আছে। আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস ঐ প্রচলিত অর্থেই 'ঘসি' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম উদাহরণে দুধ আউটার প্রসঙ্গে ভাত ঘাটা অর্থ সঙ্গত হইলেও, দ্বিতীয় উদাহরণে যেখানে বাঁশী চৌ-চীর করিয়া ইন্ধনরূপে ব্যবহার করার কথা হইতেছে, সেখানে ভাত ঘাঁটা অপেক্ষা উহাকে গোবরের পিণ্ড ঘাঁটায় নিয়োজিত করিলেই উপযুক্ত অনাদর প্রকাশ পায়। তৃতীয় উদাহরণে 'ঘুঁটে' অর্থই যে ঠিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় 'ঘসি' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায়, সন্দিগ্ধ অর্থ-কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখি না।

(৩২) "বধিলেঁ পূতনা নারী।
তেহ্নে তিরীবধিআ মুরারী ॥ ১২ ॥
মারন্তাক যে না মারে।
তার পাপী না লয়ে পীতরে ॥ ১৩ ॥"—২৭৬ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু 'মারন্তাক' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—"বধযোগ্য, বধার্হ, 'ক' বিভক্তি-চিহ্ন।" কর্ত্তৃ-বাচ্যে শতৃ-প্রত্যয়ের অর্থে 'অন্ত' প্রত্যয় দ্বারা 'চলন্ত', 'ঘুমন্ত', 'বহন্ত', 'মারন্ত' ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হয়। কদাচিৎ উহাদিগের আ-কারান্ত রূপও দেখা যায়, যথা—

"শেখর অতরণ ভেল বহন্তা ॥"—রায় শেখর, দণ্ডাত্মিকা পদাবলী।

এ স্থলেও 'মারিতে উদ্যত' অর্থেই 'মারন্তা' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। শুধু 'বধযোগ্য' বলিলে, কি জন্ত বধ-যোগ্য—তাহা জিজ্ঞাসার অবসর থাকে; সুতরাং বধ-যোগ্যকে মারিয়াছি, শুধু ইহা বলিলে স্ত্রী-বধ-কারীর দোষ-ক্ষালন হয় না। 'আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্' এই প্রসিদ্ধ নীতি-বাক্য অনুসারে বধোদ্যত ব্যক্তির প্রাণ-সংহারই ধর্ম্ম, তাহা না করিলেই পাপ-ভাগী হইতে হয়। এই 'বধোদ্যত' অর্থ প্রকাশের জন্তই এখানে 'মারন্তা' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ অসঙ্গতি আমরা আরও কয়েকটি লক্ষ্য করিয়াছি, বাহুল্য-ভয়ে এ স্থলে উল্লেখ করিলাম না। বসন্ত বাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের বহু শব্দেরই প্রাকৃত রূপ ও কারক ও ক্রিয়া-বিভক্তির বিশেষত্ব সুন্দররূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বড় একটা বলিবার কিছু নাই; তবে কোন্ কোন স্থলে বিভক্তির অর্থ-নির্ণয়ে যে দুই চারিটি অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

(৩৩) "তোহ্মেত ভাগিনা কাহ্ন আহ্মেত মাউলানী।"—৭১ পৃঃ
"তোহ্মে বড়ায়ি বোলে চালে হর্যাঁ বাবি পার।
আহ্মেত করিব তথা কোণ পরকার॥"—১২৩ পৃঃ
"আহ্মেত না কৈল কিছু দোষে।
মিছা রাধা কেহ্নে কৈল রোষে॥"—২৫২ পৃঃ

এইরূপ বহু স্থলেই 'আহ্মেত' ও 'তোহ্মেত' শব্দের প্রয়োগ আছে; বসন্ত বাবু শব্দ-সূচীতে 'তোহ্মেত' শব্দের অর্থ 'তুমি ত' লিখিয়া, 'আহ্মেত' শব্দের অর্থ স্থলে লিখিয়াছেন—'ত' প্রথমার চিহ্ন। বস্তুতঃ এই সকল স্থলে 'আমি ত', 'তুমি ত' অর্থেই 'আহ্মেত', 'তোহ্মেত' ব্যবহৃত হইয়াছে;—এই 'ত'টি প্রথমান্ত শব্দের শেষে আছে বলিয়াই উহাকে প্রথমার চিহ্ন বলা যাইতে পারে না। ইহা সংস্কৃত অব্যয় 'তু' শব্দের অপভ্রংশ। যেখানে 'তু' অর্থাৎ 'কিন্তু' শব্দের অর্থ প্রকাশ পায় না—এরূপ স্থলে প্রথমান্ত পদের শেষে 'ত' থাকিলে উহাকে প্রথমার চিহ্ন মনে করা যাইতে পারে। আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনে এরূপ কোন প্রয়োগ লক্ষ্য করি নাই।

(৩৪) "দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে।"—৬৮ পৃঃ
"দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে॥ ধ্রু॥"—৬৯ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'দেবাসুরেঁ মহোদধি' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন,—"(কবির উক্তি) দেবতা ও অসুরে সমুদ্র মন্থন করিয়া তোমায় উদ্ধার করিল।" দ্বিতীয় উদাহরণ প্রথমটির অনুরূপ বলিয়া বসন্ত বাবু উহার স্বতন্ত্র অর্থ লিখেন নাই; শব্দ-সূচীতেও এই 'তোহ্মারে' ও 'তোরে' শব্দ দুইটির উল্লেখ করেন নাই। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'মহোদধি' ও 'তোহ্মারে', 'তোরে' কোন্ বিভক্তির পদ? 'মথিল' ক্রিয়ার কর্ম্ম যে 'মহোদধি', তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহা হইলে 'তোহ্মারে' ও 'তোরে' কোন্ বিভক্তি হইবে? উদ্ধারার্থক ধাতুর কর্ম্ম বহু বা মন্থ ধাতু দ্বিকর্ম্মক নহে, সুতরাং 'তোহ্মারে' ও 'তোরে' কর্ম্মে দ্বিতীয়ার পদ স্বীকার

করা যায় না। 'মহোদধি' শব্দের 'মহোদধি হইতে' অর্থ করাও সঙ্গত নহে; কারণ, পঞ্চমী-বিভক্তি-লোপের উদাহরণ পাওয়া যায় না; সুতরাং এ স্থলে 'তোহ্মারে' ও 'তোরে' নিমিত্তার্থে চতুর্থী স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। কবির অভিপ্রেত অর্থও তাহাই মনে হয়; কেন না, দেবাসুরে তোমার উদ্ধার করিল বলিলে, রাধা-রূপিণী লক্ষ্মীর রূপের মাহাত্ম্য ঠিক প্রকাশ পায় না; দেবাসুরে তোমার জন্য সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল,—ইহা বলিলেই লক্ষ্মীর অনুপম সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্য ঠিক বলা হয়। এইরূপ নিমিত্তার্থে চতুর্থীর দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যেও পাওয়া যায়।

(৩৫) "দেহে বৈরি হৈল মোকে এ রূপ যৌবন।"—৫২ পৃঃ

বসন্ত বাবু শব্দ-সূচীতে এই 'মোকে' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—'আমায়'। 'আমায়' বলিলে দ্বিতীয়া বা সপ্তমী উভয়ই বুঝা যাইতে পারে। এ স্থলে যখন 'দেহে' অধিকরণে সপ্তমীর পদ রহিয়াছে, তখন বোধ হয়, দ্বিতীয়াই বসন্ত বাবুর অভিপ্রেত। এখানে সকর্ম্মক কোন ধাতুর প্রয়োগ নাই,—সুতরাং কর্ম্ম-কারকে দ্বিতীয়া হইবে কি প্রকারে? আমাদের মতে এখানেও 'কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি' বা 'ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্ত্তব্যং' সূত্রদ্বয়ের কোন একটি স্বীকার করিয়া, 'মোকে' চতুর্থী-বিভক্তির পদ না বলিয়া উপায় নাই। চণ্ডীদাসের একটি প্রচলিত পদে এইরূপ অর্থে 'মোরে' শব্দটি কয়েক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা,—

"একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন।
আরে কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোরে কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোরে যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।
আর কাল হৈল মোরে গিরি-গোবর্দ্ধন॥"—পদকল্পতরু, ৯৪৫ সং পদ।

এই পদটিতে 'মোর' ও 'মোরে' শব্দের প্রয়োগে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রক্ষিত হইয়াছে, অধিকাংশ লিপি-কার উহা লক্ষ্য না করায় চণ্ডীদাসের সকল সংস্করণগুলিতেই বটতলায় মুদ্রিত পাঠের অনুকরণে 'মোরে' স্থলে সর্ব্বত্র 'মোর' পাঠ গৃহীত হইয়াছে। 'মোর' শব্দটি সম্বন্ধে ষষ্ঠী-বিভক্তির পদ; 'মোরে' শব্দটি চতুর্থী-বিভক্তির পদ; উহার অর্থ—'আমার পক্ষে'। বলা বাহুল্য যে, 'কদম্বের তল', 'যমুনার জল' ও 'গিরি-গোবর্দ্ধন' এই সকল পদার্থে শ্রীরাধার কোন স্বামিত্ব-সম্বন্ধ নাই; সুতরাং সেই সেই স্থলে 'মোরে' প্রয়োগ সমীচীন ও বৈশিষ্ট্য-সূচক হইয়াছে। 'নহলি যৌবন' অর্থাৎ 'নবীন যৌবন' বস্তুটিতে শ্রীরাধার স্বামিত্ব-সম্বন্ধ থাকিলেও, তাঁহার মনে যৌবনাভিমান নাই ও তিনি উহাকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন না; সুতরাং সেই স্থলেও 'মোরে' প্রয়োগই সুসঙ্গত হইয়াছে। শ্রীরাধার অঙ্গ-ধৃত দৃশ্যমান 'রতন-ভূষণ' সুখকর না হইলেও, উহাদিগের স্বামিত্ব অস্বীকার করার ও গুরুজনের গঞ্জনার ভয়ে উহা পরিত্যাগ করার উপায় নাই বলিয়াই 'মোর রতন-ভূষণ' বলা হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের

'দেহে বৈরী হৈল মোকে' ইত্যাদি ঠিক 'একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন' বাক্যের অনুরূপ।

কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে এত অধিক সংস্কৃত শ্লোক আছে যে, উহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে চলে না। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, চণ্ডীদাস ঐ শ্লোকগুলির দ্বারা পদাবলীর আখ্যান-বস্তুর সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন,—সুতরাং ঐগুলিকে গ্রন্থের অপরিহার্য্য অংশ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে, শ্লোকগুলি চণ্ডীদাসের স্ব-রচিত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে চণ্ডীদাসের সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং তিনি যে নিজে শ্লোক-রচনায় অক্ষম ছিলেন এবং অন্যের রচিত শ্লোক দ্বারা নিজের গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। প্রাচীন কৃষ্ণ-যাত্রায় অধিকারী যেরূপ স্থলে গান ছাড়িয়া, সুর টানিয়া, পয়ারে পরবর্ত্তী গানের অবতারণা বুঝাইয়া দিতেন, কৃষ্ণকীর্ত্তনেও ঠিক সেই স্থলেই সংস্কৃত শ্লোক আছে। এরূপ শ্লোকে যে কাব্য-সৃষ্টির অবকাশ খুব কম, তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি শ্লোকগুলির প্রসাদ, মাধুর্য্য ও অনু-প্রাস-বাহুল্য দর্শনে চণ্ডীদাস যে সংস্কৃত-রচনায়ও অপটু ছিলেন না, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। দুঃখের বিষয়, লিপি-কারের দোষে কোন কোন শ্লোকের পাঠ এত বিকৃত হইয়াছে যে, বসন্ত বাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিশুদ্ধ পাঠের উদ্ধার করিতে পারেন নাই। বসন্ত বাবুর অসতর্কতা হেতুও পাঠোদ্ধারে ও বাংলা অনুবাদে কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে; গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে উহা সহজেই সংশোধিত হইতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বহু প্রাকৃত ও অপভ্রংশ শব্দ থাকিলেও এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর সহিত এ জন্য শব্দগত অনেক সাদৃশ্য দেখা গেলও, উহার ভাষা বিদ্যাপতির মৈথিলী এবং পরবর্ত্তী পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির তথা-কথিত ব্রজ-বুলি ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার ন্যায় সুপ্রাচীন না হইলেও, উহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুপ্রাচীন বাংলারই স্বাভাবিক পরিণতি। পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাদিগের তথাকথিত ব্রজ-বুলি যে বাংলার তৎকালের প্রচলিত ভাষা নহে, বিদ্যাপতির মৈথিল-ভাষার অনুকরণ-মাত্র, ইহা কোন রূপেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বসন্ত বাবু যে কি জন্য প্রাচীন পদাবলীর ভাষাকে তখনকার প্রচলিত ভাষা বলিয়াছেন, আমরা তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। বসন্ত বাবু তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্যের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—'কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন পদাবলীর ভাষা—ব্রজমণ্ডলের ভাষা*; অপরে কহেন, উহা মিথিলার 'বৃজি' জাতির ভাষার অনুকরণ†। বস্তুতঃ উহার কোনটাই ঠিক নহে; তখনকার বাঙ্গালা ভাষাই ঐরূপ ছিল।'

স্বর্গ-গত ন্যায়রত্ন মহাশয় বা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, (৩য় সংস্করণ) পৃঃ ৬৮—৬০।

† বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (৩য় সংস্করণ) পৃঃ ২২৩।

ইতিহাস রচনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলী আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহারা প্রাচীন পদাবলী বলিতে নিশ্চিতই চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির প্রচলিত পদাবলীই বুঝিয়াছেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে দুই চারিটি প্রক্ষিপ্ত পদে ব্যতীত তথা কথিত ব্রজ-বুলির ব্যবহার নাই। সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয় ও দীনেশ বাবু যে গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাদিগের ব্রজ-বুলি পদের ভাষার সম্বন্ধেই ঐ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে ব্রজ-মণ্ডলের ভাষার বিশেষ আলোচনা করিয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—এরূপ কোন প্রমাণ নাই। ব্রজ-মণ্ডলের ভাষা হিন্দী ভাষারই রূপান্তর। ব্রজের হিন্দীর সহিত মৈথিলীর যে সামান্য একটুকু সাদৃশ্য আছে, এই তথা-কথিত ব্রজ-বুলির সহিতও তদপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য নাই। সুতরাং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। দীনেশ বাবুর উক্তিটিতে আংশিক সত্য আছে। 'বৃজ্জি' নামক একটি জাতি বুদ্ধদেবের সময়ে বিহার প্রদেশে বর্ত্তমান ছিল। মিথিলাই তাহাদের আবাস-ভূমি ছিল কি না, আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না। যদি মিথিলাকেই প্রাচীন 'বৃজ্জি' জাতির আবাস-ভূমি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বুদ্ধদেব ও বিদ্যাপতির মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান হেতু 'বৃজ্জি' জাতির তৎকালীন ভাষার সহিত বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার কতটুকু সাদৃশ্য ছিল, তাহা চিন্তার বিষয়। বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে বুদ্ধদেবের সম-সাময়িক পালি-ভাষাকে 'বৃজ্জি' জাতির তৎকালীন ভাষার প্রায় সদৃশ বলিয়া ধরিয়া লইলে, বিদ্যাপতির মৈথিলীর সহিত উহার আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায়। গোবিন্দদাস প্রভৃতির তথা-কথিত ব্রজ-বুলি বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষারই অনেকাংশে অনুরূপ; সুতরাং উহার সহিতও যে 'বৃজ্জি' বা 'পালি' ভাষার আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে,—ইহা বলাই বাহুল্য। এ অবস্থায় দীনেশ বাবু প্রাচীন পদাবলীর ভাষাকে বিদ্যাপতি প্রভৃতির মৈথিল ভাষার অনুকরণ না বলিয়া, কেন যে 'বৃজ্জি' জাতির ভাষার অনুকরণ বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বোধ-গম্য হয় নাই। 'বৃজ্জি' জাতির সেই প্রাচীন পালি-ভাষাই পরবর্ত্তী দুই হাজার বৎসরের নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় পরিণত হইয়াছে, ইহা বলাই যদি দীনেশ বাবুর উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সেই কথা স্বীকার করিলেও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় 'বৃজ্জি' নামে কোন ভাষা প্রসিদ্ধ ছিল কি? যদি না থাকে, তাহা হইলে বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত বাংলা পদাবলীর 'ব্রজ-বুলি' বা 'বৃজবুলি' নামটির উদ্ভব হইল কিরূপে? শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর বিদ্যাপতিতে বিদ্যাপতির একটি পদাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে; উহাতে দেখিতে পাই, বিদ্যাপতি তাঁহার ভাষাকে 'অবহট্‌ঠ' ভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই 'অবহট্‌ঠ' কি ভাষা—নগেন্দ্র বাবু সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। আমাদের বোধ হয়, এই 'অবহট্‌ঠ' শব্দটি সংস্কৃত 'অপভ্রষ্ট' শব্দেরই অপভ্রংশ। যে ভাষা ঠিক্ প্রাকৃত-ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী নহে—উহাই অপভ্রংশ ভাষা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ হিসাবে বিদ্যাপতির ভাষা, কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও পরবর্ত্তী পদাবলীর ভাষা—সকলই 'অবহট্‌ঠ' বা

অপভ্রংশ ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। প্রকৃত কথা এই যে, যখন বিদ্যাপতিরও অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত মিথিলায় 'বৃজ্জি' নামে কোন ভাষা দেখিতে পাই না, তখন 'বৃজ্জি' ভাষার কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া 'ব্রজবুলি' বা 'বৃজবুলি' নামের উৎপত্তি যে অন্যত্র খোঁজাই সুবুদ্ধির কার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদিগের মতে 'ব্রজবুলি' বা 'বৃজবুলি' নামের উৎপত্তি-তত্ত্ব বিশেষ দুর্ব্বোধ্য নহে। এই ব্রজ-বুলি ভাষা বাংলার চলিত ভাষা নহে এবং ইহাতে ব্রজ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে দেখিয়া, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই ভাষার সহিত ব্রজের ভাষার কতটা সাদৃশ্য আছে, উহার বিচার না করিয়াই, ভ্রান্ত ধারণাহেতু এই কৃত্রিম ভাষাটির ব্রজ-বুলি (হিন্দী উচ্চারণে 'বৃজ্-বুলি') নাম দিয়াছিলেন; তদবধি উহা 'ব্রজ-বুলি' নামেই পরিচিত হইতেছে; ইহাকে সত্য সত্যই কেহ ব্রজ-ধামের ভাষা বলিয়া স্থির না করেন, সে জন্যও এখন আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হয়। বসন্ত বাবুর ন্যায় প্রবীণ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও যে কি জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় ও দীনেশ বাবুর উক্তির ভ্রম প্রদর্শন করিতে যাইয়া, প্রাচীন পদাবলীর এই তথা-কথিত ব্রজ-বুলির সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, প্রাচীন পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ একটি ব্যাপক-উক্তি করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এই তথা-কথিত 'ব্রজ-বুলি' সম্বন্ধে অনেক পাঠকেরই নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়, এ জন্য খুব প্রাসঙ্গিক না হইলেও আমরা এখানে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

তার পরে বসন্ত বাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"পাঠকগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'দেখিলেঁ। প্রথম নিশি' পদের ভাষার সহিত পদাবলীর 'প্রথম প্রহর নিশি' পদের ভাষা তুলনা করিয়া দেখিবেন, চণ্ডীদাসের ভাষা কিরূপ ভাবে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। অপ্রচারহেতু কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় কীর্ত্তনিয়া বা পুথি-লেখকেরা কৃতিত্ব ফলাইবার সময় পান নাই।" শ্রীযুক্ত নীলরতন বাবুর সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বেশীর ভাগ পদই ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি ঐ সংস্করণের প্রায় নয় শত পদের মধ্যে কেবলমাত্র 'প্রথম প্রহর নিশি' ইত্যাদি পদের সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'দেখিলেঁ। প্রথম নিশি' ইত্যাদি পদের সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন আর কোন পদেরই ভাষা কিংবা ভাবের এরূপ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় নাই, যাহাতে উভয় পদ একজনের রচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, নীলরতন বাবুর সংগৃহীত ঐ 'প্রথম প্রহর নিশি' পদটি নবাবিষ্কৃত, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। নীলরতন বাবু তাঁহার নবাবিষ্কৃত পদাবলী পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে, উহাতেও পুথি-লেখকেরা কৃতিত্ব ফলাইবার অবসর পায় নাই; সুতরাং চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাব অবিকৃত রহিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রকাশের পরে আর এ সিদ্ধান্ত টিকিতেছে না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানা লিপি-তত্ত্ব ও ভাষা-তত্ত্বের বিচারে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বলিয়া স্থির না হইলে, উহার সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারিত

না যে, উহাতে চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাব অবিকৃত রহিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বসন্ত বাবুর আশ্বাস-বাক্য প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিলেও আসল সন্দেহের কারণ থাকিয়া যাইতেছে। যদি কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলীই চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা হয়, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত উৎকৃষ্ট পদাবলীর উৎপত্তি হইল কিরূপে? বসন্ত বাবু এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে কিছু বলেন নাই। তিনি কেবল লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণকীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে।" চণ্ডীদাস প্রাচীন বয়সে আরও উৎকৃষ্টতর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, সেইগুলিই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া ক্রমে রূপান্তরিত হইয়াছে, বসন্ত বাবুর লেখার ভঙ্গীতে এইরূপই তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর আভিজাত্য-গৌরব কিঞ্চিৎ রক্ষা করা যায় কি না, তজ্জন্য আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনরূপেই ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সর্ব্বত্রই প্রবীণ-হস্তের পরিচয় বর্ত্তমান। উহার আখ্যান-বস্তু এরূপ যে, উহার সহিত চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর পূর্ব্ব-রাগ, মান, আক্ষেপ-অনুরাগ প্রভৃতি বিষয় কোনরূপেই খাপ খায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'দান-খণ্ড' ও 'নৌকা-খণ্ড' দুইটি সুবিস্তৃত পালা। উহার তিন চারিখানা পাতা পাওয়া যায় নাই,—তথাপি দান-খণ্ডে একশত এগ্যারটি ও নৌকা-খণ্ডে ত্রিশটি পদ আছে। পদামৃতসমুদ্র বা পদকল্পতরুর সংগ্রহে চণ্ডীদাসের দান-খণ্ড বা নৌকা-খণ্ডবিষয়ক একটি পদও নাই। নীলরতন বাবুর সংস্করণে দানের ৪০টি ও নৌকা-খণ্ডের ৭টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। তুলনা করিয়া উভয় গ্রন্থের এই একই বিষয়ের পদাবলীর মধ্যে একটি পংক্তিও অভিন্ন বা অনুরূপ দেখা যায় নাই। পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের রাস-লীলার একটিমাত্র পদ আছে; উহার বর্ণনা ভাগবতের অনুরূপ। নীলরতন বাবুর সংস্করণে চণ্ডীদাসের রাস-লীলা-বিষয়ক ১৩৪টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল পদে প্রধানতঃ ভাগবতের বর্ণিত ক্রমই অনুসৃত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাসলীলা নামে কোন বিষয়ই নাই। উহার বৃন্দাবন-খণ্ডে যদিও কৃষ্ণের সহিত অন্যান্য গোপীদিগের বিলাস বর্ণিত আছে, কিন্তু উহার অবস্থা ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভাগবতের রাস-লীলার বিবরণ সকলেই জানেন; সুতরাং উহার উল্লেখ অনাবশ্যক। পদকর্ত্তারা যে ভাবে পূর্ব্ব-রাগের বর্ণন দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-লীলার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কালিয়-দমন, বস্ত্র-হরণ বা রাস-লীলার কোন অবসর নাই। ভাগবতের রাস-লীলা অতি প্রসিদ্ধ; উহা পরিত্যাগ করিলে পদাবলীর বর্ণিত ব্রজলীলার মাহাত্ম্যই কমিয়া যায়; বোধ হয়, এই ধারণায়ই পদকর্ত্তারা রাসলীলার পদ রচনা করিয়া রস-শাস্ত্রের বর্ণিত পূর্ব্ব-রাগাদি-লীলার সহিত উহার কোন স্বাভাবিক সংযোগ না থাকায়—রাস-লীলাটিকে একটা খাপ-ছাড়া অবান্তর লীলা (episode) রূপে মাঝখানে স্থান দিয়াছেন। গোস্বামী-দিগের রস-শাস্ত্র-রচনার প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করেন; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে রস-শাস্ত্রোক্ত পূর্ব্ব-রাগ প্রভৃতি ক্রম না পাওয়াই স্বাভাবিক বটে। তিনি তাঁহার দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড প্রভৃতি পালাগুলির প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নাট্য-কাব্যের ধরণে

পাত্র ও পাত্রীদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তি ও কার্য্য দ্বারা রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, অভিসার, প্রত্যাখ্যান, বিরহ ও সম্মিলন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সংস্কৃতের প্রাচীন কবিরা যেরূপ কাব্যের উপাদেয়তা-বৃদ্ধির জন্ত অনেক স্থলেই পুরাণকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া লইয়াছেন, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আমরা সেই স্বাধীনতা দেখিতে পাই। ভাগবতে আছে, আগে কালীয়-দমন, পরে বস্ত্র-হরণ, তার পরে রাস। কৃষ্ণকীর্ত্তনে পাইতেছি—আগে রাধার বিশেষ অনুরোধে গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণের বৃন্দাবনে বিলাস ও উহার অঙ্গীয় জল-ক্রীড়ায় অনুরোধে কালীয়-দমন ও জল-ক্রীড়ায় আনুষঙ্গিক বস্ত্রহরণ। ভাগবতের বর্ণিত বস্ত্র-হরণের আধ্যাত্মিকতা কৃষ্ণকীর্ত্তনে মোটেই নাই; কিন্তু চণ্ডীদাসের এই সকল বর্ণনায় বিশেষতঃ বৃন্দাবন-খণ্ডের বন-বিহারে যে অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে, তাহার তুলনা কাব্য-সৌন্দর্য্য-প্রধান পদাবলী-সাহিত্যেও বিরল। বৃন্দাবন-খণ্ডের বন-বিহার আমাদিগের মনে মহাকবি মাঘের বর্ণিত যাদব-রমণীগণের রৈবতক-শিরে বন-বিহারের স্মৃতিই উদ্দীপিত করিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের আখ্যান-বস্তু প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত পদাবলী হইতে এরূপ বিভিন্ন ও উহার ভাষা ও ভাব এরূপ স্বতন্ত্র যে, চণ্ডীদাসের অন্যান্য খাঁটি পদাবলী মুখে মুখে বিকৃত হইয়া ক্রমে ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন মতেই মনে স্থান পায় না। মুখে মুখে বা পুথি-লেখকদিগের দোষে পদাবলী কতটা বিকৃত হইতে পারে, বিদ্যাপতির বহুতর পদে আমরা তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাইয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পূর্ব্বোক্ত 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' ও 'প্রথম প্রহর নিশি' পদ দুইটি ব্যতীত আর বাকি নয় শত পদে আমরা একটুকুও সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া মৈথিল কবি বিদ্যাপতির যে দুর্দ্দশা না ঘটিয়াছিল, স্বদেশবাসীর হাতে পড়িয়া চণ্ডীদাসের তদপেক্ষা শতগুণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে—ইহা শুনিতে যতই আশ্চর্য্য মনে হউক না কেন, প্রকৃতই যে ঐরূপ ঘটিয়াছে, তাহা আর গোপন করিলে চলিবে না। যে চণ্ডীদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহার খাঁটি রচনার এরূপ বিকৃতি কিসে সম্ভবপর হইল, তাহা একটি জটিল প্রশ্ন হইলেও উহার সমাধান অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মনে হয় যে, মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের পর গোস্বামীদিগের দ্বারা যখন বৈষ্ণব-রস-শাস্ত্র রচিত হইল, তখন সেই রস-শাস্ত্রের পর্য্যায় অনুসারেই ব্রজলীলা-পদাবলী রচিত হইতে থাকে। বিদ্যাপতি কোন পদাবলীর পালা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার নানা ভাবের বিচ্ছিন্ন পদাবলী সংগ্রহ করিয়া আমাদের পদ-সংগ্রহকারগণ যেখানে যেটি সাজে, সেখানে সেটি বসাইয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রায় সর্ব্বত্র উক্তি-প্রত্যুক্তি-পূর্ণ নাট্য-কাব্য বলিয়া, উহার পদাবলিগুলিকে সে ভাবে বসানো সুবিধা মনে করেন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার কাঠিন্যও বোধ হয়, ইহার অন্যতম কারণ ছিল। পরবর্ত্তী 'ব্রজ বুলি' ভাষার প্রবর্ত্তনে বিদ্যাপতির ভাষার কাঠিন্য অনেক পরিমাণে অপনীত হইয়াছিল; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার অনুকরণে—সেইরূপ কোন কৃত্রিম ভাষা হয় নাই; কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাই স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের ফলে যখন চৈতন্যভাগবত

প্রভৃতির ভাষায় পরিণত হইল, তখন উহার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার এত পার্থক্য দাঁড়াইল এবং রস-শাস্ত্রের বর্ণিত রস-পর্য্যায়ের সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের রস-পর্য্যায়ের এত বিরোধ দেখা গেল যে, সাধারণ শ্রোতাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য চণ্ডীদাসের পদের ক্ষীণ ছায়া অবলম্বনে নূতন পদ রচনা করিয়া, তাহাতে আভিজাত্য-রক্ষার জন্য চণ্ডীদাসের ভণিতা যোগ করা ব্যতীত আর গত্যন্তর রহিল না। অবশ্য এই রূপান্তর-কার্য্যটি কত সময়ে, কত জনের হস্তে, কত ভাবে সংসাধিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে না—কিন্তু এরূপভাবেই যে কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের পদাবলীর রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহা বেশ অনুমান করা যাইতে পারে। এ স্থলে আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেইগুলিতে আমরা চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনার নিদর্শন না পাইলেও এমন কিছু পাই, যাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই। বস্তুতঃ গীতি-কবিতার সারভূত ভাবোচ্ছ্বাস ও রসোদ্দীপনায় চণ্ডীদাসের প্রচলিত অনেক পদই যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলী হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সত্য বটে, এই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচারেরই অন্যতম অপূর্ব্ব ও অসাধারণ ফল; কিন্তু চণ্ডীদাস যদি এ ভাবে পদাবলীর বনিয়াদ গাঁথিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যের এই সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নতি সম্ভবপর হইত কি না, কে বলিতে পারে? কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবের বাহ্যিক পার্থক্যটাই এখন আমাদের চোখে বড় ঠেকিতেছে। আমরা উহার সহিত অধিক পরিচিত হইলে, কেমন করিয়া চণ্ডীদাসের সেই ভাষা ও ভাবই একটু একটু রূপান্তরিত হইতে হইতে আমাদের প্রচলিত পদাবলীর ভাষা ও ভাবে পরিণত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিব। শিক্ষার হিসাবে ইহার মূল্য কম নহে; সুতরাং আমরা এ সম্বন্ধে সুধী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক আরও গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কৃষ্ণকীর্ত্তনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে রামী রজকিনীর কোন প্রসঙ্গ নাই এবং উহাতে 'রাগাত্মিক' পদাবলীর ভাবের কোন পদ পাওয়া যায় না; সুতরাং চণ্ডীদাসের কোন কোন 'রাগাত্মিক' পদ আধ্যাত্মিকতা ও কবিত্ব বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট হইলেও, উহা যে সহজিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত পদকর্ত্তাদিগের রচনা, তাহা বেশ বুঝা যায়। সহজিয়া-মত খুব প্রাচীন হইলেও, বাংলার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নব্য-সহজিয়া মত যে মহাপ্রভুর কিছু পরবর্ত্তী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়ান্তরে আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

আমরা এখন কৃষ্ণকীর্ত্তনের ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে (১) চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার, (২) বিষমাক্ষরী পয়ার, (৩) দশ-অক্ষরী পয়ার, (৪) এগার অক্ষরী একাবলী, (৫) লঘু-ত্রিপদী, (৬) দীর্ঘ-ত্রিপদী ও (৭) কয়েক প্রকার ভঙ্গ-ত্রিপদী—এই কয়েকটি অক্ষর-বৃত্তই ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলী কিংবা বাংলার বৈষ্ণব কবিদিগের ব্রজবুলি-পদাবলীর ন্যায় কোথায়ও মাত্রা-চতুষ্পদী, মাত্রা-ত্রিপদী প্রভৃতি মাত্রা-বৃত্ত ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষর-বৃত্তে সর্ব্বত্র অক্ষর-সংখ্যার

ধরা-বান্ধা নিয়ম দেখা যায় না। কোন কোন স্থলে মাত্রা-বৃত্তের নিয়ম অনুসারে একটি গুরু-অক্ষরকে দুইটি লঘু-অক্ষরের সমান ধরিয়া লইয়া, ছন্দের ওজন রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র সেরূপ করা চলে না। পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যে ছন্দের এরূপ গ্রন্থন-শৈথিল্য বড় একটা দেখা যায় না। ইহাও কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতার অন্যতম প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

প্রমাণস্বরূপ আমরা নিম্নে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে পূর্ব্বোক্ত ছন্দগুলির কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম।—

(১) চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার, যথা—

"কোণ সুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস।
নাহি জাণ এবে তোঁ আপনার নাশ॥
যে হৈবেক দৈবকীর গর্ত্ত অষ্টম।
অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম॥"—৩ পৃষ্ঠা

উদ্ধৃত উদাহরণের ২য় পংক্তির 'তোঁ' অক্ষর, ৩য় পংক্তির 'গর্ত্ত' শব্দের গ অক্ষর ও ৪র্থ পংক্তির 'তোহ্মার' শব্দের 'তো' অক্ষর গুরু পাঠ না করিলে ছন্দের ওজন ঠিক থাকে না।

পুনশ্চ—"দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল।
সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল॥
মায়ের গর্ত্তপাত ছল করিআঁ।
আপনে রহিলা রোহিণী গর্ত্তে গিআঁ॥"—৪ পৃষ্ঠা

এখানে ৩য় পংক্তিটির ওজন কোনরূপেই রক্ষা করা যায় না; ৪র্থ পংক্তির 'রোহিণী' শব্দের 'রো' অক্ষর গুরু পাঠ করিলে ওজন রক্ষা হয়।

(২) বিষমাক্ষরী পয়ার, যথা—

"তোর মুখে রাধিকার রূপ কথা সুণী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী॥ বড়ায়ি ল॥
দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে॥ বড়ায়ি ল॥
* * * *
কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাত মধুকর মধু পীএ॥
সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।
তে কারণে থীর নহে মনে॥"—১৩ পৃষ্ঠা

এই পদের প্রত্যেক অযুগ্ম চরণে ১৪টি অক্ষর ও প্রত্যেক যুগ্ম চরণে ১০টি অক্ষর আছে। 'বড়ায়ি ল' গানের সুর টানার জন্য কোন কোন চরণে ব্যবহৃত হইয়াছে। যুগ্ম দাড়ি-চিহ্নেই বুঝা যায়, উহা চরণের অন্তর্গত নহে।

(৩) দশ-অক্ষরী পয়ার, যথা—

"এক দিনে মনের উল্লাসে।
সখি সমে রস পরিহাসে॥
আগু গেলি সত্বর গমনে।
বড়ায়িক না করী যতনে॥ ২॥
বকুল তলাত গোআলী।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী॥"—৯ পৃষ্ঠা

পুনশ্চ—"বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী॥ ৩॥
কাঠি সম বাহু যুগলে।
নাভি মূলে দুঈ কুচ লুলে॥"—৮ পৃষ্ঠা

প্রথম উদাহরণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ চরণের 'তলাত' ও 'পন্থ' শব্দের 'লা' ও 'প' অক্ষর গুরু পাঠ না করিলে ওজন রক্ষা হয় না। দ্বিতীয় উদাহরণের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে যদিও অক্ষর-সংখ্যা দশটি করিয়া আছে, কিন্তু সেখানে প্রথম উদাহরণের ৪+৬=১০ স্থলে ৫+৫=১০ অর্থাৎ যতির বিপর্য্যয় হওয়ায়, শুনিতে ত্রিমাত্রিক নবাক্ষরী মাত্রা-ছন্দের মত শুনায়। ৩য় ও ৪র্থ চরণে কিন্তু প্রথম উদাহরণের ন্যায় ৪+৬=১০ অক্ষরই আছে; কেবল ৩য় চরণের 'বাহু' শব্দের 'বা' অক্ষরটি গুরু পাঠ করিতে হয়।

(৪) এগার-অক্ষরী একাবলী ছন্দ, যথা—

"আয়িলা দেবের সুমতি শুণী। কংসের আগক নারদ মুনী॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ। বামন শরীর মাকড় বেশ॥"—২ পৃষ্ঠা

এই উদাহরণের ৩য় চরণের 'দাঢ়ী' শব্দের 'দা' অক্ষরটি গুরু পাঠ না করিলে ওজন রক্ষা হয় না। এই পদটির শেষ দুই পংক্তিতে কোনরূপেই ছন্দ রক্ষা হয় না, যথা—

"দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥"

'বাসলী' শব্দের 'বা' অক্ষরটি গুরু ধরিলে ও 'গাইল' স্থলে 'গাল্য' পাঠ করিলে দ্বিতীয় চরণের ছন্দ কথঞ্চিৎ রক্ষা করা যায়, কিন্তু প্রথম চরণের ছন্দ কোনরূপেই রক্ষা পায় না।

(৫) লঘু-ত্রিপদী ছন্দ, যথা—

"তোর মুখে সুনী রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে।
আহোনিশি দহে সকল পরাণ
আর থার নহে মনে॥"—১৭ পৃষ্ঠা

পুনশ্চ—"আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে
কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।

বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা
পাঠাইল তোহ্মা বেথাঁ ॥"

দ্বিতীয় উদাহরণে কোন কোন অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারণ করিলেও যতি-বিপর্য্যয় হেতু ছন্দ রক্ষা হয় না।

(৬) দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দ, যথা—

"আল রাধা

সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তোঞঁ দেব মুরারী মোঞঁ
তোর মোর উচিত সেনেহা।

আল রাধা

তোহ্মাতে মজিল মন ভালে জাণে দেবগণ
ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা ॥

* * * *

তোর নাম চন্দ্রাবলী মোর নাম বনমালী
তোর মোর শোভএ মীলনে।
কাহ্নাঞিঁ পাইবি বড় পুনে এহা পরিভাব মনে
কেহ্নে তেজ হাথের রতনে ॥"—৭০ পৃষ্ঠা

উদ্ধৃত উদাহরণের প্রথম চরণের 'দেব' শব্দের 'দে' অক্ষরটি গুরু পাঠ করিলেই ছন্দ রক্ষা হয়, কিন্তু 'কাহ্নাঞিঁ পাইবি' ইত্যাদি চরণের 'কাহ্নাঞিঁ পাইবি' স্থলে 'কাহ্নে পাবি' বা 'কাহ্নাই পাবি' পাঠ করিতে না পারিলে ছন্দ রক্ষা হয় না। ত্বরিত-পঠিত দুই তিনটি লঘু অক্ষরও একটি বলিয়া ধরা যাইতে পারে, -এই পিঙ্গল-সূত্রের বিধান অনুসারে 'কাহ্নাই' শব্দটিকে দ্বি-অক্ষর-মাত্রক ধরা যাইতে পারে, কিন্তু 'কাহ্নাঞিঁ' শব্দকে সেরূপ করা যায় না। আমাদের বোধ হয়, লিপিকার 'কাহ্নাঞিঁ' লিখিলেও শব্দটি 'কাহ্নাই' বা 'কাহ্নায়' রূপেই উচ্চারিত হইত।

(৭) যে ত্রিপদীগুলি পূর্ব্বোদ্ধৃত লঘু ও দীর্ঘ-ত্রিপদী হইতে কিছু স্বতন্ত্র, উহাদিগকেই আমরা ভঙ্গ-ত্রিপদী নামে অভিহিত করিয়াছি। আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনে কয়েক প্রকারের ভঙ্গ-ত্রিপদী লক্ষ্য করিয়াছি, যথা—

(ক) "রাম কাজে হনুমন্তা। তেহেন আহ্মার দূতা।
ভাঁগিল লেহা পুরী যোড়াইতেঁ শকতা ॥
যেখানে ভঁচী না জাএ। তথাঁ বাটআ বহাএ।
সেহি দূতা মোর কোণ কাজেঁ চড় খাএ॥"—২৬ পৃষ্ঠা

এই ছন্দটি নূতন না হইলেও তৃতীয় চরণের সহিত ষষ্ঠ চরণের মিল (rhyme) না রাখিয়া প্রত্যেক তিনটি চরণের শেষে মিল রাখা নূতন কায়দা বটে। মূলতঃ ইহা (গ) উদাহরণের

ছন্দের সহিত অভিন্ন। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা কুত্রাপি এই প্রণালীর মিল দেখিতে পাই না।

(খ) "গোপীজন সঙ্গে আহ্মে ছছন্দে বুলিলোঁ ল বিকে*জাওঁ মথুরার হাট।

মো কেহ্নে জাণিবো কাহ্নাঞি পথে মহাদাণী ল কাল কৈল যমুনার বাট॥ ৭৮ পৃঃ

(গ) "আঠ চারি বরিষের বালা।

তোর মাথে শোভে ঘোড়া চুলা।

এহা বুঝী তেজহ কাহ্নাঞি আহ্মার পাশে।

তেজ মিছা মাহাদানে।

ঘর যাহা নিজ মানে।

বাসলী বন্দিয়া গাইল বড় চণ্ডীদাসে॥"—৯৩ পৃষ্ঠা

(ঘ) "বোলে প্রবোধিতেঁ সুন বড়ায়ি ল বড় নটক কাহ্নাঞি।

ঘরক জাইতেঁ মোর সুন বড়ায়ি ল কিছু উপায় নাহাঁ॥"—১১৯ পৃষ্ঠা

পদাবলীর ছন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া এ স্থলে চণ্ডীদাসের ব্যবহৃত রাগ-রাগিণী ও তালের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। চণ্ডীদাস গীতগোবিন্দের অনুকরণে সকল রাগ ও রাগিণীর সম্বন্ধেই 'রাগ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী কালোয়াতেরা রাগিণী-গুলিকেও 'রাগিণী' না বলিয়া, চলিত কথায় 'রাগ' বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাই বলিয়া, গীত-গোবিন্দের পদগুলির পূর্ব্বে সংস্কৃতে যে কি জন্য 'ভৈরবী-রাগেণ গীয়তে' ইত্যাদি ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে সংস্কৃতে "রামগিরী রাগঃ।" ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা এরূপ দুই একটি রাগ (রাগিণী ?) ও কয়েকটি তাল পাইয়াছি, যাহা আর কোথায়ও দেখা যায় নাই। এই রাগের বা রাগিণীর নাম 'ককু রাগ' ও 'শৌরী (সৌরী) রাগ'। এই 'ককু' শব্দের অপভ্রংশ 'কহু' বা 'কৌ'ই বোধ হয়, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদাবলীতে 'কৌ রাগ' নামে খ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনেও দুই একটি পদের পূর্ব্বেও 'কহু গুর্জ্জরী রাগঃ' আছে। কিন্তু 'শৌরী' বা 'সৌরী' রাগের নাম আর কোথায়ও পাই নাই। সেইরূপ 'ক্রীড়া', 'চিত্রক লগণী', 'লগণী', 'কুড়ুক', 'প্রকীর্ণক', 'জয় জয়' ও 'রূপকথা' তালের নামও পরবর্ত্তী সাহিত্যে দেখি নাই। এই সকল তালের নাম লইয়া কোন কৌতূহলী পাঠক গবেষণা করিলে অনেক তথ্য জানা যাইতে পারে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কোন কোন পদের পূর্ব্বে চারি-পাঁচটি পর্য্যন্ত তালের নাম দেওয়া আছে; উহাতে বোধ হয়, একই পদের বিভিন্ন কলি বিভিন্ন তালে গাওয়ার প্রথা ছিল। প্রচলিত অনেক রাগের নামে বর্ণ-বিন্যাসের বৈচিত্র্য আছে, যথা—'রামকিরী' স্থলে 'রামগিরী', 'আহিরী' স্থলে 'আহের', 'ধানশ্রী' বা 'ধানশী' স্থলে 'ধানুষী', 'পাহাড়ী' স্থলে 'পাহাড়ীআ' ইত্যাদি।

* বসন্ত বাবু 'বিকো' পাঠ ধরিয়া 'বিক্রয়ার্থ' অর্থ লিখিয়াছেন। 'বিকো' শব্দের আর প্রয়োগ নাই, 'বিকে' প্রয়োগ ২০।২৫টি আছে। বোধ হয়, 'বিকেই' প্রকৃত পাঠ হইবে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে উপমা, রূপক, শ্লেষ প্রভৃতি অনেক অলঙ্কারই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে অলঙ্কার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-কাব্যোচিত ধ্বনি বা ব্যঞ্জনারই প্রাধান্য দেখা যায়। উহা হইতে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনা-পূর্ণ বাক্য-সমূহ উদ্ধৃত করিলে, উহা দ্বারাই একটি প্রবন্ধ পূর্ণ করা যাইতে পারে; আমরা এই প্রবন্ধে সেই চেষ্টা করিব না। রসজ্ঞ পাঠক কৃষ্ণকীর্ত্তনের অপ্রচলিত ভাষা-পাঠের বিরক্তি কাটাইয়া, বসন্ত বাবুর টীকা ও শব্দ-সূচীর সাহায্যে কাব্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই বুঝিতে পারিবেন, কৃষ্ণকীর্ত্তন কিরূপ কাব্য-রসের অপূর্ব্ব ভাণ্ডার। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা 'বস্তু-ধ্বনি', 'রস-ধ্বনি' ও 'অলঙ্কার-ধ্বনি'—প্রধানতঃ এই তিন প্রকার ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা স্বীকার করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই ত্রিবিধ ধ্বনির উদাহরণ পাওয়া গেলেও, জয়দেবের গীত-গোবিন্দ কাব্যের ন্যায় ইহাতে রস-ধ্বনিরই প্রাধান্য দেখা যায়। গীত-গোবিন্দে বসন্ত-কালীন রাস, অভিসার, উৎকণ্ঠা, মান ও মানান্তে মিলন প্রভৃতি কয়েকটি লীলা মাত্র বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য-লীলা, রাধার অপূর্ব্ব রূপ-বর্ণন শ্রবণে তৎপ্রতি শ্রীকৃষ্ণের আসক্তি, বড়াইর দূতী-কার্য্যে নিয়োগ, দান-লীলা, নৌকা-বিলাস, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধা প্রভৃতির দধি-দুগ্ধের ভার-বহন, মথুরার পথে ছত্র-ধারণ, বৃন্দাবনে রাধার কৌশলে গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণের বিলাস, উহার আনুষঙ্গিক জল-কেলি প্রসঙ্গে কালিয়-দমন, বস্ত্র-হরণ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার হার-অপহরণ, যশোদার নিকটে রাধার অভিযোগ, ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কন্দর্প-শর প্রহারে রাধার চেতনা-হরণ, রাধাকে অচেতন দর্শনে কৃষ্ণের বিলাপ, শ্রীহস্ত-স্পর্শে রাধার চৈতন্য প্রাপ্তি, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বংশী-বাদন, রাধা কর্ত্তৃক বংশী-অপহরণ, কৃষ্ণের খেদ, রাধা কর্ত্তৃক বংশী-প্রদান, রাধার বিরহ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার কৃত্রিম প্রত্যাখ্যান, রাধার খেদ, কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন ও নিদ্রিতা রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া কংস-বধার্থে কৃষ্ণের মথুরা-গমন ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধার সংবাদ লইয়া বড়াইর গমন—বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনে গীত-গোবিন্দ অপেক্ষা বিষয়-বৈচিত্র্য যে অনেক বেশী, তাহা বলা বাহুল্য। গীতগোবিন্দ উক্তি-প্রত্যুক্ত-মূলক নাট্য-কাব্যের ধরণে গ্রথিত হইলেও, উহাতে নাটকীয় ঘটনা অপেক্ষা মহাকাব্যোচিত স্বভাব-বর্ণনারই একান্ত আধিক্য; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাটকীয় ঘটনারই প্রাধান্য দেখা যায়। কবি রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইর সরস ও সতেজ উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের ন্যায় সকল রস ও ভাবগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকীয় উৎকর্ষে কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়; পরবর্ত্তী পদাবলী সাহিত্যে আমরা যদিও গীতি-কবিতার সার-ভূত উদ্দীপনা ও রসোচ্ছ্বাসের অসাধারণ শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাই, কিন্তু উহাতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের সেই সরস, সতেজ ও সপরিহাস উক্তি-প্রত্যুক্তি—সেই নাট্য-প্রতিভার উৎকর্ষ কোথায়? চণ্ডীদাসের সময়টি বাংলার ইতিহাসে এক প্রকার অন্ধ-যুগ; কেন না, সে সময়ে বাংলার রাজ-নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা যে কিরূপ ছিল, তাহা প্রায় কিছুই জানা যায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্য-কারের আবির্ভাব যদি তৎকালীন সমাজের অসাধারণ কার্য্য-প্রবণতার অন্যতম নিদর্শন হয়, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের

সময়ে বাংলা-সমাজ যে কার্য্য-প্রবণতায় মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভাব-প্রবণ যুগ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানা শেষ-ভাগে খণ্ডিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরা হইতে প্রত্যাগমন ও শ্রীরাধার সহিত মিলন উহাতে পাওয়া যায় নাই ; কিন্তু বিয়োগান্ত উপসংহার সংস্কৃত সাহিত্যে নিন্দিত বলিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনেও যে মাথুর-বিরহান্তে মিলন ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। মথুরায় বড়াইর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের—

"শকতী না কর বড়ায়ি বোলেঁ। মো তোহ্মারে।
জাইতে না ফুরে মন নাম শুনী তারে ॥
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলেঁ। আর না দেখিব তারে ॥"

ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান-বাক্য দর্শনেই বোধ হয়, বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণের কথা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি আর গোকুলে ফেরেন নাই এবং পুথিও এইখানেই শেষ হইয়া থাকিবে।" এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ নাই ; কবি রস-বৈচিত্র্যের জন্য অনেক স্থলেই এইরূপ কৃত্রিম প্রত্যাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। "শকতী না কর" ইত্যাদি পদটিকেও সেইরূপ কৃত্রিম প্রত্যাখ্যান বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এত রস-বিলাসের পরে, তাঁহার মুখে 'যত দুখ দিল মোরে' ইত্যাদি উক্তি শুনিয়া না হাসিয়া পারা যায় না। ইহাকে কবি-গানের সখী-সংবাদের চাপানের ন্যায় একপ্রকার "চাপান" ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। বড়াই ইহার পরবর্ত্তী পদে যে 'উতোর' গাহিয়াছিলেন, বোধ হয়, তার পরে শ্রীকৃষ্ণের 'ভারি-ভুরি' বেশী ক্ষণ টিকে নাই। তবে নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদাবলীতে যেমন মথুরায় কংসবধাদি লীলা সবিস্তারে বর্ণিত দেখা যায়, কৃষ্ণকীর্ত্তনে সেইরূপ ছিল কি না, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাধা ও কৃষ্ণের যুগল প্রেম-লীলাই কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়, সুতরাং কবি জন্ম-খণ্ডের 'বিজয় নাম বেলাতে' ইত্যাদি একটিমাত্র পদের মধ্যে যেরূপ বাল্যলীলার নানাবিধ ঘটনা সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন, আমাদের বোধ হয়, মাথুর-লীলাও সেই ভাবেই শেষ করিয়াছেন ; সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির মাথুর-লীলার পদগুলি পাওয়া যায় নাই বলিয়া বেশী আপশোষের কারণ নাই।

থিয়েটারী-ধরণের আধুনিক যাত্রা-গান প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে কৃষ্ণ-যাত্রা প্রচলিত ছিল, উহাতে বেশীর ভাগে কৃষ্ণ, রাধা ও বৃন্দা দূতীর উক্তি-প্রত্যুক্তি গীতাবলী দ্বারাই পালা পূর্ণ করা হইত। আমাদের এখন বোধ হইতেছে, চণ্ডীদাসই এই কৃষ্ণ-যাত্রার আদি না হউন, একজন শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলীর উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াইর বেশ-ধারী ব্যক্তিদিগের মুখে স্বতন্ত্র-ভাবে গীত না হইয়া, আধুনিক রস-কীর্ত্তনের পদের মত গীত হইলে, উহাদিগের বৈশিষ্ট্য যে রক্ষা পাইত না, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। মহাপ্রভুর সময়ে নাম-কীর্ত্তনের খুব প্রাবল্য ঘটিয়া থাকিলেও, সে

সময়ে আধুনিক ধরণের রস-কীর্ত্তনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক বৃন্দাবন-লীলা অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা দ্বারাও কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলী আধুনিক রস-কীর্ত্তনের ধরণে গীত না হইয়া—গীতি-নাট্যের ধরণে প্রাচীন কৃষ্ণ-যাত্রার ন্যায় গীত হইত, আমাদের এই অনুমানই সমর্থিত হইতেছে। আজকাল দেখা যায় যে, কীর্ত্তনিয়াগণ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক নানারূপ আঁখর দ্বারা পদগুলিকে পল্লবিত ও এক একটি কথার অসংখ্য পুনরাবৃত্তি করিয়া, ১০।১৫টি পদের দ্বারাই রস-কীর্ত্তনের এক একটি পালা শেষ করিয়া থাকেন; ইহা লীলা-ধ্যানে নিমগ্ন প্রেমিক-ভক্তদিগের রুচিকর হইলেও, সাধারণ শ্রোতাদিগের পক্ষে বিরক্তি-জনক। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কোন কোন পালায় শতাধিক পদ আছে। উহার অধিকাংশ বাদ দিয়া গান করিলেও, আধুনিক ধরণে এক দিনে একটি পালা শেষ করা অসম্ভব মনে হয়। আঁখর না দিয়া ও কথাগুলির পুনরুক্তি না করিয়া যাহার যে গান, সে তাহা গাহিয়া গেলেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের গীতি-নাট্যের অভিনয় করা চলে। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, কৃষ্ণকীর্ত্তন সেই ভাবেই অভিনীত হইত। সাধারণ শ্রোতাদিগের হিতার্থে আধুনিক রস-কীর্ত্তনের ধরণের পরিবর্ত্তন ও প্রাচীন কৃষ্ণ-যাত্রার পুনঃ প্রবর্ত্তনের বোধ হয়, সময় উপস্থিত হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আজ বসন্ত বাবুর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যে কতকগুলি ত্রুটির উল্লেখ করিলাম, গ্রন্থের গুণের তুলনায় তাহা কিছুই নয়। বসন্ত বাবু আমাদিগের নিতান্ত শ্রদ্ধার পাত্র; তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য আট শতের অধিক প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া, বিশেষতঃ বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের বিলুপ্ত-প্রায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুপ্রাচীন পুথিখানা আবিষ্কার ও অপূর্ব্ব গবেষণা ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ টীকার সহিত মুদ্রিত করিয়া বাংলা সাহিত্যের যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি চির-কাল আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র থাকিবেন। প্রাচীন কোন বাংলা গ্রন্থের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বিলাতে এইরূপ একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, উহা লইয়া একটা হৈ-চৈ পড়িয়া যাইত; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এত দিনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্বন্ধে কোন একটা আলোচনাও দেখিতে পাইলাম না। যাঁহারা প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে অনুরাগী —তাঁহাদের পক্ষে নানা কারণেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ন্যায় গভীর-ভাবে আলোচনার সামগ্রী আর নাই। সুতরাং যাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সুপ্রাচীনতা-জনিত নূতনতায় বিরক্ত না হইয়া, বসন্ত বাবুর উৎকৃষ্ট টীকা ও শব্দ-সূচীর সাহায্যে উহার মধ্যে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা নানারূপ নূতন তত্ত্ব-লাভের সঙ্গে সঙ্গে একখানা অপূর্ব্ব কাব্যের রসাস্বাদন করিয়া সকল পরিশ্রম সফল বোধ করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

"চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য

পরমশ্রদ্ধাস্পদ সুরসিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" শীর্ষক সমালোচনা দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। আজকাল এরূপ সমালোচনা দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ যে সকল বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার বিবরণ করিয়া এবং টীকার কএক স্থলে ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বস্তুতই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' যোগ্যতর ব্যক্তির সম্পাদকত্তায় প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু তাহা হয় নাই। আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের উপর কতকটা অত্যধিক বিশ্বাস-বশে এবং কতকটা অভিনন্দিত করিবার অভিপ্রায়ে পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় উহার সম্পাদন-ভার আমাদেরই হাতে অর্পণ করেন। কার্য্যের গুরুত্ব বোধের অভাবে এবং চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর সহিত স্বীয় নাম জড়িত দেখিবার প্রলোভনে আমরাও তখন উহাতে সম্মত হই। এ ক্ষেত্রে যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে ; তাহাও আবার খণ্ডিত। পুঁথির লেখা ও ভাষা সুপ্রাচীন। গ্রন্থমধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা প্রচলিত কোন সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালা অভিধানে পাওয়া যায় না। কাজেই যথাযথ পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছি এবং টীকাটি নির্ভুল হইয়াছে, এ কথা মোটেই মনে করি না। তবে শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর সহিত সর্ব্বত্র একমত হইতে পারিয়াছি, তাহাও নহে।

ণ-কারের প্রয়োগ-বাহুল্য— প্রাকৃত ভাষায় ন, য ও শ-ষ স্থানে যথাক্রমে ণ[1], জ[2] ও স[3] এবং কোন কোন প্রাকৃতে জ, ণ ও ষ-স স্থানে যথাক্রমে য[4], ন[5] ও শকারের[6] উচ্চারণ হইত। ইহা অস্বীকার করিলে প্রাকৃত ব্যাকরণের বহু সূত্রই অর্থ-শূন্য হইয়া পড়ে। কঠিন ও সহজ শব্দ ঊর্দ্ধ, অধঃ ; আলো, আন্ধার প্রভৃতির ন্যায় আপেক্ষিক সংজ্ঞা মাত্র। দেশ-ভেদে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-বৈচিত্র্য প্রসিদ্ধ এবং অনুরূপ ক্রিয়াও স্বাভাবিক। এক সময়ে এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা উচ্চারণ করা কঠিন, সময়ান্তরে তাহারই পক্ষে তাহা উচ্চারণ করা সহজ হইতে পারে। এক ব্যক্তির পক্ষে যে শব্দ উচ্চারণ করা দুঃসাধ্য, অপরের পক্ষে সেই

১ প্রা° প্র° ২।৫২ ; হে° চ° ৮।১।২৮-২৯ ; প্রা° স° ২।৪১

২ প্রা° প্র° ২।৩১ ; হে° চ° ৮।১।২৪৫ ; প্রা° স° ২।৩০

৩ প্রা° প্র° ২।৫৩ ; হে° চ° ৮।১।২৬০, ৮।৪।৩০৯ ; প্রা° স° ২।৪৪, ১৯।৩

৪ প্রা° প্র° ১১।৪ ; হে° চ° ৮।৪।২৯২

৫ প্রা° প্র° ১০।৫ ; হে° চ° ৮।৪।৩০৬ ; প্রা° স° ১৯।৪

৬ প্রা° প্র° ১১।৩ ; প্রা° ল° ৩।৩৯ ; হে° চ° ৮।৪।২৮৮

শব্দ উচ্চারণ করা সুসাধ্য দেখা যায়। অপভ্রংশ ভাষার অন্যতম লক্ষণ উহা 'শৌরসেনীবৎ'।[1] মরাঠী, গুজরাটী ও ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষাতে ন-কারের স্থলে ণ-কারের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সতীশ বাবু ণ-কারাদি ও ন-কারাদি শব্দের সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন। অনাদিস্থিত ণ-কারের প্রয়োগ লক্ষ্য করিলে হয় ত তাঁহার অভিপ্রায় অন্যরূপ হইত। বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রায় সর্ব্বত্র ণ-কার স্থলে ন-কারের প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও সেইরূপ আশা করা যায় না এবং তাহার কারণও যথেষ্ট আছে। পরিবর্ত্তনের যুগে কতকগুলি ন-কারাদি শব্দ কখন ন-কারাদি, কখন ণ-কারাদি-রূপেও উচ্চারিত হইতে পারে। অপর, পূর্ব্বে সংস্কৃতজ্ঞ লিপিকারগণও শব্দের বর্ণ-বিন্যাসাদি বিষয়ে অসতর্ক ছিলেন, এই অজুহাতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর লিপিকারকে সরাসরী ভাবে স্বেচ্ছাচারী সাব্যস্ত করা সমীচীন কি ? চণ্ডীদাসের সময়ে পশ্চিম-বঙ্গের এক প্রান্তে ণ-কারের উচ্চারণ থাকিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। পক্ষান্তরে উচ্চারণের অভাব কল্পনা করিলেও ণ-কারের এই প্রয়োগ-বাহুল্য শৌরসেনীর প্রভাব সূচনা করিতেছে, বলায় বাধে না।

আগুছিয়া—আগু-আসিয়া=আগু'সিয়া হইতে আগুছিয়া হওয়া অধিক সম্ভব। পশ্চিমরাঢ়ে আগু শব্দ এখনও চলে। প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'আগু পাছু' বিরল নহে। 'আগুসরি'ও পাওয়া যায়, যথা—

'আগুসরি যুদ্ধে এবে রাম রঘুপতি।
দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী ॥'—কৃত্তিবাসী লঙ্কা°।

টেটন—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ও পুরুষোত্তম গজপতিকৃত দীপিকাচ্ছন্দ হইতে উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে (পৃঃ ৪৭৬)। মাধব কন্দলির অযোধ্যাকাণ্ডে টেণ্টন, শঙ্কর দেবের উত্তরাকাণ্ডে তেণ্টন। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশে টেটোন। প্রা° 'টেণ্টা', কর্পূরমঞ্জরী, দেশী-নামমালা ৪।৩ ; অর্থ—জুআর আড্ডায় দুর্দ্ধর্ষ ; ইহা হইতেই ধূর্ত্ত, শঠ প্রভৃতি অর্থ আসিয়া থাকিবে।

সকাল—উভয় বঙ্গেই সত্বর অর্থে সকাল শব্দ প্রচলিত। সুবেলা হইতে যেমন হি° সবেরা, সুকাল হইতে তেমন বা° সকাল, হি° সকার (বিনয় পত্রিকা), ম° সকাড়। পূর্ব্বাহ্ন অনেক কাজের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া উহা সুকাল। সকাল ও সাঁকাল শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৫২, ৫৯৯)।

তড়পথে—হি°, ম°, গু° প্রভৃতি ভাষায় 'তড়' শব্দ প্রচলিত। তড়পথে ও তড়াত শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৬৫, ৬০৮)।

জুড়ল—আরম্ভ অর্থে √জুড়া'র প্রয়োগ বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

বিচারিআঁ—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ও মাধব কন্দলির কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইতে উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে (পৃ° ৬২০-২১)।

---

১ হে° চ° ৮।৩।৩০৩

বাঁহিক—বাঁহক শব্দের প্রাং 'ব্যাভাঙ্গী' টীকায় বলা হইয়াছে (পৃ: ৫৬৫)। পশ্চিম-রাঢ়ে 'বাঁক' শব্দ অপ্রচলিত নহে।

(১) **কলি**—H. H. Wilsonকৃত Sanskrit-English Dictionary, Sir M. Monier Williams প্রণীত S.-E. Dictionary এবং V. S. Apteএর সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানে কলি অর্থে 'a hero'; শব্দকল্পদ্রুমে 'শূর'; বিশ্বকোষে 'কলতে স্পর্দ্ধতে, শূর, বীর' পাওয়া যায়। 'মোএঁ গদা হাথে ধরেঁ। আজি দাপ চুর করেঁ।' এবং 'আহ্মা শিশু না দেখিহ' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে কলি শব্দের 'শূর' অর্থই সঙ্গত মনে হয়। 'সাকল্যে' এবং 'নিশ্চিত' শব্দের মধ্যে অর্থগত সাম্য কতটুকু অথবা আদৌ আছে কি না, সে বিষয়েই সন্দেহ।

(২) **কলি** ও (৩) **কৈলী**—সতীশ বাবুর অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু বীরভূম অঞ্চলে 'কৈল্' শব্দের ব্যবহার আছে বলিয়া আমাদের স্মরণ হয় না।

(৪) **কোল**—পূর্ব্ববঙ্গের নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত 'কৈল্' এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ ব্যবহৃত 'কোল' শব্দ এক বলা যায় না। 'তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহাঞিঁর কোলে বসী' (পৃ° ৩৩৪); এখানে কোল শব্দের কি অর্থ হইবে?

(৯) **চলি ভৈল**—মৌলিক অর্থ 'চলিত হইল বা গত হইল', সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তমান idiomএ 'গমন করিল অথবা যাইতে উদ্যত হইল', হইবে না কেন? প্রাচীন পুঁথি হইতে আরও দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

কন্যার নিকট হোন্তে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
চলি ভেলা সখীবর পরম নৈরাশ॥
—দৌলত উজীর-রচিত 'লায়লি-মজনু'।

চলি ভেল সখীবর ত্বরিত গমনে।
মানাইমু কিরূপে ভাবএ মনে মনে॥— ঐ।

(১৪) **হার মঞ্জরী**—Wilson-কৃত S.-E. Dictionary এবং Apteএর অভিধানে মঞ্জরী অর্থে 'a large pearl'; শব্দকল্পদ্রুম, বাচস্পত্য ও বিশ্বকোষে 'মুক্তা'।

(১৬) **মাগু কিল**—'মাগু' শব্দটি প্রাচীন সাহিত্যেই পাওয়া যায়। অবশ্য উত্তরবঙ্গে 'মাউগ' এবং বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে 'মাগ' শব্দ প্রচলিত। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মাতৃবাচক পালি মা তু গা ম হইতে বাঙ্গালা 'মাগু' শব্দের উৎপত্তি অনুমান করেন। 'মাগু কিল' অর্থে স্ত্রীর প্রযুক্ত কিল বা তাহার অনুরূপ প্রহার। স্ত্রী কর্ত্তৃক প্রহৃত হওয়া স্বামীর পক্ষে মরণ অপেক্ষা অধিক, আরও কষ্ট—উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করা যায় না। আমরা 'মেগের কিল গোড়ারি খেতে' শুনিয়াছি।

(১৭) **লাগে**—√লাগা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'হেন বুঝেঁ। তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে

মাথে' বাক্যে 'লাগে' শব্দের 'জোড়া লাগে' অর্থ কেন হইবে না, বুঝিলাম না। 'যুক্ত হয়' হইতে 'জোড়া লাগে' অর্থও আসিতে পারে। অন্যত্র অন্য অর্থ হইবার আপত্তি কি? সতীশ বাবু বোধ হয়, উদ্ধৃত বাক্যটির 'তোমার মাথা কাটিলে (তবে) উপযুক্ত হয়, এইরূপ বিবেচনা করি' অর্থ করিতে চান।

মাথার ফল—বলা বাহুল্য, মর্ম্মার্থই লিখিত হইয়াছে। সোজাসুজি অর্থ করিতে পারিলে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অর্থ করিবার প্রয়োজনাভাব।

(২০) **ভাঁগি জুলি ও ছিঁগু জুলি**—পুঁথি দেখিলাম, 'জুলি'ই আছে। লিপিকারের ভুল হইলেও যখন আমাদের চোখে পড়ে নাই, তখন ক্রটি আমাদেরই। সতীশ বাবুর ধৃত পাঠই ঠিক। 'জুনী'ও 'জনী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৬১, ৫৮৬)।

(২১) **কপোলগণ**—আমাদেরই অনবধানতাবশতঃ পাঠ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 'কপোল গল'ই হইবে।

(২২) **দশন রসনে**—লিপিকার-প্রমাদ, র'র পেট কাটা স্পষ্ট। 'দশন বসনে' পাঠই সঙ্গত। বাৎস্যায়নের কাম-সূত্রে না থাকিতে পারে, কিন্তু 'রসনা-দংশন' একটা অশ্রুত-পূর্ব্ব ব্যাপার নহে। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার বাড়ীপড়ার গল্পটি মনে আসিল।

(২৩) **অথাধিভবতো**—লিপিকার-প্রমাদ হইতে পারে। পুঁথিতে কিন্তু 'অথাধিভবতো'ই আছে।

(২৪) **রাধিকাং**—এখানেও পুঁথিতে ঐরূপই আছে।

(২৫) **পাণি ফুটি**—গুড় প্রস্তুত করিবার কালে আগুনের তাপে রস ঘন হইয়া, উহাতে এক প্রকার আবর্ত্তের উদ্ভব হয়, তাহাকে পশ্চিম-রাঢ়ে 'গুড় ফুইট' বলে। প্রবল বন্যার সময় নদী-জলে যে আবর্ত্ত দেখা যায়, তাহাকেও 'বানের ফুইট' বলে। আধ-নৌকা জলের 'জলটুকু' অর্থও সংলগ্ন হয় না। শ্যামদাসের মীনচেতন—

পানি ফুটি থাকিতে যে নৌকা খেলে জলে।
যুজন কাণ্ডারি হৈলে কি করে উথালে॥

এখানে 'পানি ফুটি'র 'জলটুকু' অর্থ হয় কি?

(২৬) **গোসাঞি**—শব্দ-সূচীতে একটা অর্থই দেওয়া হইয়াছে। 'প্রভু' হইতে ভগবান্ অর্থ করা সহজ। রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চলে সূর্য্য অর্থে গোসাঞি শব্দের ব্যবহার আছে। 'গোসাঞি সোঁঅরি' ইত্যাদি বাক্যের সূর্য্যকে স্মরণ করিয়া অর্থাৎ (অ)বেলা লক্ষ্য করিয়া ইত্যাদি অর্থ করা যাইতে পারে।

(২৭) **গহন**—'গহন', 'গবন', 'গন' প্রভৃতি শব্দের মূল 'গমন' হইতে পারে। নিম্নে কএকটি উদাহরণ সঙ্কলিত হইল।

অবণাগবণে কাহ্ন বিমন ভইঈলা।—চর্য্যা°, ৭।৪

হনুমান বলে রাম কমললোচন।
তোমার কৃপায় আমার এক দণ্ডের গন ॥—কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথি
এমন জানিলে জাইতাঙ অন্ত গনে।
না জানিঞা এই পথে আইলাঙ গোপীগনে ॥
—বৃন্দেশ কবি-রচিত নৌকাখণ্ডের পুঁথি
রাজপুর যাব আমি ভিক্ষার কারণ।
অনাহুত নহি আমি বলে দেহ গন্ ॥—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল

প্রাচ্য হিন্দীতে গমনার্থ 'গবন' শব্দের প্রয়োগ অবিরল। মৈথিল ভাষায় 'গওনা' বা 'গবনা' অর্থে দ্বিরাগমন। এখানে পথ অর্থ ই সংলগ্ন।

(৩০) **অবতার-গণনায় পারম্পর্য্য লইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর সহিত পুরাণের বিরোধ**—সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি অনন্ত হইতে পারে। কিন্তু 'প্রত্যেক প্রলয়ের পরেই আবার অবিকল পূর্ব্বক্রমানুসারে সৃষ্টি-ক্রিয়া ও অবতারাদির উৎপত্তি চলিতে থাকে', এই মত কি সর্ব্ববাদিসম্মত? উহার অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেক কথাই শুনা যায়। সুতরাং সে সকলের আলোচনা ও সমাধান এখানে একপ্রকার অসম্ভব।

(৩৩) **আহ্মেত**—'তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞি আহ্মেত মাউলানী' (পৃ° ৭২, ৭৭), এখানে আহ্মেত'র ত কি সংস্কৃত অব্যয় তু'র অর্থ প্রকাশ করে?

পদাবলীর ভাষা—প্রাচীন বাঙ্গালা পদাবলীর ভাষা তৎকালপ্রচলিত ভাষা ভিন্ন কি হইতে পারে? গোবিন্দদাস-প্রমুখ মাত্র কএক জন পদকর্ত্তার ভাষা বিদ্যাপতির অনুকরণ। সমগ্র পদ-সাহিত্যের ভাষা তাহা নহে। সতীশ বাবুও বোধ হয়, তাহাই বলেন। আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিতে গেলে, বাঙ্গালা পদ-সাহিত্য একটি প্রকাণ্ড মহীরুহ, আর গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী উহার অঙ্গে সজাতীয় 'পরগাছা'। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস, পদাবলীর ভাষা তথা-কথিত ব্রজবুলি অথবা ঐরূপ একটা কিছু। স্বর্গীয় ভদ্র মহাশয় মহাজন-পদাবলী-সংগ্রহ পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"কবিদ্বয় * ব্রজলীলা বর্ণন করিয়াছেন। হিন্দী সে দেশের ভাষা, সুতরাং কবিতাকে প্রাকৃতিক করিবার জন্য ব্রজবোলী (হিন্দী) ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেক বৈষ্ণব গ্রন্থ-প্রণেতাই এ প্রয়াস পাইয়াছেন।" (পৃ° ২৭) কাব্যবিশারদ-সম্পাদিত বিদ্যাপতির উপক্রমণিকায় লিখিত হইয়াছে,—"বৃন্দাবন বা ব্রজের ভাষা স্বতন্ত্র, হিন্দীর ধাতু শব্দাদিও অন্যরূপ। ব্রজবুলি মৈথিলীরই নামান্তর।" (পৃ° ৺৹) ইহা হইতেও অনুমান করা যায়, পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে দেশের লোকের ধারণা কিরূপ।

চণ্ডীদাসের ভাষার রূপান্তর—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর পুথি খণ্ডিত, ২২।২৩ খানা পাতা নাই। শেষের দিকেও খানিকটা নাই। ঐ অংশেও চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের ২।৪টা ছিল না, নিঃসংশয়ে বলা যায় না; হয় ত ছিল। 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' ইত্যাদি পদ চণ্ডীদাসের ভাষার পরিবর্ত্তন দেখাইতে যথেষ্ট নহে কি? ভাত সুসিদ্ধ হইল

কি না, জানিতে হইলে, এক হাঁড়ী ভাতের ২।১টা টিপিয়াই ত বুঝা যায়। যাহা হউক, আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

এক নিঃশ্বাসে আমাদের বক্তব্য শেষ করিতে হইল। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, সতীশ বাবুর কৃত শব্দার্থ ও ব্যাখ্যাদির কতক আমরা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, কিছু করি নাই বা করিতে পারি নাই। কএক স্থলে সন্দেহ জন্মিয়াছে। বাকী সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে হইয়াছে। সতীশ বাবু অনালোচিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া এবং কতিপয় ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীবসন্ত রায়

* বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

ভ্রম-সংশোধন—পঞ্চবিংশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার "প্রতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তজার আবির্ভাবকাল" নামক প্রবন্ধের ৯৪ পৃষ্ঠার নবম ছত্রে "১১৪৬ হিজরী" স্থলে "১০৪৬ হিজরী" হইবে এবং ৯৩ পৃষ্ঠার ২২শ ছত্রে "Bibliothica Indica." স্থলে "Bibliotheca Indica." হইবে। এই ভ্রম প্রদর্শন জন্য প্রবন্ধ-লেখক আমাদের ধন্যবাদভাজন।

পত্রিকাধ্যক্ষ।

চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণের পরিশিষ্ট

শাখা-পরিষদের কার্য্য-বিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—বরিশাল-শাখা

ষষ্ঠ বর্ষের কার্য্যবিবরণ

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, বি এল—সভাপতি
„ দেবকুমার রায় চৌধুরী——সম্পাদক

এই শাখার বৎসর শ্রাবণ মাসে আরম্ভ হইত। মূল-পরিষদের ব্যবস্থানুসারে বৈশাখ মাসে বৎসরারম্ভের নিয়ম হওয়ায় এবং ১৩২৩ সালের অধিবেশন-সংখ্যার অল্পতাবশতঃ এইরূপ অবধারিত হয় যে, ১৩২৩ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩২৪ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত ষষ্ঠ বর্ষ গণ্য হইবে। তদনুসারে এই বৎসরে সপ্তম বর্ষ আরম্ভ হইল।

এই বৎসর মোট ১২টি অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুত পরেশচরণ চট্টোপাধ্যায় বি ই মহাশয়-লিখিত "আত্মানুভূতি" ১ম ও ২য় অংশ, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন বি এ মহাশয়-লিখিত "বিভক্তির প্রকৃতি", "সাহিত্যিক যৎকিঞ্চিৎ" ১ম ও ২য় অংশ, "সাহিত্যে অস্পষ্টতা", "বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ব", শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, বি এল মহাশয়-লিখিত "নৃত্যকলা", শ্রীযুক্ত শশিকান্ত সেন বি এ-লিখিত "চীন ও প্রাচ্য এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার", শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম এ, বি এল-লিখিত "বঙ্গ-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত" ও "কাব্য সমালোচনায় আমিত্ব", শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহা বি এল-লিখিত "কালগণনা" প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। এই শাখা-পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের রায় বাহাদুর উপাধি ও শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রায়সাহেব উপাধি লাভে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

এ বৎসর চারি জন ছাত্র-সভ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। আশা করি, তাঁহাদের দ্বারা পরিষদের অনেক কাজ হইবে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক ছাত্র-সভ্য পাওয়া যাইবে।

গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে এ বৎসর কিছুই আদায় হয় নাই। এই দুঃসময়ে সে জন্য চেষ্টাও করা হয় নাই।

শ্রীপরেশনাথ সেন
সহযোগী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—ত্রিপুরা-শাখা

৬ষ্ঠ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

আলোচ্য বর্ষে দুইটি অধিবেশন হয়। ইহাতে এই দুইটি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছে,—

১। ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্য—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস বিদ্যার্ণব।

২। প্রাচীন কবি ভবানীদাস ও নরপতি জয়চন্দ্র—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত।

গত বৎসর সভ্যসংখ্যা ১০৪ ছিল। বর্ত্তমান বর্ষের তিন জন নূতন সদস্য লইয়া মোট সদস্য-সংখ্যা ১০৭ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৺গঙ্গাকান্ত চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমন করাতে পরিষৎ একজন শিক্ষানুরাগী সদস্য হারাইয়াছেন। উপস্থিত সভ্য-সংখ্যা ১০৬। আলোচ্য বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইয়াছেন;—

মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর—	সভাপতি
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	সহকারী সভাপতি
„ দ্বিজদাস দত্ত	সহকারী সভাপতি
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়	সম্পাদক
শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত	সহকারী সম্পাদক
„ উপেন্দ্রচন্দ্র রাহা	সহকারী সম্পাদক
„ বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত	সহকারী সম্পাদক

এতদ্ব্যতীত ৫ জন সদস্যকে লইয়া পুথি সংগ্রহের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এ বৎসর ১০ খানা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ষ-শেষে পুস্তক-সংখ্যা মোট—৯৫।

প্রস্তর-মূর্ত্তি

বর্ত্তমান বর্ষে একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা একটি অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি।

পিত্তল-মূর্ত্তি

এ বৎসর একটি পিত্তল-নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি দেখিতে বড়ই সুন্দর ও কারুকার্য্য-খচিত। হস্তিপৃষ্ঠে সিংহ এই মূর্ত্তির বাহন। মূর্ত্তির পশ্চাতে টাকা আকারের দুইটি বৃত্তমধ্যে কিছু লেখা আছে, কিন্তু তাহা এত অস্পষ্ট যে, কখনও পড়া যাইবে কি না, সন্দেহ। মূর্ত্তিটি ঢাকা মিউজিয়ামে পাঠান গিয়াছে।

অধিকাংশ টাকাই বার্ষিক অধিবেশনের সময় আদায় হয়। এ জন্য আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব দেওয়া গেল না।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—ভাগলপুর-শাখা

১৩২৪ সালের কার্য্য-বিবরণ

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষৎ একাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পুস্তকাগার সম্পর্কে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই স্থানে বিবৃত করা উচিত মনে করি। শাখা-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত পুস্তক "দেবদাসের" আয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে তাঁহার বিবেচনা-মত আয়ের সমস্ত বা কোন অংশ অত্রস্থ শাখা-পরিষৎ ও তৎসংশ্লিষ্ট পুস্তকালয়ের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। গত বৎসর এই টাকা হইতে কিছু পুস্তক ও মাসিকপত্রাদি খরিদ করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে মাত্র তিনটি মাসিক অধিবেশন হয় ;—

	লেখক	বিষয়
১।	শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র এম এ	বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণ
২।	„ মেঘেন্দ্রলাল রায় বি এ	সাহজাহান
৩।	„ গিরিজাভূষণ মিত্র এম এ	কবি প্রমথনাথ ও তদানীন্তন নাট্যমঞ্চ

৺সারদাচরণ মিত্র এবং ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যুতে শোক-সভা হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ এখনো ভাগলপুর ইন্‌ষ্টিটিউটের আশ্রয়ে রহিয়াছে। স্বতন্ত্র গৃহ-নির্ম্মাণের কোন ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে ১৫০৲ টাকা মাত্র জমা আছে।

পরিশেষে আমরা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষগণকে ও শাখা-পরিষদের অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—মীরাট-শাখা

তৃতীয় বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ

বিগত ২৫শে নভেম্বর মীরাটস্থ শ্রীশ্রী৺দুর্গাদেবীর মন্দির-বাটীতে মীরাট শাখা-পরিষদের ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এ মহাশয় সভাপতির আসন

গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ তৃতীয় বর্ষের জন্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এ — সভাপতি।

" গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ
" হরিচরণ মুখোপাধ্যায় এম এ
" নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এফ আর এস এল, (লণ্ডন)
} সহকারী সভাপতি।

" অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যারত্ন, সাহিত্যভূষণ, তত্ত্বনিধি—সম্পাদক

" কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বি এ
" নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় এম এসসি, এল এল বি
" সারদারঞ্জন দত্ত গুপ্ত বিদ্যারত্ন, বি এ
" নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ
} সহকারী সম্পাদক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। উক্ত অভিভাষণে মীরাটের পুরাতত্ত্ববিষয়ক অনেক সারগর্ভ কথার অবতারণা করেন। মীরাট নামের উৎপত্তি, প্রাচীন কালে মুসলমান-রাজত্বের সময় মীরাটের ইতিবৃত্ত, মিরাটবাসীদিগের আচার-ব্যবহার, মুসলমানদিগের পুরাতন মস্‌জিদ (মকবারা) ও হিন্দুদিগের প্রাচীন দেবমন্দির ও মীরাটের পার্শ্ববর্ত্তী হস্তিনাপুর, পরীক্ষিৎগড় প্রভৃতি স্থানসমূহের পুরাকাহিনী, প্রবাসী বাঙ্গালীর পুরাকীর্ত্তি, "সারধানার" সমরু-বেগমের গির্জ্জা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করেন। তিনি উক্ত অভিভাষণে মীরাট ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের প্রাণি-বৃত্তান্তেরও আলোচনা করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে মীরাট-শাখা-পরিষদের বিগত সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল,—

প্রথম অধিবেশন, ২৫শে নভেম্বর, ১৯১৭।

১। "মহামান্য ভারতসচিব মিঃ মণ্টাগো সাহেবের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে" (কবিতা)। লেখক—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়।

২। "বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও গঠন"—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮।

১। "ভগবানের ব্রজবিলাস" কবিতা,—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়।

২। "আমাদের অবনতির কারণ"—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়।

তৃতীয় অধিবেশন, ৩রা মার্চ্চ, ১৯১৮।

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে তিনি শাখা-পরিষদের সহকারী সভাপতি অধ্যাপক ৺হরিচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের অকালে পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিভাবিনোদ মহাশয় "অধ্যাপক ৺হরিচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তৎপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এফ্ আর এস্ এল (লণ্ডন) মহাশয় "৺হরিচরণ মুখোপাধ্যায়" শীর্ষক একটি আলোচনাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে প্রথমতঃ ৺হরিচরণ বাবুর বাল্যজীবন, বংশ-পরিচয়, ছাত্রজীবনের পরিচয় প্রদান করিয়া মীরাট কলেজে তাঁহার অধ্যাপনা-কার্য্যের বিশেষ বিবরণ প্রদান করেন। অতঃপর অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার কন্যা সুলেখিকা শ্রীমতী বীণাপাণি রায়-রচিত "মহাপ্রয়াণ" শীর্ষক কবিতা দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করেন। তৎপরে মীরাট কলেজের বি এস্ সি শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত টি, এন মাথুর "A tribute to Genius" শীর্ষক একটি ইংরাজী কবিতা পাঠ করিয়া অধ্যাপক হরিচরণ বাবুর মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করেন। অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে—

১। মৃত মহাত্মার আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হউক।

২। মূল-পরিষৎকে অধ্যাপক ৺হরিচরণ বাবুর অকাল-মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করা হউক।

প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত ও গৃহীত হইল।

৪র্থ অধিবেশন, ২৪শে মার্চ্চ, ১৯১৮

আলোচ্য বিষয়—"সৃষ্টি-রহস্য"—শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন দত্ত গুপ্ত।

"প্রতাপের মৃত্যু-শয্যা" কবিতা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীললিতমোহন রায়
সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—গৌহাটী-শাখা

১৩২৪ সালের কার্য্য-বিবরণ

৮ম বার্ষিক, ৫ম-অধিবেশন, ২১শে আষাঢ়, ১৩২৪।—উচ্চশিক্ষায় কি ভাবে বঙ্গভাষা প্রচলিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক আলোচনা।

৮ম বার্ষিক, ১ম বিশেষ অধিবেশন, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩২৪।—"বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা—বক্তা—বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৮ম বার্ষিক, ৮ম অধিবেশন, ১লা ভাদ্র, ১৩২৪।—১। প্রবন্ধ—"অণু ও পরমাণু" (২য় প্রস্তাব), লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। ২। প্রবন্ধ—"উপনিষদে উপাসনাতত্ত্ব", লেখক—শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

৯ম বার্ষিক, ১ম অধিবেশন, ২৯শে ভাদ্র, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"কামাখ্যামন্দির", লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী ই, এ, সি। ২। প্রবন্ধ—"আলোয়ালের পদ্মাবতী", লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

৯ম বার্ষিক, ২য় অধিবেশন, ২০শে আশ্বিন, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"তন্ত্রে অদ্বৈতবাদ", লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২। "পঞ্জিকা-গণনা", লেখক—শ্রীযুক্ত সিদ্ধিনাথ শর্ম্মা বি এস্ সি। ৩। "ঋগ্বেদে সোম ও চন্দ্র", লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

১ম বিশেষ অধিবেশন, ৩১শে আশ্বিন, ১৩২৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ, এম্ এ মহাশয়ের শ্রীহট্ট গমনোপলক্ষে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান। এই সভায় "বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তনের উপায়" শীর্ষক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য 'বনমালী রৌপ্যপদক' ঘোষণা করা হয়।

৯ম বার্ষিক, ৩য় অধিবেশন, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"অণু ও পরমাণু" (৩য় প্রস্তাব), লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

৯ম বার্ষিক, ৪র্থ অধিবেশন, ৭ই পৌষ, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"বৈদিক কল্পবাদ", লেখক—শ্রীসারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি টি (সম্পাদক)। ২। প্রবন্ধ—"ভবানীদাসের রাধা-বিলাস", লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ। ৩। প্রবন্ধ—"স্বপ্ন ও জাগরণ", লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এ।

২য় বিশেষ অধিবেশন, ২৩শে পৌষ, ১৩২৪। "The Industrial Possibilities of Assam",—A lecture by Rai Saheb Aghore Nath Adhikari, Superintendent, Silchar Training School.

৯ম বার্ষিক, ৫ম অধিবেশন, ২৫শে ফাল্গুন, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"আউনাগা" (প্রথমাংশ), লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এল্ এম্ এস্। ২। প্রবন্ধ—"ইংরেজ-রাজত্বের প্রাক্কালে আমাদের শিক্ষা ও বাণিজ্য," লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩। প্রদর্শন—"কামরূপে এনামেলের কাজ," প্রদর্শক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক)।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন, ৫ই চৈত্র, ১৩২৪। মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা।

৬ষ্ঠ অধিবেশন, ৭ই বৈশাখ, ১৩২৫। ১। প্রবন্ধ—"ঔরঙ্গজেবের পত্র", লেখক—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সান্যাল। ২। প্রবন্ধ—"আউনাগা" (শেষাংশ)—লেখক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শ্রীসারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—চট্টগ্রাম-শাখা

১৩২৪ বঙ্গাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে বাঙ্গালী পল্টন, গরীবের খাদ্য, পরিষৎ-প্রসঙ্গ বা খাঁটী কথা, আয়ুর্ব্বেদে বৈজ্ঞানিক আদর্শ, সংক্রামক ব্যাধি, সাতকানিয়ার সাহিত্যিকের সাভিমান স্মৃতি, কামনা, দুঃখবন্ধু শীর্ষক প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইয়াছে এবং পঠিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনাও হইয়াছে। এই বৎসরে পরিষদের সাতটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ কে, সি, দে মহোদয়ের উদ্যোগে স্থানীয় সাহিত্য-পরিষৎ লাট সাহেব বাহাদুরকে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরিষদের হিতকামী সদস্য শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত কবিরঞ্জন মহাশয় উক্ত অভিনন্দন-পত্রের রৌপ্যাধারের ব্যয় স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন। প্রবীণ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে এবং বিজয়কৃষ্ণ সাহিত্যশাস্ত্রীর অকাল-বিয়োগে পরিষদের সদস্যগণ শোকপ্রকাশ প্রস্তাব পরিগ্রহণ করিয়াছেন। পরিষৎ মন্দিরে রায় শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই বাহাদুরের প্রতিকৃতির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মহাকবি নবীনচন্দ্রের স্মৃতি-সভার যথারীতি অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে পরিষদের সদস্যগণ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

চট্টলের স্থানে স্থানে পল্লী-পরিষৎ, পুস্তকাগার ও সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইতেছি। ফটিকছড়ী সাহিত্য-সভায় পরিষৎ-সভাপতি শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়কে এবং মধুরখিল সাহিত্য-সভায় এই অযোগ্য সম্পাদককে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করায় স্থানীয় পরিষদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। পল্লী-সাহিত্য-সভার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সংযোগ স্থাপনের আবশ্যকতা প্রমাণিত হইয়াছে।

সাতকানিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-গৃহে চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ খাস্তগির এম্ এ, বি এল মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং উৎসাহী উকীল শ্রীযুক্ত জগবন্ধু চৌধুরী মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের সভাপতি—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্। সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মিত্র এম্ এ। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ খাস্তগির এম্ এ, বি এল্। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রমোদাকুমার বিশ্বাস পি এইচ ডি।

শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—নদীয়া-শাখা

১৩২৪ বঙ্গাব্দ

পৃষ্ঠপোষক—মিঃ এস্, সি, মুখার্জ্জি, আই সি এস, ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্, নদীয়া। মিঃ আর, এন, গিলক্রষ্ট, এম্ এ, প্রিন্সিপাল, কৃষ্ণনগর কলেজ। সভাপতি—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর। সহকারী সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বি এ, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যকণ্ঠ। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। সহকারী সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, বি ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার। ধনাধ্যক্ষ—জমীদার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান বর্ষে ১৯২ জন ব্যক্তি পরিষদের সাধারণ সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ১১টি মাসিক অধিবেশন, তিনটি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন এবং ৩টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

১ম বিশেষ অধিবেশন, ১৬ই বৈশাখ। আলোচ্য বিষয়—৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম এ, বি এল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

১৭ই বৈশাখ, ১ম মাসিক অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। "১৩২৩ সালের কার্য্যবিবরণী এবং হিসাবাদি প্রকাশ"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ২। "ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের উপদেশপূর্ণ পত্র-পাঠ।"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ৩। "নববর্ষ"—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত বি ই। ৪। "প্রাচীন ও মধ্য যুগের আদর্শ নগর"—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। "পরিষৎ-শাখার নিয়মাবলী প্রকাশ"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ২। "একটি মকদ্দমার রায়—চলতি ভাষা বনাম সাধুভাষা"— শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন। ৩। "জগৎ-জ্ঞান"—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, বিশেষ অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যবি এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের রাজকীয় কার্য্যে লাহোর গমন উপলক্ষে ১। "বিদায় কবিতা"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ২। "বিদায় প্রবন্ধ"—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি এ। ৩। "বিদায় কবিতা"—(সংস্কৃত) শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ শাস্ত্রী। ৪। সঙ্গীত"—"শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি ই।

২৯শে আষাঢ়, তৃতীয় অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ৺হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ। ২। "শোকোচ্ছ্বাস কবিতা"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন।

২৫শে শ্রাবণ, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। "প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে

জনশিক্ষা”—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার বি এ। ২। “আয়ুর্ব্বেদ :পতন”—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ শাস্ত্রী। ৩। “বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের আলোচনা”—শ্রীললিতমোহন ইন্দ্র বি এল্।

২৯শে ভাদ্র, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত গুপ্ত এম এ মহাশয়ের ইংরেজিতে লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ—“ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যনিবাস”—শ্রীপ্রফুল্ল-কুমার সরকার বি এ ও শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। ২। “মুসলমান আমলে ভারতে সভ্যতা”—মৌলবী শ্রীআকবরুদ্দীন বি এ।

২৩শে আশ্বিন, বিশেষ অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। সাহিত্যাচার্য্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ—প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন। ২। বক্তৃতা—রায় শ্রীবিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর। অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। ৩। শোকসন্তপ্ত শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকট শোকলিপি প্রেরণ করা হয়।

উক্ত তারিখ ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হয়। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে আই সি এস, ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়—১। “নদীয়ার উটজ শিল্প”—শ্রীমান্ শিবচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার বি এ ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সরকার বি এ দ্বারা লিখিত। ২। “বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের বঙ্গীয় সভ্যতা”—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি ই।

২৯শে অগ্রহায়ণ, অষ্টম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। “বঙ্গসাহিত্য ও মুসলমান”—মৌলবী শ্রীআজিজুল হক বি এল্।

২৯শে পৌষ, নবম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। “জীবনের মহত্ব”—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন।

২৭শে মাঘ, দশম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। “কান্না”—শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্। ২। “মেঘনাদ-বধ কাব্যে সীতা ও সরমা”—রায় শ্রীদীননাথ সান্ন্যাল বি এ, এম বি। ৩। “বর্ণমালা-সংস্কার”—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি ই।

২৯শে চৈত্র, একাদশ ও দ্বাদশ মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। “মেঘনাদ-বধ কাব্যের ছন্দ ও ভাষা”—রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্ন্যাল বি এ, এম বি। ২। “বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র”—শ্রীহরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রদর্শন—গৌড়ের অনেকগুলি বিচিত্র নক্সা ও এনামেল-করা প্রাচীন ইষ্টক। সংগ্রাহক—মৌলবী শ্রীআজিজুল হক বি এল।

উল্লেখযোগ্য বিষয়।—আলোচ্য বর্ষে আমরা কয়েক জন সহায়ক সদস্যকে হারাইয়া বিশেষ উৎসাহহীন হইয়াছিলাম। ভগবৎকৃপায় নবাগত কয়েক জন সাহিত্য-বন্ধু আমাদের সহায়ক-সদস্যের পদ গ্রহণ করিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পরিষৎ-শাখাকে অনেকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। এ জন্য শাখা-পরিষৎ কৃতজ্ঞ। পরিষদের লাইব্রেরীর জন্য নদীয়ার অনেক হিতৈষী সাহিত্যিকের নিকট আমরা আমাদের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য জানাইয়াছিলাম। আশানুরূপ অর্থের অভাববশতঃ

আমরা পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণনগর "রামগোপাল টাউন হলে" পরিষদের অধিবেশনের কার্য্যাদি হইয়া থাকে এবং কৃষ্ণনগর, মদনমোহন কটেজে সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় স্থাপিত রহিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আয়—৭৯৲, ব্যয়—১৫।৶১০, উদ্বৃত্ত রহিয়াছে—৬৩॥/১০।

শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন
সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও সারস্বত সম্মিলন

১৩২৪ বঙ্গাব্দের কার্য্যবিবরণ

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে কয়েক জন ছাত্রের উদ্যোগে সারস্বত সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ২৭শে জুন ১৯১৭ তারিখে সারস্বত সম্মিলন গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইনানুযায়ী রেজেষ্ট্রী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সারস্বত সম্মিলনের উদ্দেশ্যের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যের কতকটা সৌসাদৃশ্য থাকায় এবং উহার উন্নত প্রণালীর কার্য্যাবলী দেখিয়া সম্মিলন সাহিত্য-পরিষদের শাখারূপে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয়। পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ সারস্বত-সম্মিলনের পত্রানুসারে তাঁহাদের ২৩শে মাঘ, ১৩২৪ তারিখের ১০২৬.২৪ সংখ্যক পত্রে সম্মিলনকে হুগলী জেলার শাখা-সভা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিতরূপে ইহাকে নাম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও সারস্বত সম্মিলন।"

সদস্য

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত সম্মিলনের ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সদস্য-সংখ্যা ৩৫ জন। ইহার মধ্যে সাধারণ সদস্য ৩৩ জন, পৃষ্ঠপোষক সদস্য ১ জন এবং সহায়ক-সদস্য ১ জন।

সম্মিলনের আর্থিক অবস্থা উন্নত না হওয়াতে ইহার আভ্যন্তরিক কার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত কোন বেতনভোগী কর্ম্মচারী নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণের উপরই ইহার সকল কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে। নিম্নলিখিত সভ্যগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য আছেন,—১। শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতি। ২। শ্রীহরিহর মুখোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি। ৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ঐ। ৪। শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। ৫। শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ৬। শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এস্ সি, ৭। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, ৮। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ, ৯। শ্রীজহরলাল বসু বি এল, কাব্যতীর্থ।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে সম্মিলনের সর্ব্বসমেত ৩০টি অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন—১৪টি, ১৫টি সাধারণ ও ১টি বিশেষ অধিবেশন হয়। নিম্নে

চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

সাধারণ অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই সভা শাখা-পরিষৎরূপে গৃহীত হই পূর্ব্বে ১২টি ও পরে ৩টি অধিবেশন হয়।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
প্রথম অধিবেশন, ৯ই বৈশাখ, ১৩২৪	৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "কপালকুণ্ডলা"-চরিত্র	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস্‌ সি „ জহরলাল মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	"দ্বিজেন্দ্রলাল" "সমস্যা ও সমাধান"	„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় „ হরিহর মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় অধিবেশন, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	সারস্বত-সম্মিলনের নিয়মাবলীর পরিবর্দ্ধন ও সংস্কার এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইন অনুযায়ী সম্মিলন রেজেষ্ট্রী করন।	[সম্পাদক]
সারস্বত-সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন ৩১শে আষাঢ়, ১৩২৪	সারস্বত-সম্মিলন ও ইহার বিভিন্ন বিভাগের অষ্টম বর্ষের (১৯১৬-১৭) কার্য্য-বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের তালিকা।	[মুদ্রিত হইয়া সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল।]
চতুর্থ অধিবেশন, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৪	"বঙ্গ-সাহিত্যে ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পঞ্চম অধিবেশন, ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৪	সারস্বত-সম্মিলনের ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও আলোচনা	[সম্পাদক]
ষষ্ঠ অধিবেশন, ২৮শে আশ্বিন, ১৩২৪	সাহিত্যাচার্য্য ৺ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও সাহিত্যরথী ৺ সারদাচরণ মিত্রের স্মৃতিসভা।	[মৃত মহাত্মা দুই জনেই হুগলী জেলার অধিবাসী। তাঁহাদের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহাদের পরিজনবর্গকে সম্মিলনের পক্ষ হইতে সহানুভূতি জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়]
সপ্তম অধিবেশন, ৮ই পৌষ, ১৩২৪	"বিমলা-চরিত্র" (দুর্গেশনন্দিনী)	শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি-এল, কাব্যতীর্থ

আমরা পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণনগর "রামগোপাল টাউন হলে" পরিষদের অধিবেশনের কার্য্যাদি হইয়া থাকে এবং কৃষ্ণনগর, মদনমোহন কটেজে সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় স্থাপিত রহিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আয়—৭৯৲, ব্যয়—১২।৵১০, উদ্বৃত্ত রহিয়াছে—৬৩॥/১০।

শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন
সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও সারস্বত সম্মিলন

১৩২৪ বঙ্গাব্দের কার্য্যবিবরণ

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে কয়েক জন ছাত্রের উদ্যোগে সারস্বত সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ২৮শে জুন ১৯১৭ তারিখে সারস্বত সম্মিলন গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইনানুযায়ী রেজেষ্ট্রী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সারস্বত সম্মিলনের উদ্দেশ্যের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যের কতকটা সৌসাদৃশ্য থাকায় এবং উহার উন্নত প্রণালীর কার্য্যাবলী দেখিয়া সম্মিলন সাহিত্য-পরিষদের শাখারূপে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয়। পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ সারস্বত-সম্মিলনের পত্রানুসারে তাঁহাদের ২৩শে মাঘ, ১৩২৪ তারিখের ১০২৬.২৪ সংখ্যক পত্রে সম্মিলনকে হুগলী জেলার শাখা-সভা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিতরূপে ইহাকে নাম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও সারস্বত সম্মিলন।"

সদস্য

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত সম্মিলনের ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সদস্য-সংখ্যা ৩৫ জন। ইহার মধ্যে সাধারণ সদস্য ৩৩ জন, পৃষ্ঠপোষক সদস্য ১ জন এবং সহায়ক-সদস্য ১ জন।

সম্মিলনের আর্থিক অবস্থা উন্নত না হওয়াতে ইহার আভ্যন্তরিক কার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত কোন বেতনভোগী কর্ম্মচারী নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণের উপরই ইহার সকল কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে। নিম্নলিখিত সভ্যগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য আছেন,—১। শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতি। ২। শ্রীহরিহর মুখোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি। ৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ঐ। ৪। শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। ৫। শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ৬। শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এস্ সি, ৭। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ পাল, ৮। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ, ৯। শ্রীজহরলাল বসু বি এল, কাব্যতীর্থ।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে সম্মিলনের সর্ব্বসমেত ৩০টি অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন—১৪টি, ১৫টি সাধারণ ও ১টি বিশেষ অধিবেশন হয়। নিম্নে

সাধারণ অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই সভা শাখা-পরিষৎরূপে গৃহীত হই-পূর্ব্বে ১২টি ও পরে ৩টি অধিবেশন হয়।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
প্রথম অধিবেশন, ৯ই বৈশাখ, ১৩২৪	৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কপালকুণ্ডলা"-চরিত্র	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস্ „ জহরলাল মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	"দ্বিজেন্দ্রলাল" "সমস্যা ও সমাধান"	„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় „ হরিহর মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় অধিবেশন, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	সারস্বত সম্মিলনের নিয়মাবলীর পরিবর্তন ও সংস্কার এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইন অনুযায়ী সাম্মলন রেজেষ্টারী করন।	[সম্পাদক]
সারস্বত-সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন ৩১শে আষাঢ়, ১৩২৪	সারস্বত সম্মিলন ও ইহার বিভিন্ন বিভাগের অষ্টম বর্ষের (১৯১৬-১৭) কার্য্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের তালিকা।	[মুদ্রিত হইয়া সাধারণে প্রকাশিত হইল।]
চতুর্থ অধিবেশন, ৩ই শ্রাবণ, ১৩২৪	'বঙ্গ সাহিত্যে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর	শ্রীযুক্ত কালভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পঞ্চম অধিবেশন, ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৪	সারস্বত সম্মিলনের ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণী পাঠ ও আলোচনা	[সম্পাদক]
ষষ্ঠ অধিবেশন, ২৮শে আশ্বিন, ১৩২৪	সাহিত্যাচার্য্য ৺ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও সাহিত্যরথী ৺ সারদা চরণ মিত্রের স্মৃতিসভা।	[মৃত মহাত্মা দুই জনেই হু-জেলার অধিবাসী। তাঁহা-পরলোক গমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহাদের পরিজনবর্গকে সম্মিলনের পক্ষ হইতে সহানুভূতি জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়]
সপ্তম অধিবেশন, ৮ই পৌষ, ১৩২৪	"বিমলা-চরিত্র" (দুর্গেশনন্দিনী)	শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি-এ কাব্যতীর্থ

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
অষ্টম অধিবেশন, ১৫ই পৌষ, ১৩২৪	(১) ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও আলোচনা।	[সম্পাদক]
	(২) সারস্বত-সম্মিলনকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-গঠন-প্রস্তাব।	
	(৩) সারস্বত সম্মিলনে চিত্রশালা স্থাপন।	
	(৪) ২৪শটি প্রাচীন ও বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা (রৌপ্য, তাম্র ও পিত্তল) প্রদর্শন।	[প্রদর্শক—শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়]
"ছাত্র-ভাণ্ডারে"র তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন, ১৭ই পৌষ, ১৩২৪	দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্য-বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের তালিকা প্রকাশ।	["ছাত্র-ভাণ্ডার" সারস্বত সম্মিলনের একটি বিশিষ্ট তহবিল। ইহাতে সংগৃহীত অর্থে দরিদ্র ছাত্রদের বিদ্যালয়ের বেতন ও পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা হইয়া থাকে।]
"ভূষণচন্দ্র স্মৃতি-বাসর" ১২ই মাঘ, ১৩২৪	সারস্বত সম্মিলন ও ৺ভূষণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব সভাপতি)	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
নবম অধিবেশন, (পূর্ণিমা-মিলন।) ১৪ই মাঘ, ১৩২৪	"আয়েষা"-চরিত্র (দুর্গেশনন্দিনী)	শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দত্ত চৌধুরী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—কৃষ্ণপাড়া (হুগলী) শাখার উদ্বোধন অধিবেশন, ৫ই ফাল্গুন, ১৩২৪	১। সম্পাদকীয় নিবেদন	[সম্পাদক]
	২। মনুর সংস্কৃত নীতি	শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি এল, কাব্যতীর্থ
	৩। আবৃত্তি-পরিচয় প্রতিযোগিতা বিষয়— (ক) "বসন্তের কোকিল" ১।২ প্যারা বঙ্কিমচন্দ্র (খ) "দুই বিঘা জমি"—রবীন্দ্রনাথ (গ) "শরৎ"—ঐ (ঘ) "গঙ্গাস্তোত্রম্"—শঙ্করাচার্য্য	[মূল-পরিষৎ হইতে উদ্বোধন-অধিবেশনে কলিকাতায় দুই জন প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী যোগদান করিয়াছিলেন।]

চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
দশম অধিবেশন, ১৯শে ফাল্গুন, ১৩২৪	"আবৃত্তি-পরিচয়" পুরস্কার বিতরণ।	[পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রগণ,— ১। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ২। " সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৩। " কালিদাস মুখোপাধ্যায় ৪। " গৌরীশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় ৫। " রুক্মিণীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। শ্রীমতী রাণীবালা দেবী
একাদশ অধিবেশন, ১৭ই চৈত্র, ১৩২৪	১। ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণী পাঠ	[সম্পাদক]
	২। দুইটি বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা প্রদর্শন (১টি রৌপ্য ও অন্যটি তাম্র)।	[প্রদর্শক—শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়

পুস্তকালয়

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত-সম্মিলন পুস্তকালয়ে ৩১শে চৈত্র, ১৩২৪ পর্য্যন্ত সংগৃহীত পুস্তকের মোট সংখ্যা ১১৬৮। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা ৯১১ ও ইংরাজী ২৫৬ খানি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকালয়ে পুস্তক উপহার প্রদান করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন,— শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এস্ সি, শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীললিতমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্র— মুখোপাধ্যায়, শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (লক্ষ্মীনিবাস, কলিকাতা), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির আনুমানিক মূল্য ১০০৲ টাকা হইবে।

নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রগুলি পুস্তকালয়ের জন্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে,—

(১) ভারতবর্ষ, (২) মানসী ও মর্ম্মবাণী, (৩) প্রবাসী, (৪) সবুজপত্র, (৫) ব্রহ্মবিদ্যা, (৬) অর্চ্চনা, (৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (৮) দর্শক।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে মোট আয় ২৯৪৮/১০ টাকা এবং ব্যয় ২৯০।৶১৫ টাকা বাদে ৪।৶ টাকা উদ্বৃত্ত আছে।

সম্মিলনের নিজস্ব গৃহ না থাকাতে ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থান করিতে হইতেছে। বাটী ভাড়া হিসাবে মাসিক ৭৲ টাকা এবং ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ২৷০ টাকা প্রদান করিতে হইতেছে।

বিগত বর্ষে সম্মিলন-মন্দির সংস্কার করিতে যাইয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ২৬৷৶০ টাকা ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে। এখনও ২৫৲ টাকা ঋণ বাকী রহিল। মন্দির সংস্কারের জন্য যে টাকা ঋণ লইয়া অগ্রিম ব্যয় করা হইয়াছে, জমিদারবর্গ উহার জন্য মাসিক ভাড়া হইতে এক টাকা করিয়া প্রদান করিতেছেন। বক্রী ঋণ বর্ত্তমান বর্ষে (১৩২৫ বঙ্গাব্দে) পরিশোধ হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২৪
সারস্বত-সম্মিলন-মন্দির,
১০৮ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক

গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির * সভ্যগণ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি), ডাঃ শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ্ ডি, রায় শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর এম এ, ডাঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এস্ সি ডি, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার, শ্রীচ[illegible]ন দাশ এম্ এ, ব্যারিষ্টার, শ্রীসত্যা-নন্দ বসু এম্ এ, বি এল্, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীনিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ, † শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীব্রজকিশোর রায় চৌধুরী এম্ এ, শ্রীখগেন্দ্র-নাথ মিত্র এম্ এ, মিঃ ডি এন্ মিত্র বি এস্ সি এল্ এল্ বি, পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এম্ এ, শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসত্যানন্দ বসু এম্ এ, বি এল্, শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পি এচ্ ডি, শ্রীসুকুমার রায় চৌধুরী বি এস্ সি, শ্রীশীতেশচন্দ্র কর এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, শ্রীমেঘনাদ সাহা এম এস্ সি, শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন এম্ এ, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ‡ শ্রীহেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ (সম্পাদক)।

বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা দান সম্বন্ধে সদস্যগণের মতামত আলোচনার জন্য গঠিত শাখা-সমিতির মন্তব্য

যে বিষয়ের আলোচনার জন্য এই শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহা সাহিত্য পরিষৎ-

* বর্ত্তমান বর্ষে এই সমিতির নাম 'গণিত-সমিতি' হইয়াছে।

† বর্ত্তমান বর্ষে এই সভ্য পরলোকগত হইয়াছেন।

‡ বর্ত্তমান বর্ষে ইনি এই সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়ের বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহা সংক্ষেপে এই—

"উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয়, অথচ বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা যাহাতে রীতিমত হয় এবং ক্রমে ক্রমে যাহাতে বঙ্গভাষা পুষ্টি লাভ করিয়া পরিণামে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রদানের উপযোগী হইতে পারে, ইহার জন্য আমাদের বর্ত্তমানে কি কর্ত্তব্য।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নটি পরিষদের সদস্যগণ এবং শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট পাঠাইয়া তদ্বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জানিবার জন্য পত্র লেখায়, যে সমস্ত মহোদয়গণ সম্পাদকের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ মন্তব্য পাঠাইয়াছেন, তাহা আলোচনার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। শাখা-সমিতি উহা আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১। এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে প্রথমেই অবশ্য দেখা কর্ত্তব্য, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করিতে গিয়া বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষার কোনরূপ অবনতি না হয়। কেন না, এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে, শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষার উন্নতি ইংরাজী শিক্ষার বাধাজনক হইতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ইংরাজীতে লাভ করা যাইতেছে ও যাইতে পারে, সে সকল শিক্ষা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বাধা হইতে পারে। কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। যেহেতু ইংরেজী ভাষা শিক্ষার খর্ব্বতা করা উপস্থিত প্রস্তাবের একেবারেই অন্তর্গত নহে। ইংরেজী ভাষা এবং ইংরেজী সাহিত্যাদি শিক্ষা কেবল আমাদের বৈষয়িক নিত্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য প্রয়োজনীয় নহে। অধিকন্তু ইংরেজী ভাষা জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। বর্ত্তমান প্রস্তাব কেবল ইহাই চাহে যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উচ্চশিক্ষা বাঙ্গালা ভাষাতেই দেওয়া হউক। তাহাতে কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে, সকল বিষয়েই ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা করিলে, সে ভাষা যে প্রকার আয়ত্ত হয়, অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিয়া, কেবল সাহিত্য হিসাবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিলে সেরূপ না হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, বাঙ্গালীকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বাঙ্গালা ভাষাতে শিক্ষা দিলে ঐ ঐ বিষয় অল্প আয়াসে ও অল্প সময়ে শিক্ষা লাভ করিবে এবং তাহাতে যে শ্রম ও সময়ের লাঘব হইবে, তাহা শিক্ষার্থীর ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

২। এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষাতে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া কত দূর সম্ভবপর এবং অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রণালীর প্রসার কত দূর ও কি উপায়ে বিস্তার করা যাইতে পারে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, কি নিম্ন, কি উচ্চ, সকল প্রকার শিক্ষাই যত দূর সাধ্য, শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই বিষয় শিক্ষার আয়াসের উপর আবার ভাষা শিক্ষার আয়াস যোগ করিতে হয় না এবং শিক্ষার বিষয়ও বিশদভাবে

হৃদয়ঙ্গম হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান কালে পাওয়া যায় কি না, ইহা বিবেচ্য। যত দূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহা নিঃসংশয়রূপে নির্দ্দেশ করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বলবিজ্ঞান প্রভৃতি অর্থাৎ ইংরেজী সাহিত্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যকীয় গ্রন্থের কোনও অভাব নাই এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়ার পর ভাষা-বিভ্রাটের আর কোনও আশঙ্কা নাই। যেহেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে। মধ্য (Intermediate) পরীক্ষাতেও অধিকাংশ বিষয়েই আবশ্যকীয় গ্রন্থের অভাব নাই। আর যে যে বিষয়ের গ্রন্থের অভাব আছে, তত্তদ্বিষয়ের গ্রন্থের ক্ষতি সহজেই পূরণ হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় এবং সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার কোনও বাধা দেখা যায় না যে, বি এ এম্ এ পরীক্ষার বিষয়ও এক দিন বাঙ্গালা ভাষাতে বাঙ্গালী শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। ৫ বৎসর পরেই বাঙ্গালা ভাষাতেই সমস্ত উচ্চশিক্ষার বিষয় অধীত হইবে—এই ঘোষণা কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক একবার প্রচারিত হইলে, অল্প দিনের মধ্যেই সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সদ্গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে রচিত হইবে।

৩। আর একটি বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা কেবল রচনা শিক্ষার জন্য এক্ষণে পঠিত হয়। সে নিয়মের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য উভয় বিষয়ই পঠিত হয় ও উভয় বিষয়েই পরীক্ষা হয় ইহা প্রয়োজনীয়।

৪। এম্ এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গ ভাষাতত্ত্ব এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বারা উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা বঙ্গভাষায় প্রদানের প্রথা—যাহা আমাদের বর্ত্তমান মাননীয় বিচক্ষণ সুযোগ্য মাতৃভাষানুরাগী ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয় প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, যাহাতে তাহা আরও অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

চতুর্ব্বিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

১।	চাঁদা—		৯৫৪৪॥০
	সহর—	৪৮১৯॥০	
	মফস্বল—	৪৭২৫৲	
		৯৫৪৪॥০	
২।	প্রবেশিকা—		৯১১৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়—		৭৪৭৶৬
	গ্রন্থাবলী—	২৮৪॥০	
	পুস্তক —	৪৬২॥৶৬	
		৭৪৭৶৬	
৪।	পত্রিকা বিক্রয়—		৭৪৮/০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়—		৯৩৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়—		১১৪৪৶৪
৭।	এককালীন দান—		২১৭৭৲
	সাধারণ—	৪৫২৲	
	গবর্ণমেণ্ট	১২০০৲	
	মিউনিসিপালিটী—	৫২৫৲	
		২১৭৭৲	
৮।	স্মৃতিসমিতি খাতে—		৪২।০
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়—		৭৬৸/০
১০।	পদক ও পুরস্কার—		৭০৲
১১।	পোষ্টঅফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে জমা—		১৪৯১।০
১২।	হাওলাত আদায় জমা—		৪৬৫১॥৶৯
১৩।	হাওলাত জমা—		১৭২৪৲
১৪।	আমানত জমা—		৩২৭॥০
১৫।	বিবিধ আয়—		৫৪৯।৶১
			২৪২৯৭৸/৮

ব্যয়

১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণ— ৩৯৮৯৻৩

- সম্পাদন— ৮৩৪৲
- কাগজ— ১০৬৬৸৶৬
- মুদ্রণ— ১২৮৯৸৵৯
- ছবি— ৯৫॥০
- বাঁধাই— ১৭১৵৬
- ডাক— ১৮৶৹
- বেতন— ৪৮৪৶৹
- গাড়ীভাড়া— ৫৵৬
- বিবিধ— ২৬৸৹

মোট: ৩৯৮৯৻৩

২। পত্রিকা, পঞ্জিকা ও বার্ষিক বিবরণী মুদ্রণ— ২৬১১৷৶৬

- কাগজ— ১০৬৭॥৵৩
- মুদ্রণ— ১০৭৬৶৹
- ছবি— ১৭৫।০
- বাঁধাই— ৩০৪॥৬
- বিবিধ— ৩০৶০

মোট: ২৬১১৷৶৬

৩। পুস্তকালয়— ১৭৫৯৸৶৯

- পুস্তক ক্রয়— ১৯।৶৬
- পুস্তক বাঁধাই— ১৫১৸০
- আসবাব— ১১৯২৶৬
- তালিকা-মুদ্রণ ব্যয়— ২৫৬৸৯
- দপ্তর সরঞ্জামী— ৫০।৴
- বিবিধ— ৭৮৸৶০

মোট: ১৭৫৯৸৶৯

সর্বমোট: ৮৩৬০॥৶০

জের— ৮৩৬০॥৶০

৪। পুথিশালা— ২৫॥৶৬

- পুথি খরিদ— ২৲
- ফিতা ও খেরো খরিদ— ১০॥০
- গ্যাপ বাঁধাই— ২॥০
- বিবিধ— ১০॥৶৬

মোট: ২৫॥৶৬

৫। বিবিধ মুদ্রণ— ৫৭০।৶৬

৬। চিত্রশালা— ২২৯।০

৭। ডাক মাশুল— ১৮৪১৸৶৯

- পত্রিকা প্রেরণের জন্য— ৮৮১৩
- অধিবেশনের জন্য— ৮৮৩।৵৩
- সাধারণ পত্রাদির জন্য— ৭৭॥৶০

মোট: ১৮৪১৸৶৯

৮। মেরামত— ১০৭০৸৶৬

- গৃহ— ৪৯৪।৶৯
- আসবাব— ৮৫৶৯
- ছবি— ৫৩৶০
- আলোক ও পাখা— ৪৩৯৶০

মোট: ১০৭০৸৶৬

সর্বমোট: ১২০৯৮৸৶৩

ব্যয়

বিবরণ		টাকা
জের—		১২০৯৮৸৵৩
৯। কমিশন—		১৩৪৵০
চাঁদা আদায় জন্য—	৯৪॥৴০	
পুস্তক বিক্রয় „ —	৩॥০	
বিজ্ঞাপন „ —	৩৬৲	
	১৩৪৵০	
১০। মিউনিসিপাল ট্যাক্স্—		২৬২৲
১১। ইলেকট্রিক আলোক ও পাখার বিল—		২৫০৸০
১২। ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া—		১২৩।৵০
১৩। „ পোষাক—		১৪৸৶৬
১৪। দপ্তরসরঞ্জামী—		২৪২॥৶৩
১৫। নূতন আসবাব—		২৩৪৪৸৵৯
১৬। বেতন—		৩৮৭৪॥/০
পুস্তকালয়—	৩৮২৲	
পুথিশালা—	৭০১।/৬	
সাধারণ আফিস—	২৭৯১৶৬	
	৩৮৭৪॥/০	
		১৯৩৪৬।৯

বিবরণ	টাকা
জের—	১৯৩৪৬।৯
১৭। সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয়—	৪৯।৶৬
১৮। ছাত্র-সভ্যের পুরস্কার—	৪।৵৬
১৯। স্মৃতিরক্ষার ব্যয়—	২৯৩৲
২০। পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ব্যয়—	১১।৶৯
২১। পুস্তক বিক্রয়ের খরচা—	৬৫৸৵৯
২২। গাড়ীভাড়া—	২১৪৸/৬
২৩। সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে খরচ—	৫৫১৸৶১১
২৪। কোম্পানীর কাগজ খরিদ—	৫০০৲
২৫। হাওলাত দাদন খরচ—	৩৬০৬॥০
২৬। হাওলাত শোধ—	২২৪৲
২৭। আমানত শোধ—	৩০৮।৶০
২৮। বিবিধ ব্যয়—	২৪৮৷/৯
২৯। পদক ও পুরস্কার—	১১৫৲
৩০। অভ্যর্থনার ব্যয়—	৬৪/৬
৩১। স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ—	৬০০৲
	২৬২০৫৶১১

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—

সাধারণ তহবিল— ২১৩১৮/৬

বিশিষ্ট ভাণ্ডার—

কোম্পানীর কাগজ মজুত— ১৯০০০৲

ডাকঘরে মজুত— ৩৮৫৭।৶৩

কাশীরাম স্মৃতির কোষাধ্যক্ষের

হস্তে মজুত— ১৫৮৶০

মোট উদ্বৃত্ত— ২৫১৪৭।৶৯

বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের

মোট আয়— ২১৭০৩॥/৮

(বাদ ডাকঘর হইতে জমা)

৪৬৪৫৷/৫

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ

তহবিলের ব্যয়— ২৪৫৫২।০

(বাদ কোম্পানীর কাগজ খরিদ ও

ডাকঘরে গচ্ছিত জন্য খরচ)

২১৯০২/৫

উদ্বৃত্ত টাকার জায়—

(ক) সাধারণ তহবিল— ৪০৫॥৶৩

ডাকঘরে— ১৮০।০

কোষাধ্যক্ষের হস্তে— ২০৬৶৩

কার্য্যালয়ে ডাকটিকিট—১৯৶৯

৪০৫॥৶৩

(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার— ২১৪৯৬।৵২

কোম্পানীর কাগজ—১৩০০০৲

পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার— ৫০০০৲

টার্মিনেবল্ ওয়ার লোন—

১০০০৲

ওয়ার বণ্ড— ৫০০৲

ডাকঘরে— ১৯৯৬৵২

২০৪৯৬৵১

২১৯০২/৫

পরীক্ষায় দেখা গেল, হিসাব নির্ভুল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০।২।২৫

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১।২।২৫

হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীচুনীলাল বসু

২৪শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি, ২।৩।২৫

শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ ২৪।২।২৫

শ্রীচুনীলাল বসু

সভাপতি, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি, ৫।৬।১৮

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

কোষাধ্যক্ষ, কাশীরাম স্মৃতি

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক, ২০।২।২৫

শ্রীরামকমল সিংহ,

প্রধান কর্ম্মচারী

শ্রীপূর্ণকুমার পাল,

হিসাব-রক্ষক, ২০।২।২৫

১২৩৪ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়ের স্বতন্ত্র হিসাব

বিবরণ	হাওলাত সমেত গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়			মোট আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়			
		চাঁদা বা দান ও পুস্তক বিক্রয়	সুদ আদায়	হাওলাত আদায়				কোম্পানীর কাগজ মজুত	ডাকঘরে মজুত	কোষাধ্যক্ষের হস্তে মজুত	সাধারণ তহবিলে হাওলাত
১। সাধারণ স্থায়ী তহবিল—	৯৯৭৫৷৶৯	—	—	৬০০৲	১০৫৭৫৷৶৯	—	১০৫৭৫৷৶৯	৬৫০০৲	৬০১ ৶১১	—	৩৪৭৩৸৶১০
২। গ্রন্থপ্রকাশ লালগোলা স্থায়ী তহবিল—	১৩৮১৩৸০	৩১১।৶০	৬৯৬৷৵০	—	১৫৯০১৸,০	১১৬৯।/৬	১৩৭৫২৶৬	১৩০০০৲	—	—	৭৫২৸৶৬
৩। রজনীকান্ত স্মৃতি তহবিল—	১৬৸৶৩	—	।৶০	২২॥৶৯	৪০৲	১০৲	৩০৲	—	৩০৲	—	—
৪। কাশীরাম স্মৃতি তহবিল—	২১৫৶০	২৩৲	১৷০	—	২৪২৸৵০	—	২৪২৸৵০	—	২৪২।৵০	—	—
৫। হেমচন্দ্র স্মৃতি তহবিল—	৩৭৫।৶৩	৩৶০	১১।০	১১২৲	৫০২৷৩	—	৫০২৷৩	—	৫০২৷৩	—	—
৬। গ্রন্থপ্রকাশ [illegible]বাবুর দান—২০৬০৲		—	৬০৲	—	২১২০৲	—	২১২০৲	—	৬২০৲	—	১৫০০৲
মোট—	২৬৪২৯৬৸/৩	৩৪০।০	৭৬৯৸/০	৭৫৪ ৶৯	২৮৩৪১৸৶০	১১৫৯।/৬	২৭১৮২।৬	১৯৫০০৲	১০৯৬ ৶২	—	৫৬৮৫৸৶৪

মন্তব্য—২য় দফা হিসাবে যে হাওলাত দেখান হইয়াছে, তাহা প্রকৃত দেনা নহে। হিসাব মিটান সাপেক্ষে ইহা হাওলাত দেখান হইয়াছে। ৬ষ্ঠ দফায় যে হাওলাত দেখান হইয়াছে, উহা ৩,৫।২৫ তারিখে শোধ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
সহঃ সম্পাদক, ২০।২।২৫

শ্রীচুনীলাল বসু, সভাপতি
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি। ৫।৩।১৮

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কোষাধ্যক্ষ, কাশীরাম স্মৃতি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০।২।২৫

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২১।২।২৫, হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীসুধাকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক, ২০।২।২৫

ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

(১৩২৪ সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত)

আয়—		ব্যয়—		
গত বর্ষের জের—	৩১৪৻৬	সন ১৩২৪ সালে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবুর পরিবারবর্গকে সাহায্য দান—		৪৮৫৲
বর্ত্তমান বর্ষের আদায়—	২৬৭৵৩	বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত মাসিক ৩৫৲ হিসাবে সাহায্য দান—	৪২০৲	
	৫৮১৵৯	৺পূজার পূর্ব্বে দেনা শোধের জন্ত এককালীন দান—	৫০৲	
		ফাল্গুন মাসে বাড়ী পরিবর্ত্তন করিবার জন্ত এককালীন দান—	১৫৲	
			৪৮৫৲	
		টাকা আদায় প্রভৃতি জন্ত পাথেয়—		৯৸৬
		ডাক টিকিট—		৵৩
		আদায়কারী লোকের বেতন—		৯৲
		মোট—		৫০৩৸৵৯

কৈঃ—

আয়—	৫৮১৵৯
বাদ ব্যয়—	৫০৩৸৵৯
উদ্বৃত্ত—	৭৭।০

জায়

ধনাধ্যক্ষের নিকট মজুত—	৭৪॥৵০
সহকারী সম্পাদকের নিকট—	২॥৶০
	৭৭।০

শ্রীচুনীলাল বসু
বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি, ২।৩।২৫

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, ২১।২।২৫

হিসাব নির্ভুল,
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
১।৩।২৫

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সহঃ সম্পাদক।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—কোষাধ্যক্ষ
১৮।৩।২৫

শ্রীচুনীলাল বসু
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।
৫।৬।১৮

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

২৫শে আষাঢ় ১৩২৫, ৯ই জুলাই ১৯১৮, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৭টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক (সভাপতি)

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার এম্ এ, শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীবিনয়কুমার সেন এম্ এ, শ্রীগুরুদাস গুপ্ত এম এ, শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল এম্ এ, বি এল, শ্রীসীতানাথ পধান এম্ এ, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু বি এল্, শ্রীভূজেশ্বর শ্রীমানী বি এ, এটর্ণি, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীনাথ সরকার, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিশ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়, শ্রীকেদারনাথ সেন, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, শ্রীতারাপদ সিংহ, শ্রীলালচাঁদ, শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী, শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীগৌরমোহন শীল, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীমণিলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীযদুনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল্, (সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—প্রথম বিশেষ অধিবেশন—২৫শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৭টা। সভাপতি মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত ৪র্থ (বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম) বক্তৃতা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় "শিবাজী ও ঔরঙ্গজেব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় তাঁহার "শিবাজী ও ঔরঙ্গজেব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

৩০শে আষাঢ় ১৩২৫, ১৪ই জুলাই ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এফ সি এস, এম্ বি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস বি এল্, শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীবসন্ত-রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীসদানন্দসেবক নন্দী, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীরাম-কমল সিংহ, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—৩০শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য, বঙ্গের কৃতি সন্তান, তিব্বতীয় ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এই বিশেষ অধিবেশন হইবে।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলেন,—রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অদ্যকার এই সভার আয়োজন। কিন্তু আমরা সভায় যে প্রকার লোক-সমাগমের আশা করিয়াছিলাম, তাহা হয় নাই, অতি অল্প-সংখ্যক সভ্য অদ্যকার এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব অদ্য সভার কার্য্য স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের এই কথার উত্তরে ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলেন যে, সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আপনি এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন না। প্রথমে সভার কার্য্য আরম্ভ হউক। পরে আপনি যথানিয়মে প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন এবং আপনার সেই প্রস্তাব, উপস্থিত কোন সদস্য সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতে পারে।

অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে, অন্যতম সহকারী সভাপতি ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু কেহই তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। সভাপতি

মহাশয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবের উত্তরস্বরূপে বলেন যে, যে পরিমাণ সদস্য অন্ত এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে বে-আইনী হয় না। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, রায় ৺শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র উন্মোচন-সভায় আরও অনেক অধিক লোক-সমাগম হওয়া উচিত ছিল। তবে বৃষ্টির জন্ত এবং রামমোহন লাইব্রেরী, বিডন বাগান ও ভারত-সভা প্রভৃতি স্থানে অন্য আরও কয়েকটি সৈনিক-সম্বর্দ্ধনা ও রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হওয়ায়, এই সভায় সদস্য-সমাগম অল্পই হইয়াছে। পরন্তু গত বৎসর, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মৃত্যুর পর সাহিত্য-পরিষৎ একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সভ্যগণ, সভার কার্য্য পরিচালন জন্য মত প্রকাশ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় মৃত মহাত্মার জীবনের অনেক ঘটনাবলীর আলোচনা করেন। বক্তা বলেন যে, এন্‌সাইক্লোপিডিয়া প্রভৃতি অভিধানে দাস মহাশয়ের নাম এবং গুণগ্রাম স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে। তিনি নির্ব্বাক্ কর্ম্মী ও সাধক ছিলেন। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারেন, আমি বাঙ্গালা দেশে এমন একটি লোকও দেখিতেছি না। আমি তাঁহাকে যত দূর জানিতাম, তাহাতে দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলিতে পারি যে, তাঁহার ন্যায় রাজভক্ত নির্ভীক কর্ম্মী পুরুষ প্রায় দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বলেন যে, তাঁহার "সেণ্ট্রাল টিবেট-লাশা" পুস্তক যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই ৺শরচ্চন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞ। এরূপ মহাত্মার বাঙ্গালা দেশে জন্ম, বাস্তবিকই বাঙ্গালীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই। "সেণ্ট্রাল টিবেট-লাশা" নামক পুস্তক, জগতের এক মহা অভাব মোচন করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, মৃত মহাত্মার পূর্ব্ববঙ্গপ্রীতি অসাধারণ ছিল। চুঁচুড়ার সম্মেলনে পঠিত তাঁহার প্রবন্ধটি যখন আমি 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রকাশ জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তখন তিনি ঐ প্রবন্ধটি আমাকে দিয়া বলিয়াছিলেন, 'প্রতিভা' পূর্ব্ববঙ্গের পত্রিকা, সুতরাং আমার প্রবন্ধ সেই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হওয়া উচিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়, রায় ৺শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন, শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু নিজ ব্যয়ে মৃত মহাত্মার তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করায় বাস্তবিকই তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্হ। ইহা বলিয়া তিনি ৺দাস মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া দাস মহাশয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

অতঃপর রংপুর শাখা-পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এই সভার সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপিত হইল।

তৎপরে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
সভাপতি।

পঞ্চবিংশ বার্ষিক, প্রথম মাসিক অধিবেশন

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন শেষ হইবার পর এই দিন (৩০শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, রবিবার) অপরাহ্ণ ৭টার সময় পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। নূতন সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পদক ও পুরস্কার বিতরণ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ মহাশয়ের "মহাকবি সঞ্জয়" নামক প্রবন্ধ, ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর (এলাহাবাদ), (খ) কালীপদ বসু বি এল্ (মৌরাট) ও (গ) অখিলচন্দ্র রায় (বারপাড়া) মহাশয়ের পরলোক-গমনে, ৭। বিবিধ।

১। প্রথমে গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়।

২। নূতন সদস্য-নির্ব্বাচন, (৩) পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং (৪) একটি পুরস্কার পদক (শশিপদ রৌপ্যপদক) বিতরণ হয়। শ্রীমান্ প্রভাতকিরণ বসু মহাশয় শশিপদ রৌপ্য-পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন; পরিশিষ্টে নূতন সদস্য-তালিকা এবং উপহার-প্রাপ্ত গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য।)

৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ মহাশয়ের "মহাকবি সঞ্জয়" নামক প্রবন্ধের নিম্নোক্ত সারাংশ বর্ণন করেন,—

"এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে সঞ্জয়ের কবিত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা এবং স্থানে স্থানে তুলনামূলক সমালোচনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে কবির প্রাচীনত্বের যথাসম্ভব প্রমাণাদি সংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছে। শিলচর নর্ম্মাল স্কুলে সংরক্ষিত কাশীদাসী বনপর্ব্বের পুথির নিম্নলিখিত কয় পঙ্ক্তি লক্ষণীয়।—

পুণ্যকথা ভারতের পরম পবিত্র। অরণ্যেতে পুণ্যশ্লোক নলের চরিত্র॥
এ সব অমৃতকথা সমুদ্রলহরী। কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
ব্যাস মহামুনি ইহা প্রকাশ করিল। তাঁহার দাসের দাস পাঁচালী রচিল॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি করি গীতছন্দ। সঞ্জয় চরণ পান হেতু মকরন্দ॥ (পত্র ৬৭)

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কবি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের অভিপ্রায়ও উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরিশেষে গ্রন্থমধ্যে "লাউর" শব্দের উল্লেখ এবং কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া, কবিকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।"

৬। অতঃপর এলাহাবাদের সেসন-জজ রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর, মীরাটের কালীপদ বসু বি এল, বীরপাড়ার অখিলচন্দ্র রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়। মীরাট শাখা-পরিষদের সভাপতি স্বর্গীয় কালীপদ বসু মহাশয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় অনেক কথা বলেন। তিনি মীরাট শাখা-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের প্রেরিত পত্র ও কালীপদ বাবুর জীবনী আলোচনাপূর্ণ একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের অংশবিশেষ পাঠ করেন এবং শ্রীশবাবু প্রভৃতির মৃত্যুতে যে পরিষৎ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন,—শ্রীশবাবু প্রথমে সাবজজ এবং পরে সেসন-জজ হইয়াছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। এলাহাবাদের পাণিনি আফিস" তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এই আফিস হইতে শ্রীশবাবুর অনেক বই প্রকাশিত হইয়াছে; সেই সকল বই পরিষদের লওয়া উচিত। শ্রীশবাবু পাণিনির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। এই ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর ম্যাক্সমূলর বলিয়াছেন,—এই অনুবাদ যদি আমি আগে পাইতাম, তাহা হইলে বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইত না। শ্রীশবাবু "সেক্রেড বুক্‌স অব দি হিন্দু সিরিজ" প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য ভারতসচিব মহাশয়, শ্রীশবাবুর ধন্যবাদ করিয়াছেন। তিনি প্রায় এক বৎসরকাল রোগ-শয্যায় শায়িত ছিলেন। প্রায় এক মাস হইল, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

অতঃপর ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ করার পর সভাভঙ্গ হয়।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—(১)

২। সদস্য-নির্ব্বাচন,—

প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, প্রস্তাবিত সদস্য—কবিরাজ শ্রীপার্ব্বতীচরণ কবিশেখর, আসক লেন, ঢাকা। এম, জি, সাওআরকর এম্ এ, এল্ এল বি, উকীল, আকোলা, বেরার। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ৩০।২ বীডন রো। প্রস্তাবক—চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী, সমর্থক—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, সদস্য—শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বি এ, ডেং

ম্যাজিষ্ট্রেট, বনগ্রাম, যশোহর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বনগ্রাম, যশোহর। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, সদস্য—শ্রীমুকুন্দবিহারী মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ১৩ গোয়াবাগান লেন।

পরিশিষ্ট—(২)

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(1) Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the year ending 30th Sept. 1917. —(2) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle, for 1916-1917. Director of Statistics, India—(3) Statistics of British India, vol 1. Commercial, 1917. (4) Do. Do. vol. IV. Administrative, Judicial and Local Self Government. 1915-16. (5) Monthly statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, Jan. 1918. (6) Do. Do. February. 1918. Supt. Govt. Printing. India—(7) Annual Report of the Board of Scientific Advice for India, 1916-17. (8) Patent Office Journal, January to March 1918. Supdt. Archaeological, survey of India, Western Circle,—(9) Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending, 31st March, 1917. Surveyor General of India.—(10) General Report of the Survey of India, during, 1916-17. Director, Geological Survey of India. (11) Records of the Geological Survey of India, Vol, XLVIII. Pt. 3. 1917. (12) Do. Do. Do. Part 4, 1917. Supdt. Govt. Press, Madras. (13) A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras. Vol XX. Smithsonian Institution.—(14) Analytical and Critical Bibliography of the Tribes of Tierra Del Fuego and Adjacent Territory. (15) The Determination of Meteor-orbits in the Solar System. (16) Explorations and Fieldwork of the Smithsonian Institution in 1916. (17) Preliminary Diagones of New Mammals obtained by the Yate-National Geographic Society Peruvian Expedition. (18) New Rodents from British East Africa. (19) On the Occurence of Benthdesuns Atlanticus Goode and Bean on the Coast of British Columbia. (20) Water-vapor Transparency to Law Temperature, Radiation. (21) Cambrian Geology and Paleontology. Vol. IV. 1917. (22) Smithsonia Contribution to Knowledge, Vol. XXVII. 1911. (23) Do. Do. Vol. XXV. 1916. (24) Annual Report of the Smithsonian Institution—1916. শ্রীপূরণচাঁদ নাহার এম্ এ,—(25) An Epitome of

Jainism. Supdt. Govt. Printing India—(26) A Guide to Sanchi. (27) Statistics of British India Vol. V. Education, 1916-17.

প্রদাতা—শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ১ তত্ত্বসন্দর্ভ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ২ বাবু কি ? শ্রীভোলানাথ দত্ত, ৩ ডাকের কথা (১ম খণ্ড), শ্রীমন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ শিক্ষাকোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ মহাত্মা গৌরীকান্ত-বংশাবলী, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, ৬ মন্মথ কাব্য (খণ্ডিত), ৭ আর্য্যলহরী, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, ৮ দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ও প্রদর্শনীর কার্য্য-বিবরণ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৯ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, ১০ ঐ ঐ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত, ১১ ঐ ঐ ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১২ গিরিশ-গীতাবলী, ১৩ গিরিশচন্দ্র, শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ১৪ সবিতারাধনা, শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৫ কিস্মৎ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২৯শে ভাদ্র ১৩২৫, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্ (সভাপতি)

শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্, শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ (এটর্ণি), শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীনিশিকান্ত চৌধুরী বি এ, শ্রীক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীনবকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাধাবিনোদ বিশ্বাস, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এ, পি এস্, শ্রীহরিহরনাথ দে, শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীধ্রুবকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীভূতনাথ দত্ত, গুকুর মহম্মদ দেওয়ান, শ্রীআনন্দকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা, শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন ঘটক, শ্রীরামকমল সিংহ। ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ—মৌলবী মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর-সমালোচনা", ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) কৃষ্ণলাল চৌধুরী (মালদহ), (খ) সতীশচন্দ্র বসু (ফুলতলা, খুলনা),

(গ) করুণাকিঙ্কর রায় বি এল্ (কলিকাতা), (ঘ) গৌরমোহন শীল (কলিকাতা) এবং (ঙ) কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, ৬। বিবিধ।

ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় গত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের এবং প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। কার্য্যবিবরণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণকে পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব পাঠ করিলেন,—

প্রস্তাবক—স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, সমর্থক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রস্তাবিত সদস্য—পণ্ডিত শ্রীতারাপদ বিদ্যাভূষণ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ, দেবীপ্রসাদ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত, বারাকপুর। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, ৬০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, ১৪৮ আপার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—ঐ, সদস্য শ্রীমাখনলাল শেঠ, ৫ মদন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ, ১০১ কলিন ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীপাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী, দেপুড়িয়া ইউ পি স্কুলের হেড পণ্ডিত, রাঙ্গাপুরহাট, বীরভূম। প্রস্তাবক—শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীকালাপদ মিত্র, জোড়াবাগান কোর্ট, ইন্টারপ্রিটার, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—মুনসী আবদুল করিম, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ এসিষ্টান্ট মাষ্টার, দুর্গাপুর হাই স্কুল, ভরদাজ হাট, চট্টগ্রাম। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বি এল, "এম লাইব্রেরীর সম্পাদক, বালুরঘাট, দিনাজপুর। প্রস্তাবক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীননীগোপাল জোয়ারদার বিদ্যাবিনোদ, স্মৃতিবেদান্তরত্ন, বি এ, হেড মাষ্টার, হারণাবাগবাটী হাই স্কুল, বাগবাটী, সিরাজগঞ্জ। মৌলবী আবদুল হামিদ, সেক্রেটারী, আঞ্জুমানী মইজুন্ ইসলাম, কাউখালি, বরিশাল। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত, হেড মাষ্টার, মাণিকগঞ্জ স্কুল, মাণিকগঞ্জ। শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, ১৬ কালিদাস পুতিতুণ্ডের লেন, কালীঘাট।

৩। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় উপহার-প্রাপ্ত পুথি ও পুস্তকগুলির তালিকা পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ করা হইল। (পুথি ও পুস্তকের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়

তাঁহার "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব আমার প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। ইংরাজী transliteration অর্থে অন্য কোন শব্দ না পাওয়াই আমি "লিপ্যন্তর" শব্দ প্রয়োগ করি। বন্ধুবরের প্রস্তাবিত "অনুলিখন" শব্দটি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমি উহা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছি এবং আশা করি, ইহা সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচলিত হইবে। তিনি আমার প্রবন্ধের যে যে বিষয়ে আমার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চার কথা বলিতে চাই। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমার অভিমত বিশদ করিয়া একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

(১) আমার প্রবন্ধ রচনাকালে আরবী শিক্ষাশাস্ত্র (ইল্ম্-উল্-কিরাঅৎ ব-ৎ-তজ্বীদ্) সম্পর্কীয় কোন গ্রন্থের সাহায্য পাই নাই, এই জন্য আমার আলোচনায় কতকটা ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

(২) কতকগুলি আরবী ধ্বনি বাঙ্গালা অক্ষরে নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বন্ধুবর আমার সহিত একমত নহেন। আরবী শিক্ষাশাস্ত্রের বর্ণনা আলোচনা করিয়া একটি অক্ষর ভিন্ন অন্য অক্ষর সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করিতেছি না। তবে আমার প্রস্তাবিত অনুলিখন-রীতি নূতন হরফ না হইলে চলিবে না বলিয়া একটু জটিল হইয়া পড়িয়াছে, স্বীকার করি।

(৩) হম্জহের জন্য ['] চিহ্নের আবশ্যক আছে। অন্যথা [মা'] প্রভৃতি হম্জহ্-অন্ত শব্দ জানাইবার উপায় কি ?

(৪) আরবীর সে ও জাল অক্ষরের ধ্বনি যথাক্রমে ইংরাজী thin ও then শব্দের thএর মত। বাঙ্গালায় এই উষ্ম থ ধ ধ্বনির নির্দ্দেশ থ় ও ধ় দ্বারা ভিন্ন অন্য প্রকৃষ্টতর উপায়ে হইতে পারে না।

(৫) আরবীর জোআদ অক্ষরের জন্য দ্ লেখা চলিতে পারে। তবে এই অক্ষর উষ্ম বলিয়া দ্ব় লেখাই সমীচীনতর মনে করি। আরবী জো অক্ষরের জন্য ধ্ব় লেখার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তৎসঙ্গে জ্ব় ব্যবহারেরও প্রস্তাব ছিল। ধ্ব় বোধ হয়, খুব সমীচীন হইবে না। আরবী শিক্ষাকারদিগের নির্দ্দেশ পাঠে এখন মনে করিতেছি, ধ্ব় না লিখিয়া জ্ব় লেখাই উচিত। কারণ, জো ঘোষ-ধ্বন্যাত্মক।

(৬) জীম অক্ষরের প্রাচীন উচ্চারণ গ্য বা জ জাতীয় ছিল, তাহা বন্ধুবরও স্বীকার করিতেছেন। আমি ইহার জন্য জ লিখিবার পক্ষপাতী, গ্যএর জন্য আমার নির্ব্বন্ধ নাই। তবে 'য' আমি সমীচীন মনে করি না।

(৭) অয়েন অক্ষর বিশেষ এক কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি প্রকাশ করে, এই হেতু ইহার

কোন বিশেষ চিহ্ন থাকা উচিত। কেবল মাথায় বসান [ʼ] কমায় চলিবে না মনে করি।

(৮) উষ্ম, বিবৃত, সংবৃত প্রভৃতি শব্দ আমি যে বিশেষত্বে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণকারের মত-সঙ্গত।

এই সমস্ত বিষয় বক্তা উদাহরণ প্রভৃতি দেখাইয়া ও নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া বলেন—তাঁহার এই সম্বন্ধে বক্তব্য প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলেন,—"প্রবন্ধ-লেখক মৌলবী শহীদুল্লাহ সাহেব ভাষাবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। বিশেষতঃ যাঁহার প্রবন্ধের উপর মৌলবী সাহেবের এই প্রবন্ধ, তিনিও ভাষাবিজ্ঞানে বিশেষ সুপণ্ডিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত আছেন এবং আমার পূর্ব্বে তিনি সরাসরিভাবে মৌলবী সাহেবের প্রবন্ধের একটু উত্তরও দিয়াছেন।

ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া আমি মৌলবী সাহেবের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের উপর কোন কথা বলিব না এবং আমার তজ্জটা অধিকারও নাই। তবে মোটের উপর আমি ইহা বলিতে ইচ্ছা করি যে, যে বিষয়ের উপর এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, সে বিষয় লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের বাল্য ও কৈশোরকালে মুসলমানের নামতত্ত্ব ও উচ্চারণতত্ত্ব লইয়া যে তিনটি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সে প্রবন্ধ তিনটি পাঠ করিলে তাহাতে আলোচ্য বিষয়ের একটু ক্ষীণ আভা দেখিতে পাওয়া যায়।

বিগত ১৩২৩ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় আমি "বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও ফার্সী উর্দ্দু ভাষার শব্দ-লিখনপ্রণালী ও উচ্চারণবিধি" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, প্রকৃত প্রস্তাবে এতৎসম্বন্ধে সেই প্রবন্ধটিই সাহিত্য-পরিষদে প্রথম। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু ও মৌলবী সাহেব যে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমি সে দিকে লক্ষ্য রাখি নাই। যাহা চালাইতে পারিব, যাহা চলিবে এবং যাহা লোকের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে, আমি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম।

এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের পাঠ শুনিতে এবং প্রবন্ধ পাঠ করিতে আগ্রহ হয় বটে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিবে কি না, গ্রহণ করিতে পারিবে কি না, তাহাও ভাবিতে হয়। বিশেষ সকল বিষয়ের আলোচনাই দেশ, কাল এবং পাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়। মক্কার কারী তাঁহাদের মাতৃভাষা, আরবী ভাষা যে ভাবে উচ্চারণ করেন, কুফার কারী সে ভাবে করেন না। কুফার কারী যে ভাবে উচ্চারণ করেন, মিশরের কারী সে ভাবে করেন না। আবার মিশরের কারী যে ভাবে উচ্চারণ করেন, ভারতবর্ষের কারী সে ভাবে করেন না। ভারতবর্ষের কারীদিগের মধ্যে যে ভাবের

উচ্চারণপদ্ধতি প্রচলিত আছে, আমাদিগকে সেই পদ্ধতি বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা না করিলে আমাদিগের—ইংরাজীতে যাহাকে বলে "টোটাল ফেলিওর"—তাহাই হইবে।

অপর দেশের কথা জানি না। কিন্তু ভারতের কারীদিগের মধ্যে সুরাহ ফাতেহার শেষ শব্দের উচ্চারণ-পদ্ধতি লইয়া বিষম মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে। এ বিরোধ যে কোন কালে মিটিবে, তাহা ত বোধ হয় না। অক্ষরটিকে কেহ "দোয়াদ" বলেন এবং কেহ "জোয়াদ" বলেন। কিন্তু এ বাজারে 'ধ' আনিলে চলিবে না।

ইহা ব্যতীত ছাপাখানার দিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। ছেনি ও তামা প্রস্তুত করাইবার অনর্থক গুরুভার যদি তাঁহাদের উপরে চাপান যায়, তাহা হইলে তাঁহারা যে এই মহৎ কার্য্যে পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধকতা করিবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধ-লেখক পণ্ডিতযুগলের নেকনজর যদি প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে আমার প্রবন্ধটির প্রতি নিপতিত না হইয়া থাকে, তবে আমি তাঁহাদিগকে এবং পরিষদের সদস্যমণ্ডলীকে আমার প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উপসংহারে আমি শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষৎ একটি শাখাসমিতি গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে শাখাসমিতি যে এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই। তবে সেই সমিতিকে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া এ বিষয়ের একটি শেষ মীমাংসা হওয়া উচিত।"

৫। তৎপরে নিম্নোক্ত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল,—

(ক) ৺কৃষ্ণলাল চৌধুরী (মালদহ)   (ঘ) ৺গোরমোহন শীল (কলিকাতা)

(খ) ৺সতীশচন্দ্র বসু (ফুলতলা, খুলনা)   (ঙ) ৺কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর (ঐ)

(গ) ৺কুলদাকিঙ্কর রায় বি এল্ (কলিকাতা)

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়—১। কফনের নওলা। শ্রীসুখেন্দ্রলাল মিত্র—২। সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় (১ম খণ্ড)। ৩। সাকানামা। ৪। সারস্বতচিন্তামণি। ৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস। ৬। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ৭। আরব্য উপন্যাস (১ম খণ্ড)। ৮। বিধান ভারত (২য় উল্লাস)। ৯। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা। ১০। মা ও ছেলে (১ম ভাগ)। ১১। ভিক্‌টোরিয়া-ভারতী। ১২। উপন্যাস-মালা। ১৩। মুক্তাহার (১ম ভাগ)। ১৪। ষট্‌কাল-সন্দর্ভ। ১৫। মার্টিন লুথারের জীবন-চরিত। ১৬। ললনা। ১৭। বিবিধ প্রসঙ্গ। ১৮। জীবন-পতিনির্ণয় (১ম খণ্ড)। ১৯। কবিতাকল্পলতিকা। ২০। কুমুদনাথ। ২১। মায়াবিনী। ২২। বাসিনী। ২৩। শিশুপালন (১ম ভাগ)। ২৪। গীতাঙ্কুর। ২৫। ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি। শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী—২৬। তত্ত্বসন্দর্ভ। ২৭। বেদসংহিতায় অদ্বৈতবাদ। শ্রীপার্ব্বতীচরণ কবিশেখর—২৮। চারুদর্শন। শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ—২৯। মেঘদূত। শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী—৩০। সাধুসঙ্গ। শ্রীমহাতাপচন্দ্র পাল—৩১। প্রেমময়ী। শ্রীরজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়—৩২। আমি (১ম খণ্ড)। মোহম্মদ লুৎফার রহমান—৩৩। সরলা। শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত—৩৪। বনপাখী। শ্রীদুর্গাদাস পাত্র—৩৫। প্রকৃতির প্রতিশোধ। শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—৩৬। সবিতারাধনা। ৩৭। প্রবাসীর প্রত্যাগমন। ৩৮। নবীনের সংসার। শ্রীরাধা-বল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ—৩৯। তোরাবক্রচঃ। ৪০। বীজগণিতম্। ৪১। কোষ্ঠিপ্রদীপঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী—৪২। পাণিপথ। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—৪৩। বীরবলের হালখাতা। ৪৪। চার-ইয়ারী কথা।

পুঁথি

উপহারদাতা—শ্রীহীরালাল ঘোষ—১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড। ২। ঐ—সুন্দরকাণ্ড। ৩। ঐ—লঙ্কাকাণ্ড। ৪। ঐ—উত্তরকাণ্ড। ৫। কাশীখণ্ড। ৬। উৎকলখণ্ড। ৭। মহাভারত—আরণ্য পর্ব্ব। ৮। ঐ—উদ্যোগপর্ব্ব।

Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(1) Reports on the Administration of Bengal, 1916-17.—(2) Progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17. Asst. Secretary, Govt. of The Punjab.—(3) Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st. March, 1917. Secretary, Smithsonian Institution—(4) Meliaceae Centrali Americanae Et. Panamenses.—(5) Descriptions of two New Birds from Haiti. Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(6) Supplement to the Progress of

Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17.—(7) Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1917.—(8) Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal for the years 1915, 1916, & 1917.—(9) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling, for 1917-18.—(10) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1917.—(11) Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency for the year 1917. Chief Inspector of Explosives in India.—(12) Nineteenth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st March, 1918. Director, Geological Survey of India. (13) A Bibliography of Indian Geology and Physical Geography with an Annotated Index of Minerals of Economic Value. Supdt. Govt. Press, Madras.—(14) A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss, Govt. Oriental Mss. Library, Madras. Supdt. Govt. Press, Allahabad.—(15) List of Sanskrit and Hindi Mss. purchased by order of the Govt. and deposited in the Sanskrit College, Benares, during the year, 1916-17. Director of Statistics, India.—(16) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, April, 1918.—(17) Do. May, 1918.—(18) Statistical Tables showing for each of the years 1901-'02 to 1916-17, the estimated value of the Imports and Exports of India at the prices prevailing in 1899-1900 to 1901-'02, with an Introductory Memorandum. Officer-in-charge, Bengal Sectt, Book Depot. (19) Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal for the year 1917.—(20) Report on the Third Wage Census of Bengal taken in December, 1916. Supdt. Govt. Monotype Press, Simla.—(21) Proceedings of All-India Conference of Librarians held at Lahore, 4th to 8th Jan. 1918. Officer-in-charge Bengal, Sectt, Book Depot.—(22) Statistics Returns with a brief note on Registration Department in Bengal. 1917. Supdt. Govt. Ptg. India.—(23) Patent Office Journal, April to June. 1918. Director of Statistics, India.—(24) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills. June, 1918. Director General of Archæology in India.—(25) Annual Report of the Archæological Survey of India, 1915 to 1916. Director, Geological Survey of India.—(26) Record of the Geological Survey of India, vol. XLIX. Part 1. 1918. Supdt. Govt. Printing, India.—(27) A Guide to Taxila.

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

৬ই আশ্বিন ১৩২৫, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪।০টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, সি আই ই

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

শ্রীঅমৃতলাল বসু, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, মাননীয় রায় শ্রীরাধাচরণ পাল বাহাদুর, রায় শ্রীশ্রীনাথ পাল বাহাদুর, রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার, শ্রীপুলিনবিহারী মিত্র, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বসু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেব, শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅমূল্যকুমার দাস, শ্রীঅন্নদাচরণ দাস, শ্রীঅন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু, শ্রীঅক্ষয়কুমার দাস, শ্রীঅজিতকুমার সেন, শ্রীআনন্দমোহন ঘোষ, শ্রীআশুতোষ পাল, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন বিদ্যারত্ন, শ্রীঅরুণচন্দ্র নাগ, শ্রীঅজিতকুমার দে, শ্রীআবু সিরাজী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অধ্যাপক শ্রীমতিলাল বসু, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীজগবন্ধু মোদক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীরামহরি শুড় বি এল্, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীঅখিলচন্দ্র বসু, শ্রীঅজিতরঞ্জন মল্লিক, শ্রীঅনিলকৃষ্ণ দত্ত বি এ, শ্রীঅযোধ্যানাথ গোস্বামী, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীঅতুল্যকুমার দাস, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, উপেন্দ্রনাথ কোলে, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত, ইউ সি মুখোপাধ্যায়, কে বি সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র কর, কে সি ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেশবচন্দ্র দত্ত চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাহা, শ্রীকালীকুমার বসু, কে এস বিদ্যাবিনোদ, শ্রীকামিনীকুমার রায়, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু, শ্রীকামাখ্যাচরণ বশঃ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য, শ্রীগণপতিভূষণ সিংহ, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীচুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রমোহন রায়, শ্রীজীবনকুমার রায়, জগদানন্দ বাজপেয়ী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি

বিশ্বাস, শ্রীতারকনাথ রায়, ডি চৌধুরী, শ্রীদেবপ্রসাদ দত্ত, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীনীলমাধব সাহা, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এন্ চাটার্জি, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনীরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীনলিনচন্দ্র দাস, এন এন বিশ্বাস, শ্রীনলিন ঘোষ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেশচন্দ্র দাস, শ্রীনৃত্যগোপাল সরকার, শ্রীপ্রেমতোষ বসু, শ্রীপরেশনাথ বসু, শ্রীপঞ্চানন ঘোষ, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু, শ্রীপান্নালাল দে, শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ রায় চৌধুরী, পি এন ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীপ্রমথনাথ নাগ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি এ, শ্রীপুলিনবিহারী তালুকদার, শ্রীবসন্তকুমার রায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীবিজয়কুমার মিশ্র, শ্রীবিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীবিপিনবিহারী বসু, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীভবেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী, শ্রীভুবনমোহন ঘোষ, শ্রীমাখনলাল পোদ্দার, শ্রীমনুজকুমার মজুমদার, শ্রীমন্মথনাথ বসু, শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোজনাথ ঘোষ, শ্রীমণিলাল বসু, শ্রীমদনমোহন দত্ত, শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য, এম সি গাঙ্গুলী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র শীল, শ্রীযতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, শ্রীরাধাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধারমণ সাহা, শ্রীরামকেশব চক্রবর্ত্তী, শ্রীরমণীমোহন চৌধুরী, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীরাখালচন্দ্র গুহ বি এ, শ্রীরবীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীরমেশ ভৌমিক, শ্রীললিতমোহন সিংহ, শ্রীলোকেন্দ্রনাথ চন্দ্র, শ্রীললিতমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপদ নন্দী বি এ, শ্রীশৈলেন্দ্র সিংহ, শ্রীশচীন্দ্র সিংহ, শ্রীশরৎচন্দ্র রুদ্র, শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস, শ্রীসুবোধকুমার বিশ্বাস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুধন্যাকুমার সুর, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ধর, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুধীরচন্দ্র সিংহ, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীসুকুমার দে, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসত্যরঞ্জন সরকার, শ্রীসন্তোষকুমার বসু, শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, শ্রীসারদাপ্রসাদ হাজরা, শ্রীসচ্চিদানন্দ সরকার, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, এস কে চাটার্জি, এস কে বসু, শ্রীস্নেহলাল বসু, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীহরিদাস বিশ্বাস, শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীহরেন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীহেমকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ ডাঃ শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	} সহকারী সম্পাদকগণ

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ৺মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা।

পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাননীয় ডাক্তার স্যার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সুগায়ক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার-রচিত প্রথম সঙ্গীতটি গান করিলেন এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, তাঁহার স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। এই সময় পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত হইলে, ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহাকে সভাপতির আসন প্রদান করিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় মনোমোহন বসুর সহিত আমার বিশেষ আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। যে যুগে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন যুগ আসিয়াছে। তখন বাঙ্গালা দেশে মাত্র চারি জন নাট্যকার প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন;—১ম ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন, ২য় ৺দীনবন্ধু মিত্র, ৩য় ৺মনোমোহন বসু এবং ৪র্থ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ৺দীনবন্ধু বাবুর রসিকতার ন্যায় তাঁহারও রসিকতা যে কম ছিল, তাহা নহে; 'রামাভিষেক' নাটকে তাহার নমুনা পাওয়া যায়। বঙ্গীয় নাট্যশালায় রামাভিষেক নাটক এত অধিক রজনী অভিনীত হইয়াছিল যে, অন্য কোন নাটক তত অভিনীত হইতে দেখি নাই। তাঁহার "সতী" নাটকের শাস্তি পাগ্‌লার অনুকরণে এখনও অনেক চিত্র অঙ্কিত হইতেছে। যে সময় তিনি "মধ্যস্থ" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, সেই সময় তাঁহাকে অনেকেই "মধ্যস্থ বাবু" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার ক্রোধ ছিল না এবং কখনও কাহারও নিন্দাবাদ করিতেন না। সকল সাধারণ কার্য্যে মধ্যস্থ হইয়া সুপরামর্শ দিতেন। তিনি ভাল গান বাঁধিতে পারিতেন। মনোমোহন-গীতাবলীতে উহা প্রকাশিত আছে। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটকের গানগুলিতে ৺মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সুর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মনোমোহন বাবু, তাঁহার নাটকের সমস্ত গানগুলি কোন শ্রুত সুরের অনুকরণে বাঁধিয়া দিতেন। হাপ্‌-আখ্‌ড়াই ও পাঁচালীর গান বাঁধিয়া, তখনই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর লিখিয়া প্রতিবাদী দল কর্ত্তৃক সুরলয়যোগে গাওয়াইতেন। তাঁহার দেশহিতৈষিতার প্রবৃত্তি যথেষ্ট ছিল। ৺নবগোপাল মিত্রের সময়ে চৈত্র মেলায় অনেক দেশীয়, স্বদেশীয় কবিতা ও উক্ত মেলায় পঠিত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া দেশবাসীকে—বিশেষতঃ তৎকালীন শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার

পৌত্রের স্বহস্তে অঙ্কিত তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। আমি পুণ্য-দিনে তাঁহার পুণ্য-কথা প্রচার করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—মনোমোহন একাধারে কবি, নাটাকার, সমাজ-সেবক ও দেশহিতৈষী ছিলেন। মনোমোহন বাবু এক হিসাবে বাঙ্গালার শেষ 'কবি'। রামরাম বসু, হরুঠাকুর প্রভৃতি যে 'কবির গান' চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, মনোমোহন বাবু সেই কবি-সম্প্রদায়ের শেষ। সাহিত্যের বিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশের কালে তিনি যে যুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান যুগ প্রতিষ্ঠিত, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মনোমোহন বাবু আমাদের সেই পূর্ব্ব-সম্পদে ধনী না করিয়া গেলে, বর্ত্তমান নাট্য-সাহিত্য এত দূর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। তিনি গুপ্ত-কবির শিষ্য ছিলেন। মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র রঙ্গলাল প্রভৃতি মনীষিগণ দেশাত্মবোধের আদি প্রচার-কর্ত্তা। দীনবন্ধুর নীলদর্পণের ও হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীতের দেশাত্মবোধের কথা কখনও বিলীন হইবার নহে। মনোমোহন বাবুর নাটকে দেশাত্মবোধের ভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র নাটকের "দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হ'য়ে পরাধীন"—গানে এক সময়ে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ও আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। মনোমোহন বাবুর বক্তৃতা করিবার ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল। ১২৭৬ সালে হিন্দু মেলায় ও তৎপরে চৈত্র-মেলায় তিনি প্রতি বৎসর একটি করিয়া বক্তৃতা দিতেন। উক্ত বক্তৃতাগুলি, "হিন্দু আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রবন্ধ" এবং বক্তৃতামালা" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। এক্ষণে উক্ত উভয় পুস্তকই দুষ্প্রাপ্য। আমি তাঁহার দেশাত্মবোধের বক্তৃতাগুলির কিছু বিশেষ আপনাদের সমক্ষে পাঠ করিয়া শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। (অতঃপর সুরেশ বাবু বক্তৃতামালা ও সামাজিক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ পাঠ করিলেন এবং সকলকে পুনঃ পুনঃ উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন)। অতঃপর সুরেশ বাবু বলিলেন, তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বক্তৃতা করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। তাঁহার আদর্শের অনুসরণেই তাঁহার ঋণ পরিশোধিত হইতে পারে।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—মনোমোহন বাবুর পুত্র মতিলাল বসু আমার বাল্যসখা। সেই জন্য আমি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় দেখাইতাম। তাঁহার নাটক পাঠে আমি বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতাম। আমার কতকগুলি নাটকে তাঁহার পথানুসরণও করিয়াছি। বাল্যকালে কথকতা, হাপ আখড়াই, পাঁচালী গান শুনিয়াছিলাম; সেরূপ মনপ্রাণ-মাতানো গান আর শুনিতে পাই না। মনোমোহন বাবুর গানেও সেইরূপ মাদকতা ছিল। ইংরাজী সাহিত্য ৫০০ বৎসরে যাহা হইয়াছে, বাঙ্গালার সাহিত্য ৫০ বৎসরে উন্নতির পথে বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া সেইরূপটিই হইয়াছে। ইহা আমাদের শ্লাঘার কথা। মনোমোহন বাবু দেশ-ভাষার পুষ্টি-সাধনে যথেষ্ট সেবা করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক নাটকখানি বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্য-জগতে অতুল কীর্ত্তি-স্তম্ভরূপে আবহমান কাল পর্য্যন্ত বিরাজমান থাকিবে। সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে এরূপ একজন স্বভাব-কবি নাট্যকারের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাতে পরিষৎ স্বদেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ. বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত সুরেশবাবু বলিয়াছেন, মনোমোহন বাবু একাধারে কবি, নাট্যকার, সমাজ-সেবক ও বক্তা ছিলেন। এ দেশে কবি না হইলে কবিকে চিনিতে পারা যায় না। আপনারা কবি, নাট্যকার, সমাজ-সেবক ও বক্তার বক্তৃতা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন। সুতরাং আমার বক্তৃতা না করাই উচিত ছিল। আমি শুধু তাঁহার সহিত সাহিত্য-পরিষদের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহাই বলিতেছি। যে কয়জন মহাত্মা পরিষদের ধাত্রী বলিয়া পরিচিত, তিনি তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পরিষদের নিয়মাবলীর কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিশোধন করিবার জন্য যে এক্ষণে সদস্যগণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই নিয়মাবলী মনোমোহন বাবু সর্ব্বপ্রথম নিজে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরিষৎকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্রথম কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি পরিশ্রম করিয়া, এই শিশু পরিষৎকে কিশোরবয়স্ক করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার "সতী" নাটক, "হরিশ্চন্দ্র" এবং "রামাভিষেক নাটক" যখন বৌবাজারে অভিনীত হইত, তখন লোকে একেবারে শোকে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিত। বৈতনিক, অবৈতনিক থিয়েটারে হরিশ্চন্দ্র নাটক এত অধিক অভিনীত হইয়াছে যে, তৎকালীন অন্য কোন নাট্যকারের গ্রন্থ তত অভিনীত হয় নাই; তাহাতে নাট্যকারকে বিশেষ ভাবে ধন্য ধন্য করিতে হয়। ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা। উক্ত তিনখানি নাটকের বর্ণনা, ভাষা ও সাহিত্য চিরদিন অতি উচ্চ-স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সাহিত্য-পরিষৎ এরূপ একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকারের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষ গৌরবান্বিত হইলেন।

অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বলিলেন,—এই চিত্রের প্রতিষ্ঠার সার্থকতা কি? তাঁহার গ্রন্থের পরিচয় পাইব কোথায়? পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হইবেন, তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারের জীবন-পরিচয় এবং গ্রন্থকার দেশের ও দশের জন্য কি কি কাজ করিয়াছেন, কিরূপে তাঁহার রচনাবলী বঙ্গীয়-সাহিত্যে উচ্চ স্থান লাভ করিল ইত্যাদি বিষয়সমূহের বিবরণী তাঁহাদের জানিবার উপায় কি? বিলাতে Marlow, Beaumont & Fletcher ইঁহাদের খবর কেহ রাখে না। অনেকে সুশিক্ষিত হইয়াও, ভাল গ্রন্থকারের সব বই না পড়িয়া কবিকে জানিতে পারেন। বিলাতে যেমন চিত্র-পটপ্রতিষ্ঠা-কালে, তাঁহার জীবন-পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা, গ্রন্থাবলীর প্রণয়ন-কাল এবং সাহিত্যে তাঁহার উচ্চ স্থান-লাভ ইত্যাদি নিদর্শনী-পত্র উক্ত চিত্রপটের সঙ্গে থাকে, আমার মতে আমাদেরও ঐরূপ ভাবে চিত্রের সঙ্গে লিখিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। কবিবর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে

দেশমাতৃকার দুর্দ্দশা সন্দর্শনে এবং দেশের অভাব-অভিযোগ অনুভব করিয়া, স্বদেশের জন্য খাঁটী বাঙ্গালার স্বাধীন-ভাবে যে সমস্ত হৃদয়োন্মাদিনী কবিতা ও গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা-প্রজা সর্ব্বসাধারণে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। কবিবরের আকুল প্রার্থনা সফলতা প্রাপ্ত হউক। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যদি রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র মনোমোহন প্রভৃতি কবিগণ এইরূপ গ্রন্থ রচনা করিতেন, তখন কি আমরা তাঁহাদের চিত্র-প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিষদে রাখিতে পারিতাম, না এরূপ ভাবোদ্দীপক গ্রন্থরাজির পাঠ-লালসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতাম? আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরা পূর্ব্বেই সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিয়াছি। মানুষ, মানুষকে জীবনে-মরণে, শোকে-শান্তিতে সাহিত্যের ভিতর দিয়া মানুষ করিয়া তোলে; মনোমোহন বাবু স্বভাবসিদ্ধ নিজ গুণে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে, নাটকে, কবিতা-রচনায়, বক্তৃতায়, হাপ আখড়াই, পাঁচালী গানে স্বদেশের হিতার্থে নানান্ সৎকার্য্যের ভিতর দিয়া আমাদের মানুষ করিয়া গড়িয়াছেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব সুমধুর জীবন-চরিত্ত কীর্ত্তন করিয়া আজ আমি কবিবরের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু, সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতির বক্তৃতার পর, বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া আমার পক্ষে নিতান্তই অন্যায়। তবে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে, আমি পরিষদের মুসলমান সদস্যদিগের পক্ষ হইতে কিছু বলিতেছি। আমি স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের অনেকগুলি নাটক পড়িয়াছি। অনেক নাটকের অভিনয়ও দেখিয়াছি। নাট্যজগতে নাট্য-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে স্বর্গীয় গিরিশ বাবু অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন, মনোমোহন বাবুরও কাজ কম নহে। তিনি যে সমস্ত জাতীয় উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা এবং নাটকাবলী লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের মুসলমান-সমাজেও অতি যত্নের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। অতীব আনন্দের কথা, আজ সেই মহাত্মার স্মৃতি রক্ষণার্থ জাতীয় অনুষ্ঠানের মূল সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু-মুসলমানগণের ধন্যবাদার্হ হইলেন।

শেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—মনোমোহন বাবুর কথা আপনারা অনেকেই শুনিলেন—তিনি বক্তা ছিলেন; এ সভায় যাঁহারা বক্তা আছেন, তাঁহারা মনোমোহন বাবুর বক্তৃতাশক্তির প্রশংসা করিলেন। তিনি নাটক লিখিতেন; অমৃত বাবু তাঁহার নাটকের সমালোচনা করিলেন। তিনি প্রবন্ধ রচনা করিতেন; যাঁহারা এখন প্রবন্ধ রচনা করেন, তাঁহারা তাঁহার গুণপনা ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমার বলিবার অল্পই আছে। যদি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে ও ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বিষয়ে বিশেষ সুযোগ হইয়া উঠে নাই। তবে এক দিন আমরা দুই জনে প্রায় দুই ঘণ্টা গল্প করিয়াছিলাম এবং তাঁহার সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি অতিশয় সজীব,—

ছিলেন ; অনেক ক্ষণ ধরিয়া তিনি হাফ আখড়াইএর উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। এখন যাঁহারা লেখক-বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারা অনেক প্রকারে উৎসাহ পান ; তাঁহাদের অর্থাগম ও খ্যাতি লাভের অনেক উপায় আছে। কিন্তু সেই সে কালে—যখন লোকে পড়িত ইংরাজী, পড়িত সেক্সপীয়ার, বাইরাণ ; রস পাইত স্কট ও ডিকৃইনসিতে, তখন বাঙ্গালায় বই লেখা যে কি বিড়ম্বনা ছিল এখনকার লোক তাহার ধারণাই করিতে পারেন না। কিন্তু সেই দুঃসময়েই মনোমোহন বাবু বাঙ্গালা লিখিয়া গিয়াছেন, কেবল দেশের হিতের জন্ত ; দেশকে দেশের কথা বুঝাইবার জন্ত বাঙ্গালা লিখিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন যথার্থ দেশহিতৈষী ছিলেন। আসুন, আমরা তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, তাহার কিছু পরিচয় দিই।

এই বলিয়া সভাপতি মহাশয়, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে কবিবরের স্মৃতির উদ্দেশে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন এবং তিনি তৈল-চিত্রখানির আবরণ উন্মোচন করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় মনোমোহন বসুর পৌত্র, চিত্রকর, শ্রীমান্ অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুকে সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন ও তাঁহাকে তাঁহার পিতামহের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্ত উপদেশ দিলেন।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারী বাবুর রচিত শেষ সঙ্গীতটি শ্রীযুক্ত পুলিন বাবু গান করিলে, সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ প্রদানানন্তর বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৫ই আশ্বিন ১৩২৫, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই অধিবেশনেরও সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ন মহাশয়ের "কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিসমূহ"। ৫। বিবিধ।

১। গত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে, পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্ব্বাচিত সভ্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	১। শ্রীবিনায়কচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট, বুক ডিপো।
		২। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা বি এল্ মুন্সেফ, পটুয়াখালি, বরিশাল।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	৩। শ্রীজগচ্চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মোক্তার, চট্টগ্রাম।
ঐ	রায় শ্রীচুনীলাল বসু	৪। মাননীয় রায় শ্রীরাধাচরণ পাল বাহাদুর ১০৮ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট।
রায় শ্রীচুনীলাল বসু	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	৫। কুমার শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর শোভাবাজার রাজবাটী

৩। নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে উপহারদাতৃগণকে পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীহরিদাস হালদার	১। কর্ম্মের পথে
শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ	২। বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় "কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিসমূহ" নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে এই প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ করিলেন এবং জানাইলেন যে, এই প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। নির্ম্মাণকার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

পদক পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক বা পুরস্কার	প্রবন্ধের বিষয়
১। রাজেন্দ্রচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)	এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ
২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)	নরহরি সরকারের জীবন
৩। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী সুবর্ণ-পদক—	বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান
৪। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—	স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্যের সমালোচনা
৫। শশিপদ রৌপ্য-পদক—	জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব
৬। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—	বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচারশক্তির পরিচয় থাকা চাই। পরিষদের নিযুক্ত পরীক্ষকগণের অনুমোদিত না হইলে কোন প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। প্রবন্ধগুলি বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ই চৈত্র মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে, ২৪৩১ অপার-সার্কুলার রোড, কলিকাতা ঠিকানায় পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ অপার-সার্কুলার রোড, কলিকাতা
২০শে পৌষ, ১৩২৫

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চবিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

কলিকাতা

২৪৩/১ নং আপার সাকুর্লার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২৫

পঞ্চবিংশ ভাগের সূচীপত্র

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর *

(সমালোচনা)

যাঁহারা আরবী ও পারসী লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই আরবী ও পারসী শব্দগুলিকে বাঙ্গালা হরফে লিখিবার একটি বৈজ্ঞানিক নিয়মের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। আমার মনে হয়, ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে আমি "আরবী ও পারসী গ্রন্থের অনুবাদের আবশ্যকতা এবং আরবী ও পারসীর অক্ষরান্তরীকরণ" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা এই অভাব দূরীকরণের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম উদ্যম। উক্ত প্রবন্ধ "প্রতিভা" পত্রিকায় ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ভ্রাতা আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অবশেষে সুহৃদ্বর সুনীতি বাবু তাঁহার গবেষণাপূর্ণ "লিপ্যন্তর" প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুনীতি বাবু তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মতামত চাহিয়াছেন। আমি বিশেষজ্ঞ না হইলেও, প্রস্তাবিত বিষয়ের কিঞ্চিৎ অধিকারী। তাই এতৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

'লিপ্যন্তর' শব্দের অর্থ অন্য লিপি। ইহা দ্বারা ক্রিয়া বুঝা যায় না। ক্রিয়ার্থ প্রকাশের জন্য 'লিপ্যন্তরণ' প্রভৃতি ভাবার্থ-প্রত্যয়-সিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত। লিপি অপেক্ষা অক্ষর শব্দ অধিক প্রসিদ্ধ। এই জন্য আমি 'অক্ষরান্তরীকরণ' শব্দ transliterationএর বাঙ্গালা প্রতিশব্দরূপে প্রয়োগ-প্রয়াসী হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি "অনুলিখন" শব্দ প্রচলনের পক্ষপাতী। Translationএর যেমন 'অনুবাদ,' transliterationএর সেইরূপ 'অনুলিখন'। "অনুলিখন" শব্দটি যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত। সুতরাং বলিতে শুনিতে লাগিবে ভাল। সুধীগণ এ সম্বন্ধে বিচার করিবেন।

আরবীর "লিপ্যন্তর" বা "অনুলিখন" বলিতে আমরা যে আরবী বুঝিব, তাহা আধুনিক আরবী-জগতের কথোপকথনের আরবী عربية নহে, কিংবা পারসী বা হিন্দুস্থানীতে প্রবিষ্ট আরবী নহে। মিস্র, হিযাজ, ই'রাক়, শাম প্রভৃতি স্থানের কথিত আরবীর উচ্চারণ এক নহে। ভারতের লোকের বা স্থানের নামে যে আরবী শব্দ পাওয়া যায়, তাহা পারসীর (অর্থাৎ পারসী ভাষায় ব্যবহৃত আরবীর) ন্যায় উচ্চারিত হয়। আরবীর অনুলিখন বলিতে আমরা প্রাচীন আরবী বুঝিব। স্থানীয় উচ্চারণ-ভেদ সত্ত্বেও ক়ুর্‌আন পাঠ-কালে ক়ারীগণ আরবীর যে উচ্চারণ করেন, আরবীর বাঙ্গালা অনুলিখন-পদ্ধতির বিচারকালে সেই উচ্চারণ স্বীকৃত হইবে। সুনীতি বাবুও প্রাচীন আরবীর উচ্চারণকে অনুসরণ করিয়াছেন। তবে ভারতীয় আরবী নাম বাঙ্গালা হরফে লিখিতে হইলে, প্রাচীন

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আরবী উচ্চারণ কিংবা আরবীর পারসীক উচ্চারণ অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা সুনীতি বাবু কোথায় স্পষ্টরূপে লিখেন নাই। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত উচ্চারণই যে অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই বোধ হয়, তাঁহার অভিমত। এ বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমতাবলম্বী।

প্রাচীন আরবীর প্রকৃত উচ্চারণ হ্বাধরাত মুহাম্মাদের সময় হইতে গুরু-শিষ্যপরম্পরাক্রমে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। প্রত্যেক নমাজে ক্বুরআনের কোন এক অংশ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্বুরআন পাঠের জন্য উচ্চারণ-শাস্ত্র শিক্ষা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইলে নমাজ সিদ্ধ হয় না, এই প্রকার বিধান থাকায় প্রত্যেক মুসলমান সাধ্যানুসারে উচ্চারণ শিক্ষা করিয়া থাকেন। ض অক্ষরের উচ্চারণ লইয়া ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে যে প্রবল মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই উচ্চারণ-শিক্ষার প্রতি মুসলমানগণের তীক্ষ্ণ লক্ষ্য আছে বলিয়া। এক সময়ে হিন্দুগণের মধ্যে বেদ পাঠের জন্য শিক্ষাশাস্ত্র অবশ্য পঠনীয় ছিল। কিন্তু বেদ-চর্চ্চার অভাবে শিক্ষাশাস্ত্র একরূপ অনাদৃত অবস্থায় রহিয়াছে। মুসলমানগণের এখনও সেরূপ ঔদাসীন্য আসে নাই।

শিক্ষাশাস্ত্রকে আরবীতে ই'ল্‌মু-ত্‌তায্‌বীদ বলা হয়। ক্বুরআনের বিধান—বা রাত্তিলি-ল্‌ক্বুর্‌আনা তার্‌তীলা—"এবং তার্‌তীলের সহিত কুর্‌আন পাঠ কর"—উহার তার্‌তীল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কেহ হ্বাধ্‌রাত আ'লীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "তার্‌তীলের অর্থ অক্ষরসমূহের যথাযথ উচ্চারণ (তায্‌বীদ) এবং বিরাম-স্থান সকলের জ্ঞান।" ক্বুর্‌আনে তারতীলের আদেশ থাকায় উচ্চারণ শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করা হয়। যাঁহারা ক্বুর্‌আনের উচ্চারণ শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে ক্বারী (পাঠক) বলা হয়। হ্বাধ্‌রাত মুহাম্মাদ বলিয়াছেন, "অনেক ক্বারী আছে, যাহারা ক্বুর্‌আন পাঠ করে, অথচ ক্বুর্‌আন তাহাদিগকে অভিসম্পাৎ করে।" এই জন্য ক্বারীগণ অতি সাবধানে ই'লমু-ত্‌তায্‌বীদ শিক্ষা করিয়া থাকেন।

হ্বাধরাত মুহাম্মাদের পারিষদগণ ধর্ম্মগুরুর প্রমুখাৎ ক্বুর্‌আন শিক্ষা করিতেন। হ্বাধ্‌রাতের তিরোভাবের পরে অনুবর্ত্তিগণ পারিষদগণের নিকট ক্বুর্‌আন শিক্ষা করিতেন। এইরূপে খুলাফাএ রাশিদীনের (পাঁচজন সত্য খলীফার) সময় অতীত হইলে, সাধারণের মধ্যে অনেকে ক্বুর্‌আন পাঠে ভ্রম-প্রমাদ করিতে লাগিল। তখন মুসলমান-জগতের প্রধানগণ মক্কা, মদীনা, বস্‌রা, সিরিয়া এবং কুফা—ইস্‌লামের কেন্দ্রস্থল এই পাঁচ স্থানের ১৪জন ক্বারীকে সাধারণের ক্বুর্‌আন শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই সমস্ত ক্বারীগণের মধ্যে কুফানিবাসী ইমাম আ'স্লিমের কুর্‌আন পাঠপ্রণালী, তৎশিষ্য হ্বাফ্‌স্‌, তৎপরে তৎশিষ্য, এইরূপ গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে। এখনও ভারতীয় ক্বারীগণ ইমাম আ'স্লিম পর্য্যন্ত আপনাদের গুরুর শৃঙ্খলা বর্ণন করিয়া থাকেন। ক্বারীগণের প্রতিষ্ঠা-পত্রে তাঁহাদের গুরুপরম্পরা বর্ণিত হইয়া থাকে।

ই'ল্‌মু-ত্‌তাষ্‌বীদ সম্বন্ধে আরবী ভাষায় শায়্‌খ্‌ শাতিবী; ইমাম শায়্‌খ্‌ যাজ্‌রী প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের রচনা প্রাচীন ও বিশেষ প্রসিদ্ধ। পারসী ভাষায় মাক্‌সূদু-ল্‌ক্বারী, মায়্‌রু-ল্‌ক্বারা প্রভৃতি এবং উর্দু ভাষায় জীনাতু-ল্‌ক্বারী, সিরাযু-ল্‌ক্বারা প্রভৃতি পুস্তক সুবিদিত।

প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে ক্বারীগণের এবং ই'লমু-ত্‌তাষ্‌বীদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থের আশ্রয় লইতে হইবে। সুনীতি বাবু ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণকে অবলম্বন করিয়াছেন। এই জন্য কয়েক স্থলে, আমার বিবেচনায়, তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

যুক্তাক্ষর لا বাদ দিলে আরবী বর্ণমালার অক্ষর-সংখ্যা ২৮টি। ইমাম সীবাৱায়িহ্‌ ইহাদের ১৬টি উচ্চারণ-স্থান مخرج নির্দ্দেশ করেন। ইমাম খালীলের মতে উচ্চারণ-স্থান ১৭টি। ইমাম যাজ্‌রী প্রভৃতি অধিকাংশ এই শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন।

১৭টি উচ্চারণ-স্থান এই :—

১। মুখ-গহ্বর, ا و ی যখন ইহারা স্বরবর্ণ থাকে। ইমাম সীবাৱায়িহ ইহাদের পৃথক্‌ উচ্চারণ-স্থান স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্যঞ্জন অবস্থায় ইহাদের যে উচ্চারণ, স্বর অবস্থায় তাহাই।

২। কণ্ঠের নিম্নভাগ, ء , ه

৩। কণ্ঠের মধ্যভাগ, ع , ح

৪। কণ্ঠের ঊর্দ্ধভাগ, غ , خ

৫। জিহ্বামূল ও টাক্‌রা (uvula), ق

৬। জিহ্বামূল ও জিহ্বামধ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং তৎসন্নিহিত তালু, ك

৭। জিহ্বামধ্য ও তৎসন্নিহিত তালু, ج , ش , ی (ব্যঞ্জন)।

৮। জিহ্বা-পার্শ্ব ও দক্ষিণ বা বাম-ভাগস্থ শ্বাদন্তের পশ্চাদ্বর্ত্তী পক্ক দন্তমূল; ض

৯। জিহ্বা-পার্শ্ব ও দক্ষিণ বা বামভাগস্থ শ্বাদন্তের ও তৎপার্শ্বস্থ দন্তের মূল। (ضاحك) , ل

১০। জিহ্বাগ্র, উপর পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তমূল, ن

১১। জিহ্বাগ্রের পৃষ্ঠভাগ ও উপর পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তমূল, ر

১২। জিহ্বাগ্র ও উপর পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্ত, ط , د , ت

১৩। জিহ্বাগ্র ও নীচের পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র, س , ز , ص

১৪। জিহ্বাগ্র ও উপরের পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র, ظ , ذ , ث

১৫। অধরের পৃষ্ঠভাগ ও উপরের পাটির দুই দন্তের অগ্রভাগ, ف

১৬। ওষ্ঠদ্বয়, و , ب , م

১৭। নাসামূল, ن , م ; যখন হসন্ত হইয়া ইহাদের ইখ্‌ফা (اخفا) এবং ইদ্‌গাম (ادغام) অবস্থা হয়।

কণ্ঠকে উচ্চারণ-স্থানের প্রথম স্থান কল্পনা করিলে উচ্চারণ-স্থানের ক্রম হিসাবে আরবী অক্ষরগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজাইতে পারা যায়—

(বাম হইতে দক্ষিণে পড়িতে হইবে)

ء ه ع ح غ خ ق ك ج

ش ى ض ل ن ر ط د ت

ص ز س ظ ذ ث ف و ب م

এই ক্রমের মধ্যে যে-কোন অক্ষর তাহার পূর্ব্বলিখিত অক্ষর হইতে উচ্চারণ-স্থান ক্রমে পরবর্ত্তী এবং পরলিখিত অক্ষর হইতে উচ্চারণ-স্থান ক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী।

উপরে যে উচ্চারণ-স্থান বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আরবী বর্ণমালা-গুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রধানতঃ ৮ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

১। কণ্ঠ— ا ء ه ع ح غ خ

২। জিহ্বামূল— ق ك

৩। তালু— ى ش ج

৪। দন্তমূল— ض ل ن ر

৫। দন্ত— ط د ت ص ز س ظ ذ ث

৬। দন্তৌষ্ঠ— ف

৭। ওষ্ঠ— و ب م

৮। নাসামূল—কণ্ঠ্য বর্ণ ও ل ভিন্ন অন্য বর্ণের পূর্ব্বস্থিত হসন্ত ن এবং ب ও م এর পূর্ব্বস্থিত م

আরবীর শিক্ষাশাস্ত্রকার (مجوّدون) গণ উচ্চারণ-স্থান ভিন্ন বর্ণগুলি সম্বন্ধে কতিপয় গুণ (صفة) নির্দ্দেশ করেন। এই গুণগুলিকে সংস্কৃত শিক্ষাশাস্ত্রের ভাষায় প্রযত্ন বলা যাইতে পারে। তায্ বীদ-শাস্ত্রে বর্ণমালার ৪৪টির অধিক গুণ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭টি প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট। ইমাম যাজ্রী এই ১৭টি গুণের পরিচয় দিয়াছেন। গুণগুলি যথা ;—

১। যিহ্ র্ (উচ্চ শব্দ), কণ্ঠস্বর প্রথমতঃ আটক খাইয়া পরে উচ্চ হইয়া ধ্বনিত হয়। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মায্ হুরাঃ বলা হয়।

২। হাম্স (নিম্ন শব্দ), কণ্ঠস্বর রুদ্ধ না হইয়া নিম্ন হইয়া ধ্বনিত হইতে থাকে। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মাহ্ মুসাঃ বলা হয়। হাম্স যিহ্ রের বিপরীত গুণ। এই অক্ষরগুলির সমষ্টি—

فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ

এতদ্ভিন্ন সমুদায় বর্ণ মায্ হুরাঃ। সংস্কৃত শিক্ষাশাস্ত্রের রীতি অনুসারে মাহ্ মুসাঃ বর্ণগুলিকে শ্বাস এবং মায্ হুরাঃ গুলিকে নাদ বলা যাইতে পারে।

৩। শিদ্দাঃ—(কঠোরতা)। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলির নাম শাদীদাঃ। তাহার সমষ্টি

أَجِدْ قُطْ بَكَتْ .

হসন্ত অবস্থায় এই বর্ণগুলির ধ্বনি রুদ্ধ হয়। এইগুলিকে অল্পপ্রাণ বলা যাইতে পারে।

৪। রিখাৱাঃ—(মৃদুতা)। শিদ্দাঃর বিপরীত গুণ। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে রিখ্ৱাঃ বলা হয়। এইগুলিকে মহাপ্রাণ বলা যাইতে পারে।

৫। শাদীদাঃ ও রিখ্ৱাঃ বর্ণগুলির মধ্যবর্ত্তী বর্ণগুলিকে বায়ন্ বা মধ্যবর্ত্তী বলা হয়। তাহার সমষ্টি لن عمر ইংরাজি উচ্চারণশাস্ত্র (Phonetics) মতে ইহাদিগকে তরল বর্ণ (liquids) বলা যাইতে পারে। শাদীদাঃ ও বায়ন ভিন্ন সমুদায় বর্ণ রিখ্ৱাঃ।

৬। ইস্‌তি'লা'—(জিহ্বার উচ্চগতি)। যে সকল বর্ণ উচ্চারণ-কালে জিহ্বা তালুর দিকে উচ্চ গতিপ্রাপ্ত, তাহাদিগকে মুস্‌তা'লিয়াঃ বর্ণ বলা হয়। তাহাদের সমষ্টি—خص ضغط قظ

৭। ইস্‌তিফাল—(জিহ্বার নিম্নগতি)। ইহা পূর্ব্বোক্তের বিপরীত গুণ। এই গুণ-বিশিষ্ট বর্ণকে মুস্তফিলাঃ বলা যায়। ইহাদের সংখ্যা ২১টি।

৮। ইত্‌বাক (জড়িত হওয়া)। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলির নাম মুত্‌বাক্কাঃ। এই বর্ণগুলি উচ্চারণকালে জিহ্বার কিয়দংশ উপরের তালুতে জড়িত হয়, এই জন্য ইহাদিগের এই নাম। ইহারা ص ض ط ظ

৯। ইন্‌ফিতাহ্—(মুক্ত হওয়া)। ইহারা ইত্‌বাক্কের বিপরীত গুণ। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মুন্‌কাতিহাঃ বলা হয়। ইহাদের সংখ্যা মুত্‌বাক্কাহ্ ভিন্ন অবশিষ্ট ২৪টি।

১০। ইজ্‌লাক—(প্রান্ত হইতে নির্গত হওয়া)। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মুজ্‌লিকাঃ বলা হয়। এই গুলির সমষ্টি فر من لب। ইহাদের মধ্যে م ف ب ওষ্ঠ প্রান্ত হইতে নির্গত হয়, এবং অবশিষ্টগুলি জিহ্বা-প্রান্ত হইতে উচ্চারিত হয়।

১১। ইস্‌মাত—(নীরব হওয়া)। ইজ্‌লাকের বিপরীত গুণ। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলির নাম মুস্‌মিতাঃ। ইহাদের সংখ্যা মুজ্‌লিকাঃ ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদায় বর্ণ।

১২। স্নাফীর (শিশ)। ص ز س এই বর্ণগুলি উচ্চারণ-কালে শিশের শব্দ হয়। এইজন্য ইহাদের নাম সাফীরাঃ(صفيره); ইহাদিগকে ইংরাজি উচ্চারণশাস্ত্রের (phoneticsএর) মতে শব্দকারী বর্ণ (sibilant) বলা যাইতে পারে।

১৩। কল্‌কলাঃ—ইহাদের সমষ্টি قطب جد। ইহাদের উচ্চারণ সময়ে উচ্চারণ-স্থানে মৃদু কম্পন হয়। এই জন্য ইহাদের এই নাম। ইহাদিগকে অল্পপ্রাণ ঘোষ-বর্ণ বলা যাইতে পারে।

১৪। লীন (কোমল)। অন্তঃস্থ و ی।

১৫। ইন্‌হিরাফ—(জিহ্বা উল্টান)। এই গুণবশতঃ ل ও ر কে মুন্‌হারিফাঃ বর্ণ বলা হয়।

১৬। তাক্‌রীর (দ্বিরুচ্চারণ); ر বর্ণের এই গুণ আছে। কিন্তু ইহা পরিহার্য্য। এই গুণ-বশতঃ ইহার নাম মুকার্‌রিরাঃ।

১৭। তাফাশ্‌শী (বিস্তৃতি)। ش বর্ণের এই গুণ। ش উচ্চারণকালে শব্দ মুখমধ্যে বিস্তৃত হয়। এই জন্য ইহার এই নাম।

১৮। ইস্‌তিত্‌লাত—(দীর্ঘ হওয়া)। ض বর্ণের এই গুণ। ض উচ্চারণ-কালে জিহ্বা ل এর উচ্চারণ-স্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। এই জন্য ইহার নাম মুস্‌তাত্‌ীলাঃ।

১৯-২০। তাফ্‌খীম ও তার্‌কীক্‌। কোন অক্ষরকে নিজ উচ্চারণ-স্থানে মোটা করিয়া উচ্চারণ করাকে তাফ্‌খীম ও সরু করিয়া উচ্চারণ করাকে তার্‌কীক্‌ বলে। ইহারা পরস্পর বিপরীত গুণ। মুস্‌তা'লিয়াঃ বর্ণ, স্থান-বিশেষে ر, এবং স্থানবিশেষে আল্লাহ্‌ শব্দের ل এই বর্ণগুলির তাফখীম উচ্চারণ হয়।

সংস্কৃত বর্ণমালার সহিত তুলনা করিলে আরবী বর্ণমালাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) যে বর্ণগুলি সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতের সমান ধ্বনিবিশিষ্ট; যথা— ى ه ن م ك س ر د ت ب ا (২) যে বর্ণগুলি অধিকাংশে সংস্কৃতের সমান যথা— ل ش ج (৩) যে বর্ণগুলি কিয়দংশে সংস্কৃতের সমান; যথা—
ا ء ق ف غ ع ظ ط ض ص ز ذ خ ح ث

আরবী বর্ণমালাকে প্রধান প্রধান উচ্চারণ-স্থান ও গুণ অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করিলে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে,—

	শ্বাস অল্পপ্রাণ	শ্বাস মহাপ্রাণ	নাদ অল্পপ্রাণ	নাদ মহাপ্রাণ	শ্বাস তরল	নাদ তরল
কণ্ঠ		خ ح ه	ء	غ		ع ا
জিহ্বামূল	ك		ق			
তালু		ش	ج			ى
দন্তমূল				ض		ر ں ل
দন্ত	ت	س ص ث	د ط	ز ذ ظ		
দন্তোষ্ঠ		ف				
ওষ্ঠ			ب			م و
নাসামূল						م ں

অনুলিখন-প্রণালী স্থির করিতে হইলে চারিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য আবশ্যক,—(ক) আরবী প্রভৃতির ধ্বনিকে তাহার সদৃশ বা প্রায়-সদৃশ বাঙ্গালা ধ্বনি দ্বারা প্রকাশ, (খ) আরবী প্রভৃতির যে অনুরূপ বাঙ্গালা ধ্বনি স্থির করা হইবে, তাহাই সর্ব্বত্র ব্যবহার করিতে হইবে। ج এর জন্য যদি জ অনুরূপ ধ্বনি স্থির করা হয়, সর্ব্বত্র ج এর স্থানে অনুলিখন-প্রণালীতে জ ব্যবহার করিতে হইবে। এক স্থানে জ, এক স্থানে গ, এক স্থানে য ব্যবহার করিলে নিয়ম ভঙ্গ হইবে। (গ) প্রণালীটি কার্য্যে প্রয়োগ-যোগ্য হইবে। (ঘ) সহজ-বোধ্য হইবে।

উক্ত চারিটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমি যেখানে সুনীতি বাবুর সহিত একমত হইতে পারি নাই, সেইগুলি মাত্র নিয়ে আলোচনা করিতেছি।

ـَ ফাত্‌হাহ্‌ বা জবরের জন্য া এবং ا এর জন্য া, কিংবা ফাতহাহর জন্য া, এবং ا এর জন্য া লিখিলে মূল অনুযায়ী হয়। হিন্দী অকারের উচ্চারণ হ্রস্ব আ হইলেও সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অকারের উচ্চারণ তাহা নহে। অথচ আরবী ফাতহাহ্‌র উচ্চারণ হ্রস্ব আ। হ্রস্ব ও দীর্ঘ আকারে তফাৎ দেখাইবার জন্য হয় হ্রস্ব আকারে, নয় দীর্ঘ আকারে চিহ্ন দিতে হইবে। আরবীতে ـَ ফাতহাহ যুক্ত শব্দ ا যুক্ত শব্দ অপেক্ষা বেশী। এই জন্য হ্রস্ব আকে খালি রাখিয়া দীর্ঘ আর জন্য চিহ্ন ব্যবহার করা ভাল। অতএব আমি ـَ = া, ا ও ا = া চালাইতে চাই।

ءَ আ ءِ ই ءُ উ—এই আ ই উ'র পূর্ব্বে কমা চিহ্ন দিয়া পাঠককে ধাঁধায় ফেলা হয় মাত্র। বাঙ্গালায় অনুলিখিত আরবী পাঠকালে পাঠকের স্মরণ থাকা উচিত যে, তিনি আরবী পাঠ করিতেছেন, বাঙ্গালা নহে। যেখানে আরবীতে একটি মাত্র উচ্চারণ আছে, যাহা বাঙ্গালার কোন এক অক্ষরের উচ্চারণের অনুরূপ, সেখানে আরবীর উচ্চারণ বাঙ্গালা ঐ অক্ষর দিয়া প্রকাশ করিলে যথেষ্ট। ঐ বাঙ্গালা অক্ষরকে ফুটকি, কমা, নিম্নরেখা কিংবা ঊর্দ্ধ-রেখা প্রভৃতি দ্বারা কুটিল করা সমীচীন নহে। তাহা হইলে অনুলিখন-প্রণালী প্রয়োগ-যোগ্য হইবে না এবং সহজ-বোধ্যও হইবে না। এই জন্য ء خ ف র জন্য যথাক্রমে আ, খ, ফ লিখিলে যথেষ্ট হইবে। নচেৎ ج এবং ل এর জন্য যদি জ এবং ল ব্যবহার করা হয়, তবে জ এবং লএর নীচেও ফুটকি দিতে হইবে। আরবী ج এবং ل এর উচ্চারণ ঠিক বাঙ্গালা জ এবং লএর উচ্চারণের মত নহে। আরবী ج মধ্য-তালু হইতে উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালা জএর উচ্চারণ-স্থান তাহার অনেক নিম্নে। আরবী ل কে উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বাগ্রকে শ্বাদন্ত ও তাহার সংলগ্ন মুখগহ্বরের দিকের দন্ত—এই দুই দন্তমূলে আঘাত করিতে হয় এবং জিহ্বাগ্রকে কিঞ্চিৎ উল্টাইতে হয়। আরবী ل দন্তমূলীয়, বাঙ্গালা ল দন্ত্য।

হসন্ত হাম্‌জাহ্‌ প্রদর্শনের জন্য 'এপষ্ট্রফী' ব্যবহার করা যাইতে পারে; যেমন بَأْ বা'।

তাশ্‌দীদ সম্বন্ধে সুনীতিবাবু কিছু নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। তাশ্‌দীদ দ্বিত্বচিহ্ন। অক্ষরের দ্বিত্ব আরবীতে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে হইয়া থাকে,—(ক) দুইটি সম্পূর্ণরূপে সমান বর্ণের সন্ধিতে, যেমন رَبٌّ غَفَّار প্রভৃতি। (খ) দুইটি সমজাতীয় বর্ণের সন্ধিতে, যেমন بَسَطْتَ كُدْتُ, رَحْمَةً, مِن لَّدُن, مِن رَّبٍّ, قُل رَّبِّ ইত্যাদি। (গ) ال শব্দের ل এর সহিত শাম্‌সী অক্ষরের সন্ধিতে, যেমন الرَّحْمٰن, الطِّين। ইত্যাদি। (ঘ) হসন্ত নূনের সহিত م ن ى এবং و এর সন্ধি। এরূপ স্থলে হসন্ত নূন সানুনাসিক হয়। যেমন مِن مَّال, مِن يَّشَاء, مِن وَّاقٍ, مِن نَّخِيل।

(ক) প্রকারের দ্বিত্বস্থানে তাশদীদ-যুক্ত অক্ষরকে যুক্তাক্ষরে লিখিতে ভাল হয়। যেমন রাব্ব, ঘাফ্‌ফার ইত্যাদি। কিন্তু যে স্থলে দুইটি পৃথক্‌ শব্দের মধ্যে সন্ধি হয়, সেখানে দুইটি অক্ষর পৃথক্‌ রাখিতে কোন ক্ষতি নাই, যেমন (ربحت تجارتهم) রাবিহাত, তিযারাতুহুম্।

(খ) প্রকারের দ্বিত্বে আরবী লিখন-প্রণালী অনুসরণ করিয়া হসন্ত অক্ষর পৃথক্‌রূপে ও তাহার পরবর্ত্তী তাশদীদযুক্ত অক্ষরকে যুক্তাক্ষরে প্রকাশ করিলে ভাল হয়। যেমন বাসাত্‌ত্বা, কিদ্‌ত্তা, মিন্‌ র্রাহ্মতি, মিন্‌ল্লাহুন্‌ ও রুসুল্‌ র্রাব্বি।

(গ) প্রকারের দ্বিত্ব স্থানে ل যে বর্ণে পরিণত হয়, সেই বর্ণ ও তৎপরবর্ত্তী বর্ণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ লিখিলে ভাল হয়। যেমন আর্‌রাহমান, আত্‌ত্বীন ইত্যাদি। আর্‌হমান, আত্ত্বীন লিখিলে ارحمن। اطّين ইত্যাদি মনে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারিত। আর্‌-রহমান, আর-ত্বীন এইরূপে হাইফেন-যুক্ত পদ প্রয়োগ ঠিক নহে। এক স্থানে লুপ্ত অলিফকে হাইফেন দিয়া জ্ঞাপন করিয়া পুনরায় অন্য স্থানে আল্‌ ও তৎপরবর্ত্তী শব্দের মধ্যে বিয়োগ-চিহ্ন হাইফেন ব্যবহার করা বৈজ্ঞানিক প্রণালী-বিরুদ্ধ।

(ঘ) প্রকারের দ্বিত্বে সানুনাসিকত্ব জ্ঞাপনের জন্য হসন্ত ن এর জন্য, ঁ চন্দ্রবিন্দু লিখিয়া পরবর্ত্তী অক্ষরকে যুক্তাক্ষরে লিখিলে বুঝিবার সুবিধা হয়। যেমন মাঁ য়্যাশাঁউ, মিঁ ঋ্যালিন্‌, মিঁ ন্নাথীলিন্‌, মিঁ র্রাব্বি।

ث - ث س ص এই তিন অক্ষর মুশ্‌তাবাহু-স্‌সূত বা প্রায় এক প্রকার ধ্বনিযুক্ত। ث س এক মাত্র পার্থক্য যে س সাফীরাহ (sibilant), ث তাহা নহে। জিহ্বাগ্র উপর পাটির সম্মুখের দুই দন্তাগ্রে আঘাত করিয়া শিশধ্বনিবিহীন স উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলে ث এর প্রকৃত উচ্চারণ হইবে। ث থ ও স এর মধ্যবর্ত্তী। হিব্রু ভাষায় ث অক্ষর নাই। আরবীর ث স্থানে হিব্রুর শীন অক্ষর দেখা যায়। যেমন আরবী ثوم হিব্রু شوم আরবী ثلج হিব্রু شلگ, আরবী ثلث হিব্রু شلش, আরবী ثم شم, আরবী ثمانية হিব্রু شمنه। অসুর-বাবীলিয় (Assyro-Babylonian) ভাষায়ও হিব্রুর ন্যায় শীন দেখা যায়, যথা আরবীয় اثنان। হিব্রু شنيم অসুর šina شن, আরবী ثلث অসুর šalaš, আরবী ثمان অসুর šamna ইত্যাদি। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি ث র অনুলিখনে স ব্যবহার করিতে চাই, এবং س এবং ص হইতে ইহার পার্থক্য করিবার জন্য স় (নিম্নরেখ স) লিখিতে চাই। নিম্নরেখ স এর জন্য নূতন হরফ তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন হইবে না।

ج—সুনীতি বাবু বলেন প্রাচীন আরবীর উচ্চারণে গ ছিল। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন, গ্রীক ও হিব্রু গ ধ্বনি আরবী ج দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। সুনীতি বাবু معرّب শব্দগুলি দ্বারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিদেশী শব্দ আরবীতে প্রবেশ করিয়া

আরবী রূপ ধরিলে তাহাকে معرب মুআ'র্‌র্‌ব বা আরবীকৃত শব্দ বলা হয়। মুআ'র্‌র্‌ব শব্দ-গুলিতে আরবীর অপরিজ্ঞাত বিদেশী ধ্বনির নিকটবর্ত্তী আরবী ধ্বনি দেওয়া হয়। গ ধ্বনির নিকটবর্ত্তী আরবী ধ্বনি ج হইতেছে, غ নহে। গ ও ج এর উচ্চারণ স্থান অতি নিকট। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আরবী ج এর উচ্চারণ তালুমধ্য, জ'র ন্যায় সম্মুখের দন্তপংক্তির নিকটবর্ত্তী তালু নহে। কিন্তু غ এর উচ্চারণ-স্থান মুখগহ্বরের নিকটবর্ত্তী কণ্ঠের শেষাংশ। غ হইতে ج পর্য্যন্ত আরবী অক্ষরগুলিকে গ সহ উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী সাজাইলে এইরূপ ক্রম হইবে—غ, خ ق ك গ, ج। গ ج উভয়েই নাদ ঘোষ অল্প-প্রাণ হওয়ায় ج এর ধ্বনি গএর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, এই জন্য আরবীকৃত শব্দগুলিতে বিদেশী গ ধ্বনির স্থানে সাধারণতঃ ج লেখা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে যেমন পারসী گذم স্থানে قذق, 'গণেশ' স্থানে كذس, গ ধ্বনির স্থলে ك ও লেখা হইয়াছে। সুনীতি বাবুর তর্কপ্রণালী অনুসরণ করিলে অবশ্য বলিতে হইবে, আরবী ف এর উচ্চারণ প এর ন্যায়, যেহেতু গ্রীক, হিব্রু, পারসী, ও সংস্কৃত প ধ্বনির স্থানে আরবীকৃত শব্দগুলিতে সর্ব্বত্র ف লেখা হইয়াছে। কিন্তু কেহ বোধ হয় তাহা সাহস করিয়া এ পর্য্যন্ত বলিতে পারেন নাই। সুনীতি বাবুর দ্বিতীয় প্রমাণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বসরানিবাসী বৈয়াকরণ খালীল ইব্‌ন্ আহ্‌মাদ ج কে ك এর সমশ্রেণীস্থ বলিয়াছেন। আরবী ج যেমন পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, ك এর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বর্ণ। সেই হিসাবে ج কে যদি ك এর সমশ্রেণীস্থ বলা হয়, তবে ج এর গ ধ্বনি থাকায় প্রমাণ হয় না। ج এর প্রকৃত উচ্চারণ হ্বাধরাত মুহাম্মাদের সময় কি ছিল, জানিতে হইলে প্রথমতঃ ই'লম্‌-ত্ তায্‌ৱীদের সাহায্য লইতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ ক্বারীগণের উচ্চারণ লক্ষ্য করিতে হইবে, তৃতীয়তঃ যে ভাষায় জ ও গ উভয় ধ্বনিই আছে, সেই ভাষায় প্রাচীন আরবীর ج কোন্ অক্ষর দ্বারা লিখিত হইয়াছে, দেখিতে হইবে। ই'লম্‌-ত্ তায্‌ৱীদ অনুযায়ী ج এর উচ্চারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আল্‌জিরিয়া হইতে চীন ও সাইবিরিয়া হইতে জাভা পর্য্যন্ত সর্ব্ব স্থানের ক্বারীগণ ج কে জ এর ন্যায় উচ্চারণ করেন। এমন কি, উত্তর মিসর প্রভৃতি যে স্থানে এক্ষণে কথিত ভাষায় ج এর উচ্চারণ গ, সেই স্থানের ক্বারীগণও ج কে জএর ন্যায় উচ্চারণ করেন।

পারস্তের লোকেরা খ্রীষ্টিয় সপ্তম অষ্টম শতকে আঁরবী লিপি গ্রহণ করে। তাহারা কিন্তু গ স্থানে ج না লিখিয়া গ এর জন্য স্বতন্ত্র বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিল। ج এর গ ধ্বনি থাকিলে গ স্থানে ج লিখিয়া, জ এর জন্য স্বতন্ত্র অক্ষরের সৃষ্টি করিত। কিন্তু পারসীতে সর্ব্বত্র জ ধ্বনি স্থানে ج লেখা হইয়াছে। সুনীতি বাবু ج স্থানে গ কিংবা জ লিখিতে চান। আমার মতে গ একেবারেই চলিতে পারে না। জ'এ আপত্তি ছিল না। কিন্তু উর্দ্দু পারসী তুরকীতে ذ ز ض ظ এই চারি অক্ষরকেও জ দিয়া লিখিবার আবশ্যকতা থাকায়

পাঁচটী অক্ষরের কাজ জ দ্বারা করাইতে হয়। এই পাঁচ জ এর পার্থক্যের জন্য ফুটকি নিম্ন-রেখা ইত্যাদি লইয়া বড় টানাটানি পড়িয়া যায়। এই জন্য আমি জ-কে ج এর একটিনি হইতে রেহাই দিতে চাই। আমার মতে ج এর জন্য য লিখিলে সুন্দর হয়। য'এর বাঙ্গালা উচ্চারণ ধরিলে ج স্থানে য হইতে কোন আপত্তি থাকে না। ইহাতে বিশেষ এক সুবিধা যে, যে সমস্ত বিদেশী ভাষায় জ ও z দুই উচ্চারণ আছে, তাহাতে জ উচ্চারণের জন্য য লিখিয়া, z উচ্চারণের জন্য জ লিখিলে, ফুঁটকি ইত্যাদির ব্যবস্থা ব্যতীত মোটামুটি বিদেশী উচ্চারণ বাঙ্গালায় প্রদর্শিত হইবে। এই মিতব্যয়িতা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইংরাজি ভাষায় ق এর জন্য কখন কখন q, c লেখা হয়।

خ—স্থানে সুনীতি বাবু খ় লিখিতে চান। আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যখন আরবীতে একটি মাত্র খ ধ্বনি দ্যোতক অক্ষর আছে, তখন অনুলিখনের. খ-কে ফুটকি দিয়া দাগিবার আবশ্যক নাই। আরবী বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হইলেও আরবী যে আরবী, তাহা মনে রাখিলেই চলিবে। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে হামজাহ্ প্রসঙ্গে বলিয়াছি।

ذ—সুনীতিবাবু দ্ব় লিখিতে চান। س এর সহিত ث যে সম্বন্ধ, ز এর সহিত ذ এর ঠিক সেই সম্বন্ধ। ز ও ذ সমুদায় গুণে এক, কেবল ز صفیرہ শিশ-বিশিষ্ট (sibilant) এবং ذ শিশ ধ্বনি-বিহীন। উপর পাটীর সম্মুখের দুই দন্তাগ্রে জিহ্বাগ্র আঘাত করিয়া শিশধ্বনি বিহীন ز উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলে ذ উচ্চারিত হইবে। ذز উভয়ে মুশ্‌তাবাহ-সস্‌ত (প্রায় এক ধ্বনিবিশিষ্ট) হইতেছে। হিব্রু ভাষায় ذ অক্ষর নাই। আরবীতে যেখানে ذ দেখা যায়, হিব্রুতে সেখানে ز দেখা যায়; যথা আং ذنب হিং زنب, আং ذبح হিং زبح, আং ذا হিং زه, আং ذهب হিং زهب, আং ذكر হিং زكر ইত্যাদি। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ذ স্থানে আমি নিম্নরেখ জ্‌ লিখিতে চাই। ইহাতে ز র সহিত ذ এর সম্পর্ক বুঝা যাইবে। সুনীতিবাবু ذ কে ض এর নিকটবর্ত্তী ধ্বনি মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন।

ز র জন্য সুনীতি বাবু জ় লিখিতে চান। আমি কিন্তু বিদেশী শব্দের সাধারণ অনুলিখনে জ কে z ধ্বনির জন্য বাছিয়া রাখিতে চাই। এই জন্য জ-কে কোন পার্থক্য-বোধক চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিতে চাহি না।

ض কে সুনীতি বাবু দ্ব় দ্বারা প্রকাশ করতে চাহেন। ذ কে দ্ব় দ্বারা প্রকাশ করায় ض এর জন্য ডবল ফুটকিযুক্ত দ্ব় প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমার মতে ض কে শুধু ধ দ্বারা অনুলিখিত করিলে চলে। ض এবং ধ সমান নহে, তাহা ফুটকি দিয়া না বুঝাইলেও চলে। ض মহাপ্রাণ, দ অল্পপ্রাণ। এই জন্য ض স্থানে দ. চলিতে পারে না।

ط—সুনীতি বাবু ط স্থানে ৎ ব্যবহার করিতে চান। ৎ প্রয়োগ সম্পূর্ণ আপত্তি-

জনক। ظ মহাপ্রাণ নাদ্য বর্ণ; থ মহাপ্রাণ শ্বাস বর্ণ। সুনীতি বাবু ظ এবং ث কে এক শ্রেণীস্থ মনে করেন। কিন্তু আরবী শিক্ষা-শাস্ত্র অনুযায়ী ঃ ح خ ش ث س ص ف এক শ্রেণীস্থ এবং غ ض ظ ذ ز এক শ্রেণীস্থ। ض এবং ظ মুশ্‌তাবাহ্‌-স্‌সুত। ظ কে নিম্নরেখ ধ দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

ع—স্থানে সুনীতি বাবু [<] এই একটি নূতন হরফ আমদানি করিতে চান। আমি Royal Asiatic Societyর পদ্ধতি অনুসারে ['] চালাইতে চাই। এই চিহ্নের জন্য কোন নূতন চিহ্ন সৃষ্টির আবশ্যক হইবে না।

غ সুনীতি বাবু ঘ্র লিখিতে চান। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি কিন্তু ঘ লেখার পক্ষপাতী। خ—খ সম্বন্ধে যে কথা, غ—ঘ সম্বন্ধেও সেই কথা।

ف সুনীতি বাবু ফ লিখিতে বলেন। তাহাতে আপত্তি নাই। আমার মতে খালি ফ লিখিলে চলিতে পারে।

و এবং وَ وُ স্থানে সুনীতি বাবু অব, অও, ঔ—তিনটি রূপ লিখিতে চান তিনটি পাঠকের পক্ষে গোলমেলে বোধ হইবে। আমার মতে আও লিখিলে ভাল হয়। হসন্ত و স্থানে আমি ও লিখিতে চাই।

ة স্থানে সুনীতি বাবু হ্‌ বা ত্‌ লিখিতে চান। বিরাম স্থানে হ্‌ লেখা চলে। কিন্তু স্বরচিহ্ন যুক্ত হইলে তু লেখা উচিত। নচেৎ ইহাকে ه হইতে চিনা যাইবে না।

اَی ,ـَی ,ی সুনীতি বাবুর মতে অয়্‌ বা ঐ। আমার মতে আয়্‌। আ দ্বারা আরবী ـَی ,یَ র হ্রস্ব আকারত্ব সূচিত হইবে; ঐ-কারে য় লুকাইয়া পড়ে।

সুনীতি বাবুর অনুলিখন-রীত্যনুসারে চৌদ্দটি নূতন হরফের প্রয়োজন হইবে। আমার প্রস্তাব অনুসারে আটটির এবং ة র অনুলিখন ধরিয়া নয়টির। সুনীতি বাবু ة র জন্য কোন বাঙ্গালা হরফের প্রস্তাব করেন নাই। অথচ তাহার আবশ্যকতা রহিয়াছে।

সুনীতি বাবু আরবী অক্ষরগুলির উচ্চারণ বর্ণন করিতে উষ্ম বিবৃত প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণের কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু ঐ শব্দগুলি যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, সুনীতি বাবু সেই অর্থে ঐ শব্দগুলি প্রয়োগ করেন নাই। বিবৃত পঞ্চবিধ আভ্যন্তর প্রযত্নের অন্তবিধ। অ ভিন্ন স্বরসমূহের আভ্যন্তর প্রযত্ন বিবৃত। অকারের আভ্যন্তর প্রযত্ন সংবৃত। কিন্তু সুনীতি বাবু ব্যঞ্জনবর্ণগুলির বিবৃত ও সংবৃত ভেদ করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ব্যঞ্জন বর্ণগুলির মধ্যে স্পর্শ বর্ণগুলির আভ্যন্তর প্রযত্ন স্পৃষ্ট, অন্তঃস্থ বর্ণগুলির ঈষৎ স্পৃষ্ট এবং উষ্ম বর্ণগুলির ঈষদ্বিবৃত। বর্ণের বাহ্য প্রযত্নের বিবার ও সংবার স্থলে যদি সুনীতি বাবু বিবৃত ও সংবৃত শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিতে হইবে। ব্যাকরণ অনুসারে অঘোষ বর্ণমাত্রই বিবার এবং ঘোষ বর্ণমাত্রই সংবার। কিন্তু সুনীতি বাবু ঘোষ ও অঘোষ উভয়

শ্রেণীর বর্ণকে বিবৃত ও সংবৃত দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। সুনীতিবাবু বিবৃত সংবৃত অর্থে কি বুঝিয়াছেন বা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ব্যাকরণ অনুসারে শ, ষ, স, হ এই চারিটি বর্ণ উষ্ম। সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা অনুসারে خ ظ ف غ ض ذ , ز বর্ণগুলি উষ্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অথচ সুনীতি বাবু ইহাদিগকে উষ্ম বর্ণ বলিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি spirant শব্দের উষ্ম অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা হইলে কিন্তু ش ص س ইহাদিগকে উষ্ম বলা যাইতে পারিবে না।

বৈজ্ঞানিক অনুলিখনের উপযোগী হরফ সকল ছাপাখানায় পাওয়া যাইবে না। কার্য্য-কারিতার দিক্ হইতে দেখিলে অনুলিখনের একটি সাধারণ প্রণালীও চাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ন্যায় ইহাতেও একটি অক্ষর দুই ধ্বনির জন্য প্রযুক্ত হইবে না। অথচ নূতন অক্ষর ব্যতীত যে কোন ছাপাখানার সাধারণ অক্ষর দ্বারা অনুলিখনের কার্য্য চলিবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ন্যায় ইহাতেও উচ্চারণের দিকে নজর থাকিবে। এই সাধারণ প্রণালীর জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী হইতে বিভিন্ন ভাবে এই কয়েকটি নূতন প্রস্তাব আমি করিতে চাই। َ অকার, اَ া, আ, آ আঁ, যথা بَ ব, بَا বা। ث র জন্য ছ। ث ও ছ এর উচ্চারণগত বিশেষ পার্থক্য আছে। কিন্তু সমগ্র বঙ্গীয় মুসলমানগণের মধ্যে আরবী পারসী শব্দের s ধ্বনি জ্ঞাপনের জন্য ছ অক্ষর ব্যবহৃত হয়। عثمان ওছমান ثناء الله ছানাউল্লা, سلام ছালাম, مسلمان মোছলমান صابر ছাবের, صفات الله ছেফাতুল্লা صلح نامه ছোলেনামা—বাঙ্গালী মুসলমানগণ বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালা স এর শ উচ্চারণ সাধারণ হওয়ায় তাঁহারা বোধ হয় উচ্চারণের জন্য এই conventional ছ অক্ষর স্থির করিয়া লইয়াছেন। আমরা ث অক্ষরের জন্য মাত্র ছ-কে রাখিতে পারি। পড়িবার সময় ছ যে ث র সমান মনে রাখিলেই যথেষ্ট। ث স্থানে নিম্নরেখ স্‌ লিখিলেও চলিবে।

ح জন্য বড় অক্ষরের হ লিখিলে চলিবে। বাঙ্গালা দেশে ح কে বড় হে এবং ه কে ছোট হে বলিবার প্রথা আছে। এই প্রথা অনুসরণ করিয়া শব্দ বা লাইনের অন্য অক্ষর-গুলি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বড় টাইপে হ লিখিলে ح বলিয়া বুঝা যাইবে। কিংবা নিম্নরেখ হ্‌ লিখিলে চলিবে। ص স্থানে স্ব লিখিলে চলিতে পারে। ص এর সহিত ঈষদুচ্চারিত w ধ্বনি, ব-ফলা দ্বারা সূচিত হইবে। দ্বিত্ব স্থলে স্স্ব লিখিলে চলিবে। কেহ যদি ব-ফলা আপত্তিজনক মনে করেন, নিম্নরেখ ছ্‌ লিখিতে পারেন। ض এর জন্য ধ্ব বা ধ।

ط এর জন্য পূর্ব্বোক্ত কারণে ত্ব লিখিলে চলিতে পারে। ব-ফলা আপত্তিজনক মনে করিলে নিম্নরেখ ত্‌ লিখিলে চলিবে।

ظ এর জন্য ধ্ব বা ধ্‌।

ق -এর জন্য বড় টাইপের ক।

বাঙ্গালা দেশে ق কে বড় কাফ এবং ك কে ছোট কাফ বলার রীতি আছে। অন্য-থায় ক।

وَ =ও, وا =ওা, وُ =ও বা ভু, وِ =ভি বা ভি।

আরবীর পারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ।

ফারসী ও উর্দুতে প্রবিষ্ট আরবী শব্দগুলি খাঁটি আরবী হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয়। এই জন্য ঐরূপ আরবী শব্দগুলির জন্য খাঁটি আরবীর অনুলিখন প্রণালী হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন অনুলিখন-প্রণালীর প্রয়োজন। মূল আরবী হইতে যে স্থলে কিছু ব্যতিক্রম আছে, তাহাই এই স্থানে প্রদর্শিত হইবে। বলা বাহুল্য, পারসী ও হিন্দুস্থানীতে আরবীর উচ্চারণ একই। ض এর জন্য আমি জ় লিখিতে চাই। সুনীতি বাবু ز র জন্য জ় লিখেন, এই জন্য ض এর জন্য জ্ঝ় এইরূপ বিদ্‌কুটে অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছে। ظ এর জন্য জ জ় লিখিতে আমার আপত্তি নাই। ث ح ز ذ সম্বন্ধে পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

পারসী অক্ষরগুলির অনুলিখন সম্বন্ধে সুনীতি বাবুর সহিত আমার মতভেদ নাই। তবে , – ی – যেখানে পুরাতন পারসীক কিংবা ভারতীয় উচ্চারণে মযহুল, সেখানে আমি ও এ লেখাই পসন্দ করি, নব্য পারসী উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া উ, ঈ লিখিলে বঙ্গীয় মুসলমানের কানে ভাল লাগিবে না।

তুর্কি ও পশ্‌তু ভাষা সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু চর্চ্চা করিবার আবশ্যকতা দেখিলাম না।

বোধ-সৌকর্য্যার্থে সুনীতি বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালী এবং আমার প্রস্তাবিত প্রণালী পাশাপাশি দেখাইতেছি,—

মূল অক্ষর	সুনীতি বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত সাধারণ প্রণালী
أَ إِ أُ	’অ, ’ই, ’উ	আ, ই, উ	অ, ই, উ
ب	ব	ব	ব
پ	প`	প়	প
ت	ত	ত	ত
ث	থ় [সঁ ফারসী]	স̱	ছ [স̱]
ج	জ [গ]	য	য
چ	চ	চ	চ
ح	হ়	হ়	হ (বড়টাইপে)
خ	খ়	খ	খ
د	দ	দ	দ
ذ	ধ় [জ় ফারসী]	জ̱	জ̱
ر	র	র	র
ز	জ়	জ	জ
ژ	ঝ়	ঝ	ঝ
س	স	স	স
ش	শ	শ	শ

মূল অক্ষর	সুনীতি বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত সাধারণ প্রণালী
ص	স়	স়	স্ব [ছ়]
ض	ধ়, দ় [জ় ফারসী]	ধ [জ় পারসী]	ধ্ব [জ পারসী]
ط	ত়	ত.	ত্ব
ظ	থ়, জ় [জ় পারসী]	ধ় [জ় পারসী]	ধ্ব [জ় পারসী]
عَ عِ عُ	<অ, <ই, <উ	আ' ই' উ'	আ' ই' উ'
غ	ঘ়	ঘ	ঘ
ف	ফ়	ফ	ফ
ق	.ক্র	ক্ক	[ক, ক্ক]
ك	ক	ক	ক
گ	গ	গ	গ
ل م ن	ল, ম, ন	ল, ম, ন	ল, ম, ন
و	র়, ও	র়, ও	ও, ভ
ه	হ	হ	হ
ة	ত, হ	ত়, ঃ (বিরাম স্থানে)	ত়, ঃ (বিরাম স্থানে)
ی	য়	য়	য়
ا	আ	অঁা	অঁা
ا	আ	া	া
ءَا	<আ	.অঁা'	অঁা'

ـُو ـِی	ঈ, ঊ	ঈ, ঊ	ঈ, ঊ
ـُو ـِی	এ, ও, [পারসীর মযহুল উচ্চারণ]	এ, ও [পারসীর মযহুল উচ্চারণ]	এ, ও [পারসীর মযহুল উচ্চারণ]
ـَی	অয় [ঐ]	আয়	অয়
ـَوْ	অব় [অও, ঔ]	আও	অও
ـِوْ	ইব়	ইও	ইও
ـً ـٍ ـٌ	অন্, ইন্, উন্	আন, ইন, উন [ন্ ছোট টাইপে]	অন, ইন, উন [ন্ ছোট টাইপে]
ـَ ـِ ـُ	অকার, ি, ু	া, ি, ু	অকার, ি, ু
ـَ পারসী	অকার	অকার	অকার
ب আরবী	ব	বা	ব
پ পারসী	ব	ব	ব
بَا	বা	বা	বা
بَاء	বা’	বা’	ব’
بَع	ব<	বা‘	ব‘

তুলনার স্থবিধার জন্য আমরা প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে স্থরাতু-ল্ ফাতিহাঃর অনুলিখন দিয়া এই সমালোচনার উপসংহার করিতেছি।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

বিস্মি-ল্লাহি-র্রাহ্মানি-র্রাহীম। আল্ হামদু লিল্লাহি রাব্বি-ল্ আ‘লামীন। আর্রাহ্মানি-র্রাহীমি। মালিকি য়াওমি-দ্দীন। ইয়্যাকা না‘বুদু ব়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ‘ন। ইহ্দিনা-স্ স্রিরাত্বা-ল্মুস্তাক্বীমা। স্রিরাত্বা-ল্লজীনা আন্‌আ‘ম্তা আ‘লায়্হিম্। ঘায়্রি-ল্ মাঘ্ধূবি আ‘লায়্হিম্ ব়া লা-দ্ধাল্লীন। আমীন।

সাধারণ প্রণালী।

বিস্মি-ল্লাহি-র্ রহ্মানি-র্ রহীম। আল্ হম্দু লিল্লাহি রব্বি-ল্ আ‘লমীন। আর্রহ্মানি-র্রহীমি মালিকি য়ওমি-দ্ দীন। ইয়্যাক ন‘বুদু ও ইয়্যাক নস্তঈ‘ন। ইহ্দিনা-স্ স্বিরাত্ব-ল্ মুস্তক্বীম স্বিরাত্ব-ল্লজীন আন্‌আ‘ম্ত আ‘লয়হিম্। ঘয়রি-ল্ মঘ্ধূবি আ‘লয়্হিম ও লা-দ্ধাল্লীন। আমীন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অনুলিখন

('আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর' প্রবন্ধ সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য)

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ আমার 'আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর' প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া আমায় বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতে ও ভাষা-তত্ত্ব-বিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং আরবী ও ফারসী ভাষাদ্বয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে ; সুতরাং তিনি যে এ ক্ষেত্রে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ আনন্দের কথা।

বন্ধুবর তাঁহার প্রবন্ধে যে যে বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিব। আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পর বন্ধুবরের সহিত এই বিষয়ে আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আমি বিশেষ উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি এবং দুই এক স্থলে আমার প্রস্তাবের অল্প পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করিতেছি। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না—তৎসম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎ নিবেদন করিব।

আমার প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে, ইংরেজী transliteration শব্দের তেমন ভাল বাঙ্গালা প্রতিশব্দ পাই নাই ; translation অর্থে 'ভাষান্তর' শব্দের বহুল প্রচলনের নজীর অবলম্বন করিয়া 'লিপ্যন্তর' শব্দ ব্যবহার করি, 'লিপ্যন্তর' অপেক্ষা ভাল কথা আমার মনে আসে নাই। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অভিমত গ্রহণ করি। 'লিপ্যন্তর' শব্দ আমি অগত্যা প্রয়োগ করি। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন— 'অনুলিখন' (বা 'অনুলেখন'), তাহা আমার ব্যবহৃত 'লিপ্যন্তর' শব্দ অপেক্ষা বিশেষ ভাবে উপযোগী হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিবে। শব্দটি যুক্ত-ব্যঞ্জন-বর্জ্জিত বলিয়া শ্রুতিমধুর, এবং শ্রবণমাত্রেই ভাব প্রকাশ করিয়া দেয়। মাতৃভাষার ভাণ্ডারে এই সুন্দর শব্দটি আনয়ন করিয়া, সুহৃদ্বর একটী অভাব দূর করিলেন, এই জন্য আমি তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছি।

ফারসী বর্ণমালা আরবী বর্ণমালার রূপভেদ মাত্র ; আরবী অনুলিখনের রীতি নির্দ্ধারিত হইলে ফারসী সম্বন্ধে বিশেষ কোনও গোল থাকে না। তবে ذ ز ض ظ এই চারি অক্ষরের ফারসী উচ্চারণ অনুযায়ী z বা জ ধ্বনি প্রকাশ করিব, অথচ মূল অক্ষরের পার্থক্যও জানাইব, বাঙ্গালা হরফের সাহায্যে এতটা করা সহজ-সাধ্য নহে, বিন্দু বা রেখা দিয়া নূতন হরফ বানাইতেই হইবে। এই বিষয়ে পরে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

হজরৎ মুহম্মদের সময়ে আরব-জাতি আরব উপদ্বীপ, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-সিরিয়ায় ও কিছু পরিমাণে ইরাকে বাস করিত। আরবী ভাষার কেন্দ্র-ভূমি মধ্য ও উত্তর আরব-খণ্ড (অর্থাৎ

প্রদেশ ও সিরিয়ার মরু); এই কেন্দ্র হইতে আরব জাতি তথা আরবী ভাষার চতুর্দ্দিকে প্রসার ঘটে। প্রাচীনতম আরবীর* নিদর্শন যাহা এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর। ইহার পূর্ব্বের কোন আরবী রচনা মিলে না। এই নিদর্শনটি হইতেছে একটি শিলায় উৎকীর্ণ অনুশাসন।

হজরৎ মুহম্মদের জীবিতকাল ৫৭৮—৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ; তাঁহার প্রচারিত ইস্লাম ধর্ম্মই আরব-জাতিকে উন্নত করে, এবং তৎপ্রোক্ত কোরান-গ্রন্থই আরবী ভাষার এক বিশেষ গৌরবের বস্তু। হজরৎ মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে 'জাহিলিয়াৎ' বা অজ্ঞতার যুগেও এখনকার মত আরব-দেশে নানা গোত্রীয় যাযাবর জনগণ বাস করিত; ইহারা একই ভাষা, সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতীয় অনুষ্ঠানের সূত্রে বদ্ধ ছিল। আরবদেশ আকারে ভারতবর্ষ অপেক্ষা বড়; ইহার অনেক অংশ মরুময়, ইহার অধিবাসী লোকেরা বাধ্য হইয়া নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ করিয়া থাকিত। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভাষাভেদ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ যখন আবার হিম্য়ারী-ভাষী বহু লোক আরবী ভাষা গ্রহণ করে ও আরব হইয়া দাঁড়ায়, তখন প্রাচীনতম আরবীর শুদ্ধতা ও অবিকৃত অবস্থা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এই সকল আরবী গোত্রের যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে যোদ্ধ্দের মধ্যে কবিতার আদর ছিল; সমগ্র আরব জাতির মধ্যে লড়াইয়ের কবিতা, শোকগাথা ও বিদ্রূপের কবিতার বিশেষ প্রচলন ছিল। প্রায় সকল বড় গোত্রে একজন করিয়া কবি থাকিতেন; তদ্ভিন্ন অনেক 'ভবঘুরে' কবি ছিলেন, যাঁহারা এক দেশ হইতে আর এক দেশে যাইতেন, ভিন্ন-গোত্রীয় লোকেদের কাছে নিজের কবিতা পাঠ করিতেন, এবং সকলের নিকটেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেন। 'উকার্য় বলিয়া মদীনা শহরের পশ্চিমে একটি স্থান প্রাচীন আরবজাতির সামাজিক ও ধার্ম্মিক জীবনের কেন্দ্র ছিল; প্রতি বৎসর এখানে একটি সমাজ বসিত, সকল আরব-গোত্রের লোক এখানে মিলিত হইত; এই সমাজে কবিরা নিজ নিজ কবিতা শুনাইতেন, যাঁহাদের কবিতা সমগ্র জাতির প্রতিনিধিরূপে সমাগত ব্যক্তিবর্গের নিকট আদরযোগ্য মনে হইত, তাঁহারা

* প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, আরবী ভাষা যে ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তাহার নাম শেমীয় গোষ্ঠী। হিব্রু, সিরীয়, ফিনীশীয়, কিনানী, প্রাচীন অসুর-বাবিল, তথা আরবী, হিম্য়ারী ও আবিসিনীয়, এই কয়টি প্রধান শেমীয় ভাষা। ইহাদের মধ্যে হিব্রু-ফিনীশীয় ও অসুর-বাবিলের অতি প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়,—যিশু খ্রীষ্টের জন্মের দুই হাজার বছর পূর্ব্বের বাবিল ভাষায় লিখিত অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, ও খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব এক হাজার বৎসরের লেখা বইয়ে ও শিলালিপিতে হিব্রুর নমুনা পাওয়া যায়। হিম্য়ারী ভাষা এক সময়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ আরবে প্রচলিত ছিল,—এই ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি পশ্চিম ও দক্ষিণ আরবের পাহাড়ে পাওয়া গিয়াছে; লিপিগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীনগুলির কাল অনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব। হিম্য়ারী জাতি আবিসিনীয়দের কাছে পরাজিত হইয়া ক্ষীণবল হইয়া পড়ে, ও উহাদের অবশেষ ক্রমে আরবী ভাষা গ্রহণ করিয়া খাঁটি আরব হইয়া দাঁড়ায়। আরবী ভাষা শেমীয় ভাষাগুলির মধ্যে সর্ব্বশেষ লিখিত ও সাহিত্যে গ্রথিত হইলেও, মূল শেমীয় রূপ এক আরবীতেই বিশেষভাবে রক্ষিত আছে।

পুরস্কার পাইতেন। প্রাচীন আরব-জীবনের এই দিক্ দিয়া আরব-স্বজাতীয়ত্ব ও ঐক্য-জ্ঞান বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করিত। আরব কবিগণের হাতে ক্রমে, হজরৎ মুহম্মদের জন্মের পূর্ব্বেই, একটি সাহিত্যিক ভাষা দাঁড়াইয়া গেল; এই ভাষার ভিত্তি ভিন্ন আরব-গোত্রের মধ্যে প্রচলিত 'প্রাকৃত' আরবী ভাষাগুলি, কিন্তু ইহা 'প্রাকৃত' আরবীর মধ্যে যোগসূত্র-স্বরূপ এক সাহিত্যিক বা 'সংস্কৃত'-আরবী হইয়া দাঁড়াইল; প্রাকৃত আরবীর প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া সার্ব্বজনীন সাধু ভাষা বা আদর্শ ভাষা হইল। হজরৎ মুহম্মদ যখন কোরানে রক্ষিত উপদেশ ও আদেশাবলী প্রচার করেন, তখন তিনি এই সাধু আরবীকে উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার ভাষায় ও 'ইম্রু'উ-ল্-কয়স্ প্রমুখ 'জাহিলিয়াৎ'-যুগের অমুসলমান কবিদের ভাষায় পার্থক্য নাই; মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের কবিদের ভাষা সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ সাধু আরবীর নিদর্শন হিসাবে কোরানের আরবীর সদৃশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইস্লামের প্রচারের পর কোরানের আরবীই আদর্শ বলিয়া মুসলমান আরব ও অন্যান্য জাতির সমক্ষে রক্ষিত হইল। লোকে আরবী ভাষায় কিছু লিখিতে গেলে এইরূপ আরবী ব্যবহারেরই প্রয়াস করিত। কিন্তু ওদিকে নানা আরবী গোত্রের মধ্যে যে 'প্রাকৃত' চল্‌তি আরবী ছিল, তাহার গতি অব্যাহত ভাবে চলিল। নানা আরবী-গোত্রীয় লোকেরা স্বদেশের বাহিরে সিরিয়ায় মিসরে, ত্রিপোলিতে, আল্‌জিয়রে, মোরোক্কোতে উপনিবিষ্ট হইল, সেই সকল স্থানের আদিম অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে আরবী ভাষী করিয়া তুলিল, নূতন নূতন আরব-[illegible]গুর পত্তন করিল। তাহাদের মুখের আরবী সাহিত্যের আরবী হইতে ক্রমে ক্রমে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল। প্রাচীন আরবীর ব্যাকরণ সাহিত্যের আরবীতে, 'সাধু' আরবীতেই বদ্ধ রহিল, আর আরবে, মিসরে, সিরিয়ায় ও অন্যত্র কথাবার্ত্তার আরবীতে পুরান রূপের ভাঙ্গন ধরিল। আরব-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও মুসলমান-ধর্ম্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই 'সাধু' আরবী সৎসাহিত্যের ভাষা, এমন কি, পবিত্র ভাষা হিসাবে ফারসী, সিরীয় প্রভৃতি নানাদেশীয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। মুসলমান জগতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যত বড় বড় বই লেখা হইয়াছে, সমস্তই হয় এই সাধু আরবীতে, না হয় ফারসীতে। অধুনা আরবী-ভাষী সমস্ত দেশে দুই প্রকার আরবী চলে, (১) সাধারণ আরবী, চল্‌তি আরবী, এবং (২) সাধু আরবী, 'নহু্‌বী' বা ব্যাকরণ-সঙ্গত আরবী। বাঙ্গালা দেশের সাধু-ভাষা বনাম চলতি-ভাষার মত সমস্যা মিসর সিরীয়া ও অন্যত্র আসিয়া পড়িয়াছে; সেখানেও আমাদের দেশের মত তিনটি দল দেখা যায়—প্রাচীন-পন্থী, মধ্যপন্থী ও আধুনিক পন্থী। বোধ হয়, মধ্য-পন্থীরাই এখন প্রবল, এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন না করিলে মিসর ও সিরীয়ার দুই প্রকারের প্রাকৃত আরবী নূতন করিয়া 'সাধু' বা সাহিত্যিক রূপ ধারণ করিয়া বসিত, মোরোক্কো হইতে পারস্য পর্য্যন্ত এক সাধারণ সাহিত্যিক আরবীর প্রচার থাকিত না। আমাদের দেশে সাহিত্যিক আরবীই চলে, প্রাকৃত আরবীর চর্চ্চার আবশ্যকতা বা উপ-

যোগিতা নাই। এদেশের মুসলমান নামগুলি সাহিত্যিক আরবী অনুসারেই লিখিত ও উচ্চারিত হয়, আমাদের আলোচ্য আরবী অতএব সাহিত্যিক আরবীই হওয়া উচিত।

প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষার উচ্চারণ লইয়াই আমাদের তর্ক—বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে সেই উচ্চারণ কতটা এবং কিরূপে জানাইতে পারা যায়। এখন, সাধু বা সাহিত্যিক ভাষা কাহারও ঘরোয়া ভাষা নয়; এই জন্য ইহার উচ্চারণ প্রদেশ ভেদে বিভিন্ন, অথচ ব্যাকরণ সর্ব্বত্রই এক। আমাদের বাঙ্গালা সাধু-ভাষা যেমন পশ্চিম-বঙ্গে এক রকম করিয়া পঠিত হয়, আবার পূর্ব্ববঙ্গে আর এক রকম করিয়া। কিন্তু প্রাদেশিক উচ্চারণ-ভেদ থাকিলে স্থানবিশেষের উচ্চারণ শিষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়, সর্ব্বত্র ইহার অনুকরণের চেষ্টা থাকে। প্রাচীন সাধু আরবী, আরবী সাহিত্যের গৌরবের দিনে পারস্য হইতে স্পেন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অনুশীলিত হইত; বস্‌রা, বাগদাদ, কুফা, দমস্ক, মক্কা, মদীনা, বুখারা, অল্‌জজ়ায়ির, কর্দোভায় একই ব্যাকরণ অনুসৃত হইত, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চারণ-পার্থক্য প্রাচীন কাল হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতেছে আরব-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির যুগের কথা; এই যুগে কোথাকার আরবীকে শিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করি, তৎসম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে। হজরৎ মুহম্মদ যে গোত্রোদ্ভূত, সেই গোত্রের উচ্চারণ ও তাঁহার উচ্চারণ একই ছিল অনুমান করা যাইতে পারে; হজরৎ মুহম্মদের সময়কার কুরৈশ গোত্রীয় আরবীর উচ্চারণকে শিষ্ট বা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে আমাদের চলিতে পারে।

প্রাচীন ভাষার ঠিক উচ্চারণটি জানা অসম্ভব; কেহ ত তাহা আমাদের জন্য গ্রামোফোনে ধরিয়া রাখে নাই। গুরু পারম্পর্য্যেও উচ্চারণ অবিকৃত রাখা সম্ভব নহে; কারণ, মাতৃভাষার যে উচ্চারণ-বিকৃতি নিরঙ্কুশ ভাবে চলিতেছে, তাহা অতি-বড় পণ্ডিতও অতিক্রম করিতে পারেন না। হজরৎ মুহম্মদের সময়ের আরবীর উচ্চারণ কি ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি আমাদের প্রণিধান করা আবশ্যক। (১) আধুনিক আরবী-ভাষীর উচ্চারণ—প্রাদেশিক উচ্চারণ-নির্ব্বিশেষে। প্রাচীন আরবীর কতকগুলি বিশিষ্টতা এক প্রদেশে রক্ষিত আছে, হয় ত সেগুলি অন্যত্র লুপ্ত; এই জন্য সকল আরবী-ভাষী জাতির উচ্চারণ তুলনা করা আবশ্যক। (২) কোরান পাঠের পদ্ধতি যেমন ভিন্ন-ভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে, তাহার আলোচনা। (৩) আরবী শিক্ষা-শাস্ত্রের আলোচনা। (৪) আরবী অক্ষরে বিদেশী নাম ও বিদেশী অক্ষরে আরবী নামের অনুলিখন-পদ্ধতির আলোচনা। (৫) আরবী ও সহজাত অন্য শেমীয় ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচনা। প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ নির্দ্ধারণের জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উপরিলিখিত পাঁচ প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। আমি মুখ্যতঃ তাঁহাদেরই মত অবলম্বন করিয়াছি। তবে এই সকল উপায়ের বিশেষ ভাবে আলোচনা করি নাই। বিশেষতঃ আমার আলোচনায় আরবী শিক্ষা শাস্ত্রের উল্লেখ না থাকায় ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। আরবী ইল্‌মু-ৎ-তজ্‌বীদ ও ইল্‌মু-ল্‌-ক্বিরা'আৎ-এর কথা পড়িয়া থাকিলেও, এ দেশে প্রচলিত ঐ বিষয়ে কোনও বইয়ের কথা আমার জানা ছিল না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেবের

সহিত আলাপ করিয়া আমি সিরাজু-ল্-ক্বারী প্রভৃতি কতকগুলি প্রামাণ্য বইয়ের কথা শুনি, এবং সেগুলি সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছি। এই সকল বইয়ের মুখ্য বক্তব্যগুলি বন্ধুবর তাঁহার 'সমালোচনা' প্রবন্ধে বলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ১৮০৫ সালে প্রকাশিত Lumsden এর বৃহৎ আরবী ব্যাকরণে আরবী শিক্ষাকারগণের উপদেশের সার-সঙ্কলন পাওয়া যাইবে। আরবী শিক্ষার আলোচনায় আমি বুঝিতেছি যে আরবী ط ধ্বনিকে অঘোষ বলিয়া গ্রহণ করা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই—এই ط অক্ষরের ধ্বনি মূল আদি শেমীয় ভাষার অঘোষ ছিল, কিন্তু আরবীতে ঘোষ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব ط কে ত্ব দিয়া লিখিলে ইহার আদি প্রাগ্ আরবী উচ্চারণ নির্দ্দেশ করা হয় বটে, কিন্তু আরবীর উচ্চারণের নির্দ্দেশ হয় না। আমি Brockelmann এর Semitische Sprachwissenschaft অনুসরণ করিয়া ত্ব লিখি, এখন বুঝিতেছি, ত্ব লিখিলে ঠিক হয় না। কিন্তু আমি বিকল্পে দ্ব লিখিবারও প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

আরবীর অন্যান্য ধ্বনি ও বাঙ্গালা অক্ষরে তাহাদের নির্দ্দেশের জন্য আমি যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম, আরবী শিক্ষা আলোচনা করিয়া ও বন্ধুবরের সমালোচনা পাঠ করিয়াও তদ্বিষয়ে আমার মত বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছি না।

আরবী শিক্ষাকারগণ যেরূপ সূক্ষ্মতার সহিত আরবী ধ্বনির বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও আরবী উচ্চারণের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব, অতীব প্রশংসার্হ। প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে এক সংস্কৃতেই এরূপ সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিশ্লেষ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রবন্ধে বাঙ্গালী পাঠক ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন; আমার মনে হয়, আরবী শিক্ষা-শাস্ত্রের প্রণালী সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহ আলোচনা করেন নাই। সংস্কৃতের সহিত তুলনা করিয়া লেখায় এই আলোচনা অতীব উপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার সংজ্ঞার সহিত আরবী শিক্ষার সংজ্ঞার তুলনায় দুই একটী বিষয়ে শহীদুল্লাহ সাহেবের সহিত একমত হইতে পারিতেছে না। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার কতকগুলি সংজ্ঞা আমি ঠিক কি ভাবে প্রয়োগ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব, কারণ শহীদুল্লাহ সাহেব তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রথমতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য উচ্চারণ-তত্ত্ব (Phonetics) এর মতে ব্যঞ্জন বর্ণগুলির শ্রেণী-বিভাগ আলোচনা করা যাউক। কণ্ঠনালী হইতে বায়ু মুখ-গহ্বরে আসিয়া যদি কোথাও বাধা না পায়, জিভ যদি তালুতে স্পর্শ বা আঘাত করিয়া পথ-রোধ না করে, যদি মুখ-গহ্বর বিবৃত বা খোলা থাকে, তাহা হইলে স্বর-ধ্বনি বাহির হয়। জিহ্বার উচ্চ, নীচ বা মধ্য, কণ্ঠাভিমুখী বা দন্তাভিমুখী অবস্থান ভেদে অ, আ, ই, উ প্রভৃতি স্বরধ্বনি-ভেদ। আবার যদি জিহ্বা ঈষৎ স্পৃষ্ট অবস্থায় তালুর অংশবিশেষে থাকে, কিন্তু বায়ু-নিঃসরণ রুদ্ধ করে না, তাহা হইলে স্বরবর্ণ ঋ ৯র উদ্ভব হয়। জিহ্বার অবস্থানের দিকে দৃষ্টি করিয়া ও মুখ-কোটরের উন্মুক্তত্বের দিকে দৃষ্টি করিয়া উচ্চারণ করিলে দেখা যাইবে যে ঋ, ৯ ভিন্ন স্বরবর্ণ-মাত্রেই বিবৃত। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষাকারগণ হ্রস্ব অ-কার-ধ্বনিকে সংবৃত

বলিয়া গিয়াছেন। হ্রস্ব অ, দীর্ঘ আ-কারের সংক্ষিপ্ত রূপ—ইহাদের উচ্চারণে প্রযত্নের (quality) পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল প্রলম্বিতত্বের (quantity)। বিবৃত দীর্ঘ ও হ্রস্ব কণ্ঠ্য স্বরের ধ্বনি যথাক্রমে বাঙ্গালা 'রাধা' শব্দের আকারদ্বয়ের ন্যায়; 'রা'এর আ ঝোঁকের জোরে দীর্ঘ, 'ধা'এর আ ঝোঁকের অভাবে হ্রস্ব। ইংরেজী artisic, art শব্দদ্বয়ে যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ, বিবৃত অ-আর ধ্বনি মিলে। প্রাচীনতম সংস্কৃতে অ-কারের ধ্বনি এইরূপই ছিল। পরে এই বর্ণের তথাকথিত সংবৃত উচ্চারণ আসিয়া যায়, অর্থাৎ অ-কারের উচ্চারণে 'রাধা' শব্দের ধা'র মত বিবৃত ধ্বনি না থাকিয়া ইংরেজী sun, her শব্দে যে দুই প্রকার হ্রস্ব ধ্বনি মিলে, সেইরূপ ধ্বনি আসিয়া পড়ে। এই উচ্চারণে কোনওরূপে জিহ্বা দ্বারা কণ্ঠবায়ুর নিঃসরণের পথ রুদ্ধ হয় না—কেবল বিবৃত উচ্চারণের সময় ঠোঁট যতটা বিস্তৃত থাকে ও জিহ্বা যতটা গলার দিকে যায়, ততটা বিস্তার ও অন্তর্মুখিতা থাকে না। এখানে সংবৃত মানে অবরুদ্ধ নহে; সংবৃত অর্থে checked, mixed বা half open.

বাঙ্গালা দেশে আমাদের মধ্যে এক সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গালার বাহিরে অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ বজায় আছে, আমাদের উচ্চারণ পুরাকালের সংবৃত উচ্চারণ। কিন্তু বস্তুতঃ বিবৃত উচ্চারণ ('রাধা'র ধা-এর মত) এক দ্রাবিড়ভাষী দক্ষিণী পণ্ডিতদের মুখ ভিন্ন অন্য কোথাও মিলে না। উত্তর ভারতের পণ্ডিতেরাই প্রাচীনকালের মত সংবৃত উচ্চারণ করেন। আমাদের বাঙ্গালায় হ্রস্ব অ প্রাচীন ধ্বনি হারাইয়া কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-কার সংস্পৃক্ত এক সম্পূর্ণ নূতনজাতীয় ধ্বনি গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে,—এই ধ্বনি একেবারেই সংবৃত অ-কার নহে।

কণ্ঠনালী হইতে নির্গমনকালে বায়ু যদি কোথাও জিহ্বা কর্তৃক রুদ্ধ হয়, এবং জিহ্বা যদি মুখমধ্যে বায়ুর অবস্থানকালে তালুর কোনও অংশে ঘা দেয় বা স্পর্শ করে, কিংবা নির্গমনকালে ওষ্ঠদ্বয় কর্তৃক বায়ু ব্যাহত হয়, তাহা হইলে ব্যঞ্জন বর্ণের উদ্ভব হয়। আবার প্রলম্বন-শীলতা ও তদভাব-নির্ব্বিশেষে ব্যঞ্জন বর্ণগুলির রূপভেদ হয়। কতকগুলি ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে ইচ্ছামত প্রলম্বিত করা যায়; যেমন f, v, ইংরেজীর thin, then শব্দের th (then এর th এর উচ্চারণ-পার্থক্য জানাইবার জন্য dh লেখা যাইতে পারে), z, s, h প্রভৃতি; যথা—iffffff··· ivvvvvvv··· iththththth... idhdhdh··· izzzz··· issss··· ihhhhh··· আবার কতকগুলিকে মোটেই প্রলম্বিত করা যায় না—একবারমাত্র উচ্চারণ করিয়াই থামিতে হয়—যেমন আমাদের ক, থ, গ, ড, ব, ধ, ইংরেজীর k, t, b, d প্রভৃতি ধ্বনি; যেমন ইক্, আথ্, আগ্, এড্, অব্, ইধ্ প্রভৃতি। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে সংস্কৃতে 'স্পৃষ্ট' বর্ণ বলে, ইংরেজী নাম plosive (বা explosive)। প্রথম প্রকারের প্রলম্বন-সামর্থ্য-শীল ব্যঞ্জনধ্বনি সংস্কৃতে শ, ষ, স, হ ভিন্ন অন্য নাই; য র ল ব* ঈষৎ স্পৃষ্ট 'অর্দ্ধস্বর',

* ব-জাতীয় ধ্বনি সাধারণতঃ তিন প্রকারের :—

(১) উ-কারের বিকার-জাত, অর্দ্ধস্বর—বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য বর্ণ, w.

ই উ ঃ স্বর ভেদ মাত্র। প্রলম্বনশীল ব্যঞ্জন বর্ণের ইংরেজী নাম continuant ; জিহ্বাকে মুখ-বিবরের অংশের সহিত ঘর্ষণ করিয়া উচ্চারণ করা হয় বলিয়া অন্য নাম fricative বা affricate ; শ্বাসের প্রলম্বন ও সংহরণের উপর এই জাতীয় ব্যঞ্জনের প্রলম্বন ও সংহরণ নির্ভর করে বলিয়া spirant : সাধারণতঃ ইংরেজীতে এই তিন নাম ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে এই জাতীয় বর্ণচতুষ্কের নাম 'উষ্ম'। 'ঘৃষ্ট'-শব্দ দ্বারা affricate শব্দের অনুবাদ করিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন ঃ, ও বিসর্গের রূপভেদ 'জিহ্বামূলীয়' ও 'উপধ্মানীয়' (যথাক্রমে ফারসীর خ ও ওষ্ঠ্য f এর ধ্বনি)কেও উষ্ম বলা হয়। উষ্ম মানে বাষ্প, উত্তাপ, শ্বাস। ইংরেজীতে spirant বলিলে h, f, v, thin, then শব্দের th প্রভৃতির ধ্বনি বুঝায় ; সংস্কৃতেও দেখিতেছি, spirantএর সহিত সমার্থক শব্দ 'উষ্ম' দ্বারা হ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় বিসর্গ, এবং শ, ষ, স ধ্বনি নির্দ্দিষ্ট হয়।* প্রলম্বনশীল, শ্বাস চালিত ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনি জানাইবার জন্য উষ্ম শব্দের প্রয়োগ—সংস্কৃতে উষ্ম শব্দের প্রয়োগ হইতে অভিন্ন। সংস্কৃতে অবর্ত্তমান ঐ জাতীয় কতকগুলি বিদেশী ধ্বনি জানাইবার জন্য এই শব্দের ব্যবহার করায় বড় জোর এই প্রয়োগকে সংস্কৃত প্রয়োগের প্রসার বলা যাইতে পারে। এই জন্য সংস্কৃত শিক্ষার সংজ্ঞার অন্য শব্দের অভাবে, spirant অর্থে 'উষ্ম' শব্দের ব্যবহারে কোনও আপত্তি হইতে পারে না। আরবীর ذ ث ض غ ف ظ خ spirant বা উষ্ম কি না, পরে বিচার করা যাইবে।

ব্যঞ্জন বর্ণ-সম্পর্কে বিবৃত ও সংবৃত শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন। বিষয়টা একটু আলোচনা করা যাক্। কণ্ঠ-নালী হইতে বায়ু নিঃসরণ-কালে মুখ-বিবরে জিহ্বা-কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপন্ন হয়। কণ্ঠ হইতে বায়ু উপরে আসিবার পথে কণ্ঠ-নালীর অভ্যন্তরস্থ পেশীময় দ্বার (vocal chords) মধ্য দিয়া চালিত হয় ; এই পেশীময় দ্বার যদি আকুঞ্চিত না থাকে, যদি খোলা থাকে, 'বিবার' অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে কেবল শ্বাস বাহির হইয়া মৃদু উচ্চারণ হয়। যেমন ক, চ, ট, ত, প, s, f। কিন্তু পেশীগুলি যদি বায়ু-নির্গমনকালে দ্বারকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়, যদি সঙ্কুচিত হইয়া 'সংবার' অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে বায়ুকে জোর করিয়া, ঘা দিয়া, নিজ পথ করিয়া, বাহির হইয়া মুখকোটরে আসিতে হয় ; এই ঘা দেওয়ার ফলে আওয়াজ আর মৃদু থাকে না, গম্ভীর 'ঘোষ' 'নাদে' পরিণত

(২) বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন-বর্ণ, প্রলম্বনশীল—অর্থাৎ দাঁতের সাহায্য না লইয়া v উচ্চারণ করিলে যে ধ্বনি দাঁড়ায়। হিন্দী মরাঠী ও পঞ্জাবীতে এই ধ্বনি আছে।

(৩) দন্তোষ্ঠ্য ব্যঞ্জনবর্ণ, প্রলম্বনশীল, ইংরেজী v। সংস্কৃত শিক্ষাকারগণের মতে ব'র বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ও দন্তোষ্ঠ্য উভয়বিধ উচ্চারণ ছিল।

* স্বরাণামূষ্মণাঞ্চৈব বিবৃতং করণং মতং—পাণিনীয় শিক্ষা। শষসহাঃ উষ্মাণঃ—সিদ্ধান্তকৌমুদী। সর্ব্বে স্বরা ঘোষবন্তো বক্তব্যাঃ ইন্দ্রে বলং দদানীতি। সর্ব্বে উষ্মাণোঽগ্রস্তা অনিরস্তাঃ বিবৃতাঃ বক্তব্যাঃ প্রজাপতেরাত্মানং পরিদদানীতি—ছান্দোগ্য উপনিষৎ। (সর্ব্বে উষ্মাণঃ অগ্রস্তাঃ অন্তরপ্রবেশিতা অনিরস্তা অবহিঃক্ষিপ্তা বিবৃতাঃ বিবৃতপ্রযত্নোচ্চারিতাঃ প্রজাপতেরাত্মানং পরিদদানি প্রযচ্ছামি—শঙ্করভাষ্য)। [বাচস্পত্য হইতে]।

হয়; যেমন গ, জ, ড, দ, ব, z, v। দেখা যাইতেছে যে, ঘোষ ও অঘোষ বা নাদ ও শ্বাস (ইংরেজীর voice ও breath) বর্ণের পার্থক্যের মূল, ইহাদের আভ্যন্তর প্রযত্নকালে পেশীময় দ্বারের 'সংবার' ও 'বিবার'—অর্থাৎ আকুঞ্চন ও প্রসারণের অবস্থা। * সংবার ও বিবার হইতে গঠিত বিশেষণ-পদ 'সংবৃত' ও 'বিবৃত' শব্দদ্বয় যথাক্রমে ঘোষ ও অঘোষ ব্যঞ্জন-ধ্বনি অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্বরধ্বনির বর্ণনায় যে বিবৃত ও সংবৃত শব্দদ্বয়ের ব্যবহার, তাহা একটু আলাহিদা অর্থে। সংবার বিবার, সংবৃত বিবৃত, এইরূপ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় একটু গোলমালের কারণ থাকে, স্বীকার করি। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের উদ্ভব, স্বরবর্ণের উদ্ভব হইতে অন্যরূপ; স্বরবর্ণ 'বিবৃত' অর্থে মুখ খোলা, জিভ দিয়া ঘা না দেওয়া, ও ব্যঞ্জনবর্ণ 'বিবৃত' অর্থে কণ্ঠ-নালীদ্বারের খোলা বুঝিলে তেমন গোলমালের সম্ভাবনা নাই। ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিকে বিশেষিত করিবার জন্য 'বিবৃত সংবৃত' শব্দের প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য। এ বিষয়ে আমি ইউনিভার্সিটী কলেজের নিরুক্ত ও প্রাতিশাখ্যের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রী, বৈদিক ব্যাকরণের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পশুপতি শাস্ত্রী এম্ এ প্রমুখ কয়জনের অনুকূল মত পাইয়াছি।

'মহাপ্রাণ' বলিলে যাহা বুঝায়, আরবীর 'রিখ্‌বহ্' ও ইংরেজীর affricate বলিলে তাহা বুঝায় না। মহাপ্রাণ অর্থে প্রাণ বা breath বা শ্বাসধ্বনি-যুক্ত স্পৃষ্ট বর্ণ; খ, ঘ, ভ, থ, ধ কে যথাক্রমে ক্‌হ, গ্‌হ, ব্‌হ, ৎহ, দ্‌হ প্রভৃতিতে বিশ্লেষ করা যায়। এই বিশ্লেষের উপর নির্ভর করিয়া খ, ঘ, ধ প্রভৃতির রোমান অনুলিখন kh, gh, dh, উর্দু অনুলিখন کھ گھ دھ ইত্যাদি। মহাপ্রাণের ইংরেজী হইতেছে aspirate, অর্থাৎ spiritus asper বা 'কর্কশ-প্রশ্বাস' বা 'হ' ধ্বনিযুক্ত। aspirate বা মহাপ্রাণ বর্ণগুলি, প্রলম্বনশীল (অর্থাৎ continuant) বা উষ্ম নহে; ইখ্, ইঘ্, ইভ্, এর খ ঘ ভ-কে স্বেচ্ছামত চালাইয়া লইতে পারা যায় না। কিন্তু রিখ্‌বহ-বর্ণকে চালাইয়া প্রলম্বিত করা যায়—যেমন ...ڈڈڈڈ ...ژژژژژ ...ززززز ইত্যাদি। সুতরাং শহীদুল্লাহ সাহেব 'রিখ্‌বহে'র প্রতিশব্দ যে 'মহাপ্রাণ' ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

আরবী শিক্ষাশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনার আবশ্যক নাই। বন্ধুবর যে মখারিজু-ল্-হুরূফ ও সিফাতু-ল্-হুরূফ مخارج الحروف و صفات الحروف অর্থাৎ বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও ধ্বনিলক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—আধুনিক পাশ্চাত্য উচ্চারণতত্ত্বের সহিত সমালোচনা করিয়া দেখিবার স্থান ইহা নয়। তবে সংক্ষেপে এই কথা বলা যায় যে, আরবী শিক্ষাকারদের মধ্যে সময়ে সময়ে মতভেদ দেখা যায়; এই মত-ভেদের

* "That the difference [of surds & sonants] depends upon the vivara (opening) or samvara (closure) (of the glottis), is also recognised by them"—Whitney, সংস্কৃত ব্যাকরণ ১০ পৃঃ।

কারণ—তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ অবলম্বন করিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষাকারদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। স্থানে স্থানে তাঁহাদের কথা বুঝা যায় না। ر ذ ظ ث এর মখ্‌রজ বা উচ্চারণ-স্থান কোনও মতে বিভিন্ন, কোনও মতে অভিন্ন। দ্বিতীয় মতে সকলগুলিই দন্তমূলীয় (حروف النطعية)। ص ز س এক মতে জিহ্বা ও নীচের পাটীর দাঁতের যোগে উচ্চারিত হয়, অন্য মতে এই ধ্বনিগুলি উপরের পাটীর দাঁতে ঠেকিয়া উচ্চারিত হয়, তৃতীয় মতে ইহারা দন্তমূলীয়। ظ কে কেহ ث ذ এর সহিত এক পর্য্যায়ের বর্ণ বলিতেছেন, —অর্থাৎ ইহার মখ্‌রজ হইতেছে "জিহ্বাগ্র ও উপরের পাটীর সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র"; কিন্তু ইহার صفة বা গুণ হইতেছে, ইস্‌তিঃলা استعلا। অর্থাৎ জিহ্বার উচ্চগতি—"উচ্চারণ-কালে জিহ্বা তালুর দিকে উচ্চ গতি প্রাপ্ত হয়"—অর্থাৎ ইহার গুণ বা প্রযত্ন অনুসারে ظ দন্ত্য বর্ণ নহে, দন্তমূলীয় বর্ণ। প্রকৃত পক্ষে ইহা দন্তমূলীয় বর্ণই—ইহা ط ص ض এর সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত—ইহাদের اطباق গুণ তাহাই প্রমাণ করে।

আরবী শিক্ষায় صفات الحروف এর মধ্যে 'জিহর', 'হমস্', 'শিদ্দৎ' ও 'রিখ্‌বৎ'—এই চারি প্রকার প্রযত্নের আলোচনা করা যাক্। 'জহর' অর্থে বড়-গলা করা, আরব বৈয়াকরণদের মতে শ্বাস রোধ করিলে জহর বা নাদ ধ্বনির উৎপত্তি হয়। জহর ধাতু হইতে জাত 'মজ্‌হুরহ্' অর্থে ঘোষ বা সংবার ধ্বনি। ظل قور بض اذ غزا جند مطيع —এই বর্ণগুলি আরবী শিক্ষা-মতে ঘোষ বা মজ্‌হুরহ্। কিন্তু এখানে একটু কথা আছে। ق ও ط যেমন কানে শুনিয়াছি, ইহারা আমাদের ক ও ত-জাতীয় ধ্বনি, অঘোষ, একেবারেই ঘোষ-ধ্বনি নয়। প্রাচীন কালের আরবী হইতে গ্রীক লাটিন, ও লাটিন গ্রীক হইতে আরবী নামের অনুলিখনে দেখা যায় যে, ق এর অনুরূপ বর্ণ k বা c, এবং ط এর t; যেমন গ্রীকের Platon= افلاطون, Sokrates= سوقراط, Titus= تيطس, Loukas= لوقا, Tiberias= طبرية, Crete (Kreta)= اقريطس, Petros (Peter)= بطرس, Italy= ايطاليا, Cyprus (Kypros)= قبرس, Laodikea= لاذقية, Caesar= قيصر ইত্যাদি ইত্যাদি। মুওয়ার্‌রব করায় (বা বিদেশী শব্দের আরবী-করণে) k, t-র জন্য বহু স্থলে ق ط দেওয়া হইয়াছে। আবার ك ت ও মিলে। প্রাচীন যুগের কণ্ঠ্য ق ও দন্তমূলীয় তালব্য ط, কখনই ঘোষ-ধ্বনি হইতে পারে না। হিব্রুতে ইহাদের [illegible] 'কোফ' ও 'তেথ' বর্ণ পাওয়া যায়। ق ও ط কে মজ্‌হুরহ্ বা ঘোষ বলিলে ইহাদের বিশিষ্ট [illegible] নির্দিষ্ট হয়—মজ্‌হুরহ্ শব্দকে এখানে ইংরেজী emphatic বা প্রবলরূপে উচ্চারিত অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ق অক্ষর আরবী-ভাষীদের মুখে এখন নানারূপে উচ্চারিত হয়। কোথাও বা ইহা অবিকৃত আছে, কোথাও বা তালব্যীকৃত, গ বা জ-তে রূপান্তরিত

[illegible] কাইরো-শহরে ইহা সাধারণতঃ গ-রূপে উচ্চারিত হয়; আবার মিসরের অন্যত্র ইহার উচ্চারণ হম্‌যুক্তের মত। এইরাকে ও আরবে ইহার উচ্চারণ সাধারণতঃ গ্‌। এই এইরাকী ও আধুনিক আরবী প্রাদেশিক উচ্চারণ-ভেদ অবলম্বন করিয়া বোধ হয়, আরবী শিক্ষাকারগণ ق কে মজ্‌হুরহ্‌ বলিয়াছেন। ط তদ্রূপ কচিৎ দ-রূপে—উচ্চারিত হয়, বিশেষতঃ তুর্কীদের মুখে, যেমন طاير=দায়্‌; কিন্তু 'ত' বা 'ট'-জাতীয় দন্তমূলীয় উচ্চারণই সাধারণ। এই প্রাদেশিক ط=দ উচ্চারণ ধরিয়াই বোধ হয়, ইহাকে মজ্‌হুরহ্‌ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

হম্‌স্‌ অর্থে গলা ছোট করা; 'হম্‌স্‌কে বিবার বা শ্বাস প্রবন্ধ বর্ণ চলে, মহ্‌মুসহ্‌ অর্থে অঘোষ। এই বিচারে কোনও গোল নাই।

শদীদহ্‌ অর্থে স্পৃষ্ট; শদীদহ্‌ বর্ণগুলি প্রলম্বিত করা যায় না। রিখ্‌বহ্‌ বর্ণগুলিকে প্রলম্বিত করা চলে—ইহারা spirant, continnant বা affricate, সংস্কৃত সংজ্ঞায় ইহাদের উষ্ম বলা উচিত, পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কোনও ক্রমেই ইহাদিগতে মহাপ্রাণ বলা যায় না। আরবীতে মহাপ্রাণ বর্ণ নাই, তবে হলন্ত শদীদহ্‌ (স্পৃষ্ট বর্ণের) বর্ণের পর হ-ধ্বনি আসিলে মহাপ্রাণ ধ্বনির (বর্ণের নহে) সৃষ্টি হয় বটে। যেমন— سبحان 'সুব্‌হান্‌' ও مجهوره 'মজ্‌হুরহ্‌' শব্দ; এখানে ব+হ ও জ+হ মিলিয়া মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ' ও 'ঝ'এর সৃষ্টি করিয়াছে। এই মহাপ্রাণ ধ্বনিকে আরবী শিক্ষাকারগণ ঠিক-মতই আমল দেন নাই—কারণ, ইহা মিশ্র বিশ্লেষযোগ্য ধ্বনি। ث এর ধ্বনি উষ্ম, রিখ্‌বহ্‌, কিন্তু হলন্ত ت এর পর ه বা ح থাকিলেই আমাদের মহাপ্রাণ থ-এর উদ্ভব হইবে।

অন্যান্য صفات গুলিকে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। যাহা হউক, আরবী শিক্ষাশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ও সংস্কৃতের সহিত তুলনা করিয়া আরবী ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকে সাজাইলে, আমার প্রবন্ধের শ্রেণী-বিভাগ হইতে বিশেষ পার্থক্য হইবে না; কেবল পূর্ব্বে আমার এক জায়গায় ভ্রম হইয়াছিল,—ر ل ن কে দন্ত্য বর্ণ বলিয়াছিলাম, তাহা নহে, এগুলি দন্তমূলীয় বর্ণ।

আরবী ও সংস্কৃত ও আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষায় সামঞ্জস্য করিয়া আরবী ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজাইতে পারা যায়। এইরূপ সাজানতে কেবল বর্ণগুলির (organic production) উদ্ভবিক আভ্যন্তর প্রযত্নের দিক্‌ বিচার করা হইয়াছে, তাহাদের [illegible] (acoustic expression)এর দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই। অর্থাৎ ধ্বনিগুলি [illegible] কোথায় উৎপন্ন হয়, সেই অনুসারে সাজান গিয়াছে, কানে কেমন [illegible], তাই [illegible] নহে। যেমন س ص ইহাদের উচ্চারণ-স্থান আলাহিদা, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible]। ইহাদিগের উচ্চারণ-স্থান ধরিয়া ইহাদিগকে আকরে '[illegible]' বা '[illegible]' [illegible] 'দন্তমূলীয়' এই দুই আলাহিদা শ্রেণীভুক্ত করা উচিত; কিন্তু [illegible] [illegible]

[illegible] ধরিলে উভয়কেই এক sibilant বা হুফীয়হ্ শ্রেণীতে ফেলা চলে। আরবী [illegible] পর্য্যায়ে organic ও acoustic পর্য্যায় জড়িত হইয়া আছে, উৎপত্তিক ও শ্রৌতিক বিভাগ আলাহিদা করা হয় নাই।

[১] কণ্ঠনালীর মধ্যে উৎপন্ন ধ্বনিসমূহ—

(ক) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট ধ্বনিদ্বয় ء ع (ব্যঞ্জন অলিফ্, হম্‌জহের সহিত অভিন্ন, আদ্য হম্‌জহ্ অলিফ্‌রূপে লিখিত হয়)।

(খ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট ধ্বনিদ্বয় ه ح ;

আরবী শিক্ষার মতে, ইহাদের মধ্যে ء ه কণ্ঠনালীর নিম্নতম অংশে উৎপন্ন, এবং ح ع অপেক্ষাকৃত ঊর্দ্ধে। আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার মতে ء ও ه এর উচ্চারণস্থান, ح ও ع অপেক্ষা উচ্চে; ء ه glottal (কণ্ঠ-নালীতে উৎপন্ন) ধ্বনি, ح ع ও glottal, বা bronchial (গলনালীতে উৎপন্ন) ধ্বনি।

[২] কণ্ঠনালীর উচ্চতম অংশে (জিহ্বামূলে) উৎপন্ন ধ্বনি—

(ক) غ —সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট।

(খ) ইউরোপীয় শিক্ষা মতে, বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট ق এর ধ্বনির ও উচ্চারণ স্থান এই। আরবী শিক্ষা-মতে ق এর উচ্চারণ-স্থান আরও উচ্চে,—আলজিভের কাছে—ق ও ك কে حروف اللهوية বা আলজিভে বা তালুতে উৎপন্ন ধ্বনি বলে (Wright কৃত বৃহৎ আরবী ব্যাকরণ প্রথম খণ্ড উচ্চারণ পর্য্যায় দ্রষ্টব্য)। ق কে আবার مجهورة ঘোষবৎ বলা হইয়াছে। কিন্তু ق ঘোষধ্বনি নহে, ঘোষধ্বনি হইলে ইহার উচ্চারণ গ হইত। উপভাষা-ভেদে হয় ত ق ঘোষ-ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল, এবং উপভাষার উচ্চারণ ধরিয়াই ইহাকে مجهورة বলা হইয়াছে।

[৩] জিহ্বামূলে ও আলজিভের উপরেই, তালুর কোমল অংশে উৎপন্ন ধ্বনি—

(ক) বিবারযুক্ত ঘৃষ্ট خ। আরবী শিক্ষাকারগণ ইহাকে কিন্তু غ ও ء ع ه ح এর মত حلقية অক্ষর বলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ حلقية অক্ষর ء ه ح ع এর উচ্চারণে জিভের স্থান নাই, خ غ এর উচ্চারণে জিভকে উপরের দিকে তুলিতে হয়, তাই خ غ কে حلقية বলে।

[illegible] (খ) বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট ك। ইহার উৎপত্তি-স্থান আজকালকার মিশরীয় ও অন্ত ভাষা আরবীতে আর একটু আগাইয়া তালুর কঠিন অংশে আসিয়া পড়ায়, [illegible] ইহার [illegible] শুনা যায়। ك কে [illegible] বা [illegible] ধ্বনি বলে।

[৪] জিভের গোড়ার দিক্ ও তালুর কঠিন অংশের আরম্ভ স্থানে উচ্চারিত ধ্বনি—

(ক) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট নাদ ج — তালব্যীকৃত গ, গ্য। পরে উচ্চারণ-স্থান তালুর কঠিন অংশে বিশেষ করিয়া সরিয়া আসিয়া ও জিভের আগার দিক্ দিয়া উচ্চারিত হইয়া সাধারণ আরবীতে তালব্য জ ধ্বনির উৎপত্তি। মিসরে কিন্তু পুরাপুরি গ ধ্বনিই শুনা যায়।

[৫] জিভের আগার দিক্ দিয়া তালুর কঠিন অংশে উৎপন্ন—

(ক) বিবারযুক্ত ঘৃষ্ট শ্বাস— ش

(খ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট নাদ— ي

[৬] জিভের আগার দিক্ চওড়া করিয়া বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বের দন্তমূলে আঘাত করিয়া উচ্চারিত সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট নাদ— ض

ইউরোপীয় শিক্ষার মতে কিন্তু ض এর উচ্চারণস্থান [৭] পর্য্যায়ের সহিত অভিন্ন, এবং ইহা (অন্ততঃ আধুনিক ভাষা আরবীতে) ط ধ্বনির ঘোষ রূপ।

[৭] জিহ্বাগ্র-মুখ ও দন্তমূলের ঈষদুচ্চ অংশে (প্রাতিশাখ্যে বর্ণিত বর্স্ব নামক স্থানে, apical region এ) উৎপন্ন ধ্বনি—

(ক) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট শ্বাস— ط (নাদ = ض)

(খ) বিবারযুক্ত ঘৃষ্ট নাদ— ظ

(গ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট শ্বাস (উষ্ম)— ص

এই বর্ণগুলির উচ্চারণে জিভকে বিশেষ করিয়া সংযত করিয়া সজোরে বর্স্বে আঘাত করিতে হয়। সাধারণতঃ এই ধ্বনির সম্পর্কে ঠোঁট বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারণ করার দরুণ ব বা w ধ্বনির আমেজ আসিয়া যায়। ض ধ্বনির পক্ষেও তাই। ط কে مجهورة বা ঘোষ বলা হইয়াছে, مجهورة অর্থে emphatic বুঝিতে হইবে। ط ظ ص ض —ইহাদের উচ্চারণে জিভ তালুতে ঠেকে বলিয়া ইহাদিগকে مطبقة বলে। এবং জিভ উপরে উঠে বা ভিতরের দিকে গতি যের বলিয়া مستعلية বলে خ غ ও এই পর্য্যায়ভুক্ত।

[৮] জিহ্বাগ্রমুখ ও দন্তমূল বা দন্ত—

(ক) বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট শ্বাস— ت

(খ) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট নাদ— د

(গ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট কর্কশ নাদ— ر ইহাকে مكرر বা ঘর্ষণযুক্ত বলা হয়।

(ঘ) সুধারযুক্ত ঘৃষ্ট কোমল নাদ— ل

(ঙ) বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট নাসিক্য— ن [কণ্ঠ্য স্পর্শ বর্ণের পূর্ব্বে নাসিক্য ن [illegible] ও [illegible]]।

[৯] জিহ্বার আগা চওড়া করিয়া দন্তমূলে বা দন্তে ঘর্ষণপূর্ব্বক জাত ধ্বনি—

(ক) বিবারযুক্ত উষ্ম শ্বাস— س

(খ) সংবারযুক্ত উষ্ম নাদ— ز

[১০] জিহ্বার আগা চওড়া করিয়া দন্তাগ্রে ঘর্ষণপূর্ব্বক জাত ধ্বনি,—

(ক) বিবারযুক্ত ঘৃষ্ট উষ্ম— ث

(খ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট উষ্ম— ذ

[১১] উপরের দন্তপঙ্‌ক্তি ও অধরে উৎপন্ন বিবারযুক্ত উষ্ম শ্বাস— ف

[১২] ওষ্ঠদ্বয়ে উৎপন্ন—

(ক) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট— ب

(খ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট, বা অর্দ্ধস্বর— و

(গ) নাসিক্য— م

উচ্চারণ-স্থান বিচার করিয়া দেখিলে আরবী ধ্বনিগুলি (প্রাচীন যুগের উচ্চারণে) এই ১২ শ্রেণীতে পড়ে। ঠিক উচ্চারণটি কোথায় হইল, আর কানে কেমন শুনাইল—organic ও acoustic—এই দুই ভাবের বিচারে গোলমাল করিলে চলিবে না।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব আরবী ধ্বনির বাঙ্গালা অনুলিখন বিষয়ে যে যে স্থলে আমার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহা আলোচনা করিব। অনুলিখন-পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য তিনি যে যে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত বলিয়াছেন, তাহা অতীব সমীচীন।

প্রথমতঃ ব্যঞ্জন বর্ণগুলি ধরা যাউক। ث ح ز ذ ط ع —এই কয় বর্ণের অনুলিখন লইয়া শহীদুল্লাহ সাহেব আমার সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

ث—ইহার উচ্চারণ একেবারে হুবহু ইংরেজী think thin, thank প্রভৃতি শব্দের th এর উচ্চারণ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই th উষ্ম ধ্বনি, আমাদের মহাপ্রাণ থ নহে—ইহাকে যথেচ্ছ প্রলম্বিত করা যায়, কিন্তু আমাদের থ-কে তাহা করা যায় না। ইউরোপীয় বৈয়াকরণগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, আমিও আরবীভাষীর মুখে উচ্চারণ শুনিয়া বুঝিয়াছি, ث ও ইংরেজী think এর th এ কোনও তফাৎ নাই। গ্রীক শব্দে theta অক্ষর (th) থাকিলে, আরবী অনুলিখনে প্রাচীন কাল হইতেই ث ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; যেমন Pythagoras = فيثا غوراس, Corinth = كورنثوس, Timotheus = تموثاوس, Bithynia = بثينية ইত্যাদি; কচিৎ ت ও দিলে, যেমন Thessalonike = تسالونيكي। আরবী লিপিকারগণের কাছে ز س ص এক পর্য্যায়ের ধ্বনি, দন্ত্য বা sibilant ধ্বনি, ث এই শ্রেণীতে স্থান পায় নাই। এই ধ্বনি 'শ' জাতীয় sibilant নহে। ث দন্ত্য ধ্বনির কাছাকাছি বটে, আবার ত-বর্গেরও কাছাকাছি। ইংরেজীর think, thing যেমন ফরাসী, জার্মান ও অন্য বিদেশীর মুখে কোথাও sink,

sing, কোথাও বা tink ting হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আরবীয় ث ক-মিসরে ও উত্তর আফ্রিকায় ত, এবং তুর্কীস্থান ও পারস্তে স (s) রূপ ধারণ করিয়াছে। মিসরে ثلاث কে তলাৎ, حديث কে হদীৎ, ثاني কে তানী উচ্চারণ করে। عثمان ওস্থ্মান্ শব্দের বিকারে Osman, Ottoman। প্রাচীন আরবী মূল শেমীয় ভাষার ধ্বনি ও ব্যাকরণ অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ রাখিয়া আসিয়াছে। হিব্রু, অসুর প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন কালেই মূল শেমীয় ধ্বনিগুলিকে বিকৃত ও সুখোচ্চার্য্য করিয়া ফেলায় ث (th)এর জায়গায় ش (sh) দাঁড়াইয়া গিয়াছে। [আমাদের মুখেও আরবীয় ث আর উষ্ম th নাই, sh হইয়াছে—যেমন ثالث থ্থালিথ্থ=সালিস (উচ্চারণে—শালিশ)]। বাঙ্গালায় উষ্ম থ্থ নাই, আমরা মহাপ্রাণ থ দিয়া ইংরেজী th ধ্বনিকে নির্দ্দেশ করি; যেমন—থ্যাঙ্ক, থিওরি, বেথুন, সাউথ ইত্যাদি। আরবীর পক্ষেও তাহা করা ছাড়া উপায় নাই। সব দিক্ বিবেচনা করিলে বিন্দুযুক্ত থ্থ ভিন্ন ث এর বিশুদ্ধ আরবীর ধ্বনি জানাইবার কোনও উপায় নাই। স, বা ছ লিখিলে ঠিকটি হইবে না। বিন্দুযুক্ত থ্থ এর অভাবে খালি থ লিখিলেও চলিবে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহা উষ্ম প্রলম্বনশীল থ, আমাদের মহাপ্রাণ থ নহে।

ذ এর ধ্বনি ইংরেজী this, then, though শব্দের th এর ধ্বনি—thin, thank এর th হইতে পার্থক্য জানাইবার জন্য অভিধানাদিতে অনেকে ইহাকে dh লিখেন। এই ধ্বনি উষ্ম থ্থ-এর ঘোষ রূপ—উষ্ম দ্ধ। ইংরেজীর this, that যেমন বিদেশীর মুখে হয় zis, zat নয় dis dat এ পরিণত হয়, আরবীর ذ ও তদ্রূপ পারস্তে ও তুর্কে জ়, মিসরে দ। বোম্বাই অঞ্চলে ইংরেজী the, this কে ধি, ধিস্ লেখে; আমরা লিখি খালি দ। কিন্তু ইহাত দ নয়, বরং ধ-এর কাছাকাছি—জ়-ঘেঁষা ধ বলা যাইতে পারে। বিন্দুযুক্ত দ্ধ ছাড়া ইহার দন্ত্য উষ্ম ঘোষ স্বরূপটি জানাইতে পারা যায় না। বিকল্পে বা অভাবে ধ লিখিতে পারা যায়। হিব্রুতেও মূল ذ এর ধ্বনি বিকৃত হইয়া z-এ পরিণত হইয়াছে। দ্ধ লিখিলে ইহার বিশুদ্ধ আরবী ধ্বনি অনেকটা যথাযথ বোধিত হইবে, জ় দ্বারা মোটেই হইবে না।

ج—ইহার প্রাচীনতম আরবী উচ্চারণ যে গ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ-মাত্র রাখি না। তবে হজরৎ মুহম্মদের সময় কুরয়শ গোত্রীয় আরবদের মধ্যে কি ছিল, তাহা জানা যায় না। আমার প্রবন্ধে আমি বলি যে, বোধ হয়, তখন তালব্যীকৃত 'গ' উচ্চারণই ছিল। (গ্য বা জ জাতীয় উচ্চারণ, অর্থাৎ 'অজ' 'বিদ্যুৎ' প্রভৃতি শব্দ পুরাপুরি 'অজ্জ' 'বিজ্জু' হইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই 'জ' যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হইত, সেইরূপ; পরে তাহা হইতে এখনকার 'জ' উচ্চারণের উদ্ভব হইয়াছে)। শহীদুল্লাহ সাহেব স্বীকার করিতেছেন যে, আরবী শিক্ষার মতে ج এর স্পর্শ-স্থল আমাদের আধুনিক 'জ' এর উচ্চারণস্থানের অনেক উপরে; 'গ' বর্ণের উচ্চারণস্থানের সন্নিকটে। সকল ভাষাতেই দেখা যায় যে, তালব্য ধ্বনিগুলি কণ্ঠধ্বনির বিকারজাত—কণ্ঠধ্বনি উচ্চারণ-স্থান ত্যাগ করিয়া তালুর দিকে আসিলেই তালব্যীকৃত; পরে পুরা তালব্য এবং এমন কি, আজি

সাহনে আসিয়া পড়িয়া দন্ত্য হইয়া দাঁড়ায়। কণ্ঠ্য ক, গ হইতে তালব্যীভূত ক্য গ্য (অর্থাৎ চ, জ-যেঁষা ক, গ), পরে তালব্য চ জ বা শ ঝ, এবং তৎপরে দন্ত্য চ় জ় (ts dz), সর্ব্বশেষে স, জ়—এইরূপ পরিণতি সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সংস্কৃতের চ জ শএর উৎপত্তি এইরূপেই মূল কণ্ঠ্য ধ্বনির বিকারে ঘটিয়াছে, ভাষাতত্ত্বের ইহা এক সাধারণ কথা। একবার ভাঙন ধরিলে আর গড়ন হয় না—একবার তালব্য হইয়া গেলে আর ফিরিয়া কণ্ঠ্যধ্বনি হয় না। প্রাচীন আরবীতে কোন কোন গোত্রীয় ভাষায় যে বিশুদ্ধ কণ্ঠ্য গ-ধ্বনি বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, আধুনিক আরবী ভাষাবিশেষে প্রাচীন গ ধ্বনি এখনও সংরক্ষিত রহিয়াছে। মিসরে جعفر جبّار جمادي —প্রভৃতি শব্দে ج এর উচ্চারণ গ; ج এর তালব্য জ-উচ্চারণ একেবারেই অজ্ঞাত। কুরয়শ-বংশীয়েরা ও অন্যান্য বহু গোত্রীয়েরা কোমল তালব্যীভূত উচ্চারণ করিতেন, যে উচ্চারণের মধ্যবর্ত্তী আরবী শিক্ষাকারগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমি আমার প্রস্তাবে ج এর জন্য জ লিখিতে চাহিয়াছিলাম, তবে "গ" লিখিতেও আমার আপত্তি নাই। ইউরোপেও অনেকে g লেখেন। কিন্তু বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই যে 'গ' লিখিতেই হইবে, তাহা আমি বলি নাই। প্রাচীন শেমীয় ভাষায়ও "গ" ধ্বনি ছিল; হিব্রু তাহা বজায় রাখিয়াছে, আরবীতে যেখানে ج পাই, হিব্রুতে সেখানে 'গিমেল' অক্ষর (=গ) মিলে। গ্রীক ভাষার গ ধ্বনির জন্য আরবীতে ج غ দুইয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। শহীদুল্লাহ সাহেব গ্রীক কথার আরবী রূপের প্রতি তাদৃশ নির্ভর করিতে চাহেন না—তিনি বলেন যে, মুৎআর্‌র্‌ব করিবার সময়ে গ্রীক ধ্বনি আরবীতে না থাকিলে কাছাকাছি অন্য এক ধ্বনি দ্যোতক বর্ণ দিয়া কাজ সারা হইত। এই কথা সমর্থনের জন্য তিনি গ্রীকের প-ধ্বনির জন্য আরবীতে ـ অক্ষরের ব্যবহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন; গ্রীক pর জন্য আরবীতে ف বা ب র ব্যবহার দেখিয়া কেহ বলিবেন না যে, ف বা ب র উচ্চারণ প ছিল—এইটুকু বলা যায় যে, ইহারা সমশ্রেণীক ধ্বনি—ওষ্ঠ্য ধ্বনি বলিয়াই p f bর অদল বদল বা একের জন্য আরের প্রয়োগ স্বাভাবিক। সেইরূপ গ্রীক g বা গ এর জন্য ج ও غ এর প্রয়োগ দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায় যে, g (গ), ج ও غ এর উচ্চারণ অনেকটা এক প্রকারের ছিল। ج غ পুরাতন আরবীতে এক কণ্ঠ্য পর্য্যায়ের ধ্বনি যদি না হইবে, তবে এক বিদেশী ধ্বনির জন্য ইহাদের অনিরুদ্ধ ভাবে প্রয়োগ থাকিবার কারণ কি? আবার গ্রীকেরা আমাদের জাতীয় ভাষার শব্দে জ লিখিবার জন্য z বা di (=dy) প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু আরবীতে আমাদের মত জ ধ্বনি থাকিলে কণ্ঠ্য গ বা g লিখিতে যাইবে কেন? ج এর পুরানি উচ্চারণ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেরী লাগে না—ভাষাতত্ত্বে ইহা গ বা তালব্যীভূত গ ছিল; তবে পূর্ব্বী আরবীতে ইহা শীঘ্র তালব্য জ হইয়া পড়ে; পারসীকেরা যখন আরবী লিপিগ্রহণ করে, তখন তাহারা এই পূর্ব্বী উচ্চারণ ধরে বলিয়াই [illegible] [illegible]

বিন্দু-যুক্ত 'ত'এ যখন কাজ চলিতে পারে, তখন তো'র জন্য দুই-বিন্দু-দেওয়া হরফ আনিয়া লাভ কি? সাধারণ রীতির জন্য শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রস্তাবিত ব-ফলাযুক্ত বর্ণ ব্যবহার অতিশয় উপযোগী হইবে। ص ض ط ظ বর্ণগুলি দন্তমূলীয়; ইহাদের উচ্চারণে আবার একটু ও-কারের (ওষ্ঠ ধ্বনির) আমেজ আসিয়া যায়। তাই—আরবী নাম صاد ضاد طا ظا উচ্চারণে সোআদ, দ্বোআদ, তোএ, জ়োএ, (অর্থাৎ তোআ জ়োআ) হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাই ضالين দ্বাল্লীন্ শব্দ কানে 'দোআল্লীন'এর মত লাগে। এই অক্ষরচারিটির দন্তমূল প্রকৃতির পরিবর্ত্তে ইহাদের ওষ্ঠ্য ভাব জানাইলেও কাজ চলিবে—অন্তঃস্থ ব বা ব-ফলাযুক্ত অক্ষরে বেশ ভালই হইবে। তবে ঠিক শহীদুল্লাহ সাহেব যে যে অক্ষর ব্যবহার করিতে চাহেন, আমি তাহা চাহি না। ص ض ط ظ 'বিজ্ঞান-সম্মত' পদ্ধতিতে যদি স় দ় (দ্ব) ত় জ় লিখি, তাহা হইলে সাধারণ পদ্ধতিতে যথাক্রমে স্ব দ্ব ত্ব জ্ব লিখিলেই অনুসৃতি রক্ষিত হয়। ق 'এর জন্য ক-ও তদ্রূপ বেশ চলিতে পারে। আশা করি, শহীদুল্লাহ সাহেব ص، ض ط ظ এর উচ্চারণ বিচার করিয়া এইরূপ অনুলিখন অনুমোদন করিবেন। ق এবং ح এর জন্য ক, হ না লিখিয়া ক হ্ব, লিখিলেও চলিতে পারে; যদিও ح এর জন্য হ্ব লেখা ঠিক ধ্বনির উপযোগী হয় না।

আধুনিক ভাখা আরবীর উচ্চারণে আমাদের কাজ নাই। প্রাচীন আরবীই এ দেশে পড়া হয়, তাহার উচ্চারণই আমাদের দরকার। কিন্তু এখানে একটু কথা আছে। পারস্যে ও আমাদের দেশে যে সকল আরবী নাম চলিত আছে, তাহাদের উচ্চারণ ত খাঁটী আরবী ঢঙে করা হয় না। ভারতবর্ষের ও পারস্যের মুসলমান ইতিহাসে যে সকল রাজা ও অন্যান্য লোকের নাম পাওয়া যায়, সে গুলি বাঙ্গালায় লিখিতে গেলে কোন্ উচ্চারণ ধরিয়া লিখিব—খাটী আরবী বা পারস্য ও ভারতের? এই সকল রাজারাও নিজেদের নাম আরবী ঢঙে উচ্চারণ করিতেন না, কারণ তাঁহারা ত আরবী-ভাষী ছিলেন না; আমরা যদি ভারতীয় ও পারসীক মুসলমান নাম খাঁটী আরবী ঢঙের উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায় লিখি, তাহা হইলে অনর্থক পণ্ডিতী ফলান হইবে। ঘিয়াসুদ্দীন, মুজ়ফ্‌ফর, রেজ়াকে গ্বিয়াথুদ্দীন, মুদ্বফ্‌ফর রদ়া লিখিলে দুর্ব্বোধ্য হইবে। কিন্তু আরব দেশের সম্বন্ধে কোনও কিছু যখন লিখিব, যখন প্রথমযুগের আরব ইতিহাসের কথা বলিব, তখন যদি খাঁটী আরবী উচ্চারণ ধরিয়া লিখি, তাহা হইলে মন্দ হয় না। হয়ত খাঁটী আরবী রূপটী আমাদের কাছে একটু দুর্ব্বোধ ঠেকিবে; সেখানে বিকল্পে বা বন্ধনীর মধ্যে দেশী রূপটী দিলেও চলিবে। আবার যখন বাঙ্গালা হরফে আরবী বচন লিখিব, তখন বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা থাকা উচিত।

ث ذ ض ظ এর ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ ধরিয়া লিখিতে হইলে কি লিখিব? আরবী উচ্চারণে ث =থ় বা থ—ইহাতে কোনও গোল হয় না। ফারসী উচ্চারণে ث =স; কিন্তু س =স; স় লেখা চলে না, কারণ, ص =স়। স' স' বা অন্য কিছু লিখিতে

হয়। তলায় দাগ কাটিলে বা বিন্দু দিলে, লেখার অসুবিধা ; তাই ث = স, ইংরেজী th-এর অনুকরণে মাথায় ফুটকী-দেওয়া স রূপেই লিখিয়াছিলাম। তদ্রূপ ذ কে জ় এর ঘোষ রূপ হিসাবে জ় রূপেই লিখি। ظ এর জন্য ত ঢু পড়িয়াই রহিয়াছে ; ض কে লইয়া মুস্কিলে পড়িতে হয়, অগত্যা জ় লিখি। ض এর z উচ্চারণ জানাইতে গেলে কি করা উচিত, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালায় z এর জন্য অক্ষর না থাকায় বড় মুস্কিল। আমি বলি ذ ز ظ ض —এই কয় হরফের ফারসী উচ্চারণের জন্য খালি জ লেখাই ভাল। আবশ্যক হইলে মূল শব্দ উদ্ধার করিয়া দিলে চলিবে। কিম্বা জ়, জ়, জ় ও জ় এর পরিবর্ত্তে অন্য কোনও বিশেষ চিহ্ন দেওয়া 'জ'এর ব্যবহার করা।

আমি যেখানে বিন্দু ব্যবহার করিয়াছি, শহীদুল্লাহ সাহেব দেখিতেছি সেখানে রেখা ব্যবহার করিতে চাহেন। রেখা দিলে আমার মনে হয় অক্ষরের পায়ের কাছে অনেকটা স্থান জুড়িয়া যায়, লেখার একটু অসুবিধা হয়। এ বিষয়টীও বিচার করা উচিত। দুই তিনটী ফুটকী দিয়া অক্ষর জটিল করা অপেক্ষা উপরে একটী ফুট্‌কী দিলে বোধ হয় অক্ষরগুলি দেখিতে চক্ষুপীড়াকর হয় না।

ث এর জন্য ছ লেখা সমীচীন মনে করি না। পূর্ব্ব-বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ ছ-এর s উচ্চারণ পরিহার করিয়াছেন, সাধারণ লোকেও শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে ছ-এর এই বিকৃত উচ্চারণ পরিত্যাগ করিবে। ছ-এর উচ্চারণ অর্দ্ধবঙ্গময় তথা সমগ্র ভারতবর্ষে chh ; পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ ধরিয়া ছ-কে s এর প্রকাশক করিয়া লইলে পশ্চিমবঙ্গে বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্যই আরবী قصة مسلمان পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া হিন্দুর মুখে, কেচ্ছা (kechchha) মোচোরমান। حديث غياث عثمان প্রভৃতি শব্দ আমরা 'হদীছ, গিয়াছ, ওছমান' পড়িতে চাহি না হয় হদীথ্, গিয়াথ্, ওথ্‌মান, না হয় হদীস, গিয়াস, ওসমান, না হয় বরং খালি সংযুক্ত রূপ।

ع —ঐয়ন্ এবং ء হম্‌জহ্।

ঐয়ন্ অতি 'গুরুতর' কণ্ঠ্যধ্বনি—খালি [']তে ইহার যথার্থ ব্যঞ্জনা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ যখন আমি হম্‌জহকে ['] দ্বারা জানাইতে চাই। হম্‌জহকে বাদ দিলে অনুলিখন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ হইবে না—এই জন্য ইহাকে জানাইবার চেষ্টা করা উচিত। হম্‌জহের উচ্চারণ মৃদু হইলেও ইহা আরবীর একটি বিশিষ্ট ঘোষধ্বনি—আমরা অকারণ ইহাকে ত্যাগ করি কেন? দেখিতেছি, এক অ্যাপসট্রফী দিয়া ঐয়ন্ ও হম্‌জহ্ উভয়কেই শহীদুল্লাহ সাহেব জানাইতে চান। সেটা কি 'বিজ্ঞান সম্মত' হয়? ماء بئر (মা' বি'র) প্রভৃতি শব্দে স্পষ্ট হম্‌জহের কণ্ঠ্যধ্বনি আসে—ইহাদিগকে বাদ দিলে চলে কি করিয়া? ['] যদি হাম্‌জা স্থির হয়, তবে হম্‌জহ্ অপেক্ষা অতি গুরুতর ع এর জন্য কেবল এক ['] দিলে যথেষ্ট হয় মনে করি না। আমার প্রস্তাবিত [ʿ] চিহ্নটী অ্যাপস্ট্রফীরই

পরিবর্দ্ধিত রূপ মাত্র। [ʿ] অক্ষর যদি পছন্দ না হয়, অন্য কোনও বিশিষ্ট অক্ষর ব্যবহৃত হউক। অনেক সময়ে দেখা যায়, রোমান হরফে ছাপা আরবীতে আরবীর ع অক্ষরই ব্যবহৃত হইয়াছে—যেমন عomar, عothman, shعir, jmع; বাঙ্গালায় আমি ইহাও পছন্দ করি, যেমন عওমর, عওস্‌মান, শাعইর, জমع। [ʿ] দ্বারা কিন্তু সহজেই কার্য্য-সিদ্ধি হয়—বাঙ্গালা ঋ-ফলা (ৃ)কে উপরে বসাইয়া দিলেই হইল, কিম্বা ব্রাকাইয়া বসান v অক্ষর, অথবা ব অক্ষরের মাথা ও ডাহিন দিকের দাঁড়ি কাটিয়া বসাইলেও চলে—যেমন ʿ। শহীদুল্লাহ সাহেব معرب، انعمت، عليهم প্রভৃতি শব্দকে মুআʼর্রব, আন্‌আʼম্‌তা, আʼলায়্‌হিম্‌ লিখিয়াছেন। অর্থাৎ যেন ʿঅয়ন্‌ অক্ষর স্বরধ্বনির পরে আসে। কিন্তু তাহা ত নহে—তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে [ʼ]কে ব্যঞ্জন-দ্যোতক অক্ষর হিসাবে ধরিলে লেখা উচিত, মু'আর্‌'ব, আন্‌'আম্‌তা, 'আলায়্‌হিম। ʿঅয়নের মত গুরু-গম্ভীর কণ্ঠ্য নাদধ্বনিকে যাহাতে বিশিষ্টরূপে লেখা যায়, আশা করি, শহীদুল্লাহ সাহেব ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনি সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের কোনও মত-বৈষম্য নাই। কেবল و স্থানে ভ লেখা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। و এর v, w দুই উচ্চারণই আছে। খালি ব বা ও-এ বেশ চলিবে। বাঙ্গালায় ভ-এর v উচ্চারণ দেখা দিলেও সাধারণতঃ ভ=bh; ভ=v দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনিদ্যোতক; و কিন্তু ওষ্ঠ্যধ্বনি—দন্তৌষ্ঠ্য নহে। যদি এক ব এর দ্বারা কাজ চলে, অনাবশ্যক ভ-কে আনিয়া লাভ কি?

'ওা' পুরাণ বাঙ্গালার বর্ণবিন্যাসের অনুকূল, 'ওা'=wā সম্পূর্ণরূপে সমর্থন যোগ্য। কিন্তু শহীদুল্লাহ সাহেব প্রস্তাবিত 'ও়' 'ও়ি' কিছুতেই নহে। এই বর্ণ দুইটি দেখিলে বাঙ্গালী ধাঁধায় পড়িবে, এবং হয়ত 'তু তি' পড়িয়া বসিবে।

ة—হা-তার সম্বন্ধে কেবল এই কথা লিখি—"আরবীর উচ্চারণ অনুসারে হ বা ত।" আমার মনে হয়, ة এর উচ্চারণ নির্দ্দেশের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। বন্ধুবর 'ত'রূপে উচ্চারিত ة কে ত়-লিখিতে চান। ইহাতে একটি নূতন অক্ষরের আবশ্যক হয়। ة অক্ষরের ত, ت এর রূপভেদ; তাহা ة মাথার দুই বিন্দুতেই বুঝা যায়; উচ্চারণেও কোনও পার্থক্য নাই। সংযুক্ত পদে যেখানে উচ্চারিত হয়, সেখানে খালি ত-রূপে লেখাই যথেষ্ট মনে হয়—যেমন সুরতু-ল্‌ফ়াতিহহ। হা তা-র জন্য ঃ লেখা ঠিক মনে হয় না।

তো' অক্ষরের জন্য তিনি দুই-ফুট্‌কী-ওয়ালা হরফ ত় ব্যবহার করিতে বলেন। ইহা তৈয়ার না করাইলে চলিবে না, আবার ইহাতে ̤ দেওয়া সহজ নয়। হা-তা-র জন্য খালি ত রাখিলে, এক-ফুট্‌কি দেওয়া ত় দ্বারা তো' অক্ষর বেশ জানান যায়।

তন্‌বীনের ন-ধ্বনি সাধারণ ন-ধ্বনি হইতে পৃথক্‌ নহে—ইংরেজীর অনুকরণে ইহাকে ছোট হরফে লিখিয়া সুবিধা কি? বিশেষ যখন তন্‌বীন্‌এর অবস্থান সম্বন্ধে নিয়ম আছে যে, পদান্তেই

তন্বীন বসে। তন্বীনের ন-এর সহিত ও মিন্ প্রভৃতি পদের ন-এর সহিত পরবর্ত্তী পদের আদ্য ব্যঞ্জনের সন্ধির বিষয় আমি অনবধানতা হেতু উল্লেখ করি নাই। বন্ধুবর যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় মনে করি। তশ্‌দীদ সম্বন্ধেও আমি নির্দ্দেশ করি নাই—বন্ধুবর তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ সমীচীন।

স্বরধ্বনি সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেবের সহিত আমার মতভেদ ফৎহুহের বাঙ্গালা অনুরূপ লইয়া। আমি বলি, ফৎহুহের স্থলে অ লেখা, তিনি বলেন আ লেখা, এবং অলিফ্ মদ্দহএর জন্য আঁ লেখা। ফৎহুহের এর স্থলে অ লিখিলে বাঙ্গালা বানানের পুরাতন পদ্ধতি অনুসারেই হইবে—প্রাচীনের সহিত, তথা অন্য প্রান্তের বর্ণমালার সহিত সংযোগ রক্ষিত হইবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, বাঙ্গালায় প্রবিষ্ট আরবী ফারসী শব্দে ফৎহুহের রূপ হইতেছে অ। যেমন—কদম, কবর, নজর, মোহম্মদ, কর্জ্জ, গজল, তকমা, তনখা, দরাজ, নহর, মতলব, কম, জলদী, তপসীল, দরিয়া, তখ্ত, দস্তর, গরীব, নজীর, বকরীদ, হকীম, কবুল ইত্যাদি।

যেখানে ফৎহুহের স্থানে আ মিলে, সেখানে বিশেষ কারণ আছে। বিশেষ কারণ গুলি এই—

(১) আদ্য অ, পশ্চিমা ধরণে উচ্চারণ করিতে গিয়া ঝোঁকের মাথায় পড়ে বলিয়া আ হইয়া যায়। যেমন আচকান, আনার, আপসোস, আন্দাজ, আসল ইত্যাদি। [সংস্কৃত শব্দও বাদ যায় না, যেমন—আবস্থা, পুরাতন বাঙ্গালার আতি, আনুভব, আবশ, আনন্ত, আমল্ আন ইত্যাদি]।

(২) মধ্য অ-এর পরে দুই ব্যঞ্জন থাকিলে ও তাহাদের একটির লোপ হইলে, অ বহু স্থলে আ হয়, যেমন—চাঁদা, নাকরা, পালোয়ান, খাতা, দালাল, মামুদ।

(৩) অনুরূপ ধ্বনির দেশী বা ফারসী কথার প্রভাবে মধ্য অ কখন কখন আ হয়। কচিৎ পশ্চিমা উচ্চারণের অনুকরণের চেষ্টাতেও এইরূপ হয়। যেমন—কামান, বাদাম, তামাম, জাহাজ, লাগাম, বাহাদুর, দামামা, হালুয়া।

(৪) ঐয়ন্ অক্ষর থাকিলেও হয়। যেমন—দাবী, নাল, বাদ, জমা, তালিম, কাবা (=দ্‌বী, নব্‌ল্, বদ্‌দ, জমৎ, তব্‌লীম, কব্‌বহ)।

দেখা যাইতেছে যে, ফৎহুহের জন্য অ-কার লেখাই বাঙ্গালার রুচিসঙ্গত। অন্যথা আ-কার লিখিলে উচ্চারণ বড়ই বিবৃত (broad) হইবার ভয় আছে। নজর-আলীকে নাজার আলী, হজরৎকে হাজরাৎ, কদম কে কাদাম, গরীব কে গারীব, গজল কে গাজাল লিখিলে কি ঠিক উচ্চারণটি জানান হয়? ফৎহুহের সাধারণ উচ্চারণ হইতেছে সংস্কৃতের সংবৃত অ-কারের উচ্চারণ। বাঙ্গালায় এই উচ্চারণ নাই, ইহার নিকটতম ধ্বনি হইতেছে অ-কারের ধ্বনি। অ-কার লিখিলে পারম্পর্য্যও বজায় থাকে,—সে দিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত। আ লিখিলে ৗ, া এর জন্য আঁ এই নূতন অক্ষরের আবশ্যক হইয়া পড়ে; অন্যথা আ—এইরূপ লিখিতে হয়।

তাহা ভাল দেখাইবে না। আঁ সর্ব্বত্র মিলিবেও না। এই সকল কারণে আমি ফৎহের জন্য অ লিখিতে চাই, শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত আ গ্রহণ করিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব প্রস্তাব করেন যে, আরবীর অনুলিখন বেশী জটিল হইলে সাধারণ মুসলমান গ্রাহ্য করিবেন না—বটতলার পুস্তক-বিক্রেতাগণ যে মুসলমানী বহি ছাপাইয়া বিক্রী করেন, তাহার উপযোগী একটি সাধারণ সরল অনুলিখন-প্রণালী প্রচলন করা উচিত,—যাহাতে বিন্দুর বাহুল্য থাকিবে না, নূতন হরফ তৈয়ারী করার হাঙ্গাম থাকিবে না। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেবও দুই প্রকার রীতির প্রচলন বাঞ্ছনীয় মনে করেন। আমিও ইহাঁদের কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তদনুসারে আমার প্রস্তাবিত অনুলিখন-রীতি এখন এইরূপ দাঁড়াইতেছে। কেবল সাধারণ রীতির উপযোগী অক্ষর [ ] বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।

কেবল আরবীর জন্য

স্বরবর্ণ— اَ =অ; اِ =ই; اُ =উ; آ =আ; اِي =ঈ; اُو =ঊ; اَي =অয় ['ঐ' ব্যবহারও চলিবে]; اَو =অব [অও] ['ঔ' ও চলিবে]।

ব্যঞ্জনবর্ণ— ء, أ, ؤ (হম্‌জহ)=' (আবশ্যক হইলে); ب =ব; ت =ত; ث =থ় [থ]; ج =জ [য]; ح =হ় [হ]; خ =খ় [খ]; د =দ; ذ =ধ় [ধ]; ر =র; ز =জ় [জ]; س =স; ش =শ; ص =স় [ষ]; ض =দ্ব়, দ্‌ [দ্ব]; ط =ত় [ৎ]; ظ =জ্ব [জ্ব]; ع =ʿ; غ =ঘ় [ঘ]; ف =ফ় [ফ]; ق =ক় [ক] বা [ক]; ك =ক; ل =ল; م =ম; ن =ন; و =ব [ব, ও]; ه =হ, হ্; ة =ত, হ্; ي =য়।

(او =ওা, বা; وِ =বি; وُ =বু, উ)

ফারসী ও উর্দূর জন্য

স্বরবর্ণ— ے =এ, ঈঁ; و =ও, ঊ।

ব্যঞ্জনবর্ণ— پ =প; ٹ =ট; ث =স় [স]; چ =চ; ح =হ় [হ], ڈ =ড; ذ =জ় [জ়, জ]; ڑ =ড়; ژ =ঝ় [ঝ]; ص =স় [স, ষ]; ض =জ় [জ়, জ]; ط =ত় [ত, ৎ]; ظ =জ্ব [জ]; گ =গ।

উর্দূতে মহপ্রাণ ধ্বনি গুলি অল্পপ্রাণ বর্ণের সহিত হে-অক্ষর যুক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও, বাঙ্গালায় অনুরূপ মহাপ্রাণ বর্ণ খ ঘ ঢ ঢ় ভ প্রভৃতি দ্বারা লিখিত হওয়া উচিত।

[১] 'বৈজ্ঞানিক' ও [২] সাধারণ অনুলিখন-রীতির প্রয়োগ নিম্নে প্রদর্শিত করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করি। আশা করি, এ বিষয়ে শীঘ্র একটা সর্ব্ববাদিসম্মত নিষ্পত্তি হইবে এবং সকলেই তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন।

সুরা নস্র।

[১] 'ইধা জা'অ নস্রু-ল্-লাহি ব-ল্-ফৎহু, ব র'অয়ত-ন্-নাস য়দ্খুলুন ফী দীনি-ল্-লাহি 'অফ্ৱাজান্; ফসব্বিহ্ বি-হ্ম্দি রব্বিক ব-স্তগ্ফির্হু; 'ইন্নহু কান তব্ৱাবা।

[২] ইধা বা'অ নস্রু-ল্-লাহি ওঅ-ল্-ফৎহু, ওঅ র'অয়্ত-ন্-নাস য়দ্খুলুন ফী দীনি-ল্-লাহি অফ্ওাজান্; ফসব্বিহ্ বি-হ্মদি রব্বিক ওঅ-স্তগ্ফির্হু; ইন্নহু কান তওওাবা।

সুরা ফাতিহা।

[২] বি-স্মি-ল্লাহি-র্-রহ্মানি-র্-রহীম্।
অল্-হম্দু লি-ল্লাহি রব্বি-ল্-'আলমীন্।
অর্-রহ্মানি-র্-রহীম্।
মালিকি য়ওমি-দ্-দীন্।
ইয়্যাক নবুদু, ওঅ'ইয়্যাক নস্তঈন্।
ইহ্দিনা-স্-সিরাত-ল্-মুস্তকীম্।
সিরাত-ল্-লধীন অন্'অম্ত 'অলয়্হিম্,
ঘয়্রি-ল্-মগ্দূবি 'অলয়্হিম্ ওঅ লা-দ্-দাল্লীন্।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কামরূপের শিলালিপি*

কামরূপ কামাখ্যার কয়েকটি শিলালিপি ও তাম্রলিপি লইয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি। কামরূপের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ হইবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এ দেশ পৌরাণিক যুগ হইতে প্রসিদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ ইহা তান্ত্রিকগণের প্রধান তীর্থস্থান; তৃতীয়তঃ আজন্ম শুনিতেছি, এ এক অপূর্ব্ব দেশ (হোমারের লোটাস ইটারের দেশের ন্যায়)। এ দেশে পুরুষ গেলে আর ফিরিতে চায় না; ইহা নাকি যাদুর দেশ। চতুর্থতঃ ইংরাজ আমলেই এ দেশ স্বাধীনতা হারাইয়াছে; হিন্দু রাজাদিগের কীর্ত্তিকলাপ উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টি-গোচর হইতে পারে। পঞ্চমতঃ এ দেশের শিলালিপি বা তাম্রলিপি লইয়া বড় কেহ ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাই, সম্ভবতঃ আমিই তৃতীয়। ষষ্ঠতঃ আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্, এ, বি এল, জমিদার মহাশয় এ দেশে জৈন লিপি সংগ্রহ করিবার সময় হিন্দু রাজাগণের প্রদত্ত শিলালিপি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জৈন লিপি লইয়া ব্যস্ত থাকায় সেগুলির কিছু করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে জানিয়া, তিনি তাঁহার আনীত লিপিগুলি আমায় দিয়া, সেইগুলির উদ্ধার করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারই প্ররোচনায় আমি সেইগুলি পড়িবার চেষ্টা করি; কিন্তু তাহাতে অসুবিধা ঘটিতে থাকায়, আসল লিপিগুলি দেখিবার ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, আমি আমার কনিষ্ঠ ভগিনীপতি শ্রীমান্ আভাসচন্দ্র মিত্র ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কতীর্থ, এই তিন জন ১৩২৪ সালের ১১ই ফাল্গুন তারিখে যাত্রা করিয়া, ১২ই ফাল্গুন কামাখ্যাধামে পৌঁছাই। আসল লিপিগুলির সহিত মিলাইতে আমাদের অনেক ভুল সংশোধিত হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার সাহায্য ব্যতীত আমার দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হওয়া দুরূহ হইত। পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই মহাশয় এই লিপিগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিয়া দেওয়ায়, এখন ইহা নির্ভুল হইয়াছে বলিয়া ধারণা।

লিপিগুলি দেখাইবার পূর্ব্বে কামরূপের কামাখ্যা দেবী সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিলে বোধ হয়, অসংলগ্ন হইবে না। আধুনিক কামরূপ আসামের অন্তর্গত একটি দেশ। কিন্তু যোগিনীতন্ত্রোক্ত সীমা এই,—

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিং করতোয়াস্তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষু নদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কামরূপ ইতি খ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং দীর্ঘেণ শতযোজনম্ ॥"

এই করতোয়া নদী জলপাইগুড়ি ও পাবনার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। অতএব রংপুর, ঢাকা প্রভৃতি কামরূপের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কলিকাতার ৪৫৮ মাইল দূরে নৈর্ঋত কোণে, ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে নীলশৈল বলিয়া এক পর্ব্বত দেখা যায়। এই পর্ব্বতে সতীর অঙ্গ যোনি পতিত হইয়াছিল। এই জন্ম এই স্থান ৫১ পীঠের অন্তর্গত একটি পীঠস্থান। এখানে দেবী কামাখ্যা নামে প্রকাশিতা। সাহিত্য-সংবাদ মাসিক পত্রিকার গত বর্ষের চৈত্র মাস হইতে "কামাখ্যায় দশ দিন" নামক প্রবন্ধে এই স্থান সম্বন্ধে কতকটা আলোচনা করিয়াছি। নীলশৈল বা কামাখ্যা পাহাড় নদীগর্ভ হইতে ৭০০।৮০০ ফুট উচ্চ হইবে। ইহার উপত্যকা-ভূমি দেড় মাইল হইবে। তাহাতে ৩৫০ ঘর লোকের বাস। হিন্দু-ব্যতীত অন্ত জাতি নাই। ইহারা কেহই জুতা পায় দেয় না বা মন্দিরের ত্রিসীমানায় জুতা আনিতে দেয় না। এই উপত্যকায় ছোট বড় ৭।৮টি ইটের মন্দির আছে। এক মন্দির ব্যতীত এখানে, গৌহাটীতে বা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ইটের বাড়ী নাই। কারণ, প্রায়ই ভূমিকম্প হয়; এ জন্ম ইটের বাড়ী টেকে না। কামাখ্যা পাহাড়ে দেবতার কোন মূর্ত্তি নাই। কারণ, তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, মহাদেব বলিতেছেন,—

"ময়ি শৈলত্বমাপন্নে শিলায়াং যোনিমণ্ডলে।
সর্ব্বে শিলাত্বমগমন্ শৈলরূপাশ্চ নির্জ্জরাঃ ॥"

এ দেশের মন্দিরগুলি বাঙ্গালার মন্দিরের ন্যায়। ইহাতে বাঙ্গালার প্রভাবই প্রকাশ পাইতেছে। এ অঞ্চলের মন্দিরগুলির প্রধান বিশিষ্টতা এই যে, দেবতার স্থান সমতল ভূমি হইতে কোথাও বা ৬।৭ ধাপ, কোথাও বা ১০।১২ ধাপ নীচে। সে স্থান গাঢ় অন্ধকারাবৃত; বায়ু প্রবেশেরও পথ নাই।

কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের অন্তর্গত জমি ১২।১৪ বিঘা হইবে। এই জমির চারি দিকেই প্রাচীর আছে। তন্মধ্যে সৌভাগ্য কুণ্ড নামক একটি পুষ্করিণী আছে। এইটিই পাহাড়ের উপরের বড় পুকুর। ইহার জল ফাল্গুন মাসেই ফুরাইয়া যায়। তখন লোকের অত্যন্ত জলকষ্ট হয়। যে দুই তিনটি স্বল্পসলিল ঝরণা আছে, তাহার জলে ও নীচে ব্রহ্মপুত্রের জলে অতীব কষ্টে বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত এ স্থানের লোকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। দেবীর সিংহদ্বার পূর্ব্বমুখী। দক্ষিণ দিক্ ব্যতীত অন্ত তিন দিকে দরজা আছে। উত্তরের দ্বারটি নিতান্ত সাধারণ। কামাখ্যা দেবীর পূজায় ছাগ, মহিষ, পায়রা বলি হয়। দেবীর মন্দিরের সঙ্গে দেবীর প্রতিমূর্ত্তি,—অষ্টধাতুনির্ম্মিত কামেশ্বর কামেশ্বরীর মন্দির, হবনাদির ঘর, নাটমন্দির ও দক্ষিণ পার্শ্বে ভোগের ঘর, এগুলি সব একলপ্ত। আদি-মন্দির ও অন্য মন্দিরাদিতে নামে মাত্র আলো যায়। মেজে সিমেন্ট-করা নয়—স্যাঁতসেঁতে। ভাল হাওয়া খেলে না বলিয়া একরূপ গন্ধ পাওয়া যায়। দেবীর মন্দিরের নীচের চারিটি দেওয়াল চারখানি পাথরের; অন্য অংশ ইটের তৈয়ারী। কামেশ্বর ও কামেশ্বরীর মন্দিরের মধ্য দিয়া এই

মন্দিরের প্রবেশ-পথ। দরজা পশ্চিম-মুখী। এই দ্বার হইতে ১২।১৩ টি সিঁড়ি নীচে নামিলে তবে যোনিপীঠে আসা যায়। এ স্থান যেমন দুর্গম, তেমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন। দুইটি তৈল-প্রদীপের আলোতে ইহার অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে দূর হয়। মন্দিরের মধ্যস্থান ৮ হাত স্কোয়ার। ইহার মধ্যে যোনিমুদ্রা এক হাত পরিসর। আর পূজক ও ভক্তবৃন্দের পূজার জন্য প্রায় দেড় হাত চওড়া স্থান ব্যতীত সমুদায় স্থান দেবী-অঙ্গ; সেখানে যাওয়া সকলেরই নিষেধ। যোনিমুদ্রার উপর পূজা করিতে হয়। এই যোনিমুদ্রার উপরে একটি স্বর্ণের মুকুট আছে। ইহা দক্ষিণমুখী। দাঁড়াইবার বা বসিবার স্থানের কিয়ৎ অংশ রৌপ্য-মণ্ডিত। বসিবার স্থান হইতে যোনি-স্থানটি এক হাত নীচে; ইহা একটি ঝরণাবিশেষ; ইহাতে সর্বদাই জল থাকে। ইহার সহিত সৌভাগ্যকুণ্ডের যোগ আছে, এবং ইহার জল বাহির হইবার "গঙ্গা" নামক যে পয়ঃপ্রণালী দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, উহা ভৈরবী-মন্দিরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যোনিকুণ্ডের পূর্ব্ব দিকে পৃথক্ পৃথক্ রৌপ্যমুকুটে ঢাকা মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী আছেন। মন্দিরটি তান্ত্রিক যন্ত্রের উপর নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। কামেশ্বর ও কামেশ্বরী উচ্চ মঞ্চোপরি পশ্চিম-মুখ করিয়া বিরাজমান আছেন। এই মন্দিরে, আদি-পীঠে, প্রবেশের দরজার বাম দিকে এক কোণে একটি কুলঙ্গীর মত স্থানে একটি তোলা হরফের শিলালিপি আছে। ইহা কোচরাজ শুক্লধ্বজ ও মল্লধ্বজের শিলালিপি। ইহার শক ১৪৮৭, ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন। প্রবাদ এই যে, এই শুক্লধ্বজ ও মল্লধ্বজ কামাখ্যা দেবীকে ইদানীং প্রকাশ করেন। তাঁহারা দুষ্টবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া দেবীর নৃত্য দর্শন করেন। এই জন্য তাঁহারা দুই জন ও তাঁহাদের সহায়ক পূজারী কেন্দুকলাই পাষাণ হইয়া যান। দেবী আরও শাপ দেন যে, রাজাদের বংশের কেহ কামাখ্যায় আসিলে নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে। পাণ্ডারা বলেন যে, তদবধি আর কাচবিহারের রাজবংশ এখানে আসেন না।

এখানকার যত লিপি পাওয়া গিয়াছে, সবগুলিরই বাঙ্গালা হরফ। উক্ত শিলালিপি ব্যতীত নাটমন্দিরে একটি তাম্রলিপি ও একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। আদি-মন্দিরের কিছু দূরে পশ্চিম দিকে সংস্কারাভাবে জীর্ণপ্রায় অম্রাতকেশ্বরের মন্দির আছে। মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী। মন্দিরের মধ্যে একটি সুন্দর বাঁধান ঝরণা আছে। এই মন্দিরে প্রবেশের পথে, খিলানের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে একটি শিলালিপি আছে। কামাখ্যা মন্দিরের পূর্ব্বদিকে কেদারেশ্বরের মন্দির আছে, তাহাতে একটি শিলালিপি পাওয়া গেল। মোট এই পাঁচখানি লিপি কামাখ্যা পাহাড়ে পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়ের নীচে পাণ্ডুষ্টেসনের অনতিদূরে পাণ্ডুনাথের মন্দির আছে। ইহাকে মন্দির বলা চলে না—ইহা টিনের ঘর মাত্র। এখানে তিনখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে দুইখানি বারাণ্ডায় গাঁথা আছে—এই দুইটি পড়া যায় না। আর যেটি আলগা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়াছে, উহা পড়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের পর পারে অশ্বক্রান্ত। সেখানকার বিষ্ণুমন্দিরে একটি সুন্দর নারায়ণের অনন্তশয্যার মূর্ত্তি আছে। ২৬ বৎসর পূর্ব্বে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহাতে এখানকার দোলমঞ্চ

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই দোলমঞ্চ তৈয়ারীর একটি শিলালিপি আছে। নাটমন্দিরের দেওয়ালে একটি কাল পাথরের সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। তাহার নীচে একটি ১৫ পংক্তির তোলা হরফের শিলালিপি আছে। উহা এমনই ভাঙ্গিয়াছে যে, তাহার উদ্ধার অসাধ্য। ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় বা দ্বীপ দেখা যায়। তাহার নাম উমানন্দ শুনিলাম, ইহার মোট আয়তন ৪০ বিঘা। এখানে তিনটি শিবমন্দির আছে। দুইটি ভগ্নপ্রায়। আদি-মন্দিরটি ভাল আছে। তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবের নাম উমানন্দ ভৈরব। এখানকার পূজকদিগের নিকট তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। আর একটি গহ্বরের সামনে একটি দুই পংক্তির হেঁয়ালি শ্লোক লিখিত আছে, তাহা এই,—

"শিবাগম্যং শিবাগম্যং শিবযোগং শিবাত্মকম্।
শিবগৌরী সদা সেব্যং শিবাশিবাশ্রয়ঃ শ্রয়ে ॥ ১ ॥
দেবদেবীসুতস্যেয়ং শিবগৌরী সদাস্তু নঃ।
অনেকার্থমিদং বাক্যং সদা সান্নুস্থিতিং প্রতি ॥ ২ ॥ ১৬৮৫

ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। এইগুলি ব্যতীত পাণ্ডু হইতে কামাখ্যা ষ্টেসনে আসিবার পথে রেলিং দিয়া ঘেরা একটি শিলালিপি রহিয়াছে এবং শুনিলাম যে, কামাখ্যা ষ্টেসন হইতে পাহাড়ে উঠিবার পথে জঙ্গলের মধ্যে একটি শিলালিপি আছে। সময়াভাবে উহার সন্ধান করিতে পারি নাই। কামাখ্যা পর্ব্বত হইতে ১০।১২ মাইল দূরে বশিষ্ঠের আশ্রম বলিয়া একটি স্থান আছে। সেখানে একটি শিলালিপিও আছে। এতদ্‌ব্যতীত গৌহাটিতে অনেক-গুলি মন্দির বর্ত্তমান, তাহার কয়েকটিতে শিলালিপি আছে। মন্দির ছাড়া অন্যান্য স্থানেও শিলালিপি আছে। এইগুলির অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে তেজপুরের একখানি শিলালিপি আছে। যেগুলি পূরণচাঁদ বাবু ও আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা এখন আপনাদিগকে এক এক করিয়া দেখাইতেছি।

১। কামাখ্যামন্দিরের মধ্যে তোলা হরফের প্রস্তরলিপি

[১] ওঁ লোকানুগ্রহকারকঃ করু- [২] ণয়া পার্থো ধনুর্ব্বিদ্যয়া দানে- [৩] নাপি দধীচিকর্ণসদৃশো মর্য্যাদ- [৪] য়াম্ভোনিধিঃ। নানাশাস্ত্রবিচারচা- [৫] রুচরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বলঃ কামা- [৬] খ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো [৭] নৃপঃ ॥ প্রাসাদমদ্রিদুহিতুশ্চরণা- [৮] রবিন্দভক্ত্যাকরোত্তদনুজো বরনীল- [৯] শৈলে। শ্রীশুক্লদেব ইমমুন্নহিতোপ- [১০] লেন শাকে তুরঙ্গগজবেদশশাঙ্কসংখ্যে ॥ [১১] তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্রমৌলিস্থ- [১২] লীমাণিক্যং ভজমানকল্পবিটপী নীলাচলে ম- [১৩] ঙ্গলং ॥ প্রাসাদং মুনিনাগবেদশশভৃৎশাকে শিলার [?] [১৪] ভিত্তিভির্বীতকি- মভাবয়ো রচিতবান্ শ্রীশুক্লপূর্ব্বধ্বজঃ ॥

অনুবাদ

দয়াহেতু সকল লোকের অনুগ্রহকারী, ধনুর্ব্বিদ্যায় পার্থস্বরূপ, যিনি দানে দধীচি ও কর্ণসদৃশ, মর্য্যাদায় সমুদ্রস্বরূপ, নানা শাস্ত্রচর্চ্চায় যাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল, রূপে কন্দর্পসদৃশ, কামাখ্যাদেবীর শ্রীচরণসেবক মল্লদেবনামক নরপতি জয়যুক্ত হইতেছেন।

তাঁহার অনুজ শুক্লদেব, অদ্রিদুহিতার চরণপদ্মে ভক্তিহেতুক শ্রেষ্ঠ নীলপর্ব্বতে ১৪৮৭ শকে উৎকৃষ্ট মহত্ত্বযুক্ত প্রস্তর দ্বারা এই প্রাসাদ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রিয় সহোদর, অতিযশস্বী, বীরেন্দ্রবর্গের মস্তকের মাণিক্যস্বরূপ ও সেবকগণের কল্পবৃক্ষ সদৃশ, কামাখ্যাদেবীর ভক্তবৃন্দের শ্রেষ্ঠ, শুক্লধ্বজ, নীলপর্ব্বতে ১৪৮৭ শকে প্রস্তরসমূহ দ্বারা মনোহর দেবীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের "হিষ্ট্রী অফ আসাম" পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায় এই লিপির ইংরাজি অনুবাদ আছে। [এই শিলালিপির বিশেষ বিবরণ ২৫শ ভাগ, ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের লেখক মহাশয় ৯ম ছত্রে "ইমমুল্লাসতোপলেন" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তৎপরিবর্ত্তে "ইমমুন্মহিতোপলেন" পাঠ গ্রহণ করিতেছেন। আমরা উভয়ের প্রদত্ত ছাপ মিলাইয়া দেখিলাম, এই স্থলটি এতই অস্পষ্ট যে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।—পত্রিকাধ্যক্ষ]

২। শ্রীকামাখ্যাদেবীর নাটমন্দিরের তাম্রফলক

[১] ৮৭ ভূপালশ্রেণিমৌলিপ্রকরমধুকরাকীর্ণপাদারবিন্দঃ কামাখ্যাপাদপদ্মার্চ্চনজনিত-মহোদ্দীপ্তভক্তাত্ম- [২] রাত্মা। শ্রীগৌরীনাথসিংহো নৃপকুলতিলকো দানকল্পদ্রুকল্পো বিখ্যাতো-খণ্ডলীয়াম্বয়নলিনকুলো- [৩] দ্দামধামার্কতুল্যঃ ॥ কোদণ্ডার্জ্জিতবাহুদণ্ডদলনপ্রত্যর্থিশুক্কে-ন্ধনজ্বালাজালকরালকালকবলো[হ]পূর্ব্বঃ [৪] প্রতাপাননঃ। তদ্ধূমাকুলবৈরিবৃন্দললনা-লোলাশ্রুধারাহবির্ব্যাপাদিতহোতকোটিবিলসন্নাস্তে তদীয়ঃ [৫] সদা ॥ দোর্দ্দণ্ডপ্রবলপ্রতাপ-নিকরপ্রোদ্দীপ্তদাবানলো দগ্ধানেকবিপক্ষকক্ষনিচয়ঃ সঙ্গ্রামভীতিপ্রদঃ। [৬] যন্নামশ্রবণাৎ সহস্রনয়নঃ প্রাপ্নোতি শঙ্কাং জগত্যাশ্চর্য্যঃ পর এষ এব মহতাং বাচ্যঃ কিমন্যো গুণঃ ॥ যঃ পিত্রা [৭] রাজ্যভারোদ্বহননিপুণতাং বীক্ষ্য রাজ্যে [জ্যে] নিযুক্তঃ সাম্রাজ্যে নীতিশাস্ত্রামলগহনমতি-র্লোকরক্ষাপ্রবীণঃ। [৮] লক্ষ্মীসিংহাখ্যভূপাত্মজগুণনিকরগ্রামবিশ্রামধামা বীরস্তাদৃগ্ নরেন্দ্রো নিখিলগুণনিধির্নাস্তি নাসীন্ন ভাবী ॥ [৯] এতস্যৈব প্রতাপবহ্নিনিচয়ে স্বাত্মাভিমানোৎসুকাশ্চণ্ডারি-রিবহা যদা সলভতাং প্রাপ্তা বিবৎকর্ম্মণা। অক্ষী- [১০] কৃত্য তদা স লক্ষবলিং দাতুং সুধীরাগ্রণীঃ কামাখ্যাপ্রমদোৎকটায় হৃদয়ং প্রাধাদ্দ্বিষাং নাসনে ॥ শ্লাঘ্যং ল- [১১] ক্ষবলিং শুভায় মহতে শ্রীস্ব [সু] র্দ্ধ [র্ধ্য] নারায়ণঃ শক্তঃ সাধয়িতুং প্রতিশ্রুতমিদং-কো মন্ত্রিণাং যে ভবেৎ। ইত্যালোচ্য [১২] মুহুর্মুহুঃ স্বগুরুণাবাত্যেন চৈবাদিশদ্ধারাবংশসমুদ্ভবং সুবিভবং শ্রীমদ্বৃহৎফুকনং ॥ গাম্ভী-র্য্যৌদার্য্যবৈধ- [১৩] র্য্যৈরিভজলধিরয়ং পালিতাশেষলোকো ভেদাদ্যৈর্ব্বৈরিবংশৈশ্চক্রতিশয়বলিভি-

স্তৈরূপাঁয়ৈরখণ্ডৈঃ। শৌর্য্যৈঃ [১৪] সংগ্রামযজ্ঞেঽর্জ্জুন ইব রিপুজিৎ কীর্ত্তিতাতুল্যকীর্ত্তির্ন্যে দৃক্-সংদৃশ্যমানো নৃপবরসচিবো নৈব পূর্ব্বং ন পশ্চাৎ॥ [১৫] প্রখ্যাতে ভূরবাকুলে ক্ষিতিতলে জাতো মহাধার্ম্মিকঃ শ্রীমান্‌শ্রীবড়ফুকনো হরপুরোনাপাভিধানঃ কৃতী॥ [১৬] প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুরমেত্য চা-[ছা]গমহিষৈঃ পারাবতাদ্যৈর্ব্বলিং দেব্যৈ লক্ষমিতং বিবিচ্য হি ‹কৃত্রাজ্ঞো নৃপাঙ্গীকৃতং॥ [১৭] লোকামুগ্রহতৎপরামলমতির্ন্যে তা প্রজানাং সদা কামাখ্যাং শা স]ততং নিধায় হৃদয়ে নিত্যাং সুরৈঃ সেবিতাং। বর্ণাকা- [১৮] শর্মুনিক্ষপাকরমিতে শাকে শুভেঽহ্নি মুদা প্রারভ্যামুদিনং স লক্ষকবলিং প্রাদাপয়ৎ ফুকনঃ॥ সক ১৭০৪॥

অনুবাদ

ভ্রমরস্বরূপ ভূপতিগণের মস্তক-সমুদায়, যাঁহার চরণপদ্ম ঢাকিয়া রাখিয়াছে, যাঁহার অন্তরাত্মা কামাখ্যাদেবীর পাদপদ্ম পূজার ফলে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত ও বিশুদ্ধ, শ্রীগৌরীনাথ সিংহ দানে কল্পবৃক্ষস্বরূপ বিখ্যাত, আখণ্ডলবংশরূপ পদ্মের মহাতেজস্বী সূর্য্যতুল্য।

ধনুর্দ্ধারণ করিয়া যাহাদের বাহুদণ্ডের দলন সম্পাদন করিয়াছেন, এতাদৃশ বিপক্ষগণ-রূপ শুষ্ক কাষ্ঠমধ্যে শিখাসমূহে অতিভীষণ কৃতান্তের কবলস্বরূপ, তাঁহার (গৌরীনাথ সিংহের) অপূর্ব্ব প্রতাপবহ্নি সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা সেই প্রতাপবহ্নির ধূমে আকুল বৈরিগণ-ললনাদিগের চঞ্চল অশ্রুধারাস্বরূপ হবির্দ্রব্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া খড়্গাগ্রে বিলাস পাইতেছে।

যাঁহার বাহুদণ্ডের প্রবল পরাক্রম-উদ্দীপ্ত দাবানলস্বরূপ, অনেক অনেক বিপক্ষদল যাহাতে দগ্ধ হইয়াছে ও যিনি সংগ্রামে অতিভয়ানক, যাঁহার নাম শুনিয়া ইন্দ্রও শঙ্কিত হন; ইহাই জগতে আশ্চর্য্য, এ অপেক্ষায় মহদ্‌গুণ আর কি বলা যাইতে পারে।

যিনি রাজ্যভারবহনে অতিশয় নিপুণতা দেখিয়া পিতৃকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, যিনি রাজ্যশাসনে ও নীতিশাস্ত্রে নির্ম্মল বুদ্ধিসম্পন্ন, লোক রক্ষা করিতে অতিশয় প্রবীণ, লক্ষ্মীসিংহ নামক নরপতির পুত্র, গুণ-সমুদায়ের একমাত্র বিশ্রামস্থান এতাদৃশ বীর নরপতি নাই, ছিল না ও হইবে না।

নিজ অভিমানে অধীর হইয়া প্রচণ্ড শত্রুবর্গ যখন ইহাঁর প্রতাপ-অনলের পতঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়িল, তখন এই ধীরবর বীরচূড়ামণি কামাখ্যা দেবীর প্রমোদ বৃদ্ধির জন্য লক্ষ বলি দিতে অঙ্গীকার করিয়া শত্রুনাশ করিতে একাগ্রচিত্ত হইলেন।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ, মহাগুভের কারণ এই প্রতিশ্রুত লক্ষ বলিদান সম্পন্ন করিতে আমার মন্ত্রিবর্গের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে, ইহা নিজ গুরু ও অমাত্যের সহিত বার বার আলোচনা করিয়া ভারাবংশোদ্ভব বিশেষ বৈভবশালী বৃহৎ ফুকনকে আদেশ করিলেন।

যিনি গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ দ্বারা সমুদ্রকেও জয় করিয়াছেন এবং যিনি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই অখণ্ড উপায়চতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া সমস্ত প্রজাবর্গ পালন করিয়া

থাকেন, সংগ্রামে যিনি অর্জ্জুনের ন্যায় বলবান্ ও যাঁহার অনন্তসদৃশ কীর্ত্তিপুঞ্জ লোকমধ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে, এতাদৃশ রাজমন্ত্রী পূর্ব্বেও দেখা যায় না, পরেও দেখা যাইবে না।

ধরাতলে বিখ্যাত ডুরবাকুলে প্রাদুর্ভূত হইয়া, মহাধার্ম্মিক কার্য্যকুশল শ্রীমান্ হরপুরনাথ নামক বড়ফুকন, প্রাগ্জ্যোতিষপুরে আসিয়া নরপতির হিতার্থে সুরগণ-সেবিত কামাখ্যা দেবীকে সর্ব্বদা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া, প্রজাবর্গের হিতকামনায় ১৭০৪ শকে শুভ দিনে আরম্ভ করিয়া প্রতি দিন ছাগ, মহিষ ও পারাবত প্রভৃতি করিয়া মহারাজার অঙ্গীকৃত এক লক্ষ বলি অর্পণ করিলেন।

৩। কামাখ্যামন্দিরের নাটমন্দির প্রস্তর-লিপি

শ্রীরাম*

[১] ৮৭ স্বস্তি কামাখ্যাচরণাম্বুজার্চ্চনপরো ধ- [২] র্ম্মেণ ধর্ম্মোপমো রূপেণান্বিত-পঞ্চশায়ক- [৩] মদঃ স্বর্দ্ধেশ[স্বর্গেশ]বংশোদ্ভবঃ। দিক্‌চক্রক্রমণপ্র- [৪] বীণবিকসৎ স্কন্দোল্লসৎ সদ্‌যশাঃ শ্রীরাজে- [৫] শ্বরসিংহভূপতিবরো ভূলোককল্পদ্রুমঃ॥ যো [৬] ভূপানতমৌলিরত্নবিলসৎপাদারবিন্দদ্বয়ো ভূ- [৭] ভ্রুনীতিলতৌঘনূতনঘনঃ কোদণ্ডবিদ্যার্জ্জুনঃ। [৮] পারাবারগভীর উর্জ্জিততরাদিত্যপ্রতাপো মহাদোর্দ্দ- [৯] ণ্ডাতিপ্রচণ্ডবৈরিনিবহ-প্রোদ্দামদাবানলঃ॥ তস্যা- [১০] জ্ঞা দধদাদরেণ শিরসি স্বর্দ্ধা[স্বর্গা]বরোহাবধিস্বর্দ্ধেশা [স্বর্গেশা]- [১১] ধরভূপসেবিডুরবাবংশ্যোগ্রনীলাচলে। কামাখ্যা- [১২] ঙ্ঘ্রিপরায়ণো দশরথঃ শ্রীযুদ্ বৃহৎফুকনঃ কামাখ্যোৎস- [৩] বমন্দিরং ক্ষিতিবসুস্বাদেন্দুশাকে- [২] করোৎ॥১৬৮১॥

অনুবাদ

কামাখ্যাদেবীর চরণপদ্ম অর্চ্চনে তৎপর, ধর্ম্মকার্য্যে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ, যিনি রূপে কন্দর্পেরও সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, যিনি দিক্‌ভ্রমণে প্রবীণ এবং যাঁহার যশোরাশি প্রফুল্লভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের যশোরাশির অনুকারী হইয়াছে, সেই ইন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের অগ্রগণ্য, শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর সিংহ পৃথিবীতে কল্পবৃক্ষের স্বরূপ।

যাঁহার চরণপদ্মদ্বয় নরপতিগণের আনত মস্তকের পদ্মদ্বারা বিলাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং নব মেঘ যেমন জলসেক করিয়া লতাদিগকে উজ্জীবিত করে, সেইরূপ অন্যান্য নরপতিগণের নীতিরূপ লতাকে যিনি উজ্জীবিত করিয়াছেন ও যিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় অর্জ্জুনের সদৃশ, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র সদৃশ, সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী, বাহুদণ্ডের প্রতাপে অতি প্রচণ্ড শত্রুবর্গের মধ্যে যিনি প্রচণ্ড দাবানলস্বরূপ, সেই মহারাজের আজ্ঞা সমাদরে শিরোধার্য্য করিয়া স্বর্গবংশের প্রথমাবধি স্বর্গবংশীয় নরপতিগণের সেবক—ডুরবাবংশীয় শ্রীদশরথ বৃহৎফুকন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীর চরণপরায়ণ হইয়া ১৬৮১ শাকে কামাখ্যা দেবীর উৎসবমন্দির অর্থাৎ নাটমন্দির প্রস্তুত করিলেন।

মন্তব্য—শ্রীশ্রীকামাখ্যাদেবীর নাটমন্দিরের উত্তর দিকের দ্বারের পার্শ্বে যেখানে একটি সিংহবাহিনীমূর্ত্তি আছে। তাহার নীচে একটি প্রস্তরলিপি এবং উহার ঠিক নীচেই তাম্রলিপি। এই লিপি দুইটি সম্বন্ধে গেট সাহেব Report on the Progress of Historical Research in Assam এর ৮ পৃষ্ঠায় প্রস্তরলিপি সম্বন্ধে ও ১৫ পৃষ্ঠায় তাম্রফলক সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ৮ পৃষ্ঠায় প্রস্তরলিপিটির প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, উহা দুর্গামন্দিরে পাইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, This temple has been built on the Nilachala Hill and consecrated to the Goddess Durga etc. এখানে Temple of Durga না হইয়া Natamandir of Kamakhya হওয়া উচিত। এই প্রস্তরফলকের উপরের সিংহবাহিনী মূর্ত্তি দেখিয়াই গেট সাহেব দুর্গামন্দির বলিয়া ধারণা করিয়া থাকিবেন।

৫। অশ্রাতকেশ্বর

[১] ৺। স্বস্তি নৃপবৃন্দবন্দিতপদদ্বন্দারবিন্দবিপক্ষ- [২] পক্ষক্ষয়তীক্ষ্ণনানায়ুধবৃন্দদি- গঙ্গনাসনয়ন- [৩] স্তনহারাকারস্ফারযশোমণ্ডলপ্রলয়কা- [৪] জলপ্রবলানলতুল- প্রতাপাখণ্ডলনিরস্ত- [৫] রবিত্তবিতরণবিড়ম্বিতগীর্ব্বাণদ্রুমকলা- [৬] কলাপকরম্বি- তনয়চরস্তবক্তবাকৃপ- [৭] তিনীতিক্রমভূচক্রশক্রবংশাবতংস সেবমানজ- [৮] নগণ- মানসরাজহংসশ্রীশ্রীমত্সূর্য্য[স্বর্গ]দেবপ্র- [৯] মত্তসিংহনৃপেন্দ্রাণাং চারুচরণসরোরুহয়ো- [১০] লব্ধগুণগ্রামাভিরামনীতিতিরস্কৃতমহাম- [১১] ন্ত্রিকদম্বস্বর্দ্দা[স্বর্গা]বতারাবধি সর্ব্বা- [স্বর্গ]রাজসেবিকু- [১২] লকাননপঞ্চাননশ্রীযুক্তরুণদুয়রবাবৃহত্ফু- [১৩] ক্কনস্তন্ময়েন্দ্রাজ্ঞয়া শ্রীশ্রীঅশ্রাতকে[শ্ব]রস্ত [১৪] মঠমিমমরচয়ৎ গুনগুনগুনাঙ্গশাকে -১৬৬৬—

অনুবাদ

যাঁহার চরণকমল সমুদায় নরেন্দ্র কর্ত্তৃক বন্দিত, বিপক্ষ বিনাশ করিবার জন্য যিনি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করেন ও যাঁহার যশোরাশি দিক্‌সুন্দরীদিগের স্তননয়নের হার প্রভৃতির আকার ধারণ করিয়া প্রলয়ান্ধকারের বিনাশী প্রবল অনলস্বরূপ এবং যিনি পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য, অনবরত ধন বিতরণ করিয়া যিনি কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইয়াছেন ও নীতি-কৌশলে যিনি পৃথিবীতে বৃহস্পতির নীতিরও অতিক্রম করিয়াছেন এবং যিনি ইন্দ্রবংশের শিরোমণি, সেবকবৃন্দের মানসরাজহংস, সেই স্বর্গদেব শ্রীযুক্ত প্রমত্তসিংহ নৃপবরের চরণপদ্মের-ভৃঙ্গ, অশেষ গুণে বিভূষিত এবং যাঁহার নীতিচাতুর্য্যে সমুদয় মন্ত্রিবর্গ তিরস্কৃত হইয়াছে ও স্বর্গরাজের প্রাদুর্ভাব হইতে স্বর্গরাজার সেবককুলস্বরূপ অরণ্যের সিংহ, এতাদৃশ শ্রীযুক্ত তরুণ দুয়রা বৃহৎ ফুকন, সেই নরেন্দ্র অর্থাৎ প্রমত্তসিংহের আজ্ঞায় ১৬৬৬ শাকে শ্রীঅশ্রাতকেশ্বরের এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

মন্তব্য—এই অশ্রাতকেশ্বরের মন্দির সংস্কারাভাবে এত অল্প দিনে অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছে। মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী, ইহার দরজায় সংলগ্ন একটি খিলান আছে। ঐ খিলানের পশ্চিম দিকের

দেয়ালে প্রস্তরের উপরি এই লিপি আছে। এই স্থানটি অত্যন্ত অন্ধকারময়,ছাদের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় একটু আলো লাগিয়া থাকে; সেই জন্য পড়িতে পারা গেল। এই মন্দিরটি একটি ঝরণার উপর; ঝরণাটি মন্দিরের উত্তর দিকের দেওয়ালে সংলগ্ন। ইহারই দক্ষিণ ভাগে একখানি বৃহদাকার প্রস্তর আছে, এই প্রস্তরের উপর ফুল বিল্বপত্র দিয়া পাণ্ডারা পূজা করে, অনেক ফুল বিল্বপত্র পড়িয়া আছে। ঐ প্রস্তরখানির পশ্চিম দিকে একটি শিবলিঙ্গ ছিল, এখন তাহার পীঠটামাত্র আছে। এই ঝরণার জল বেশ স্বচ্ছ, ঝরণাটি একটি চৌবাচ্চার মত। এই ঝরণারই পশ্চাৎভাগে পূর্ব্ব দিকে আর একটি ঝরণা আছে। সে ঝরণাটিতে ঐ শিবমন্দিরের ঝরণা হইতেই জল আসিয়া জমে। এই ঝরণার উপরে একটা করকেট দিয়া ছাদ করিয়া দিয়াছে। জল পরিষ্কার, কোনও গন্ধ নাই, বেশ পান করিবার উপযুক্ত। ইহাতে আমরা একগাছি বেশ বড় ছড়ি ডুবাইয়া দেখিলাম, তলাইয়া গেল, মাটি পাইল না, তাহাতে বোধ হয়, বেশ গভীর। ইহা কামাখ্যা-মন্দিরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত, কামাখ্যামন্দির হইতে পাঁচ মিনিটে যাওয়া যায়। রাস্তাটা বাঁকা-চুরা। এই রাস্তাটি ব্রহ্মপুত্রে গিয়া মিলিয়াছে। রাস্তার দক্ষিণ দিকে এই মন্দির। এই মন্দিরেরই দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর এবং ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত রাস্তার বাম দিকে অত্মানন্দ তীর্থস্বামীর অসম্পূর্ণ আশ্রম। এখন স্বামীজী এখানে নাই। শুনিলাম, আশ্রমটি সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন। আশ্রমে তাঁহার ভৈরবী আছেন। ভৈরবীটি বারান্দায় কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন। তিনি আমাদের আসিতে দেখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আমাদিগকে বসিবার জন্য অভ্যর্থনা করিলেন। ঘরের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া একখানি টুল বাহির করিয়া দিলেন, উহা তাঁহাদের ভক্ত একজন মালাধারী কৃষ্ণকায় বৈষ্ণববেশী ব্যক্তি, আমাদিগকে বসিবার জন্য দিলেন এবং বাহিরে অন্যান্য চৌকি মোড়া যাহা ছিল, দিলেন। পরে ভৈরবীটি ঘরের মধ্য হইতে আরমা-শিলভারের ডিপে করিয়া পান দিয়া অতিথিসৎকার করিলেন এবং আমাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া ঘরের মধ্য হইতে কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—এই আশ্রমে এখনই ৮২ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের এখন কিছুই পাকাপাকি হয় নাই। কারণ, এখানে জন মজুর ও দ্রব্যাদি অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। অনেক অনুরোধের পর একবার মাত্র ঘরের দরজার বাহিরে আসিয়া মাত্র ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহার পরিধেয় গেরুয়া বসন বাম হস্তে একগাছি শাঁখা দেখা গেল। একটু ঘোমটা ছিল, এক ঝলকে মুখখানা দেখা গেল মুখখানি গোলগাল; মোটা-শোটা গড়ন। সম্ভবতঃ কায়স্থ-ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে নয় রংটা ময়লা, শ্যামাঙ্গী, বিশেষ সুশ্রী নয়, একটু পরদানবিশ। স্বামীজির পূর্ব্বকার ভৈরবী দেহান্তে ইনি স্বামীজির সঙ্গে জুটিয়াছেন; বয়ঃক্রম, ১৮ হইতে ২০।২১ বৎসরের মধ্যে, কথা বার্ত্তায় বিলক্ষণ কায়দা আছে। এই আশ্রমে ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের পূজা-আহ্নিক ও হবিষ্যাদির স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। কায়স্থ ও বৈশ্য বিধবাদিগের ঐরূপ স্থান এখনও প্রস্তুত হয় নাই। এখ তিনটি ঘর সম্পূর্ণ হইয়াছে, আর একটি ঘরের কেবল এক দিকের কাঠের দেওয়াল প্রস্তু

করিতে বাকী আছে। পশ্চিম দিকের ঘরেই ভৈরবী আছেন। এই আশ্রমে যে-কোনও ব্যক্তি বিনা ভাড়ায় থাকিতে পারে। এই আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অল্প নীচে একটি ঝরণা আছে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, রাত্রি ১২টা; আমরা পূর্ব্বদিন বৈকালে আশ্রমে গিয়াছিলাম। গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ পৃষ্ঠায় এই লিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

৫। কামাখ্যা কেদারেশ্বরের প্রস্তর-লিপি

[১] ৺ স্বস্তি শ্রীশ্রীসৌ-[২] মারেশ্বরবাজেশ্ব-[৩] রসিংহনৃপাজ্ঞ- [৪] য়া তরুণদুর- [৫] বারবৃহৎফুকুক- [৬] নেন শ্রীকেদা- [৭] রলিঙ্গোপরি- [৮] মঠোঽয়মকারি [৯] রামমুনিরসেন্দু [১০] সাকে ১৬৭৩।

অনুবাদ

শ্রীসৌমারেশ্বর রাজেশ্বর সিংহ নরপতির আজ্ঞায় তরুণ দুয়রা বৃহৎ ফুকন কেদারেশ্বর শিবলিঙ্গের উপর ১৬৭৩ শক সম্বৎসরে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মন্তব্য—কেদারেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে চৌকাঠের নীচে এই শিলালিপি আছে। এই কেদারেশ্বরের মন্দিরটি ছোট, পশ্চিমদ্বারী। এই মন্দিরের সম্মুখে প্রাচীরের মধ্যে কম্পাউণ্ড প্রায় পাঁচ বিঘা। এই কম্পাউণ্ডের বহির্ভাগে পশ্চিম দিকে একটি বিস্তীর্ণ ময়দান আছে। এই ময়দানে উপস্থিত দ্বারবঙ্গনিবাসী মহারাজা দুই শত লোক সমভিব্যাহারে বাস করিতেছেন। শুনিলাম, শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীর কৃপায় মহারাজের পুত্র হইয়াছে, সেই জন্য মহারাজা মানসিক করিয়াছিলেন যে, স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া মায়ের মন্দিরের নিকট বাস করিবেন। সেই মানসিক পরিশোধ করিবার জন্য আসিয়াছেন।

৬। পাণ্ডুঘাটের বিষ্ণুমন্দিরের শিলালিপি *

১। ৺ শ্রীমল্লনৃপাত্মজস্য কৃতিনঃ শক্রধ্বজস্যাত্মজে
২। বীরে শ্রীরঘুদেবভূপঃ কুলোত্তংসে কলানাং নিধৌ
৩। দুর্গাদত্তবরেণ শাসতি গুণগ্রামাভিরামে মহীং
৪। তস্যামাত্যগদাধরস্য বচসঃ স্নেহানুকূলাদপি॥
৫। শ্রীপাণ্ডুনাথস্য পুরে নির্ম্মাতঃ প্রাসাদস্য নির্ম্মিতবান্ মনোজ্ঞং
৬। পয়োনিধিবিষ্ণুপদৈকতানং সাকে দ্বীপব্যোমরসেন্দুসংখ্যে॥

অনুবাদ

শ্রীমান্ মল্লরাজের পুত্র কৃতী শক্রধ্বজ, তাঁহার পুত্র, নৃপকুলের চূড়ামণি, কলাশাস্ত্র-নিপুণ রঘুদেব, দুর্গাদেবীর বরে গুণ-সমুদায়-যুক্ত হইয়া পৃথিবীর শাসনকর্তা হইলে, তদীয় মন্ত্রী

* এই মন্দিরকে পাণ্ডুনাথের মন্দিরও বলে।

গদাধরের বাক্যে স্নেহানুকূল্যপ্রযুক্ত শ্রীপাণ্ডুনাথের পুরীতে নির্ম্মাণকারী বিষ্ণুচরণে একাগ্রচিত্ত হইয়া ১৬০৭ শকে এই সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টে এই লিপি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। এই প্রাসাদ এখন নাই। কোথায় যে ছিল, তাহাও জানা যায় না। এখানে যে আর দুইখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা পড়া গেল না। এই রঘুদেবের নাম কোচ রাজাদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে History of Assamএর ৩৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ১৫৮১—১৫৯৩ A. D. ইহা হইতে এই লিপির শকের সহিত মিল হয় না।

৭। অশ্বক্রান্তার শিলালিপি

[১] স্বস্তি শ্রীশ্রীসুরগন্ধ [২] র্ব্ববৃন্দবন্দিতগীতনৃ [৩] ত্যবাদ্যমঙ্গলপ্রীত্যুৎ [৪] সুক-মায়ামর্দ্দনজনা [৫] র্দ্দনদেবদোলান্দোল [৬] নবিনোদবিলাসায় [৭] মহারাজাধিরাজশ্রী [৮]-শ্রীসিবসিংহনৃপাজ্ঞ [৯] য়া জনার্দ্দনপদপঙ্কজ [১০] পরায়ণশ্রীযদনুজ [১১] দুরবাবৃহৎফুকনেন [১২] জনার্দ্দনাগরৌ ফল্গু [১৩] ৎসবদোলোয়মকারি [১৪] ত্রিনয়ননয়নাদ্ধিতর্ক-[১৫] শশভৃচ্ছাকে ১৬৪৩॥

অনুবাদ

মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহ নরপতির আজ্ঞায় জনার্দ্দন দেবের পাদপদ্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত অনুজ দুরবা বৃহৎ ফুকন, দেব-গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক বন্দিত, গীত-নৃত্য-বাদ্য-মঙ্গলধ্বনিতে প্রীতিযুক্ত, মায়ামর্দ্দন শ্রীজনার্দ্দন দেবের দোলযাত্রা বিনোদের জন্য জনার্দ্দন পর্ব্বতে ফল্গুৎসবের নিমিত্ত দোল অর্থাৎ দোলমঞ্চ ১৬৪৩ শাকে নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টের ৬ পৃষ্ঠায় ইহার উল্লেখ আছে।

৮। বিষ্ণুর নাটমন্দিরের প্রস্তর-লিপি

১। ৮৭ যদ্দেবস্ত জনার্দ্দনস্ত নিকটে সিদ্ধাভিষেকো * *
২। [ৎস] বঃ শ্রীবিষ্ণো [ঃ] * পদ্মা * শিখরে তৎসম্ভ-
৩। * * দনে * সনন্দো * বেদিতপদদ্বন্দ্বা
৪। * * স্ব * শ্রী * শি * * *
৫। * * দণ্ড বিদার্জ্জ

[ইহার পর ৬—১৫টি লাইন আছে, কিন্তু তাহা পড়া যায় না]

মন্তব্য—অশ্বক্রান্তের বিষ্ণুমন্দিরের নাটমন্দিরের দেওয়ালে একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে, তাহার নীচে উক্ত শিলালিপি, রেজ টাইপে, অক্ষরগুলি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৬ পৃষ্ঠায় একটি শিলালিপি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার শক ১৬৪২। তাহাতে প্রকাশ যে, রাজা শিবসিংহের আদেশে তরুণ দুয়রা বড়ফুকন এক

জনার্দ্দনের মন্দির তৈয়ারী করেন। আমার বোধ হয়, আমাদের এই লিপির কথাই গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়া থাকিবেন। আর গেট সাহেব ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রিপোর্ট লিখিয়াছেন। হয় ত তাহার পর ঐ লিপিটি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকিবে। কেন না, কোন ভাঙ্গা লিপি সম্বন্ধে গেট সাহেব কিছু বলেন নাই।

৯। উমানন্দের পথে দাক্ষিণ দিকের গুহার প্রস্তর-লিপি*

১। শিবাগম্যং শিবাগম্যং শিবযোগং শিবাত্মকং।
২। দেবদেবীসুতস্যেয়ং শিব গৌরী সদাস্তু নঃ॥
শিব গৌরী সদা সেব্যং শিবা শিবাশ্রয়ঃ শ্রয়ে।১।
অনেকার্থমিদং বাক্যং সদা সানুস্থিতিং প্রতি।২॥
॥ ১৬৮৫ ॥

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টে কোন স্থানে এ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই।

১০। উমানন্দের তাম্রশাসন

প্রথম পিঠ

উমানন্দ গোসাঞি দেব।

(১) স্বস্তীন্দ্রবংসো[শো]ত্পলপূর্ণচন্দ্রঃ শ্রীকান্তপাদাম্বুজমত্তভৃঙ্গঃ। বিদ্ব[দ্বু]রত্নূর্ম্মির্ন- [২] রমম্ব-রম্যাঃ শ্রীচন্দ্রকান্তাদিকসিংহভূপঃ॥ ক্ষিতিপপটলশীর্ষোত্তংশসন্নীলরত্নভ্রমরকু- [৩] ল-বিরাজদ্রক্তপাদারবিন্দঃ। সুরতরুবরলক্ষ্মীস্পর্দ্ধিবিশ্রাণনালিস্তুহিন- [৪] কিরণকীর্ত্তিঃ কামজিৎকায়কান্তিঃ। উমানন্দদেবায় প্রদীপঘৃতদা- [৫] য়কাঃ। নরাঃ প্রদত্তাঃ পুণ্যার্থং শ্রীপূর্ণানন্দমন্ত্রিণা॥ তেনায় [২] প্রার্থিতো রা- [৬] জা কৃতৈষা তাম্রপত্রিকা। দেবস্বরক্ষণার্থায় প্রাদদত্ পুণ্যহেতবে তে নরাঃ [৭] কামরূপীয়বি[বী]রমল্লরঘুমল্লয়োঃ। স্বকার্য্যসিদ্ধিতঃ তাভ্যাং মুদা সা মন্ত্রিনো- [পো] [৮] 'পিতাঃ॥ এতদ্বিবরণং কামরূপদেশর বস্তরাও বরুকায়স্থ ও চৌধা- [৯] রি ও পটোবারি ও তালুকদার ও ঠাকুরিয়া ও গয়রহ সকলে ও সাবধানে [১০] জানিব বনভাগপুরদনার চান্দ কুচিগ্রামর বিরমল্লর সুমল্লর সুমল্ল এই দুই [১১] ভায়েকক্ কুঞ্জেশঞা রাজমন্ত্রি শ্রীপূর্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞি দেবে শ্রীশ্রী৶ বলে [১২] জনাই বুজর বড় বা পতাবাবে সেই দামই দিয়া স্বকীয় বহতা আর্থেহকেই [১৩] পোবাকে শ্রীশ্রী৶৶র স্থান তন্নিতে ঘৃতর প্রদীপ লগাবলৈ ঘৃতধনিকৈল্যান- [১৪] র নিমিত্তে উৎসর্গ করি দিবর জন্যে শ্রীশ্রী৶ তজনালত শ্রীশ্রী৶ দেবে এই মানুহকে [১৫] শ্রীবুঢ়া গোহাঞি দেবক তাম্রপত্র করাই দিলে এই মানুহরে নাম কটাকুলত্ কোচ জয়না- [১৬] রায়ণ। ভায়েক রামনাথ। চানা দয়া। মুঠত ১টা এবেলিতে দিবশে বা সমস্ত প্র- [১৭] দীপলে ঘৃত ৫ টকার দরে মাহে কত হয় শ্রীত ১৸৶ সের এরে

* ব্রহ্মপুত্র হইতে উমানন্দ উঠিতে ডানি দিকে একটি গুহার উপর প্রস্তরের লিপি।

সেরত হয় ২২॥ সের এই মা- [১৮] মানুহকে খাজপরগণার কুচিয়া মৌজর কলাকুচি গ্রামর উবার দলনিবাটি দিএ আয়ে চন্দপুরে [১৯] খট্‌বাটারির আহতগচ্‌ পশিমে পাথ বারটা তিরহহকা উত্তরে কমাবর জানর মুর দখীনে চুর- [২০] ভুরবিয়া বিলর উত্তর পার এই মাটিকে এই মানুহে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করি থিউ সোধাই থাকি- [২১] ব ইহার করকাটন বেঠ্‌ বেগার চোর চিনানা ধুমুচি মারেচাজনকর জবক্কার চৌকী হাট ঘাট ফাট [২২] ধন খত রাজডণ্ড ব্যতিরেক সর্ব্ববাব পরিত্যাগ হইল ইহাত কোনো জনে অন্যথা ন করিব ইতি [২৩] সক ১৭৩৪ মাস জৈষ্ঠস্য ১৬ অসৌ মহীন্দ্রঃ সমবাচতেদং কৃতাঞ্জলি-র্ভাবিক্ষিতীন্দ্রবর্গান্‌ [২৪] ময়া প্রদত্তো ঘৃতদীপ এবঃ শিবায় পাল্যো কৃতিভির্নরেন্দ্রৈঃ—।

দ্বিতীয় পিঠ

১। শ্রীশ্রীউমানন্দ গোসাঞির ঠাই
২। ১৭১৫ শকর মাঘর ৩ দিন জোয়াত বৃহস্পতি বারে
৩। ৺দেবর আজ্ঞা খারঘরিয়া ফুকানে কৈদিচেহি ৺ত্‌ ব্যজনা
৪। আইকুঞ্জঁরি ৺কর্ম্মত উৎসর্গা করি দিয়াইছে চেকিয়াল ফুকনর
৫। ভাগর মোচাগিরর কুড়ির বামুগড়িয়াক দর্য্যিবাবে দিলে
৬। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সচ্ছন্দ সেবা খাটি দর্য্যিবন কড়ি থাকিব
৭। ইহতে কোনো জনে বিরোধ আচরিব না পাই ইতি

অনুবাদ

ইন্দ্রবংশরূপ কমলিনীর বিকাশক পূর্ণচন্দ্র এবং শ্রীকান্ত-চরণপদ্মের মধুমত্ত ভৃঙ্গ, চন্দ্রকান্ত-সিংহ নামক নরপতির নীতিরূপ রত্নলতার সম্পর্কে বিদূর পর্ব্বতের প্রান্তভূমি একান্ত সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। যাঁহার চরণ, প্রণাম-সময়ে নরপতিগণের মুকুটস্থিত নীলকান্ত মণির সংযোগে, রক্তপদ্মে ভ্রমর-মালা উপবেশন করিলে যেরূপ শোভা হয়, তাদৃশ শোভা ধারণ করিয়া থাকে এবং যাঁহার রাজ্যে দানশালা-সমুদায়, অর্থীদিগের অভিলষিত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া কল্পবৃক্ষের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে এবং যাঁহার কীর্ত্তিজ্যোৎস্না চতুর্দ্দিক্‌ ধবলিত করিয়াছে, যাঁহার সৌন্দর্য্যে কন্দর্পও পরাজিত হইয়া যায়, তাঁহার মন্ত্রী পূর্ণানন্দ, পুণ্য লাভের জন্য, শ্রীউমানন্দদেবের ঘৃতপ্রদীপ দান করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিলেন এবং মন্ত্রীর প্রার্থনায় মহারাজ, উমানন্দ দেবের দেবোত্তর রক্ষা করিবার মানসে এই তাম্রশাসন প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। যে সমস্ত লোক নিযুক্ত করিলেন, তাহারা কামরূপের বীরমল্ল ও রঘুমল্লের তরফের লোক ছিল। নিজের কার্য্য সিদ্ধির জন্য উহাঁরা ঐ সমস্ত লোকদিগকে মন্ত্রীর হস্তে অর্পণ করিয়া দিলেন।

এই রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া ভাবি রাজাদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আমি

শিবের মন্দিরে এই ঘৃতপ্রদীপ দিবার ব্যবস্থা করিলাম। হে কৃতী রাজগণ! আপনারা ইহা রক্ষা করিবেন। শক ১৭৩৪

মন্তব্য—এখানকার লোকে 'চ'কে 'স' এবং 'স'কে 'হ' উচ্চারণ করে। গেট সাহেবের রিপোর্টে কোন স্থানে এ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই।

১১

শ্রীরাম

[১] স্বস্তি সমরসীমনিস্সীমভীমপরাক্রম শ্রীশ্রীর্সতমানন্দপদাব্জমধুকর- [২] শ্রীশ্রীশিব-সিংহনৃপাজ্ঞামুত্তমাঙ্গে নিধায় তৎপ্রেমাধানবিধানপ্রধানসেনা- [৩] পতিতরুণচন্দ্রবাবৃহৎ-ফুকনেন ৺পৃত্যার্থং ৺প্রত্যহঃ পূজার্থং শশধর [৪] রসযুগলশশাঙ্কশাকে দেবোত্তর-নিবন্ধতাম্রপত্রিকেয়ং বিস্তীর্ণা।

৫। ব্রাহ্মণ বড় দেউরি	৬	ভোগর থালধরা	১	উতপন্ন	
৬। ভাগবতি	১	ভণ্ডারকাথ	১	জামির কাটল	১৬১॥
৭। নিলকণ্ঠ পাঠক	২	মুদিয়ার	১	× ×	×
৮। মহিম্ন পাঠক	২	ভাণ্ডারি	২	× ×	×
৯। রুদ্র পাঠক	২	মালিরা	৬		
১০। প্রার্থিব সিবপূজারি	১	পাথির অনা	২	নিজ পাইক নাম ভকত	
১১। সুপকারক	২	কণার	॥০	পং বড়ভাগ	গিম্নি
১২। দৈবজ্ঞ	১	ধোবা	।০	মৌ সোনাপুর ৩৮৫	সচং
	১৬	ডারমরা	১	রাই পাটর	৬॥
		মর্ধ্যা	।০	মানরা ২।	৯ সচং
১৩। হুত্র সেবাইত	১২৯৮০	থরিভারি	২	ধনুকার	৩৮
১৪। আঠপরিয়া	৪	চোতলা সড়া	১	৬র গোরাল	২॥
১৫। ঘটাধর	১	কুমার	২	পং ক্ষেত্রি	
১৬। ছত্তর ধরা	১	তেলিয়া	২॥০	মৌং হাথিঅমা ৮॥	৮ সং
১৭। চামর ধরা	২	সাডা	১	কলাকুচির ১৩ ৯	সং
১৮। ভৃঙ্গধরা	৪	দিহদার	১	মৌং ধোবাটারির	৮
১৯। তৃহলধরা	১	ঠাকুরিয়া	৭	পং বক্রেশ্বর	
২০। ঢোপধরা	১	খাতোবাল	১০	মৌং ডালেজর ১৮	১৪
২১। পাখাধরা	১	গরাথবা	১	মৌং চাঙ্গেবারীর	১৭৫
২২। পদপাঠক	১	বাডিচোরা	৩	পং কোমরভাগ	
২৩। ধপধরা	১	ধানভড়ারি	১	মৌং পালিস্মাসিকং ১৮	৮ সং

২৪। লাড়ুবন্ধা	১	ধানবন্দা	২		
২৫। ঢুলিয়া	২	হাতি মাউত	১	মৌং বোরোকারবাং	২০ ৫
২৬। ডুবরি	২	সলিয়া	১	মৌং চন্দ্রপুরয়	২।
২৭। পানিতোলা	১	ঘাহি	৬		
২৮। ঢুলিয়া	২		১০৬॥০	এই ১৩ গ্রাম দরবস্ত জলজমি পচরিয়া গাং ১৩৲ টকা জমা	
২৯। দগণ্ডিয়া	১	লিক চৌবত্ত ফুং	১৩	বাকে গা এ´র	
৩০। কালিয়া	১	দলৈব	৫	পাইক	৪॥
৩১। দবাদারি	১	মজুনদার জগতা	১॥	এই তক তেতা সকল কুনিয় মালি	
৩২। সিংহাদারী	১	সেবা-যলোবা	১	দ্বিব	
৩৩। ওঝাপালি	৮	দেউরিয়	১	খাত	২ থন
৩৪। গায়ন বায়ন	১২	ভড়ারকাথ	১॥		
৩৫। লস্কর	১	মদিয়ার	॥		
			২৪৸		

অনুবাদ

সমস্ত সমরভূমিতে যাঁহার ভীমের ন্যায় পরাক্রম ও যিনি শ্রীউমানন্দদেবের চরণপদ্মের ভৃঙ্গ, সেই শিবসিংহ নরপতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মহারাজের একান্ত প্রীতিপাত্র, প্রধান সেনাপতি তরুণ দুয়রা বৃহৎ ফুকন, ঈশ্বর প্রীতির কামনায় প্রতিদিন পূজার জন্য ১৬৬১ শাকে দেবোত্তর রক্ষার মানসে এই তাম্রশাসন প্রদান করিলেন।

মন্তব্য—এই তাম্রশাসন ১০॥০ ইঞ্চি চওড়া ও ১৭॥০ ইঞ্চি লম্বা।

১২

শ্রীশ্রীউমানন্দ

[১] ৬৭ স্বস্তি শ্রীত্র্যম্বক্ নন্দিতত্রিপুরারিচরণারবিন্দযুগলাজমৌলেন্দ্রাদমানাথগুলবংশো-ত্তংশমহারাজাধিরাজ· [২] শ্রীমৎশ্রীগৌরীনাথসিংহক্ষ্মাপালপরমপ্রেমাস্পদসৌর্য্যধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যৌদার্য্যাদিগুণনিকরোপেতস্বকুল- [৩] সারসপ্রকাশকৈকভাস্কর প্রভু শ্রীযুত তরুণ-দস্তিকৈর্বৃহৎফুকর্ণেনাখতরিকার্থং শ্রীশ্রীউমানন্দপ্রীতয়ে [৪] স্বস্বক্রীতদত্তভূসংস্থাপিত-ধবিক্রি[ক্রী]তদেবত্তন্ত পুত্রপৌত্রাদিক্রমেণ শ্রীশ্রীউমানন্দতরণসম্মার্জ্জনোপলেপনা- [৫] খণ্ডপ্রদীপজ্বালনদণ্ডবন্নমস্কাররূপপ্রাত্যহিককর্ম্মসম্পাদকপ্রমাণায় তাম্রপত্রিকেয়ং প্রদত্তা ॥ [৬] শ্রীযুত ভেকাজনাসস্তিকৈ বড়ফুক্‌কনস্য— [৭] কামরূপ দেশর বড়ুবাও বরকাহই

ও চৌধারি ও পটোয়ারি ও তালুকদার ও ছান্দরিয়া আলো সকলে [৮] সাবধানে জানিব পাতিদরজ পরগনার ধজরাই তালুকর বিহদিয়া গ্রামর কলাগনক ১ ভাই [৯] খরা ১ বিরধন ১ মন্মথ ১ মুছত ১ পাইক আরেপোচ গাঞতরোপিত মাটি ৪ পুড়া বড়ি ২ পুরা [১০] এই মাটি মাসুহকনারানি ৫৩ রুপলৈয়া ৺দেবত চৌধারিপটোয়ারি রাজ সকলে ও বিকি-[১১] লে এখন সেই ভুমি মনুষ্যক্ আখন্ডলার্থে কুকনদেবে শ্রীশ্রীঠাইত দণ্ডবৎ অখণ্ড প্রদীপ লগাবর [১২] কারণ উশের্গ করি তৈল্যর কারণ নারাণি ৯০ রুপপিত্তলর দীপাধার ১ উৎসর্গি সেই মনুষ্যর হাত্ত স [১৩] মর্পিলে এই রুপর বাটি বৎসরি ২২॥ রুপর তৈল কিনি রত্তিন্দিবা প্রদীপ জলাই কুকন ৺দেবর কুসল [১৪] চিন্তি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগাকরি থাকিবই হারকর কাটল পদপঞ্চক বেদবেগার ১৫ চোরচিনালা ধুমসি মাড়েসা সর্ব্ববাব পরিত্যাগ হৈল ইহাত্ কোন জনে অন্যথা না চরিব ইতি ১৭০৭ সক [১৬] মাহমার বত্তির নিবন্ধ দিপাধার ১পচ আতে রাত্রিন্দিবা লাগে তেল ॥ সের মাহে লাগে [১৭] ১৫ সের বৎসরত লাগে ১৮০ সের আধেলির ৮ সেরর দরে লাগে রুপ ২২॥ এই রুপর ব্যাজ [১৮] গো ৺ সেবাত কালিবর্বাবর নিক্তে কিনি দিয়া মাজুহপুরপার পরগণার সেমন য়োন চৌধারি [১৯] চন্দর পাটোয়ারি মন্মথসয়া কিয়া ঠাকুরিয়া রাজেবিকে বাটেগাঞর চানাতুরা। পোং [২০] ভাই স্বধমনু। প্রতেক রামনাথ। হরিনাথ। রঘুনাথ। ভতিক্সা চিরিনাথ। স্বঠত ১॥ [২১] আতেরুপ ৬০ টকা সেরর তলে কিনি দিয়া মাটিভুহয়া গাঞত উবার য়োরাতি [২২] মাটি ৪ পুড়া আতেরুপ ১৬টকা কুকুরিয়া গাঞতবড়ি ১॥ পুড়া আতে রুপ ৬ টকা।

দ্বিতীয় পিঠ

১।	সোনর পদ্ম তোলা		
২।	চত্র	১	১১
৩।	ফুল	১	॥
৪।	পিতলর		
৫।	পচা	১	৫শে
৬।	তেলর		
৭।	টৈকেলি	১	২
৮।	বেহি	১	৻৬
৯।	কলাশ	১	৪
১০।	রুপর ফুল	১	২

কিনি দিয়া মাগুহ মাটি পাতিদরজ পরগণার রামেচর চৌধারি বিজ ধজরাই তুই তালুকদার ঠাকুরিয়া রাজে সকলোবিকে বিহদিয়া পাঞর উবার গণককণা। ভাই খরা। বিরধা। মন্মথ। মুঠত ১ পাইক আতে রুপ ৩০ টকা থাকে সেবার তলে কিনি দিয়া মাটি লোচগাঞত উবার বোবতি ৪ পুড়াবাড়ি ২ মুঠত ৬ পুড়া আতে রুপ ১০ টকা

অনুবাদ

স্বস্তি। স্বর্গবাসী দেবগণেরও বন্দনীয় ও ত্রিপুরারি মহাদেবের চরণপদ্মদ্বয় যাঁহার মস্তকের চন্দ্রস্বরূপ হইয়াছে, সেই আখণ্ডলবংশের শিরোমণি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীগৌরী-

নাথ সিংহ এই নরপতির অত্যন্ত প্রীতিপাত্র এবং পরাক্রম, ধীরতা, গাম্ভীর্য্য ও উদারতা প্রভৃতি বহু গুণের আধার এবং যিনি নিজ কুলকমলিনীর প্রকাশে সূর্য্যস্বরূপ ও প্রভুত্বশালী শ্রীযুক্ত তরুণসন্দিক বৃহৎকুক্কন, ইনি গন্ধর্ব্বলোক-প্রাপ্তি কামনায় শ্রীশ্রীউমানন্দ দেবের প্রীতির নিমিত্ত নিজ অর্থে ক্রয় করিয়া, পশ্চাৎ দান করিয়াছিলেন যে ভূমি, তাহাতে স্থাপিত অথচ স্বীয় অর্থে ক্রীত দৈবজ্ঞের সম্বন্ধে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে শ্রীশ্রীউমানন্দ ঠাকুরের গৃহ সম্মার্জ্জন, উপলেপন, দীপ প্রজ্বালন, দণ্ডবৎ নমস্কাররূপ দৈনন্দিন কার্য্য-সম্পাদনকারী ব্যক্তির প্রমাণস্বরূপ এই তাম্রপত্রিকা প্রদান করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। লিপিখানি ১৩।০″ ইঞ্চি লম্বা ও ১০॥০″ ইঞ্চি চওড়া।

১৩

শ্রীরাম

[১] স্বস্তি শ্রীহরগৌরীপদারবিন্দমকরন্দ- [২] সন্মোহবিলীনমনোমধুকরপ্রবর [স্ব ৷] [৩] স্বরশিবনীরকপরমকরুণাবরুণা- [৪] লয়স্ত শুভযশোরাশিমণ্ডিতাশেষমেদি- [৫] নীমণ্ডলস্ত বাসববংশাবতংশশ্রীশ্রীমত্- [৬] শিবসিংহভূপালকস্য নিদেশতঃ তদীয়- [৭] সেনাপতিবর- সকলসংসারমঙ্গলাগার- [৮] হারকৈলাশকাশকার্পাসহিণ্ডীরপিণ্ডমু- [৯] স্বকীর্ত্তিমণ্ডল- মণ্ডিতাশেষদিগ্দিগ- [১০] স্তরালেন শ্রীকেশবপদপঙ্কজভৃঙ্গব- [১১] রেণ শ্রীমদ্ধিহিংসৌর- বরফুক্কনেন প্রাগ্‌জ্যো- [১২] তিষপুরপ্রত্যগ্‌দ্বারং স্বর্ণগনেষ্টকাদিনির্ম্মিতং আ- [১৩] রামতো দ্বিপঞ্চাশদধিকশতধনুর্মিতপ্রাচীরং [১৪] দ্বিবিংশত্যধিকদ্বিশতধনুর্মিতপরিখাদিভি- [১৫] রলঙ্কৃতমাসীত্ বেদবিশিখবেদাঙ্গশশধ- [১৬] র শাকে ১৬৫৪ মার্গশীর্ষে।

১৪ (বশিষ্ঠাশ্রম)

শ্রীরাম

[১] ৮৭ স্বস্তি নিস্সীমভীমপরাক্রমপ্রবলবৈ- [২] রিবলপ্রলয়কালানলসম্পূর্ণ গুণগ্রামৈ- [৩] কধামন্তরভবানীপদারবিন্দমকরন্দম- [৪] ধুকরশক্রকুলকুমুদে[মে]ন্দুশ্রীশ্রীমদ্রাজরা- [৫] জেশ্বরসিংহনিদেশেন্দ্রনীলাবলম্বিমৌ- [৬] লিতদীয়চরণচারণচক্রবর্ত্তিকুন্দাবদাত- [৭] কীর্ত্তিসমরবীরপারাবারগম্ভীরবিদ্যা- [৮] বিদ্যোতিতান্তঃকরণশ্রীগোবিন্দপদার্চ্চনে [৯] সর্ব্ববর- বাহিনীপতিশ্রীমদমুজদুরবা- [১০] বৃহৎকুক্কণাখ্যশ্রীমত্তরুণদুরবাবৃহৎকু- [১১] কণতনুজ- শ্রীমদ্বরবথাভিধেয়সেনা × [১২] × ব নিষ্ঠাবতিণাবাপরি × × × [১৩] নিকরতর্ক- নাগরসেন্দুশকাব্দে ১৬৮৩।

মন্তব্য—গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৮ পৃষ্ঠায় ইহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

১৫

[১] ৺৭ স্বস্তি স্মরহরচরণচারণবৈরিবারণ- [২] দারণপঞ্চানন প্রতাপতপননৃপনিক- [৩] রশিরোরত্ননীতিরত্নরত্নাকরশশধর প্র- [৪] বরযশোনরবাসববংশাবতংশ শ্রীশ্রী- [৫] মত্স্বর্গ-নারায়ণরাজেশ্বরসিংহ নরেশ- [৬] রাণাযাদেশতস্তম্মন্ত্রি প্রবর প্রাগ্জ্যোতিঃপু- [৭] রাশেষ-সেনানায়কযশোজিতসুধাকরা- [৮] রাতিতিমিরমিহিরস্বর্গাবতারাবধি স্বর্গ- [৯] নরেশ-সেবিবংশবিভূষণ শ্রীমত্তরু- [১০] ণদুরবাবৃহৎফুকনো বিচিত্রচিত্রা- [১১] চলালয়নব-গ্রহাত্মকশিবোপরি [১২] নবরত্নাখ্যমঠমিমমচীকরবেদা- [১৩] দ্রিরসেন্দুশাকে ১৬৭৪।।০।।

অনুবাদ

স্বস্তি। কন্দর্পবিনাশকারী মহাদেবের চরণের স্তুতি-পাঠক ও শত্রুরূপ হস্তীর পক্ষে যিনি সিংহস্বরূপ, প্রতাপে সূর্য্যসদৃশ, নরপতিগণের মস্তকের রত্নস্বরূপ যে নীতিরত্ন, তাহার রত্নাকর অর্থাৎ অগাধ সমুদ্র, যশোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রের ন্যায় যিনি দিক্সমুদায়কে আলোকিত করিয়াছেন, অত্যন্ত যশস্বী, বাসববংশের শিরোরত্ন, স্বর্গের নারায়ণ শ্রীযুক্ত রাজেশ্বরসিংহ নৃপতির আদেশে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অসংখ্য সৈন্যের নেতা, যাঁহার যশে চন্দ্র পরাজিত ও শত্রুরূপ অন্ধকারমধ্যে যিনি প্রখরকিরণশালী সূর্য্যস্বরূপ, স্বর্গাবতার পর্য্যন্ত স্বর্গীয় নরপতিগণের সেবায় অধিকারী যে বংশ, তাহার অলঙ্কার শ্রীযুক্ত তরুণ দুরবা নামে বিখ্যাত বৃহৎ ফুকন, বিচিত্র-চিত্রযুক্ত পর্ব্বতস্বরূপ গৃহমধ্যে নবগ্রহরূপী শিবলিঙ্গের উপর নবরত্ন নামক এই মঠ ১৬৭৪ শক-বৎসরে নির্ম্মাণ করিলেন।

১৬

[১] ধর্ত্তীশবিষ্ণুচরণাম্বুজলুব্ধভৃঙ্গঃ স্বক্ষায়গোত্রকুমুদাবলিপূর্ণচন্দ্রঃ। শ্রীমন্মহীন্দ্রকমলেশ্বর-সিংহভূপো বিশ্রাণনব্রজাবনিন্দিতকল্পবৃক্ষঃ [২] নৃপনিকরকিরীটোদ্দীপ্তসদ্রত্নদামদ্যুতিবিসর-বিরাজদ্রক্তপাদাম্বুজাগ্রঃ। হরহিমকরকীর্ত্তিঃ কামসৌন্দর্য্যমূর্ত্তিঃ স্বনয়চয়মনীষী দণ্ডিভূ.[৩] দেব-তোষী॥ কামরূপাধিবাতেন লোকস্য স্থিরতাকৃতিঃ। গেন্ধেলাখ্যায় বীক্ষ্যাদায়ায় প্রতাপ-বন্নতঃ॥ তস্মৈ মহীং মনুষ্যাঞ্চ কৃতাসৌ [৪] তাম্রপত্রিকাং। শ্রীবৃহত্ফুকণায়াদাত্সন্দি × বংশজন্মনে॥ এতদ্বিবরণং কামরূপদেশের বড়ুবা ও বড়কায়স্থ ও চৌধারি ও পুটো- [৫] বারি ও তালুকদার ও চাকরিয়া অগয়রহ সকলে ও সাবধানে জানিব সন্দিকৈবংসর শ্রীগেন্ধেলা বড় ফুকনে কামরূপ [৬] গুবাহাটি যয়ো থলদেশর স × নিবারণ করি দেশ সুস্থির করা অপোহত শ্রীশ্রী৺৺রেপ্রতপিবন্নত নামাদ দোহতপরা [৭] হরদত্ত চৌধারির বাটি ১১০ পুরাবহতা মানুহ ১২দটা তিনপোরা সহিতে তাম্রপত্র করি দিলে আরে নাওকচাকচারি ম- [৮] হল পরগণায় দেহিয়ালে তালুকর যোজে—

বগা । জিবন । ঘটবাকোং ।
৯। জিকরিয় মদনাকৈবর্ত্ত । সোনা । দাহিয়া ।
কংসয়াই কোং । টিলাধোবা । মবজয় ।
১০। চিয়াম । অনিয়াকৈ০ । গোয়াকং ।
মুটলাই । বিনন্দ । পানা
১১। গোবর্দ্ধন । পরা । হরিধন ।
কিনাকলিতা । ৩ জবয়কলিতা । ১২৬
১২। ভকতদাহ । জিবন । পাটয়া ।
চান্দরাই । বানা । নাথদ্ধচিথাতর
১৩। কানু । রাম । খামরগাঞ্জর ।
মণি । করিঙ্গা । বোপিতমাটি ৬০
১৪। হৈরাম । ডুরিয়াকৈবর্ত্ত । জবরাকলি ।
হরিধনকৈ । রামা । পুরানাম বয়তা
১৫। বিহিলা । ভগিধাকোচ । রঙ্গা ।
আপা । কদমা । গপরজনাত
১৬। টঘাকোচ । সোনারবাই । গোপাল ।
বিহিলা । ভোগো । বোপিতমাটি ২০
১৭। ঘটটইসালৈ ॥ পটেবাকৈ০ । পোয়া ।
চামরাইকং । টেরিয়া । পুরাথ ।৩। প

১৮। রজনাত রোপিত ২০ পুরাসুচত ১০০ মহলপরজনার বরিমাটি ৬ পুরাবারি ৪ পুরা সর্ব্ব সুচত [১৯] আবে শ্রীপ্রতাপবল্লভ বড় ফুকনে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করি শ্রীশ্রী৺৺র কুসলবাঞ্ছি থাকিব [২০] ইহার করকটল পদপঞ্চক বেঠবেগার চোর চিনালা ধুমুচি মারেকা জলকর ববন্দার চৌকী [২১] হাটঘাট ফাঁট দানখুত রাজ৬ দণ্ড ব্যতিরেক সর্ব্বথার পরিত্যাগ হইল ইহাত [২২] কোনো জনে অন্যথা না করিব ইতি সক ১৭২২—

১৭

শ্রীরাম

[১] ৺৭ স্বস্তি দুর্ব্বারসংসারবিস্তারকারাগারনিকারনি প্র [২] চণ্ডরভয় ভক্তেভ্য মহেশ্বরচরণচারণ প্রধ্যা… [৩] ম … … দান স … ন কর্ম্মাম … ম মানন× রাম খা [৪] ম মহোদ … সমগ্র সংগ্রাম প্রা … … শো জড় ম থা [৫] খাম সম্পূর্ণ মা … f … … প্র… ড… [৬] প্রশস্ত সমস্তা … [৭] জড় … ব … [৮] স্বৰ…ক মহৎ বি … … [৯]

স্বহ্ র বক তীগ্র ৩০ [১০] শায়ক স ... স ... [১১] বধি স্বর্গ না ... ... [১২] বৃহৎ ফুকনেন ... [১৩] মহে শ্বর ... ...

মন্তব্য—এই শিলালিপিটি গৌহাটির শুক্লেশ্বরের মন্দিরের। লিপিটির তোলা হরফ। অধিকাংশ অক্ষর ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, ইহা কত শকে লিখিত হইয়াছে এবং কোন্ রাজার আমলে হইয়াছে, জানিবার উপায় নাই। গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ম পৃষ্ঠায় শুক্লেশ্বরের মন্দিরের শিলালিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৬৬৬ শকে রাজা প্রমত্তসিংহের আদেশে তরুণ দুয়রা (বৃহৎ ফুকন) একটি মন্দির তৈয়ারী করিয়া শুক্লেশ্বরের নামে উৎসর্গ করিয়া দেন। আমার বোধ হয়, ইহাই সেই লিপি হইবে। এখন হরফগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

১৮

[১] ৺৭ স্বস্তি প্রচণ্ডকোদণ্ডকাণ্ডব- [২] দদণ্ডদণ্ডিতপ্রকাণ্ডারিমুণ্ডম- [৩] ণ্ডলীমণ্ডিত- ভূমণ্ডাখণ্ডলপ্রবল- [৪] যশোজিতসুধাধামকামাভি- [৫] রামধামাধিপাধিকধামসু- [৬] ত্রামগোত্রামন্দসিন্ধুশশধরনৃ- [৭] পনিকরশিরোদামশ্রীশ্রীমৎস্ব- [৮] র্গদেবরাজেশ্বরসিংহ- নরেশ্বরা- [৯] ণাং চরণপুষ্করমধুকরমন্ত্রিপ্র- [১০] বরযশোজিতশারদশশধর- [১১] নিজ- বীর্য্যনির্জ্জিতরিপুনিকরস্ব- [১২] র্গনৃপবর্গসেবিবংশবিভূষণশ্রী- [১৩] যুক্তরুণদুয়রাবৃহৎ- ফুকনে- [১৪] ন গ্রহাশ্রয়াখ্যপুষ্করিণীবরখা- [১৫] নি বাণাদ্রিরসেন্দুশাকে ১৬৭৫ ॥

অনুবাদ

যমদণ্ডের ন্যায় প্রচণ্ড ধনুর্দ্দণ্ডে দণ্ডিত প্রবল শত্রুগণের মুণ্ডসমূহে আচ্ছন্ন ভূমণ্ডলের ইন্দ্র, যশের দ্বারা যিনি সুধাংশুকেও জয় করিয়াছেন, কন্দর্প-সুন্দর, অতি তেজস্বী, সুত্রামা-গোত্ররূপ অগাধ সমুদ্রের পূর্ণচন্দ্র, নরপতিগণের মস্তকের মাল্যস্বরূপ, স্বর্গের দেবতা শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর- সিংহ নরপতির শ্রীচরণ-পদ্মের ভৃঙ্গ, প্রধান মন্ত্রী, যাঁহার যশঃপ্রভাবে শারদ চন্দ্র তুচ্ছীকৃত এবং যিনি নিজ বীর্য্যে শত্রু-সমূহকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই স্বর্গ-নরপতিগণের সেবক শ্রীযুক্ত তরুণ দুয়রা বৃহৎ ফুকন, ১৬৭৫ শকে এই গ্রহাশ্রয় নামক পুষ্করিণী খনন করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেব ইহার সম্বন্ধে রিপোর্টে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

১৯

[১] ৺৭ স্বস্তি সমস্তলোকান্তোকশোকরোকবিমোক- [২] বিপুলজনার্দ্দনচরণচারণ- চতুরচঞ্চরীক- [৩] মেখলমহীমণ্ডলাখণ্ডলপ্রচণ্ডাখণ্ডপ্রতাপমার্ত্তণ্ডখণ্ডি- [৪] তপ্রচণ্ডারিত- মিরমণ্ডলপাণ্ডুরাখণ্ডযশঃশ্রীখণ্ডমণ্ডিত- [৫] জগদন্তবিবিধবিত্তবিতরণবিড়ম্বিতানরক্রমপ্র- [৬] জাবজাতবাক্‌পতিনীতিক্রমরামবামনদক্ষমন- [৭] স্ব শ্রীশ্রীমৎস্বর্গদেবপ্রমত্তসিংহ- নৃপালপাদপদ্ম- [৮] উপহারমানমানধনবিপক্ষপক্ষকরালকতী- [৯] ককোকেরকবারক-

মহামহিমাবাত্যনারকসমর- [১০] শীমনিস্সীমভীমবিক্রমনিভ্রমদুর্দমদমনযমযাড়গু- [১১] প্যযণ্মুখোপমঃ স্বর্গাবরোহাবধি স্বর্গনরেশসেবিবং- [১২] শাবতংশ শ্রীমত্তরুণদুয়রাবাবৃহৎ-ফুকনস্তরয়ে- [১৩] র্নবিদেশতঃ শ্রীশ্রীজনার্দ্দনদেবস্য শোভনতর- [১৪] নমিদমরচয়ত্॥ রসরসরসেন্দু শাকে ১৬৬৬॥

অনুবাদ

সমস্ত লোকের শোক-দুঃখ-সমুদায়কে যিনি বিনষ্ট করিয়া থাকেন ও জনার্দ্দনের চরণ-সেবায় সুনিপুণ, সসাগরা ধরামণ্ডলে যাঁহার প্রতাপ-সূর্য্য প্রচণ্ড শত্রুরূপ অন্ধকাররাশি বিনষ্ট করিয়াছে, পাণ্ডবদিগের ন্যায় যাঁহার কীর্ত্তি, যিনি নানাবিধ রত্নরাশি বিতরণ করিয়া কল্পবৃক্ষ-কেও ন্যক্কৃত করিয়াছেন এবং ধীশক্তি দ্বারা যিনি বৃহস্পতির নীতিকেও তুচ্ছ করিয়াছেন, যে রাম, বামন প্রভৃতি স্বর্গের দেবতা, (পৃথিবীতে) শ্রীযুক্ত প্রমত্তসিংহ নৃপাধিরাজ নরপতি, তাঁহার চরণ-সেবক, যাঁহার সম্মানই একমাত্র ধন, যিনি বিপক্ষ-সৈন্যের বিনাশকারী, খড়্গ-ধারায় একান্ত অনুরক্ত, ভীমের ন্যায় যাঁহার পরাক্রম ও যিনি দুর্দ্দান্ত শত্রুগণের দমনে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় পরাক্রমশালী, সেই স্বর্গাবতার পর্য্যন্ত স্বর্গীয় নরপতিগণের সেবকবংশের শিরোমণি শ্রীযুক্ত দুয়রাবৃহৎফুকন, নিজ নরেন্দ্রের আদেশানুসারে ১৬৬৬ শাকে জনার্দ্দন দেবের এই সুন্দর তোরণ রচনা করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন এবং "তোরণ" স্থানে "মন্দির" বলিয়া বসিয়াছেন।

২০

প্রথম পিঠ

[১] ৺৭ স্বস্তীন্দ্রবংশোৎপলপূর্ণচন্দ্রঃ শ্রীকান্তপাদাম্বুজমত্তভৃঙ্গঃ। বিদ্ব[দ্]রত্নভূমির্গররত্নবল্যাঃ শ্রীচন্দ্রকান্তাদিকসিংহভূপঃ॥ ক্ষিতিপপ- [২] টলশীর্ষোত্তংশসন্নীলরত্নভ্রমরকুলবিরাজস্রক্-পাদারবিন্দঃ। সুরতরুবরলক্ষ্মীস্পর্দ্ধিবিশ্রাণনালীস্তুহিনকিরণকীর্ত্তিঃ কামজি- [৩] তৃকান্তকান্তিঃ। দয়জনামদেশস্য ষট্সহস্রাত্তবালগান্ মনুজান্ রম্মহি[হী]পালো দাদবং পুণ্যবৃদ্ধয়ে॥ পণ্ডমারাখ্য-গ্রামস্থ [৪] স্ববংশানুজন্মনে। মরুদ্গনেতি পূর্ব্বস্থ গোশাঁ ইতি প্রতায় বৈ বিজোত্তমায় গৌরীশপদাব্জভক্তিশালিনে। এতদ্বিবরণং দরঙ্গা দেশর [৫] রাজা ও চহরিয়া ও কত্তা ও হাজরিকিয়া ও সইকিয়া ও বর ও পায়র সকলে ও সাবধানে জানিব শ্রীশ্রীপদ্মবরিয়া সত্তুকল্প ৺৬দেরে [৬] শ্রীশ্রী৺দেবতৈ শ্রীযুক্ত রাজমন্ত্রি পূর্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞি দেবর দ্বারাই জনানন্ত শ্রীশ্রী৺দেবেশ্বরর শিষ্যবো হাজারবজিংতটা গোট [৭] পাইক খবি পকে জানি বড় লিখিছে শ্রীশ্রী৺দেবক পুণ্যার্থে তাম্রপত্র করি দিলে [৮] এই মানুহর রাম গোহাঞি দিগলানি শরেকর বংশ কাচিয়া শরেকর— [৯] হাজারক শর্ম্মাহাচুরিয়া ভিরোকদাসর ঘরর কৈ জিত

লম্ভার করিব— [১০] নরেকক কলাদহ করর ঘরর থিয়ো—। বকমর ঘরর মনপতি দানেতি ছুভাই

১১। চিরাম বক্তরা ছুই ভাই কং ॥ পাণিমল ভাং লাহন ॥ বংশাকুচিয়া শরেকর

১২। তারে ভতিজা কড়কর ভাল ॥ ভতিজকে পুরক /১ জিতবল বড়ার করিব

ছুভাই বকমর ঘরর মনপতিদানেতি ছুভাই

১৩। কাজর হাজারর বত্তাববিয়া/১ খটর হাজারর ঘারকলিতা হাজারর

১৪। শরেকর হাথিবতার ঘরর ভুদ্ধতা বরিয়া সরেকর । চপেরালিশ থাকিব

১৫। তন্থর পুত্তেক কঁলাথুপুকা ॥ সোনাপুর গ্রামর হালোবার ঘরর

১৬। পেরন ঘরর স্থরথ কের্কেটু ॥ দয়ালত্তং ঘরর দয়াল । সোনারাই ইনককলিতা ছুভাই

১৭। কলিতা হাজারর ভাংকলিয়া সেনাপ্রারাথ ৮ আচিয়া বড়িয়া হাজারর /১ ছুভাই

মহিমাহাজরর খেকেরা বরিয়া পুরকর কুলার ঘরর

শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ দেব শ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহ নরেশ্বরাণাং। বড় মণি জে চাকেং টাবৈর ঘরর মধুমহামল কোচ ॥/১ মুহে ৬ পাইকর গামাটি ৫৬

দ্বিতীয় পিঠ

[১] শ্রীশ্রী৵৵দেবে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করি শ্রীশ্রী৵দেবক আশীর্ব্বাদ করি [২] থাকিব ইহার কর কটন পদপঞ্চক বেঠ বেগার চোর চিনানা ধুমুচি [৩] মারেচা জলকর অবক্ষার চকি হাট ঘাটু কাট দানখত রাজদণ্ড [৪] ব্যতিরেক সর্ব্ববাব পরিত্রাণ ইহাতে কোন জনে অন্যথা [৫] না চরিব ইতি শক ১৭৩৮ ॥০॥ [৬] অসৌ মহীন্দ্রঃ সমবাচতেদং কৃতাঞ্জলির্ভাবিনরেন্দ্রবর্গান্ ॥ [৭] ময়া প্রদত্তা দ্বিজবৃত্তিরেষা [বা] পাল্যা ভবদ্ভিঃ কৃতিভিঃ কৃতজ্ঞৈঃ ॥

অনুবাদ

ইন্দ্রবংশরূপ কুমুদের পূর্ণচন্দ্র, শ্রীকান্ত অর্থাৎ নারায়ণের চরণ-পদ্মের মধুব্রত ভৃঙ্গ, যেই পর্ব্বতের উচ্চ ভূমির উপর নীতিরূপ লতার কল চন্দ্রকান্তমণিস্বরূপ চন্দ্রকান্ত সিংহ নরপতি। যাঁহার রক্তবর্ণ চরণ নরপতিগণের মস্তকের মুকুটস্থিত নীলকান্ত মণির সংযোগে ভ্রমরশ্রেণী-সংযোগে রক্তপদ্মের সৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া থাকে এবং যাঁহার দানপ্রভাব কল্পবৃক্ষের সমান, যাঁহার চন্দ্রসদৃশ কীর্ত্তি, যিনি লাবণ্য দ্বারা কন্দর্পকেও পরাজিত করিয়াছেন।

মন্তব্য—এই তাম্রলিপি সম্বন্ধে গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টে কিছুই বলেন নাই।

ইহা চন্দ্রকান্তসিংহদেবের শিলযুক্ত। এইরূপ আর একটি উমানন্দের পাণ্ডার নিকট পাইয়াছি। দুই চারিটি সংস্কৃত শ্লোকের মিল আছে। সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে শক নাই। কিন্তু আসামী ভাষায় যেখানে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ১৭৩৮ শক লিখিত হইয়াছে।

২১

শ্রীরাম

[১] ৮৭ স্বস্তি সমস্তসামন্তচক্রচূড়ামণিমরীচিম- [২] ঞ্জরীরাজিরাজিতপদপল্লবকন্দর্প-দর্পদলনকলে- [৩] বরদিগ্দন্তাবলাবলীকর্ণতালাস্ফালনকরূর্ত্তিত- [৪] প্রবলপ্রতাপানলবিবিধ-দানসন্তানবিনিন্দিতকল্পপাদপ- [৫] জ্যাঘোষঘোরধ্বনিতশরকুলিশসম্পাতজর্জ্জরিতারি- [৬] বরকলেবরহরহাসকৈলাশকাশসঙ্কাশপরি- [৭] পাণ্ডুরযশঃশ্রীখণ্ডমণ্ডিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড- [৮] শৌর্য্যৌদার্য্যমর্য্যাদাদয়ানয়নিচয়রত্নরত্নাকরশক্রবংশাব- [৯] তংশসৌমারেশ্বরস্বর্গদেবশ্রীশ্রীমৎ-শিবসিংহমহীমহে- [১০] শ্রুশো[ত্রাণা]মাদেশমআজ্ঞাধীনতদীয়পদদ্বন্দ্বারবিন্দম- [১১] সমকরন্দ-তুন্দিলমধুব্রতমন্ত্রিগণগণনাগ্রগণিতচর্ব্বা- [১২] রবৈরিবারণদারণপঞ্চাননমহাসেনসমানস্ত [১৩] আদিপুরুষাণাং স্বর্গাবতরণসময়গৃহীততপোদান- [১৪] জসমাগতচুরবাকুলকমলদিনকরশ্রীতরু- [১৫] ণচুরবাবৃহৎফুকণ × দেব × × × কারচ [১৬] × মিত্রাকারাববির্চা × × এ দরবারমন্দির [১৭] জয় নাম দক্ষিণদ্বারমিদমিষ্টকাদিভিরচাক- [১৮] রদ্গগনগুণগুণেন্দু শাকে॥ ১৬৬০॥০

অনুবাদ

সমস্ত প্রধান নরপতিচক্রের চূড়ামণির কিরণ-সমুদায় দ্বারা যাঁহার পদপল্লব সুরঞ্জিত ও যাঁহার শরীর-সৌন্দর্য্যে কন্দর্প ধিক্কৃত ও দিগ্গজসমূহের কর্ণাস্ফালনের বায়ু দ্বারা যাঁহার প্রবল প্রতাপানল নৃত্য করিতেছে, যাঁহার বহু প্রকার রত্নরাশি-দানের প্রভাবে কল্পবৃক্ষ নিন্দিত হইয়াছে, যাঁহার ধনুষ্টঙ্কারের ঘোরতর শব্দযুক্ত বজ্রসদৃশ বাণে শত্রুপক্ষের কলেবর জর্জ্জরিত হইয়াছে, যাঁহার কাশ-কৈলাস ও হরহাসসদৃশ শুভ্র যশঃস্বরূপ চন্দনচ্ছটায় ব্রহ্মাণ্ড বিভূ-ষিত এবং শৌর্য্য, ঔদার্য্য, মর্য্যাদা-গুণে পরিবর্দ্ধিত নীতি-সমুদায়রূপ রত্নরাশির সমুদ্র, শক্র-বংশের শিরোভূষণ স্বর্গের যিনি সৌমারেশ্বর দেব, পৃথিবীর শ্রীযুক্ত শিবসিংহ ক্ষিতীন্দ্র, সেই মহারাজের আদেশানুসারে তাঁহার পাদপদ্মের মধুপানে পরিপুষ্ট এবং মন্ত্রিবর্গের গণনায় অগ্রগণ্য, বৈরিকরীন্দ্র-বিদারণে পঞ্চানন এবং কার্ত্তিকেয়তুল্য আদি-পুরুষদিগের স্বর্গ হইতে আসিবার সময় অনুষ্ঠিত দান ও তপস্যার পুণ্যে জন্মিয়া যিনি চুরবাকুল-পদ্মের বিকাশক সূর্য্যস্বরূপ হইয়াছেন, সেই তরুণ চুরবাবৃহৎ ফুকন ইষ্টকাদি দ্বারা দরবার-মন্দিরের জয়াখ্য এই দক্ষিণ দ্বার ১৬৬০ শকাব্দে রচনা করিয়াছেন।

২২

[১] স্বস্তি সকলকলা না [কলানা] নিজিতকলেবরবিবিধবিদ্যাবিদ্যোতি- [২] তান্তরণ [স্তঃকরণ] কলিকলুষবিনির্ম্মুক্তকমনি[নী] মণ্ডপগ্রামাভিরাম [৩] প্রতাপোজ্জ[জ্ব]লজলধাধি-

সেনাধিপঃ পরমধৈর্য্যমর্য্যা [দা]সৌ[শৌ] [৪] র্য্যগাম্ভি[ভী]র্য্যপারাবারঃ শ্রীব [ম] ত বরবাজ-জনমেজানি শ্রীবৃহৎফু- [৫] কন ... ... বিবিধশস্ত্রাদিগজবাজিসেনাপতিপ্রারম্ভ [সি] ভি [৬] ... ... রো [রা]জচন্দ্রবহ্মরপি[পী]চন্দ্রচক্রে নিষুত গতবর সানী ... ...

মন্তব্য—লিপিখানি ভাল করিয়া পড়া যায় নাই, কাজেই বোঝা গেল না। গেট সাহেবের রিপোর্টে ইহার উল্লেখ নাই।

২৩

শ্রীরাম

[১] স্বস্তি শ্রীস্বেষ্টদেবপদদ্বন্দ্বারবিন্দসেবক প্রজারিপু কুল- [২] নাস[শ]কসকলগুণাগার-গাম্ভীর্য্য শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ- [৩] সি[শি]বসিংহমহাপালতচ্চরণচারুকমন্ত্রি প্রবর শ্রীমত [৪] ফুরবা-বংশোদ্ভবতরুণবৃহৎফুকনদত্তব্রহ্মোত্তর- [৫] তাম্রশাসনপত্রিকেয়ং—

[৬] ৮৭ কার্য্যরূপদেসর বড়ুবা বড় কায়স্থ ও ছোধারি [৭] পটোবারি ও অন্ধকমার ছাকরিয়া আলো- [৮] সকল সাবধানে জানবা গঙ্গেসর পরগ- [৯] নার গন্ধ খোষারর-য়োর্ণ ৩০৫ ছরাবড়গ [১০] ই মৌর ৫ পুরী সলি পবারা ৪৪ ছরাবরি [১১] বাড়ি ৪ ছরা-ভঙ্গার গয়রা পুর্ব্ব ১০ ছরা [১২] বরি বাটি অপ-া কদিয়া অনিষ্টা পরাভবা [১৩] ৭ ঘর ৭৮ পুণ্যে বাচা ছুই প্রমাণিক ব্র- [১৪] হ্মোত্তরতাম্রফলিক' য দিয়াগল ইহাবর ব [১৫] কাটল পদপঙ্কক বেচবেগার চোরচিলা [১৬] লাধর সিয়া তলজল বকার কারী গ- [১৭] রুসরবার পরিখা গড়েল ছু হাতকালোজ [১৮] লেঙ্ক ... বৎসরে ১৬৬২ পুষ- [১৯] জুদি পলাঙ্গরী ২০

মন্তব্য—সোয়ালগুচিতে যাইবার রাস্তা পাণ্ডু হইতে, নৌকায় পশ্চিম দিকে যাইতে হয়, যাইতে ২ ঘন্টা, আসিতে ৪।৫ ঘন্টা লাগে। গেট সাহেবের রিপোর্টের ১৪ পৃষ্ঠায় যে তাম্র-ফলকের কথা আছে, তাহাতে ৫৭ পুরস জমি হরি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া গেল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ঐ নাম বা অত জমির কথা কিছু দেখিলাম না। ইহা সেই লিপি কি না, বুঝিতে পারিলাম না। তবে রিপোর্টের শকের সঙ্গে ইহার শকের মিল আছে।

২৪

[১—৫] [৬] ... ... বতংশ শ্রীশ্রীম ... সিংহ নরেন্দ্র পাদপদ্ম ... [৭—৮] [৯] ... ... কুলাবতংশ শ্রীমদনুপপ্রবর [১০] ফুকণ ... ... তরুণ ফুরবা [১১] শ্রীমদ্‌বৃহৎফুকন-ভরিদেশতঃ শ্রী [১২] র মেড়পুরস্থ প্রাসাদমিমমরচয়দ্রসবসুরসেন্দুশাকে।

মন্তব্য—ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এই লিপি পড়া গেল না। ইহার শক ১৬৮৬ থাকায় রাজেশ্বর-সিংহের প্রবন্ধ কিছু হইবে বলিয়া বোধ হয়।

২৫

শ্রীরাম

[১] ৬৭ স্বস্তি করকলিতকঠোরকোদণ্ডখণ্ডক্ষিপ্তকাণ্ডবিদীর্ণ-[২]বিপক্ষপক্ষবক্ষঃপ্রকটকপাট-প্রা [প্রো]দ্‌গতরুধিরধরাদিগ্ধ- [৩] ভূভাগভর্গভদ্রকালীচরণসমর্চনৈধিততেজঃপুণ্যকীর্ত্তির্নীতি- [৪] বিদগ্ধধৈর্য্যসারমারমনোরমমূর্ত্তির্নিখিলক্ষ্মাপালকিরীট- [৫] কোটিজুষ্টপাদপীঠবিবিধবিত্তবিশ্রাণনতুলিতদেবদ্রুম- [৬] শ্রীশ্রীমত্ স্বর্গদেবপ্রমত্তসিংহসৌমারপীঠ- [৭] পুরন্দরাশামাদেশতস্তচ্চরণনলিনপরাগরাগিস্বর্গাব- [৮] রোহাবধিস্বর্গনরেন্দ্রচরণসেবারুচিরুচিরপুরত্রয়কম- [৯] লতরণিতরুণশ্রীযুতগদাধরবৃহৎফুকনেন [১০] শ্রীশ্রীকামাখ্যামহাদেব্যাঃ পাশানা[ষাণা]দিময়মঠো- [১১] য়[ং] নিরমায়ি ঋষিরসতর্কসুধাংশুশাকে ১৬৬৭

অনুবাদ

যাঁহার করধৃত অতি কঠিন যে ধনুঃ, তাহা হইতে বিক্ষিপ্ত বাণদ্বারা বিদীর্ণ যে বিপক্ষপক্ষীয় বক্ষঃস্থলস্বরূপ বিস্তীর্ণ কপাট, তাহা হইতে বিনির্গত রক্তধারায় আচ্ছাদিত ভূমিতে ভদ্রকালীর চরণ-পূজায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তেজ যাঁহার, এতাদৃশ পুণ্যকীর্ত্তি, নীতিচতুর, ধৈর্য্যশালী, কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর এবং যাঁহার পাদপীঠ সমস্ত নরপতিগণের কিরীটাগ্রদ্বারা সেবিত, যিনি নানাবিধ ধন দান করিয়া কল্পবৃক্ষের সমান হইয়াছেন, এরূপ স্বর্গের দেবতা, সৌমারপীঠের ইন্দ্র (মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্য) যে শ্রীযুক্ত প্রমত্ত সিংহ—তাঁহার চরণপদ্মের রেণুরঞ্জিত, স্বর্গের সোপান পর্য্যন্ত যে স্বর্গ-নরেন্দ্রের চরণ-সেবা, তাহাতে কান্তিপুঞ্জ দ্বারা অত্যন্ত সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে যে ত্রিভুবনের পদ্ম-সমুদায়, তাহার (বিকাসক) সূর্য্য অথবা তরুণ সূর্য্য শ্রীযুক্ত গদাধর বৃহৎ-ফুকন কর্ত্তৃক ১৬৬৭ শাকে শ্রীকামাখ্যা দেবীর এই পাষাণাদিময় মন্দির নির্ম্মিত হইল।

মন্তব্য—কালিয়াবারের পাষাণময় কামাখ্যা-মন্দির। এ সম্বন্ধে গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভাষা সম্বন্ধে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা লিখিয়াছেন। আমি ত সংস্কৃত ব্যতীত বাঙ্গালা দেখিলাম না।

২৬

[১] ... ... পুষ্করমধু [২] ... ... রজীকৃতভূমিন্ [৩] প ... ... সুধাকরকরকলি- [৪] ত কা ... ... বত্ শত্রুজর্জ্জরিতারিব- [৫] র বাসববংশায় বশধরধরণীমণ্ডলাখ- [৬] ণ্ডলাখণ্ডপ্রতাপরাজাধিরাজশ্রীশ্রীমত্ প্রমত্ত- [৭] সিংহস্বর্গদেবানামাজ্ঞয়া তদীয়পদপয়োজম- [৮] ধুকরপ্রতাপদিনকরস্বর্গাবতারাবধি স্বর্গ- [৯] রাজসেবিবংশাবতংশশ্রীযুতগদাধরতরুণ- [১০] দুরবারবৃহত্‌-ফুকনঃ শ্রীশ্রীদুর্গামহাদেব্যা ম- [১১] ঠমিমমচীকরত্ তুরগরসরসেন্দুশাকে ১৬৬৭॥

২৭

শ্রীরাম

[১] ৭৮ স্বস্তি নিখিলক্ষ্মাপালকিরীটকোটীরনি[২]ঘৃষ্টবিশিষ্টপাদপীঠহরগৌরীচারুচরণচারণ- [৩] আনন্দসন্দোহাঞ্চলিতহৃদয় ... ... নিচয়পারাবার- [৪]তুষার-বিমলঘনস্যাবারণ বিবৃতদিগ্ বারণগণ [৫]কালানলসমুজ্জ্বলপ্রবলপ্রতাপানলজ্বালাজাল ... ... জটা- [৬]মহীমণ্ডলবিতরমানমহাদানসন্তানবি- [৭] নিন্দিতকল্পপাদপঃ করকলিতধ- [৮] ...নারিতপ্রখরতরশরনিকর- [৯] জর্জ্জরীকৃতারাতিবরকলেবরকন্দরা- [১০] ...নার্ককন্দর্প ... ... কলেবর [১১] বৃন্দার দুর ... ... শশধর ...তারশ্মি [১২] ... ... নারাঙ্গা [১৩] ... ... কর-মহামতিপ্রবরস্তদায়াদি- ...নন্দ] [১৪] ... স্বর্গাবতার ... [১৫] কমলদিনকরস্তদীর [১৬] বিপক্ষপক্ষ ...নের সুধারস শ্রীযুতরণদে- [১৭] বহীরস্ত চরণপঙ্কেরুহ ... ... রুচির [১৮] ... ... রাধাকৃষ্ণ [১৯] ... ... জয় না[মা]ধরোত্তরপরমমঠপ্রবর [জমুনা] ...রোত্তরপরমোদারমিদং পাষাণা- [২০] লিভি[ঃ] ব্যয়চয়ং নবরসরসেন্দু শাকে।

২৮

[১] স্বস্তি সম্বক্ কুস- [২] লকলাকলিতকলে- [৩] বরনানাগুণগ্রা- [৪] মবিশ্রাম- ...রম- [৫]প্রতাপানলতাপিত[৬]পর- [চ]ডামণিসে[শে] খরশ্রীশ্রী- [৭] স্বর্গনারায়ণ- দেবনিলস- [৮] মরবিজয়িন [৯] শ্রীতলারিগোসাই [১০] নাথিশে গোসাই॥ বড়- ফুক- [১১] ন লায়স নিবাই॥ বাম [১২] বাসি মা কবি শকুণি দাৰ্ণি [১৩] লেজল॥ শক ১৫৩৮

মন্তব্য—ইহা কি, বুঝিতে পারিলাম না। গেট সাহেবের রিপোর্টে ইহার উল্লেখ নাই।

শ্রীগণপতি সরকার

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২২শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫, ৮ই ডিসেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি)

রায় শ্রীচুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, মিঃ আর রহমন্ খান, শ্রীঅম্বিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দাস, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীনাথচন্দ্র বিশ্বাস বি এল্, শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামকমল সিংহ, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল এম এস মহাশয়-লিখিত "পাহাড়ী জাতির মধ্যে অর্থোৎপাদনের উপায়" নামক প্রবন্ধ, ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, (খ) অধ্যাপক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ (মীরাট), (গ) অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ (কলিকাতা), (ঘ) রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রধান বাহাদুর (মেদিনীপুর), (ঙ) জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (কাটোয়া), (চ) কবিরাজ সত্যেশচন্দ্র বিদ্যানিধি (কলিকাতা), (ছ) রাধিকামোহন সেন এম্ এ, বি এল্ (বহরমপুর), (জ) রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) এবং (ঝ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ৬। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, দেশপূজ্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমন জন্য পরিষদের গত ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত মর্ম্মে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ১ম প্রস্তাবে মহাত্মার পরলোক-গমনে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শোক-প্রকাশ করেন এবং সমিতির সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে জ্ঞাপন করেন। ২য় প্রস্তাবে সমিতির সেই দিনকার সমস্ত কার্য্য মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ স্থগিত রাখা হয় ও পরিষদের কার্য্যালয় তৎপরদিন বন্ধ রাখা হয়। তৃতীয়

প্রস্তাব দ্বারা মৃত মহাত্মার জন্য পরিষদের শোক প্রকাশার্থ সত্বরে পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং চতুর্থ প্রস্তাব অনুসারে উক্ত প্রস্তাবগুলির প্রতিলিপি ৺বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। এবং এই সকল প্রস্তাব-সম্বলিত পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপক পত্র উক্ত দিবসের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুরের স্বাক্ষরে ৺গুরুদাস বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়। উত্তরে শ্রীযুক্ত হারাণ বাবু যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও পঠিত হইল।

তৎপরে তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল এবং তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইয়া গৃহীত হইল।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজি পুস্তক ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির উপহারদাতৃগণের নাম ও উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকাদির তালিকা পাঠ করিলেন। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সমর্থনে উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয়-লিখিত "পাহাড়িয়া জাতির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, বেদে উল্লেখ আছে যে, অরণি মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা হইত। এই প্রবন্ধ হইতে সেই প্রথার অদ্যাপিও প্রচলন আছে জানা গেল।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—ডাক্তার সরসীলাল সরকার এখন চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশের সিভিল সার্জ্জন্। সেখানে পাহাড়িয়ারা কিরূপে অগ্নি উৎপাদন করে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি সমর্থন করিতেছি।

মানুষ যে কোন্ সময়ে প্রথম অগ্নি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব-কাল হইতেই সে প্রাকৃতিক উত্তাপ ও অগ্নির সহিত পরিচিত। সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বজ্রাগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা শিশু মানবের মনে বিস্ময় ও ভয় উৎপাদন করিত। আদি মানব এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করিত।

প্রাচীন কালের মানুষের নিকট অগ্নি উৎপাদন এতই কঠিন ছিল যে, তাহারা অগ্নি রাখি-

ভাবে সংরক্ষণের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিত। মিশর, গ্রীক্, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন কালের সমস্ত সভ্য দেশে অগ্নি-সংরক্ষণ ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গীভূত ছিল। পারসীকেরা যখন প্রথমে ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তখন তাঁহারা নিজ দেশ হইতে যে অগ্নি আনয়ন করিয়াছিলেন, আজিও তাহা তাঁহারা যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। আমাদের বেদপন্থী সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা চিরদিন অগ্নি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কোরিয়া দেশে আজিও প্রতি গৃহে অগ্নি সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন কালে সকল দেশেই অগ্নি দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। পারসীকেরা অগ্নির উপাসক। অগ্নি হিন্দুর একজন প্রধান দেবতা। হোমের প্রধান হবিঃ অগ্নির প্রাপ্য। অগ্নি সাক্ষী করিয়া হিন্দুর বিবাহ হইয়া থাকে ;—অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা অপরাধী ব্যক্তির দোষ বা নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। রমণীকুল-শিরোমণি সীতা দেবীকেও ভাগ্যদোষে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল।

সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রবাদ আছে যে, দেবলোক হইতে অগ্নিকে চুরি করিয়া মর্ত্ত্যে আনয়ন করা হইয়াছিল। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত আছে যে, প্রমিথিয়স্ (Prometheus) প্রথমে সূর্য্যলোক হইতে পৃথিবীতে অগ্নি লুক্কায়িত ভাবে আনয়ন করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত তাঁহাকে দেবতাদিগের হস্তে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, গ্রীকগণ ভারতবর্ষ হইতে এই উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে প্রাচীন ঋষিগণ অরণি মন্থন (কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ) করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। "মন্থন" কথা হইতে "প্রমন্থন" এবং "প্রমন্থন" হইতে গ্রীকেরা "প্রমিথিয়স্" দেবতার নাম সৃজন করিয়াছেন।

ইলেক্ট্রিসিটি (Electricity) ব্যতীত আর যে-কোন প্রকারে অগ্নি উৎপাদন করা হউক না কেন, তাহা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলমাত্র। যখন কাঠ, কয়লা, তেল, বাতি, গ্যাস্ প্রভৃতি যে-কোন পদার্থ দগ্ধ হইয়া অগ্নি উৎপন্ন হয়, তখন এই সকল পদার্থের মধ্যে যে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন থাকে, তাহারা বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হইতে থাকে এবং এই রাসায়নিক সম্মিলনের ফলস্বরূপ উত্তাপ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাপ ও আলোক দুইটি একই শক্তি, একই কারণে দুইটির উৎপত্তি। কারণের উগ্রতার প্রভেদে কখন একটি, কখন বা অপরটি উৎপন্ন হয়।

দেশলাই আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর সকল জাতিই ঘর্ষণ বা ঘাত-সাহায্যে অগ্নি উৎপাদন করিত। এখনও অনেক অনুন্নত জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। লৌহ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে লোকে পাথরে পাথরে আঘাত অথবা শুষ্ক কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত। লৌহের আবিষ্কারের পর চকমকি ও লৌহখণ্ড অগ্নি উৎপাদনের জন্ত সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। ডাক্তার সরসী বাবু চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতির মধ্যে প্রচলিত যে প্রথার বিষয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন, তাহা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের

একটি উপায়। বাঁশ খুব শক্ত, তাহার উপর খাঁজ কাটিয়া অপর এক খণ্ড বংশ সেই খাঁজের মধ্যে ক্রমাগত আগুপিছু চালাইলে ঘর্ষণহেতু এত অধিক উত্তাপ উৎপন্ন হয় যে, তৎসাহায্যে শুষ্ক বংশখণ্ড জ্বলিয়া উঠে। এই প্রবন্ধটি কৌতূহলপ্রদ ও উপাদেয় হইয়াছে। তজ্জন্য প্রবন্ধ-লেখক বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

তৎপরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে এই প্রবন্ধের জন্য এবং শ্রীযুক্ত চুনী বাবুকে এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন। তিনি বলিলেন যে, বেদে অরণি-মন্থনের উল্লেখ আছে—অরণি-মন্থন অর্থে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ। ব্রাহ্মণগণ অগ্নি রক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে গৃহস্থগণ বিবাহ-সময়ে যে অগ্নি স্থাপন করিতেন, তাহা জ্বালিয়া রাখিতেন এবং সেই অগ্নিতেই তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইত। সাগ্নিকগণও যাবজ্জীবন অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিতেন। ইহাই ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্যের কারণ।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্য-রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় ১৭৯ জন সদস্য নিজে প্রস্তাব করিয়াছেন। এই জন্য ডাক্তার সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)।

শোক-প্রকাশ—নিম্নোক্ত সাহিত্যসেবী ও পরিষদের সদস্যগণের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় শোক প্রকাশের প্রস্তাব করিলেন,—(ক) গোবিন্দচন্দ্র দাস, (খ) অধ্যাপক হারমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ (মীরাট), (গ) অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ (কলিকাতা), (ঘ) রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর (মেদিনীপুর), (ঙ) জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (কাটোয়া), (চ) কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি (কলিকাতা), (ছ) রাধিকামোহন সেন এম্ এ, বি এল্ (বহরমপুর), (জ) রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), (ঝ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী (কলিকাতা)।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৺কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় সম্বন্ধে জানাইলেন যে, স্বর্গীয় কবি চিরদিন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্য অর্থ-সংগ্রহের নানা উপায় অবলম্বিত হইলেও নানা বাধায় সে সকল চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কবির "ও ভাই বঙ্গবাসী" ও "ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা" ইত্যাদি কবিতা দুইটি পাঠ করিয়া এবং কবির শেষ লেখা পত্র একখানি পাঠ করিয়া বক্তা তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৺গোবিন্দ দাস বাঙ্গালা দেশের উচ্ছ্বাস বাঙ্গালা ভাষায়—খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতেন। তাঁহার স্বভাব অতি অমায়িক ছিল। তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার কবিতাগুলি বাঙ্গালায় প্রাণের কবিতা—উহাতে সংস্কৃত কিম্বা ইংরাজির গন্ধ নাই। তাঁহার কবিতা সকলকে তিনি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় স্বর্গীয় অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ মহাশয় সম্বন্ধে বলিলেন,—আমি যাঁহার স্মৃতির পূজা করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছি, তিনি হয় ত সকলের নিকট তেমন পরিচিত ছিলেন না ; পরিচিত না হওয়াই তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল। অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র ভারতী দেবীর একজন মৌন সাধক ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারাও সকলে ভাল করিয়া জানিতেন না। যাঁহারা তাঁহাকে না জানিতেন, তিনি তাঁহাদের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বাণীর সেবা করিতেই ভালবাসিতেন। সেই সরল শিশুর মত মুখখানি দেখিয়া, সেই সদা হাস্যময় ভাব দেখিয়া অনুমান করা যাইত কি যে, তাহার অন্তরালে বহুভাষাবিৎ, বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ পাণ্ডিত্য যত্নে সঞ্চিত হইয়া আছে ? তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরেজি ভিন্ন আরও অনেকগুলি ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ফরাসী, লাটিন, জার্ম্মাণ, ইটালীয়, অষ্ট্রীয়, স্পানীয়, পারসী, উর্দ্দু, গুজরাটী, মারাঠী, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল ও গ্রীক্ ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। আমার বোধ হয়, স্বর্গীয় হরিনাথ দের পরে এত বড় বহুভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ। তিনি শুধু বহু ভাষাবিৎ বলিয়াই খ্যাতি লাভ করেন নাই, তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি গণিত-বিদ্যায়ও কৃতবিদ্য ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতি তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, বহু ভাষাবিৎ, গণিতজ্ঞ, প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি অতি অল্প বয়সে মারা গিয়াছেন। বিধাতা যদি তাঁহাকে পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিবার অবকাশ দিতেন, তবে তাঁহার দ্বারা বঙ্গের কেন, ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল হইত, ইহাই আমার বিশ্বাস। তাঁহার বিদ্যাবত্তা পণ্ডিত-সমাজে উপেক্ষিত হয় নাই। তিনি হুগলী কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে আনীত হন, তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য। পরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকতা পরিত্যাগ করেন—কেন, সে কথা নাই বলিলাম ;—যখন তিনি অন্যের আকাঙ্ক্ষিত সে পদ পরিত্যাগ করিলেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাকিয়া লইল। কিন্তু তিনি সে পদও কিছু দিনের মধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। পরে বারাণসীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করেন। সেই সম্মান লইয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু, এত পাণ্ডিত্যের গৌরব, সেই শিশুর ন্যায় শান্ত সরল হৃদয়ে একটুও অভিমানের মলিন রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। এত বিনয়, এত উদারতা, এত আত্ম-বিস্মৃতি আমি খুব কমই দেখিয়াছি। সংসারে অনেক লোকের সহিত মিশিতে মিশিতে এমন দুই একজন লোক কদাচিৎ কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের নিকট আপনাকে বড়ই ক্ষুদ্র, বড়ই তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। নিখিল বাবু সেই রকমের একজন লোক ছিলেন ; তাঁহার সম্মুখে অবিনয় শান্ত হইয়া আসিত, অভিমান দূরে পলাইত, মস্তক অবনমিত হইত।

তাঁহার দানশীলতার কথা না বলিয়া আমার এই অতি সামান্ত স্মৃতি-নিবেদন শেষ করিতে পারিতেছি না। তাঁহার বেশভূষা বিষয়ে অসাধারণ অমনোযোগিতা ছিল। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত না যে, তাঁহার প্রতি কমলার বিন্দুমাত্রও কৃপা আছে। তিনি বেশ-বিন্তাসে কিছু ব্যয় করিতেন না, কিন্তু যেখানে দরিদ্র, নিরাশ্রয় সাহিত্যসেবীর সন্ধান পাইতেন, সেখানেই মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন। তিনি অনেক সাহিত্যসেবীকে মাসিক বৃত্তি দিয়াছেন, অনেককে অর্থ সাহায্য করিয়া বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, অনেকের পরিবার প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা এই দানের জন্ত সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। কিন্তু মৃত্যু পর্য্যন্ত নিখিল বাবু এই দানশীলতার দ্বারা সাহিত্যসেবী তথা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দানের বিষয় অপর কেহই জানিত না। তিনি দানধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন—তাঁহার দান বিজ্ঞাপনের জন্ত ছিল না, সত্য সত্যই সৎকার্য্যে অহঙ্কারশূন্ত হইয়া অন্তের অজ্ঞাতসারে তিনি দান করিতেন।

তাঁহার জ্ঞান ও হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। তাঁহার চরিত্রের মহত্ব এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ন্তায় সচ্চরিত্র, সাধু হৃদয়বান্ পুরুষ বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সংসর্গে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সেরূপ সরল, উদার, মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত, স্বার্থ-সম্পর্কশূন্ত, বালকোচিত প্রফুল্লহৃদয় আমাদের মধ্যে অতি বিরল। তাঁহার পুণ্য-চরিত্র স্মরণ করিয়া আজ তাঁহার জন্ত সাহিত্য-সেবকদিগের যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সংকল্প, সেই সংকল্প আপনাদের সমক্ষে আমার ক্ষুদ্র শক্তির মত ভাষায় উপস্থাপিত করিলাম।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, ৺নিখিল বাবুর সম্বন্ধে যাহা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু বলিলেন, তদ্ব্যতীত তিনি একজন উৎকৃষ্ট দাবা খেলোয়াড় ছিলেন—দাবা খেলা শিখিবার জন্ত তিনি রুষীয় ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি একজন champion player ছিলেন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে বলেন যে, লোকটা এল—কাজ খুঁজে পেল না। তিনি জীবিত থাকিলে দেশের অনেক কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন। বাঙ্গালোরে, মহীশূরে ও কলিকাতার রিপণ কলেজেও তিনি অধ্যাপকের পদ লইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, ৺মৈত্র মহাশয় অন্যান্ত বিদ্যার ন্তায় চিত্রবিদ্যার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি সাধারণের সহিত বাক্যালাপকালে, অত্যন্ত হৃদিয়ার হইয়া কথা বলিতেন। তাঁহার হৃদয় হিমালয়ের ন্তায় মহৎ ছিল।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, তিনি দাবা খেলা সংশ্রবে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি Chess Associationএর স্থাপয়িতা ছিলেন। এই সভার জন্ত তিনি ৭।৮ শত টাকার নানা ভাষার পুস্তক নানা দেশ হইতে আনাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, তিনি নানা সৎকর্ম্মের ন্তায় বিবিধ ধর্ম্ম-

সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানকে সাহায্য করিতেন। বিবেকানন্দ সোসাইটীর তিনি Life Member ছিলেন। নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্দেশে দানে তিনি নিজ নাম প্রকাশ করিতেন না। নাম না দিয়া তিনি পুণ্যকাজ করিতেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি ৺নিখিল বাবুর সম্পর্কে দুই বার আসিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ষ্টেট স্কলারশিপের প্রার্থী হইয়া বিলাত যাইবার প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন। তিনি কি পড়িয়াছেন, জানিতে চাহিলে, তিনি যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার স্কলারশিপের ব্যবস্থা করিয়া দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কারণে তাঁহার বিলাত যাওয়া ঘটে নাই। পুনরায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যাইতে পারেন কি না, তাহার জন্য তাঁহার নিকট একবার আসেন। কিছু দিন পরে জানিতে পারা গেল যে, উক্ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ৺উপেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ও উচ্চ অঙ্গের গ্রাজুয়েট ছিলেন। ৺নিখিলবাবু অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুতে মর্মাহত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, মৃত্যুকালে ৺নিখিলবাবুর বয়স ৩০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

তৎপরে শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, ৺নিখিলবাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাঁহার পরলোকগমনে পরিষদের সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র লেখা হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ৺রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুরের সম্বন্ধে বলিলেন যে, তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন; ইংরাজি জানিতেন না। তাঁহার এক লক্ষ টাকা আয় ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উড়িষ্যার রাজার মৃত্যু হইলে অন্য ব্যক্তি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজপদ গ্রহণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদের প্রহরাজ উপাধি হয়। তিনি একজন জমিদার ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি টোল করিয়া নিজে বেদান্ত ও কাব্য শিক্ষা দিতেন। তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। মণ্টেগু স্কীম সম্বন্ধে Orthodox Community-র পক্ষ হইতে তিনি সাক্ষ্য দেন। তিনি বহু সাহিত্য-সেবীকে সাহায্য করিতেন। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়াছিলেন।

জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের মৃত্যুতে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৺জ্যোতিঃপ্রসাদ বাবুর দুই পা ছিল না—তাহা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাটোয়ার 'প্রসূন' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতা করিতেন এবং স্থানীয় বহু কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। পরিষদের কাশীরাম দাসের স্মৃতি-রক্ষা-সমিতির তিনিই অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনিই উদ্যোগী হইয়া স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ জন্য প্রায় এক লক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত করাইয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, ৺দুর্গা-নারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তিন বৎসরকাল পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি সেই সময় তাঁহার সহিত এক সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন। শেষকালে তিনি উন্মাদের মত হইয়া পড়ায় পরিষদের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। নিজ চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যতীত পরিষদের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেন। এত পরিশ্রমই তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গের প্রধান কারণ। তিনি পরিষৎপত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদে অস্থিবিদ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছে—পরিষদের এক অধিবেশনে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে হর্ণেল সাহেব Hindu Osteology সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। ৺দুর্গানারায়ণ বাবুর প্রবন্ধের সহিত এই প্রবন্ধের কোন প্রকার প্রভেদ নাই। অতঃপর তিনি ৺দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি প্রতিকৃতি পরিষৎ-মন্দিরে স্থাপন জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, ৺দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথম পরিষদের অধিবেশনে Scientific Experiment দ্বারা প্রবন্ধোক্ত বিষয় বুঝাইয়া দেন। 'ছোট চান্দর' প্রবন্ধ এইরূপ Experiment দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের আয়-ব্যয়-বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াও চারি দিকে নজর রাখিতেন। তিনি কথাবার্ত্তায় ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিতেন না। প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনে—কাসিমবাজারে যাইবার পথে ট্রেণে প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে বাক্যের সহিত ইংরাজি কথা বলায় কিছু পয়সা জরিমানা আদায় করিয়াছিলেন। প্রাচীন পুথির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পরিষৎকে অনেক গ্রন্থ তিনি দান করিয়াছিলেন। তিনি গরীব রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদে ৺দুর্গানারায়ণ বাবুর সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহিত তিনি বহু দিন একযোগে পরিষদে কাজ করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী এবং হিসাব সম্বন্ধে খুব কড়া লোক ছিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, ৺রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন নাট্যকার ছিলেন। চরিত্র-চিত্রণে তিনি নিপুণ ছিলেন। ইংরাজি মূল গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় নাটক লিখিতেন—কিন্তু তাঁহার নাটকে ইংরাজি ভাব প্রকাশ হয় নাই—বাঙ্গালার ভাবেই নাটক লিখিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বহরমপুরের গবর্মেণ্ট উকীল ৺রাধিকামোহন সেন এম এ, বি এল, শ্রীরাট কলেজের অধ্যাপক ৺হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম এ ও পরিষদের প্রাচীন সদস্য কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কিছু কিছু বিবরণ দিলেন।

শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোক-প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত　　　　শ্রীচুনীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

পরিশিষ্ট—উপহৃত পুস্তক তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১ মোহিনী বিদ্যা। শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু ২ জানবিবি। শ্রীরামেশ্বর দে ৩ পূর্ণযোগ। শ্রীহৃষীকেশ দত্ত ৪ পিতৃবিলাপ কাব্য ও বিবিধ কবিতা। ৫ সত্যপথ বা সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। শ্রীআশুতোষ চৌধুরী ৬ উগ্রক্ষত্রিয়-পরিচয়। শ্রীস্বামী যোগবিমল ৭ ঠাকুরের কথা। শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা ৮ শোণিতাঞ্জলি। সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল ৯ কনোজকুমারী। শ্রীশশিভূষণ বসু ১০ ভক্ত-চরিতমালা। Agricultural Adviser Government of India ১১ মৌমাছি-পালন। Officer-in-charge, Bengel Seot Book Depot. ১২ ভারত-পরিদর্শন। শ্রীগঙ্গাধ্বজ সাহা ১৩ চন্দ্রশেখর উপন্যাস। ১৪ ভারতীয় শাসন প্রবন্ধ সম্বন্ধীয় সুধারোকা আবেদন-পত্র।

Secretary, Smithsonian Institution :—(1) Meliaceae Centrali-Americanae Et Panamenses. (2) Descriptions of Two New Birds From Haiti. (3) Recent Discoveries Attributed to Early Man in America. Officer-in-Charge. Bengal Secretariat, Book Depot. (4) Supplement of the Progress of Education in Bengel 1912-13. to 1916 17 (5) Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1917. (6) Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal, for the years 1915, 1916 and 1917. (7) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling for 1917-18. (8) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1917. (9) Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency for the year 1917. (10) Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Government of Bengal for the year 1917. (11) Report on the Third Wage Census of Bengal taken in December, 1916. Officer-in-Charge, Bengal Secretariat Book Depot. (12) Statistical Returns with a Brief Note of the Registration Department in Bengal, 1917 (13) Fifty-sixth Annual Report of the Govt. Cinchona Plantation and Factory in Bengal for the year 1617-18.

(14) Report on 'Sanitation in Bengal for the year 1917. (15) Annual Statistical Returns and Short Notes on Vaccinations in Bengal for the year 1917-18. (16) Report on Police Administration in the Bengal Presidency, 1917. (17) Report on the Administration of the Salt-Department in Bengal, during the year 1917-18. (18) Bengal District Gazetteers—Malda, 1818. (19) Bengal Gazetteer—Backerganj, 1918. (20) Report of the Agricultural Depot, Bengal, 1917-18. Chief Inspector of Explosives in India. (21) Nineteenth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India Being the Annual Report for the year ending 31st March 1918. Director, Geological Survey of India. (22) A Bibliography of Indian Geology and Physical Geography with an Annotated Index of Minerals of Economic Value. Director, Geological Sarvey of India. (23) Record of the Geological Survey of India, vol. XLIX, Part I, 1918. Supdt. Govt. Press, Madras. (24) Annual Report of the Archaeological Department, Southern Circle, Madras, for the year 1917-18. Under Secy. to the Govt. of Bengal, Appointment Dept. (25) Report of Indian Constitutional Reforms (2 Copies). Director General of Observatries. (26) Report on the Administration of the Meteorological Department of Govt. of India in 1917-18. Registrar, Calcutta University. (27) Calcutta University Minutes, Part VIII. 1916. (28) Do. Part I 1917. রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (29) The Milk Supply of Calcutta, Its Hygenic, Commercial and Social Aspects, (30) Some Practical Hints to Improve the Dietary of the Bengalis. Supdt. Archæological Survey of India, Frontier Circle. (31) Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle 1917-18. Curator, Govt. Book Depot, Burma. (32) Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burma, for the year ending 31st March 1918. Supdt. Govt. Press, Madras. (33) A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras. Supdt. Govt. Press, Allahabad. (34) List of Sanskrit and Hindi Manuscripts Purchased by order of Govt. and Deposited in the Sanskrit College, Benares, during the year 1916-17. Director General of Archæology in India. (35) Annual Report of the Archæological Survey of India, 1915-16. Supdt. Govt. Printing, India. (36) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, April 1918. (37) Do—Do May, 1918. (38) Do—Do June, 1918. (39) Statistical Tables showing for each of the years 1901-02, to 1916-17 the Estimated Value of the Imports & Exports of India at the Prices Prevailing in 1899-1900 to 1901-02 with an Introductory Memorandum. Supdt. Govt. Printing, India. (40) Proceedings of the All India Conference of Librarians,

held at Lahore, 4th, 8th January 1918. (41) Patent Office Journal April to June 1918. (42) A Guide to Taxila. (43) Report of the Chief Inspector of Mines in India for the year ending 31st December 1917. (44) The Astronomical Observatries of Jai Singh. (45) Patent Office Journal, July to September 1918. (46) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July 1918. Secy. Indian Science Association. (47) Copper in Ancient India. Supdt. Govt. Press Madras. (48) Sanskrit Manuscripts in the Govt Oriental Manuscripts Library, Madras vol. XXIX, 1918. (49) Do. vol. XXIII, 1918. (50) Annual Report on Epigraphy for 1917-18. Manager, Govt. Monotype Press, Simla. (51) Annual Return of Statistics Relating to Forest Administration in British India for the year 1916-17. শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (52) Report of the Vivekananda Society for the year 1917.

উপহৃত পুঁথির তালিকা—

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ১ গীতগোবিন্দ, ২ কেশবমঙ্গল, ৩ বৈষ্ণব-বিধান, ৪ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ৫ রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৬ মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭ ঐ, শান্তি-পর্ব্ব, ৮ কালিকাপুরাণ, ৯ কামাখ্যাতন্ত্র, ১০ কুলার্ণবতন্ত্র, ১১ আচার-চিন্তামণি, ১২ উগ্রতারা-সহস্রনাম, ১৩ প্রশ্নবিনোদ, ১৪ জ্যোতিষসার, ১৫ সংস্কৃতামুক্তাবলী, ১৬ সময়প্রদীপ, ১৭ জাতদীপক, ১৮ চৈতন্য-চন্দ্রামৃত, ১৯ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, ২০ পদ্মপুরাণ, ২১ গুরুগীতা। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়—২২ আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসা।

প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা—

প্রস্তাবক—শ্রীগোপালদাস চৌধুরী, সমর্থক—ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী, সদস্য—শ্রীশ্রীমন্ত সরকার, বি এ, বি টি, জামালপুর, মৈমনসিংহ। প্রঃ—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—রেভারেণ্ড জি, সেন্‌গুপ্ত(?)েলিন, ৫২ ট্যাংরা রোড। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীহৃষীকেশ দত্ত, আড়ংপাড়া, সাগরদাঁড়ি পোঃ, যশোহর। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩৫।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীহরনারায়ণ ঘোষ, ৩৫।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীশরচ্চন্দ্র ভাদুড়ী, ১৮ গড়পাড় রোড। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র বি এ, এটর্ণী, ২৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীনলিনচন্দ্র দাস সরকার, ১০এ নলিন সরকার ষ্ট্রীট। প্রঃ—ডাঃ শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীআশুতোষ রায়, উকীল, বর্দ্ধমান। শ্রীযামিনীভূষণ খণ্ডাইত, ঐ। শ্রীরাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় ঐ। শ্রীসারদাপ্রসাদ উকীল, ঐ। শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরজনীকান্ত কুণ্ডার, ঐ। শ্রীঘনশ্যাম বসু,

ঐ। শ্রীদুর্গাদাস নন্দী, ঐ। শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপ্রভাতরঞ্জন মিত্র, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনলিনাক্ষ দাস, ঐ। মৌলবী গোলাম মাইউদ্দিন, ঐ। মৌলবী বদরে আলম, ঐ। গোলাম মুর্ত্তজা, ঐ। মৌলবী আবদুল খালেক, ঐ। মৌলবী আবদার গণি, ঐ। মৌলবী আজিজুর রহমন, ঐ। মৌলবী নসিরুদ্দিন আহমদ, ঐ। মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াকুব, ঐ। শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার রায়, ঐ। শ্রীরাখালচন্দ্র দাস, ঐ। শ্রীকালাচাঁদ মজুমদার, ঐ। শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ সাজা, ঐ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঐ। শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী, ঐ। শ্রীশ্যামসুন্দর চৌধুরী, ঐ। শ্রীপ্যারীমোহন চৌধুরী, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ চৌধুরী, ঐ। শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, ঐ। শ্রীকরুণাময় নাগ, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার কুণ্ডু, ঐ। শ্রীশ্রীমোহন সিংহ, ঐ। শ্রীমনোহর সামন্ত, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ শিকদার, ঐ। শ্রীকানাইলাল ঘোষ, ঐ। শ্রীনিবারণচন্দ্র গুঁই, ঐ। শ্রীবিনোদলাল ঘোষ, ঐ। শ্রীযদুনাথ হাজরা, ঐ। শ্রীভবানীপ্রসাদ নন্দী, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র হাটী, ঐ। শ্রীশিবচরণ দত্ত, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল দত্ত, ঐ। শ্রীসন্তোষকুমার রায়, ঐ। শ্রীকুলদানন্দ রায়, ঐ। শ্রীনিত্যানন্দ রায়, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীভোলানাথ রায়, ঐ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীগৌরপদ রায়, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরকার, ঐ। শ্রীদীননাথ বসু, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু, ঐ। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বসু, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী বসু, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, ঐ। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীরমণেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীদিবাকর ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরমাপ্রসাদ আঢ্য, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীননিলাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীগিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীভগবতী মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশিবরাম মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীতারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশরৎকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীমৃগাঙ্কলাল মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীভূধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্ঞানানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবনওয়ারীলাল হাটী রায় বাহাদুর, ঐ। শ্রীহৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজগবন্ধু

হাজরা, মোক্তার, বর্দ্ধমান। শ্রীরাজেন্দ্রলাল হাজরা, ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র দে, ঐ। শ্রীপ্রসন্নকুমার সরকার, ঐ। শ্রীহরিনারায়ণ ঘোষ, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঐ। শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র, ঐ। শ্রীনিকুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীভবানীদাস মজুমদার, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঐ। শ্রীনিত্যানন্দ মজুমদার, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু, ঐ। শ্রীহরিদাস ভঞ্জ, ঐ। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী, ঐ। শ্রীজয়গোপাল চৌধুরী, ঐ। শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীসত্যকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীআশুতোষ মওরা, ঐ। শ্রীবামনদাস ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘটক, ঐ। মুন্সী মোহাম্মদ আজিম, ঐ। মুন্সী নুরল হাফিজ, ঐ। মুন্সী খলিলুর রহমন, ঐ। মুন্সী সৈয়েদ রাহাত আলী, ঐ। মুন্সী গোলাম কাইউম, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীমুনীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ঐ। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীগগনচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীমন্মথনাথ বসু, ঐ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামগতি রায়, ঐ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ রক্ষিত, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীসাতকড়ি দাঁ, ঐ। শ্রীপঞ্চানন পাল, ঐ। শ্রীমধুসূদন উপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাজিয়া, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅতুলচন্দ্র আদিত্য, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবৈদ্যনাথ রায়, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরমাপতি ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীজগৎপতি ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীকেশবচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐ। শ্রীমহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র কুণ্ডার, ঐ। শ্রীচন্দ্রশেখর দাঁ, ঐ। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীরাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ খণ্ডাইত, ঐ। প্রঃ—আবদুল করিম, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস এল্, টি, পোঃ রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম। প্রস্তাবক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—মোজাফ্ফার আহ্মদ, ৩ গুমঘর লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ, ট্রেনিং কলেজ, মোরাদপুর, পাটনা। শ্রীশক্তিশরণ সিংহ এম্ এ, বি এল্, উকীল, সিউড়ী। প্রস্তাবক—শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযশঃপ্রকাশ মিত্র, বাদুড়বাগান রো। প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ৭০ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রোড্। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসত্যশরণ চক্রবর্ত্তী, ৭ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীহরকুমার চক্রবর্ত্তী, ৭ কাঁটাপুকুর লেন। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী, সাউথ্ সুবার্বন কলেজ, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাল, ৩৬ আশুতোষ

দেব লেন,। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সদস্য—শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, ২২ লক্ষ্মী দত্ত লেন। শ্রীমৃণালকান্ত বসু এম্ এ, বি এল্, ৭৫।সি, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫, ১১ই ডিসেম্বর ১৯১৮, বুধবার, সন্ধ্যা ৬টা।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি (সভাপতি)

শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীললিতমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীনলিনীমোহন নিয়োগী, কবিরাজ শ্রীনৃত্যগোপাল বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শ্রীঅক্ষয়-কুমার শাস্ত্রী, শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ, কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীসত্যচরণ লাহা, শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় কাব্যভূষণ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ, কবিরাজ শ্রীতারাচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ এন্, কে, বসু, শ্রীশিবচন্দ্র দেব বি এ, শ্রীরবীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনবীনকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগঙ্গাচরণ সাহা, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সাহা, শ্রীপ্যারী-মোহন খাঁ, শ্রীবঙ্কিমবিহারী ঘোরই, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব মৈত্র, শ্রীশ্যামাচরণ মৈত্র, শ্রীবলাইচাঁদ সাহা, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস, পণ্ডিত শ্রীভুবনমোহন সাঙ্খ্যতীর্থ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅতুল-চন্দ্র দাস, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঢোল, শ্রীমোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ, শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বিশ্বাস, অধ্যাপক কে কালকোগি, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীগিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনিবারণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
" কিরণচন্দ্র দত্ত } সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্যনির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। বক্তৃতা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদার-নাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্তৃক "অন্তর্বায়ু বা শারীরিক সমীরণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্তৃক বস্তির উপযোগী যন্ত্রাদি প্রদর্শন, ৬। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ-

মোহন বসু এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ও উপস্থিত সকলের অনুমোদনে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখের মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ লিখিত না হইয়া উঠায় উহা পঠিত হইল না।

২। নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির নাম বিজ্ঞাপিত করিয়া সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণবাবু উপহারদাতাগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ দানের প্রস্তাব করিলেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৩। নিম্নলিখিত কয়েকটি নাম প্রস্তাবিত ও যথারীতি সমর্থিত হইলে ঐ ঐ নামধের ভদ্র মহোদয়গণ পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পণ্ডিত শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় অন্তর্বায়ু বা শারীরিক সমীরণ নামক বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। আলোচ্য বিষয়টির বিবৃতির পূর্ব্বে পণ্ডিত মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা করিয়া সাধারণ-বোধগম্য ভাষায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত বায়ু, তাহার বিভিন্ন নাম ও জীবদেহে তাহার নানা কার্য্য ও স্থান ইত্যাদি বিষয় প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। উক্ত ভূমিকার প্রধান বিষয় এই যে, শুভক্ষণে দেশে নব জাগরণ সমুত্থিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উপাদান স্বদেশ-প্রীতি—এই স্বদেশ-প্রীতি নানা দিকে অগ্রসর—সমাজনীতি, রাজনীতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ হিতসাধনে প্রকাশিত হইতেছে। সংস্কৃত সাহিত্যক্ষেত্রে এই নবজাগরণের, এই স্বদেশ-প্রীতির প্রথমোন্মেষ দেখা দিয়াছে—সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ, সংস্কৃত মহামণ্ডল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও উদ্যোগ চলিতেছে—বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচার্য্যগণও স্বায় স্বীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনে, প্রচার ইত্যাদির দ্বারা তাহাদের পুষ্টিসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। বড়ই আশার কথা, বড়ই আনন্দের কথা, এই ভাব-মন্দাকিনীর ধারায় স্নাত হইয়া আমাদের ভারত-মাতা আবার তাঁহার লুপ্ত শ্রী ধারণ করিয়া জগন্মান্যা হইবেন। এই নবজাগরণে আমাদের অতি আদরের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রও নূতন উদ্যমে অনুশীলিত হইয়া তাহার পূর্ব্বগৌরব সুপ্রতিষ্ঠ করিবে। এই প্রাগ্‌ভাব—এই আশার বাণী শুনিয়া ভাগীরথীর পুনরাগমন অবশ্যম্ভাবী বোধ হইতেছে। দেশে শঙ্খধ্বনির আবশ্যক—ঐ ভাব-ধারাকে সমস্বরে আহ্বান করা আবশ্যক। তাঁহার শেষ কথা—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"।

দুই ঘণ্টাব্যাপী এই বক্তৃতাকালে কাব্যতীর্থ মহাশয় বিষয়টিকে সাধারণ-গ্রাহ্য করিবার জন্য নানা মানচিত্রাদি ও যন্ত্রাদি প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত সকলকেই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই বক্তৃতা শুনিয়া প্রথমে কাব্যতীর্থ মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং এই উপলক্ষ্যে বলিলেন যে, তাঁহার

বিশেষ অনুরোধ যে, তিনি অন্যান্য প্রচলিত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-শাস্ত্রগুলির উপর কটাক্ষপাত না করিয়া, তাহাদের গুণগুলি গ্রহণ করেন এবং একযোগে কার্য্য করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথটি নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার প্রদর্শিত যন্ত্রগুলির দ্বারাই ইহা সপ্রমাণ হইবে যে, তিনি অন্যান্য চিকিৎসার ব্যবস্থাগুলির উপর অমনোযোগী হইলে ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের গভীর গবেষণা ও পরিশ্রম-লব্ধ এই প্রবন্ধ বা বক্তৃতা পাঠের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ করেন এবং বলেন যে, কাব্যতীর্থ মহাশয় দেশের নানা ক্ষেত্রের নবজাগরণের সহিত সুর মিলাইয়া তাঁহার প্রিয়তম শাস্ত্র অধ্যাত্ম-তত্ত্বপূর্ণ আয়ুর্ব্বেদের দিকে জনসাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমুৎসুক হইয়া আজ এই বাণী প্রতিষ্ঠানে দণ্ডায়মান—তাহা সফল করিতে হইলে তাঁহাকে ও তাঁহার ন্যায় সুধী আয়ুর্ব্বেদ অনুশীলনকারী পণ্ডিতগণকে এই ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের সম্যক্ প্রচার ও প্রসারের জন্য ঋষি-জনোচিত ত্যাগের সহিত এই ভাবে জনসাধারণের নিকট বোধগম্য ভাষায় এইরূপ বহু চিত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শন করিয়া ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইতে হইবে এবং এই শাস্ত্রোক্ত ঔষধাদির জন্য গাছ-গাছড়া, লতা-গুল্ম প্রভৃতি নিজেরা উপস্থিত থাকিয়া দেশে জন্মাইয়া লইতে হইবে—নিজেরা ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া উহার সাফল্যের দিকে যত্নপরায়ণ হইতে হইবে, তবেই আশা পূর্ণ হইবে।

শেষে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের আজকার সভা একটি বড় সভা। প্রায় ২॥০ ঘণ্টাকাল আমরা চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের এই বক্তৃতা শুনিয়া ও যন্ত্রাদি দেখিয়া বহু উপকার পাইলাম—সেই জন্য বক্তা মহাশয়কে আমি বহু ধন্যবাদ দিতেছি।

তিনি আয়ুর্ব্বেদের একজন একনিষ্ঠ সাধক হইলেও প্রাচীন ও বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য করিয়া নানা চিত্রাদি ও যন্ত্রাদির সাহায্যে তাঁহার বক্তৃতাটিকে আরও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহা ঠিক বটে যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা অন্তর্মুখ, অন্তর্দর্শন ও যোগাদি সাহায্যে বহু তথ্য ঋষিরা আবিষ্কার করিতেন। বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু-শাস্ত্রের ইহা একটি বিশিষ্টতা, হিন্দুরা যোগবলে তমঃ ও রজঃ নাশ করিয়া সত্ত্বগুণের প্রাধান্য লাভ করিতে চায়। তবে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণার জন্য দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থাগুলির প্রতি মনোযোগী হইবার জন্য বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, আমার বোধ হয়, নিজ আলোচ্য শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য মাত্র। বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতির কথা ইংরাজ ডাক্তারেরা স্বীকার করেন না, তাহাতে কি এল গেল, আমরা যাহাতে তাহাদের এই সকল বিষয় বুঝাইতে পারি এবং নূতন নূতন আবিষ্কার দ্বারা আয়ুর্ব্বেদকে আরও জনসাধারণের শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি, তাহাই

করা উচিত ; এ কথা কেহই বলিতে পারেন না যে, ইহার আর উন্নতি নাই। শেষে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ করিলে, রাত্রি ৯টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু — সভাপতি।

পরিশিষ্ট—উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব, ১ শ্রীমন্ত বা বিপদ্‌-তারিণী ব্রতকথা। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ২ রীতি।

Officer-in-charge Bengal Sectt. Book Depot. 1. Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa, for the year ending 31st March 1918. Under Secretary, Govt. of Bengal, P. W. D. 2. The Annual Progress Report of the Superintendent, Mahomedan and British Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March, 1918.

প্রস্তাবিত সদস্য

প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন, বি এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীবাণীনাথ নন্দী, পণ্ডিত শ্রীশ্রীপতি কাব্যতীর্থ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্, মৌলবী এম এ রসিদ, মৌলবী আবদর রহিম, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্, সেখ হবিবর রহমন মণ্ডল, শ্রীগিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীআনন্দচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার, শ্রীকালীকুমার বসু, অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমণিমাধব দে, এস্, কে, চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅশ্বিনীকুমার মজুমদার, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমধুসূদন পাল, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস, শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীহরিদাস মিত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকদ্বয়।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের "মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ নকল হইয়া উঠে নাই বলিয়া পঠিত হইল না।

২। নিম্নলিখিত নামগুলি যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ ঐ ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (নামের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৩। নিম্নলিখিত তালিকানুযায়ী পুস্তক ও পুস্তকপ্রদাতৃগণের নাম শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিষদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে প্রথমে মৌলবী আব্দর রহিম মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধে অনেক কথা আছে, কিছু কিছু ত্রুটিও আছে। দুই এক স্থলে দুই একটি অবান্তর আলোচনা হইয়াছে। প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে আমরা একবার দেখিলে ভাল হয়।

মৌলভী মোজাম্মেল হক্ মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধের জন্য ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। ইহা একটি বহু দিনের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। এই ইতিহাসের চর্চ্চা করা মুসলমান সাহিত্যিক মাত্রেরই আবশ্যক। শুধু মুসলমান-সমাজের তরফ হইতে নহে, বঙ্গ-সাহিত্যসেবী-মাত্রেরই পক্ষ হইতে আমি সেই অভাব পূরণের জন্য ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয়কে পুনরায় ধন্যবাদ করিতেছি। কয়েকটি সংবাদপত্রের নামোল্লেখ হয় নাই; যেমন মুন্সী মইজ-উদ্দীন-প্রকাশিত "প্রচারক", বরিশাল হইতে প্রকাশিত "ভারত-সুহৃৎ" ও "Moslem Chronicle" ইত্যাদি। প্রবন্ধ প্রকাশের সময় আর একবার অনুসন্ধান করিয়া লইলেই চলিবে।

শ্রীযুক্ত আব্দুল রসিদ সাহেব প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমি এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ; তবে জানিতে ইচ্ছা আছে। প্রবন্ধ হইতে অনেক বিষয় জানিয়াছি। বহু পরিশ্রমে, সাহিত্যের একটি বিভাগে ইতিহাস সংগ্রহের জন্য আমি প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। ত্রুটি আছে, থাকিতে পারে—কারণ, এই বিষয়ে ইহাই প্রথম প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে

অনেকেই ইহার সাহায্য করিতে পারিবেন এবং এই ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া কালে ইহা এক বিশিষ্ট ইতিহাসরূপে গৃহীত হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—বঙ্গের মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক বন্ধুবর ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয় পরিষদেরই একটি কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিলেন; তজ্জন্য আমি পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃৎ ও একনিষ্ঠ হিতৈষী ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্ররোচনায় তিনি এই অতি প্রয়োজনীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া একটি যথার্থ অভাব পূরণ করতঃ ইতিহাস-সাহিত্য পুষ্ট করিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় অন্যান্য পুথির বিবরণের সহিত মুসলমান-লিখিত বহু বাঙ্গালা পুথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। সহযোগী ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয় ৮৮খানি মুসলমান পত্রের ইতিহাসের বিবরণ সর্ব্বপ্রথমে সংগ্রহ করিতে যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা ও মুসলমান-সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ৩০।৪০ খানি পত্র লিখিয়াও সহানুভূতি পাওয়া দূরে থাক, সময়ে সময়ে কোন উত্তরই পান নাই। সুখের বিষয়, এই বিষয়ে তাঁহাকে আর অধিক আক্ষেপ করিতে হইবে না। কারণ, এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পরেই ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ও দোষ-গুণের আলোচনা-প্রসঙ্গে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইবে এবং তাঁহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

শেষে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বলিলেন,—আমি বাঙ্গালা পুথি নাড়াচাড়া করি; দুই চারিখানি মুসলমানী পুথিরও আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। ডাক্তার সাহেবের সুলিখিত প্রবন্ধে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারিলাম। তজ্জন্য আমি প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

তৎপরে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—বহু পরিশ্রম, বহু অনুসন্ধানে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে; তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে এই প্রবন্ধ-লেখককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহের যেমন চেষ্টা, সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টাও তেমনি। এই ৮৮ খানি সংবাদপত্রের ইতিহাস-সংগ্রহে—যদিও কয়েকখানির অকাল মৃত্যু হইয়াছে, অনেক সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। প্রবন্ধ-লেখক আর একটি ভাল কাজ করিয়াছেন, এই সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রগুলির নীতি বা Policyর ইতিহাসও কিছু কিছু দিয়াছেন; উহাতে সমসাময়িক মুসলমান সমাজের ভাবের ইতিহাস গ্রথিত হইয়াছে—এইটা আমি একটা প্রধান আবশ্যক মনে করি। নানা ভাষায় প্রচারিত মুসলমানী সংবাদপত্রের কথাও তিনি কিছু কিছু উল্লেখ করিলে মন্দ হইত না। কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার ইতিহাস সম্পূর্ণ নহে। তবে যে তিনি এ বিষয়ের প্রথম উত্তোলক, সে বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, তিনি বহু সম্মান পাইবার যোগ্য।

পুনরায় আমি ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয়কে তাঁহার এই বহু অনুসন্ধান-লব্ধ প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে প্রবন্ধ-সংগ্রহকর্ত্তা ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—বঙ্গীয় মুসলমান-সম্পাদিত ইংরাজি সংবাদপত্রের দুই একটা নাম বাদ আছে, তাহা অবশ্য ত্রুটি মনে করি। কিন্তু আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, আমার নোট-বহিখানির দুই তিনটি পাতা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এই প্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে। এ ত্রুটি পরে সংশোধন করিবার ইচ্ছা আছে। বাঙ্গালী মুসলমানদিগের উর্দ্দু ও ফার্সী পত্রিকাগুলির নামই আমি উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলবাসী মুসলমানদিগের দ্বারা পরিচালিত এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত উর্দ্দু পত্রিকাগুলির নাম আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই পরিত্যাগ করিয়াছি। যে তালিকা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ বাঙ্গালী মুসলমানদিগের কীর্ত্তির তালিকা।

শেষে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশেষ দুঃখিত অন্তঃকরণে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, ময়মনসিংহ জেলার সুবিখ্যাত সাহিত্যিক, ভারতভ্রমণ-লেখক, নানা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, শীকার-দক্ষ জমিদার ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের ও কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ও, এস্, অচ্যুতরাও মহাশয়ের অকালমৃত্যু হইয়াছে। তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত এবং তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ইঁহাদের আত্মীয় জনগণের প্রতিনিধিকে শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র প্রেরণ করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং হীরেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযুক্ত দামোদরদাস খান্না, ১৭ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ভাদুড়ী, ১৮ গড়পাড় রোড। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন, সাবডিভিসন্তাল অফিসার, বসীরহাট।

উপহৃত পুস্তক-তালিকা—

উপহারদাতা—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়,—১ স্বদেশের হিতকথা, ২ আর্য্যশিক্ষা, ৩ ভারত-রমণী, ৪ বঙ্গমহিলা, ৫ রসাবিষ্কারবৃন্দক, ৬ শ্রীজয়দেব, ৭ গৃহমুকুর। আবদুল হামিদ—৮ তাপস-গীতি। Director, Agricultural Research Institute, Pusa. ৯ Scientific Report of the Agricultural Research Institute, Pusa 1917-1918.

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

(সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত।)

২০শে পৌষ ১৩২৫, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ন ৫টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রেভাঃ এ ধর্ম্মপাল, সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই, এম এ, ডি এল্, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি, শ্রীযুক্ত স্বামী আর, সিদ্ধার্থ, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার, শ্রীকুমুদবন্ধু দাসগুপ্ত বি এ, শ্রীবিজয়লাল দত্ত, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন, কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ, ডাঃ শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কুমার শ্রীক্ষিতীন্দ্র দেবরায়, শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, শ্রীনরেন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীপ্রিয়লাল মল্লিক, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীভূপতিচরণ কাব্যতীর্থ, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কবিরঞ্জন, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি, এস, মুদ্‌লেয়ার, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, পি চক্রবর্ত্তী এম্ এ, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্, শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র বি এ, কবিরাজ শ্রীকিশোরিমোহন গুপ্ত কাব্যতীর্থ, এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ বি এ, শ্রীচুনীলাল পাল বি এ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাইন বি এ, বি টি, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীপ্রমথনাথ দে, শ্রীকালীকুমার বসু, শ্রীবিজনপদ মিত্র, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ সিংহ, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীকুমুদ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমাণিকলাল শেঠ, শ্রীকুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানপ্রসন্ন ঘটক, শ্রীনটবর দাস, শ্রীনীহাররঞ্জন দাস, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীআশুতোষ জানা, শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার রায়, শ্রীজগদ্বন্ধু রায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুকুমার লাহিড়ী, শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, শ্রীইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কর গুপ্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাইতি, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী, মৌলবী আবদাল্ হোসেন খাঁ,

শ্রীসুশীলগোপাল বসু, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীনেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ বসু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীতারাপদ বিদ্যাভূষণ, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমন্মথ লাহিড়ী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমণি-মোহন সেন, শ্রীননীলাল মিত্র, শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীমণিমাধব দে, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, মৌলবী আবু ইসমাইল সিরাজি, শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশরৎচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র, শ্রীপুলিনেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার রায়, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায়, শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৃগাঙ্ক-দাস চৌধুরী, শ্রীবসন্তকুমার দত্ত, শ্রীশ্রীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগোকুলচন্দ্র রায়, শ্রীবঙ্কিম-বিহারী গুপ্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীগোপেশ্বর দত্ত, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীবঙ্কিমবিহারী গুপ্ত, শ্রীজ্যোতির্ভূষণ সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপঙ্কজভূষণ দেব, শ্রীপ্রমথনাথ নাগ, শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচণ্ডীচরণ চৌধুরী, শ্রীনীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসূর্য্যকুমার দত্ত, শ্রীগিরীন্দ্রকুমার রায়, শ্রীনলিনীমোহন নিয়োগী, শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, এস, কে, চাটার্জ্জি, শ্রীবিজয়বন্ধু সুর, শ্রীকুমুদবন্ধু রায়, শ্রীগণেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, শ্রীপরিতোষকুমার বসু, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দে, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার কুণ্ডু, শ্রীকানাইলাল দাস, শ্রীক্ষেমাপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাইমোহন সিংহ, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন রায়, শ্রীশিবনাথ বসু, শ্রীদ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দে, শ্রীহারেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবারেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সেন, শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীহারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিশ্চন্দ্র সেন, শ্রীনিখিলপতি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র, শ্রীপ্রমথনাথ কুমার, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীমণিমাধব দে, শ্রীক্ষেত্র-নাথ কর, শ্রীমধুসূদন সাহা, এস্, সি, রায় এন মল্লিক, এ, কে, দত্ত, ভি, এম, বসু, এন্ দাস, শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীশৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভবরঞ্জন রায়, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দাস, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রাণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামদাস বসু, এন্, সি, বসু, পি মুখার্জ্জি, এস, কে, বাগচী, শ্রীকালীপদ দত্ত, বি, বি, রক্ষিত, এচ, সি, মিত্র, শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু, বি, বি, সেন, শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
" নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি
ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অন্যতম সদস্য, দেশপূজ্য, ঋষিকল্প, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষৎ কর্ত্তৃক শোক প্রকাশ ও মৃত মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে বিশেষ শ্রদ্ধা দান।

অনিবার্য্য কারণে পরিষদের সভাপতি জগন্মান্য সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অনুপস্থিত থাকায়, প্রবীণ সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার প্রারম্ভে বলিলেন —আজ আমরা যে জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। পরিষৎ হইতে আমরা অনেকের জন্য অনেক শোক প্রকাশ করিয়াছি। অনেকের জন্য অনেক কথা খুঁজিয়া বলিতে হয়। কিন্তু আজ যাঁহার পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য, আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই গুরুদাস বাবু সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান আছেন। তিনি আমাদের সকলেরই মাননীয় এবং দেশপূজ্য। তিনি একটি বড় আলোর মত ছিলেন এবং তাঁহাকে সকলেই চিনেন। আমি তাঁহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য প্রথমে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছি।

এই সময় অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যাঁহারা সহানুভূতিসূচক পত্র পাঠাইয়াছিলেন, অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভার সমক্ষে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া তন্মধ্য হইতে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পত্র পাঠ করিবার পর, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কেন না, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, হিন্দু, মুসলমান, সাহেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে জানিতেন; তাঁহার নাম শোনেন নাই বা তাঁহাকে জানেন না, এমন লোক নাই বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। ব্যবহারাজীব এবং বিচারপতিরূপে তিনি দেশের জন্য যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং সদস্য ছিলেন। বঙ্গভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনিই প্রথম উদ্‌বোক্তা ছিলেন। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার ছিলেন, তখন তাঁহার 'কনভোকেশন লেক্‌চারে' এই কথার স্পষ্ট আলোচনা আছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষা যদি কখন জাতীয় ভাষার মধ্য দিয়া হয়, তবে জানিব, ইহার মূলে জ্ঞানী এবং ঋষি সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান। এই বলিয়া শ্রীযুক্ত চুনী বাবু নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং বাঙ্গালী জাতির গৌরব,—মনীষার অবতার, পরম ভক্তিভাজন, ঋষিকল্প, অজাতশত্রু, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত বঙ্গীয়-

সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।" শ্রীযুক্ত চুনী বাবু আরও বলিলেন,—আজ তাঁহার পবিত্র স্মৃতির পূজার জন্ত আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, তিনি একজন স্বপ্রতিষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। অন্ধ অনুকরণ তিনি কখনও করিতেন না। পাশ্চাত্য জ্ঞানে তাঁহার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইলেও জাতীয় জীবনের উপযোগী আচার-ব্যবহার তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি একজন অসাধারণ সংযমী পুরুষ ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। সেনেটের মিটিংএ তাঁহার যে সংযম দেখিয়াছি, তাহা অপূর্ব্ব। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাঁহার সংযম ছিল। গুটীপোকা গরম জলে মারিয়া ফেলিয়া রেশমী সূতা প্রস্তুত হয় বলিয়া, তিনি কখন রেশমী কাপড় ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার আহারের সংযমের কথা আমি বিশেষরূপে জানিতাম। তিনি রেল গাড়ীতে কখন কিছু খাইতেন না—ইউনিভার্সিটি কমিশনে রেলে যাতায়াত-কালে এক সময়ে তিনি ২৪ ঘণ্টা অনাহারে ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারেন, এমন লোক বঙ্গদেশে নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে অনেক কথা অনেকের নিকট আপনারা শুনিয়াছেন। সে দিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার উপর বিধাতার অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল। তিনি জীবনে কখন বড় শোক পান নাই। ৺সারদা বাবুর স্বেচ্ছা-মরণ হইয়াছিল—গুরুদাস বাবুরও হইল। কিন্তু এই স্বেচ্ছামরণ আমরা ভুলিয়া যাইতেছি—ইহার মহিমা আমরা জানি না। গুরুদাস বাবু আমাদের শেষ ব্রাহ্মণ, শেষ হিন্দু, শেষ খাঁটি ব্রাহ্মণ। অতবড় ইংরাজী লোনা-জল তাঁহার পেটে গিয়াও তাঁহাকে বিগ্‌ড়াইতে পারে নাই। তিনি আমাদের দেশী আদর্শ ছিলেন। আমাদের যদি মানুষ হইতে হয়, তবে তাঁহার আদর্শই গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত তারাপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "সার গুরুদাস বিয়োগে" নামক তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিলেন।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—বাস্তবিকই আমাদের দেশে 'একে একে নিভিছে দেউটি'। গুরুদাস বাবু আমাদের অনাথ করিয়া চলিয়া গেলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আলো অনেক আছে ; কিন্তু যে দেউটি বাঙ্গালা উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহা নিভিয়া গেল। কবি বলিয়াছেন,—'শোচনীয়াসি বসুধা যন্বং দশরথাচ্চ্যুতা।' গুরুদাস বাবুর মহনীয় বরণীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ আমার সাধ্য নহে—বোধ হয়, তাহার এ সময়ও নহে। তবে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিতে পারি, গুরুদাস বাবু আমাদের গুরু ছিলেন ;—আজ আমরা গুরু হারা হইলাম। তিনি মাটির মানুষ ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে দৃঢ়তা ছিল, তাহা অনন্যসাধারণ। কবি বলিয়াছেন—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'। লোকোত্ত-

ব্রাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥' গুরুদাস বাবুতে আমরা এই বচনের যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন,—গুরুদাসের মাতৃভক্তি দেখিয়া আমি তাহাকে ভক্তি করি। গুরুদাস বাবুর মাই তাঁহাকে গুরুদাস বাড়ুজ্যে করিয়া গড়িয়াছিলেন - সেই জন্য আমরা এইরূপ গুরুদাস পাইয়াছিলাম। তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন—"ব্রাহ্মণ্য" কথার আত্মায় যাহা বিদ্যমান, তাহা গুরুদাস বাবুতে ছিল। তিনি পরিষদের হিতৈষী ছিলেন—পরিষৎকে অনেক সঙ্কট হইতে তিনি ত্রাণ করিয়াছেন। বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াও পরিষদের সভাপতি হইতে তিনি কখন সম্মত হন নাই। বাংলা ভাষায় তিনি যে সব বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি মূর্ত্তিমান্ স্বাবলম্বন ছিলেন। সারা জীবন তিনি কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। এই সময় তিনি স্যার গুরুদাস ও প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে আরও দুই একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গুরুদাস বাবুর জীবনালোচনা করিলেন ও শেষে বলিলেন,—আজ আমরা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। যদি আমরা তাঁহার স্মৃতি রাখিতে চাই, তবে আসুন, আমরা বলি— 'তোমা'র চরণ, করিয়া শরণ, চ'লেছি তোমারি পথে' ইত্যাদি।

শেষে সভাপতি মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি পাঠ করিলে, উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্নলিখিত ২য় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—

"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন, পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন যে, যাহাতে সত্বরে স্বর্গীয় মহাত্মার একখানি প্রতিকৃতি পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।"

এই উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু বলিলেন যে, গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে আপনারা অনেকেই অনেক কথা জানেন এবং আজিও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বেশী বলা অনাবশ্যক। আমি মাত্র একটি কথা বলিব। তাঁহাকে যদি চিনিতে হয়, তবে হিন্দু জাতিকে চেনা আবশ্যক। যত দিন ইউরোপীয় ভাবে আমরা বিভোর থাকিব, তত দিন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব না। তিনি কখন কোন বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন না। কেন না, তিনি বৈদান্তিক ছিলেন; এই সব সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া তিনি কখন ঝগড়া করা পছন্দ করিতেন না। তিনি একনিষ্ঠ আচারবান্ এবং মিষ্টভাষী ছিলেন—কখন কাহারও খোসামোদ করিতেন না। আজ আমি এই সভায় তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে আসি নাই—তাঁহার চরণে ভক্তি-অঞ্জলি দিতে আসিয়াছি।

এই প্রস্তাব সমর্থনকল্পে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—পূজনীয় গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিবার আদেশ করিয়া সভাপতি মহাশয় বোধ হয়, সুবিবেচনার কাজ করেন নাই। আমি যদি তাঁহার উপযুক্তরূপ স্মৃতিপূজা করিতে না পারি,

আপনারা আমার অক্ষমতা মার্জনা করিবেন। গুরুদাস বাবুর চরিত্র ভাল করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই—কেন না, তাঁহার সহাস সুন্দর মূর্ত্তি এখনও আমাদের সমক্ষে যেন বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমার ছাত্রাবস্থায় দুই জন মহাপুরুষের সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল,—১ম বিদ্যাসাগর মহাশয়, ২য় গুরুদাস বাবু। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; গুরুদাস বাবুর দর্শন লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম। গুরুদাস বাবুর হৃদয় পরশ-পাথরের মত ছিল; যাঁহারা তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারাই সোনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন একটি মহাযজ্ঞ; তিনি আত্মদান করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। আপনারা জানেন, তাঁহার সংযম ও ত্যাগ অপূর্ব্ব ছিল। সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় যেখানে হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। পরিষদের সঙ্গে তাঁহার যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা আজ যে গৌরবের আসন পাইয়াছে, ইহার মূল তিনিই পত্তন করিয়াছিলেন। শিষ্য, ছাত্র এবং সন্তানের মত আমরা তাঁহার নিকট গিয়াছি। তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ভাগীরথীস্নানের মত আমরা পবিত্র হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় ২য় প্রস্তাব অনুমোদন উপলক্ষ্যে বলিলেন,—গুরুদাস বাবু সত্যযুগের ব্রাহ্মণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। বিপিন বাবু বলিয়াছেন, তিনি কোন বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন না। এ কথা ঠিক নহে। তাঁহার বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্যে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। গোঁড়া হিন্দু হইলেও তিনি সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মন্মথ বাবু "প্রভাস" গ্রন্থ হইতে "যাও মা মানবী দেবি, পূর্ণ ব্রত মা তোমার" ইত্যাদি কবিতাংশ পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, গুরুদাস বাবু প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এই কবিতাটি পাঠ করিতেন এবং কতকটা এই ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় তাঁহার রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়া, মহাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিলেন। চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ও কলিকাতার শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের প্রেরিত দুইটি কবিতার কথা এই সময় উল্লিখিত হইল।

পরে সভাপতি মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলে, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

শেষে সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

"অদ্যকার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবদ্বয়ের অনুলিপি স্বর্গগত মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।"

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—দেবপ্রসাদ বাবু যে

প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি। গুরুদাস বাবু একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। তাঁহার সহিত আমার গত ২২ বৎসরের পরিচয়। তিনি যে আজ নাই, ইহা আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। অন্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না; সেই জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিনয় অসাধারণ ছিল এবং সাহিত্য-পরিষদের তিনি অনেক উপকার করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। আমি উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।

এই সময় সভাপতি মহাশয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীযুক্ত এইচ্ অনাগরিক ধর্ম্মপাল মহাশয়কে কিছু বলিতে বলায়, তিনি বলিলেন যে, আমি বাঙ্গালা ভাষায় কিছু বলিতে অক্ষম; তজ্জন্য দুঃখিত। পরে ইংরাজী ভাষায় দুএক কথায় যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,— আমি পরলোকগত মহাত্মাকে কোন ইংরাজি গৌরবে ভূষিত আখ্যা দিয়া সম্ভাষণ করিতে চাই না, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ গুরুদাস' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে চাই। তিনি যে একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্মান। তাঁহার উদার ব্রাহ্মণত্বের ভাবে তিনি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া আদর্শ মনুষ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমরা আজ যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের স্মৃতির পূজার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার তুলনা বাঙ্গলায় বিরল। আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় তিনি যে সব উপদেশ দিতেন, তাহা অমূল্য। সেই ঋষির হৃদয় দেশের চিন্তায় কিরূপ স্পন্দিত হইত, তাহা তাঁহার লিখিত বহু পত্রাবলী হইতে জানা যায়। তিনি দেশের নেতা ছিলেন। তিনি অমরধামে গিয়াছেন—বিশ্বজননী তাঁহার আত্মাকে শান্তি দান করুন।

অতঃপর ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা আপনারা শুনিয়াছেন; আমি আর বিশেষ কি বলিব। ১৯০৫ সালের শেষে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন হইতেই জানি, তিনি একজন আদর্শ বাঙ্গালী। ভগবান্ বাঙ্গলা দেশের গুরুদাসকে নিয়াছেন, আবার বোধ হয়, অন্য দেশের গুরুদাস গড়িতেছেন। এই সময়ে তিনি একটি ফারসী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া গুরুদাস বাবুর জীবনের আদর্শের পরিচয় দিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রাহ্মণের আদর্শ ছিলেন, ব্রাহ্মণের যেরূপ সত্ত্বগুণ-প্রধান হওয়া উচিত, তিনি সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার প্রতিকৃতি রাখিবার কথা হইয়াছে। যদি হয়, তবে হাইকোর্টের পোষাকে নহে, খাঁটি ব্রাহ্মণের পোষাক-পরা প্রতিকৃতি পরিষদে রাখা উচিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমার আর কিছু বলিবার নাই। ৫০ বৎসর ধরিয়া

রায় গুরুদাসকে দেখিয়া আসিতেছি। তিনি সব স্মৃতিসভাতেই যাইতেন। আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে তিনি নাই। তাঁহার বিয়োগে এই সভায় আমরা আজ তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি ৩য় প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — শ্রীশ্রীনাথ সেন
সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২১শে পৌষ ১৩২৫, ৫ই জানুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরামহরি ভড় বি এল, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীশ্যামাচরণ পাল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল, শ্রীপ্রমথনাথ শীল, শ্রীহরিপদ ঘোষ, শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার, শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীঅনন্তকুমার তলাপাত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, শ্রীভোলানাথ কোঁচ, শ্রীশশীন্দ্রসেবক নন্দী। ডাঃ শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ, ৫। শোক-প্রকাশ—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৬। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় গত

চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত সদস্যগণের নামতালিকা পাঠ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়, উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির নাম এবং উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৪। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমালোচনা" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সমগ্র প্রবন্ধ পাঠ না করিলে প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনা করা অসম্ভব। প্রবন্ধ ২৫শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে—২।৩ দিন মধ্যেই সকলে দেখিতে পাইবেন। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু যে সকল আপত্তি করিয়াছেন, তাহার উত্তরও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন এবং এই উত্তরও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার ও উচ্চারণ প্রভৃতির যে খুটি-নাটির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়া উচিত।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রবন্ধে সমস্ত কথাই বলিয়াছেন, অদ্যকার সভায় তাঁহার আর বলিবার কিছুই নাই।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পাদন করিয়া এবং সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর প্রয়োজনীয় গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। বসন্ত বাবু শব্দের ইতিহাস-সঙ্কলনে অসাধারণ গবেষণা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। সেই জন্য এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন একখানি অমূল্য গ্রন্থরূপে পরিগণিত। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুও এই বিভাগে কাজ করিতেছেন। গুণীর গুণ গুণবান্ই বুঝেন—এই জন্যই তিনি উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন।

৫। শোক-প্রকাশ—সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—স্বর্গীয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়কে সকলেই জানেন। তিনি দেশের জন্য এমন একটা মস্ত কাজ করিয়া গিয়াছেন, যাহা এক সময়ে কোনরূপে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় নাই—তিনি তাঁহার একার চেষ্টাতেই তাহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁহারই প্রাণপাত চেষ্টার সুফল। কলিকাতা নগরীতে ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে ২।৩ জন ছাত্র লইয়া ডাক্তার কর একটি মেডিক্যাল স্কুলের সূচনা করেন। তখন

সেই স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। আমি তথায় রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতাম। সেই স্কুল সম্প্রতি বঙ্গদেশে একটি দ্বিতীয় কলেজে পরিণত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া গৃহীত (affiliated) হইয়াছে—এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশের সাধারণের ডাক্তারী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাদাস কর বঙ্গদেশে ও বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ডাক্তারী চিকিৎসা-শাস্ত্রের ভৈষজ্য-বিজ্ঞান এক অমূল্য গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বই পড়িয়া অনেকে ডাক্তার হইয়াছেন। ইংরাজী পাঠ্য-পুস্তকে যে সকল তত্ত্ব সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত আছে, তিনি সেই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার কর সেই বাঙ্গালা 'মেটিরিয়া মেডিকা'র বহু সংস্করণ করিয়া, তন্মধ্যে নূতন চিকিৎসা-তত্ত্বসমূহ সন্নিবেশিত করিয়া, পুস্তকখানিকে বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াছেন। প্রেস্‌ক্রপশন্-বুক, খাদ্য সম্বন্ধে পুস্তক, রোগি-পরিচর্য্যা ও 'মেডিসিন' সম্বন্ধে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের নিজের বই আছে। প্রত্যেক পুস্তকেই তিনি নবাবিষ্কৃত সমস্ত তত্ত্বই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলন করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমি তাঁহার নিকট হইতেই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক ছাপাইবার উৎসাহ ও উপদেশ পাইয়াছিলাম। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের একজন প্রকৃত কর্ম্মীর অভাব হইয়াছে। তাঁহার সৎকর্ম্মে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ কর্ম্ম দেশের লোকের-পক্ষে অনুকরণীয়। আমি তাঁহার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট পরিষদের সমবেদনা-সূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব করিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ডাক্তার কর মহাশয়ের কীর্ত্তি-কলাপ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার তিনি অনুমোদন করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—আমি ডাক্তার কর মহাশয় সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলে নিজের দিক্ হইতে পাপগ্রস্ত হইব। তিনি আমার গুরু ছিলেন। আমি তাঁহার কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের একজন ছাত্র ছিলাম। প্রথমে উক্ত স্কুল বহুবাজার ষ্ট্রীটে ছিল; তথা হইতে বিবিরবাগান ট্রাম ডিপোর কম্পাউণ্ড যেখানে আছে, সেখানে উঠিয়া আসে। প্রথমে তিনটি ক্লাস ছিল। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পরিশ্রম করিতেন—ছাত্রগণকে জাতিধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সন্তানের ন্যায় দেখিতেন। বাড়ীতে নিজ ধর্ম্ম পালন করিতেন—বাহিরে মানুষের মত ব্যবহার করিতেন। তিনি সদা প্রফুল্ল ছিলেন। অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ও আমার গুরু। ডাক্তার করের নিকট নোট লিখিয়া পড়িবার আবশ্যক হইত না—তাঁহার লেক্‌চার শুনিয়াই পড়ার কাজ হইত। তাঁহার

পিতার কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজন। পল্লীগ্রামের ডাক্তারদিগের মধ্যে প্রায় প্রতি শতকরা ৯৯ জন তাঁহার মেটিরিয়া মেডিকা পড়িয়া ডাক্তার হইয়াছিল। পরিষৎ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্ত গবর্মেণ্টের সহিত যে সকল পত্র-ব্যবহার হইতেছে—তাহা স্বর্গীয় ডাক্তার করেরই প্রস্তাবমত হইতেছে। বঙ্গেশ্বর উড্বার্ণ বেলগেছের মেডিক্যাল স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন। সে সময় ডাক্তার কর যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা উড্বার্ণ সাহেব গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তিনি একজন নিষ্কাম সাধক ছিলেন—সেরূপ এখন আর একজনও দেখা যায় না। তিনি কাজ চাহিতেন, নাম চাহিতেন না। বেলগেছিয়া মেডিক্যাল কলেজ তাঁহার অমর-কীর্ত্তি। আমি আগামী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে, ডাক্তার করের জন্ত একটি বিশেষ শোক-সভার প্রস্তাব উপস্থিত করিব এবং আমার আশা আছে যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবেন না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—পরিষৎ, ডাক্তার করের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতার একখানি তৈল-চিত্র ও তাঁহার রচিত সমস্ত পুস্তক পরিষৎকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। আমি ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় প্রাক্‌টিকাল কেমিষ্ট্রী লিখি—তাঁহারই প্ররোচনায় ও উৎসাহে ঐ বই লিখিয়াছিলাম। তৎপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে বই লিখিবার চেষ্টা খুব কমই ছিল। তাঁহার পরামর্শে, উৎসাহে ও যত্নে আমি "ফলিত রসায়ন"ও লিখিয়াছিলাম।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়, উদীয়মান সাহিত্যিক অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোক-গমনের বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি সনাতন ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উক্ত স্কুলটি সংপ্রতি এফিলিয়েটেড্ (affiliated) হইয়াছে। স্কুলের প্রথমাবস্থায় যে সকল দুরবস্থা ছিল, সেগুলির সংস্কার করিয়া তিনি স্কুলটিকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি বোলপুরে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছিলেন। তিনি আমেরিকা গিয়াছিলেন এবং তথাকার সভ্যতা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবেন বলিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সাময়িক রাজনৈতিক বিষয়ে ও অন্যান্ত বিষয়েও তিনি সুন্দর লিখিতে পারিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভাষার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত　　　　শ্রীচুনীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

প্রস্তাবিত সদস্য—

প্রস্তাবক—শ্রীদামোদর চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম্ এ, আব্দুল রাজ, আব্দুল মৌরী, পোঃ কাওড়া। কুমার শ্রীসুরথনাথ মিত্র, ঐ, ঐ। শ্রীনলিনবিহারী কুণ্ডু চৌধুরী, জমীদার, ঐ। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, ৭২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, সন্দীপ, নোয়াখালী। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথ দেব গোস্বামী, পুরী। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র বাক্‌চি। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বি এল্, উকীল, কুষ্টীয়া, (নদীয়া)।

উপহৃত পুস্তক-তালিকা—

Secretary, The Bengal Publicity Board (1) War Pamphlets No. 1 (2) Do. No. 2 (3) Do. No. 6 (4) Do. No. 9 (5 Do. No. 10 (6) August the Fourth (1918) (7) Blood and Treasure (8) The Montagu Chelmsford Proposals for Indian Constitutional Reform 1918 (9) The Charactor of the British Empire (10) Comrades in Arms (11) War Lecture's Hand Book (12) Sketch Map of Eastern Russia and Western Siberia Derector, Geological Survey of India (13 Records to the Geological Survey of India Vol. XLLX, Part II, 1918. Officer in Charge, Bengal Secretariat Book Depot. (14) Report on Inland Emigration, for the year ending 30th June 1918. Secretary, Smithsonian Institution (15) Teton Sioux Music. শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার—(16) America Through Hindu Eyes.

শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, (১) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনীর ৩য় অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ (চট্টগ্রাম)। সম্পাদক, জ্ঞানমণ্ডল, (২) বিহারীকী সতসঈ। সেক্রেটারী, বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ড, (৩) ৪ঠা আগষ্ট, (৪) কথোপকথন।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২৮শে পৌষ ১৩২৫, ১২ই জানুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীরেবতীমোহন সেন, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীউমেশচন্দ্র রায়, শ্রীবসন্তকুমার বসু, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভাদুড়ী, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীশিবপদ দাস, এস, কে, চাটার্জ্জি, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীতারকদাস ঘোষ, শ্রীনিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীমণিমাধব দে, শ্রীপঞ্চানন পাল, শ্রীবৈদ্যনাথ কর, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, এস, এম্, চাটার্জ্জি, সি, সি, বানার্জি, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মিত্র, এ, সি, লাহা;

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী }
কিরণচন্দ্র দত্ত } সহকারী সম্পাদকদ্বয়।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত "আলোচনা", (খ) মুন্‌শী নজর আহমদ সাহেব-লিখিত মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "বাঙ্গালা শব্দকোষ আলোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য" এবং (গ) পণ্ডিত শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা", ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত ৪র্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, বর্ত্তমান অধিবেশনে নূতন সদস্যরূপে কাহারও নাম প্রস্তাবিত হয় নাই।

৩। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক-সকলের নাম এবং উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিয়া, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল। (পুস্তকের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। (ক) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "আলোচনা" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক এই প্রবন্ধে পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "প্রাচীন পুথির বিবরণ" গ্রন্থের ছয়খানি পুথির বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধ-পাঠান্তে বসন্তবাবু বলিলেন,—প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে অনেকেই বড় একটা আলোচনা করেন না। প্রাচীন পুথির কথা দূরে থাক, প্রবন্ধ-লেখক তাহার বিবরণ লইয়া যে এতটা মাথা ঘামাইয়াছেন এবং এই আলোচনাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

(খ) তৎপরে মুনশী নজীর আহ্‌মদ মহাশয়ের লিখিত "আলোচনা" প্রবন্ধটিও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পাঠ করিলেন। মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধোক্ত 'আউল' এবং 'আনাড়ী' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নজীর আহ্‌মদ মহাশয়, শহীদুল্লাহ্ মহাশয়ের সহিত একমত হইতে না পারিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধ-পাঠান্তে বসন্তবাবু বলিলেন,—কোনও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রধান সহায়—যুক্তি ও প্রমাণ, ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনেও এ কথা ভুলিলে চলিবে না। Indo European ভাষাসমূহে অনেক শব্দের রূপ প্রায় এক। প্রাকৃত-সম্ভব ভাষাসকলের মধ্যেও শব্দগত সাদৃশ্য বিলক্ষণ; আর তাহাই স্বাভাবিক। সেই জন্য কোন দুই ভাষার মধ্যে কেবল শব্দসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া কোন একটি ভাষার শব্দবিশেষকে অপরটি হইতে গৃহীত বা জাত বলা যুক্তির বিরোধী। আকুলার্থক "আউল" শব্দ প্রাকৃতে বহুল প্রচলিত। বাঙ্গালা ভাষাও প্রাকৃত-সম্ভব। এ স্থলে উহাকে আরবী শব্দ বা ধাতু হইতে উদ্ভূত বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ও মূল প্রবন্ধের ফুট নোটে শব্দটি প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'আনাড়ী' শব্দটিও আরবী হইতে আসিয়াছে মনে হয় না। প্রাকৃত "অণ্ণাণী" হইতে বাঙ্গালা 'আনাড়ী' হওয়াই অধিক সম্ভব। মারাঠীতে "অড়াণী" শব্দ প্রচলিত—অর্থ অজ্ঞানী। বাঙ্গালা আনাড়ী ও মারাঠী 'অড়াণী' শব্দের মূল অভিন্ন বোধ হয়। কাজেই এ বিষয়ে প্রবন্ধলেখকের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। তবে আরবী পার্সীর বহু শব্দ যে বাঙ্গালায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। যাহা হউক, এইরূপ আলোচনার জন্য প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় সর্ব্বথা ধন্যবাদার্হ।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—বর্ত্তমান প্রবন্ধটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং পাঁচটি ফার্সী অক্ষরে লেখা শব্দ প্রবন্ধকার ইহার মধ্যে দিয়াছেন। বসন্ত বাবু এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আনাড়ী শব্দ আরবী হইতে আসিয়াছে বলিয়া আমারও মনে হয় না। 'আউল' শব্দ সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে। নজীর আহমদ মহাশয় যে সব কারণ

দেখাইয়াছেন, তাহা আমার ঠিক বলিয়া মনে হয় না। আমার বোধ হয়, শহীদহুল্লাহ সাহেবের মন্তব্যই ঠিক।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—'আউল' শব্দ আরবীতেও আছে, প্রাকৃতেও আছে। বাঙ্গালায় শব্দটি কোথা হইতে আসিল, এখন তাহাই বিচার্য্য। আউল ও আনাড়ী সব দেশেই আছে, সুতরাং ইহার অর্থবাচী শব্দ সব দেশেই থাকার কথা। আমাদের দেখিতে হইবে, এই উভয় ভাষার মধ্যে কাহার সহিত বাংলার প্রথম সংযোগ হইয়াছিল; তাহা দেখিলেই কোথা হইতে শব্দটি নেওয়া, তাহা বলা যাইবে। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা আলোচনা-সাপেক্ষ। সমস্ত দিক্ বিচার করিয়া এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইলে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া আসিতে পারিতাম।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা" নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের সময়ে প্রবন্ধোক্ত প্রত্যেক মুদ্রা সভাস্থলে উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে তিনি দেখাইলেন এবং তাহার পাঠ বিবৃত করিয়া সকলকে শুনাইলেন।

প্রবন্ধ-পাঠান্তে তিনি আরও অনেকগুলি মুসলমান আমলের মুদ্রা সভাস্থ সকলকে দেখাইলেন এবং বলিলেন, ইহার বিবরণ তিনি পরে আমাদিগকে এক দিন শুনাইবেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—পরম সুহৃৎ অমূল্য বাবুকে আমি আজ বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। গত ৩০ বৎসর হইতে ত্রিপুরার ইতিহাস জানিবার জন্য আমাদের প্রবল আগ্রহ হইয়াছে। অমূল্য বাবু আজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষ এবং যথার্থ ঐতিহাসিক বিষয়। পরিষৎ-পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, এতৎসম্বন্ধে যাঁহারা অনুসন্ধানে নিরত আছেন, তাঁহারা অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন, অমূল্য বাবু আমাদের যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ শুনাইলেন, ইহাতে আমরা বিশেষ উপকৃত হইলাম এবং মুদ্রাগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। এ জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন, অমূল্য বাবুর প্রবন্ধ হইতে আমরা আজ অনেক ঐতিহাসিক কথা জানিতে পারিলাম এবং ত্রিপুরার মুদ্রা সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর জানিলাম। অমূল্য বাবুর পাঠোদ্ধার ঠিকই হইয়াছে। আমি এ জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় বলিলেন, শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা সোজা কথা নহে। এক একটি শব্দের এক একটি ইতিহাস আছে; তাহা বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিবার বিষয়। অদ্যকার অধিবেশনে যে কএকটি শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইল, ইহা পরম সুখের বিষয়। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি অধিবেশনে যদি এইরূপ

আলোচনা হয় এবং পরের অধিবেশনে কি কি শব্দের আলোচনা হইবে, তাহা পূর্ব্ব অধিবেশনে স্থির হইয়া যদি সমস্ত সদস্যের নিকট সেই সংবাদ প্রেরিত হয়, তবে সদস্যগণ তৎসম্বন্ধে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া আলোচনা করিতে পারেন। আমার বোধ হয় এই প্রথা অবলম্বন করিলে বাংলার অনেক শব্দের অমীমাংসিত ব্যুৎপত্তির মীমাংসা হইতে পারে। এই বিষয় কার্য্যে পরিণত করা যায় কি না, পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ তাহার বিচার করিবেন। মুদ্রা সম্বন্ধে অমূল্য বাবুর প্রবন্ধ বাস্তবিক অমূল্যই বটে। এ সম্বন্ধে অনেকে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন—আমিও দিতেছি।

পরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।
২৬।১০।২৫

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book Depot. (1) Report on Wards, Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal, for the year 1917-18. (2) Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal, for the year 1917-18. Superintendent, Government Printing, India (3) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, August 1918. (4) Do. ....September 1918, Secretary, Indian Science Association (5) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol. IV, Part I 1918. (6) Do. Part II.

শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—৭। শ্রীশ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনামস্তোত্রম্। শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—৮। ব্রহ্মশক্তি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

(ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত)

২৬শে মাঘ ১৩২৫, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (সভাপতি)

ডাঃ শ্রীমুন্সীমোহন দাস এম বি, ডাঃ শ্রীসুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীইন্দুভূষণ

মজুমদার, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীপ্রমথনাথ শীল, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশরৎচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, শ্রীনলিনীমোহন নিয়োগী, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সরকার, শ্রীঅরুণচন্দ্র নাগ, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅনাথবন্ধু দে, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ, শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী, শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসন্নকুমার মৈত্রেয়, শ্রীরামেশচরণ গুপ্ত, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র কুণ্ড, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক

শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী }
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত } সহকারী সম্পাদকদ্বয়।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং বঙ্গভাষায় বহু চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থপ্রণেতা পরলোকগত স্বনামখ্যাত ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় এক পুরুষের ডাক্তার নহেন, তিনি পুরুষানুক্রমিক ডাক্তার। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দুর্গাদাস কর মহাশয়ও একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তখন ক্যাম্পবেল্ মেডিকাল্ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কলিকাতা মেডিকাল্ কলেজের সহিত বাংলা মেডিকাল্ স্কুল সংযুক্ত ছিল এবং ডাক্তার দুর্গাদাস কর তথায় ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার রচিত মেটিরিয়া মেডিকা একখানি চমৎকার চিকিৎসা-গ্রন্থ; মাত্র এই বইখানি পড়িয়াই যে কত লোকে ডাক্তার হইয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেবলমাত্র ইংরাজী ঔষধ নহে, অনেক বাংলা ঔষধের কথা তিনি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ডাঃ রাধাগোবিন্দ করও তাঁহার পিতৃদেব-প্রণীত এই গ্রন্থের বহু বহু উৎকৃষ্ট সংস্করণ করিয়া, বাংলা ভাষায় অন্যান্য বহু চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাঁহার স্মৃতি চিরকাল বাঙ্গালীর হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিবে। পল্লীগ্রামে ভাল চিকিৎসক প্রায়ই পাওয়া যায় না এবং ইংরেজী-শিক্ষিত ডাক্তারগণও নানা কারণে পল্লীগ্রামে যাইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন না। পল্লীবাসিগণ এই জন্য সুচিকিৎসকের বড়ই অভাব অনুভব করিয়া থাকেন। সাধারণের মধ্যে ডাক্তারী শিক্ষা প্রচলিত হইয়া যাহাতে এই অভাব দূরীভূত হয়, তজ্জন্য বাংলা ভাষায় চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সেই মেডিক্যাল স্কুল আজ মেডিক্যাল

কলেজে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার একনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার করের নাম উক্ত কলেজের সহিত বাঙ্গালী জাতির স্মৃতিতে অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার পরলোকগমনে আমাদের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। তাই আমরা তাঁহার পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ অদ্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমি দেশপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি।

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিলেন,—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের আমি একজন সামান্য সহযোগী এবং সতীর্থ। তাঁহার কার্য্যে আমি যে সামান্য সহায়তা করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। প্রথমে আমি তাঁহার সহিত তত পরিচিত ছিলাম না এবং লোকমুখে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল স্কুল সম্বন্ধে যেরূপ কথা শুনিতাম, তাহাতে তাঁহার সহিত মিশিতেও তত চেষ্টা করি নাই। পরে যখন ঘটনাসূত্রে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইল, তখন আমি পূর্ব্ব-ব্যবহারের জন্য নিজেই লজ্জিত হইয়াছি। তিনি যখন মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেই সংবাদ শুনিয়া বিলাতের বৃটিশ মেডিক্যাল জার্ণালে এক জন লেখক লিখিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়ার কয়েক জন বাতুল যুবক দেশীয় ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দিবার জন্য আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছে। গভর্মেণ্টের ইহাদিগকে বাতুলালয়ে আবদ্ধ করা উচিত; কেন না, মহামহিম গভর্মেণ্ট যে বিষয়ে সফলকাম হন নাই এবং দেশে একটির বেশী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করিতে পারেন নাই, ইহারা সেই বিষয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের এই আন্দোলন এবং চেষ্টার যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাতে সমস্ত দেশে বিষময় ফল উপস্থিত হইবে। পরে যখন সেই মেডিক্যাল স্কুল, মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হইল, তখন ডাঃ করের কথামত উক্ত প্রবন্ধের লেখক ডাঃ ম্যাকলাউড সাহেবের নিকট, এতৎসম্বন্ধে তাঁহার বর্ত্তমান অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে চাহিলে, তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের উপাধির তালিকায় এমন কোন উপাধি নাই, যদ্দ্বারা ডাঃ করকে এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত করা যায়। ছাত্রদের সহিত তাঁহার যে সহানুভূতি ছিল, তাহা অনুকরণীয়। আমি তাঁহাকে কখন রাগিতে দেখি নাই; ২৫ বৎসর যাবৎ এক সঙ্গে কাজ করিয়া, চেষ্টা করিয়াও আমি তাঁহাকে রাগাইতে পারি নাই। তিনি আড়ম্বরের সহিত কোন কাজ করিতেন না। তাঁহার অনেক দান ছিল; সে সব দানের কথা তাঁহার অতি নিকট সহযোগীরাও জানিতে পারিতেন না। তাঁহার সমস্ত উপার্জ্জিত সম্পত্তি বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের জন্য দিয়া গিয়াছেন। এই মহাপুরুষ এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজই চিরকাল তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবে। তথাপি এ বিষয়ে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

পরে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় বলিলেন,—বড়ই আনন্দের কথা, সরস্বতীর বরপুত্রগণ ডাঃ করের স্মৃতি-রক্ষায় উদ্যোগী হইয়াছেন। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে দেশে যখন ভাল

ডাক্তার ছিল না, তখন ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় দেশবাসীর রোগ-শোকের কথা মনে করিয়া প্রথমে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন। তাঁহার একনিষ্ঠার কথা আপনারা শুনিয়াছেন। রাত্রি ১টার সময় কলেজে গিয়া, কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ কার্য্য ঠিক-মত করিতেছে কি না, তাহা তিনি দেখিতেন। ইহাকেই বলে একনিষ্ঠা। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান আপনারা নির্দ্দেশ করিবেন। তাঁহার ভৈষজ্যরত্নাবলীর ষড়্বিংশ সংস্করণ হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা ৺রাধামাধব কর "শরীর-পালনবিধি" নামে একখানি উৎকৃষ্ট পদ্য গ্রন্থ তাঁহারই উপদেশে লিখিয়াছিলেন। (এই স্থলে বক্তা উক্ত গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু পাঠ করিয়া শুনাইলেন ও বলিলেন)—ডাঃ কর মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গভাষায় চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রচার সম্বন্ধে যেন বিশেষ চেষ্টা করা হয়। আমি তাঁহার সেই শেষ কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম।

পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—ডাঃ রাধা-গোবিন্দ কর মহাশয়ের গুণ-পরিচয় প্রকাশ করিয়া বলিব, এমন সামর্থ্য আমার নাই। তাঁহার অন্যান্য গুণের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবলমাত্র সাহিত্য-পরিষদের কেন তাঁহাকে সম্মান করা উচিত, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব। বাংলা ভাষায় যাহাতে এই দেশে চিকিৎসা-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার যে ঐকান্তিক চেষ্টা এবং যত্ন দেখিয়াছি, তাহা অপূর্ব্ব। সেই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার উপর তাঁহার যে অনুরাগ দেখিয়াছি, তাহা অনন্য-সাধারণ। বাংলা ভাষা যে তাঁহার দ্বারা বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমি সাহিত্য-পরিষদের ক্ষুদ্র সেবকরূপে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সদস্য, বঙ্গভাষার প্রসিদ্ধ একনিষ্ঠ সেবক এবং বঙ্গভাষায় চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থপ্রণেতা, পরলোকগত স্বনামখ্যাত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া স্বর্গগত মহাত্মার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার আত্মীয় জনগণের এই বিয়োগ-শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া তাঁহার শোক সন্তপ্তা সহধর্ম্মিণীর নিকট সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

সভ্যগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাবটি সসম্মানে গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের স্মৃতি-সভায়, তাঁহার ছাত্ররূপে, আমি তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে দাঁড়াইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে দেশমাতৃকা যে তাঁহার একজন অকপট সেবক হারাইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি চরিত্রের মধ্য দিয়া যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ক্রোধ কেমন

জিনিষ, তাহা তিনি জানিতেন না। আমার বোধ হয়, কলেজ প্রতিষ্ঠার অতিরিক্ত পরিশ্রমেই তিনি এত শীঘ্র মারা গিয়াছেন। তাঁহার যথাসর্বস্ব এই কলেজেই তিনি দিয়া গিয়াছেন। বাংলায় তিনি অনেক বই লিখিয়াছেন। তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় ৮ বার মেটিরিয়া মেডিকার সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, পরে ডাঃ কর তাহাকে পরিমার্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি বাংলায় অনেক চিকিৎসা-বিষয়ক পরিভাষা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া বক্তা নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন,—

"পরলোকগত মহাত্মা ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি অর্পিত হউক।"

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—প্রত্যেক মহৎ কার্য্যের এক এক জন Pioneer থাকে। ডাঃ কর বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষায় মেডিক্যাল স্কুল এবং উহাকে পরে সর্ব্ববিষয়ে মাত্র বাঙ্গালী-দ্বারা পরিচালিত মেডিক্যাল কলেজে প্রতিষ্ঠিত করার Pioneer ছিলেন। এই মহৎ সম্মানের তিনি অধিকারী। বেলগাছিয়া মেডিকাল কলেজে গিয়া আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার হৃদয় গৌরবান্বিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, চালাকী দ্বারা মহৎ কার্য্য হয় না—প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়ে মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ করের নিশ্চয়ই প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্য ছিল, তাই তিনি এরূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন। ডাঃ করের দৃষ্টান্তে বাংলার প্রতি জেলায় যখন মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমার বোধ হয়, তখনই সাধারণে ডাঃ করের মহাপ্রাণতার বিষয় সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন ও তাঁহার উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।
১৮।১১।২৫

শ্রীবাণীনাথ নন্দী
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

২৬শে মাঘ ১৩২৫, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা

উপস্থিতি

(৬ষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের সদস্যগণই উপস্থিত ছিলেন)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল মহাশয়-প্রদত্ত দুইটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "ভবাংকর সংস্থান" এবং (খ) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয়-লিখিত "সমতটের পূর্ব্বে" নামক প্রবন্ধ, ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) গঙ্গানারায়ণ রায় আই এস ও, এম এ, (কলিকাতা), (খ) ডাক্তার শিবপ্রসাদ শর্ম্মা রায় এম বি, এম আর সি এস (এলাহাবাদ), (গ) রামদেব মুখোপাধ্যায় এম এ (বাঁকীপুর), (ঘ) হারাণচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল (বাঁকীপুর), (ঙ) জানকীনাথ পাঁড়ে বি এ (মুরশিদাবাদ) এবং (চ) বৈদ্যনাথ ঘোষ (কলিকাতা) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত দুইটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিতে উঠিলে ডাঃ জায় জি কর মহোদয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশের জন্য আহূত বিশেষ অধিবেশনে অধিক সময় ব্যয় হওয়ায় সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ঐ কার্য্যবিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত ব্যক্তিগণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন এবং সভায় উপস্থিত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় (যিনি পরিষদের প্রথম জীবনে সদস্য ছিলেন, কিছু কালের জন্য তাঁহাকে পরিষৎ হারাইয়াছিল), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক,—স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ, সমর্থক,—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ফারদাপুরা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদস্য—রাজা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, চাঁচল, মালদহ। শ্রীযুক্ত বলরাম মুখোপাধ্যায় বসোরা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, ৭ সি, রামমোহন সাহার লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু, সদস্য—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, এম্ বি, ৩৮ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—মৌলবী এ, খাঁ, ১৭।১ কপালীটোলা লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীনাথ নন্দী, সঃ—ঐ, সদস্য—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, এফ এস্ এস্, এফ আর ই এস্।

৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণের ও পুস্তকগুলির নাম উল্লেখ করিয়া, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপহার-দাতৃগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

Supdt. of Archaeology, His Exalted Highness The Nizam's Dominions (1) The Journal of the Hyderabad Archaeological society 1918. (2) Annual Report of the Archaeological Department of His Exalted Highness The Nizam's Dominions. 1326F., 1916-17. A. D. The Secretary, Indian Science Association. (3) Report of the Indian Association for the Cultivation of Science and Proceedings of the Science Convention for the year 1917. Supdt., Govt. Press, Madras, (4) A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Govt. Oriental Mss. Library Vol. XXIV, 1918. Director, Geological Survey of India. (5) Records of the Geological Survey, of India, Vol. XLIX, Part 3, 1918. Supdt. Govt. Printing, India, (6 Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, October 1918. Chief Officer-in-charge. Bengal Sect Book. Depot (7) Administration Report of the Excise Dept, Bengal, for the year 1917-18, (8). Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1917-18 (9) Report on the Working of Co-operative Societies in Bengal, 1917-18, (10) Annual Report of the Bengal Veternary College and of the Civil Veternary Dept, Bengal, for the year 1917-18. Secretary, to the Govt of India, Dept of Rev. and Agrl. (11) Proceedings of the 8th Conference of Registrar of Co-operative Societies. Secretary, Indian Science Association, (12) On the Mechanical Theory of the Vibrations of Bowed Strings and of Musical Instruments of the violin family with experimental verification of the Results, part I, (1918). Secretary, Bengal Publicity Board-(13) The War in September, 1918. (14) The War in December, 1918. (15) Germany and her Colonies (16) The King Emperor's Activity in War Time. Rev G. Schanzlin—(17) Bengali names of objects of Natural History (the animal kingdom)

সেক্রেটারী, বঙ্গীয় বৈশ্য বারুজীবি সভা—(১) বঙ্গীয় বৈশ্য বারুজীবি সভার ১৭শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার—(২) শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা (১ম ভাগ), (৩) শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা (২য় ভাগ)। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ—(৪) স্বামীজির সহিত হিমালয়ে, (৫) ভারতের সাধনা। সেক্রেটারী, পাব্লিসিটি বোর্ড—(৬) জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ উপনিবেশ।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্ মহাশয়-প্রদত্ত দুইটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা প্রদর্শন করিলেন ও দাতাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) রাত্রি অধিক হওয়ায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়ের "সমতটের পূর্ব্বে" নামক প্রবন্ধ সভাপতি শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রায় বাহাদুরের প্রস্তাবে পরবর্ত্তী অধিবেশনে পঠিত হইবে বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল। (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ডবাকের সংস্থান" নামক প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত ভাবে পাঠ করিলেন ও সেই প্রসঙ্গে নানা পুস্তক ও মানচিত্র হইতে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়া শুনাইলেন ও দেখাইলেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উল্লেখ করিলেন এবং জানাইলেন যে, এই মন্তব্যের বিশেষ প্রমাণাদি লেখক মহাশয় কিছুই পাঠান নাই।

সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক অধ্যাপক শ্রীযু

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত না হইলে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হইতে পারে না।

৬। শোকপ্রকাশ—(ক) গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ (কলিকাতা), (খ) ডাঃ শিবপ্রসাদ শর্ম্মা রায় (এলাহাবাদ), (গ) রামদেব মুখোপাধ্যায় (বাঁকীপুর), (ঘ) হারাণচন্দ্র মিত্র এম্ এ. বি এল্ (বাঁকীপুর), (ঙ) জানকীনাথ পাঁড়ে বি এ (মুর্শিদাবাদ), (চ) বৈদ্যনাথ ঘোষ (কলিকাতা)—উক্ত সদস্যগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল ও স্থির হইল, ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

সভাপতি মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার পর রাত্রি ৮॥০ টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত　　　　শ্রীবাণীনাথ নন্দী
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

১৭ই ফাল্গুন ১৩২৫, ১লা মার্চ ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (সভাপতি)

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল এম এ. বি এল্, শ্রীহারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার এম্ এ, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীকানাইলাল দাস বি এ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীলাড্‌লিমোহন মিত্র; শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ, শ্রীবিনোদলাল ভদ্র, শ্রীরামকমল সিংহ।

আলোচ্য বিষয়—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কর্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "গিজো (Guizot) প্রণীত সভ্যতার ইতিহাস—তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ" পাঠ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) সভ্যতার ইতিহাস নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত　　　　শ্রীবাণীনাথ নন্দী
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্মহোলৎস—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,

৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য

কয়েকখানি পরিষদ্‌গ্রন্থ—

(১) সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম—কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীতের-শাস্ত্রে এই বিপুল গ্রন্থের পরিচয় অল্পপরিসর বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত সঙ্গীতই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুবৃহৎ তিন খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৫৲, ২য় খণ্ড ১০৲, ৩য় খণ্ড ৫৲, একত্রে ৩ খণ্ডের মূল্য—২৫৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

(২) মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ প্রণীত। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞান-বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া বহুবিধ বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল কথাগুলি সাধারণের গ্রহণীয় করিবার উপায় করিয়াছেন। সেই বক্তৃতামালা আরম্ভের পূর্ব্বে প্রস্তাবনাস্বরূপ রামেন্দ্রবাবু যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই প্রবন্ধই 'মায়াপুরী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০, সদস্য পক্ষে ৵০।

(৩) কবি হেমচন্দ্র—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক আচার্য্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়-কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আদরে গৃহীত হইয়াছে। মূল্য ॥৵০।

(৪) বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় এই কাব্যখানি এত দিন ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য ছিল। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বতের দলই-লামার বাড়ীতে রক্ষিত কাষ্ঠের পাটায় খোদিত ইহার যে প্রতিলিপি আছে, তাহা হইতে এক প্রতিলিপি লইয়া আসিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তিনিই অনুবাদ করিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের বহু অতীত জন্মের অবদান বা উপাখ্যান সঙ্কলিত আছে। ৪ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ২৷৵০, সাধারণ পক্ষে ৪৵০।

(৫) কল্কিপুরাণ—কল্কিপুরাণাবলম্বনে পয়ারাদি ছন্দে ৺রামলোচন দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক রচিত প্রাচীন গ্রন্থ। বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল। দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় কে সি আই ই বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত। সদস্য পক্ষে মূল্য ॥৵০; সাধারণ পক্ষে মূল্য ১।০।

(৬) জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে জ্যোতিষের দুর্ব্বোধ্য বিষয়সমূহ অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য সাধারণ পক্ষে ১।০, সদস্য পক্ষে ১৲।

(৭) তীর্থ-মঙ্গল—কবিরাজ বিজয়রাম সেন বিশারদ প্রণীত এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত। এই গ্রন্থে নানা তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। সদস্য পক্ষে মূল্য ।৵০, সাধারণ পক্ষে ॥৶০।

(৮) দুর্গামঙ্গল—স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সম্পাদিত। চণ্ডীকাব্যের এই

উক্ত কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত

ব্রাহ্মণ্য সাধনা।

ভারতের রাজধানী দিল্লীনগরীতে আহূত ইন্দ্রপ্রস্থ ব্রাহ্মণ সভার মহাধিবেশনে সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর উক্ত সভাতে হিন্দীতে যে বক্তৃতা দান করেন, তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ "ব্রাহ্মণ্য সাধনা" নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তকের আকার ৩৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০।

হিন্দুসমাজ-মুখপত্র "হিতবাদীতে" এই পুস্তকের সুবিস্তৃত সমালোচনার উপক্রমণিকাভাগে হিতবাদী-সম্পাদক বলিতেছেন—

"গত জ্যৈষ্ঠ মাসে দিল্লীতে এক ব্রাহ্মণ সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর। তিনি সভায় কয়েকটী কাজের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজাবাহাদুর চিন্তাশীল, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, আচারবান্। ব্রাহ্মণসভা উপযুক্ত সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ফল ভগবানের হাতে।"

(হিতবাদী)।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের মুখপত্র "ব্রাহ্মণ সমাজ" হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ব্রাহ্মণ্য সাধনা কি ভাবে করিতে হয় বর্ত্তমান অবস্থিত সমাজে তাহার অনুকল্পই বা কি, সে সাধনার সাধ্য কি, তাহার পরিণতিই বা কোথায় ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় দূরদৃষ্টির অভিব্যক্তি এই পুস্তিকার প্রায় প্রত্যেক পংক্তিতে লক্ষিত হয়।"

ব্রাহ্মণ্য স—

বাঁকিপুরে বিহার প্রাদেশিক ব্রাহ্মণ… ধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশি… রায়বাহাদুর হিন্দীতে যে অভিভাষণ করি… "ব্রাহ্মণ্য সম্পদ" নামে তাহারই বাঙ্গ… বাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুস্তকের আকার ২৮ পৃষ্ঠা, মূল…

"এই সুচিন্তিত উপদেশের শেষা… খিত হইয়াছে— * * … দল ও গণ্ডী মাহাত্ম্যে অন্ধ ও আত্ম… এইরূপ লোক জগতে অতি বিরল… রাজাবাহাদুরের জীবন অন্য প্রকার।… কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানেন না। তাঁহার লেখা আমরা বিশেষ মনোযো… করিয়া থাকি। এই পুস্তক খানিতে… সুন্দর সুন্দর কথা লিপিবদ্ধ হই… সুখী হইলাম।" (নব্যভ…

"উভয় বক্তৃতারই এক উদ্দেশ্য… প্রাধান্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও তাহা র… চেষ্টা। ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা… পারা যায় না, তদ্বিপরীতে ইহা প্রশংসনী… কারণ নিজ শ্রেণী বা জাতি কর্ম্ম দো… উৎকর্ষ রক্ষা করিতে না পারিয়া ক্রমে… যাইয়া পড়িলে তাহাকে পুনরায় পূর্ব্ব… পূর্ব্ব গৌরবে আনিতে চেষ্টা করা স্বজাতি… কাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রা… শেখরেশ্বর ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন মা… মানুষ এবং সেই কার্য্য তিনি করিতে… হইয়াছেন। ইহাতে তিনি কেবল… কেন, সর্ব্ব সাধারণের প্রশংসা-ভাজন।

বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জে আহুত হইলে, শ্রীযুক্ত রাজা শশি শেখরেশ্বর রায়বাহাদুর উক্ত মহাসভার সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিয়া বাঙ্গলা ভাষাতে যে অভিভাষণ করেন, তাহারই স্থূল মর্ম্ম এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পুস্তকের আকার ১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য /০।

উপদেশ।

কাশী সাঙ্গ বেদ বিদ্যালয়, মহাকালী পাঠশালা, এংগ্লো বেঙ্গলী স্কুল প্রভৃতির বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য উপলক্ষে সভাপতি ভাবে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া সময়ে সময়ে হিন্দী এবং বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে।

পুস্তকের আকার ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০।

হিন্দুসমাজের বিরাট মূর্ত্তি-সন্দর্শন।

"এই পুস্তকে হিন্দু সমাজের অবস্থা অতি সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। হিন্দু মাত্রেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে সমাজের নিগূঢ় রহস্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন। রাজা শশিশেখরেশ্বর এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে গভীর জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।" ("বিকাশ।")

সুচিন্তিত প্রবন্ধ। যিনি পড়িবেন, তিনিই উপকৃত হইবেন।" (নব্যভারত।)

কৃষকের ছবি।

আকার ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০।

"The first-named, Krishakayr Chhabi is a collection of short poems on the different phases of a Bengal peasant's life from its contact with this mundane world to its separation therefrom. Its author, Raja Sasisekhareswar Rai, is well-known as a Zamindar who has "the good of the rayets always at heart; and as he is in touch with all that move their little hearts, it is no wonder that these lines of harmony will awaken in their readers the full ring of the chords of sympathy." (The Amrita-Bazar Patrika.)

৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে সময় এদেশে গো-রক্ষা-আন্দোলনের সূত্রপাত, সেই সময় এই পুস্তিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

আকার ২৪ পৃষ্ঠা, বিনামূল্যে বিতরিত।

"ইহাতে গোজাতির ও গোদুগ্ধের উপকারিতা, ও গোমাংসের অপকারিতা বচন প্রমাণ দিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। কি উপায়ে গোহত্যা নিবারণ করা যায়, তাহারও পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক সমাজের মঙ্গলপ্রদ সন্দেহ নাই" (প্রতিকার।)

"এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকখানি পাঠে গ্রন্থকারের অসহ্য হৃদয় বেদনার ও উদারচিত্ততার পরাকাষ্ঠা দেখিলাম। * * গ্রন্থখানি পাঠে আমরা এতদূর প্রীত হইয়াছি যে আমাদের পত্রিকার কলেবর ক্ষুদ্র না হইলে গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতাম। আমার স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাগণকে পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।"

(মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি।)

"ভাই ভারতবাসী, একটিবার এই পুস্তকখানা পাঠ করিয়া দেখ। এর মধ্যে কি রহিয়াছে। আমাদের বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই, তবে এইমাত্র বলিতেছি, পুস্তকখানার শেষ অংশগুলি পড়িয়া বাস্তব আমরা চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারি নাই।" (চচুড়াগেজেট।)

"যেমন আমাদের দেশ, পুস্তকখানি তদুপযোগীই হইয়াছে। সরল প্রাণ—অল্প শিক্ষিতেরাও বুঝিতে পারিবে। বাস্তবিক এ পুস্তকখানি ভারতে যথার্থ নূতন। এবং দেশের প্রকৃত অভাব মোচনে উপযোগী। প্রতি গৃহে ইহার একখণ্ড থাকা উচিত।" (সোমপ্রকাশ)

ব্রাহ্মণের দুর্গতি ও তাহার প্রতিকার-উপায়।

আকার ২৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ৶০।

সমাজ-গঠন।

আকার ২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য /০।

দেশী ও বিলাতী
আচার-ব্যবহার।

তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ, মূল্য ॥০।

"এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা আসিয়া এ দেশে যেরূপ সমাজ-বিপ্লব ঘটাইতেছে, তাহা অতিশয় শোচনীয়। যাঁহারা বিজ্ঞ, তাঁহারা ব্যথিত হৃদয়ে ইহার আলোচনা করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের "দেশী ও বিলাতী আচার-ব্যবহার" এই শিরস্ক প্রস্তাবটী তাহার জীবন্ত প্রমাণ। লেখক স্বদেশ ও বিদেশের বাসরীতি, ভোজন, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি যে সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া যেরূপে এ দেশের আবহমানকাল প্রচলিত প্রথা সমর্থন করিয়াছেন, তাহা এ দেশীয় ইংরাজী শিক্ষিত স্ত্রী পুরুষদিগের জ্ঞানাঞ্জনশলাকার কাজ করিবে. এই আশয়ে আমরা ঐ সুদীর্ঘ প্রস্তাবটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যাহারা এখন ইংরাজদের দৃষ্টান্তে বাস, ভোজন একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার উচ্ছেদ সাধন ও স্ত্রী স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতেছেন, তাঁহারা যে ইংরাজী সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এই প্রস্তাবটী পাঠ করিলে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক এই লোকদিগের গলা এই জ্ঞানাঞ্জনশলাকার [illegible] করিয়া [illegible] সমাজের বাস্তবিক একটি মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন, এজন্য তাহাকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি।" [প্রবাসিনী পত্রিকা।]

"Under the above name has been reprinted, with certain additions, an article, which was contributed a few years ago to the pages of "Baishayika Tattwa" by Raja Sasisekhareswar Roy of Tahirpore. In this paper the relative advantages and disadvantages of the social and domestic economy of the European and Indian nation have been discussed and the objections to adopting European manners in this country have been pointed out with reference to the social, financial, climatic and hygeinic condition of India. The writer's arguments are not based on a sentimental love for all that is Indian but on a thorough sifting of medical and other evidence which he has brought to bear on the subject. The Rajah's points are thoroughly practical and he has always adduced reliable facts and figures to support his contentions. The pamphlet is full of solid instructions, and we gladly await the publication of its subsequent parts."

(The Indian Mirror.)

শোণিতাঞ্জলি।

আকার ৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০।

"বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে রণক্ষেত্রের অবস্থা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাজা স্বধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাহিত্য জগতে সুপরিচিত; তাঁহার লেখা গুলি মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।" (কাশীপুর নিবাসী)

"যুদ্ধের স্থিতিকালে তাহার ফল ও সমাজের অবস্থা বর্ণনার জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধাবসানে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং কিছু অসাময়িক হইয়াছে। তথাপি ইহাতে জানিবার অনেক বিষয় আছে। * *

হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্র হইতে লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেকালে এখনকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যুদ্ধের নিয়মাবলী ও বহুগুণ অধিক মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যমান ছিল। লেখক বলেন জগতের সমুদয় সৃষ্টিতে আবহমান কাল যুদ্ধ চলিতেছে ও চলিবে। তবে মানব সমাজে যুগে যুগে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সত্য যুগে নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল দেশ ও সমাজ রক্ষার জন্য ধর্ম্মের উপর যুদ্ধ অবস্থিত ছিল; ক্রমে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া এক্ষণে কলিযুগে স্বার্থপূর্ণ অধর্ম্ম-যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার বিস্তৃত অধ্যয়ন ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার পুস্তক পাঠে আমরা প্রীত হইয়াছি।" (সময়)

"उक्त राजा साहब ने जर्मन, फ्रांस और अंगरेज-युद्ध के विषय में बहुत कुछ अनुसंधान करके अनेक भाव दिखाये हैं। आजकल जर्मन, फ्रांस और अमेरिका आदि देशों ने जो नये २ अस्त्र शस्त्र प्रचार किये हैं जैसे वायुयान, सबमेरीन (जलके भीतर चलने वाली नौकायें) इत्यादि उक्त राजा साहब ने पुराणके श्लोकों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि ये सब पूर्वकाल में हमारे ही देश में विद्यमान् थे।

राजासाहब ने भविष्य पुराण के श्लोकों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि कलिकाल में शूद्र जाति का उदय होगा और वैश्य तथा क्षत्रियों का ह्रास हो जायगा सो इस युद्ध का परिणाम यही देखने में आ रहा है। अङ्गरेज और अमेरिकन वैश्यशक्ति और जर्मन क्षत्रो-शक्ति गिने जाते हैं सो इनका परिहास और शूद्र-शक्ति (लेबरल क्लास) का उदय होगा ऐसा उक्त पुस्तक के ८२ वें पृष्ठमें लिखा हुआ है। सारांश यह कि उक्त पुस्तक अमूल्य है और बहुला, पढ़ने वाले पाठकों को चार आने खर्च कर त्रिशूल आफ़िस से अवश्य मँगा लेना चाहिये। यदि उक्त पुस्तक का राजा साहब हिन्दी-संस्करण करा दें तो हिन्दी-पाठकों को भी इससे बहुत कुछ लाभ पहुंचेगा।"

(भारतजीवन।)

মহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশ সমিতি প্রেস, কাশী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সমতটের পূর্ব্বে*

(শ্রীহট্ট-কাছাড় অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে লিখিত)

চীনদেশীয় পরিব্রাজক যুয়নচুয়াং ভারত-ভ্রমণে আসিয়া নানা দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক সমতট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সমতটের পূর্ব্ব দিকে তিনি যান নাই। না গেলেও সমতটে অবস্থান-সময়ে তৎপূর্ব্বদিকে ছয়টি প্রদেশের নাম তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল; তিনি যথাক্রমে সেই-গুলির নাম ও দিক্ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ;—

১। শিহ্-লি-চ-ট-লো—সমতটের উত্তর-পূর্ব্বে, পর্ব্বত-মধ্যে, সমুদ্র-পার্শ্বে।

২। ক-মো-লং-ক—শিহ্-লি-চ-টলের দক্ষিণ-পূর্ব্বে সমুদ্রের শাখার উপরে।

৩। তো-লো-পো-তি—কমোলঙ্কের পূর্ব্বে।

৪। ই-শং-ন-পু-লো—তো-লো-পোতির পূর্ব্বে।

৫। মো-হ-চন্-পো—ই-শং-ন-পুলোর পূর্ব্বে।

৬। ইয়েন্-মো-ন-চৌ—মো-হ-চন্-পোর দক্ষিণ-পশ্চিমে।

এই সকল দেশ কোথায়, ইহা লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিক মহোদয়গণ বহু গবেষণা করিয়াছেন এবং নানা মত প্রচার করিয়াছেন। এই বিষয়ের আলোচনা করাই† এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যুয়ন্‌চুয়াংএর ভারত-ভ্রমণ-বিবরণের যত সটীক অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বর্গীয় টমাস্ ওয়াটার্স কৃত অনুবাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-তত্ত্ববিৎ ডাঃ রীস্ ডেভিড্‌স্ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে ওয়াটার্স্ সাহেবের উক্ত অনুবাদ প্রকাশ উপলক্ষে লিখিয়াছেন ;—

"As Mr. Watters probably knew more about Chinese Buddhist Literature than any other European scholar and had at the same time a very

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† প্রবন্ধান্তরে (শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস সমালোচনা, ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩২২) প্রসঙ্গক্রমে এতদ্বিষয়ে সামান্য আলোচনা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এই গুরুতর ব্যাপারের বিস্তারিত আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক, তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

fair knowledge* both of Pali and Sanskrit, he was the very person most qualified to correct those mistakes (made by Mr. Beal) and to write an authentic work on the interpretation of Yuan Chwang's most interesting and valuable records."*

বিশেষতঃ ওয়াটার্স্ সাহেবের ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্ট-ভাগে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলন-কারিগণের অগ্রণী, সুপ্রসিদ্ধ ভিন্‌সেণ্ট্ এ. স্মিথ সাহেব কতিপয় মূল্যবান্ টীকা সংযোজিত করিয়া ইহার সারবত্তা আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমান প্রবন্ধে ওয়াটার্স্ সাহেবের গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়াই মদীয় বক্তব্য লিখিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ সমতটের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে। চীন পর্য্যটক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ৯০০লি (৫লি=১ মাইল) পূর্ব্বদিকে গিয়া, করতোয়া পার হইয়া, কামরূপ রাজ্যে উপস্থিত হন এবং কামরূপ হইতে দক্ষিণে ১২০০ কি ১৩০০ লি চলিয়া সমতটে পৌছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, তখন করতোয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগ কামরূপের অন্তর্গত ছিল। অতএব ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি লইয়া বর্ত্তমান ঢাকা-বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ ও সুন্দরবন লইয়া 'সমতট' রাজ্য অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট এ. স্মিথ্ সাহেব তদীয় টীকার সঙ্গে ওয়াটার্স সাহেবের গ্রন্থের পরিশিষ্ট-ভাগে যে একটি মানচিত্রে চীন পর্য্যটকের ভারত-ভ্রমণের প্রদেশ-গুলি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সমতট বোধ হয়, বিশুদ্ধ ভাবেই দেখান হইয়াছে। এই সমতট হইতে যুয়ন্-চুয়াং ফিরিয়া পশ্চিম অভিমুখে ৯০০ লি গিয়া, তান্-মো-লিহ্-তি বা তাম্রলিপ্তি (বর্ত্তমান তমলুক) প্রাপ্ত হন, তাহাতেও সমতটের অবস্থান প্রাগুক্তানুরূপ বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

এখন সমতটের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে "শিহ্-লি-চ-ট-লো" রাজ্যটি কি, তাহা সর্ব্বাদৌ বিবেচ্য। বিশুদ্ধ সংস্কৃতে ইহা পরিবর্ত্তিত করিলে "শ্রীক্ষত্র" দাঁড়ায়। এতৎসম্বন্ধে আমরা অন্যত্র বলিয়াছি ;—

In fact what the people whom Yuan Chwang consulted said was "Srihatta" which the pilgrim heard as 'Srikshatra' and reproduced in his defective Chinese tongue as 'Shihli Chatalo'†

অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত দেশটির নাম লোকে বলিয়াছিল "শ্রীহট্ট",—পর্য্যটকের কাণে তাহা "শ্রীক্ষত্র"রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল; তাহাই বিকৃত চীন-ভাষায় শিহ্‌লি-চ-ট-লো হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বাঞ্চলে—সমতট ইত্যাদিতে উচ্চারণের যে একটা বিশেষত্ব ছিল, তাহার চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান। অধুনা অসমীয়া ভাষায় পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন উচ্চারণের ধারার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। "স"-কারের "হ"

* Preface to Watter's Yuan Chwang Vol i.

† Epigraphia Indica, Vol XII, P. 67.

উচ্চারণ তন্মধ্যে একটি ; এবং "হ"-কারের উচ্চারণ অনেকটা "খ"এর মতই শুনায়। ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে চৈনিক পরিব্রাজকেরও সেই ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। এই শ্রীক্ষত্র বা শ্রীক্ষেত্রকে কেহ কেহ ব্রহ্মদেশের "থারেখেত্তর" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং "বাঙ্গালার ইতিহাস"-লেখক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত অবলম্বন করিয়া ইহা "বর্ত্তমান প্রোম" বলিয়াছেন।* কিন্তু যাঁহারা "থারেখেত্তর"কে (শ্রীক্ষত্র) যুয়ন্-চুয়াংএর 'শিহ্লি-চ-ট-লো' মনে করেন, তাঁহারা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। জেনারেল ফেয়ার-প্রণীত "হিস্‌টরি অব্ বর্ম্মা" (ব্রহ্মদেশের ইতিহাস) গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 'থারেখেত্তর' রাজ্য ৯৫ খৃষ্টাব্দে অন্তর্বিগ্রহে বিধ্বস্ত হইয়া যায়।† তাহা হইলে ইহার প্রায় পাঁচ শতাব্দী পরে য়ুয়ন্-চুয়াং আসিয়া ঐ রাজ্যের সংবাদ কিরূপে পাইলেন, অথবা কি জন্য ইহা উল্লেখ-যোগ্য মনে করিলেন, বুঝা গেল না। তাঁহারা আরও একটি কথা ভুলিয়া যান যে, শিহ্লি-চ-ট-লো রাজ্যটি (near the sea) সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত বলিয়া য়ুয়ন্‌চুয়াং বলিয়াছেন। থারেখেত্তর (বা প্রোম) এবং সমুদ্রের মধ্যে অনেক ব্যবধান এবং সমুদ্র হইতে প্রোম যাইতে হইলে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হয়। ফলতঃ শিহ্লি-চ-ট-লো বা "শ্রীক্ষত্র" শ্রীহট্টই বটে—"থারেখেত্তর" নহে।‡

এই শিহ্-লি-চ-ট-লোর অপর এক দাবিদার সম্প্রতি হাজির হইয়াছেন। চট্টগ্রামের কোনও কোনও দেশবৎসল ব্যক্তি জেলাটির প্রাচীনত্ব সূচনার্থ ইহাকেই চীন পর্য্যটকের কথিত দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং বলেন যে, "শিহ্-লি-চ-ট-লো" "শ্রীচট্টল" নামের চীন সংস্করণ। আপাততঃ ইহা বেশ সমীচীন দেখায় বটে ; বোধ হয় যেন, ইহাই সুসঙ্গত সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে কয়েকটি গুরুতর আপত্তির কারণ পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ "চট্টল" শব্দটি আধুনিক কোনও কোনও তন্ত্রে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা চাটিগ্রাম শব্দের সংস্কৃতীকরণ বলিয়াই বোধ হয়। "চট্টগ্রামের বিবরণী" নামক

* বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ, ৯৫ পৃঃ।

† Vide General Phayre's History of Burma P. 18.

‡ "থারে-খেত্তর" শ্রীক্ষেত্র কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। তৎসম্বন্ধে জেনারেল ফেয়ার বলেন,—

"Thare Khattara is interpreted by Lassan as representing "Srikshetra", the field of fortune. 'Khattara' is also the Burmanized form of 'Kshatriya' and the name has been interpreted as referring to the race from which the kings of Burma claim to have descended." P. 11 (foot-note) History of Burma.

আবার শ্রীহট্টের নামও 'শ্রীক্ষেত্র'রূপে তন্ত্রাদিতে উল্লেখ থাকা বিচিত্র নহে। কেন না, শ্রীহট্টের মহাপীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী—তাঁহারই নামে ইহা 'শ্রী' অর্থাৎ লক্ষ্মীর "হট্ট" বলিয়া পরিচিত। সেই কারণে ইহা শ্রীর ক্ষেত্র অর্থাৎ স্থান বলিয়া উল্লেখিত হওয়াও অসম্ভাবিত নহে। "শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ" এই শ্লোকাংশ তন্ত্রান্তরে নাকি "শ্রীক্ষেত্রে হাটকেশ্বরঃ" এইরূপ আছে। তাহা হইলে "শ্রীহট্ট" ও "শ্রীক্ষেত্র" একার্থবাচক বলিয়াই প্রতীত হইবে।

ক্রমশঃ-প্রকাশিত একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পাঠে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতেও ঐ দেশ 'চাটিগাঁ' বলিয়াই বৌদ্ধ-জগতে খ্যাত ছিল; এ কথা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতত্ত্বাভিজ্ঞ চট্টগ্রামবাসী রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই বলিয়াছেন।* খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চট্টল বা চট্টগ্রাম নামক কোনও রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, এমন কথা চট্টগ্রামের বিবরণীতে পাওয়া যায় না।† সম্ভবতঃ ইহা তখন 'মগ'দের অধীন ছিল। তারপর যদিও তর্কস্থলে বলা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতেও "চট্টল" নামেই ইহা স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিচিত ছিল, তথাপি "শ্রীচট্টল" এই নামের "শ্রী" কিরূপে আসিয়া চট্টলের মাথায় বসিল? এটা নামের অংশ না হইলে চীন পরিব্রাজক এত কষ্ট করিয়া ইহা লিখিতেন না এবং তৎপশ্চাদাগত ইচিংও তাহা অব্যাহত রাখিতেন না। ফল কথা, "শিহ্-লি-চ-ট-লো" "শ্রীচট্টল" নহে, "শ্রীহট্ট"ই বটে।

ওয়াটার্স স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সমতটের উত্তর-পূর্ব্বভাগে শিহ্-লি-চ-ট-লোর অবস্থান; 'খারেখেত্তর' (বা চট্টল) হইতে হইলে "দক্ষিণ-পূর্ব্বে" হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়াও তিনি পাঠ "উত্তর-পূর্ব্ব"ই পাইয়াছেন। তাই তিনি ইহা "ত্রিপুরা জেলা" অনুমান করিয়াছেন এবং তাঁহার টীকা-লেখক ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট এ. স্মিথ সাহেবও ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা নিকটে গিয়াছেন মাত্র, ঠিক্ স্থানে পৌঁছিতে পারেন নাই। তবে ত্রিপুরা জেলার এক বিশিষ্ট অংশ (সরাইল পরগণা) সে দিনও শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার শ্রীহট্টের মধ্যে যে মহাল 'সতর খণ্ডল' (সরাইল) সপ্তদশ শতাব্দীতেও ছিল, তাহা আইন আকবরি হইতেই প্রমাণিত হয়।

এখন শিহ্-লি-চ-ট-লো ত শ্রীহট্ট হইল,—য়ুয়ন্-চুয়াঙের বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া একবার দেখা উচিত। ইহা সমতটের পূর্ব্বোত্তরে, পর্ব্বতের মধ্যেও বটে; কেন না, ইহার প্রায় তিন দিকেই পর্ব্বত—খাসিয়া, জয়ন্তীয়া শ্রেণী হইতে ডান দিকে ঘুরিয়া, দক্ষিণ দিকে রঘুনন্দন পাহাড় পর্য্যন্ত একটা পর্ব্বতের বেষ্টনী শ্রীহট্টের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ ঘেরিয়া চলিয়াছে। ইহা সমুদ্রের পার্শ্বে (near the sea) প্রমাণিত করা আবশ্যক।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, ভাটেরায় দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়; তাহা এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে‡ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাঠ করেন। শাসন-প্রদত্ত ভূমি যে শ্রীহট্ট-প্রদেশেরই, তাহা শাসনে "শ্রীহট্টনাথ" শিবের উল্লেখেই বুঝা গিয়াছে। তাহার একটিতে

* চট্টগ্রামের বিবরণী, ভৌগোলিক ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৬ পৃষ্ঠা।

† এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীহট্ট এত প্রাচীন কি না? তদুত্তরে যাহা বক্তব্য, তাহা ইতঃপূর্ব্বে ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন সমালোচনা স্থলে বলিয়াছি—ইপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১২শ খণ্ড, ১৩ সংখ্যক প্রবন্ধ (৬৭পৃঃ), অথবা বিজয়া, আষাঢ়, ১৩২০, অথবা রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৯ দ্রষ্টব্য। তদুপলক্ষে প্রমাণিত করিয়াছি যে, 'শ্রীহট্ট' তখনও স্বনামখ্যাত জনপদরূপে বিরাজমান ছিল।

‡ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, No. VIII. August 1880.

জায়গাবিশেষের পরিচয়ে "সাগরপশ্চিমে"* শব্দটি রহিয়াছে এবং অপরটিতে† "নৌবাটক" শব্দের বারম্বার উল্লেখ আছে। ডাঃ মিত্র তাহার অর্থ করিয়াছেন, "war boat"।

এই শাসনগুলি খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর বলিয়া লিপি দ্বারা অনুমিত হয়, যদিও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলিয়াছেন। যাহাই হউক, ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের স্থানবিশেষের নিকটে সাগর ছিল এবং নৌবল পরিরক্ষিত হইত, ইহার স্পষ্ট নিদর্শন এই শাসনদ্বয় হইতে পাওয়া যাইতেছে।

এই সাগর মহাসমুদ্রের অংশবিশেষ না হইতেও পারে; কিন্তু এ কালেও শ্রীহট্টের মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে হাওর সংজ্ঞক যে সকল বিশাল হ্রদ বিদ্যমান আছে, প্রবল বর্ষাকালে, বিশেষতঃ যে বৎসর হঠাৎ জলপ্লাবন হইয়া শস্যাদি নষ্ট হইয়া যায়, সেই বৎসরে, ইহাদের আকৃতি দেখিলে, চৈনিক পরিব্রাজকের কথা যে ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে।‡ বর্ত্তমান কালে, দেড় শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, যখন (১৭৭৮ খৃঃ) মিঃ লিণ্ডসে শ্রীহট্টের গবর্ণর হইয়া বর্ষাকালে ঢাকা হইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন,—

I shall not be disbelieved when I say that in pointing my boat towards Sylhet, I had recourse to my compass, the same as at sea, and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent ¶

প্রতি বৎসরে বর্ষার পলি পড়িয়া অনেক নিম্ন স্থান উচ্চ হইতেছে। আমরা বাল্যকালে, মাত্র ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে, যে সকল প্রান্তর অতল-স্পর্শ দেখিয়াছি, তাহা আজ শস্যক্ষেত্রে

* প্রথম শাসন, ৩৮শ পংক্তি।

† দ্বিতীয় শাসন (১) ১৩-১৪ পংক্তি—

নিঃসীমনৌবাটকপত্তিরাজিপ্রভিন্নদন্তাবলসৈন্যসম্পৎ।
স রাজরাজঃ কুমুদাবদাতৈর্যশোভিরুর্ব্বীং বিমলীচকার ॥

(২) ২১-২২ পংক্তি,—

যদীয়নৌবাটককেলিপাতঘাতোচ্ছলদ্বারিভিরপ্রয়াসৈঃ।
রথ্যান্তরস্যৈরভিসম্পতদ্ভিঃ সন্তাপশান্তিঃ সুতরামলম্ভি ॥

‡ এক দিন যে সমগ্র শ্রীহট্ট সমুদ্রপ্লাবিত ছিল, তদ্বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন,—The conformation of some of the sandy hillocks and the presence of marine shells at the foot of the hills along the northern boundary indicate that the sea flowed at the base of the hills at a (geologically speaking) comparatively recent period. (Statistical Accounts of Assam. Vol. II, p. 263)।

¶ Extracts from "The Lives of the Lindsay's Appendix to Hunter's Statistical Accounts of Assam. Vol. II. P. 346.

পরিণত হইয়াছে। তাই তের শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টরাজ্য চীন পরিব্রাজকের নিকট সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ দেখা যায় না।*

অতএব দেখা গেল যে, শিহ্-লি-চ-ট-লো যে শ্রীহট্ট, তাহা চীন পর্য্যটকের উচ্চারিত নাম-সাদৃশ্যে, তথা তৎকথিত লক্ষণাদিতে, স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। প্রথমটির সংস্থান সম্বন্ধে যদি আমরা স্থিরনিশ্চয় হইতে পারি, তবেই অন্য পাঁচটির সংস্থান-বিষয় আলোচনা করার সুবিধা হয়। তাই শিহ্-লি-চ-ট-লো লইয়া এত বিতর্ক করিতে হইয়াছে।†

২। অতঃপর শিহ্-লি-চ-ট-লো-র দক্ষিণ-পূর্ব্বে "ক-মোলংক"; — ইহা সমুদ্রের এক কাঁড়ির উপর অবস্থিত বলিয়া কথিত।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মিঃ ওয়াটার্স্ (এবং মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ্) শিহ্-লি-চ-ট-লোকে ত্রিপুরা অঞ্চলে আনিয়াছেন; কিন্তু কমোলংক সম্বন্ধে পূর্ব্বতন সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখিয়া লিখিয়াছেন,—"It is said to be Pegu and the Delta of the Irawadi," অর্থাৎ ইহা পেগু এবং ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপ। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্! য়ুয়ন্চুয়াং পর পর রাজ্যগুলির নাম লিখিয়া গিয়াছেন—'ক-মো-লংক' শিহ্-লি-চ-ট-লোর অব্যবহিত দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা শিহ্-লি-চ-ট-লোকে "প্রোম্" বলেন, তাঁহারা অবশ্যই ক-মো-লংককে পেগু বলিতে পারেন,—কিন্তু শিহ্-লি-চ-ট-লোর বেলায় ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া, ক-মো-লংক

* য়ুয়ন্চুয়াং যে কোন্ সময়ে সমতট পরিদর্শনপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, ঠিক্ জানা যায় না। অন্তত আমরা এইটুকু অনুমান করিয়া নিতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি বর্ষাকালে সমতট হইতে উত্তর-পূর্ব্বভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অপার জলরাশি দর্শনে তদন্তপার্শ্বস্থ জনপদ পরিভ্রমণে হতাশ হইয়াই প্রত্যাবর্ত্তনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ফলতঃ বর্ষাকাল ভ্রমণোপযোগী সময়ও নহে; বিশেষতঃ বৌদ্ধ পর্য্যটকগণ মঠাশ্রয়ে বর্ষাকাল যাপন করিতেন। (Vide Watters' Yuan Chwang Vol. I, P 145)

† এ স্থলে অপর চীন পরিব্রাজক ইচিংএর উক্তি উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিতেছি। য়ুয়ান্চুয়াঙের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ইচিং ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি নলন্দা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ৫০০ যোজন চলিয়া পূর্ব্বসীমান্ত প্রদেশে যান। ঐ প্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত বৃহৎ কৃষ্ণ (Great Black) পর্ব্বতকে তুবন,(অর্থাৎ তিব্বত) দেশের দক্ষিণ সীমা বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বত চীনদেশের স্চুয়ান (Szuchuan) প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় এক মাসের পথ ব্যবহিত বলিয়া তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে সাগর-তীরের সন্নিকটে "শ্রীক্ষত্র" নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন [Vide P 9. of Dr. Tokakasu Itsing]। ইহা যে 'শ্রীহট্ট', তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। "বৃহৎ কৃষ্ণ" পর্ব্বত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-সীমাস্থিত ভোটানের পাহাড় বলিয়াই স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে এবং তথা হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়া, আসাম ও খাসিয়া পাহাড় পার হইয়া, তদানীং সমুদ্র বলিয়া প্রতীত অম্বুরাশির প্রান্তবর্ত্তী শ্রীহট্ট রাজ্যেই তিনি পৌঁছিয়াছিলেন। ইচিং অবশ্যই তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পরিব্রাজক য়ুয়ন্চুয়াঙের ভ্রমণবিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন এবং বোধ হয়, তিনি শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে যাইতে পারেন নাই বলিয়াই ইচিং ঐ অঞ্চলে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া, বরাবর সমতট দিয়া গেলে "সমুদ্র" পথে পড়িবে, এই আশঙ্কায় ভোটান পাহাড় ইত্যাদি দীর্ঘ ও দুর্গমতম পথ ঘুরিয়া শ্রীহট্ট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্থলে সাবেক রায় বহাল রাখা নিতান্তই অনুচিত এবং এটা তথ্যান্বেষীর পক্ষে দোষাবহ। ফলতঃ 'কমোলংক' পেগু নহে, শ্রীহট্টের সংলগ্ন "কমলাঙ্ক", বর্ত্তমানে কোমিল্লায় যাহা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই জনপদের অপর নামও ছিল—"কর্ম্মান্ত" ;* বোধ হয়, ইহা কমলাঙ্কেরই দ্বিতীয় নাম —যেমন 'ওড্র' ও 'উৎকল'। যাহা হউক, কমলাঙ্কের নাম অধুনা প্রামাণিক গ্রন্থবিশেষে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং এই কমলাঙ্ক যে এতদঞ্চলেরই নাম, তাহাও তদ্দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। পশ্চাৎ এই রাজ্য ত্রিপুরার অধীন হইয়া উহার সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল।†

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত কবি ভবানীদাসের "ময়নামতীর গানে" নিম্নলিখিত দুইটি পংক্তি আছে,—

"বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৈরর (গৌড়র) সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি যাবেক কামলাক নগড়॥"—(৬পৃঃ, ১স্তম্ভ)

এই "কামলাক" যে "কমলাঙ্ক", তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।‡ গৈর বা গৌড় অনতিদূরবর্ত্তী শ্রীহট্টের তৎকালীন নামান্তর ; বিখ্যাত শাহ জালাল কর্তৃক ঐ রাজ্যের ধ্বংস-সাধন হইয়াছিল।

এই ময়নামতীর নামে কোমিল্লা সহরের পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী "লালমাই" পাঁহাড়ের নাম আজিও "ময়নামতীর পাহাড়" বলিয়া সংজ্ঞিত হইতেছে। ময়নামতী এই অঞ্চলেই লীলা-খেলা করিয়া গিয়াছেন এবং তদীয় উক্তিতে যে কমলাঙ্কের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা পেগু হওয়া অসম্ভব।¶ বরং যাহা 'কর্ম্মান্ত' বলিয়া অষ্টম শতাব্দীতে§ পরিচিত হইয়াছিল এবং যাহা

---

* "পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ" শীর্ষক প্রবন্ধ (শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী-লিখিত) দ্রষ্টব্য—প্রতিভা, ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র, ১৩২০)।

† কমলাঙ্কের কিয়দংশ পালরাজগণের সময় সমতটের সামিল হওয়ার প্রমাণও পাওয়া যায়। ত্রিপুরার অন্তর্গত বাঘাউড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত লিপিতে সমতটের রাজা প্রথম মহীপালদেবের নাম লিখিত রহিয়াছে। Vide Plate X facing P. 18 of Vol. XI, No 1. 1915. J. A. S. Bengal.

‡ ওয়াটার্স্ ও বীল উভয়েই "কমোলাংক"কে "কামলঙ্কা" বলিয়াছেন; "কাম্লাক" এই অপভ্রংশোক্ত "কামলঙ্কা"ই প্রকৃত নাম বলিয়া অধিকতর সম্ভাব্য হইলেও 'কমলাঙ্ক' নামটি শোভনতর এবং বাঙ্গালী লেখকবর্গ (এমন কি, 'পেগু'বাদীরাও) একবাক্যে 'কমলাঙ্ক' নামটিই গ্রহণ করিয়াছেন—এই প্রবন্ধেও তাহাই গৃহীত হইল।

¶ ব্রহ্মদেশের ইতিহাস পড়িলে কুত্রাপি কমলাঙ্ক নামে কোনও নগর বা জনপদ ছিল, এমন কিছু পাওয়া যায় না। অবশ্য কল্পনাবলে এতাদৃশ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যে স্থানটিকে কমলাঙ্ক (বা কামলঙ্কা) বলিয়া ধরা হয়, সেই রাজ্যের প্রাচীন নাম ছিল সুবর্ণভূমি এবং রাজধানীর নাম ছিল হংসবতী। (Vide Phayre's History of Burma. P. 19 & P. 290) চীন পরিব্রাজকের এই অঞ্চলের উল্লেখ অভিপ্রেত হইলে, তিনি ঐ সকল নামই বলিতেন।

§ ইতঃপূর্ব্বে পাদটীকায় "পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ" শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে—তাহাতে যে তাম্রশাসনদ্বয়ের কথা আছে, ঐগুলি নাকি অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া লিপিবিচারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রাচীনতম

বর্ত্তমানে "কোমিল্লায়" পরিণত হইয়াছে—"কমলাঙ্ক" তাহাই বটে। ত্রিপুরার ইতিহাস-লেখক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় নিঃসন্দেহে কোমিল্লা অঞ্চলকেই কমলাঙ্ক বলিয়া গিয়াছেন; বাঙ্গালার প্রথম মৌলিক গবেষণামূলক ইতিহাস-লেখক ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও তাহাই বলিয়াছেন, যদিও ইঁহারা কেহই যুক্তি-তর্ক দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন করেন নাই। যাহা হউক, কমলাঙ্ক সম্বন্ধে সমধিক আলোচনা বাহুল্যমাত্র।

পরন্তু এই "ক-মো-লংক" সমুদ্রের কাঁড়ির উপরে প্রতিষ্ঠিত বসা হইয়াছে। বর্ষার জল-প্লাবনের সময়ে মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী স্থান জলমগ্ন হইয়া সমুদ্রাকার ধারণ করে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের খাত অধুনা ভৈরববাজারের নিকটে ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার সীমান্তে আসিয়া মেঘনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তের শত বৎসর পূর্ব্বে এ স্থান সমুদ্রের কাঁড়িই ছিল, এটা অনুমান করা যাইতে পারে। অধুনা নদী বাহিত ও বর্ষার জল-বিধৌত পলিমাটি পড়িয়া বহু স্থানে চর ভরাট হইয়া পড়িয়াছে।

৩। য়ুয়নচুয়াং-কথিত তৃতীয় রাজ্যের নাম তো-লো-পো-তি; ইহা কমলাঙ্কের পূর্ব্বে। এই তো-লো-পো-তি সম্বন্ধে মিঃ ওয়াটার্স্ বলেন,—

"Tolopoti is the city with this name to which Shan-tsai went in order to consult Mahadeva its patron god ... Our pilgrim's Tolopoti has been restored as Darapati and as Dwarapati or Dwaravati 'the Sanskrit name for Ayuthya or Ayudhya the ancient capital of Siam'; but the characters seem to stand for Talapati i-e. Mahadeva.*"

ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী সূরিগণের মত প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে অযোধ্যার সংস্কৃত নাম বলিয়া "দ্বারাবতী" নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অযোধ্যা কোন্ সময়ে সৃষ্ট হইয়াছিল, সেটা তলাইয়া দেখিবারও অবসর পান নাই।

It is stated in the History of Siam that king Phra Ramathebodi founded the Capital Ayudhia in A. D. 1350 (vide Bowering's 'Siam' vol. I, P. 48) [Quoted from Phayre's History of Burma, P. 66-foot-note] অর্থাৎ য়ুয়নচুয়াংএর লেখার ৭০০ বৎসর পরে যে নগরের আবির্ভাব, তাহাই তৎকথিত "তো-লো-পো-তি" দ্বারা এই সকল পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিতেছেন।† পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে,

শাসনখানিতে প্রদাতার পিতৃপিতামহের নাম থাকাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শাসনদাতাদের বংশীয়েরা অবশ্যই শতাব্দীকাল পূর্ব্ব হইতেই তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন। ফলকথা, য়ুয়নচুয়াঙের সময়ে এই রাজ্য যে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

* Watter's Yuan Chwang, Vol ii P. 189.

† শ্যামদেশের প্রাচীন নাম 'চম্পা' ছিল বলিয়া ব্রহ্মদেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিক টসীন্ কো মহোদয় অনুমান করেন। (vide N. B. Gazetteer, vol. I Part I, P. 205) কর্ণেল সেক্স্পীয়ার তাহাই বলেন। (vide Col. L. W. Shakespear's History of Upper Assam, Upper Burma &c. P. 8) অতএব 'দ্বারাবতী' বুঝিয়া

খারেখেত্তর চীন পরিব্রাজকের পরিভ্রমণে আসিবার প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহাই শিহ্-লি-চ-ট-লো দ্বারা সূচিত বলিয়া ইঁহারা নির্দ্দেশিত করিতেছেন। ফলতঃ এতাদৃশ পণ্ডিতগণের ঈদৃশ অসম্যগ্‌দর্শিতা বড়ই বিস্ময়জনক।

মোট কথা, তো-লো-পো-তি ঐ দিকে নহে—কমলাঙ্কের পূর্ব্বদিকে সোজা দৃষ্টিপাত করিলেই যাহা দেখা যাইবে, সেই "ত্রিপুরা" বা "ত্রিপুরাপতির" রাজ্যই এই "তো-লো-পো-তি" দ্বারা সূচিত হইতেছে। *

কথা হইতেছে, ত্রিপুরা কি এত প্রাচীন? উত্তর, ত্রিপুরা ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর। ত্রিপুরায় একটি অব্দ প্রচলিত আছে; সম্প্রতি উহার ১৩২৮ অব্দ চলিতেছে। ১৩২৮ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫৯০ খৃষ্টাব্দে য়ুয়নচুয়াং ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিবার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পূর্ব্বে এই অব্দ প্রবর্ত্তিত হয়। ত্রৈপুর নরপতি দ্বিতীয় বীররাজ ৫১২ শকাব্দে দিগ্বিজয়-ক্রমে "গঙ্গার পশ্চিম তীরে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া" তৎস্মৃতি সংরক্ষণার্থে এই অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন,—

"The State of Hill Tipperah has a chronological era peculiar to itself. The Dewan reports that it was adopted by Raja Biraraja from whom the present Raja is 92nd in descent. Raja Biraraja is said to have extended his conquest across the Ganges and in commemoration of that event to have established a new era dating from his victory."

P. 470, Hunter's Statistical Account of Hill Tipperah.

এই বীররাজেরও পূর্ব্বে বহু রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার নামে ঐ রাজ্য সংজ্ঞিত হইয়াছে, সেই "ত্রিপুর" নৃপতি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলিয়া রাজমালায় কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বীররাজ ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৪৩শ পুরুষ।

অতএব চীন পরিব্রাজকের নিকটে এই সুপ্রাচীন † প্রভাবশালী রাজ্যের নামই কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

এ স্থলে শ্যামদেশকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। এ ছাড়া অপর "দ্বারাবতী"র নামও ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। পেগু প্রদেশের উত্তরে তৌঙ্গ রাজ্যে এক দ্বারাবতী দুর্গ ছিল; তাহা বোধ হয়, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, কি তাহার অল্প পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল (Vide P 89, Phayre's History of Burma)।

* ত্রিপুরার অন্য নামও ছিল—মগেরা ইহাকে থুরতুন বলিত।—(৺কৈলাসচন্দ্র সিংহের "রাজমালা", ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তো-লো-পো-তি দ্বারা 'স্থলবতী'ও বুঝাইতে পারে; কেন না, শ্রীহট্ট ও কমলাঙ্ক জলবহুল থাকায় স্থলময় পার্ব্বত্য ত্রিপুরার এই নাম বা উপনাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

† ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ-প্রণীত রাজমালায় আছে (২য় ভাগ, ১ম অধ্যায়, ৮ পৃষ্ঠায়) যে, "সমুদ্রগুপ্তের লাট-প্রস্তরলিপির দ্বাবিংশ পংক্তিতে নেপাল, কামরূপ, সমতটের সঙ্গে "ত্রিপুরা" রাজ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতেও ত্রিপুরা এক উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল।" [এ স্থলে বলা উচিত যে, ঐ লিপিতে "নেপালকর্তৃপুরাদি" আছে—অনেকে ইহা "নেপাল ও কর্ত্তৃপুরাদি" মনে করেন। আমরা মূল লিপি দেখিবার অবসর পাই নাই—অতএব উভয় ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইলাম।]

এই ত্রিপুরা-রাজ্য ত্রিপুরারি মহাদেবের সঙ্গে গাঢ় সম্পর্কিত। মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুর নিহত হইলে পুত্রহীনা রাজ-মহিষী বংশ-রক্ষার্থে মহাদেবের আরাধনা করেন; সংস্কৃত রাজমালায় আছে,—

"শিবলিঙ্গনতা ধ্যানাৎ সা বভূব সুগর্ভিণী।"

—(৺কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালা)।

'তোলোপোতি' বা তারাপতি দ্বারা মহাদেব সূচিত হইলে, এই রাজ্যেরই অধিষ্ঠাতৃদেবের নির্দ্দেশ হইয়া থাকিবে। ত্রিপুরায় সতীর দক্ষিণ চরণ পতিত হইয়াছিল, দেবী ত্রিপুরা এবং ভৈরব ত্রিপুরেশ অনাদি দেবতারূপে পূজিত। ত্রিপুরা-রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী কৈলাসহরের নিকটে ঊনকোটি নামক তীর্থে আজিও অতি প্রাচীন বিরাট্ মহাদেব-মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। হিতবাদীর সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সেই স্থানে গিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

"ঊনকোটি শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শ্বে প্রস্তরে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। × × × ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য;—এটি মহাদেবের মূর্ত্তি, উহা অতি প্রকাণ্ড; দুইটি কর্ণ দুইখানি কপাটের ন্যায়; দুইখানি ঢালের ন্যায় দুইটি কুণ্ডল তাহাতে শোভা পাইতেছে। গোঁপের এক দিক্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এক দিকে এক হাত, কি দেড় হাত পরিমাণ বর্ত্তমান আছে। হাতে ত্রিশূল, সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড বৃষ। × × × × × × শৃঙ্গাগ্রে প্রস্তর ও ইষ্টকরাশি প্রকীর্ণাবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। কোনও কালে ঐ স্থানে যে প্রস্তর ও ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির ছিল, তাহা বেশ অনুমিত হয়।"—শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর পরিভ্রমণ, ১৫-১৬ পৃঃ।

এই স্থানের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক প্রাচীন হস্ত-লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে আছে,—

"বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদসম্ভূতো বরবক্রঃ সুপুণ্যদঃ।
দক্ষিণস্যাং নদস্যাস্য পুণ্যা মনুনদী স্মৃতা॥
অনয়োরন্তরা রাজন্ ঊনকোটিগিরির্ম্মহান্।
তত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ॥
তত্র বৈ কাপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্।
লিঙ্গঞ্চ কাপিলং তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্॥

অতএব এই রাজ্যের অধিষ্ঠাতা মহাদেব ও তল্লিঙ্গ বহু প্রাচীন এবং চীন পরিব্রাজক এই ত্রিপুরারাজ্যের কথা শুনিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই বিশাল প্রস্তর-নির্ম্মিত মহাদেব-মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায়ও প্রাচীনত্বের অমোঘ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

৪। 'তো-লো-পো-তি'র পূর্ব্বে যুয়নচুয়াং ই-শং-ন-পু-লো রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। "ই-শং-ন-পু-লো" দ্বারা "ঈশানপুর" বুঝাইতেছে বলিয়া সকলেই অনুমান করিতেছেন। যেহেতু

তো-লো-পো-তি দ্বারা শ্যামদেশকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, "ঈশানপুর" দ্বারা তৎপূর্ব্বদিক্‌স্থিত কাম্বোডিয়া ধরা হইয়া থাকে।

ই-শং-ন-পু-লো কি, বলিবার পূর্ব্বে তো-লো-পো-তি দ্বারা যে রাজ্য নির্দ্দেশিত হইয়াছিল, সেই ত্রিপুরা-রাজ্যের তৎকালীন বিস্তৃতিবিষয়ে ইহা বলা আবশ্যক যে, সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ, কাছাড়ের পশ্চিমার্দ্ধ এবং লুশাই পাহাড় ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। ইহার পূর্ব্বভাগে ই-শং-ন-পু-লো দ্বারা কি সূচিত হইয়াছিল, এখন তাহার বিচার আবশ্যক।

"ঈশানপুর" অর্থ মহাদেবাধ্যুষিত নগর ; ইহা কাম্বোডিয়া অঞ্চলে হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার সময়ে সর্ব্বাদৌ দেখা আবশ্যক, ঐ অঞ্চলে শৈব ধর্ম্ম ভূরি প্রচলিত ছিল কি না ? এ সম্বন্ধে কাম্বোডিয়ার ইতিহাসে কোনও স্পষ্ট প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহার সংস্কৃত নাম কম্বোজ, এইমাত্র জানা যায়। এমত অবস্থায় কাম্বোডিয়া অঞ্চল কিরূপে ঈশানপুর হইতে পারে ?*

ফলকথা, সে দিকে দৃষ্টিপাত নিরর্থক। ত্রিপুরা-রাজ্যের পূর্ব্বভাগে—ত্রিপুরা ও ব্রহ্ম-দেশের শান রাজ্যের মধ্যে যে জনপদ অবস্থিত, "ইশংনপুলো" দ্বারা তাহাই সূচিত হইয়াছে। ভুবন পাহাড়স্থিত ভুবনেশ্বর তীর্থ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা তত্রত্য প্রস্তর-নির্ম্মিত ভগ্না-বয়ব দেবমূর্ত্তিগুলি এবং পাহাড়ের গায়ে খনিত গুহাগুলি† দেখিয়া ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া-ছেন যে, ইহা একটা সভ্য জনপদ-মধ্যস্থিত দেবতা-স্থান ছিল, যে স্থানে ঋষিকল্প সাধকগণ আসিয়া, দেবতা-দর্শনান্তে গুহামধ্যে বসিয়া, ইষ্টদেবতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এই ভুবন পাহাড়ের মূর্ত্তিগুলি দেখিলে সুপ্রাচীন বলিয়া ধারণা জন্মিবে। ঊনকোটি তীর্থের মূর্ত্তিবিশেষের সামান্য বর্ণনা ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে—ভুবন পাহাড়ের মূর্ত্তিগুলিও প্রায় তাদৃশ। আজ

* ওয়াটাস সাহেব ত নিঃসন্দেহে ইশংনপুলোকে 'ঈশানপুর' করিয়া, কাম্বোডিয়া বলিয়া প্রচার করিলেন। ফেয়ার সাহেবকৃত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে (৩২ পৃষ্ঠা) য়ুয়নচুয়াং-কথিত এই সকল রাজ্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা আছে। ইশংনপুলো ও কাম্বোডিয়া সম্বন্ধে লিখিত আছে,—Beyond that (Tolopati) still east Tsanapura (T=I ?) is not recognizable but still further east Mahachampa mentioned by the pilgrim represents beyond doubt the ancient kingdom of Cambodia. See paper by Mr. James Furgusson in the Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. vi, N. S. 1873.

আমরাও মনে করি যে, ইশংনপুলো এ যাবৎ নির্ণীত হয় নাই। কাম্বোডিয়াকে 'ঈশানপুর' কেন বলা হই-য়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐ স্থানে ঈশানবর্ম্মা নামে এক রাজা ছিলেন। এই প্রমাণ কি প্রচুর হইল ? ঈশানবর্ম্মা নিজ নামে কোনও পুর স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, আগে তাহা প্রমাণ করিয়া, এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল। বস্তুতঃ এই বিষয় এ যাবৎ কাল অমীমাংসিত বলিয়া ধরা হইবে।

† স্থানীয় ভাষায় এইগুলির নাম "স্রধ" (রন্ধ্র শব্দের অপভ্রংশ)। কেহ কেহ শব্দটির বানান "স্রুধ" করিয়া অর্থের জটিলতা সম্পাদন করিয়াছেন।

কুড়ি বৎসর হইল, ঐগুলি দেখিয়াছিলাম এবং মূর্তিগুলির নির্ম্মাণ-সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার প্রায় সমস্তগুলিই ভগ্ন; লোকে বলে—কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত। কিন্তু এই কালাপাহাড় ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মোসলমান সেনানী নহে। আমার বিশ্বাস, নাগা, কুকি প্রভৃতি যে সকল অসভ্য জাতি এই জনপদের পার্শ্বে আজিও বর্ত্তমান আছে, তাহারাই রাজ্য সহ প্রতিমাগুলিরও ধ্বংস সাধন করিয়াছে।

এই ভুবন পাহাড় ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এই পাহাড় যে পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিমাংশে বর্ত্তমান, সেই পর্ব্বতমালারই পূর্ব্বভাগের পাদদেশে একটি প্রাচীন জনপদের সংবাদ মাত্র পাওয়া যায়। তাহার রাজধানী ছিল "বিষ্ণুপুর"। অধুনা যে স্থানের নাম "বিষ্ণুপুর", তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য ১৩২৩ সালে মণিপুর গিয়াছিলাম। ইহা এক্ষণে পাহাড়ের নিম্নে প্রায় সমতল ভূমির উপরেই অবস্থিত। বর্ত্তমান রাজধানী ইম্ফালে আসিবার পূর্ব্বে মণিপুরের অধিপতিগণ এই বিষ্ণুপুরেই অবস্থান করিতেন। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, বর্ত্তমান বিষ্ণুপুরের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধভাগে প্রাচীন বিষ্ণুপুর অবস্থিত ছিল, তাহা পাহাড়ের চাপে লোকজন সহ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ১৩০৪ সালের ভূকম্প যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে এই ঘটনা খুব সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হইবে।

বিষ্ণুপুরের সংস্থান-ভূমি দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, জায়গাটি রাজধানী হইবার উপযুক্ত। এ স্থান হইতে সমগ্র মণিপুর উপত্যকা একখানি ছবির ন্যায় দৃষ্ট হয়। অথচ ক্রোশখানেক গেলেই প্রকাণ্ড লোগতাক্ হ্রদ; ইহার চারি পার্শ্বের ধান্যক্ষেত্র মণিপুরকে শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই বিষ্ণুপুর মণিপুরের মধ্যে একমাত্র স্থল—যাহার নাম আর্য্য-ভাষায় আখ্যাত;—অবশ্য "মণিপুর" নামটি মহাভারতের বলিয়া এ স্থলে গণনীয় নহে। বিষ্ণুপুরের নাম মণিপুরীরা "মায়াং" রাখিয়াছে, ইহার প্রকৃতিগত অর্থ (মি-ইয়াং) "অনেক লোক" অর্থাৎ জনাকীর্ণ স্থান; এখন "বিদেশী" অর্থে মায়াং শব্দ রূঢ় হইয়াছে। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, এই আধুনিক অনার্য্য-বহুল জনপদের ভিতরে বিষ্ণুপুর একমাত্র আর্য্যবসতিস্থান ছিল।

যুয়ন্‌চুয়াঙের সময়ে এই জনপদের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল; তবে তৎসাময়িক কোনও ইতিহাস পাওয়া দুর্ঘট। শান দেশের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, ৭৭৭ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ চীন পরিব্রাজকের ভ্রমণের ১৫০ বৎসর পরে) পোং রাজ্যের অধিপতির ভ্রাতা শামলং মণিপুরে আগমন করিয়াছিলেন। ব্রাউন সাহেব লিখিয়াছেন;—

" * * By a Shan account of the Shan kingdom of Pong considered authentic, it appears that Shamlong brother of the Pong king in returning to his own country from Tipperah (A. D. 777) descended into the Manipur Valley at Moirang the chief village of the tribe of that name."*

* P. 58. Statistical Account of Manipur by Browne.

ইহাতে অবশ্যই বিষ্ণুপুর বিষয়ে কিছুই প্রমাণিত হয় না। তবে মণিপুর অঞ্চল যে তখন নানা-জাতি-অধ্যুষিত জনপদ ছিল, তাহা দেখা যায় এবং তন্মধ্যে এই বিষ্ণুপুরই বোধ হয়, আর্য্য-সভ্যতার আলোকবর্ত্তিকা হস্তে লইয়া বর্ত্তমান ছিল। এখনও বিষ্ণুপুরের যে সকল অধিবাসী আছে, তাহাদের ভাষা আর্য্যগন্ধি। ডাঃ গ্রিয়ার্সন লিখিয়াছেন ;—

"A tribe known as Mayang speaks a mongrel form of Assamese spoken by the same Tribe * *. they are also known as Bishnupuriya Manipuris. I have said above that Mayang is a mongrel form of Assamese; it can with equal (or perhaps more) justice be classed as a form of eastern Bengali. The language possesses characteristics of both the languages, but at the same time differs widely from both. * * * In the Manipur State the head-quarters of Mayang are two or three plain villages near Bishnupur (locally known as Lamangdong) 18 miles to the south-west of Imphal."*

এই মণিপুর উপত্যকার ভিতরেও প্রাচীন হিন্দু-প্রভাবের আরও লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। রেসিডেন্সির প্রাঙ্গণে কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি এক প্রকার অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে একটি বৃষভারূঢ় মহাদেবের মূর্ত্তি এবং দুএকটি হনুমান্ ও গরুড়মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এগুলি মণিপুরের নানা স্থান হইতে নাকি সংগ্রহ করা হইয়াছে।† আমার দেখা এই সকল মূর্ত্তি ছাড়াও অপর মূর্ত্তির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

মণিপুর হইতে জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন,—"ইম্ফালের ৩২ মাইল দক্ষিণে খুমডাম্ মান্দুম্ নামক স্থানে পাহাড়ের উপর অতি প্রাচীন কাল হইতে মহাদেবের এক শিলামূর্ত্তি বিভমান আছে। ঐ মূর্ত্তির সুগভীর নাভিমণ্ডল ও প্রশস্ত উদর বর্ত্তমান। স্বর্গীয় চন্দ্রকীর্ত্তি মহারাজ ঐ স্থান খুঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিম্নে বৃষের মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া খুঁড়ান বন্ধ করেন।"

শৈব ধর্ম্ম ও মহাদেবমূর্ত্তি-পূজা বহু প্রাচীন কালের পরিচায়ক।‡ অতএব এ স্থলেরই কথা য়ুয়নচুয়াঙের বিদিত হওয়া সম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, "ইশংনপুলো"কে "বিষ্ণুপুর" বলিয়া অনুমান করা যায় কিরূপে? বিষ্ণু শব্দটিকে সংজ্ঞার্থে ব্যবহারে প্রায়ই "বিষণ"রূপে পরিণমিত করা হয়। সরকারী কোনও কোনও মানচিত্রে এই বিষ্ণুপুরকে "বিষণপুর" লেখা

* Grierson's Linguistic Survey of India Vol. V Part I p. 419 [লামাং ডোং শব্দের অর্থ উচ্চ খোলা স্থান—ইহা বিষ্ণুপুরের বিশেষণ।]

† সম্ভবতঃ এই সকল মূর্ত্তি মণিপুরেই প্রস্তুত হইত। আজিও বিষ্ণুপুরে ঐ সকল প্রাচীন শিলা-শিল্পীর বংশধরগণ বর্ত্তমান থাকিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছে। কিন্তু হায়, প্রাচীন কালের মূর্ত্তিগুলির সৌষ্ঠব আর ইদানীং দেখা যায় না।

‡ এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মণিপুর অঞ্চলে খাম্বাথৈবীর যে অতি প্রাচীন গল্প শুনা যায়, তাহারও নায়ক-নায়িকা শিব-শক্তির অংশ বলিয়া সমাদৃত।

হইয়াছে। এই আদ্য "ব"টি আবার অন্তঃস্থ (ইংরেজীতে যাকে বলে "সেমি ভাওয়েল"), ইহা 'w' (ডব্লিউর) মতন উচ্চারিত হইত। অতএব বিষ্ণুপুর=বিষণপুর=ইষণপুর এইরূপ আকৃতি ধারণ খুবই স্বাভাবিক।* ফলকথা, ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্ত্তী এই অঞ্চলই 'ইশংনপুলো' দ্বারা সূচিত হইয়াছে +

৫। "ইশংনপুলো" হইতে পূর্ব্বভাগে "মো-হ-চন্-পো"—ইহা "মহাচম্পা" বলিয়া অনূদিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আনাম ও কোচীন চীন সূচিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন। "চম্পা" বলিতে অনেক দেশকেই বুঝায়। ভারতবর্ষে অঙ্গদেশের রাজধানীর নাম 'চম্পা'—য়ুয়নচুয়াং নিজেও ইহা দেখিয়া গিয়াছেন।‡ কোচীন চীন অঞ্চলের নামও 'চম্পা' ছিল—মহাচম্পা ছিল কি না, ঠিক বলা যায় না; অন্ততঃ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা'য় প্রদত্ত কোচীন চীনের ইতিহাসে "এম্পায়ার অব চম্পা" এই কথাই আছে, মহাচম্পা নাই। সম্ভবতঃ এই "মহাচম্পা" দ্বারা য়ুয়নচুয়াংও চম্পা মাত্রই বুঝাইতেছেন। কেবল অঙ্গদেশীয় চম্পা এবং হয় ত অন্যান্য 'চম্পা'¶ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য নামের পূর্ব্বে "মহা" প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ইহা খুব সমীচীনই হইয়াছে। আজিও গ্রেট্-ব্রিটেনের বাহিরে ব্রিটিশ আধিপত্য বুঝাইবার জন্য 'গ্রেটার ব্রিটেন্' (Greater Britain) বলা হয়।

'ইশংনপুলো'কে কাম্বোডিয়া ধরিলে, আনাম-কোচীনচীন পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী হওয়াতে, ঐ ভূভাগকেই 'মোহচনপো' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কিন্তু মণিপুর উপত্যকা ও তৎ-পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য ভূভাগ 'ইশংনপুলো' বলিয়া মীমাংসিত হইলে, এই 'মোহচন্‌পো'কে কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইবে, দেখা যাউক।

* "ঈশানপুর"ই যদি য়ুয়নচুয়াঙের অভিপ্রেত হয়, তবে এমনও হইতে পারে যে, এই জনপদেরই ঐ নাম ছিল। ঈশানপুরের দুই অর্থ—এক মহাদেবাধ্যুষিত পুর, অপর পূর্ব্বোত্তর কোণবর্ত্তী নগর; ভুবন পাহাড় বা খুমন্তাম্‌মান্দুমুম্বিত মহাদেবের অধিষ্ঠান হেতু অথবা সমতটাদি সুপ্রসিদ্ধ রাজ্যের ঈশানকোণ-বর্ত্তিত্বের নিমিত্ত এই অঞ্চলেরই উক্তরূপ নাম হওয়া বিচিত্র নহে। তারপর হয় ত ঈশানপুর কালক্রমে "বিসণপুর" বা বিষ্ণুপুরে পরিণত হইয়া যাইতে পারে।

+ কাছাড়ের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ পুখাংশে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, এগুলি ত্রিপুরার অধিকারের পরিচায়ক। কিন্তু তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। চীন পরিব্রাজক যাহাকে 'ইশংনপুলো' বলিয়াছেন, সেই রাজ্যেরই এই সকল পরিচয়স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। কাছাড়ের অংশবিশেষ যে ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ রাজ্যের পূর্ব্বসীমা কত দূর ছিল, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না; অথচ ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে যে এই অঞ্চল ত্রিপুরার অধীনে ছিল, তাহারও প্রমাণ দুর্ঘট। কমলাঙ্ক রাজ্যটি যেমন ত্রিপুরার কুক্ষিগত হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ কিছু হইয়া থাকিতে পারে।

‡ Watters' Yuan Chwang, vol. ii. p. 181.

¶ পূর্ব্বোপদ্বীপে 'চম্পা' নামটির খুব প্রসার ছিল—শ্যাম এবং কাম্বোডিয়াও 'চম্পা' সংজ্ঞার দাবিদার, ইতঃপূর্ব্বে তাহা উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে এগুলির এই নাম ছিল কি না, সন্দেহের বিষয়।

ব্রহ্মদেশের ভামো বর্ত্তমানে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই ভামোর উত্তরাংশে সাম্পেনগো (Sampenago) নামক এক অতি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই 'সাম্পেনগো' চম্পানগরের (ব্রহ্মদেশীয় ভাষায়) অপভ্রংশ। এই চম্পানগর কত প্রাচীন, তাহা বলা যায় না; প্রবাদ আছে যে, পাটলিপুত্রের ধর্ম্মাশোক চম্পানগরে পাগোডা, জলাশয়, কূপ ও পান্থনিবাস সংস্থাপন করেন। কেন না, এখানে নাকি বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে কাকরূপে বাস করিয়াছিলেন।* কথা হইতে পারে যে, এই "চম্পানগর" চীন পরিব্রাজকের সময়ে ছিল কি না। তদ্বিষয়েও শানদের কাগজ-পত্র হইতে ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় যে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আছে যে, ৪০০ ব্রহ্মাব্দ (মগী) অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১০৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত চম্পানগরে শানবংশবিশেষ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।†

যাহা বুদ্ধের পূর্ব্বজন্মবিশেষের লীলাভূমি, যাহাতে ধর্ম্মাশোকের নির্ম্মিত দেবালয়াদি ছিল, তাহাই খুব সম্ভব, বৌদ্ধ পরিব্রাজক যুয়ন্-চুয়াং কর্ত্তৃক উল্লেখিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বোপ-দ্বীপের নানা চম্পার মধ্যে ইহা যে প্রাচীনতম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সম্বন্ধে আমরা আর একটি কথা বলিতে সাহসী হইতেছি। যুয়ন-চুয়াং যে ভাবে চম্পা শব্দটির বর্ণবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্যের বিষয়। চম্পা—"চান্-পো"—শান দেশের পোং রাজ্যের নামটি স্মরণ করাইয়া দেয় নাকি ?‡ শান ভাষা একাক্ষরী (monosyllable), কিন্তু ইহাতে পালি ভাষার সংমিশ্রণ রহিয়াছে।¶

ইহাতে যিনি যাহাই বুঝুন, আমাদের বোধ হয়, প্রাচীন কালে অঙ্গদেশের চম্পা রাজধানীর কোনও উপনিবেশকারী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সভ্যতালোক ঐ দেশে নীত হইয়াছে এবং তাঁহারাই

* The reason for Asoka's choosing Sampenago for one set of his pagodas, tanks etc. is said to be that Buddha had lived there in a former existence in the body of a crow. (Extracts from Mr. Ney Elias' Introductory Sketch of the History of Shans—p. 58, Vol. i, Part. ii, of the Gazetteer of Upper Burma and Shan States.)

† From a Burmese translation of an old Shan document which tells the history of 'Sampenago', it appears that Sektu Min's successors continued to rule in Sampenago till the time of Sawbwa Thakyabus in 400 B. E. (1038 A. D.) p. 57. vol. i part ii, Upper Burma and Shan States Gazetteer.

‡ আমাদের এইরূপ অনুমান যে সম্পূর্ণ উক্ত, তাহা বলিতে পারি না। নয়টি শান রাজ্যের মিলিত নাম "কোশান্‌পিয়ি" (Koshanpyi)। উত্তরব্রহ্ম গেজেটিয়ার সম্পাদক স্কট সাহেব ইহা 'কৌশাম্বী' নামের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করেন (N. B. Gazetteer, Vol i part i p. 189) কো=নয় (৯) এবং শান্‌পিয়িকে চম্পার অপভ্রংশ মনে করিতে পারা যায় না কি ? "মৌ-শান্" একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়—ইহা "মহাচম্পার" অপভ্রংশ বলিয়া ধরিতে পারি নাকি ? [The term "Mau shans" is a political rather than social name. p. 190, N. B. Gaz., vol. i Part i] ফলতঃ প্রত্নতত্ত্বে অনুমানের প্রসর খুবই আছে।

¶ Shan language is described by Dr. Cushing as a monosyllabic language but has polysyllabic words of Burmese & Pali origin (Bhamo Gazetteer, p. 28)

চম্পানগর সংস্থাপন করেন। বলা আবশ্যক যে, সাম্পেনগো বা চম্পানগর এই শান অঞ্চলের অঙ্গীভূত ছিল।*

৬। সর্ব্বশেষ 'ইয়েন-মো-ন-চৌ'—মোহচন্পোর দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইতে পারে নাই।†

এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদের মতানুসারে তাহার কোন ঠিকানা হইতে পারে কি না। ব্রহ্ম-রাজগণের চিঠি-পত্রে তাঁহাদের উপনামের মধ্যে একটা উপাধি ছিল—তম্বুদীপের অধিপতি; এই তম্বুদীপ সম্বন্ধে উত্তর-ব্রহ্ম প্রদেশের গেজেটিয়ার সঙ্কলনকারী স্কট সাহেব লিখিয়াছেন,—"আভা নগরীর দক্ষিণবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশের সংজ্ঞা ছিল তম্বুদীপ।‡

'তম্বুদীপ' জম্বুদ্বীপের অপভ্রংশ বলিয়াই স্পষ্টতঃ অনুমিত হয়। "ইয়েন্‌মোনচৌ" দ্বারা এই জম্বুদ্বীপই সূচিত হইতেছে। কেন না, চৌ অর্থ দ্বীপ এবং "য়েন্‌মোনা" জম্বু শব্দের বিকৃতি বলিয়া ধরিতে পারি। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ-সাহিত্যে "ভারতবর্ষ" সর্ব্বদাই "জম্বুদ্বীপ" নামে আখ্যাত হইত এবং ব্রহ্মরাজও বোধ হয়, নিজ রাজ্যাংশের এই নামকরণ করিয়া গৌরবানুভব করিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্মরাজ্য, সাম্পেনগো (ভামো) সমন্বিত শান-রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। অতএব যাহা পূর্ব্বে অমীমাংসিত ছিল, তাহারও দেখা যায় যে, এইরূপ একটা মীমাংসা হইয়া যায়।

কথা হইতে পারে যে, এই ব্রহ্মরাজ্য য়ুয়ন্-চুয়াঙের সময়ে বর্ত্তমান ছিল কি না? তাহা যে খুব বিশিষ্ট ভাবেই ছিল, ইহারও একটা বেশ অবান্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যে "মগী" সন এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত, তাহা ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ পুপাসা কর্ত্তৃক

* Anderson describes Bhamo as forming an integral portion of the ancient Shan kingdom of Pong: This theory was based on the researches of Captain Pemberton who derived his information from Shan manuscripts at Manipur. (Bhamo Gazetteer p 13) এস্থলে একটি কথা উল্লেখ যোগ্য ; পোংরাজ্য নিতান্ত আধুনিক নহে From Shan manuscript Chronicle the kings are recorded from 80 A. D. (Upper Burma Gazetteer Vol. I, part I, p. 235)

† 'Yen Mo Na Chau is evidently for 'Yamanadwipa': but no probable identification has yet been proposed; for it cannot possibly have been the island of Java. Watters' Yuan Chwang, Vol. II p. 189.

‡ From the translation of a letter dated 21st October 1879, from the Burmese Government to the Governor General of India the 'style of the king is the Burmese Sovereign of this Rising Sun who rules over the country of Thuna Paranta and the Country of Tamba deepa"

N. B. Gazetteer, Vol. I, part. I, Chap, III, p. 163 (গেজেটিয়ার সঙ্কলয়িতা মিঃ স্কট উদ্ধৃতাংশে মন্তব্য লিখিয়াছেন :—Thuna Paranta, the Aurea Regio of Ptolemy, all countries to the north of Ava: Tambadeepa, all countries to the south of Ava.)

প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।* মনে রাখিতে হইবে, যে-সে ব্যক্তি অব্দ-প্রবর্ত্তক হইতে পারে না এবং একটা স্মরণীয় যুগেই অব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অপিচ ঐ ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চুয়াং ভারতবর্ষে অধ্যয়ন ও পর্য্যটনে ব্যাপৃত ছিলেন। মহারাজা-ওয়ং অর্থাৎ মহারাজ-বংশ নামধেয় গ্রন্থে ব্রহ্মদেশীয় রাজগণের ইতিহাস প্রাচীন কাল হইতে ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতেও এই রাজ্যের উল্লেখ-যোগ্যত্ব প্রকটিত হইতেছে। ফলতঃ য়ুয়ন্-চুয়াং ইহারই বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, এই ব্রহ্মরাজ্য তখন বহু বিস্তৃত ছিল; চট্টগ্রাম অঞ্চলও সম্ভবতঃ তৎকালে ইহার অন্তর্নিবিষ্টই ছিল। এইরূপে সমতট হইতে পূর্ব্বোত্তর দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উল্লেখযোগ্য রাজ্যগুলির নামোল্লেখপূর্ব্বক চীন পরিব্রাজক চক্রাকারে ঘুরিয়া, পুনশ্চ সমতটের নিকটে পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে পৌছিয়া, এখানেই নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমার প্রবন্ধ শেষ হইল। উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, প্রবন্ধের যুক্তি-তর্ক সমস্তই খুব সমীচীন এবং প্রত্যয়াবহ না হইতে পারে এবং যে সকল সিদ্ধান্তে পৌছা গিয়াছে, তাহাতেও ভ্রম থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা দ্বারা যদি প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দৃষ্টি আরাকান, পেগু, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, আনাম-কোচীন চীনের দিকে না গিয়া, শ্রীহট্ট, কোমিল্লা, ত্রিপুরা, মণিপুর, শান, ব্রহ্মের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলেই আমার সংকল্প সিদ্ধ হইল, মনে করিব। এই দেশগুলির প্রাচীন তথ্য আজিও সম্যক্ উদ্‌ঘাটিত হয় নাই—প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িবর্গ অদ্য পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে থাকিয়া, শিলামূর্ত্তি, প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদি দেখিয়া তথ্যাবিষ্কারের চেষ্টা অতি অল্পই করিয়াছেন। অথচ এই ভূভাগও অতি প্রাচীন এবং এই দিক্ দিয়াই আর্য্যসভ্যতা পূর্ব্বউপদ্বীপে—আমাদের বৃহত্তর ভারতবর্ষে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের ইতিহাস-লেখক ফেয়ার সাহেব স্পষ্টই লিখিয়াছেন;—

---

* Vide Appendix A—Chronolgy (p. 202) of "Burma" by Max & Bertha Ferrars. পরন্তু ব্রহ্মের প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ ট-সীন্-কো (একখানি চিঠিতে) লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ব্রহ্মাব্দ (মগী সন) "পুগান", রাজ্যের অধিপতি থিঙ্গারাজা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া তদ্দেশীয় ইতিহাস-লেখকেরা নির্দ্দেশ করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৪ বৎসর হইতে বৌদ্ধাব্দ গণিত হয়; তাহা হইতে ১১৮২ বাদ দিয়া এই (মগী) সন আরম্ভ করা হইয়াছে। তিনি এই পুগান-রাজ্য সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন—"The native writers aver that Tampa dipa (তিনি ইহাই Tambu-deepa (তম্বুদ্বীপ) এর বিশুদ্ধ বানান বলেন) is the name applied to a Pagan which is situated on the left bank of the river Irawaddy and that Suna Paranta (অর্থাৎ Thuna Paranta) is applied to a place opposed to Pagan on the right bank of the same river, and they are inclined to ascribe their foundation to the time of the Buddha." মিঃ ট-সীন্-কো এই সকল "নেটিভ" ইতিহাস-লেখকের উপরে তেমন আস্থাবান্ না হইতে পারেন, তথাপি আমাদের যতটুকু প্রয়োজন, তাহা উপরি উদ্ধৃত লেখা হইতে নিঃসন্দেহে পাওয়া যাইতেছে। য়ুয়নচুয়াঙের সময়ে পূর্ব্বউপদ্বীপের ঐ অংশ উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল—এবং "তম্ব্‌দ্বীপ" বা তম্পাদ্বীপ (আমাদের মতে সংস্কৃত জম্বুদ্বীপ) নামটিও ছিল—যাহা চীন পরিব্রাজক ইয়েন্-যো-না-চৌ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

The route by which the Kshatriya Princes arrived is indicated in the traditions as being through Manipur which lies within the basin of the Irawadi. The northern part of the Kubo valley which is the direct route of Manipur towards Burma is still called Maurya or Maurira said to be the name of the tribe to which King Asoka belonged.*

আমরাও মনে করি যে, চীন পরিব্রাজকও ঐ পুরাতন পথের দিক্ দিয়াই তাঁহার পরিদৃষ্ট রাজ্যষট্‌কের নাম পর্য্যায়ক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ দিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন নাই। ফলতঃ পার্শ্বস্থ সংলগ্ন শ্রীহট্ট কমলাঙ্ক প্রভৃতি ছাড়িয়া তিনি সরিৎ-সাগর-ভূধর-ব্যবহিত প্রোম, পেগু ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন, এটা অতীব অসম্ভাবনীয়।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

* Phayre's History of Burma P. 4.

"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে" সংশয়

১। দুই বৎসর হইল, সাহিত্য-পরিষৎ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রকাশ করিয়াছেন; আমাদের চির-জ্ঞাত চণ্ডীদাসের প্রতিযোগীও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপিত হইয়াছে। না ভাষায়, না ভাবে উভয়ের সাম্য আছে। আছে কিন্তু কবির উপাধি চ-ণ্ডী-দা-সে, ও ব-ড়ু বিশেষণে, এবং উপাস্যা দেবী বা-শ-লী নামে।

"কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থখানা কিন্তু অপূর্ব্ব। উহার প্রকাশও অ-পূর্ব্ব। রামেন্দ্র-বাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার নায়ক। তিনি উহার মুখবন্ধ লিখিয়াছেন। রাখাল-বাবু প্রত্নবিৎ; তিনি উহার লিপিকাল নির্ণয় করিয়াছেন। আর, এত পণ্ডিত পুথী-সংস্করণে সাহায্য করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের নাম ছাপিতে পাতার এক পিঠ ভরিয়া গিয়াছে। এ সকল ব্যতীত বিদ্বদ্বল্লভ স্বয়ং বসন্ত-বাবু গ্রন্থসংস্কারক। তিনি প্রাচীন ও নবীন ভাষায় তাঁহার অশেষ জ্ঞান ঢালিয়া দিয়াছেন। আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। শব্দ-সূচী নির্ম্মাণদ্বারা ভাষান্বেষীর ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। দেখুন, সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ ছাপা হইয়াছে। কিন্তু একখানিরও শব্দ-সূচী নাই! এই এক উদাহরণে বুঝিবেন, বাঙ্গালা পুথীখানার ভাগ্য কেমন প্রসন্ন ছিল।

এ দিকেও দেখুন। সংস্কারক লিখিয়াছেন, (১) "চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্দ্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন;" (২) "তাঁহার নিবাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে ছিল"; (৩) "কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাই আমরা চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।"

কাল, ও দেশ, ও কবি নির্দ্দেশ করিয়া এত পুরাণা পুথী অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

২। বাঙ্গালা ভাষার খুঁটি খোঁজার বাতিকে পড়িয়া আমি "কৃষ্ণকীর্ত্তন" দেখিয়াছি। বাতিকের দোষ বহু। একটা দোষ, নিঃসঙ্গ থাকিতে দেয় না। মনে করিয়াছিলাম, বঙ্গীয় সুধীবর্গ এই অ-পূর্ব্ব গ্রন্থের আলোচনা করিবেন। কারণ, আধুনিক প্রত্যক্ষবাদের দিনে আপ্ত-প্রমাণ বড় কেহ মানিতে চায় না। প্রাজ্ঞে বলেন, পৃথিবী স্থিরা নহে, বঁ-বঁ শব্দে লাটিমের মতন ঘুরিতেছে। অজ্ঞের চিরাগত সংস্কারে অভিঘাত হয়; সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, কই—ঘোরা ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমারও দশা এই অজ্ঞের তুল্য হইয়াছে, আমি সংশয়ে পড়িয়াছি। সংস্কারক মহাশয় কি যুক্তি দেখাইয়া প্রাপ্ত পুথীর ভাষা নান্নুরের কবির বলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নিম্নলিখিত প্রশ্নদ্বয়ের স্পষ্ট উত্তর চাই,—

(১) প্রাপ্ত পুথীর বয়স, ও দেশ।

(২) মূল পুথীর কবি ও দেশ ও কাল।

প্রাপ্ত পুথী হইতে এই দুই প্রশ্নের কি উত্তর পাওয়া যায়, তাহা সংস্কারক মহাশয় বিস্পষ্ট ভাবে বলেন নাই। "সম্পাদকীয় বক্তব্য" ৩৭ পৃষ্ঠা ভরিয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ

গ্রন্থ-বাহ্য। অগত্যা আমাকে আমার সংশয় জানাইতে হইল।* অবসর ও যোগ্যতার অভাবে তাহা উত্তম যুক্তি দ্বারা দেখাইতে পারিলাম না।

দুঃখ হইতেছে, এই বিচার, সংস্কারক ও তাঁহার সহায়বর্গের প্রীতিকর করিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের মতি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যুক্তি ও ন্যায় পীড়িত করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা ও ছাপা গ্রন্থের মান-মর্য্যাদা কিছুমাত্র খর্ব্ব দেখিতে পারি না।

(১) প্রাপ্ত পুথীর বয়স-ও দেশ-বিচারে বাহ্য-প্রমাণ

৩। সংস্কারক পুথী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দু-ভাঁজ-করা তুলোট [তুলাট] কাগজের উভয় পৃষ্ঠা লেখা, মধ্যস্থলে ছিদ্র।" তিনি আট শতের অধিক পুথী দেখিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি প্রাপ্ত পুথীর কাগজ ও কালী দেখিয়া বয়স অনুমান করিতে পারিতেন। তাঁহাকে নির্দ্দয় বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, তিনি পুথীর অবস্থা গুপ্ত রাখিয়াছেন। কাগজ কীটদষ্ট ও জীর্ণ কি না, শাদা তুলা জমাইয়া কাগজ, কি হরিতালাদি-লিপ্ত কাগজ; কালী মলিন, না উজ্জ্বল; পুথীর পাটা কাঠের, না কাগজের; ইত্যাদি বার্ত্তা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। কারণ, তুলাট কাগজ লৌহমঞ্জুষায় রক্ষিত হইলেও পাঁচ-ছয় শত বৎসর টেকে কি? কদাচিৎ টিকিতে পারে; কিন্তু প্রাপ্ত পুথী কাদাচিৎকের পর্য্যায়ে পড়ে কি? কে জানে। সংস্কারকের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাই চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা।" একখানা পুথী, সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের বলিতে যাইতেছেন, অথচ তিনি তাহার অবস্থা সম্বন্ধে নির্ব্বাক্‌। যদি প্রাপ্ত পুথী আধুনিক হয়, তাহা হইলে ভাষা খাঁটি আছে কি? রাখাল-বাবুর কলমে একটা কথা হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনের যে পুথী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রা-চী-ন পত্র-গুলিতে।" ইহা হইতে বুঝিতেছি, পুথীর সমুদয় পত্র এক সময়ের নহে, বোধ হয়, এক উপাদানেরও নহে। সংস্কারক মহাশয় "পাঠ-বিবৃতি" নাম দিয়া পুথীর লেখার কাটা-কুটির সাড়ে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী তালিকা দিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতেছি, লেখায় অশুদ্ধি ছিল, লিপিকর যথোচিত সাবধানে পুথী লেখেন নাই কিংবা লিখিতে পারেন নাই। অথচ "ভাষা খাঁটি" আছে?

৪। সংস্কারক লিখিয়াছেন, "পুথির সহিত প্রাপ্ত এক খণ্ড কাগজের লেখা [?] দেখিয়া অনুমান হইয়াছিল, কীর্ত্তনের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুররাজের পুথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইত।" ইহা হইতে বুঝিতেছি, প্রাপ্ত পুথীর বয়স অন্ততঃ আড়াই শত বৎসর। তিন শত বৎসর হটিয়া না গেলে মূল পুথী পাই না। কিন্তু এই দীর্ঘকালে

* এই প্রবন্ধ গত পূজা অবকাশে লেখা হইয়াছিল। অবসর-অভাবে দ্বিতীয় বার আলোচনা করিতে পারি নাই। একটা তথ্য জানিতেও বিলম্ব হইয়াছে। মাসাধিক হইল, শ্রী সতীশচন্দ্র-রায় মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে"র এক চমৎকার সমালোচনা লিখিয়াছেন। দেখিলাম, আমার সংশয় তিনি প্রায় উপেক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন। পুথীর কাল ও ভাষায় তিনি ও আমি বিমুখ চলিয়াছি। প্রবন্ধ-শেষে তাঁহার যুক্তি বিচার করিব।

প্রবেশে আলোক পাইতেছি না,-কেবল অন্ধকার। সে অন্ধকারে কি ঘটিয়াছিল, কি না ঘটিয়াছিল, তাহা প্রাপ্ত পুথী হইতে জানিতে পারিতেছি না, অন্য পুথী হইতেও পারিতেছি না। আমার সংশয়-অহেতুক কি?

৫। সংস্কারক লিখিয়াছেন, পুথীর দুই দূরবর্ত্তী "পৃষ্ঠার উপরে পার্শীর মত কি লিখিত আছে।" তন্মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে তিনি পঙ্‌ক্তি কাইতি অক্ষর, সম্ভবতঃ কাহারও নাম হইবে।" বোধ হয়, বসন্ত-বাবু এই দুই লেখার গুরুত্বও অনুভব করেন নাই। করিলে তাঁহার অধ্যবসায়ে তিনি পুথী লইয়া কাইথী লেখার দেশে যাইতেন, ফার্সী-পড়া মুন্সীও ধরিতে পারিতেন। বুঝিতেছি, পুথীখানা কাইথী লেখার দেশ দেখিয়া বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল দেখিয়া আসিয়াছিল, না সে দেশের আচার-ব্যবহারও শিখিয়া আসিয়াছিল? প্রাপ্ত পুথীর খাঁটিত্ব সম্বন্ধে সংশয় ঘনীভূত হইতেছে। পুথীখানা থাকিতে থাকিতে তাহার বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ কর্ত্তব্য। কারণ, যে দিনকাল পড়িতেছে, ভবিষ্য পাঠক বর্ত্তমান কাহাকেও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে না। পুথী যত অ-পূর্ব্ব, তাহার তত তীক্ষ্ণ সমালোচনা ও বিচার চাই।

৬। জানিতেছি, এক রাশি পুথীর মধ্যে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথী ছিল। বসন্ত বাবুর কুতুহল দৃষ্টি সে সব পুথী নিশ্চয়ই এড়ায় নাই। কিন্তু সে সব কি পুথী, কবেকার পুথী, কিংবা কোথাকার পুথী, এই আবশ্যক প্রমাণ, প্রাপ্ত পুথীর আকর-বর্ণনায়, তিনি উদাসীন হইয়াছেন।

৭। সংস্কারক লিখিয়াছেন, "পুথিতে দুই হাতের লেখা বেশ সুস্পষ্ট।* * তৃতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অনুকরণ যে, বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ব্যতীত ধরা পড়ে না। অবশিষ্ট অর্থাৎ পুথির অধিকাংশ প্রথম হাতের লেখা।" প্রত্ন-লিপি-বিৎ লিখিয়াছেন, "এক অথবা একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকারের হস্তাক্ষর" আছে। (১) "প্রাচীন হস্তাক্ষর", (২) "প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি", (৩) "অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর"।

প্রাপ্ত পুথী বাস্তবিক অ-পূর্ব্ব। ইহার লিপিকর এক, কিংবা একাধিক। একাধিক হইলে দুই কিংবা তিন। তিন হইলে, দুই স্বতন্ত্র, এক পরতন্ত্র। তিনের এক লিপিকর এমন পরতন্ত্র যে, "বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ব্যতীত" তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। পরমাশ্চর্য এই, সাড়ে-পাঁচ-শত বৎসরের পুরাতন পুথীর কিয়দংশে প্রাচীন, কিয়দংশে আধুনিক হস্তাক্ষর আছে! এই বৃত্তান্ত শুনিলে ধীর ব্যক্তিরও মন ব্যাকুলিত হইবে। কারণ, এতগুলি আশ্চর্য্য বিষয়ের একত্রাবস্থিতি দৃষ্টি-গোচর হয় না। সংস্কারক ও লিপিবিৎ,-তাঁহারাও ব্যাকুল হইয়া থাকিবেন। সংস্কারক প্রাপ্ত লেখা পুথীর কোন্ পাতা হইতে কোন্ পাতা তিন হাতের মধ্যে কোন্ হাতের, তাহা জানাইয়াছেন; কিন্তু ছাপা বহি, যেটা পাঠক দেখিতে পাইবেন, সে বহির কোন্ পাতায়, কোন্ হাতের আরম্ভ, কোন্ হাতের শেষ, সেটা জানাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, লিপিকর হাজার সাবধান হউন, অধিক

লিখিতে গেলে নিজের অভ্যস্ত বানান, এমন কি, শব্দ-বিভক্তি আসিয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া ভাষার কাল ও লিপিকরের দেশও ধরা পড়িতে পারে।

৮। প্রত্ন-লিপি-বিৎ পাঠককে কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, পুথীর তিন প্রকার হস্তাক্ষর এক লিপিকরেরও হইতে পারে। শুনিয়াছি, আদালতে জাল দলীল আসে। গানের পুথী, বেদ নয়, চণ্ডীও নয়, গানের পুথী; তাহাতে হস্তাক্ষরের অনুকরণ আছে! পুথীখানা অ-পূর্ব্বই বটে। আরও আশ্চর্যের কথা, এক সময়ের এক দেশের তিন জনের হাতের অক্ষর, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন, দুই আকারের হইতে পারে। প্রত্যক্ষে সংশয় নাই। সংশয় সেখানে, যেখানে প্রত্নলিপিবিৎ বৎসর গণিয়া "স্থির-সিদ্ধান্ত" করিয়াছেন যে, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র আবিষ্কৃত পুথি "১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" সংক্ষেপে তাঁহার যুক্তি এই। ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত তিনখানি গ্রন্থের অক্ষর অপেক্ষা "কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন অক্ষর-সমূহ প্রাচীনতর।" 'প্রাচীনতর' বিবেচনার হেতু কি, তাহা স্পষ্ট বুঝিলাম না। বোধ হয় হেতু এই, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে সমস্ত প্রাচীন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তিন-চতুর্থাংশের অধিক অক্ষর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই।"

যুক্তিটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে। জ্ঞাত কি কি ? (১) পুথীতে প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর আছে; (২) এক জনের অনুকৃত অক্ষর আছে; (৩) ইহার প্রাচীন অক্ষরসমূহ [মনে করি যেন] ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের, অর্থাৎ পরে আর ছিল না। এই তিন জ্ঞাত হেতু হইতে, "স্থির" দূরে থাক, "অ-স্থির" সিদ্ধান্তও করিতে পারিতেছি না যে, আবিষ্কৃত পুথী, ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। হয় ত আরও হেতু আছে, যাহা প্রত্ন-লিপিবিৎ লেখেন নাই। সে যাহা হউক, (১) প্রা-চী-ন অর্থে কি বুঝিব, জানি না। (২) নবীনের সহিত প্রাচীনের সমাবেশ আছে, অথচ নবীনকে ছাড়িয়া কেন প্রাচীনকেই ধরিতে হইবে, তাহাও বুঝি না। (৩) তিনখানি প্রমাণ-গ্রন্থের কাল জানিতেছি, কিন্তু তিন প্রমাণ-গ্রন্থের লিপিকরের দেশ, শিক্ষা, সংসর্গ জানি না। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র লিপিকরের সহিত তুলনা করিতে পারিতেছি না।

আমি প্রত্ন নামেই ডরাই, প্র-ত্ন-ত-ত্ত্বের ত কথাই নাই। কারণ, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তথ্য এমন মিশাইয়া দেন যে, দিশা-হারা হইয়া পড়ি। প্রত্নলিপি-বিৎ রাখাল বাবুর বিচারে সে দোষ নাই, বরং অনাবশ্যক বন্ধন আছে। তিনি লিখিয়াছেন, "'কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'র যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক। যে কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন, তাহা বিচার করিলে গ্রন্থের লিপিকাল নির্ণীত হইতে পারে।" এই প্রতিজ্ঞা আমার নিকট দুর্জ্ঞেয় বোধ হইতেছে। কারণ, (১) তাঁহার 'প্রাচীন' বিশেষণের অর্থ 'পূর্ব্বকালে ছিল, পরে ছিল না।' এই অর্থ না ধরিলে তাঁহার যুক্তি ব্যর্থ

হয়। এইটুকু বুঝিলাম। কিন্তু বুঝি না, প্রাচীনের মধ্যে নবীনের বা "অপেক্ষাকৃত আধুনিকে"র প্রবেশ। বুঝি, নবীন কৃতির মধ্যে পুরাতন থাকিতে পারে, কিন্তু বিপরীত অবস্থা কল্পনাতেও আসিতেছে না। (২) পুথীর "কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন।" বুঝি না, এই কয়েক স্থলের প্রাচীনত্বের কাল-নির্ণয় দ্বারা কেমন করিয়া সব লেখা, পুথীখানাই, প্রাচীন বলি। (৩) বুঝিতেছি, পুথীর কতক পাতা পুরাতন, কতক নূতন। যদিও এ কথা না পুথীর আবিষ্কারক, না লিপিবিচারক, দুই জনের একজনও স্পষ্ট লেখেন নাই। সে যাহা হউক, পুরাতন পাতায় পুরাতন, নূতন পাতায় নূতন অক্ষর দেখিলে সংশয় লঘু হইত। কিন্তু লিপি-বিচারক বলিয়াছেন, "প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক।" এই ব্যতিক্রমে সংশয় ঘনীভূত হইয়াছে। (৪) পুথীর অক্ষরের ছাঁদ দেখিয়া বুঝি, লিপিকর লিপিকলায় দক্ষ ছিল; হয় ত লিপি করা তাহার ব্যবসায় ছিল। তিন লিপিকরের মধ্যে এক জনের অনুকরণ-বৃত্তিও ধরা পড়িয়াছে। কে জানে, অন্য দুই লিপিকর নবীন হইয়াও প্রাচীন রীতি রক্ষা করে নাই। (৫) প্রত্নলিপিবিৎ মাত্র তিনখানি গ্রন্থের অক্ষরের সহিত বিচার্য পুথীর তুলনা করিয়াছেন। পরে লিখিয়াছেন, "'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র প্রাচীন অক্ষরের তিন-চতুর্থাংশের অধিক প্রমাণ-গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই।" না হউক; জিজ্ঞাস্য, এই "হয় নাই" হইতে "হইয়াছে" সিদ্ধ হইতে পারে কি?

৯। রাখাল বাবু ক্ষমা করিবেন, তাঁহার যুক্তি-জাল আমার বুদ্ধির অভেদ্য হইয়াছে। তাঁহার কৃত সংজ্ঞা 'প্রত্ন-লিপি-তত্ত্ব' আমার বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়াছে। কারণ, দর্শন-শাস্ত্রের সার, 'তত্ত্ব'। প্রত্ন-লিপি-বৃত্তান্ত বিজ্ঞান পদবীতেও পড়ে না, যদিও ইংরেজী palaeography শব্দে প্রত্ন-লিপি-বিজ্ঞান, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। বিজ্ঞানে জানা হইতে অ-জানায় যাইতে পারা যায়, ইতিহাস ও বৃত্তান্তে জানা ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসরের পথ নাই। রাখাল বাবু যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, সে সকল ইতিহাসের কথা। যথা, অমুক সময়ে অমুক দেশে অমুক অক্ষর প্রচলিত ছিল। যদিও তিনি এরূপ প্রমাণও দিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণ, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে, অমুক শিলায়, অমুক তাম্রশাসনে, কিংবা অমুক পুথীতে, এইরূপ অক্ষর আছে। এইরূপ প্রমাণে কত বাধা পড়িল, তাহা বলিতে হইবে না। বস্তুতঃ তাঁহার উপজীব্য অতি-অল্প। একে, অন্বয় দ্বারা ব্যাপ্য-ব্যাপক-জ্ঞান নিঃসংশয় হয় না, তার উপর অন্বয়ের উপজীব্যও অল্প। ভূ-স্তরের ন্যায় অক্ষরের আকারের পূর্ব্বাপর স্তর পাওয়া যায় কি না, জানি না। কিন্তু বলিতে পারি; বহু কাল গত না হইলে, কিংবা বিপ্লব না ঘটিলে আকার-পরিবর্তন লক্ষ্য হইবে না। কারণ, লেখা কৃত্রিম অনুকরণ; একটা কলা—যাহার উৎপত্তি অজ্ঞাত, আদর্শ অজ্ঞেয়, পরিণাম মানব-মনের ও মানব-কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দুর্ভেদ্য রহস্যে প্রচ্ছন্ন। স্থূলতঃ লিপি-কলা একটা কৃত্রিম কলা। ইহার পরিণামক্রম আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা বৎসর গণিতে পারা যাইবে না।

দুই একটা সামান্য দৃষ্টান্ত লই। ওড়িষ্যায় সহস্র সহস্র মন্দির দেখিতে পাই, সব এক সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই, অথচ নির্ম্মাণ-রীতি এক। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ত্রিবিধ হস্তাক্ষরের অনুরূপ দৃষ্টান্তও আছে। ওড়িষ্যায় এই ছাপার অক্ষরের দিনেও হাতের ত্রিবিধ অক্ষর চলিত আছে। (১) বামুনী অক্ষর, (২) করণী অক্ষর, (৩) সাধারণ অক্ষর। বর্ণমালার সমুদায় তিন অক্ষরে প্রভেদ নাই, কয়েকটায় আছে। কত কাল হইতে আছে, কে জানে। তিনের কোন্‌টা প্রাচীন, তাহাও নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু যিনি ত্রিবিধ লিপি না জানেন, তিনি তিনটা কাল অনুমান করিয়া বসিবেন। আরও শুনুন, ওড়িষ্যার সামন্ত-রাজ্যে, অন্ততঃ একটায়, এমন কয়েকটা অক্ষর চলিত আছে, যাহা উক্ত তিনের বাহ্য। উহাকে ক্ষত্রিয়ী অক্ষর বলিতে পারি। অল্প-পরিসর দেশে একদা চারি প্রকার অক্ষর চলিতেছে। বর্ণমালার সব অক্ষর নয়, কয়েকটা মাত্র। কিন্তু এই কয়েকটা এমন যে, অনভিজ্ঞ পড়িতে পারিবে না।

১০। প্রত্নলিপিবিৎ উল্লিখিত সংশয়ের উত্তর দেন নাই। সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার সাক্ষ্যে বিশ্বাস হইল না। পুথীর আবিষ্কারক বসন্ত বাবু "আট শতের অধিক পুথি" দেখিয়াছেন। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" পুথীর সহিত এক খণ্ড কাগজের লেপা দেখিয়া [তাঁহার] অনুমান হইয়াছিল, "কীর্ত্তনের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর-রাজের পুথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইত।" তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন, "এ পর্য্যন্ত যত প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ বড় জোর ২২০ বৎসরের ; ৩০০ বর্ষের আদর্শ দেখিয়া মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম।" ইহা হইতে বুঝিতেছি, বাঙ্গালা পুথীর পরমায়ু ৩০০ বৎসরের অধিক নয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথীর এমন কি ভাগ্য ছিল যে, ইহার পরমায়ু আড়াই শত বৎসর বাড়িয়া যাইবে। সে ভাগ্য কি, তাহা সংস্কারক গণিয়া বলেন নাই। কি ঘটিয়াছে, তাহাও যেন বুঝিতেছি। কামনা জুটিয়া যুক্তির পথ রোধ করিয়াছে। চ-ণ্ডী-দা-স, এই নাম "খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে" টানিয়া লইয়া গিয়াছে। এই কাল, "চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা" অভিব্যক্ত করিয়াছে। উক্ত কালের পূর্ব্বে যাইবার বাধা ছিল। কারণ, তখন চণ্ডীদাসের জন্মকালে গণ্ড-গোল ঘটিত।

পুথীখানি এখনও বর্ত্তমান। আশা করি, সংস্কারক মহাশয় নিঃস্পৃহ হইয়া সংশয় ভঞ্জন করিবেন। থাক্ না বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা, বাশলীদেবীর নাম। ব্যাসের নামে বহু পুরাণ আছে, মহাভারত নামে ইতিহাসও আছে। কিন্তু সকলেই কি ব্যাসের "খাঁটি ভাষা" আছে? যদি বা আছে, কতটুকু আছে, কে জানে। মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তি এক নয় ; অনুমূর্ত্তি কদাপি নয়।

(২) প্রাপ্ত পুথীর বয়স-ও দেশ-বিচারে আভ্যন্তর প্রমাণ

(ক) শব্দের বানান বিচার

১১। প্রাপ্ত পুথীর বর্ণাশুদ্ধি এত যে, তাহাতে পাঠকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এক-অর্থ-ব্যঞ্জক ধ্বনির আক্ষরিক চিত্র বিভিন্ন হইলে বর্ণাশুদ্ধি বলি। এক এক অক্ষর

এক এক ধ্বনির দ্যোতক। ধ্বনি-অনুযায়ী দ্যোতক বসাইয়া গেলে ধ্বনি-সংবাদী বানান হয়। এই বানান সম্পূর্ণ শুদ্ধ। কারণ, ধ্বনি তাহার প্রমাণ। যেখানে ধ্বনি প্রমাণ না হইয়া রীতি, পরম্পরা, বা বিধি প্রমাণ হয়, সেখানে বানান ধ্বনিসংবাদীর তুল্য শুদ্ধ না হইলেও সঙ্কেত-সংবাদে শুদ্ধ। আমরা বলি হো-রি, কিন্তু লিখি হ-রি। হো-রি ধ্বনি-সংবাদী, হ-রি সঙ্কেত-সংবাদী বানান। হ-রি, এই সঙ্কেত একবার গ্রহণ করিয়া, উহার পরিবর্ত্তন করিলে সঙ্কেত অশুদ্ধ হয়, বানান অশুদ্ধ হয়। হ-রি বানান নিয়ম-বিধি। অপূর্ব্ব-বিধি ভঙ্গে যেমন দোষ, নিয়ম-বিধি-ভঙ্গেও তেমন দোষ।

আমি জানি, পুথীর বানান অশুদ্ধ, এই কথা বলিলে কেহ কেহ ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হন। তাঁহাদিগের তুষ্ট্যর্থে উপরে একটু ভূমিকা করিতে হইল। ইহাতেও তাঁহারা তুষ্ট হইবেন কি না, সন্দেহ। কারণ, তাঁহারা বিবেচনা করেন, বানানে নিয়মভঙ্গতা সে কালে নিয়ম ছিল। এমন পুথী পাওয়া যায় নাই, যাহার বানান আগা-গোড়া 'শুদ্ধ'। এই উক্তি সত্য কি না, জানি না। সত্য হইলে বুঝিব, লিপিকর হাতের ছাঁদ অভ্যাস করিত, বানান শিখিত না। কারণ, নিয়মানুবর্ত্তিতা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অক্ষরের ছাঁদ ভাল; অথচ সমাবেশ ভুল, যে লিপিকরের চোখে না পড়ে, সে বুদ্ধিতে হীন। তাহাকে বানানের বিচারক জ্ঞান করিতে পারি না। ইহা অপেক্ষা সে ভাল, যে কাঁচা হাত পাকাইয়াছে, কিন্তু ধ্বনিতে কিংবা সঙ্কেতে ভুল বানান বৃহৎ পুথীর সর্ব্বত্র এক রাখিতে পারিয়াছে। তাহার বানান, প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইলেও হইতে পারে।

১২। দুঃখের বিষয়, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র লিপিকর কাঁচা। তাঁহার বানান ক্রমচ্ছিন্ন; একই অর্থে একই শব্দের বানান এক নহে। যেমন শ্রবণার্থ শু-ন ধাতু, শু-ণ, শু-ন, শুং-ণ রূপ পাইয়াছে। ইহা হইতে শু-ণি-আঁ, শু-ণী-আঁ, সু-ণি-আঁ, সু-ণি-ঞাঁ, সু-ণি-না, শু-ণী, সু-ণী। কেবল বাঙ্গালা শব্দের বানানে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা, এমন নহে। সংস্কৃত শব্দের দশাও এইরূপ। যেমন, গু-ণ, গু-ন, গু-ণ-নি-ধী; গি-রি, গি-রী; গ-তি, গ-তী; হ-রি, হ-রী; আ-শ, আ-স; আ-কা-শ, আ-কা-স ইত্যাদি। অ স্থানে আ, এত আছে যে, সে বিষয়ে পরে লিখিব। লিপিকর অ-শিক্ষিত। কিংবা তাহার হাত ভাল, বুদ্ধি কাঁচা।

১৩। সংস্কারকের নিকট এই বানান-বিভীষিকা সহজবোধ্য হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন; " 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র।" যুক্তিটা নূতন বটে। তাঁহার বিবেচনায় "প্রাকৃত" শব্দের বানানে নিয়ম ছিল না। কিন্তু "সংস্কৃত" শব্দের বানানেও কি অনিয়ম ছিল? তাঁহার উক্তি প্রমাণ-সাপেক্ষ। আর, বিচার্য্য বস্তুকে প্রমাণ ধরিতে পারা যায় না।

আমার বোধ হইয়াছে, সংস্কারক মহাশয় প্রথমে কামনার বশতা স্বীকার করায় পরে ব্যাখ্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি কামনা করিয়াছেন, প্রাপ্ত পুথীখানি বড় চণ্ডীদাসের। ইহাতে চণ্ডীদাসের "খাঁটি ভাষা" আছে। কবি মূর্খ ছিলেন না, পরন্তু সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত

ছিলেন। নতুবা সংস্কৃত শ্লোক রচিতে পারিতেন না। অতএব আমাদের চোখে যে বানান ভুল বোধ হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ অশুদ্ধ নহে। যথা, এই পুথীতে **ন** ও **শ** স্থানে যে **ণ** ও **স** আছে, তাহা শৌরসেনী "প্রাকৃতে"র প্রভাব। সে "প্রাকৃতে" ণ-কার ও স-কার উচ্চারিত হইত। কিন্তু সংশয় এই, সর্ব্বত্র সে প্রভাব থাকিল না কেন? ইহার উত্তর, **শ** বানান, মাগধী "প্রাকৃতে"র প্রভাব, **ন** বানান পৈশাচী "প্রাকৃতে"র প্রভাব। এইরূপ, হ-রি স্থানে যে হ-রী বানান আছে, তাহা মহারাষ্ট্রী "প্রাকৃতে"র প্রভাব, ইত্যাদি। এইরূপ ব্যাখ্যা, জানি না কেন, এত পণ্ডিতকে প্রলুব্ধ করে। বোধ হয়, শাস্ত্র-প্রবৃত্তি দ্বারা তর্ক-বিদ্যা পরাজিত হয়। যেহেতু শাস্ত্রে লিখিত আছে, অতএব ইহা সে-ই,—এই যে যুক্তি-হীন বিচার, তাহা শাস্ত্র-প্রবৃত্তির লক্ষণ। শাস্ত্র-প্রবৃত্তির একটা গুণ আছে, অল্পায়াসে চিত্তের প্রসাদ জন্মে। ইহাতে কিন্তু অন্বেষণা পরাস্ত হয়, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ প্রচ্ছন্ন হয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র সংস্কারক নানা প্রবন্ধে বলিতে চান, যেহেতু এই গ্রন্থে "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত" শব্দের সংখ্যা অধিক, সেহেতু ইহা বহু প্রাচীন। সম্প্রতি ইহাতেও আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যখন দেখি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ভাষায়, ব্যাকরণে ও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে সেই "প্রাকৃতে"র ধুআ, তখন তাঁহার "প্রাকৃত" সংজ্ঞার লক্ষণ পাইতে চাই। অনুমানের অবয়ব-ত্রয়ে তাঁহার কামনা প্রকাশ করি। (১) "প্রাকৃত" শব্দ পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল (পরকালে ছিল না?); (২) এই পুথীতে "প্রাকৃত" শব্দ আছে; (৩) অতএব এই পুথী পূর্ব্বকালে রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উদাহরণ ও হেতু, দুই অবয়বেই সন্দেহ। 'পূর্ব্বকাল' অর্থে কোন্ কাল, তাহা বলিতে হইবে; "প্রাকৃত" শব্দ, অর্থে কোন্ শব্দ, তাহাও স্পষ্ট করিতে হইবে। সহজ বুদ্ধিতে বুঝি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বানান অশুদ্ধ। ইহা হইতে প্রাপ্ত পুথীর দেশ কিংবা কাল কিছুই জানা গেল না।

(খ) শব্দ-বিচার

১৪। পুথীর বানান দেখিয়া শব্দ বুঝিতে হয়। বানানে ভুল থাকিলে এবং অর্থ ধরিতে না পারিলে শব্দটি বুঝিতে পারা যায় না। যদি "কৃষ্ণকীর্ত্তন্" লিখিবার সময় **ণ ন, শ স, ই ঈ, আঁ এ্যা,** ইত্যাদির ধ্বনিতে ভেদ থাকিত, তাহা হইলে একই শব্দের কোথাও এটা, কোথাও ওটা লেখা দেখিতাম না। কিন্তু **অ** স্থানে **আ** লেখাতে ধ্বনিভেদ স্বীকার করিতে হইতেছে। সংস্কৃতে **অ**কারের দীর্ঘ **আ**-কার। বাঙ্গালাতে **অ**কার **আ**কার দুই ভিন্ন স্বর। পূর্ব্বকালে এক ছিল কি? তিন শত বৎসরের পুথীতে এক নয়। "শূন্যপুরাণে", "বৌদ্ধগান ও দোঁহা"তে নয়। "সর্ব্বানন্দী"* শব্দেও বোধ হয়, এক নয়। অথচ "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" অ-কারণ আ-কারণ, অ-প-রা-ন আ-প-রা ন, অ-ধি-ক আ-ধি-ক, ইত্যাদি দ্বিবিধ বানান পাইতেছি। আমার বোধ হয়, **অ** স্থানে **আ** বানান লিপিকরের ভ্রম নয়। ভ্রম হইলে **আ** অল্প পাইতাম।

* "আট শত বৎসরের পুরাণ বাঙ্গালা শব্দ",—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, এই বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যা।

আ কাটিয়া অ লেখাও দেখিতাম। একটা কারণ কল্পনা করি। মূল পুথী অন্ততঃ দুই দেশ দেখিবার পর অনুলিপি করা হইয়াছে। সে অনুলিপি বর্ত্তমান পুথী। এক দেশে অ ছিল, অন্য দেশে কতকগুলা অ পরিবর্ত্তিত হইয়া আ হইয়াছিল। বর্ত্তমান পুথীর লিপিকরও অ স্থানে আ করিয়া থাকিতে পারে। ফলে একই দাঁড়াইতেছে। দুই দেশ ভ্রমণ স্বীকার না করিলে অ-ধি-ক আ-ধি-ক একার্থে লিখিত হইতে পারিত না। অত কথায় কাজ কি, কবির নিজের নামের বানান কোথাও অ-ন-ন্ত, কোথাও আ-ন-ন্ত হইতে পারিত না। এক দেশে তিনি ছিলেন অ-ন-ন্ত; দেশান্তরে হইয়াছিলেন আ-ন-ন্ত। দৃষ্টান্ত ধরুন,—বা-ঙ্গা-লী, ব-ঙ্গা-লী; কৈ-লি-কা-তা, ক-লি-ক-ত্তা। অনন্ত কবি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন; অথচ নিজের নাম আ-ন-ন্ত বানান করিলেন? পুথীর সংস্কারক মহাশয় অকার-আকারের বিরোধ এক কথায় মিটাইয়া দিয়াছেন। তিনি অ-ষ্ট-ম স্থানে আ-ষ্ট-ম পাইয়া লিখিয়াছেন, "আদ্য অকারের স্থানে 'আ' আদেশ বাঙ্গালা ভাষার একতম বিশেষত্ব।"* হেতুটা কাজের হয় নাই, কারণ পুরাতন পুথী হইতে বিশেষত্বের প্রমাণ দেন নাই। তা ছাড়া বাঙ্গালা ভাষায় কতক শব্দের আদ্য (সংস্কৃতের) অ স্থানে আ হয় বটে, কিন্তু তা বলিয়া আ-তি, আ-ধি-ক, আ-ভি-মা-ন প্রভৃতি শব্দে হয় না। তবে যদি পাণিনি-শাস্ত্র খুলিয়া অ-বর্ণের বিবৃত উচ্চারণ বলেন, তাহা হইলে কথা নাই। কেবল আদ্য অ-স্থানে আ হয় নাই, অন্ত্য অ স্থানেও হইয়াছে। যথা, খা-হ—খা-হা, চা-হ—চা-হা, জা-হ—জা-হা, পা-হ—পা-হা, ইত্যাদি। আসামীভাষায় এইরূপ আছে।

১৫। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র কতকগুলি শব্দে বিশেষ আছে। যদিও পুথীর দেশ-কাল-নির্ণয়ে সব লাগিতেছে না, একত্র করিলে সন্দেহ সূচনা করিতে পারে। (১) শব্দের অন্ত্য স্বর লোপ। যথা, অ-ভ-র-সা—অ-ভ-র-স, র-স-না—র-স-ন, কাঁ-চা—কাঁ-চ, ঝ-গ-ড়া—ঝ-গ-ড়, কি-ছু—কি-ছ। (২) অন্ত্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ। যথা, অ-মূ-ল্য—অ-মূ-ল, অ-যো-গ্য অ-যো-গ, যো-গ্য—যো-গ, শূ-ন্য—শূ-ন, ই-চ্ছা—ই-ছা, বু-দ্ধি—বু-ধি, সি-দ্ধি—সি-ধি। ( ) মধ্যস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ। যথা, দু-স্ত-র—দু-ত-র, দু-র্ল-ভ—দু-ল-ভ—দু-ল-হ, নি-র্ল-জ্জ—নি-ল-জ; স-ম্মা-ন—স-মা-ন। (৪) স্ত স্থানে থ, ষ্ট স্থানে ঠ। যথা, অ-স্ত—আ-থ, ন-ষ্ট—ন-ঠ, কু-ষ্ট—কুঠ। (৫) ল স্থানে ন। যথা, লা-ঙ্গ-ল—লা-ঙ্গ-ন, লে—নৈ। (৬) ত স্থানে ন। যথা, খ-চি-ত—খ-চি-ন, তি-থী-ত—তি-থী-ন। (৭) পুথীতে ড় ঢ় নাই, আছে ড ঢ; তথাপি ড স্থানে র। যথা, রাজা ব-র দুরুবার (১২৬ পৃঃ), আড়ী—আ-রী (১৫১), প-রি-লো যমুনা নীরে (২৯৫)—(পড়িলোঁ)। (৮) শ স্থানে হ, হ স্থানে শ বা স। যথা, তোর না পুরিবে আ-হা (১২৭)—আ-শা, প-স-রি-ল (২৮০)—প-হ-রি-ল (প্রহারিল)। (৯) র, ল লোপ। যথা, র-রি-লোঁ—ম-ই-লোঁ, মা-রি-লোঁ—মা-ই-লোঁ, বু-লি-ল—বু-ই-ল, অ-ভি-লা-ষ—অ-ভি-হা-স। (১০) র আগম একটী শব্দে। যথা, কদমতলাত রাধা রা-হী (৩৪৮)। আ-হী স্থানে রা-ঈ—রা-হী (অর্থ, রাধা এবং বড়ায়ী।

এই অর্থে "শূন্যপুরাণে" "লক্ষ্মী চারি জুগের রা-ই"। র আগম উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অধিক। "শূন্যপুরাণ"ও উত্তরবঙ্গ দেখিয়াছিল।) কয়েকটি শব্দে নূতনত্ব আছে। যথা, স-জ ধাতু (সজ্জীকরণে) হইতে স-জা-ই-অঁ। আমরা বলি সা-জা-ই-অঁ। গ-রু-অ—গুঁ-রু-আ স্থানে; চ-ম্বা (চ-ম্প-ক); দূ-তা (দুতী); প হ্র ধাতু পরিধানে; প-য়-র, প-এ-র (পদের); ব-ড়ী (ব-ড়); ব-ন্ধু-লী (বান্ধুলী); আ-অ-র (আ-র); স-রু-প-সি (মৈথিলী স-রু-প-সঁ) ইত্যাদি। শব্দের বিশেষগুলি স্মরণ করিলে মিথিলা ও আসামের মধ্যস্থান, উত্তরবঙ্গ মনে হয়। প-হ্র ধাতু, আ-ই স্থানে রা-ই, উত্তরবঙ্গের পুথীতে দেখিয়াছি।

(গ) বিভক্তি-বিচার

১৬। শব্দের রূপ যাহাই হউক, বিভক্তির রূপ একপ্রকার না হইলে ভাষা বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কারক মহাশয় লিখিয়াছেন, "প্রত্যয়-[?] লোপ ও বিভক্তিবিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল। একাধিক প্রত্যয়ের [?] একত্র প্রয়োগ সাধারণ।" সোজা বাঙ্গালায়, "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে"র ভাষায় বিভক্তি একপ্রকার নাই, বহুপ্রকার আছে। এই বহুত্ব দ্বারা কি অনুমান হয়? অনুমান হয়, পুথীখানি খাঁটি নাই, মিশাল হইয়াছে, অর্থাৎ মূল পুথী আর আবিষ্কৃত পুথী এক নহে। মূল পুথী এক সময়ে এক দেশে লেখা হইয়া থাকিবে। এখন যে পুথী পাইতেছি, সেটা খাঁটি নাই, হয় দেশান্তরে, না হয় কালান্তরে, কিংবা দেশ-কালান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সংস্কারক মহাশয় বিভক্তি-পরিবর্ত্তনের তালিকা করিয়াছেন। এখানে কয়েকটার উল্লেখ করি। বিভক্তির উৎপত্তি-অনুসন্ধানে প্রয়োজন নাই; একই কারক ও ক্রিয়াপদে কত প্রকার বিভক্তি বসিয়াছে, তাহা দেখা প্রথম কর্ত্তব্য। কর্ত্তাকারকে অকারান্ত শব্দের উত্তর এক-বচনে 'এ'। সর্ব্বত্র এই বিধি রক্ষিত হয় নাই। দেখিতেছি, কর্ম্মকারকে 'ক', 'কে', 'এ', 'রে'—এই চারি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ, সম্বন্ধে 'ক', 'র', 'কের'; অধিকরণে 'এ', 'ত', 'তে', এক স্থানে এক সময়ে প্রচলিত ছিল কি? নিমিত্তার্থে 'করিবাক', 'করিবারে', 'করিতে'; অনন্তরার্থে 'করি', 'করিআ'। এইরূপ, ক্রিয়াবিভক্তিও এক নয়। ক-রে, ক-র-এ আছে; ক-র-ন্তি, গে-লা-ন্ত আছে, কিন্তু অপর শত স্থলে অ-ন্তি নাই। সেটা কি ভাষা, যেটার কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা নাই?

সংস্কারক মহাশয় বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভুত, বাস্তব ছাড়িয়া অবাস্তবের দিকে ধাবিত হইয়াছেন। সেই প্রাচীনত্বের বাসনা, "প্রাকৃত"ভাষার প্রভাব। দুই একটা উদাহরণ দি-ই। কর্ত্তা কারকে এ; সংস্কারক অমনই লিখিলেন, 'এ' "মাগধীর অনুরূপ"। সেহেতু, 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে' আছে। এ-কারের লোপও হইত। সেহেতু, 'গাইল চণ্ডীদাস' আছে। কিন্তু মাগধী "প্রাকৃতে" কর্ম্ম-কারকে এ-কার হইত না, অথচ "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" আছে। সংস্কারকের উত্তর, সেটা "প্রথমার অনুকরণ"। অর্থাৎ তাঁহার মতে বিভক্তিদ্বারা কর্ত্তা কর্ম্ম বুঝিবার

উপায় ছিল না। তাঁহার মতে "প্রত্যয়লোপ ও বিভক্তি বিনিময়" "অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব।" কিন্তু এ প্রকার নিষ্ঠুর উক্তির প্রমাণ চাই।

১৭। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" কয়েকটি নূতন বিভক্তি আছে। (১) ক্রিয়াবিভক্তি পরে 'হা', 'হে' যোগ। যথা, আ-ছি-লা—আছিলা-হা, হ-রি-লা—হরিলা-হা, গে-লা—গেলা-হা, ক-রি-বে—করিবে-হে। এইরূপ 'হা' ও 'হে' দ্বারা বোধ হয়, শেষ স্বর দীর্ঘ করা হইত। এই ব্যাখ্যা ঠিক হইলে হ-রী, ম-তী প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য স্বর 'ঈ' লিখিবার কিছু হেতু পাওয়া যায়। শেষ স্বর দীর্ঘ করা বাঙ্গালার রীতি নহে। পূর্ব্বকালে সে রীতি ছিল কি না, কে জানে। কিন্তু অদ্যাপি মৈথিলী ভাষায় সে রীতি অনেকটা আছে। অনন্তরার্থে 'ই' (যেমন ক-রি) স্থানে 'ঈ' প্রত্যয় "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" যেমন প্রচুর, মৈথিলী ভাষাতেও তেমন। ইহার সহিত মৈথিলী ভে-লা-হ, গে-ল-ছ-লা-হ, ক-রৈ-ত-ছ-লা-হ, প্রভৃতি হান্ত ক্রিয়াবিভক্তি তুলনীয়। (২) "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ক্রিয়াপদের আর এক বিশেষ মৈথিলীতে আছে। স্ত্রীলিঙ্গ কর্ত্তার ভূতকালে স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়াপদ। যথা, 'আগুত চ-লি-লী মোর সুন্দরী নাতিনী', 'মথুরা চ-লি-লী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে', 'চ-লি-লী গোআলার ঝী দধি বিকে জাএ', 'চ-লী ভে-লী চন্দ্রাবলী'। ক্রিয়াপদের লিঙ্গভেদ বাঙ্গালায় পাই না। পূর্ব্বকালে ছিল কি না, কে জানে। মৈথিলীতে কিন্তু আছে। (৩) "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে" 'ইল'-প্রত্যয়নিষ্পন্ন বিশেষণ-পদ অনেক আছে। যথা, 'দে-খি-ল পা-কি-ল বেল গাছের উপরে' (৪৫ পৃঃ), 'ভাঁ-গি-ল নেহা পুনী যোড়াইতে শকতী' (২৬ পৃঃ), 'কা-টি-ল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত' (৩৯৮ পৃঃ)। এইরূপ বিশেষণপদ বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও শুনিয়াছি, বৈষ্ণব পদকর্ত্তা মৈথিলী ভাষা অনুকরিতেন। কথিত বাঙ্গালাতেও দুই একটা ই-ল-যুক্ত বিশেষণ আছে। কিন্তু সাধারণ নহে। মৈথিলীতে ই-ল স্থানে অ-ল হয়, এবং অ ল প্রত্যয়ান্ত পদ সাধারণ বলিতে পারা যায়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র অন্য দুই ক্রিয়াপদে মৈথিলীর সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট। যথা, 'দেখিল কোপিল কাহাঞি র-হি-ল-ছে পাশে' (১৯০ পৃঃ), 'বাস পাআঁ র-হি-ল-ছে কেহে' (২৬২ পৃঃ), 'নানা ফুল ফু-টি-ল-ছে মাঝ বৃন্দাবনে' (২৪৪ পৃঃ)। মানভূমী ভাষায় গে-ল-ছে আছে; কিন্তু ইহাতেই সন্দেহ দূর হয় না। (৪) একটা নূতন বিভক্তি 'ই-আ-র' পাইতেছি। যথা, আ-নি-আ-র (আনিআর), ক-হি-আ-র (কহিআ-র), দি-আ-র (দিআ-র)। ইহাতে বুঝিতেছি, পুথী এমন স্থানে গিয়াছিল, যে স্থানে র উচ্চারিত হইত, এবং র স্থানে অ উচ্চারণও ছিল। (কিংবা ই-হা স্থানে ই-আ, পরে র আগম। কহিহা-র, আনিহা-র, দিহা-র।) পুথীতে এক স্থানে স-রো-অ-র কাটিয়া লিপিকর স-রো-ব-র করিয়াছিল। (সংস্কারক স-রো-ব-র কাটিয়া স-রো-অ-র ছাপাইয়াছেন।) শেষে 'র' অন্ত দুই পদেও আছে। যথা, আ-ছে-র, গে-লি-র। (বোধ হয় 'ক' স্থানে 'র'। অর্থাৎ প্রথমে 'ক', পরে লোপে 'অ', পরে 'র' যোগ। উত্তর-বঙ্গের র যোগ স্মরণ করাইতেছে।) বোধ হয়, 'র' স্থানে 'ল' হইয়া চলিহ-লি, দিহ-লি, করিল-লি।

১৮। সংস্কারক লিখিয়াছেন, "ক্রিয়াপদের উত্তর 'র' প্রত্যয় অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত।" "আমি সুদূর চট্টগ্রামের পরিবর্ত্তে উত্তরবঙ্গে অন্বেষণ করিয়াছিলাম। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় গত ২৯শে পৌষ আমার প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন, "আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় ও তৎসম্বন্ধে আমার অভিমত লিখিতেছি। প্রথমতঃ আপনার অনুমান ও তৎপরে আমার মন্তব্য লিখিত হইল,—

আপনি লিখিয়াছেন, "এমন স্থানে কৃষ্ণকীর্ত্তন শেষ লেখা হইয়াছে, যে স্থানে

(১) আ-তি, আ-ধি-ক, আ-প-মা-ন প্রভৃতি বলে। অর্থাৎ বহু শব্দের আদ্য অকার আকার উচ্চারিত হয়।"

মন্তব্য। "এইরূপ ব্যবহার লৌকিক রাজবংশী ভাষায় বহু দেখা যায়।"

"(২) আসামী ভাষার কারক ও ক্রিয়াবিভক্তি চলিত ছিল।" মন্তব্য। "ইহা প্রকৃত।"

"(৩) আসিআঁ, করিআঁ প্রভৃতি পদ অনুনাসিক হয়। ইহা বীরভূমের লক্ষণ বটে, কিন্তু আসাম ও রঙ্গপুরের ভাষারও লক্ষণ। বস্তুতঃ সমস্ত উত্তরবঙ্গের ভাষার লক্ষণ, মিথিলা হইতে আসাম।"

"(৪) একটী বিশেষ দেখিতেছি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এইরূপ পদ আছে। অনুজ্ঞার, আনি-আর (আন), কহি-আর (কহ), দি-আর (দেহ)। এইরূপ, আছে-র (আছে), গেলি-র (গেল)। আমি জানিতে চাই, উত্তরবঙ্গে এইরূপ র-যুক্ত ক্রিয়াপদ এখন শুনিতে পান কি না, কিংবা কোন পুরাতন বহিতে লক্ষ্য করিয়াছেন কি না।"

"মন্তব্য। উল্লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নে লিখিত লক্ষণ ও ব্যবহার রাজবংশী ভাষায় বহু পরিদৃষ্ট হয়।"

"(৫) স্ত্রীলিঙ্গ কর্ত্তার অতীত ক্রিয়াপদ স্ত্রীলিঙ্গ, কৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহাও পাইতেছি। ইহা মৈথিলীতে আছে। উত্তরবঙ্গেও ছিল কি? যেমন, রাধা

বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।
বড়ায়ি চলিলী আন পথে ॥"

"মন্তব্য। রাজবংশী ভাষায় এইরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।" এই সব উত্তর পাইয়া বুঝিলাম, আমার পূর্ব্ব অনুমান মিথ্যা নহে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথী উত্তরবঙ্গ ঘুরিয়া বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিল। সংস্কারক মহাশয়ও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি টীকাতে আসামী ভাষায় রচিত গ্রন্থ হইতে প্রচুর উদাহরণ তুলিয়াছেন। বোধ হয়, অনুরূপ উদাহরণ বাঙ্গালার, রাঢ়ের বাঙ্গালায় পান নাই। সর্বনামপদের, কারকের ও ক্রিয়াবিভক্তির রূপভেদ দ্বারা বুঝিতেছি, আবিষ্কৃত পুথীর ভাষা "খাটি" নাই, দুই তিন সময়ের দুই তিন দেশের ভাষা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটা প্রমাণ দেখুন,—'করিবাক', 'করিবারে', এক সময়ে এক দেশে চলিতে পারে না। এই দুইএর মধ্যে বোধ হয়, 'করিবাক' পুরাতন। 'করিতে' আধুনিক। 'করিবারে' অপেক্ষাকৃত পুরাতন।

সন ১৩১২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উক্ত সুরেন্দ্রবাবু "রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা" নামে রাজবংশী ভাষার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখিতেছি, (১) কর্ত্তাকারকের বিভক্তি 'এং', (২) কর্ম্মকারকের 'ক', (৩) করণ ও অধিকরণের 'ত' হয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" এই এই বিভক্তি আছে, অন্য বিভক্তিও আছে। অতএব বুঝিতেছি, প্রাপ্ত পুথী, দেশান্তর এবং কালান্তর দেখিয়াছিল। দেশান্তর অস্বীকার করিলেও কালান্তর স্বীকার করিতে হইবে।

(ঘ) ভাষা-বিচার

১৯। ভাষার দুই অঙ্গ, শব্দ ও ব্যাকরণ। এই দুই অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা দ্বারা ভাষাজ্ঞান পূর্ণ হয় না। এখানে সে দুই মিলাইয়া ভাষার বিচার করি। গ্রন্থ হইতে কয়েকটা পদ উদ্ধার করি। দেখা যাইবে, এক সময়ের এক কবির লেখা নহে।

(ক)

(১) যাই যমুনার পাণিকে আইস
সখি মোর সঙ্গে।
যমুনা জলে কুম্ভ ভরিআঁ
আসিব এ বড় রঙ্গে ॥
হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ
জাএ গজগড়ি ছান্দে।
আলকেঁ শোভে বদন তাহার
যেহেন কলঙ্ক চাঁন্দে ॥—(২৪০ পৃঃ)

'যাই' ও 'জাএ' পুথীর বর্ণাশুদ্ধি। 'অলকে' স্থানে 'আলকেঁ' ভাষার দেশান্তরীয় পরিবর্ত্তন। কর্ত্তাকারকে 'এ', কর্ম্মে 'ক', অধিকরণে ও করণে 'ত' নাই। রাঢ়ের ভাষা। বিশেষতঃ 'গজগতি' স্থানে 'গজগড়ি'। কিন্তু উদ্ধৃত পদ সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের পুরানা কি? আড়াই শত, কি তিন শত বৎসর পর্য্যাপ্ত মনে হয় না?

(২) হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝ বৃন্দাবনে।
কুসুম সমূহে শোভে সব তরুগণে ॥
তাত সুললিত ভ্রমরের রোল।
আছুক মানুষ দেবলাক পড়ে ভোল ॥—(২০৯ পৃঃ)

'তাত'=তা-তে হইলে, বর্ত্তমান লেখ্যভাষা হইত না কি?

(৩) যদি কিছু বোল　　বোলসি তবেঁ
দশন-রুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার　　ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে ॥

তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিঁআ লোভে।
পরতেখ মোর নয়ন চকোর
যুগল নিশ্চল পোভে॥—(২১৭ পৃঃ)

'অ' স্থানে 'আ', এবং দুইটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু না থাকিলে ভাষা দুই তিন শত বৎসরের মনে হইত।

(৪) বাঁশী হারায়িআঁ কাহ্ন মনে খেদ করে।
তাহাক চাহিআঁ কাহ্ন বুলে ঘরে ঘরে॥
মাথাত হাথ দিআঁ কাদন্তি গদাধরে।
তাহাক শুণিআঁ রাধা পাল্লিল বড় ডরে॥
মণত শুণিআঁ পাছে দেব চক্রপাণী।
দুঈ হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী॥
তবেঁ সব কহিলান্ত বড়ায়ির থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে॥—(৩১২ পৃঃ)

ইহার ভাষা ও (১) (২) এর ভাষা এক কি? আমার বোধ হয়, সকল পদ এক কবির রচিত নহে। নূতন নূতন গায়ন নূতন নূতন পদ রচিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়াছিলেন। সমুদয় পদের ভাষা সমান বোধ হয় না। নীচের পদের ভাষা (১) (২) সহিত তুলনা করুন।

(৫) মেদনি যোড়িলো হালে।
কোণেঁ ব্রহ্মার দণ্ড যোঁআলে॥
গোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকী দড়ী।
গিরি করিলোঁ খোথড়া গোবালী॥

* * * *

সুমেরু আন্ধাক গঢ়ে।
তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে॥
নাম মোর বনমালী।
হেলেঁ দলিবোঁ কালী॥
গোকুলে গোআতী।
দেহ আন্ধারে যুবতী॥—(৪৯ পৃঃ)

এই পদ ধরিয়া দুই এক কথা লিখি। এখানে যো-ড়ি-লো স্থানে যো-ড়ি-লোঁ হইবে। মে-দ-নি বানান কবির, না লিপিকরের? টীকাকার লিখিয়াছেন, "'মেদনি যোড়িলো হালে, এবং 'সুমেরু আন্ধাক গঢ়ে' ইত্যাদি পদাংশ সহজিয়া হিঁয়ালীর মত কাণে বাজে।" সহজিয়া হিঁয়ালী জানি না। ভাবে হিঁয়ালী নাই, ভাষায় ও অলঙ্কারে আছে। টীকাকার

লিখিয়াছেন, "উক্তিটি বক্তার অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচায়ক।" অদ্ভুত বটে। কারণ, তিনি মেদিনীতে হল যোজিত করিলেন। গোবর্দ্ধনরজ্জু হইল বাসুকী, যুগকীলক হইল গিরি, আর যুগ হইল ব্রহ্মার (পাঠে ব্রহ্মা-ক নাই কেন?) দণ্ড। বক্তার কৃষির বার্ত্তা পাওয়া গেল। তাঁহার মণ্ডপ কোথায়? সুমেরুপর্ব্বত তাঁহার গড়, পর্ব্বতের শিখর মণ্ডপ। কবির উৎপ্রেক্ষা, সপ্তদ্বীপা সপ্তসমুদ্রা মেদিনীর অত্যুচ্চ পর্বত অবিকল দুর্গ হইয়াছে। হিঁয়ালী নাই। হিঁয়ালী এই যে, তখনও কালিয়দমন হয় নাই, কবি বা বক্তা পূর্ব্বেই তাহা জানাইয়া দিয়া কৃতিত্বের তালিকা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু এত সব কৃতিত্ব স্মরণ কেন? আলঙ্কারিক অনৌচিত্যদোষ ধরিবেন না কি? ('গোকুলে গোজাতী' ইহার অর্থ বুঝিলাম না।) দ্রষ্টব্য, মে-দ-নি, কো-নোঁ, আ-হ্মা-ক (আহ্মা-র), গো-বা-লী (গো-য়ালী = গোআলী), এইরূপ শব্দ ও বিভক্তি উদ্ধৃত অপর পদাংশের তুল্য নহে।

২০। কবি বৃন্দাবনে নানা দেশের গাছ বসাইয়াছেন। সব গাছ চিনিতে পারিলাম না, চেষ্টাও করিলাম না। একে গাছগুলির চলিত নাম, তাহাতে গায়নের মুখে বিকৃত হইয়া অচেনা হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি দেখা যাইবে, কোন কোন গাছ দুইবার আসিয়াছে। মূল কবি এত অসাবধান হইতে পারেন না। দুইবার নাম করা গায়নের কর্ম্ম। কবিকঙ্কণ কালকেতুর পুরীনির্ম্মাণ সময়ে বনের বহু গাছের নাম করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী গায়ন কবির তালিকা বাড়াইয়া দিয়াছেন। "শূন্যপুরাণে"ও সেই দশা। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" স্মৃত যাবতীয় বৃক্ষনাম পর্যালোচনা করিলে কবির দেশ চেনা অসম্ভব হইবে না। "শূন্যপুরাণে" এক 'গুআর বাথারী' পড়িলেই বুঝি, উহার অন্ততঃ কিয়দংশ রাঢ়ের কবির নহে। গাছের শোনা কিংবা পুথীতে পড়া নাম কবির কলমে বা মুখে বার বার আসে না, চেনা জানা নাম বার বার আসে, উপমাতেও আসে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" কবিপ্রসিদ্ধ উপমা ছাড়া একটা এইরূপ উপমা আছে। সেটা 'গণ্ডযুগ-মহুল'। রাধিকার গণ্ডদ্বয় ফুটন্ত মহুলের (মহুআর ফুলের) সহিত উপমিত হইয়াছে। আমার জানা-শোনা উপমায় মহুল একেবারে নূতন। মহুল ঘটাকার ও চম্পক-বর্ণ। রাধিকার বর্ণে মিল হইয়াছে; গণ্ডের আকারে মিলিয়াছে কি না, জানি না। হয় ত কবি নায়িকার ফুলা গাল সুন্দর মনে করিতেন। সে যাহা হউক, এই এক উপমা হইতে বুঝিতেছি, কবির নিবাস বাঁকুড়া। বীরভূমও হইতে পারে। এখানে গাছের টীকার বিচার করিব না। একটা গাছ কু-ভু-ম আছে। ইহা সং ধূলি-কদম্ব, বা° কেলি-কদম। কিন্তু কু-ভু-ম বা কু-রু-ম সাঁওতালী নাম। সাঁওতালী নাম পাইয়া বুঝিতেছি, কবি সাঁওতাল-পরগণার নিকটে ছিলেন। কিন্তু সে কবি কে, যিনি আঁ-ব, আ-ম্ব, অ-ম্বু, এই তিন নামে আমগাছ বৃন্দাবনে তিন বার বসাইয়াছেন? জামগাছ জা-ম্বু নামে দুইবার, ডা-লি-ম্ব দুইবার, দ্রা-ক্ষ দ্রা-ক্ষা দুইবার, ছা-ত্রি-বণ ছা-তী-অ-ন দুই নামে একই গাছ দুইবার, ব-কু-ল দুইবার, মা-ল-তী দুইবার, ইত্যাদি বৃন্দাবনের কি দুই অংশের বর্ণনা? অ-র্জু-ন নাম সং। ইহার আর এক বাং নাম কু-কু-ভ। ইহার অপভ্রংশে মানভূমে 'কো-হ', "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বৃন্দাবনে

কু-হ-র (রাগ নামে ক-কু, ক-হু)। কিন্তু বৃন্দাবনে দুই নামে দুইবার কেন? বোধ হয়, মূল কবি একবার লিখিয়াছিলেন, গায়ন পালা বাড়াইতে গিয়া আর বার আনিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনের অযোগ্য কা-ল-কা-সু-ন্দা, 'হি-ঞ্চী, থ-র-যু-জা, কা-ঙ্-ড়ী,' কু-শি-আ-র (ইক্ষুভেদ) প্রভৃতি বন্ধ ও গ্রাম্য গাছের নাম করিয়াছেন। গ্রাম্য শ্রোতা দীর্ঘ তালিকায় এক প্রকার রস ভোগ করে। ইক্ষু অর্থে কু-শি-আ-র নাম রাঢ়ে অজ্ঞাত। সে কালে কি এই নাম চলিত ছিল? সব গাছ চিনিতে চেষ্টা করিলে পূর্ব্ব বা উত্তরবঙ্গের নাম আরও পাওয়া যাইতে পারে। আ-না-র-স নূতন আনা। কিন্তু আ-তা ও পে-য়া-রা লুকাইয়া আছে, কি একেবারেই নাই, তাহা বুঝিতেছি না। যদি একেবারে না থাকে, তাহা হইলে বৃন্দাবন পুরাতন। কিন্তু কত পুরাতন, কে জানে। আরও দেখিতেছি, মা-ল-তী নামে বাং'তে মালতী লতা গাছ হইয়াছে।

২১। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" কয়েকটা যাবনিক শব্দ আছে। যথা, কামান, খন্দ, খাঁখার, গুলাল, বাকি, মজুরি, মজুরিআ, এবং হয় ত আকার। প্রত্নান্বেষী বঙ্গদেশের ইতিহাসের উপাদান খুঁজিতেছেন, কেহ কেহ সে উপাদান ইতিহাস নামে প্রকাশ করিতেছেন। তবে বোধ হয়, এইটুকু স্থির হইয়াছে, খ্রীষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রাঢ়দেশ মুসলমান অধিকারে আসে নাই। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র সংস্কারক ও লিপি-বিচারক, উভয়েই বলিয়াছেন, এই পুথী (প্রাপ্ত পুথী, মূল নয়) চতুর্দ্দশ শতাব্দের প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল। যদি মূল পুথী ও প্রাপ্ত পুথীর বয়স একই ধরি, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক শত দেড় শত বৎসরের মধ্যে কবিকুল ধ-নু ছাড়িয়া কা° কা-মা-ন* ধরিয়াছিলেন, প্রজাকুল জমির খাজনা কষিতে গিয়া খ-ন্দ ও বা-কি শিখিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু খাঁ-খা-র, গু-লা-ল ও ম-জু-রি এরূপ শব্দ নহে। সে কালে মুসলমান রাজা গাঁয়ে গাঁয়ে মক্তব বসাইয়াছিলেন কি? বাং'তে দুই অর্থে খা-খা-র বা খাঁ-খা-র শব্দ চলিত আছে। (১) কাসিলে উদ্‌গত শ্লেষ্মা। ইহার মূল সং। (২) অঙ্গার; ইহা হইতে কলঙ্ক, অপযশ। যেমন, 'কুলের খাঁ-খা-র'। আমার বোধ হয়, ইহার মূল কা° খা-ক—অঙ্গার,+সং ক্ষা-র=খাক্+ক্ষা-র=খা-খা-র; যেমন ছাই-পাঁশ। মনে হইতেছে, কবিকঙ্কণে দুই অর্থ স্পষ্ট আছে। সে যাহা হউক, কিছু কাল গত না হইলে পরের

* কা-মা-ন শব্দ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়াছে। ফা° ক-মা-ঙ ধনু, এবং কা° কবিও নায়কের ভ্রূ যুগলের ধনু মনে করিতেন। নয়ন-বাণ তাঁহারাও জানিতেন। কিন্তু হিন্দু কবির কা-ম-ধ-নুও ত ছিল। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" (৬২ পৃঃ), 'অহি কামধনু নয়ন বাণে' আছে। সং কা-ম-ধ-নু শব্দের সংক্ষেপে কা-ম-হ-ন—কা-মা-ন যে হয় নাই, তাহা বলা কঠিন। কবিকঙ্কণ ("বঙ্গবাসীর") লিখিয়াছিলেন, "অতসী কুসুম তনু ভুরযুগ কা-ম-ধ-নু"। (মনে তিন শত বৎসর পূর্ব্বেই অতসী কুসুম পীতবর্ণ হইয়াছিল।) মৈথিল কবি উমাপতি "পারিজাত-হরণ" নাটকে লিখিয়াছিলেন, 'ভৌহ-কমান বিলোকন বাণে। বেধহ বিধুমুখি কয় সন্ধানে।' বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে উমাপতি ছিলেন। তত সকালে মিথিলায় মুসলমান কবির প্রভাব ঘটিয়াছিল কি? কে জানে। কা-মা-ন একবার চলিলে আর ভয় থাকে না। জ্ঞানদাস, 'কা-ম-কা-মা-ন-ভুরভঙ্গী'। এইরূপ বহু কবি।

কথার মধ্যে ফা° শব্দ চলিত হইতে পারিত না। এক শত বৎসর 'পর্য্যাপ্ত কি ? গু-লা-ল শব্দের মূল ফা° গু-লা-লা—পুষ্পগুচ্ছ—মনে করি। বহু পুষ্পের একত্র সন্নিবেশে গু-লা-ল, যেমন গু-লা-ল তুলসী। মূল স°-ও হইতে পারে। গু-ল, গোল, বৃত্তাকার পুষ্প বলিয়া গুল+বা° আল, যেমন কদম্ব, গেঁ-দা কিংবা মোতিয়া বেলা। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" 'গুলাল মাল্লী', 'গুলাল মালতীমালা' আছে; আর আছে 'নখরনিকর দেখি গুলালে'। শেষোক্ত উপমা হইতে বুঝি, গু-লা-ল এমন ফুল, যাহার গোছা হয়। অতএব ফা° ব্যুৎপত্তি ধরিতে হইতেছে। তা ছাড়া, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" তু-ল-সী নাম কোথাও নাই। কৃষ্ণতুলসীর ফুলের সঙ্গে নখের আরক্তিমাও সূচনা করিতেছে। (টীকাকার তমালসদৃশ পুষ্প মনে করিয়াছেন। তিনি বৃক্ষ-ভেদ বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই ভাল করিতেন। ইংরেজী বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়ায় অনেক স্থলে যা-নয় তাই হইয়া গিয়াছে।) যদি বা গু-লা-লে সন্দেহ থাকে, ম-জু-রি ও ম-জু-রি-আ শব্দে কিছুই নাই। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" এই দুই শব্দ পাইয়া আশ্চর্য হইয়াছি। কারণ, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি দক্ষিণরাঢ়ে এই দুই শব্দ প্রায় অপ্রচলিত আছে। লোকে বলে, মু-নি-ষ। কবিকঙ্কণে আছে, বে-র-ণি-য়া। বোধ হইতেছে, বাঁকুড়ায় বে-র-ণি-য়া বা বে-র-ণ এখনও চলিতেছে। যদি মনে করি, সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বীরভূমে ম-জু-রি, ম-জু-রি-আ চলিত ছিল, তাহা হইলে কিছু কাল পরে লোকে কি ফা°-মূলক শব্দ ভুলিয়া গিয়া স°-মূলক ধরিয়াছে ? ফা° শব্দটি ম-জ্-দুর। উহা অপভ্রষ্ট হইয়া ম-জু-র; ই-যোগে মজুরের কর্ম্ম; তাহাতে বা° ইআ প্রত্যয় করিয়া ম-জু-রি-আ। এত করিয়াও রাঢ়ে অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র "ভারখণ্ডে" ও "ছত্রখণ্ডে" ম-জু-রি ম-জু-রি-আ আছে। দেখিতেছি, এই দুই খণ্ড কবিত্বে অধম। উত্তরবঙ্গের কোনো গায়ন এই দুই খণ্ড জুড়িয়া দিয়াছেন কি ? আ-কা-র শব্দ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। এক স্থানে (৯০ পৃঃ) আছে, 'পালাইলেঁ দান এড়াম না জাএ, পাইলেঁ মূল আ-কা-রে।' যমুনার ঘাটে কৃষ্ণ দান (শুল্ক) সাধিতে বসিয়াছেন। রাধা দান না দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, 'পালাইলে কি হইবে, দান এড়াইতে পারিবে না; মূল্য পাইলেই আ-কা-র, প্রচুর পাইলাম।' অন্য স্থানে (২৮৫ পৃঃ), 'বড়ারি মোর লাভে বন্ধন-সার। আছুক লাভ মোর মূলত আ-কা-র॥' অর্থাৎ লাভের মধ্যে বন্ধন সার হইল; লাভ দূরে থাক, মূলে আকার—? আর্বী য়া-ক্ষে-র অর্থে প্রচুর। যদি প্রচুর অর্থ ধরি, মূলে প্রচুর; অর্থাৎ মূলেই প্রতুল, লাভ দূরে থাক। টীকাকার দুই স্থলে দুই ব্যুৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। ব্যুৎপত্তি এক হইলে বরং কথা থাকিত। যাবনিক হইলে অন্য দিকে বাধা পড়ে। পুথীখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইয়া পড়ে। কোন্ কূল সামলানা যাইবে ?

২২। বলা বাহুল্য, তিল কুড়াইয়া তাল করা যাইতেছে। এমন কথা নয়, গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলে আমার কোনো অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে। কোন্ বাঙ্গালী চণ্ডীদাসের উৎকর্ষে অসহিষ্ণু হইতে পারে ? কিংবা কোন্ বাঙ্গালী পাঁচ ছয় শত বৎসরের

পুরানা পুথী পাইলে নিরানন্দ হয় ? কিন্তু সোনা নামে পিতল লইতে চাই না ; সোনা কি না, তাহা আগুনে পোড়াইয়া, নিষ্ঠুর পাষাণে কষিয়া, আর যত প্রকারে পারি, পরখিয়া দেখিতে চাই। কেবল আমি নই, সকলেই দেখুন। এ বিষয়ে টীকাকার একটু বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন। টীকার ভীষণ কণ্টকের বেড়া ভেদ করিতে না পারিলে সকল পাঠক গ্রন্থে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। গ্রন্থ চারি শত পৃষ্ঠা, টীকাও প্রায় তত। ভাবে কঠিন নহে, গ্রন্থের ভাষা যথোচিত প্রাঞ্জল। দোষ, অজস্র বর্ণাশুদ্ধি, অজস্র ব্যাকরণাশুদ্ধি। গায়ন বোধ হয় নাকী সুরে গাইতেন। এ কারণ অজস্র চন্দ্রবিন্দু। ঞ লিখিয়াও সন্তোষ নাই, তদুপরি চন্দ্রবিন্দু। সাধারণ আসামী ভাষায় নাকি নাকী-সুর একটা প্রবল লক্ষণ। টীকাকারের উৎপীড়নও অল্প নহে। চন্দ্রবিন্দু কিসের দ্যোতক, কিংবা হ-এ পদে 'হ' ধাতু কি না, কিংবা মা-এ-র অর্থে 'মা'র' (?) লিখিবার ছাপাইবার নিরীহ পাঠককে পড়াইবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। ইহার উপর উদাহরণের প্রাচুর্য্য। উদাহরণও প্রায় যে-সে পুথী, ছাপা অ-ছাপা, জানা অ-জানা পুথী হইতে তুলিয়া বিশেষ লাভ হয় নাই। উদ্ধৃত পুথীর কবি, কাল, ও দেশ না জানিলে উদাহরণের সার্থকতা থাকে না। টীকাকার এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাকিয়া ভাল করেন নাই। একখান পুথীতে, কোথাকার কবেকার কে জানে, একটা পদ আছে। তাহা দেখিয়া "কৃষ্ণকীর্ত্তন" বুঝিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতেছি না। বাস্তবিক দুঃখ হইতেছে, টীকাকার প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়া বৃথা পরিশ্রম করিয়াছেন। পুথীর বানান-দোষ, বিভক্তি-দোষ বহু কষ্টের কারণ হইয়াছে।

২৩। বোধ হয়, উদ্ধৃত উদাহরণের অনেকগুলি আসামী। ইহাতে মনে হয়, টীকাকার জানা বাঙ্গালা পুস্তকে অনুরূপ উদাহরণ পান নাই। তাঁহার পরিশ্রমের অবধি ছিল না, অথচ আসামী ভাষাদ্বারা রাঢ়ীয় ভাষা বুঝিতে হইয়াছে। ইহাতে দুই অনুমান হয়। (১) আসামী ও পুরাতন বাঙ্গালা ভাষা এক ছিল, (২) "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথী আসামী ভাষার দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছিল। প্রথম কল্পনা পরে বিচার করিব। দ্বিতীয় কল্পনার পক্ষে আসামী ভাষায় রচিত (১) "নারায়ণ কবচ" ও (২) "কলঙ্কভঞ্জন" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করি। এই ভাষার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সাদৃশ্য স্পষ্ট। বই দুইখানি ছাপা হইয়াছে, বোধ হয় ভাষাও কিছু আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে।

(১) শুক নিগদতি শুনা' সুভদ্রার নাতি।
বিশ্বরূপে' এহি অঙ্গীকার করি আতি'॥
দেবগণে' বরিলা তৈলন্ত' পুরোহিত।
করিলন্ত' কার্য্য যত গুরুর বিহিত॥
অসুরক' রক্ষা করে শুক্রর বিস্তাই।
তাক' নষ্ট করিবাক' দিলন্ত উপায়॥

নারায়ণ কবচ দিলন্ত' বাসবক' ।
যাক' পাইয়া ইন্দ্রে' সব জিনিলা' দৈতক' ॥
(২) বর তিরী' লোভিঁ তোক' বুজিলোঁ' নিশ্চয় ।
পর তিরী ধর্ম্ম কিয় নষ্ট কর তই' ॥
এতিক্ষণে যাইবোহোঁ' যশোদার ঘরে ।
কহিবোহোঁ' সব কথা দেখাবোহোঁ' তোরে ॥
এক দিনা নষ্টচন্দ্র উদয় হইল ।
দেখোঁ' বুলি' ভয়ে কোনো বাহির নাহিল ॥
হেন সময়ত' কাখে কলশীক' লই ।
যমুনাত্ত' জল আনিবাক' যাও্ঁ' মই ॥
রাধিকাক' চাই হরি বুলিল' বচন ।
চিন্তা নাই অপযশ করিবোঁ' মোচন ॥

২। কবি, কাল ও দেশ

২৪। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" পুথীর কবির নাম অ-ন-ন্ত। ইনি নিজকে 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইনি বা-স-লী দেবীর ভক্ত ছিলেন। পুথী হইতে ইহার অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। (পুথীর কোথাও বা-শু-লী বানান নাই।)

অ-ন-ন্ত নাম অসাধারণ নহে। বা-স-লী (বা রা-শ-লী) ঠাকুরাণীও অসাধারণ নহেন। অনন্ত কবি বাসলী চণ্ডীর উপাসক ছিলেন। আর কেহ ছিলেন না, তাহাও জানি না। আশ্চর্যের কথা, চণ্ডীর উপাসক হইয়া চণ্ডীর কীর্ত্তন না গাইয়া কৃষ্ণের কীর্ত্তন গাইলেন! ইহার রহস্য জানি না। শুধু চ-ণ্ডী-দা-স নহেন, ব-ড়ু চণ্ডীদাস। ব-ড়ু বিশেষণ হইতে বুঝি, কবির গ্রামে আর এক চণ্ডীদাস ছিলেন। ইনি ব-ড়ু ছিলেন না। সং ব-টু হইতে ব-ড়ু। ব-টু অর্থে ব্রহ্মচারী (তুং বটুকরণ—উপনয়ন)। "শূন্যপুরাণে" ব-ড়ু অর্থে ব্রহ্মচারী, অবিবাহিত ব্রাহ্মণ। ব-টু শব্দের আর এক অর্থ, মাণবক; অবজ্ঞায় বালক বা কিশোর। পুরীর মন্দিরে অনেকরেক ব-ড়ু আছে। তাহারা পূজার উপকরণ জোগাড় করে। ভুবনেশ্বরে ব-ড়ু নামে এক সম্প্রদায় আছে। ইহারাও ব্রাহ্মণ নয়। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে অবিবাহিত কুমার পূজাহারী হইত। তাহাদের বংশধর এখন সেই বড়ু নামে চলিতেছে। চণ্ডীদাস এইরূপ ব-ড়ু উপাধিযুক্ত ছিলেন। নিশ্চয়ই সম্মান-সূচক উপাধি। নতুবা কবি নিজ নামে যুক্ত করিতেন না। (ব-র কিংবা ব-ড় হইতে ব-ড়-আ কিংবা ব-ড়ু-আ শব্দ হইত, ব-ড়ু হইত না।)

২৫। কবি কথায় কথায় 'লঙ্ক' গণিয়াছেন। ইহা ধনবানের লক্ষণ নহে। একটা দুঃসাহসের কথা লিখিতেছি, অনন্ত কবি অতিশয় গ্রাম্য ছিলেন। ভাষায় গ্রাম্য, অশিষ্ট;

ভাবে গ্রাম্য, অশিষ্ট। বহু কবি আদিরসপ্রধান গ্রন্থ রচিয়াছেন, কিন্তু সে রস শব্দের ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্ত কবির নিকট স্ব-শব্দ-বাচ্যতা দোষ বাধিত না। রাড়-চোয়াড়ি দেখিয়া বুঝি, কবি রাধাকৃষ্ণসংবাদ গ্রাম্য দুঃশীল কিশোর-কিশোরীর অনুরাগের তুল্য মনে করিয়াছেন। কথায় কথায় কৃষ্ণ যে ত্রিদশ-ঈশ্বর, তাহা আছে বটে, কিন্তু ভক্তির চিহ্ন নাই। কবি সংস্কৃত শ্লোক রচিয়াছেন, অগণ্য সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু নায়ক-নায়িকার যে সব আকার-ইঙ্গিত সংস্কৃত কাব্যে বর্জনীয় বিবেচিত হয়, সে সবের প্রাচুর্য্য করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যের রীতি নাই মানুন, ভব্যতার রীতি উত্তম কবির স্বাভাবিক লক্ষণ।

কবি লিখিয়াছেন, শ্রীরাম, বুদ্ধ, ও কল্কীর পর কৃষ্ণ অবতার। সংস্কারকের মতে "চণ্ডীদাসের উক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।" কিন্তু যত দিন এই নূতন কথা পুরাণে না পাই, তত দিন কবির উক্তি পোত-হীন বা সংশয়াত্মক বলিতে হইবে। জয়দেবে ধৃত-দশ-বিধ-রূপের কল্কী রূপও গত হইয়াছে। অনন্ত কবি হয় ত অসাবধানে জয়দেব অনুকরিতে গিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি জয়দেব কবির 'বদসি যদি'-র বাঙ্গালা আবৃত্তি করিয়াছেন। আরও দুইটা পদের বাঙ্গালা করিয়া লইয়াছেন। কোনো বড় কবি অন্য কবির পদ এমন চুরি করেন কি ? চুরি বলিতেছি ; কারণ, গানের ভণিতায় জয়দেবের নাম নাই, আছে "বাসলী চরণ শিরে বন্দিআ, গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥" অনন্ত কবি নারদমুনিকে উপহাস করিয়াছেন, "বামন শরীর মাকড় বেশ", "রাজ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ", "দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস ॥" কবির নিকট যোগীর যোগও উপহাসের বিষয় হইয়াছিল। রাধা বিরহে কাতরা। পূর্বপ্রত্যাখ্যান-রূপ অপরাধ (?) স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, তিনি দিবানিশি যোগ ধ্যান করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছেন, ইত্যাদির সহিত যোগের দুই একটা জানা বুলি শুনাইয়া দিলেন।

২৬। কি জানি কেন, অনন্ত কবিকে নান্নুরের চণ্ডীদাস মনে করিতে ক্লেশ হইতেছে। উভয়ের মধ্যে এত বিরোধ চোখে পড়িতেছে যে, অনন্ত-কে একজন বড় গাঁজিয়ে, এবং নান্নুরের চণ্ডীদাসকে একজন স্রষ্টা-কবি মনে হইতেছে। কবি না হইলে কাব্যসমালোচনা নাকি বিড়ম্বনা। এই হেতু সংস্কারক সমালোচনা করেন নাই। আমিও কবি নই ; কিন্তু তাঁহাকেই কবি বলি, যিনি আমার মতন নিঃস্পৃহ অকবি পাঠককেও কবিত্বরসাস্বাদনে প্রেরিত করেন। সত্য কথা বলিতে কি, "বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস", এই ভণিতার ঝাঁপরে ফেলিয়াছে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ছন্দের মাধুর্যে চমৎকৃত হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়াছি ; কিন্তু এমন রস, এমন ভাব অল্প পাইয়াছি, যাহা মরমে পশিয়া থাকে। ইহাতে প্রায় চারি শত পদ বা গীত আছে। সকল পদই যে তুচ্ছ নগণ্য, এ কথা কেহ বলিবে না। কিন্তু গণিতে বসিলে কয়টা পদে উত্তম কাব্যের লক্ষণ পাওয়া যাইবে ? অর্ধেকে ?

২৭। আমার পুথী বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু আর একটু না বাড়াইলে চণ্ডীদাস-নাম-যুক্ত কৃতাশেষ-শ্রম সংস্কারক-মহাশয়ের প্রতি অবিচার করা হয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" অল্প-স্বল্প দেখি।

গোকুলে কৃষ্ণ জন্ম লইলেন, থাকিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া নিত্য নিত্য গোবৎস রাখিতে লাগিলেন। এ দিকে রাধাও তাঁহার বড় আয়ী ও সখিজন সঙ্গে মথুরায় দধি-দুধ বিকিতে বৃন্দাবনের পথ দিয়া নিত্য যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এক দিন রাধা এক পথে, বড়ায়ী অন্ত পথে গিয়া পড়িলেন। বড়ায়ী রাধার অন্বেষণ করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত। বড়ায়ীর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনিয়া কৃষ্ণ পরাণ ধরিতে পারিলেন না। বলিলেন, "রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে॥" এইরূপ দুই এক কথায় নায়কের পূর্ব্বরাগ সমাপ্ত। (জানি না, কবিকুল নায়কের না নায়িকার পূর্ব্বরাগ প্রথমে বর্ণনা করেন।) কৃষ্ণ, ফুল ও পান বড়ায়ীর হাতে রাধার নিকট পাঠাইলেন। দূতী কৃষ্ণের "পাঁচ অবস্থা"ও জানাইলেন। কিন্তু রাধিকার অনুরাগ দূরে থাক, ফুল পান দূরে ফেলিয়া রোষে দূতীকে চড় মারিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণের অপমানবোধ যেমন, ক্রোধও তেমন হইল। তিনি রাধাকে দুঃখ দিতে উপায় চিন্তিলেন। দূতীকে বলিলেন, যমুনার ঘাটে রাধাকে রাখিয়া, "লুটিআঁ সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার, কাড়ি লৈবোঁ সাতেশরী হার॥ বাটেত সুজিয়া দান, করি তার অপমান, তোর মোর সাধিব মান॥" ভবিষ্যতে আর কি করিবেন, তাহাও দূতীকে বলিয়া দিলেন। "পাছেত মদন বাণে হাণিআঁ তার পরাণে, রহিবোঁ ধরি মুনিবেশ॥" এটা কিন্তু গানের শেষ পালা।

২৮। জানি না, কৃষ্ণ কেমন নায়ক। চারি জাতি নায়কের কোন্ জাতি? ধূর্ত্ত নয়, শঠ নয়; পঞ্চম জাতি, দাম্ভিক অহঙ্কারী। ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া প্রণয়কামনা "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" নূতন। কৃষ্ণ নিজের বড়াই, তিনি যে দেব চক্রপাণি, দেব বনমালী, ত্রিদশের পতি, ইত্যাদি তাঁহার যত কিছু গরিমা হাটে বাটে আবৃত্তি করিতে ছাড়েন নাই। যত পদে এইরূপ বড়াই আছে, তাহার একটাও সঙ্গত নয়। রাধাকে ভুলাইতে এক দিন কৃষ্ণ রাধার দধির ভার বহিলেন, রৌদ্রে কাতরা রাধার মাথায় ছাতা ধরিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার যে অপমান হইল, কৃষ্ণ তাহা ভুলিতে পারিলেন না, এমন কি, স্বর্গের দেবতারাও ক্ষুব্ধ হইলেন। নারীর ভার-বহন, নারীর মাথায় ছত্র-ধারণ! যমুনার তীরে বস্ত্রহরণের পালায় কৃষ্ণ রাধার পাটল* বসনখানি দিলেন, কিন্তু "সাতেশরী" হারটি চুরি করিলেন। রাধা যশোদার নিকট কৃষ্ণের রীত-নীত সব খুলিয়া বলিয়া দিলেন। মা পুত্রকে যথোচিত ভৎসনা করিলেন। পুত্র মায়ের কাছেও মিথ্যা কথা কহিতে ডরাইলেন না। কিন্তু অপমান পাইলেন। এমন উপায় করিলেন, যাহাতে রাধা তাঁহার পায়ে পড়ে। অপমানের প্রতিশোধ লইতে তিনি রাধাকে না কাঁদাইয়া ছাড়িবেন না। তিনি পুনঃ-পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন, রাধা পান ফেলিয়া দূতীকে চড় মারিয়াছিলেন, তাঁহাকে নানাবিধ গালি দিয়াছিলেন, তিনি রাধার দধিভার বহিয়াছিলেন, তাঁহার কারণে কালীদহে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, ইত্যাদি। তিনি মদনের পাঁচ বাণে রাধা বধ করিলেন।

* যে কবি অতসী-কুসুম-শ্যাম কৃষ্ণের পীতাম্বর, এবং চম্পক-গৌরী রাধার নীলাম্বর বর্ণিয়াছেন, তাঁহার বর্ণজ্ঞান খুব। কিন্তু অনন্ত কবি রাধার পাটল বসনে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন। 'তুরুক পাটোল-দা' অর্থে পাটের লাল শাড়ী বুঝি।

জাণ নহে, রাধা সত্য সত্য মূর্চ্ছিতা হইলেন; বড়ায়ীর শোক, কৃষ্ণের শোক হইল। পরে ঔষধ-পাপড়ের অবশ্য রাধাকে জীয়াইয়া দিলেন। ইহার পর, এক দিন কৃষ্ণ বাঁশীটি শিয়রে দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, রাধা বাঁশী চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। এই কৌতুক বুঝিতে পারি, রাধার পক্ষে বাঁশীটি বড় সুখের ছিল না। কিন্তু বাঁশী হারাইয়া কৃষ্ণের যে "হাকন্দ ক্রন্দন" তাহা বুঝিতে পারি না। "যেহ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে। ঝরে তার পানি নয়নে গো॥" ইহার পর অকস্মাৎ রাধার বিরহ ও খেদ। কৃষ্ণের তেমনই নির্দয় উক্তি,

তোহ্মা ত লাগিআঁ রাধা বড় পাইলোঁ দুখ।
হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ॥

এমন কি,

ছিনারী পামরী নাগরী রাধা।

কিন্তু রাধিকার নারীধর্ম কিছুই ছিল না, অক্লেশে গালি সহিয়া গেলেন। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" মানের পালা নাই; আছে কৃষ্ণের প্রবল সাহস, অনুচিত আত্মশ্লাঘা। আমার বোধ হইয়াছে, অনন্ত কিংবা আর কেহ নানুরের চণ্ডীদাসের এবং অপর কবি ও গায়কের পদ একত্র করিয়া, কিংবা সে চণ্ডীদাসের পদের সহিত মিশাইয়া, নিজে পদ গাঁথিয়া চণ্ডীদাসের নামে বিকাইতে গিয়াছিলেন। অর্থাৎ "কৃষ্ণকীর্ত্তন", চণ্ডীদাসের ভাঙ্গা পালা। ইহাতে চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাব আছে, কি নাই; আছে মাত্র ভণিতা, যাহাতে তাঁহার অনুকারক ও অপহারক ধন্য হইয়া গিয়াছেন। চারি শত পদের কোন্‌গুলা চণ্ডীদাসের নয়, বোধ হয়, তাহা চিরকাল অজ্ঞাত থাকিবে। কারণ, অপহারক চেনা পড়িলেও অনুকারক পড়ে না। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র মধ্যে মধ্যে এমন পদ আছে, বিশেষতঃ "রাধাবিরহ" পালায়, যাহার কবিত্ব, জানা চণ্ডীদাসকেও যেন পরাজিত করিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য, পুথীর আবিষ্কারক ধন্য, যিনি আমার মতন অকবিকেও কাব্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন। কবির চরিত নাই জানি, তাঁহার জন্মশক নাই বা জানিলাম, কিছুই আসে যায় না। এই জ্ঞানে এ দেশের কোনো কবির চরিত কেহ লিখিয়া যায় নাই। যিনি কবি, তিনি নিজের কৃতিতেই নিজের চরিত লিখিয়া গিয়াছেন।

২৯। এক মাস হইল, ২৫ ভাগের ৩-এয় পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রী সতীশচন্দ্র-রায় মহাশয় চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য, তেমন সূক্ষ্মদর্শিতা প্রকট হইয়াছে। ইহা নূতন বার্ত্তা নহে। তিনি একপুরুষকাল বৈষ্ণবপদাবলী-সমুদ্র মন্থন করিতেছেন, বাঙ্গালীকে সুধাও দান করিয়াছেন। তাঁহার বিচার যুক্তিহীন হয় না। কিন্তু একটা 'কিন্তু' আছে। সে কিন্তুটি এই। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পুথিখানা লিপি-তত্ত্ব ও ভাষা-তত্ত্বের বিচারে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর বলিয়া স্থির" হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমি "লিপি-তত্ত্বের বিচারে" নিঃসংশয় হইতে পারি নাই; আর একা সংস্কারক মহাশয়ের উক্তি ব্যতীত পুথীর ভাষাতত্ত্বও অজ্ঞাত। বলা বাহুল্য, পুথীর

দেশ কাল ও কবি যদি অসংশয়ে জানা থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে আধার করিয়া অন্যান্য পক্ষ স্থাপনা চলিতে পারিত। কিন্তু গ্রন্থলিপির সূচ্যগ্রে বৃহৎ অট্টালিকা টল্‌-টল্‌ করিতেছে। আমার বোধ হয়, প্রথম পক্ষ স্বীকার করাতে সতীশ বাবুকে অ-আকারের, রাঢ় বঙ্গের শব্দের ও বিভক্তির প্রাচীন সমতা কল্পনা করিতে হইয়াছে। প্রথম পক্ষ অস্বীকার করিলে, ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার এবং আমার বিচার-ফল এক দাঁড়ায়। ঐক্য দেখিয়া বুঝিতেছি, আমার তর্ক নিতান্ত অসার নহে।

৩০। কিন্তু গ্রন্থের ভাব সম্বন্ধে অনৈক্য হইয়াছে। তিনি গ্রন্থে ব্যঞ্জনার প্রাধান্য দেখিয়াছেন, আমি লক্ষণায় দেখিতেছি। যদি বা ব্যঞ্জনা আছে, তাহা অভিধামূলা। সকল পদেই যে এই, তাহা বলি না। যে গ্রন্থে চারি শত পদ আছে, এবং যাহাতে নানুরের চণ্ডীদাসের পদ এবং জয়দেবের ভাঙ্গা পদও আছে, তাহা ব্যঞ্জনাহীন হইতে পারে না।' কিন্তু যে যে পদে কৃষ্ণের অপমান স্মরণ, বড়াই ও উপায়চিন্তা আছে, সে সে পদ সতীশবাবু তাঁহার "বৈষ্ণব-পদাবলী"তে স্থান দিতে চাহিবেন কি? তিনি কোন্ কবিকে পরের ভাব অনুবাদ করিয়া নিজের ভণিতা দিয়া চালাইতে দেখিয়াছেন? বলা বাহুল্য, কাব্যের বিচারকালে কবির নাম বিস্মৃত হইতে হইবে। তিনি লিখিয়াছেন, "দেখিলোঁ প্রথম নিশি" ইত্যাদি একটী পদ ছাড়া চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত শত শত পদের "ভাষা কিংবা ভাবের এরূপ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় নাই, যাহাতে উভয় পদ এক জনের রচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।" তাহা হইলে বুঝি, (১) হয় প্রচলিত পদ অন্য কবির, (২) নয় "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পদ অন্য কবির। এই দুই বিকল্পের মধ্যে কোন্‌টা প্রথমে গ্রাহ্য? প্রচলিত পদের অন্ততঃ কতকগুলি চৈতন্য-প্রভুর সময় হইতে অর্থাৎ চারি শত বৎসর চলিয়া আসিতেছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যদি "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" গুপ্ত ছিল, তবে হয় তাহা ছিল না, না হয় বঙ্গদেশে ছিল না। আমার বিশ্বাস, প্রকৃত কবি গুপ্ত থাকেন না। এখানে কাব্যকর কবি সম্বন্ধে যে কথা, অন্ধ কবি সূরী সম্বন্ধেও সে কথা। লোকে যেমন করিয়া হউক, কিঞ্চিৎ বর্জ্জন, কিঞ্চিৎ সংশোধন, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে জীবিত রাখে। দেশে এমন কি একদেশীয় বিপ্লব ঘটিয়াছিল, যাহাতে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পদগুলি বাছিয়া বাছিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল? গান থাক; "অনন্ত" নামটাও কেহ জানিত না? অসম্ভাব্যও কখন কখন সম্ভাবিত হয়। কিন্তু যখন হয়, তখন কারণটা স্থূলভাবে এক কথায় শেষ করিতে পারা যায় না।

৩১। এখন আর এক কথা। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" দেশান্তরী হইয়াছিল কি না। সতীশবাবু বলিয়াছেন, ইহার শব্দ, ক্রিয়া ও কারক-বিভক্তির সহিত আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত অনেক শব্দ ও বিভক্তির সাদৃশ্য আছে। আমি পূর্ব্ববঙ্গে যাই নাই। কিন্তু আমি মনে করিয়াছি, পুথী দেশান্তরী হইয়াছিল; তিনি বলিতেছেন, উক্ত সাদৃশ্য দ্বারা কৃষ্ণকীর্ত্তনের "অসাধারণ প্রাচীনতা প্রমাণিত হইতেছে।" তাঁহার যুক্তি এই,—আসাম, এবং উত্তর পূর্ব্ব পশ্চিম বঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রদেশের ভাষার আকর এক। কাজেই "আদিম যুগে" উক্ত সকল

প্রদেশের ভাষা এক ছিল। যুক্তি অ-ন্যায় নহে। তবে কি না, প্রবন্ধের আদ্যে আমি যাহা শাস্ত্রপ্রবৃত্তি বলিয়াছি, ইহা প্রায় তাই। শাস্ত্র-প্রবৃত্তির প্রয়োগ বিকীর্ণ। এক কথায়, উহা দ্বারা সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ন্যায়ের ভাষায়, উহা কারণ হইতে কার্য্যানুমান। উপস্থিত তর্কে উহা দাঁড় করাইতেছে, যেহেতু আকর এক, সেহেতু সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বঙ্গের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-প্রান্তের ভাষা এক ছিল। এবং যেহেতু "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" ঐক্য ছিল, সেহেতু "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রাচীন। মনে করুন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বয়স ভুল ধরা হইয়াছে, তাহা হইলে তর্ক কোথায় দাঁড় করায়? এই কারণে বলি, একা প্রত্নলিপি-বেত্তার অনুমানে ভর না করিয়া পুথীর যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্ম্মম প্রখর দৃষ্টির গোচর করুন।

৩২। এখন মূল প্রশ্নে আসি। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, কৃষ্ণকীর্ত্তনে "এরূপ অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহা সুদূর আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় চলিত আছে।" ইহা হইতে অনুমান হয় কি যে, পুথীখানা সে সে প্রদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছে? আমি বলি, না। কেবল-অন্বয় দ্বারা অনুমান দুরূহ, ও প্রায়ই অসিদ্ধ। তথাপি যদি অন্বয়-স্থল অধিক এবং ব্যতিরেক অল্প হয়, তাহা হইলে অনুমান সম্ভাব্য বিবেচিত হইতে পারে। নিশ্চয় আসে না, সম্ভাব্যতামাত্র আসে। সে স্থলে ব্যতিরেকগুলি বিচার করিতে হইবে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" এমন কোন শব্দ ও বিভক্তি আছে কি, যাহা উত্তরবঙ্গে আছে, পশ্চিমবঙ্গে নাই? এখানেও নিশ্চয়ে আসিতে পারি না। কারণ, তর্ক উঠে, অধুনা পশ্চিমবঙ্গে নাই, পূর্বকালে ছিল। উপজীব্যের অভাবে এই তর্কের সমাধান হইতেছে না। কিন্তু সম্ভাব্যতা তিরোহিত হইল না। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, পূর্বকালের ইতিহাস সম্ভাব্যতা ব্যতীত নিশ্চয়ের ইতিহাস নহে। একটা নয় দুইটা নয়, বহু পথ যে দিক নির্দেশ করে, সে দিকই গন্তব্য। সতীশবাবু বিভক্তি বিচার করেন নাই; কেবল 'সে করিব' এইরূপ একটা প্রয়োগ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা পশ্চিমবঙ্গে তিন শত বৎসর পূর্বে প্রচলিত ছিল। তাঁহার উদ্ধৃত শব্দের অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গে আছে। তিনি যে অর্থ ধরিয়াছেন, সে অর্থ ঠিক, এবং সেই অর্থ পশ্চিমবঙ্গে চলিত আছে। কয়েকটা শব্দ পাইতেছি, পশ্চিমে চলিত নাই, পূর্বে আছে। যেমন, চি-ত-র, টে-ট-ন, কৈ-ল্ বা ক-লি। এই তিনের মধ্যে চি-ত-রে মাত্র একটী পদে আছে। চি-ৎ বা চি-ত রাঢ়ে ও ওড়িয্যায় আছে। চি-ত-এ স্থানে চি-ত-রে এই পদ আসিতে পারে। সুতরাং এই শব্দ তেমন ব্যতিরেক নহে। সং ধৃ-ষ্ট স্থানে টী-ট। রূপান্তরে বৈষ্ণবপদাবলীতে টী-ট আছে। কিন্তু টে-ট-ন নাই। আসামীতে, এবং সতীশবাবু বলেন, পূর্ববঙ্গের কথ্য-ভাষায় আছে। টে-ট-ন দুইটি পদে আছে। আশ্চর্য্য, দুইটি পদের 'ধ্রু' দেখিলে বুঝা যায়, দুই-ই অশুদ্ধ। একটাও চণ্ডীদাসের যোগ্য মনে হয় না। দ্বিতীয় পদে (২১৬ পৃঃ) রাধিকার উপদেশ কাঁচা কবির কীর্ত্তি। দ্রষ্টব্য, ইহার না-ছি ক্রিয়াপদ আসামী আসামী ঠেকিতেছে। ক-লি, কৈ-লি, কো-ল, এই তিন একের তিন রূপ। ইহার একটাও ওড়িয়াতে নাই, রাঢ়ের ও আসামের ভাষায় নাই। সতীশবাবুর লেখায় জানিতেছি, পূর্বঙ্গে গ্রাম্য ভাষায় আছে। যে

পদে (৮২ পৃঃ) ক-লি আছে, সে পদটি গ্রাম্য গালাগালি। কৃষ্ণ 'ত্রিদশ-ঈশ্বর' হইয়াও রাধা গোআলীকে গদা দেখাইতেছেন, 'পামরী ছেনারি' বলিতেছেন; আর রাধাও তেমনই, 'বাপেঁ মাঅ' গালি দিতে উদ্যত হইয়াছেন। আর এক পদে (৩৯৭ পৃঃ) ক-লি আছে। এ পদেরও কোনও গুণ নাই। যে পদে (৯১ পৃঃ) কৈ-লী, এবং যে পদে (১৯১ পৃঃ) কো-ল, সে দুই পদও তথৈবচ। আশ্চর্য্যের বিষয়, একটা শব্দের দুই বিভিন্ন রূপ হইয়াছে, ক লি, কৈ-লি এবং কোল।* এইরূপ, একই শব্দের যে দুই দুই রূপ আছে, তাহাতে বুঝি, পুথীর দুই স্থান দর্শন।

যদি বলেন, লিপিকর-প্রমাদে দুই রূপ হইয়াছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসি, যে লিপিকর লেখার পর পুথী মিলাইয়াছিল, ভুল কাটিয়া লিখিয়াছিল, সে লিপিকর শব্দের দুই রূপ, বিভক্তির দুই রূপ কেমন করিয়া রাখিল? ইহাতে বোধ হইতেছে, মূল পুথীতেই দুই দুই রূপ ছিল।

দুই রূপের দুই কারণ হইতে পারে। (১) একই দেশে কালান্তর, (২) একই কালে দেশান্তর। তৃতীয় কল্পনাও আসে, কালান্তর ও দেশান্তর দুই-ই। কালান্তর স্বীকারে 'খাঁটি চণ্ডীদাস' থাকে না, দেশান্তর স্বীকারে 'চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা' থাকে না। আমার সন্দেহ, দুই-ই হইয়াছিল। যিনি পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকেই দেখাইতে হইবে, ভাষায় ও ভাবে চণ্ডীদাস। আমি সংশয় জানাইয়া ক্ষান্ত। সংশয় দূর হইলে আমার যে আনন্দ হইবে, তাহা অসংশয়ীর কদাপি হইবে না। দুঃখের বিষয়, আমার পড়া-শুনা নাই, অবসর নাই; "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" লইয়া বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজনও নাই। ইতি

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

পুনশ্চ,

এই উত্তর লিখিবার পর আমি আমার "সংশয়" সতীশবাবুর গোচর করিয়াছিলাম। তিনি কয়েকটি সংশয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয়, এইখানে উল্লেখ করা ভাল।

সতীশ বাবুর বিবেচনায় আমি অতিরিক্ত সংশয়বাদী হইয়াছি। আমার বিবেচনায় আমরা দেশী নামে অতিরিক্ত বিশ্বাসশীল হইয়া পড়ি। আমরা ভুলিয়া যাই, যাহা সাধ্য, তাহাকে সাধন করিতে পারা যায় না, সংশয়িতকেও পারা যায় না। আমি এই কথা পুনঃ পুনঃ তুলিয়াছি। এখন সতীশ বাবুর কয়েকটা তর্ক দেখি।

(ক) "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত" শব্দাধিক্য। তিনি বলেন, ""প্রাকৃত" ব্যাকরণের "প্রাকৃত" ও তজ্জাত অপভ্রংশ আমাদের দৃষ্ট অন্যান্য প্রাচীন পুথীতে যে পরিমাণে আছে, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দেখা যায়, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং এই সকল অন্যান্য প্রাচীন পুথি হইতে "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রাচীনতর, এইরূপ অনুমান কি জন্য অসঙ্গত?"

---

* সং সা-ক-ল্য হইতে 'নিশ্চিত', এই অর্থ আসে কি? বরং বাং 'কু-ল্লে দশ টাকা' প্রয়োগের কু-ল্লে বা কু-ল্যো সং সা-ক-ল্যো হইতে পারে। সং খ-লু শব্দের বিকারে খ-উ-লু, ক-উ-লু, কো-লু, এবং পরে কৈ-লু, ক-লি মনে হয়। তু° চা-উ-ল—চা-লু, চা-ই-ল—চা-লি।

উত্তর। 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'—এই পদের একটা শব্দও সংস্কৃত-সম নহে। অথচ জানি, পদটা আধুনিক। স্বীকার করি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" অধুনা-প্রচলিত কয়েকটা শব্দের প্রাচীন রূপ আছে। সে সব একত্র করিতে পারিলে যুক্তির বলসঞ্চার হইত। আমি জানিতে চাই, কোন্ কোন্ রূপ কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল, কোন্ সময়ে ছিল না। মনে রাখিবেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তন" কেবল 'প্রাচীন' নহে, সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। সে সময়ের বাঙ্গালা ভাষায় "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত" শব্দ কি পরিমাণে চলিত ছিল, তাহা ত জানি না। অন্য দিকে দেখুন, বসন্তবাবু যে সকল পুস্তক হইতে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" প্রযুক্ত শব্দ তুলিয়াছেন, বোধ হয়, সে সবের একখানাও তিন শত বৎসরের সে দিকের নয়। অতএব যে যে শব্দ প্রাচীন ঠেকিতেছে, সে সবের প্রাচীনতার মর্যাদা এই। বিপত্তি ঘটাইয়াছে, নবীন বা আধুনিক রূপে। প্রত্নলিপিবিদের বিবেচনায় লিপির প্রাচীন রূপ দেখিয়া পুথীর বয়স গণিতে হইবে; আমার বিবেচনায় নবীন রূপ দেখিয়া গণিতে হইবে।

(২) অ আ বানান। আমি অ স্থানে আ পাইয়া পুথীর দেশভ্রমণ অনুমান করিয়াছি। সতীশবাবু বলেন, "দেশবিশেষের বর্ত্তমানের ব্যবহার দেখিয়া সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন ব্যবহার সম্বন্ধে অনুমান কি ঠিক? বীরভূম প্রভৃতি মিথিলার সন্নিহিত [?] দেশে ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে অ-কারের মৈথিল উচ্চারণবৎ উচ্চারণ বর্ত্তমান থাকা সম্ভব, এবং প্রাচীন কালে পুথির বানান সম্বন্ধে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম না থাকায় অনভিজ্ঞ লিপিকর কিংবা স্বয়ং চণ্ডীদাসও কোন স্থলে 'ধ্বনি'-অনুযায়ী ও কোন স্থলে 'সঙ্কেত'-অনুযায়ী 'অ' ও 'আ' লিখিয়াছেন,—এরূপও ত কল্পনা করা যাইতে পারে।"

উত্তর। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র প্রাপ্ত পুথী যে সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের, ইহা-ই সাধ্য। সাধ্যকে সাধন করিতে পারা যায় না। সাধ্যকে ধরিয়া উৎপ্রেক্ষাও করিতে পারা যায় না। আমি স্বীকার করি, প্রাচীনের ইতিহাস সম্ভাবনার ইতিহাস, একশেষের ইতিহাস নহে। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে বীরভূমে অ স্থানে আ উচ্চারণ ও লিখন অসম্ভব নয়। কিন্তু কোন্ দেশ প্রথমে দেখিব? যে দেশে আ-তি, আ-ধি-ক অদ্যাপি আছে, না যে দেশে নাই?

(৩) অনুজ্ঞায় আনিআ-র (আন), কহিআ-র (কহ) ইত্যাদি র-যুক্ত ক্রিয়াপদ রাজবংশী ভাষায় আছে। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "বস্তুতঃ পূর্ব্ববঙ্গের (ঢাকা অঞ্চলের) স্ত্রীজাতির গ্রাম্য কথ্যভাষায় এখনও কও-এর, যাও-এর, খাও-এর ইত্যাদি অনুজ্ঞার পদ সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। বীরভূমেও যে প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না, কে বলিবে?

উত্তর। এখানেও সাধ্যকে সিদ্ধ বিবেচনা করা হইয়াছে। যিনি বলিবেন ছিল, তাঁহাকে প্রমাণ দিতে হইবে।

(৪) আমি বিভক্তি বিচার করিয়া লিখিয়াছি, "সেটা কি ভাষা, যেটায় কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা নাই।" সতীশ বাবু লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালা হিন্দী মৈথিল—এই তিনটি ভাষায়ই একই ক্রিয়া ও কারকবিভক্তির একাধিক প্রয়োগ দেখা যায়।"

উত্তর। এক স্থানের এক বক্তার মুখে একই অর্থে ক্রিয়া ও কারকবিভক্তি একই। সতীশ বাবু এক নূতন কথা তুলিয়াছেন। হয় ত তাঁহার অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। তিনি পরে লিখিয়াছেন, "বিদ্যাপতির পদে বর্ত্তমানে ক-র, ক-র-ই, ক-র-ও, ক-রু, ক-র-য়, ক-র-থি এইরূপ নানা রূপ দৃষ্ট হয়। সম্বন্ধে ক, ক-র, এমন কি, র পর্য্যন্ত দেখা যায়। এ সকল কি দেশান্তর ভ্রমণের ফল?" আমি বলি, অর্থ এক হইলে কেবল দেশান্তর নয়, কালান্তরের ফল। কারক ও ক্রিয়াতেই ভাষার সর্বস্ব।

(৫) শব্দের ও বিভক্তির দুই দুই রূপ দেখিয়া আমি মনে করিয়াছি, দেশান্তর, কালান্তর, কিংবা দেশকালান্তরের ফল। (আরও একটি ছিল, সেটি কব্যন্তর। কবি দেশ-কালের অধীন বলিয়া এই কোটি অগ্রাহ্য করিয়াছি।) সতীশ বাবু লিখিয়াছেন, "বলবত্তর চতুর্থ কারণও আছে। সেটি এই যে একই কবির ভাষায় কালান্তরের একাধিক শব্দ ও বিভক্তির রূপের নিদর্শন—ভূগর্ভে নানা যুগের প্রাণিসমূহের কঙ্কালবৎ বিদ্যমান থাকে।"

উত্তর। কথাটা সত্য, যদিও দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই। অতীত ধরিয়া বর্তমান, অতীত হইতে বর্তমান বিচ্ছিন্ন নহে। ইহা কেবল ভাষায় নয়, জগতের যাবতীয় কার্যে কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট আছে। জগৎ অনাদি, জগতের কর্মও অনাদি। ভাষা যেমন নদীর তরঙ্গ। নদীর চড়া, বাঁক, গভীরতা, বিস্তার, মৃৎস্তর প্রভৃতির ভেদে তরঙ্গের উত্থান-পতন, গতি-বেগ, বর্ণ প্রভৃতির ভেদ হয়। দেশ-কাল-পাত্রভেদে ভাষারও ভেদ হয়। কিন্তু এই তিনের ভেদ না হইলে ভাষার সর্বস্ব যে কারক ও ক্রিয়া, তাহার ভেদ হয় না। বিদ্যাপতি, কি বৈষ্ণবপদাবলী, কি "কৃষ্ণকীর্তন" প্রভৃতি গ্রন্থে যদি ভেদ দেখি, তাহাতে অনুমান করি, ভাষা খাঁটি নাই। বাজারে নির্জলা দুধ দুষ্প্রাপ্য, পুরাতন গানের নির্জলা ভাষাও দুষ্প্রাপ্য। কোন্ গান কত গায়ন গাইয়াছেন, কে জানে। আমি কোথাও বলি নাই, "কৃষ্ণকীর্তন" দুই এক শত বৎসরের রচনা। অনন্ত কবি পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে থাকুন, কি পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে থাকুন, তাহা আমার বিচার্য ছিল না। প্রাপ্ত পুথীতে যে মিশাল চলিয়াছিল, ইহাই আমার সন্দেহ। তবে, মানব-মন নিরবচ্ছিন্ন সন্দেহে থাকিতে পারে না, কল্পনাদ্বারা সংশয়কে অসংশয়ে দাঁড় করায়। আমার মনে হয়, মূল পুথীর উৎপত্তি রাঢ়ে। পরে গায়নে পুথী উত্তরবঙ্গে (গৌড়ে?) লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইহাতে মিথিলার জনশ্রুতি; পুথীতে কাইথী অক্ষর, কাসী অক্ষর (?)। পরে বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম ও গীত প্রতিষ্ঠার পর রাজার পুথীশালায় প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু এই অনুমান-সূত্রে সব তথ্য গ্রথিত হইতে পারিল না। "কৃষ্ণকীর্তন" যদি চণ্ডীদাসের, চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলী কাহার? বসন্তবাবু দুই অভিন্ন মনে করিয়া অর্ধকুক্কুটী ন্যায় অনুমোদন করিয়াছেন। রামী রজকিনী ও সহজিয়া মত ও নান্নুরের চণ্ডীদাস সম্বন্ধে জনশ্রুতি, সব কি গোড়হীন ভিত্তি? বাঁকুড়া-ছাতনার জনশ্রুতি আকাশে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে? আমার বিশ্বাস, যাহা ইতিহাস নামে খ্যাত, তাহার সমস্ত সত্য নহে; এবং যাহা জনশ্রুতি নামে প্রচারিত, তাহারও সমস্ত অসত্য নহে।

পদাবলীর চণ্ডীদাস ও "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি বলিতে পারা যাইতেছে না। মনে করি, প্রাপ্ত পুথী অনন্তনামা গায়নের পুথী। তিনি নায়নের চণ্ডীদাসের ও অন্য কবির (যেমন জয়দেবের) পদ লইয়া নিজের ও শ্রোতার রুচি অনুসারে অনেক পদ নিজে রচিয়া গানের পালা বাঁধিয়াছিলেন। হয় ত অনন্তও বাশলীর উপাসক ছিলেন। হয় ত বাঁকুড়ায় ইঁহার নিবাস ছিল। যেমন এক কৃত্তিবাসের নামে বহু কবি তরিয়া যাইতেন, অনন্ত ও আরও অনেক কবি চণ্ডীদাসের ভণিতার মাহাত্ম্যে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে কৃত্তিবাসের নামের সহিত অন্য এক কবির নাম যোজিত আছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর "বঙ্গবাসী"র সংস্করণ দেখুন। তাহাতে অন্ততঃ দুই কবির পদ আছে। ছাপা হয় নাই, এমন পদও শুনিয়াছি। অত কথায় কাজ কি, সে দিনকার গোবিন্দ অধিকারীর ভাঙ্গা দলের পালা বর্দ্ধমানে শুনিয়াছি। প্রসিদ্ধ কবির বহু সম্প্রদায় ঘটে। ব্যাস হইতে কালিদাস, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস-কৃত্তিবাস-কবিকঙ্কণ হইতে রাম-প্রসাদ-গোবিন্দ-নীলকণ্ঠ অধিকারী এক এক সম্প্রদায়। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাস এইরূপ। এক হইতে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" চণ্ডীদাসের এক সম্প্রদায়ের গান নহে, চণ্ডীদাস-সম্প্রদায়ের গান। অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাসের অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের পুরাণ নহে, ব্যাস-নামক সম্প্রদায়ের পুরাণ। বলা বাহুল্য, প্রবর্ত্তকের নামে সম্প্রদায়ের নাম হয়। অতএব "কৃষ্ণকীর্ত্তন" চণ্ডীদাসের বলিতে পারি। 'চণ্ডীদাসী' বলা আরও ভাল।

সতীশবাবু তাঁহার পত্রে আর দুই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। দেখি, 'চণ্ডীদাসীয়' কল্পনায় সে দুইএর সঙ্গতি হয় কি না। তিনি লিখিয়াছেন, (১) "নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রকাশিত বহু-টীকা-সম্বলিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ের 'এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশা' ইত্যাদি ২৬শ সংখ্যক শ্লোকের শ্রীমৎসনাতন গোস্বামিকৃত বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকার শেষে তিনি লিখিয়াছেন, "কাব্যশব্দেন পরমবিচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাঃ তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিতদানখণ্ডনৌকাখণ্ডাদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ'। সুতরাং চৈতন্যপ্রভুর সময়ে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র অনুরূপ দানখণ্ডাদি পদাবলী প্রচলিত ছিল।" বলা বাহুল্য, এই তথ্যের সহিত আমার কল্পনার বিরোধ নাই। কিন্তু প্রাপ্ত পুথীতে যে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড আছে, তাহাই যে চৈতন্যপ্রভুর সময়ে প্রচলিত ছিল, এ কথা বলিবার হেতু নাই। (২) "চৈতন্যপ্রভুর সমসাময়িক সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণব তোষণী টীকায় ও রূপ-গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে চন্দ্রাবলী অন্যতম যুথেশ্বরী ও প্রধান প্রতিনায়িকা। কৃষ্ণকীর্ত্তনে চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার নামান্তর। অতএব চণ্ডীদাস এই প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলীর অস্তিত্ব জানিতেন না। ইহা দ্বারাও চণ্ডীদাসের এই পদগুলির (কৃষ্ণকীর্ত্তনের) রূপ ও সনাতন গোস্বামী হইতে প্রাচীনতা প্রমাণিত হয় না কি ?" আমি বলি, হয় না। বরং আমার কল্পনা সমর্থিত হইতেছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি অনন্ত, চন্দ্রাবলীর নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা হইতে চন্দ্রাবলীর বিশেষ জানিতেন না। যে কবি কৃষ্ণ ও কল্কী অবতারের ক্রম জানিতেন না, সে কবির গানে, বোধ হয়, আরও ভুল পাওয়া যাইবে। ব্যাসীয় পুরাণে অনৈক্য আছে, চণ্ডীদাসীয় গানেও আছে। চণ্ডীদাসীয় পদাবলীর চন্দ্রাবলী উৎকৃষ্ট কবির সৃষ্টি। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি তাঁহার ধার দিয়াও যান না। তিনি মানের পালা জানিতেন না। অথচ বৃন্দাবন খণ্ডে এক ব্যর্থ ত্রাণ করিয়াছেন। ইতি—

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

এ দেশে ভূভ্রমবাদ*

গত বৎসরের পরিষৎপত্রিকার ৩এর সংখ্যায় আর্যভটের তন্ত্রের সহিত তাঁহার ভূভ্রমবাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল। যে মাসে এই সংখ্যা পাইবার কথা, সে মাসে আমি অসুস্থ ছিলাম। ইতিপূর্বে দেখি নাই, দৈবাৎ সে দিন দেখিলাম। এক সময়ে আশা করিয়াছিলাম, "আমাদের জ্যোতিষে"র দ্বিতীয় ভাগে ভূভ্রমবাদ যথাসাধ্য বর্ণনা করিব। কিন্তু দেখিতেছি, সে আশা পূর্ণ হইবার নহে। নাই হউক, আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবাদিগের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে।"

সকলেই জানেন, ভূভ্রম বা পৃথিবীর ভ্রমণ আধুনিক মতে দ্বিবিধ। (১) স্বীয় দেহের আবর্ত্তন, (২) সূর্যকে প্রদক্ষিণ। (প্রদক্ষিণ—পূর্ব হইতে দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমে গমন। ইহার ফলে সূর্যকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে সরিতে দেখি।)" আমরা সবাই শুনিয়াছি, আর্যভট পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে ভ্রমণ স্বীকার ও প্রচার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গতি সম্বন্ধে আর্যভটের কি মত ছিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

আমার বিশ্বাস, আর্যভট প্রথম গতির প্রচারক হইলেও স্থাপয়িতা ছিলেন না। প্রাচীন কালে এ দেশে বহু জ্যোতিষী সে গতি স্বীকার করিতেন। আভাষে বুঝা যায়, দ্বিতীয় গতিও স্বীকার করিতেন। কয়েকটি প্রমাণ সংক্ষেপে জানাইতেছি। বক্তব্যের সুবিধার নিমিত্ত দুই গতি পৃথক আলোচনা করি।

(১) পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে আবর্ত্তন

এ বিষয়ে আর্যভটের উক্তি, বিশেষতঃ উক্ত মতের খণ্ডন প্রয়াস, যথেষ্ট প্রমাণ। আর্যভটের পর বরাহ, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, যিনি পারিয়াছেন, তিনিই এক কলমে মতটা খণ্ডন করিতে বসিয়াছিলেন। পরে মতটা একবারে চাপা পড়িয়া যায়। ইহার কারণ কি, জানি না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা এই যে, আর্যভটের টীকাকার পরমাদীশ্বর পৃথিবীর অক্ষাবর্ত্তন "মিথ্যা জ্ঞান" বলিয়া আচার্যের বিপরীত মত প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন!

একটা কথা কিন্তু চিন্তা করিবার আছে। আর্যভট যখন তাঁহার তন্ত্র লেখেন, তখন তিনি মাত্র তেইশ বৎসরের যুবা। অথচ, পৃথিবী অহোরাত্র লাটিমের মতন ঘুরিতেছে, এত বড় প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথা নিজের কল্পনাবশে লিখিয়া ফেলিলেন! কেহ তাঁহাকে নির্যাতন করিল না, কারায় ফেলিল না, স্মৃতি-শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া পোড়াইয়া মারিল না? আরও আশ্চর্য, তন্ত্রশেষে তাঁহার স্পর্ধা। তিনি নির্ভয়ে লিখিলেন, যে আর্যভটীয়ের প্রতিকঞ্চুক বা শত্রু হইবে, তাহার পুণ্য ও আয়ুর বিনাশ হইবে, সে অধঃপাতে যাইবে। এই দর্পের কারণ নিশ্চয় ছিল। আভাসে বুঝি, দুই কারণ ছিল। (১) তিনি নূতন কিছু বলেন নাই, আদিকালে স্বয়ং ব্রহ্মা

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

যে জ্যোতিঃশাস্ত্র বেদ হইতে উদ্ধার করিয়া লোকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সৎ-জ্ঞান সম্যক উদ্ধার করিয়াছিলেন মাত্র। অর্থাৎ দেশে এক ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ছিল, যাহা অবলম্বন করিয়া তিনি আর্যভটীয় তন্ত্র লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এক জ্যোতিষতন্ত্র আধার না পাইলে কেহ কোনও কিছু নূতন করিতে পারেন না। ব্রহ্মগুপ্তও এক ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ধরিয়া লিখিয়া-ছিলেন, অথচ "তন্ত্রপরীক্ষাধ্যায়ে" আর্যভটের ভুল দেখাইয়া তাঁহাকে স্মৃতিবিরোধী ও অজ্ঞ প্রতিপাদন করিতে ছাড়েন নাই। কেহ মিথ্যাকথা লিখিয়া গিয়াছেন, বলিতে পারি না। আর্যভটের কথা মিথ্যা হইলে ব্রহ্মগুপ্ত যুক্তিতে না গিয়া আরম্ভেই আর্যভটীয় অগ্রাহ্য করিতেন, বোধ করি, গালি দিতেও ছাড়িতেন না। পৃথিবী স্থির, আর রব্যাদি-গ্রহসম্বলিত ভপঞ্জর গতিশীল, প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রত্যক্ষ থাকিতে কল্পনা (theory) নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ কল্পনা মানিলে অন্য প্রত্যক্ষের অপলাপ হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত একখানি ছিল না। এত কাল পরেও আমরা দুই তিনখানির সন্ধান পাইয়াছি। "ব্রহ্মার কৃত,"—ইহার তাৎপর্য চিন্তনীয়। সেটা এমন, যাহা আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, যাহার আরম্ভ কেহ জানে না বা জানিতে পারে না। (২) আর্যভট লিখিয়াছেন, যে জ্ঞান কুসুমপুরে—পাটলীপুত্র নগরে—অভ্যর্চিত, পূজিত, সে জ্ঞান বলিতেছেন। ইহা হইতে বুঝি, সে কালে পাটনায় জ্যোতিষতন্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা ছিল, এবং গণকের এক সম্প্রদায় (school) ছিল। আর্যভট সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বোধ হয়, এই সম্প্রদায় পৃথিবীর আবর্ত্তন-গতি স্বীকার করিতেন। আর্যভট স্বীয় গ্রন্থ সূত্রাকারে লিখিয়া গিয়াছেন; তথাপি সাধারণ প্রত্যক্ষের বিরোধী মত একটা নৌকার দৃষ্টান্তে প্রচার করিতে বসিলেন। ইহা অসম্ভব বোধ হয়। জানা কথার স্মরণমাত্র যথেষ্ট, অজানা কথা বলিতে বুঝাইতে শ্লোক বাড়াইতে হয়।

বিরোধী সম্প্রদায় "ভূ স্থিরা" ভাবিলেন বটে, কিন্তু কালের ধর্ম্ম এড়াইতে পারিলেন না। তাঁহারা এমন একটা সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যাহা চিরদিন "ভূ অস্থিরা" বলিতে থাকিবে। এই সংজ্ঞা 'কু-দিন', অপর নাম 'ভূদিবস'। 'কু', 'ভূ' একই অর্থ; কু-দিন পৃথিবীর দিন। জ্যোতিষে নানাবিধ দিন, মাস, বৎসর গণিত হয়। কিন্তু সকলের মূলে এক তত্ত্ব আছে। এক কথায় তাহার পরিবর্ত্তে 'গতিজন্য' ধরিলে চলে। যেমন, চান্দ্র-দিন—চন্দ্রের গতিজন্য যে দিন; সৌর দিন—সূর্য্যের গমন হেতু যে দিন (রাশিচক্রের ১ অংশ অতিক্রম কাল); নাক্ষত্র দিন—নক্ষত্রের গতিজন্য যে দিন; সাবন দিন—সূর্যের উদয়হেতু যে সবন আরম্ভ হইত, তাহা হইতে। এই রূপ, কু-দিন বা ভূ-দিবস—পৃথিবীর গতিজন্য যে দিন, অর্থাৎ স্বীয় অক্ষে পৃথিবীর একবার আবর্ত্তনের কাল। কবে এই সংজ্ঞার উৎপত্তি, কে জানে; কারণ, আর্যভটের আবির্ভাবের পূর্ব্বের গ্রন্থ নামমাত্র আছে। আর্যভট যে নূতন রচনা করিয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় না। তিনি করিয়া থাকিলে তাঁহার বিরোধী সম্প্রদায় সংজ্ঞাটি পরিত্যাগ করিতেন। প্রকারান্তরে তাহাই করিয়াছেন। 'কু-দিন' আর কেবল পৃথিবীর দিন থাকিল না। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিলেন, সাবন দিন যা, কুদিনও তা (সাবনদিবসাঃ কুদিবসাস্তে)। কিন্তু ভাবিলেন না, যদি একই,

তবে এক পূর্বের সাবন দিন নাম থাকিলেই ত চলিত, একটা নূতন নাম কেন? আমার বোধ হয়, কুদিন সংজ্ঞা এত প্রচলিত ছিল যে, তাহা পরিত্যাগের পথ পাইলেন না। অর্থান্তর করিয়া চালাইয়া দিলেন। ভাস্করাচার্য ব্রহ্মগুপ্তের অনুগামী। তিনিও লিখিলেন, সূর্যসাবন দিন য়া, 'মেদিনীদিনও' তা। অন্যান্য গ্রহেরও কুদিন কল্পিত হইল। এখন কুদিন বলিতে কেবল পৃথিবীর সাবন দিন বুঝায়। যেটা প্রকৃত কুদিন ছিল, সেটা 'নাক্ষত্র দিন' নামে উক্ত হইয়া থাকে।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, ব্রহ্মগুপ্ত আর্যভটের যত দোষই দেখুন, আর্যভটে যে জ্ঞান প্রকটিত আছে, তাহা একজনের দ্বারা ত নহেই, বহু জ্যোতিষীর বহু শতাব্দীর পরিশ্রম ও চিন্তা দ্বারা অর্জিত হইয়াছিল। এই হেতু মনে করি, 'কুদিন' পরিভাষা আর্যভটের কল্পিত নহে। অর্থাৎ এমন এক কাল গিয়াছে, যখন এক সম্প্রদায় পৃথিবী অস্থির। স্বীকার করিতেন। আর্যভটেই (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দে) সে কালের অবসান হইয়াছিল। শ্রীপতির (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দে) পর আর কাহাকেও ভূভ্রমবাদ খণ্ডন করিতেও দেখি না।

আর একটা বড় কথা আছে, যাহাতে আর্যভটের মত বুঝিতে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। তিনি রবি-শশী প্রভৃতির যেমন ভগণ-ভ্রমণ গণিয়াছেন, তেমন পৃথিবীরও গণিয়াছেন। নাম দিয়াছেন, কু-ভগণ, অর্থাৎ পৃথিবীর ভ্রমণ-পূরণ। তাহাঁর মতে এক সৌর বর্ষে পৃথিবী ৩৬৬.২৫৮৬৮ বার ঘোরে। অর্থাৎ এক বর্ষে এত নাক্ষত্র দিন। এখানে একটা লক্ষ্য আছে। কুভগণ অর্থে সূর্যের চারি দিকে নক্ষত্র-চক্রে নহে, স্বীয় অক্ষে ভ্রমণ।

(২) পৃথিবীর প্রদক্ষিণ গতি

প্রাচীনেরা এই গতি স্বীকার করিতেন কি না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাই নাই। তবে, একটা বিষয় চিন্তার যোগ্য আছে। গ্রহগণের ভূ-কেন্দ্রক গতি, আর রবি-কেন্দ্রক গতি, এই দুই মতের কোন্‌টায় কল্পনা লাঘব হয়? দুই মতেই, চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিলে গণিতে যে ফল, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিলে সেই ফল। অন্য পঞ্চতারাগ্রহ লইয়া দুই মতে প্রভেদ। ভূ-কেন্দ্রক গতি মতে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি, পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই মতে বুধ শুক্রের ভ্রমণ ভাল বুঝিতে পারা যায় না। এই দুই সূর্য হইতে বহু দূরে, সূর্য রাশির সপ্তম রাশিতে কখনও যায় না। রবিকেন্দ্রক গতি মতে গ্রহগতি বুঝিতে গেলে কল্পনার লাঘব হয় না, গৌরব হয়। পঞ্চতারাগ্রহ ও পৃথিবীকে ভীষণ বেগে সূর্যের চারি দিকে ঘোরাইতে হয়। অথচ পৃথিবী হইতে উহাদিগের গতি লক্ষ্য করিতে হয়। কেবল প্রত্যক্ষের বিরোধী নহে, কল্পনারও গৌরব স্বীকার করিতে হইতেছে। আমার বোধ হয়, এই কারণে প্রাচীনেরা প্রত্যক্ষ লইয়া তুষ্ট ছিলেন, পৃথিবীর রবিকেন্দ্রক গতি কল্পনা করেন নাই। এক পরীক্ষা ছিল। সেটা, দৃকের সহিত গণিতের ঐক্যসাধন। যদি ঐক্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, নূতন

কল্পনার প্রয়োজন থাকে না। নূতন, যেটা প্রত্যক্ষের বিরোধী। তথাপি, গণিতের লাঘবও চিন্তার বিষয়। পৃথিবী স্থির, ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। গ্রহগুলি অস্থির। অস্থিরকে রবিকেন্দ্রক করিলে যদি গণিতলাঘব হয়, তাহা হইলে সে কল্পনায় বাধা নাই। এইরূপ যুক্তি দ্বারা ইয়ুরোপে টাইকো এবং এ দেশে সে-দিনকার চন্দ্রশেখর পঞ্চতারা-গ্রহের রবিকেন্দ্রক গতি স্বীকার করিয়া, রবিকে পৃথিবীর চারি দিকে ঘোরাইয়াছেন (সিদ্ধান্তদর্পণ, ৫ম প্রকাশে)। চন্দ্রশেখরকে এই নূতন কল্পনার হেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, এই সকল গ্রহের গতি সূর্য-সম্বন্ধে লক্ষ্য করিলে রবিকে মাঝে বসাইতে হয়, পৃথিবীকে নহে। কথাটা তাঁহার নিকট এত সোজা হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি যে নূতন কিছু বলিতেছেন, তাহা বোধ হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, প্রাচীন জ্যোতিষীদিগের মতও নিশ্চয় এইরূপ ছিল। দুঃখের বিষয়, তখন তাঁহাকে এই উক্তির প্রমাণ দেখাইতে বলি নাই। বুধ ও শুক্র তাঁহাদিগকে যে বিশেষ চিন্তিত করিয়াছিল, তাহা অল্পেই বুঝিতে পারি।

চুআল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কাশীর বাপূদেব শাস্ত্রী 'প্রাচীন জ্যোতিষাচার্যাশয়বর্ণনম্' নামে একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাতে তিনি যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন, "ভৌমাদি পঞ্চগ্রহের রবিকেন্দ্রক ভ্রমণ মূল-গ্রন্থকারদিগের অভিমত ছিল। নতুবা তাঁহাদিগের মতে পাতভগণপাঠ অনুচিত হইয়া পড়ে।" কিন্তু যদি পূর্বাচার্যগণের ইহাই অভিপ্রেত ছিল, তাহা হইলে তাঁহারা পৃথিবীর চারি দিকে গ্রহভ্রমণ প্রদর্শন করিলেন কেন? ইহার উত্তরে শাস্ত্রীজী লিখিয়াছিলেন, লোকের বিশ্বাস এবং অল্পায়াসে গোলস্থিতি বুঝাইবার নিমিত্ত সূর্যের ধর্ম্মগুলি ধরণীতে আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি অল্প কথায় সুবোধ্য হইবে না। যাঁহারা গ্রহগণিত বুঝিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত পুস্তিকা পাঠ করিতে পারেন। (প্রাপ্তিস্থান, মেডিকাল হল প্রেস, বেনারস)।

আমরা প্রাচীন কালের বহু গ্রন্থ পাই নাই। এ কারণ বহু স্থলে আমাদিগকে সত্যমিথ্যা কল্পনা করিতে হইতেছে। টীকাও পাই নাই। আর্যভটের মাত্র দুইখানি টীকা মুদ্রিত হইয়াছে, আরও কত টীকা ছিল, কে জানে। কারণ, তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি অল্প ছিল না। অপর কথা কি, ব্রহ্মগুপ্তকে একটা অধ্যায় লিখিতে হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর হইল, মালাবার প্রদেশে লিখিত এক টীকার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। টীকাকারের নাম কেরলনীলকণ্ঠ-সোমযাজী। টীকা-প্রণয়ন-কাল প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণের শুঙ্কুপিল্লে মহাশয় মালয়লম ভাষায় আর্যভট সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার পুত্র রামলিঙ্গম পিল্লে, বি এ, তাহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, এবং নটেশন কোম্পানীর "ইণ্ডিয়ান রিভিউ" মাসিক পত্রে প্রথমে প্রকাশ করিয়া, পরে পুস্তিকাকারে ছাপাইয়াছেন। এই বক্তৃতায় আর্যভট সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইংরেজীর অনুবাদ হইতে দুইটির উল্লেখ করিতেছি। আর্যভটের 'শীঘ্রোচ্চেনাপি বুধ-শুক্রৌ' (গোলপাদ), ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন, 'পৃথিবী হইতে দেখিলে বুধশুক্রকে এক একটি ছোট বৃত্ত করিতে দেখায়, দ্বাদশ রাশি

ভ্রমণ করিতে দেখায় না। বাস্তবিক এই দুই গ্রহ রবিকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করে।' পৃথিবীর প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ আর্যভটের 'ক্ষিতিচ্ছায়া ভ্রমতি' (গোলপাদ), ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 'ভ-পঞ্জরমধ্যে ক্ষিতি অপক্রম-মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে; ক্ষিতির গতি হেতু ছায়ার গতি।' এইরূপ, অন্য দুই এক স্থান হইতে টীকাকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, 'পৃথিবী অপক্রমমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে।' টীকাকারের উক্তিগুলা স্পষ্ট। ইয়ুরোপ হইতে শেখাও নহে। কারণ, কোপরনিকসের কল্পনা খ্রীষ্টের ১৬শ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে নহে। বঙ্গদেশে কেহ মনে করিয়াছেন, চন্দ্রশেখর ইয়ুরোপের জ্যোতিঃশাস্ত্র শুনিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তদর্পণে নূতন মত জুড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ভাবেন না যে, সে কথা সত্য হইলে তিনি কোপরনিকসের চলিত মত ছাড়িয়া পুরাতন ও পরিত্যক্ত টাইকোর মত ধরিলেন কেন? তিনি 'ভূ স্থিরা' লিখিয়া গিয়াছেন; বহু বাদানুবাদেও 'ভূ অস্থিরা' বলাইতে পারি নাই। কারণ, প্রত্যক্ষের বিরোধী।

পিল্লে মহাশয় আর এক কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বরাহ বৃহৎসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্যোতির্বীর লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। যিনি জ্যোতির্বী নামে গণ্য হইতে চান, তিনি এই এই বিষয় সম্যক্ জানিবেন। এইরূপ বলিতে বলিতে বরাহ লিখিতেছেন, গণকের জানা চাই, 'ভূ-ভগণ ভ্রমণ-সংস্থানাদি'। ইহার সোজা অর্থ, পৃথিবীর ভগণ বা প্রদক্ষিণ, পৃথিবীর ভ্রমণ বা আবর্ত্তন, এবং পৃথিবীর সংস্থান প্রভৃতি। সংস্কৃত ব্যাকরণে বোধ হয়, এই অর্থ অনুমোদিত হইবে। বৃহৎসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার উৎপলভট্ট কিন্তু অর্থ করিয়াছেন, ভূমেঃ সংস্থানং তথা চ ভগণস্য নক্ষত্রচক্রস্য ভ্রমণসংস্থানং চ জানাতি। অবশ্য উৎপল বরাহের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা হইতে পোষক প্রমাণ তুলিয়াছেন। কিন্তু সেটা সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়। অধিক ধরিলে ভূমির ও ভগণের ভ্রমণসংস্থানাদি পর্য্যন্ত যাইতে পারা যায়, কিন্তু ভূমির সংস্থান ও ভগণের ভ্রমণ ও সংস্থান আনিতে পারা যায় না। বরাহের কি অভিপ্রায় ছিল, কে জানে। হয় ত সে কালের মতের স্রোতে পড়িয়া বাস্তবিক ভূ-ভ্রমণ লিখিয়াছিলেন, টীকাকার (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী) তেমনই ভিন্ন স্রোতে পড়িয়া অন্য অর্থ করিয়াছেন।

এই সকল প্রমাণ হইতে অনুমান হয়, (১) এ দেশে প্রাচীন কালে এক জ্যোতির্বিক সম্প্রদায় পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে আবর্ত্তন স্বীকার করিতেন; (২) পৃথিবীর প্রদক্ষিণ অল্প জনে স্বীকার করিতেন; (৩) পঞ্চতারা গ্রহের পক্ষে রবি প্রদক্ষিণ অধিক জনে করিতেন; (৪) এবং বুধশুক্রের সকলেই করিতেন। এ কথাও স্মরণ কর্ত্তব্য, এই যে স্বীকার, তাহা কল্পনা মাত্র, দৃক্-গণিতাগত। ইয়ুরোপেও অদ্যাপি কল্পনা মাত্র; বিশেষ এই, কল্পনার পক্ষে দৃক্-গণিতের প্রমাণাধিক্য ঘটিয়াছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ

পাটীগণিতে পূর্ণসংখ্যা, ভগ্নাংশ, দশমিক ও পৌনঃপুনিক দশমিক, এই চারি প্রকারের রাশি দৃষ্ট হয় এবং পূর্ণসংখ্যা, ভগ্নাংশ ও দশমিক রাশির যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ পৃথক্ পৃথক্ বিশিষ্ট নিয়মে সাধিত হয়। কিন্তু পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির যোগ বিয়োগ ভিন্ন, গুণ কি ভাগ করিতে হইলে পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিকে অগ্রে ভগ্নাংশে পরিবর্ত্তিত করিয়া, উক্ত কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভাগের দ্বারা পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিতে পরিণত করিতে হয়।

অন্য-রাশি-নিরপেক্ষ কোন একটী পৃথক্ নিয়ম দ্বারা পৌনঃপুনিক-দশমিক রাশির উক্ত কার্য্যসকল সাধিত না হইলে পাটীগণিতের পৌনঃপুনিক-দশমিক অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকে। যাহাতে কোন বিশিষ্ট নিয়ম দ্বারা পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ সাধিত হইতে পারে, সেই জন্যই এই চেষ্টা।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণন

বিশুদ্ধ ও মিশ্রভেদে পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দুই প্রকার। বিশুদ্ধ যথা—·৬'৬ ; ·২, মিশ্র যথা—২·৩৪৬ ; ·৩৫৭৮ ।

(ক) বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিকে বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দিয়া গুণ করার নাম—বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিকের গুণন। যথা ·১২৩ × ·৬ ; ·২৫৯ × ·২৩৪ ।

(খ) মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিকে মিশ্র বা বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দিয়া গুণ করার নাম মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণন। যথা,—·৮৬ × ·৪ । ·৩২৪৫ × ·৩৫ ।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণনের সাধারণ নিয়ম

$$\cdot\dot{\text{অ}} = \cdot\text{অ অ অ অ}\ldots\ldots$$
$$= \frac{\text{অ}}{১০} + \frac{\text{অ}}{১০^{২}} + \frac{\text{অ}}{১০^{৩}} + \frac{\text{অ}}{১০^{৪}} + \ldots\ldots$$
$$= \text{অ}\left(\frac{১}{১০} + \frac{১}{১০^{২}} + \frac{১}{১০^{৩}} + \frac{১}{১০^{৪}} + \ldots\ldots\right)$$

ঠিক—এইরূপে,

$$\cdot\dot{\text{অ}}\dot{\text{ই}} = \text{অই}\left(\frac{১}{১০^{২}} + \frac{১}{১০^{৪}} + \frac{১}{১০^{৬}} + \frac{১}{১০^{৮}} + \ldots\ldots\right)$$

$$\cdot\dot{\text{অ}}\text{ই}\dot{\text{উ}} = \text{অ ই উ}\left(\frac{১}{১০^{৩}} + \frac{১}{১০^{৬}} + \frac{১}{১০^{৯}} + \frac{১}{১০^{১২}} + \ldots\ldots\right)$$

(প্রত্যেক স্থলেই গুণ্য ও গুণক সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক অঙ্কবিশিষ্ট করিয়া লইতে হইবে ।*)

এখন,

(১) $\cdot\dot{\text{অ}} \times \cdot\dot{\text{ই}} = \text{অ}\left(\frac{১}{১০} + \frac{১}{১০^{২}} + \frac{১}{১০^{৩}}\ldots\ldots\right) \times \text{ই}\left(\frac{১}{১০} + \frac{১}{১০^{২}} + \frac{১}{১০^{৩}}\ldots\ldots\right)$

$$= \text{অ ই}\left(\frac{১}{১০^{২}} + \frac{২}{১০^{৩}} + \frac{৩}{১০^{৪}} + \frac{৪}{১০^{৫}} + \frac{৫}{১০^{৬}}\ldots\ldots\right)$$
$$= \text{অ ই}\,(\cdot০১ + \cdot০০২ + \cdot০০০৩ + \cdot০০০০৪ + \ldots\ldots)$$
$$= \text{অ ই}\,(\cdot০১২৩৪৫৬৭৯০১২৩৪৫৬৭৯০১২\ldots\ldots)$$
$$= \text{অ ই}\,(\cdot\dot{০}১২৩৪৫৬৭\dot{৯})\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\text{১ম প্রণালী।}$$

(২) $\cdot\dot{\text{অ}}\dot{\text{ই}} \times \cdot\dot{\text{ক}}\dot{\text{খ}} = \text{অই}\left(\frac{১}{১০^{২}} + \frac{১}{১০^{৪}} + \frac{১}{১০^{৬}} + \ldots\ldots\right) \times \text{কখ}\left(\frac{১}{১০^{২}} + \frac{১}{১০^{৪}} + \frac{১}{১০^{৬}} + \ldots\ldots\right)$

$$= \text{অই ক খ}\left(\frac{১}{১০^{৪}} + \frac{২}{১০^{৬}} + \frac{৩}{১০^{৮}} + \frac{৪}{১০^{১০}} + \ldots\ldots\right)$$
$$= \text{অই ক খ}\,(\cdot০০\ ০১\ ০২\ ০৩\ ০৪\ ০৫\ldots\ldots৯৫\ ৯৬\ ৯৭\ ৯৯\ ০০\ ০১\ ০২\ ০৩\ldots)$$
$$= \text{অই ক খ}\,(\cdot\dot{০}০\ ০১\ ০২\ ০৩\ ০৪\ ০৫\ldots\ldots৯৫\ ৯৬\ ৯৭\ ৯\dot{৯})\ldots\ldots\text{২য় প্রণালী।}$$

(৩) ˙অ ই উ˙ × ˙ক খ গ˙ = অ ই উ ক খ গ (˙০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪......৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৯˙)...... ৩য় প্রণালী।

(৪) ˙অ ই উ এ ও˙ × ˙ক খ গ চ প˙ = অ ই উ এ ও ক খ গ চ প (˙০০০০০ ০০০০১ ০০০০২ ০০০০৩ ...... ৯৯৯৯৬, ৯৯৯৯৭ ৯৯৯৯৯˙)......৪র্থ প্রণালী।

উক্ত প্রণালীগুলির গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক প্রণালীতে প্রথমে গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক শূন্য (০), তৎপরে ১, ২, ৩,...ইত্যাদি অঙ্কগুলি, পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান পূরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অবস্থিত, এইরূপভাবে তাহারা পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক নয় (৯) পর্য্যন্ত আসিয়া পৌনঃপুনিক হইয়াছে। কিন্তু এই পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক নয় (৯) দ্বারা গঠিত অঙ্কটীর পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্কটী উক্ত প্রণালীগুলিতে নাই। তাহার কারণ,—

(১)
```
......৫৬৭৮৯
        ১০
         ১১
          ১২
           ১৩
-------------
......৫৬৭৯০১২৩৩
```

(২)
```
......৯৫৯৬৯৭৯৮৯৯
              ১০০
               ১০১
                ১০২
                 ১০৩
-----------------------
......৯৫ ৯৬, ৯৭ ৯৯ ০০ ০১ ০২ ০৩ ০৩
```

অর্থাৎ, এক অঙ্ক দ্বারা গঠিত পৌনঃপুনিকের প্রণালীতে নয়ের (৯) পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ অঙ্কটি থাকিবে না।
দুই অঙ্ক দ্বারা গঠিত পৌনঃপুনিকের প্রণালীতে ৯৯এর পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৮ অঙ্কটি থাকিবে না।
তিন অঙ্ক দ্বারা গঠিত পৌনঃপুনিকের প্রণালীতে ৯৯৯এর পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৯৮ অঙ্কটি থাকিবে না।

এখন প্রথম প্রশ্ন এই, পৌনঃপুনিকের গুণফল পৌনঃপুনিক হইবে কি না?

তাহার উত্তর এই যে, আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীগুলির গঠন-প্রকৃতি দেখিয়া বলিতে পারি যে, পৌনঃপুনিকের প্রণালীমাত্রেই পৌনঃপুনিকবিশিষ্ট হইবে। সুতরাং পৌনঃপুনিক গুণনের গুণফলও যে পৌনঃপুনিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা কত হইবে?

উত্তর—প্রথম প্রণালীর অঙ্কসংখ্যা ৯টী; দ্বিতীয় প্রণালীর অঙ্কসংখ্যা ৯৯ × ২ = ১৯৮টী; তৃতীয় প্রণালীর অঙ্কসংখ্যা ৯৯৯ × ৩ = ২৯৯৭ টী ইত্যাদি। অর্থাৎ গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যাকে তৎসমসংখ্যক '৯' দিয়া গুণ করিলে গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পাওয়া যাইবে।

তৃতীয় প্রশ্ন—সকল স্থলেই কি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরানুযায়ী পৌনঃপুনিক হইবে?

উত্তর—না, তাহা হইবে না। গুণ্য ও গুণকের গুণফলে, গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক '৯' লইয়া যে অঙ্কটী গঠিত হইবে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যে উৎপাদক (Factor) থাকিবে, তাহা দিয়া উক্ত সংখ্যক ৯কে ভাগ করিয়া, গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার দ্বারা গুণ করিলে গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পাওয়া যাইবে। কারণ (˙অ ই উ˙ × ˙ক খ গ˙) এর গুণফলে সাধারণ পৌনঃপুনিক সংখ্যা—(৯৯৯ × ৩)টি, এখন গুণ্য বা গুণক তিনটী অঙ্ক দ্বারা গঠিত বলিয়া গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যাকে তিনটী তিনটী অঙ্ক দ্বারা গঠিত থাক (Group) সমূহে ভাগ করিলে (৯৯৯ × ৩) ÷ ৩ = ৯৯৯ টি থাক (Group) পাইব। অর্থাৎ গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যাকে, গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক অঙ্কবিশিষ্ট থাক (Group) সমূহে ভাগ করিলে থাকসংখ্যা গুণ্য বা গুণকের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক ৯ দ্বারা গঠিত অঙ্কসংখ্যার সমান হয়। যথা—
(.˙০০০০০১০০২০০৩০০৪..............৯৯৬৯৯৭৯৯৯˙) এই প্রণালীটী

˙০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪ .... ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৯˙
থাক থাক থাক থাক থাক .... থাক থাক থাক থাক, এইরূপ থাকে (Groupএ) বিভক্ত হয়।

উক্ত 'থাক'সমূহকে অথবা 'থাক' সংখ্যাকে আবার কতকগুলি "বৃহৎ থাকে" ভাগ করা যায়, যে সকল 'বৃহৎ থাকের' প্রত্যেক—'থাকে' সমসংখ্যক কয়েকটী 'থাক' থাকিবে। যেমন পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর ৯৯৯ টী 'থাক'কে নয়টী নয়টি

সাতাইশটী 'থাকের' দ্বারা গঠিত 'বৃহৎ থাক'সমূহে ভাগ করিলে (৯৯৯÷২৭) অর্থাৎ ৩৭ টী ('বৃহৎ থাক' ইত্যাদি পাইব। যথা—

```
·০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪ ০০৫ ০০৬ ০০৭ ০০৮   ০০৯ ০১০ ০১১ ০১২ ০১৩ ০১৪ ০১৫ ০১৬ ০১৭......
\_______________ _______________/   \_______________ _______________/
         প্রথম 'বৃহৎ থাক'                    দ্বিতীয় 'বৃহৎ থাক'

        ......৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৯
          \_______________ _______________/
                 শেষ 'বৃহৎ থাক'
```

উক্ত 'বৃহৎ থাক'সমূহ এরূপভাবে গঠিত যে, উহাদের সকল 'থাক'কেই প্রণালীর 'বৃহৎ থাকের' সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে সকল স্থলে একই গুণফল পাইব। যেমন ·০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪.........৯৯৭ ৯৯৯ এই প্রণালীর ৯৯৯টি 'থাকে'র উদাহরণ ধরিয়া পরীক্ষা করা যাউক। নয়টি নয়টি 'থাকে' ভাগ করিলে ৯৯৯টি 'থাক' (৯৯৯÷৯) ১১১টি 'বৃহৎ থাকে' বিভক্ত হয়। তাহার প্রথম 'থাক'কে ১১১ দিয়া গুণ করিলে

```
 ·০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮|০০৯০১০
                           ১১১|
 ─────────────────────────────────────────
 ·০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮|০০৯০১০
·০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮০|০৯০১০
·০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮০০|৯০১০
·০০০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯|০০০১  ..............পাইব।
```

তাহার পঞ্চম 'থাক'কে ১১১ দিয়া গুণ করিলে

```
   ০৩৫|০৩৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০০৪১০৪২০৪৩০৪৪|০৪৫০৪৬
       |                           ১১১|
 ───────────────────────────────────────────
   ০৩৫|০৩৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০০৪১০৪২০৪৩০৪৪|০৪৫০৪৬
  ০৩৫০|৩৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০০৪১০৪২০৪৩০৪৪০|৪৫০৪৬
 ০৩৫০৩|৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০০৪১০৪২০৪৩০৪৪০৪|৫০৪৬
 ─────────────────────────────────────────
   ৮৮৯|০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯|০০০১     পাইব।
```

তাহার শেষ থাককে ১১১ দিয়া গুণ করিলে

```
   ৯৮৯|৯৯০৯৯১৯৯২৯৯৩৯৯৪৯৯৫৯৯৬৯৯৭৯৯৮৯৯৯
      |                           ১১১
 ───────────────────────────────────────
   ৯৮৯|৯৯০৯৯১৯৯২৯৯৩৯৯৪৯৯৫৯৯৬৯৯৭৯৯৯
  ৯৮৯৯|৯০৯৯১৯৯২৯৯৩৯৯৪৯৯৫৯৯৬৯৯৭৯৯৯
 ৯৮৯৯৯|০৯৯১৯৯২৯৯৩৯৯৪৯৯৫৯৯৬৯৯৭৯৯৯
 ───────────────────────────────────────
   ৮৮৯|০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯        ইত্যাদি পাইব।
```

পূর্ব্বোক্ত গুণনসমূহ হইতে ·০০০০০১০০২০০৩......৯৯৭৯৯৯ এই প্রণালীটিকে ·০০০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯ এই অভিনব প্রণালীরূপে পাওয়া গেল। ইহার পৌনঃপুনিক সংখ্যা ২৭টী অথবা উক্ত প্রণালীটি তিন অঙ্কের গুণনের প্রণালী বলিয়া তিনটী নয়কে ১১১ দিয়া ভাগ করিয়া তিন দিয়া গুণ করিলে (৯৯৯/১১১ × ৩) অর্থাৎ ২৭টী পাইব।

আবার ·অ ই উ × ·ক খ গ যদি ইহাদের ১১১ উৎপাদক হয়,

·অ ই উ = ৩৭ ম, ক খ গ = ৩ন ধরিলে।

·অ ই উ × ·ক খ গ = ৩৭ ম × ৩ ন = মন × ১১১ (·০০০০০১০০২০০৩............৯৯৯)

= মন (·০০০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯)

প্রশ্ন—গুণ্য বা গুণকের সমসংখ্যক ৯ এর উৎপাদক দ্বারা প্রণালীগুলিকে গুণ করিলে প্রণালীগুলি নূতন ভাবে গঠিত হয় বা গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু গুণ্য বা গুণকের সমসংখ্যক ৯ এর উৎপাদক ভিন্ন অন্য কোন রাশির দ্বারা প্রণালীকে গুণ করিলে গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হইবে না কেন ?

কারণ—·০০০১০২০৩..........৯৬৯৭৯৯ এই প্রণালীর অঙ্কসংখ্যাকে দুইটি দুইটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত 'থাক'-সমূহে ভাগ করিলে ৯৯টী 'থাক' পাইব। আবার ৯৯টী 'থাক'কে ৩, ৯, ১১ বা ৩৩টী (অর্থাৎ ৯৯ এর উৎপাদক অনুযায়ী) বৃহৎ থাকসমূহে ভাগ করা যায়। উক্ত কয়েকটী 'বৃহৎ থাক' ভিন্ন ৯৯টী 'থাককে' আর অন্য কোন [illegible] ভাগ করা যায় না। সেই জন্য ৯৯ এর উৎপাদক ভিন্ন অন্য কোন রাশি দ্বারা

চতুর্থ প্রশ্ন—এই যে, প্রণালীর কোন্ অঙ্কের গুণফল পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে ?

উত্তর—তৃতীয় প্রশ্নানুযায়ী গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যাকে, গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া, তাহা হইতে ১ বাদ দিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কের গুণফল পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে। অবশ্য উক্ত অঙ্কের গুণনের পর পরবর্ত্তী অঙ্কের গুণফলের শেষাংশ বা 'হাতে রাখিবার' কোন অংশ গ্রহণের জন্য আরও দুই তিন অঙ্কের গুণনের প্রয়োজন হয়। যথা, আমরা তৃতীয় প্রশ্নোত্তরে দেখিয়াছি যে, ·১৮৫ × ·১২৩ ইহাদের গুণফলে ২৭টী পৌনঃপুনিক অঙ্ক থাকিবে। সুতরাং ২৭ ÷ ৩ − ১ = ৮ অঙ্কের গুণফল পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে।

(ক) বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণনের নিয়ম

প্রথমে গুণ্য ও গুণককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক রাশিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া উভয়ের গুণন কার্য্য ও দশমিক বিন্দু স্থাপন কর। পরে উক্ত গুণফলকে ২ দিয়া গুণ করিয়া, উক্ত গুণফলের নীচে ডান দিকে, গুণকের বা গুণ্যের অঙ্ক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকে লিখ। তৎপরে প্রথম গুণফলকে যথাক্রমে ৩, ৪, ৫, ৬ বা আবশ্যকমত সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া, প্রত্যেক বার পূর্ব্ববারের গুণফলের নীচে ডান দিকে, গুণ্য বা গুণকের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকে লিখিতে হইবে। সর্ব্বশেষে পূর্ব্বোক্ত গুণফল-সকলকে একত্রে যোগ করিয়া যোগ-ফলে পৌনঃপুনিকের নিয়মমত পৌনঃপুনিক বসাও। যথা, (১) ·১২৩ × ·৩ = ·১২৩ × ·৩৩৩············ সমসংখ্যক পৌনঃপুনিকবিশিষ্ট হইল। এবং ১২৩ × ৩৩৩ অর্থাৎ (= ৪১ × ৩ × ৩৩৩)তে ৯৯৯ এর ৩ × ৩৩৩ উৎপাদক রহিয়াছে। সুতরাং গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা = ৯৯৯/(৩ × ৩৩৩) × ৩ = ৩টী।

```
  ·১২৩
  ·৩৩৩
 ------
   ৩৬৯
  ৩৬৯
 ৩৬৯
·০৪০৯৫৯·············উভয়ের গুণন ও দশমিক বিন্দু স্থাপন হইল।
      ৮১৯১৮·······গুণফলকে ২ দিয়া গুণ করিয়া গুণক বা গুণ্যের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে লিখিত হইল।
-----------
·০৪১০৪০৯১৮
         = ·০৪১  উত্তর।
```

(২) ·২৫৯ × ·২৩৪ = (২৫৯ = ৭ × ৩৭ ; ২৩৪ = ৯ × ২৬ ; ৯৯৯ = ৩ × ৯ × ৩৭)

সুতরাং গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা = (৯৯৯ × ৯৯৯)/(৩৭ × ৯ × ৯৯৯) × ৩ = ৯টী।

৯ ÷ ৩ − ১ = ২এর গুণফল পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে।

```
   ·২৫৯
   ·২৩৪
  ------
   ১০৩৬
   ৭৭৭
  ৫১৮
·০৬০৬০৬ ···|················গুণন ও দশমিক বিন্দু স্থাপন হইল।
    ১২১২১২|················গুণফলকে ২ দিয়া গুণন ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে লিখন।
       ১৮১|৮১৮ ·········গুণফলকে ৩ দিয়া গুণন ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে লিখন।
          |২৪২৪২৪·······গুণফলকে ৪ দিয়া গুণন ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে লিখন।
·০৬০৭২৭৩৯৪|০৬০৪২৪
              = ·০৬০৭২৭৩৯৪  উত্তর।
```

(খ) মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণন

(১) মিশ্র × বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি

$$\cdot ক\dot{অ} = \cdot ক\ অ\ অ\ অ\cdots\cdots = \frac{ক}{১০} + \frac{অ}{১০^২} + \frac{অ}{১০^৩} + \frac{অ}{১০^৪} + \cdots\cdots$$

$$\cdot\dot{ই} = \cdot ই\ ই\ ই\ ই\cdots\cdots = \frac{ই}{১০} + \frac{ই}{১০^২} + \frac{ই}{১০^৩} + \frac{ই}{১০^৪} + \cdots\cdots$$

$$\therefore\ \cdot ক\dot{অ} \times \cdot\dot{ই} = \left(\frac{ক}{১০} + \frac{অ}{১০^২} + \frac{অ}{১০^৩} + \cdots\cdots\right) \times \left(\frac{ই}{১০} + \frac{ই}{১০^২} + \frac{ই}{১০^৩} + \cdots\cdots\right)$$

$$= \left(\frac{কই}{১০^২} + \frac{কই + অই}{১০^৩} + \frac{কই + ২\ অই}{১০^৪} + \frac{কই + ৩\ অই}{১০^৫} + \frac{কই + ৪\ অই}{১০^৬} + \cdots\cdots\right)$$

উপরোক্ত প্রণালী হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, গুণ্য ও গুণককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, মিশ্র পৌনঃপুনিক রাশির তদবস্থ (Non recurring) ও পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়কে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নূতন গুণক দিয়া গুণ করিতে হইবে এবং তদবস্থ অংশের গুণফলে দশমিক বিন্দু বসাইতে হইবে। পরে উক্ত তদবস্থ অংশের গুণফলের নীচে ডান দিকে, পৌনঃপুনিক অংশের গুণফলকে ১, ২, ৩, ৪ বা আবশ্যকমত সংখ্যা দ্বারা যথাক্রমে গুণ করিয়া, প্রত্যেক বারের গুণফলের সহিত তদবস্থ অংশের গুণফল যোগ করিয়া, গুণকের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে লিখিতে হইবে। অবশেষে যোগফলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌনঃপুনিক বসাইতে হইবে।

যথা, (১) ·৮৬ × ·৪ ইহাদের পৌনঃপুনিক সংখ্যা সমসংখ্যক বিশিষ্ট এবং পৌনঃপুনিক অংশদ্বয় ৬ × ৪। ইহাদের গুণফলে ৩ উৎপাদক রহিয়াছে ; সুতরাং ৯ ÷ ৩ = ৩টী পৌনঃপুনিক গুণফলে থাকিবে।

·৮৬............·৮ তদবস্থ অংশ এবং ৬ পৌনঃপুনিক অংশ।

·৮
·৪ [দশমিক বিন্দুযুক্ত তদবস্থ অংশের গুণফল] ৬/৪ [পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল]
·৩২ ২৪

·৩২ ......তদবস্থ অংশের গুণফল
৫৬ ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ১ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
৮০ ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ২ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
১০৪ ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ৩ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
১২৮ ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ৪ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
১৫২ ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ৫ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
·৩৮৫১৮৩২
= ·৩৮৫১

(২) ·৭৮৫৭১৪২ × ·১৮ ·৭৮৫৭১৪২ × ·১৮১৮১৮......সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক হইল,
[৮৫৭১৪২ = ৯ × ৯ × ১১ × ৯৬২ ; ১৮১৮১৮ = ৯ × ২ × ১০১০১ ; ৯৯৯৯৯৯ = ৯ × ১১ × ১০১০১

∴ (৯ × ১১ × ১০১০১)/(৯ × ১১ × ১০১০১) × ৬ = ৬টী পৌনঃপুনিক গুণফলে থাকিবে]

·১৮১৮১৮
·৭
·১২৭২৭২৬......তদবস্থ অংশের গুণফল।

৮৫৭১৪২
১৮১৮১৮
৬৮৫৭১৩৬
৮৫৭১৪২
৬৮৫৭১৩৬
৮৫৭১৪২
৬৮৫৭১৩৬
৮৫৭১৪২
১৫৫৮৪৩৮৪১৫৬......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল।

·১২৭২৭২৬............ তদবস্থ অংশের গুণফল।
১৫৫৮৪৫১১৬৮৮২... পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ১ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
৩১১৬৮৮৯৬১০৩৮ পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ২ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
·১৪২৮৫৭১৪২৮৫৭০৯৬১৩৮
= ·১৪২৮৫৭

(৩) মিশ্র × মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি

·ক অ × ·প ই

$$\cdot\text{ক অ} = \cdot\text{ক অ অ অ অ}\ldots\ldots = \frac{\text{ক}}{১০} + \frac{\text{অ}}{১০^২} + \frac{\text{অ}}{১০^৩} + \frac{\text{অ}}{১০^৪} + \ldots\ldots$$

$$\cdot\text{প ই} = \cdot\text{প ই ই ই ই}\ldots\ldots = \frac{\text{প}}{১০} + \frac{\text{ই}}{১০^২} + \frac{\text{ই}}{১০^৩} + \frac{\text{ই}}{১০^৪} + \ldots\ldots$$

$$\therefore \cdot\text{ক অ} \times \cdot\text{প ই} = \left(\frac{\text{ক}}{১০} + \frac{\text{অ}}{১০^২} + \frac{\text{অ}}{১০^৩} + \frac{\text{অ}}{১০^৪} + \ldots\ldots\right) \times \left(\frac{\text{প}}{১০} + \frac{\text{ই}}{১০^২} + \frac{\text{ই}}{১০^৩} + \frac{\text{ই}}{১০^৪}\right)$$

$$= \frac{\text{কপ}}{১০^২} + \frac{\text{পঅ} + \text{কই}}{১০^৩} + \frac{(\text{পঅ} + \text{কই}) + \text{অই}}{১০^৪} + \frac{(\text{পঅ} + \text{কই}) + ২\ \text{অই}}{১০^৫} + \ldots\ldots$$

উক্ত নিয়মটী হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, গুণ্য ও গুণককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিকে পরিণত করিয়া, প্রথমতঃ গুণকের তদবস্থ অংশ দ্বারা গুণ্যের তদবস্থ অংশকে গুণ করিয়া তাহাতে দশমিক বিন্দু স্থাপন কর। দ্বিতীয়তঃ গুণ্যের তদবস্থ অংশকে গুণকের পৌনঃপুনিক অংশ দিয়া এবং গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশকে গুণকের তদবস্থ অংশ দিয়া, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গুণ করিয়া একত্রে যোগ দাও। তৃতীয়তঃ গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশকে গুণকের পৌনঃপুনিক অংশ দিয়া গুণ কর। এখন তদবস্থ অংশদ্বয়ের গুণফলের নিম্নে ডান দিকে, গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি লিখ এবং উহার নিম্নে ডান দিকে, গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় গুণফলকে ১, ২, ৩, ৪ বা আবশ্যক-মত সংখ্যা দিয়া যথাক্রমে গুণ ও তাহার সহিত প্রত্যেক বার দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি যোগ দিয়া লিখিয়া যাও। অবশেষে যোগফলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌনঃপুনিক বিন্দু বসাও।

যথা—

'৩২৪৫ × '৩৫

'৩২৪৫, '৩৫৫......সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক হইল।

৪৫ × ৫৫ = ৫ × ৯ × ৫ × ১১
৯৯ = ৯ × ১১ } সুতরাং গুণফলে $\frac{৯৯}{৯৯}$ × ২ = ২ দুইটী পৌনঃপুনিক থাকিবে.

প্রথমতঃ
'৩২
'৩
'০৯৬

দ্বিতীয়তঃ
৩২ × ৫৫ = ১৬০, ১৬০ → ১৭৬০
৪৫ × ৩ = ১৩৫
১৭৬০ + ১৩৫ = ১৮৯৫ = গুণফলসমষ্টি।

তৃতীয়তঃ
৫৫ × ৪৫ = ২৭৫, ২২০ → ২৪৭৫

'০৯৬................তদবস্থ অংশদ্বয়ের গুণফল।
১৮৯৫...............দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।
৪৩ ০..........পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল × ১ + দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।
৬৮৪৫......পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল × ২ + দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।
৯৩২০...পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল × ৩ + দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

'১১৫৩৯৩৯৩৮২০

= '১১৫৩৯ উত্তর।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণনের অন্যবিধ নিয়ম

(১) মিশ্র বা বিশুদ্ধ × বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক

গুণ্য ও গুণককে গুণনের পাতনে লিখ এবং গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশের পর কষি টানিয়া গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশকে দুই অঙ্ক পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার লিখ ॥ ক ॥ এখন যথাক্রমে গুণকের অঙ্কগুলি দ্বারা প্রথমে কষির ডান দিকস্থ অঙ্কদ্বয়কে গুণ করিয়া যাহা হাতে থাকে, তাহা ধরিয়া গুণ্যকে গুণ কর ও প্রত্যেক বারের গুণফলের ডান দিকের প্রথম অঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া গুণ্যের পৌনঃপুনিকের সমসংখ্যক অঙ্ক পৌনঃপুনিক চিহ্নিত কর ॥ খ ॥ পরে গুণফলের প্রত্যেক পংক্তির পৌনঃপুনিক অংশকে কষির দক্ষিণ দিকে দুই অঙ্ক পর্য্যন্ত বৃদ্ধিত করিয়া লিখ ও যোগ দাও। এবং এই যোগফলে দশমিক ও গুণ্যের পৌনঃপুনিকের সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক চিহ্নিত কর ॥ গ ॥ তৎপরে উক্ত গুণফলসমষ্টির বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া, গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক অঙ্ক বাদ দিয়া উক্ত গুণফলকে পুনর্ব্বার লিখ। এইরূপ ভাবে কয়েকবার লিখিয়া ও পৌনঃপুনিক অংশ কয়েক স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া যোগ দাও এবং যোগফলের পৌনঃপুনিক অংশে পৌনঃপুনিক বিন্দু দাও ॥ ঘ ॥

যথা,—

(১) ·৮৮৯ × ·১২৬

```
 ·৮৮৯|৮৯  } (ক)
 ·১২৬|
 -----
 ৫৩৩৯
১৭৭৯      (খ)
৮৮৯
```

```
 ·৮৮৯.৮৯
 ·১২৬
 ---------
 ৫৩৩৯.৩৯
১৭৭৯৭ ৯৭     (গ)
৮৮৯৮৯.৮৯
---------
·১১২১২৭
```

```
·১১২১২৭২৭২৭২৭......
    ১১২১২৭২৭২......
       ১১২১২৭......   (ঘ)
          ১১২......
·১১২২৩৯৫১২২৩৮......
```

= ·১১২২৩৯৫ উত্তর।

(২) ৪·৮ × ·২৪

```
 ৪·৮|৮৮
  ·২৪|
 ---------
 ১৯৫|৫৫
 ৯৭৭|৭৭
 ---------
১·১৭৩
```

```
১·১৭৩৩৩৩......
   ১১৭৩৩......
     ১১৭......
       ১......
-------------
১·১৮৫১৮৪
```

= ১·১৮৫ উঃ

(২) মিশ্র × মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি

প্রথমে গুণকের তদবস্থ অংশ ও পৌনঃপুনিক অংশ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গুণ্যকে (১) নিয়মানুসারে গুণ করিয়া দশমিক ও পৌনঃপুনিক বিন্দু দাও। পরে উক্ত গুণফলদ্বয়কে একত্রে লিখ ও পৌনঃপুনিক অংশ কয়েক স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর। ইহার পর উক্ত গুণফলদ্বয়ের নিম্নে, প্রত্যেক বার গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক সংখ্যা বাম দিক্ হইতে বাদ দিয়া, গুণকের পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল কয়েক বার লিখ। অবশেষে যোগফলে পৌনঃপুনিক বিন্দু দাও।

যথা,—

(১) ৭·৬৬ × ৮·৮৬

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির ভাগ

ভাজ্য ও ভাজককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক দশমিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া উভয়ের তদবস্থ অংশ বাদ দাও। এই নূতন ভাজ্য ও ভাজককে অমিশ্র রাশি ধরিয়া ভাগ করিতে করিতে সময়মত দশমিক ও পৌনঃপুনিক বিন্দু বসাও।

(১) ৪·২̇৬̇ ÷ ·২̇৪̇ ৪·২৬̇৬̇ } ·২৪̇২̇ } সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক দশমিক হইল।

৪২৬৬ − ৪২ = ৪২২৪ }
২৪২ − ২ = ২৪০ } তদবস্থ অংশ বাদ দিয়া নূতন ভাজ্য ও ভাজক গঠিত হইল।

২৪০) ৪২২৪ (১৭·৬ উত্তর
২৪০
১৮২৪
১৬৮০
১৪৪০
১৪৪০

(২) ৪·৪̇৫̇ ÷ ·৩̇ = ৪৪৫ − ৪ = ৪৪১
= ৪৪১ ÷ ৩৩

৩৩) ৪৪১ (১৩·৩̇৬̇ উত্তর
৩৩
১১১
৯৯
১২০
৯৯
২১০
১৯৮
১২০

পরিশেষে গণিতজ্ঞগণের নিকট নিবেদন, সিদ্ধান্তগুলির আলোচনার ও পরীক্ষার ভার তাঁহাদেরই। সত্য আলোচনাতেই আবিষ্কৃত হয়, ইহাই সনাতন নীতি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
বর্দ্ধমান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

"পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কোঙার মহাশয় যে প্রণালীটি তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, গণিতজ্ঞ পাঠকমাত্রেই দেখিবেন যে, সেটী বেশ সরল ও সুন্দর। কিন্তু যত দূর আমি জানি, কোন পাটীগণিতের পুস্তকে এই প্রণালীতে পৌনঃপুনিক রাশির গুণ ও ভাগ দেখিতে পাই নাই। অথচ প্রণালীটি এত সরল (বিশেষতঃ ভাগের প্রণালী) যে, এ রকম ভাবে কেন যে করা হয় নাই, ভাবিলে একটু আশ্চর্য্য হইতে হয়।

তা ছাড়া আর এক দিক্ হইতে প্রণালীটির শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধ হয়। পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ করিতে হইলে সচরাচর তাহাকে ভগ্নাংশে পরিণত করিয়া, তৎপরে গুণ ও ভাগ সমাধা করিয়া, পুনরায় তাহাকে

জন্য অন্যবিধ রাশির সাহায্য গ্রহণ করা অক্ষমতারই পরিচায়ক—তাহাতে প্রথমোক্ত রাশি সম্বন্ধে অসম্পূর্ণতা আসিয়া পড়ে। এই অঙ্গহীনতা (incompleteness) বর্ত্তমান প্রণালী দ্বারা দূরীভূত হয়। এই কারণে বিশুদ্ধ গণিত ও ন্যায়ের (logic) দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, এই প্রণালীটিকে প্রচলিত প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়।

Logical incompleteness ব্যতীত প্রচলিত প্রণালীতে আরও একটী গুরুতর দোষ আছে। সেটী এই,—দুইটী পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দেওয়া রহিয়াছে; তাহাদের গুণ অথবা ভাগ করিলে, গুণফল বা ভাগফল কি প্রকারের পৌনঃপুনিক রাশি হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা আগে হইতে কিছুই বলা যায় না—কয়টি digit লইয়া পৌনঃপুনিক চিহ্ন পড়িবে অর্থাৎ recurrence-period কত হইবে, তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মোট কথা, এই হিসাবে প্রচলিত প্রণালী কতকটা tentative—অর্থাৎ করিয়া না দেখিলে বা trial না দিলে কিছুই বলা যায় না। Theoryর পক্ষে ইহা একটী গুরুতর দোষ। নরেন্দ্র বাবুর উদ্ভাবিত প্রণালীটি এ বিষয়ে একেবারে complete। যে দুইটী রাশির গুণ বা ভাগ করিতে হইবে, তাহাদের factors এবং recurrence-period দেখিয়াই গুণফল বা ভাগফলের কি recurrence-period হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ স্থির করা যায়। এই সম্বন্ধে নরেন্দ্রবাবুর Theorem কয়টী বাস্তবিকই সুন্দর।

প্রসঙ্গতঃ এই প্রণালী হইতে বর্গ ও বর্গমূল (square and square root) সম্বন্ধে কতগুলি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। ·১ এর বর্গ (square)এর যে recurrence-period ৯; ·০১এর বর্গের period ১৯৮; ·০০১এর বর্গের period ২৯৯৭—এই interesting ফলগুলি অতি সহজেই প্রতিভাত হয়।

কোন একটা নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইলে, বিশেষতঃ প্রাথমিক গণিতে (Elementary mathematics) দুইটী জিনিষ দেখা দরকার। প্রথমতঃ প্রণালীটির যুক্তিযুক্ততা ও বৈজ্ঞানিক মূল্য কিরূপ; দ্বিতীয়তঃ, যুক্তিযুক্ত হইলেও কাজে লাগান কিরূপ সহজসাধ্য। নরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালীটি যুক্তি ও বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এমন কি, উৎকৃষ্ট; তার পর কার্য্যতঃ এই প্রণালী অনুসারে অঙ্ক কষা এবং প্রণালীটি মনে রাখা খুবই সহজ। সাধারণ পাটীগণিতের পুস্তকে এই প্রণালীটি গৃহীত হওয়া—এই দুই কারণেই সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। আমি এই প্রণালীটির প্রতি আমাদের দেশের গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
রিপণ কলেজের গণিতাধ্যাপক।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[জন্ম—১২৭১ সাল ; মৃত্যু—১৩২৬ সাল]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি বরেণ্য অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহোদয় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গত বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-পরিচালনের ভার তাঁহারই সুযোগ্য হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইলে আমার প্রতি পত্রিকার সেই গুরুভার অর্পিত হইয়াছিল। তখন ভাবি নাই যে, তাঁহারই শোকসংবাদ বহন করিয়া আমার কর্ত্তব্যের উদ্বোধন করিতে হইবে। যাঁহার উৎসাহ, উপদেশ ও সহায়তা পরিষদের সর্ব্ববিভাগকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যের স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিল, তাঁহার অভাবে পরিষৎ যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। তিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কখনও পরিষদের কার্য্যে অবহেলা করেন নাই। যাহারা নিত্য-নিয়ত পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে রামেন্দ্রবাবুর সাহচর্য্য লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন যে, শেষ কয়েক বৎসর, যখন তাঁহার শরীরের বল ও সামর্থ্য কমিয়া আসিতেছিল, যখন তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা কন্যার রোগশয্যা একান্ত স্নেহপরায়ণ পিতার চক্ষুর সমক্ষে ধীরে ধীরে মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইতেছিল, যখন পারিবারিক আধি-ব্যাধি তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে দুরপনেয় রেখারাজি অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল, তখনও পরিষদের কল্যাণে সেই জরাজীর্ণ দেহে অদম্য উৎসাহের অনির্ব্বচনীয় তেজ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিত। পরিষদের সেবায় তাঁহাকে কখনও ক্লান্তি অনুভব করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যেমন করিয়া পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন, যেমন করিয়া ইহার মঙ্গলকামনা করিয়াছেন, যেরূপ একান্ত মনে ইহার উন্নতির প্রতি স্তর বিনিদ্রভাবে নিরীক্ষণ করিতেন, তেমন করিয়া কোনও প্রতিষ্ঠানকে কেহ সেবা করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে পরিষৎ এত অল্প দিনের মধ্যে এত উন্নতি করিতে পারিত না। অল্প আরম্ভ হইতে ইহাকে বহু বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে টানিয়া আনিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফি ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ব্যোমকেশ বাবুর নাম আমরা এখনও ভুলিতে পারি নাই, তাঁহার অভাব এখনও পূরণ হয় নাই ; রামেন্দ্র বাবুর নামও সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে ; তাঁহার অভাবও বহু দিন অপূর্ণই রহিয়া যাইবে। নিরাশ্রয় নিরবলম্ব পরিষদ্‌কে যাঁহারা আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, ভিক্ষার দ্বারা, সেবার ঐকান্তিকতার দ্বারা যাঁহারা পরিষদের জন্য রাজপ্রাসাদতুল্য ভবন প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি পরিষদের প্রতি ধূলিকণার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া থাকিবে।

১৩০১ সালে পরিষৎ জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০১ সাল হইতেই রামেন্দ্র বাবুকে আমরা

পরিষদের কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। শোভাবাজার রাজভবন হইতে পরিষদ্‌কে যাঁহারা স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, রামেন্দ্র বাবু তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পরিষৎ একটি সভা বা সমিতিমাত্র নহে; ইহা ব্যক্তি বা সংঘ-বিশেষের অবসর-বিনোদের সহচর নহে; ইহা মাতৃভাষার পুণ্য-মন্দির; ইহা উদীয়মান জাতীয় প্রতিভার প্রধান সাধন ও সহায় হইবে। ভাষা, সাহিত্য-বিজ্ঞানেতিহাসের কেন্দ্রস্বরূপ এই সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আলোকমালা বিচ্ছুরিত হইয়া সমস্ত দেশকে উদ্ভাসিত করিবে। সাহিত্য-শিল্প-সাধনার গঙ্গোত্রীর ন্যায় এই সাহিত্য-পরিষদের মধ্য দিয়া ভাবের গঙ্গাপ্রপাত দেশকে জ্ঞানশালী, সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবশালী করিবে। সেই আশা লইয়া তিনি বিপদ্‌সঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাতৃদেবীর সেই মহামহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে একটি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানমাত্র মনে করিতেন না। তিনি ইহাকে জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। দেশের শক্তি ও অর্থ এক স্থলে সংহত করিয়া, দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম – ভাবাববোধে— নিয়োজিত করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশের বিত্তশালী বদান্য ব্যক্তিগণকে ও প্রতিভাশালী যুবকবৃন্দকে একত্র করিয়া সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে লাগাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ সেবাপরায়ণতা চুম্বকের ন্যায় সকলকে আকৃষ্ট করিত। সেই জন্য তিনি কখনও অর্থের অভাব বড় একটা অনুভব করিয়া যান নাই। লালগোলার রাজাবাহাদুর এবং কাশিমবাজারের মহারাজ রামেন্দ্র বাবুর অধ্যক্ষতাকালে গৃহনির্ম্মাণকল্পে ও গ্রন্থপ্রকাশে পরিষদ্‌কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। অন্যান্য অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি গৃহ-নির্ম্মাণ-তহবিলে ও রামেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত স্থায়ী ভাণ্ডারে যথেষ্ট অর্থদান করিয়াছিলেন। পরিষৎ ক্রমে গবর্নেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং লর্ড কারমাইকেলের গবর্মেণ্ট পরিষৎকে বার্ষিক বারশত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন। অবশ্য এ সকল বিষয়ে কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ কর্ম্মাধ্যক্ষগণের সহকারিতাও কম সহায়তা করে নাই। পরিষদের সভ্যসংখ্যাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আমি এরূপ শুনিয়াছি যে, ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোনও সভাসমিতির এত সদস্য নাই। সে যাহাই হউক, পরিষদের উন্নতির ইহাই শেষ সীমা নহে; বস্তুতঃ আমরা এখনও আদর্শের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি। তাহা হইলেও, ইহা স্বীকার না করিলে চলিবে না যে, রামেন্দ্র বাবুর অধ্যক্ষতার কয়েক বৎসর মধ্যে পরিষৎ যেরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ এবং অধ্যক্ষতায় প্রভূত দক্ষতার পরিচায়ক।

রামেন্দ্র বাবু যে কত ভাবে সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন, এই প্রবন্ধের

স্বল্প পরিসরে তাহার পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। তিনি ১৩০১ বঙ্গাব্দে একবার সম্পাদক-পদে বৃত হন। ১৩০২ ও ১৩০৩ সালে তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩০৪ ও ১৩০৫ সালে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য করেন এবং ১৩০৬ হইতে ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত তিনি পত্রিকা-সম্পাদকের পদে মনোনীত হন। ১৩০৬ সালেই পরিষৎ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের প্রাসাদ হইতে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে একটি ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া গৃহে উঠিয়া আসে। ১৩১০ সালে রামেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় লালগোলার রাজাবাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশার্থে ৩০০৲ টাকা হিসাবে পরিষদ্‌কে দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। ১৩১১ হইতে ১৩১৮ পর্য্যন্ত রামেন্দ্র বাবু পরিষদের সম্পাদক ছিলেন।

১৩১১ সালে নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহাতে এমন সম্ভাবনাও হইয়াছিল, বুঝি বা বঙ্গভাষাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া বাঙ্গালী জাতির মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে জেনারল্ এসেমব্লিজ কলেজে একটি সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সফলতার সদুপায়' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভার সভাপতিরূপে রামেন্দ্র বাবু বঙ্গভাষা ব্যবচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই হইতে প্রাথমিক এবং উচ্চ-শিক্ষায় বঙ্গভাষার প্রচলন সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবু পরিষদের মধ্য দিয়া নানা চেষ্টার অবতারণা করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গভাষাই বাঙ্গালীর জাতীয় শিক্ষার স্বাভাবিক দ্বারস্বরূপ। মাতৃ-ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া, কষ্ট-সাধ্য বিদেশীয় ভাষাকে আশ্রয় করিলে জ্ঞানের সাফল্য-লাভ হইতে পারে না। মন্ত্র যেরূপ ধীরোদাত্ত প্রভৃতি স্বর-সংবলিত না হইলে কার্য্যকর হয় না, জ্ঞানও সেইরূপ মাতৃভাষার পুণ্য অঙ্কে পুষ্ট না হইলে ফলোপধায়ক হয় না। রামেন্দ্র বাবু ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি ইংরেজি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নতত্ত্বে যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই দেশ-প্রথিত জ্ঞান-গরিমার দ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার দেশের লোকের ও দেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া-ছিলেন। বিজ্ঞানাগারে নূতন নূতন গবেষণার দ্বারা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিব, এ চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কিসে মাতৃভাষাকে সৌষ্ঠব-মণ্ডিত করিব, বঙ্গ-সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া দেশীয় শিক্ষার শুষ্কপ্রায় মূলকে সঞ্জীবিত করিব, বিশ্বের বিজ্ঞান-দর্শনকে মাতৃভাষার সুধাসিক্ত করিয়া দেশের লোকের মধ্যে পরিবেষণ করিয়া দিব, ইহাই তাঁহার সাধনীয় বিষয় ছিল এবং এই সাধনার মধ্যে যে ত্যাগস্বীকারের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কনক-কিরণে বহু দিন পর্য্যন্ত বঙ্গের সাহিত্য-গগন ভাস্বর হইয়া রহিবে। আজ যে বঙ্গ-ভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদের কৃতিত্ব কতখানি এবং সেই কৃতিত্বের কতখানি রামেন্দ্র বাবুর, তাহার হিসাব-নিকাশ করা কঠিন। কিন্তু ইহা বঙ্গভাষার ঐতিহাসিককে এক দিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা গত কয়েক বর্ষ হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মন

আন্দোলিত করিয়াছে, তাহা সাহিত্য-পরিষদের নানা চেষ্টা ও আবেদনের মধ্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। ১৩১২ সালে প্রথম রামেন্দ্র বাবুই এই সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য এক প্রস্তাব করেন এবং তাহার ফলে এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। এইখান হইতেই এ সম্বন্ধে এক দেশব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৩১৪ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই নবীন আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত্তি দান করিয়াছিল। সম্মিলনের কল্পনা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন রামেন্দ্র বাবু। কাশিমবাজারের সেই প্রথম সম্মিলনে রামেন্দ্র বাবুই সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন ও সে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সম্মিলনের বৈঠকে আর একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রামেন্দ্র বাবুর অনুরোধে লালগোলার বদান্য রাজাবাহাদুর পরিষৎ-মন্দিরের দ্বিতল নির্ম্মাণের ব্যয়ভার-বহনে অঙ্গীকার করেন। ১৩১৫ সালে কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজের এবং লালগোলার রাজাবাহাদুরের বদান্যতায় সাহিত্য-পরিষদের মন্দির নির্ম্মিত হইলে, পরিষৎ সমারোহের সহিত নবগৃহে প্রবেশ করেন। অনেক বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রামেন্দ্র বাবু তাঁহাদের নিকট একটি স্থায়ী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার সংকল্প উপস্থাপিত করিলে, তাঁহারা সেই ভাণ্ডারে অর্থ-সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে প্রায় ২৩ সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল। রামেন্দ্র বাবু আমরণ যখের মত এই স্থায়ী ভাণ্ডারটিকে পাহারা দিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রতি হস্তক্ষেপ তিনি কিছুতেই সহিতে পারিতেন না।

ইহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৩১৬ সালে রামেন্দ্র বাবু পরিষৎ মন্দিরে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতার প্রবর্ত্তন করেন এবং নিজেই ইহার প্রস্তাবনাস্বরূপ 'মায়াপুরী' নামক একটি অতি সারগর্ভ ও সরস রচনা পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে রামেন্দ্র বাবু অতি সুন্দর ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নানা বৈজ্ঞানিক শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশে এই বিশ্বকে এক বিচিত্র মায়াপুরীরূপে পরিণত করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য রামেন্দ্র বাবু যেমন হৃদয়গ্রাহী ভাবে বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন, তেমন আর কেহই পারেন নাই। এমন সুন্দর ও সরল ভাবে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের গভীর ও জটিল বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিত।

রামেন্দ্র বাবু যে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতামালার উদ্বোধন করেন, তাহাতে ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। কিছু দিন চলিয়া এই বক্তৃতামালা বন্ধ হইয়া যায়। পরে আবার স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এইরূপ বক্তৃতার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু প্রভৃতিকে আমরা বক্তারূপে পাইয়াছি।

১৩১১ সাল হইতে লালগোলার রাজাবাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশে সাহায্যার্থ তিন শত টাকা করিয়া দিতেছেন। পরে ১৩১৫ সাল হইতে রাজাবাহাদুর এই দান বাড়াইয়া ৮০০৲ টাকা করেন।

১৩১৬ সালে পরিষদের চিত্রশালা (museum) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার অধ্যক্ষ-পদে মনোনীত হন। কাশিমবাজার ও লালগোলার ভূপতিগণ ও অন্য অনেক হিতৈষী ব্যক্তি মুদ্রা ও অন্যান্য সামগ্রী দান করিয়া ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন। এই বর্ষেই ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ সারস্বত ভবন-প্রতিষ্ঠার সংকল্প পরিগৃহীত হয়। এই সারস্বত ভবনের জন্য পরিষদের চিরসুহৃদ্ ও বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের স্তম্ভস্বরূপ কাশিমবাজারাধিপতি ভূমি দান করেন। পরে ১৩২৪ সালে বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল এই রমেশ-ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন। ১৩১৭ সালে বিখ্যাত পণ্ডিত রোদেনষ্টাইন চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া ইহার বহু সুখ্যাতি করেন। রমেশ-ভবন-নির্ম্মাণ রামেন্দ্র বাবুর জীবনের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং ইহা যে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, এ ক্ষোভ তিনি কখনও ভুলেন নাই। আমাদের সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, রমেশচন্দ্র-স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইলে তাহা রামেন্দ্র বাবুরই অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ হইবে। রামেন্দ্র বাবুর কথায় আমরাও সকলকে আহ্বান করি,—

"রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বন্ধুগণ, যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বত ভবন, বঙ্গের সারস্বত ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্রশালা, যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্ত্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশার ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষ্মী যেখানে আপন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই সরস্বতী-ভবন—সেই রমাভবন—সেই রমেশ-ভবন-প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি।"

এই বর্ষে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, যাহার প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম না করিয়া পারা যায় না। পরিষদের গ্রন্থাগার ১৩০১ সালে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবেই স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে ইহাতে অনেক মুদ্রিত ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হয়। কিন্তু সম্প্রতি যে বিস্তৃত পুস্তকালয় পরিষদের শোভা সম্পাদন করিতেছে, তাহা পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের বহুকালসঞ্চিত গ্রন্থরাশির দ্বারাও সম্ভব হইত না। পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংরক্ষিত পুস্তকরাশিই পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের কলেবর ও মূল্য অশেষগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। বিদ্যাসাগরলাইব্রেরী ১৩১৬ সালে পরিষদে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৩১৭ সালে রামেন্দ্র বাবুর সুহৃদ্ ও পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ লালগোলার রাজাবাহাদুরের অর্থসাহায্যে ইহা পরিষৎ মন্দিরে স্থান পাইয়াছে এবং সম্ভবতঃ অচিরকালে ইহা পরিষৎ-পুস্তকালয়ভুক্ত হইবে।

১৩১৭ সালে বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় এবং কাশিমবাজারাধিপের অর্থে তর্পণদীঘির তাম্রশাসন পরিষদের জন্য খরিদ করা হয়। এই বর্ষেই রামেন্দ্র বাবুর যত্নে নীলরতন বাবু চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। চণ্ডীদাসের একাধিক

পদ ইহার পূর্ব্বে আর কোনও গ্রন্থেই সংকলিত হয় নাই। পর বৎসর আর একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—সংগৃহীত হয় এবং প্রাচীন সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। রামেন্দ্র বাবু এই গ্রন্থের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয়, কোনও প্রাচীন গ্রন্থই এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সম্পাদিত হয় নাই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, বঙ্গাক্ষরে লিখিত, বাঙ্গালা পুথি।

১৩১৮ সালে সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন একটি বিশেষ ঘটনা। পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর-বৃদ্ধি হওয়ায় সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং পরিষদের সৌভাগ্যক্রমে রামেন্দ্রবাবু সে সময়ে কর্ণধার ছিলেন। নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তনে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের সাহায্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঐ বৎসর সাহিত্য-পরিষৎ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে সংবর্দ্ধনা করেন। রবীন্দ্রবাবু তখনও বিশ্বের সভায় বরণীয় হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বঙ্গজননীর আশীর্ব্বাদস্বরূপ বাঙ্গালীর হস্তের মাঙ্গলিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অভিনন্দন রচনা ও পাঠ করিবার ভার পড়িয়াছিল রামেন্দ্র বাবুর উপর। অভিনন্দনের ভাষা সাহিত্যিক কারুকার্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। ১৩২১ সালে সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্র বাবুকে সংবর্দ্ধনা করেন। এই আনন্দোৎসবে অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন রবীন্দ্র বাবু। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিবিরহিত এই যুগলের শ্রদ্ধাবিনিময় বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। রামেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বেও বাঙ্গালার এই দুইটি বরেণ্যতম সন্তানকে আমরা একবার বিচিত্র অবস্থানের মধ্যে একত্র দেখিতে পাইয়াছি। ২০শে জ্যৈষ্ঠ রামেন্দ্র বাবু মানবলীলা সংবরণ করেন; ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্র বাবু প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথের নাইট্ উপাধি-পরিত্যাগ সংবাদপত্রের স্তম্ভে তারস্বরে ঘোষিত হইয়াছিল। রামেন্দ্র বাবু রোগশয্যায় এ সংবাদ পাঠ করিয়া রবীন্দ্র বাবুর দর্শন কামনা করেন। সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্র বাবু রামেন্দ্রসুন্দরের রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। তিনি জানিতেন না যে, রামেন্দ্র বাবুর অবস্থা সংকটাপন্ন; জানিবার কোনও উপায় ছিল না। কেন না, রবীন্দ্র বাবুর আগমনেও তাঁহার ত্যাগের মাহাত্ম্যে রামেন্দ্র বাবু উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষুর স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা উত্তেজনায় উজ্জ্বলতর হইয়াছিল। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে রবীন্দ্র বাবু উপাধি-পরিহার-পত্রখানি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। আমি শুনিয়াছি যে, তাহার কিছু পরেই রামেন্দ্র বাবুর সংজ্ঞা-লোপ হয়; আর তিনি কথা কহেন নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও রামেন্দ্র বাবু দেশহিতের প্রেরণা কি প্রাণান্তিক আগ্রহের সহিত অনুভব করিতেন, উপরিলিখিত ঘটনা তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাঙ্গালার বিশ্ব-বন্দিত কবি রামেন্দ্রসুন্দরকে যেরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন, তাহাই প্রত্যেক বঙ্গবাসীর অন্তরের কথা,—"সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধু-

গণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।"

১৩১৯ সালে রামেন্দ্র বাবুর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। মাথার পীড়ার জন্য তিনি পরিষদের কার্য্য হইতে কিছু কালের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সময়েও তিনি পরিষদের কার্য্যে পরামর্শ ও উপদেশ দিতে বিরত হয়েন নাই। যেখানে ত্রুটি, যেখানে অসম্পূর্ণতা, যেখানে মনোমালিন্য ঘটিত, সেখানেই রামেন্দ্র বাবুর হস্ত-সংকেত কর্ত্তব্যপথ, উন্নতির পথ, শান্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ সকল বিষয়ে রামেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিতেই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাই আজ তাঁহার অভাবে তাঁহারা, সহসা কর্ণধার-বিয়োগে সুদক্ষ নাবিকেরাও যেরূপ চঞ্চল হইয়া পড়ে, সেইরূপই চঞ্চল হইয়াছেন।

রামেন্দ্র বাবু অসুস্থ শরীরেই কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনে বৈজ্ঞানিক শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের আহ্বান তিনি কখনও অবহেলা করেন নাই এবং তিনি যে সেবাব্রত জীবনের সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাণপাত করিয়া সম্পন্ন করিতে কখনও ত্রুটি করেন নাই। আমার মনে হয়, তিনি এমন করিয়াই তাঁহার ভঙ্গপ্রবণ স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর একটু সুস্থ হইতে না হইতেই তিনি নিজ ইচ্ছাক্রমে ১৩২২ সালে পরিষদের সহকারী সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। পরিষৎ যদিও তাঁহার যোগ্য, সহকারী সভাপতির পদ, তাঁহাকে প্রদান করিলেন, তথাপি সে নিষ্ক্রিয় পদে তিনি বেশী দিন আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি ১৩২৪ সালে স্বেচ্ছাক্রমেই গুরুতর শ্রমসঙ্কুল পত্রিকাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। পরিষৎ-পত্রিকা তাঁহারই স্নেহময় হস্তে গত দুই বৎসর কাল কাটাইয়াছে। পত্রিকা-সম্পাদন-কার্য্যে তাঁহার উৎসাহের অবধি ছিল না; সর্ব্ববিভাগে কৃতিত্ব থাকা হেতু তিনি পরিষৎ-পত্রিকাখানিকে অনেক বিষয়ে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্র বাবুর শরীর দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই কারণে গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে পরিষৎ, তাঁহাদের দেয় সর্ব্বোচ্চ সম্মান—সভাপতিপদ—তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এই সভাপতি-পদ বহু দিন পূর্ব্বে রামেন্দ্র বাবুর পাওয়া উচিত ছিল। তাঁহারা জানেন না যে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের পরামর্শ সাধারণতঃ রামেন্দ্র বাবুর ভবনেই হইত এবং রামেন্দ্র বাবুর নির্দ্দেশ-মতই অনেকটা কার্য্য হইত। এ ক্ষেত্রে রামেন্দ্র বাবুকে সভাপতিপদ-গ্রহণে সম্মত করা দুঃসাধ্য ছিল। এ বৎসর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাকে সভাপতি-পদে মনোনীত করিলেন শুনিয়া তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—"আমি চিরজীবন পরিষদের সেবকের কার্য্য করিয়া যাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা—পরিষদের নেতৃত্বগ্রহণ আমার কাজ নহে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আমার এই চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবেন কি?"

আমি এত ক্ষণ সাহিত্য-পরিষদের দিক্ দিয়াই রামেন্দ্র বাবুর কার্য্যকলাপের আলোচনা

করিয়াছি। বস্তুতঃ আমার মনে হয় যে, সাহিত্য-পরিষদের প্রথম শতাব্দৈকপাদের ইতিহাস অনেকাংশে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জীবন-চরিত। কিন্তু সাহিত্যেও তাঁহার কৃতিত্ব কম ছিল না। রামেন্দ্রবাবুর 'প্রকৃতি' ও 'জিজ্ঞাসা' বঙ্গসাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভাষার সৌষ্ঠবে ও প্রসাদগুণে এবং ভাবের গভীরতায় এই দুইখানি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। 'জিজ্ঞাসা' জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইতেছে। রামেন্দ্র বাবুর 'ভাবুকতা চিন্তার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দেয়; তাঁহার সংশয়-বিতর্কপ্রশ্নের মধ্যে পাঠক নিজের মনের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। আমি ভরসা করি যে, রামেন্দ্র বাবুর চিন্তা-প্রণালীর সহিত পাশ্চাত্যজগতের পরিচয় হইলে, তাহা যথেষ্ট আদৃত হইবে। রামেন্দ্র বাবুর 'চরিতকথায়' কতকগুলি সুন্দর জীবনী অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার 'কর্ম্মকথায়' অনেক দার্শনিক ও চারিত্রনৈতিক তত্ত্ব প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সহিত, অথচ সাধারণের সহজবোধ্য ভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'ধর্ম্মের জয়', 'যজ্ঞ' ও 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' নামক প্রবন্ধে তিনি যে মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অন্য কোনও লেখকের মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার প্রবন্ধগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, গভীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বগুলি তাহাদের স্বাভাবিক জটিলতা পরিহারপূর্ব্বক প্রায়শঃ কবিত্বের মাধুর্য্যসম্পদ্ লাভ করিয়াছে। তিনি খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মত পারিভাষিক শব্দ-কণ্টকিত নীরস নিবন্ধের দ্বারা সত্যের শবব্যবচ্ছেদ করেন নাই সত্য, কিন্তু তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে সত্যকে কোনও দিন আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। আধুনিক যে শ্রমবিভাগ-ফলে জড়বিজ্ঞান জড়ের ধর্ম্ম লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, আত্মীয় ব্যাপারের প্রতি ফিরিয়াও চাহে না; যে রসায়নবিদ্যা পদার্থের সংযোগ-বিয়োগ লইয়াই ব্যস্ত থাকে, পদার্থের উৎপত্তি ও লয়ের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করে না; সে শ্রমবিভাগ তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক যেমন নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডল এবং আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম-পরম্পরাকে প্রকৃতির যুগ্ম-রহস্য মনে করিয়া যুগপৎ তাহাদের উল্লেখ করিয়াছিলেন, রামেন্দ্র বাবু তাঁহার জীবনে সত্যের সেইরূপ অখণ্ডনীয় স্বরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্বের মধ্যে এমন অপূর্ব্ব রসসঞ্চারে সমর্থ হইয়াছিল, যাহার দৃষ্টান্ত বঙ্গসাহিত্যে বিরল। এই বৈশিষ্ট্যই ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব প্রতিভা। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র অথবা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, কেহই ভারতীয় প্রতিভার সে নিজস্ব প্রভাব হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিজ্ঞানালোচনার মধ্যেও উপনিষদের সেই চিরপুরাতন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানাগারের ধূলিধূম, অ্যাসিড্ ও অ্যালক্যালির মধ্যেও ভারতের সনাতন জ্ঞানগরিমা অভিব্যক্তি লাভ করিতে ছাড়ে নাই।

সাহিত্য-বিভাগে রামেন্দ্র বাবুর প্রতিভা নানা দিক্ দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তিনি

নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়া মাতৃভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলি এখনও মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে আবদ্ধ রহিয়াছে। সেগুলিকে মুক্তি দান করিয়া কবে আমরা দিনের আলোকে লইয়া আসিতে পারিব, তাহা বিধাতাই জানেন। তবে বঙ্গসাহিত্যের হিতকামী কোনও ব্যক্তি এই বিষয়ে মনোযোগী হইলে ভাল হয়। আমরা সাহিত্য-সংসারে যেরূপ স্বল্প মূলধন লইয়া ব্যবসায় করি, তাহাতে রামেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের ন্যায় অমূল্য সম্পদ্ অবহেলা করিয়া ফেলিয়া রাখিলে আমাদিগকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী গুপ্ত রামেন্দ্র বাবুর বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডার হইতে কি অপূর্ব্ব বস্তু-সকল আহরণ করিয়াছেন, তাহা 'বিচিত্র প্রসঙ্গে'র পাঠকগণের অবিদিত নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে রামেন্দ্র বাবু তাঁহার কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের সভায় যে দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং যাহা 'ভারতবর্ষে'র কতিপয় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল, সেগুলিও ভাবসম্পদে অতুলনীয়।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থ-বিভাগে রামেন্দ্র বাবুর ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। এই দুরূহ গ্রন্থের যথাযথ অনুবাদ করিতে ত্রিবেদী মহাশয়কে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইহার অনুবাদ করিতে গিয়া তাঁহাকে লুপ্ত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইয়াছিল। মার্টিন হাউগ কর্ত্তৃক যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই পৃথিবীর সাহিত্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অনুবাদ। কিন্তু এই অনুবাদ বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের সম্বন্ধে জগতে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিয়াছিল, রামেন্দ্র বাবু বঙ্গভাষায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সঠিক অনুবাদ করিয়া একটি দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের প্রতি আলোক-পাত করিয়াছেন। বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছিলেন, তাহাও এই অনুবাদের অন্যতর ফল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনূদিত হইয়া 'ভারতীয় শাস্ত্রপিটক' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবুর ইচ্ছা ছিল যে, এই গ্রন্থমালায় অনেক প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা 'শতপথব্রাহ্মণের' বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। দীঘাপাতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় রামেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই পুস্তকের ব্যয়ভার বহন করেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল,—

জীবনী-আলোচনা

৺রজনীকান্ত গুপ্ত, ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী।

প্রাচীন সাহিত্য

কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কাল-নির্ণয় ; কাশীরাম দাস (ইঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ পরিষৎ যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার মূলেও রামেন্দ্র বাবু ছিলেন।)

'চম্পককলিকা' পুথি সম্বন্ধে মন্তব্য।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর নিকট পরিষদের ঋণ অপরিশোধনীয়। তিনি প্রথম হইতেই পরিষদে যাহাতে এই বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রায় সমস্ত পরিভাষা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলি সংকলন ও সংগ্রহ করিয়া তিনি বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন,—

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, রাসায়নিক পরিভাষা, ভৌগোলিক পরিভাষা, শারীরবিজ্ঞান-পরিভাষা, ব্রেটন সাহেবকৃত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

একখানি প্রাচীন দলিল, রাঙ্গামাটি সম্বন্ধে মতামত; আর একখানি প্রাচীন দলিল, গ্রামদেবতা।

পুস্তক ও পুথি

পরিষদের পুথিশালা রামেন্দ্র বাবুই স্থাপন করেন। তিনি এবং ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী পুরাতন পুস্তকের দোকানে দোকানে ঘুরিয়া পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করেন। রামেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশ করেন,—

মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা (লংসাহেবের সঙ্কলিত), বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম ও ২য়, বাঙ্গালার আদি রসায়ন গ্রন্থ, গৌরীমঙ্গল, চম্পককলিকা।

ভাষাতত্ত্ব

বাঙ্গালা ব্যাকরণ; বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত সম্বন্ধে মন্তব্য; বাঙ্গালা কারক প্রকরণ; না; ধ্বনি-বিচার।

কার্য্যের দ্বারা কর্ত্তার সম্যক্ পরিচয় দান করা সম্ভবপর নহে। সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পর্কে রামেন্দ্রবাবুর যে কার্য্যাবলী বিবৃত হইল, তাহা অসাধারণ-রূপে বৃহৎ হইলেও তিনি এ সমস্ত অপেক্ষাও মহত্তর ছিলেন। তাঁহার সুন্দর চরিত্র ও শুভ-ইচ্ছা তাঁহাকে এ সকলের অনেক ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার কীর্ত্তি অপেক্ষাও চরিত্র বড় ছিল; এবং সরলতা সে চরিত্রে অতি মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহার কৃতকার্য্যতার মূলে যে গূঢ় মন্ত্র নিহিত ছিল, তাহা এই যে, তিনি আপনাকে কখনও প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। এই জন্যই সকলে স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত পরিশ্রম করিতে অগ্রসর হইত। তিনি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কাজ করিয়া যাইতেন; এই জন্যই তিনি সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

পরিষদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার চিন্তার অন্ত ছিল না। রোগে অবসন্ন, শ্রমে অসমর্থ, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল—তথাপি তিনি পরিষদের চিন্তায় অস্থির। চিকিৎসক নিষেধ করিতেছে; বন্ধুগণ সতর্ক করিতেছে, আত্মীয়-স্বজন বিরক্ত হইতেছে; তথাপি তিনি 'পরিষৎ' 'পরিষৎ' করিয়া পাগল। পরিষদের কর্ম্মচারিগণকে বাড়ীতে ডাকিয়া তিনি সমস্ত বিভাগের সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাতে তাঁহার বিরতি ছিল না; শ্রান্তি-বোধ ছিল না। যদি কখনও শুনিতেন যে, কোনও বিভাগের কার্য্যে ত্রুটি ঘটিয়াছে, তখনই তাহার সংশোধনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট চিঠির পর চিঠি লিখিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের যে কতখানি অনিষ্ট হইত, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতেন না। ব্যোমকেশ-বাবুর মৃত্যুতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যদি আর কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে সে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ;—

"সাহিত্য-পরিষদে ব্যোমকেশ আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছিল, সাহিত্য-পরিষদে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিল—আপনাকে অর্পণ করিয়াছিল। জীবন অর্পণের কথা, জীবন উৎসর্গের কথা পুঁথিতে পড়িয়াছি, বক্তৃতা মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু কার্য্যতঃ অধিক দেখি নাই। ব্যোমকেশ তাহা দেখাইয়া গিয়াছে। ... ... ব্যোমকেশে যে দৃষ্টান্ত দেখিলাম, তাহা জীবনে অধিক দেখি নাই।"

আমরাও বলি, রামেন্দ্রসুন্দরে যে দৃষ্টান্ত দেখিলাম, জীবনে তাহা আর দেখি নাই। তাঁহার আত্মা কল্যাণযুক্ত হউক, তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রহুক, সাহিত্য-পরিষৎ, সারস্বত-ভবন, সাহিত্য-সম্মিলন জয়যুক্ত হউক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

দশম মাসিক অধিবেশন

১৮ই ফাল্গুন ১৩২৫, ২রা মার্চ্চ ১৯১৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রী[illegible] ভড় বি এল, শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি এ, শ্রী[illegible]নাথ দত্ত, শ্রীঅম্বিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, শ্রী[illegible]লাল নাথ বি এস সি, শ্রী[illegible]চরণ নন্দী, শ্রীসতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীনলিনকুমার বসু, শ্রী[illegible] ঘোষ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীমধুসূদন পাল, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীচারুচন্দ্র শীল, শ্রীবিজনকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীবাসুদেব ঘোষ, শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়ের "সমতটের পূর্ব্বে", (খ) ও (গ) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ বাহাদুরের "এ দেশে ভূ-ভ্রমবাদ" এবং "আট শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ" নামক প্রবন্ধত্রয়। ৫। শোক-প্রকাশ—অধ্যাপক ভাগ্যধর মল্লিক এম্ এস্সি মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও বর্ত্তমানে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে আমি পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত সভার সভাপতি নির্ব্বাচনে তাঁহাকে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এক আনন্দজ্ঞাপক পত্র প্রেরিত হইবে। তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিকে এসিয়াটিক সোসাইটি সভাপতি-পদে বরণ করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কর্ত্তৃক পরলোকগত ডাক্তার

রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের জন্য শোক-প্রকাশার্থ আহূত পরিষদের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে গত নবম মাসিক ও সপ্তম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্ব্বাচিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীনিতাইসুন্দর সিংহ এম এ হেড্ মাষ্টার, জগবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশন, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
		শ্রীনিশিকান্ত বসু „ চৌমুহিনী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ	শ্রীসত্যচরণ নন্দী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, বি এসসি, বি এল, ১১ উল্টাডিঙ্গি মেন রোড।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন কোন বঙ্গসাহিত্যানুরাগিণী মহিলা পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণে সম্মত আছেন। পরিষদের নিয়মে কোন বাধা না থাকিলে তিনি অদ্যকার সভায় একজন মহিলাকে পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচন জন্য প্রস্তাব করিবেন। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, মহিলা সদস্যগ্রহণে পরিষদের নিয়মে কোন বাধা নাই। তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীমতী জগৎমোহিনী সিংহ মহাশয়াকে (১৩ বলরাম বসুর ফার্ষ্ট লেন, ভবানীপুর) পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচন করা হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত মহিলা পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১) পুণ্যপ্রতিমা, শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী—(২) তত্ত্ব-সন্দর্ভ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—(৩) বসুরহাট বাণী-সম্মিলনী ২য় অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ (ধান্যকুড়িয়া), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, (৪) কতকগুলি মাসিক পত্রিকা, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র, (5) On Some Proverbs from the Tangail Sub-Division in the District of Mymensingh in Eastern Bengal. (6) Further Notes on a Case of Human Sacrifice and Cannibalism from the District of Nadiya, Bengal. (7) Indian Ophiolatry and Snake-worship of the Negroes of the West Indies. (8) Riddles current in the District of Chittagong in Eastern Bengal. Pt. I, (9) Notes on Some Ho Riddles. (10) On the Use of the Swallow-worts in the Ritual, Sorcery and Leech-craft of the Hindus and the Pre-Islamitic Arabs. (11) Further Note on the

Use of Swallow-worts in the Ritual of the Hindus. Director General of Archaeology in India. (12) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Part I. 1916-17. Superintendent, Archaeological Survey of India, Western Circle—(13) Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st March 1918. Director of Statistics—(14) Statistics of British India Vol. II, 1918. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—(15) Progress of Education in India, 1912-17.

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির নিম্নোক্তরূপে আলোচ্য বিষয়গুলির উল্লেখ করিলেন। প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

"সমতটের পূর্ব্বে" - অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ,এম্ এ মহাশয়-লিখিত। প্রবন্ধের সার মর্ম্ম এইরূপ,—

চীন-পর্য্যটক যুয়নচুয়াং বলেন যে, সমতটের পূর্ব্বে এই দেশগুলি ছিল,—(১) শি-হ-লি-চ-ট-লো—সমতটের উত্তরপূর্ব্বে, সমুদ্রতটে ও পর্ব্বতমধ্যে। (২) ক-মো লং ক—শিহলিচটলোর দক্ষিণপূর্ব্বে সমুদ্রের শাখার উপরে। (৩) তো-লো-পো-তি—কমোলংকের পূর্ব্বে। (৪) ই-শং-ন-পু-লো—তোলোপোতির পূর্ব্বে। (৫) মোহ চন্-পো—ইশংনপুলোর পূর্ব্বে। (৬) ই-মেন্-সো-ন-চৌ—মোহচন্পোর দক্ষিণ-পশ্চিম।

Thomas Watter এর অনুবাদ অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। চীন পর্য্যটকের মতে সমতটের অবস্থান এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ৯০০ লি পূর্ব্বে করতোয়া নদী পার হইয়া, কামরূপ উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে ১২০০ কি ১৩০০ লি দক্ষিণে সমতট। অর্থাৎ ঢাকা, ফরিদপুর লইয়া বর্ত্তমান ঢাকা-বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ ও সুন্দরবন লইয়া সমতট। সমতট হইতে ৯০০ লি পশ্চিমে তান্-মো-লিহ্ তি অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত বা তমোলুক্।

প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রবন্ধলেখক স্থির করিয়াছেন যে,—(১) শি-হ-লি-চ-ট-লো—শ্রীহট্ট। (২) কমোলংক—কমলাঙ্ক বা কোমিল্লা। (৩) তোলোপোতি—ত্রিপুরাপার্ব্বত্য রাজ্য। (৪) ইশংনপুলো—ত্রিপুরা ও শান্-রাজ্যের মধ্যে যে জনপদ, তাহাই ইশংনপুলো বা বিষ্ণুপুর (ভুবন পাহাড়ের পূর্ব্বভাগের পাদপ্রদেশে বিষ্ণুপুর নগর ছিল)। (৫) মোহচন্পো—ব্রহ্মদেশের তামোর উত্তরে "চম্পানাগো" অর্থাৎ 'চম্পানগর'। (৬) ইমেন-সোনচৌ—জম্বুদ্বীপ। "জম্বুদ্বীপের অধিপতি" ব্রহ্মরাজগণের একটি উপনাম ছিল। 'জম্বুদ্বীপ' জম্বুদ্বীপের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়।

"এ দেশে ভু-ভ্রমবাদ"—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়-লিখিত। প্রবন্ধের স্থূল মর্ম্ম এইরূপ,—

(১) পৃথিবীর আপন অক্ষে আবর্ত্তনের কথা আর্য্যভট এ দেশে প্রচার করেন। তাঁহাকে সেই গতির আবিষ্কর্ত্তা বলা যায় না। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বীরা পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করিতেন। (২) পৃথিবীর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ বা পৃথিবীর বার্ষিক গতিও প্রাচীনগণের অপরিচিত ছিল না। প্রবন্ধে তাহাই সপ্রমাণের চেষ্টা।

"আট শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ"—শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়-লিখিত। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এইরূপ,—

ট্রিভেণ্ড্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থাবলীভুক্ত অমরকোষের ১খানি টীকা হইতে বহু বাঙ্গালা শব্দ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাহার কতক রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে কিছু বা বিলুপ্ত হইয়াছে। অপর শব্দগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া কএকটি সূত্র নির্ম্মাণের প্রযত্ন করা হইয়াছে। টীকাকার বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দ। টীকার নাম 'টীকা সর্ব্বস্ব', রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, পরলোকগত অধ্যাপক ভাগ্যধর মল্লিক এম্ এস্‌সি মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশ প্রসঙ্গে বলিলেন, অকালে পরলোকগত ভাগ্যধর মল্লিক মহাশয়কে আমি বাল্যাবধি জানি। তিনি সুচারজ্ঞ, মেধাবী ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে কলিকাতা করপোরেশনের গঠিত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ঔষধালয় খুলিয়া নানা ভাবে পল্লীবাসিগণের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার জন্মভূমি হাওড়া আমতার নিকটস্থ প্রদেশে ঐই মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাগ্যধর বাবু নিজ ব্যয়ে ডাক্তার ও ঔষধ-পথ্যাদি সহ পীড়িত দেশবাসীর সেবা করিতে গিয়া নিজে মহামারীতে আত্মবলিদান দেন। তাঁহার ন্যায় অল্পবয়স্ক পরদুঃখকাতর শিক্ষিত ব্যক্তি বিরল। তিনি প্রসিদ্ধ মাঙ্গবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। দুঃখের বিষয় বা সুখের বিষয়, তাঁহার সহধর্ম্মিণী মাত্র ৮।৯ মাস পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ স্বর্গগত এই নবীন দম্পতির যুগল-আত্মার মঙ্গল ও শান্তি বিধান করুন, ইহাই প্রার্থনা। ভাগ্যধর বাবু বঙ্গের সাহিত্য জাতির অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া সাহিত্য-জাতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

১১ই চৈত্র ১৩২৫, ২৫শে মার্চ ১৯১৯, মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

উপস্থিতি—

সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, শ্রীযামিনীকান্ত সেন বি এ, শ্রীচারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ্ ডি, শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ্ ডি, শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ বি ই, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ এম্ এ, শ্রীবিনয়-কুমার সেন এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বি এল্, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটর্ণি, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, শ্রীগৌর-হরি সেন, শ্রীনলিনীরঞ্জন পাণ্ডিত, শ্রীকালীকুমার বসু, শ্রীবিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ-চন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার বি এ, শ্রীশ্রীশচন্দ্র পাল, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীললিতমোহন দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, শ্রীসরোজকুমার চৌধুরী, শ্রীললিতমোহন ঘোষ, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, শ্রীসর্ব্বেশ্বর পাল চৌধুরী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বটব্যাল, শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাসবিহারী দত্ত রায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ }
      " কিরণচন্দ্র দত্ত } সহকারী সম্পাদক।

পরিষদের সভাপতি সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতা-মালার অন্তর্গত পঞ্চম বক্তৃতার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়।

বক্তৃতার বিষয়—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয়-কর্ত্তৃক "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

পরিষদের সভাপতি সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে সভাপতি মহাশয় আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলো-

চনা করিয়া শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরকে "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আহার-তত্ত্ব

প্রথম বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার

স্বাস্থ্য ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। মানুষ যখন নিজ কর্ম্মদোষে এই আশীর্ব্বাদলাভে বঞ্চিত হয়, তখন তাহার ন্যায় দুঃখী জগতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। খাদ্যের দোষে অথবা খাদ্যের পরিমাণ অধিক বা অল্প হইলে আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং রোগ ও অকাল-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

শরীর ধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্যের মধ্যে কতিপয় বিভিন্ন জাতীয় উপাদানের অবস্থিতি একান্ত আবশ্যক। আমরা পরে এই সকল উপাদান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। আপাততঃ বক্তব্য এই যে, এই সকল ভিন্নজাতীয় উপাদানসমূহের যে-কোন একটির কম-বেশী হইলে দেহমধ্যে নানাবিধ রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্যবিশেষের মধ্যে অনেক সময়ে নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে। বিশেষ সাবধানের সহিত এই সকল খাদ্য ব্যবহার না করিলে নানা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। মাছ বা মাংস বিকৃত হইলে উহার মধ্যে অনেক সময়ে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (Ptomaines) উৎপন্ন হয়। এরূপ খাদ্য ভক্ষণ করিলে মহা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অধর্ম্মাচারী ব্যবসায়িগণ যৎসামান্য লাভের জন্য নিত্য-ব্যবহার্য্য অনেকানেক খাদ্য দ্রব্যের সহিত নানাবিধ দুষ্পাচ্য বা অখাদ্য পদার্থ ভেজাল দিয়া থাকে। এইরূপ খাদ্য গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের অভাবে ব্যক্তিগত ও জাতিগত দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। জাতি দুর্ব্বল হইলে, উহার রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং যে-কোন সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হইলে বহুসংখ্যক লোক উহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা জীবন্মৃত হইয়া থাকে। জাতি দুর্ব্বল হইলে শীঘ্র দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং দারিদ্র্য জাতিগত গুণরাশিনাশের কারণ হয়। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার প্রধান সহায়—যথোচিত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। (এই স্থলে বক্তা বাঙ্গালী যুবকের দেহ যাহাতে বলিষ্ঠ হয়, তৎসম্বন্ধে স্বদেশভক্ত ও স্বজাতি-বৎসল স্বামী বিবেকানন্দের একটি উপদেশ উদ্ধৃত করেন এবং ম্যাজিক্-ল্যাণ্টার্ণ সাহায্যে এই মহাপুরুষের আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন)।

খাদ্যের ব্যবহারিক ব্যবস্থায় মানবজাতির সামাজিক ও নৈতিক জীবন যথেষ্ট উন্নতি

লাভ করিয়াছে এবং ইহা দ্বারা আমাদের সৌন্দর্য্যগ্রাহিকা শক্তিও বিশেষভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনেকের ধারণা এই যে, বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের অবনতির কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা এই উপলক্ষে আমাদিগের আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে।

খাদ্য কাহাকে বলে? যাহা গ্রহণ করিলে আমাদের শরীরের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন হয় এবং যাহা দ্বারা আমরা তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি প্রাপ্ত হই, তাহাই খাদ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা চারি প্রকার; যথা,—(১) শারীরিক ক্ষয়পূরণ, (২) দেহের বৃদ্ধি-সাধন, (৩) তাপ জনন, (৪) শক্তি-উৎপাদন।

(১) **শারীরিক ক্ষয়পূরণ**—আমরা সর্ব্বদা কোন-না কোন পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি। আমাদিগের দেহাভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রসমূহও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কাজ নিয়ত সম্পন্ন করিতেছে। যে-কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিলেই শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা পরিপাক-যন্ত্রমধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া শারীরিক উপাদান নির্ম্মাণের উপযোগী হয়। পরে উহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং যে স্থানে যে উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, শোণিত-বাহিত জীর্ণ খাদ্য দ্বারা সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া থাকে।

এই স্থলে বক্তা কতিপয় ছায়াচিত্রের সাহায্যে অস্থি, মাংস, রক্তবাহিকা শিরা ও ধমনী, স্নায়ুমণ্ডল, মেদ, চর্ম্ম, মস্তিষ্ক, কসেরুকা, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি নানাবিধ শারীরিক উপকরণ ও যন্ত্রাদি এবং তাহাদিগের ক্রিয়া সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

(২) **দেহের বৃদ্ধি-সাধন**—শরীরের ক্ষয়-পূরণ ব্যতীত দেহের বৃদ্ধিসাধনও খাদ্যের আর একটি কার্য্য। খাদ্য গ্রহণ করিয়াই শিশুর ক্ষুদ্র দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের বৃহদাকার দেহে পরিণত হয়। ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের পর দেহ আর বাড়ে না, সুতরাং বালক ও যুবকের দেহের ওজন অনুসারে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ লোকের সে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হয় না। শারীরিক বৃদ্ধি স্থগিত হইলে পরিশ্রম-জনিত শারীরিক ক্ষয়-পূরণের জন্যই কেবল খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে।

(৩) **তাপ-জনন**—খাদ্যের আর একটি বিশেষ কার্য্য তাপ উৎপাদন করা। খাদ্যের সারাংশ যখন রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয়, তখন উহা হইতে শারীরিক ক্ষয়-পূরণের জন্য যতটুকু সার পদার্থের আবশ্যক, দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ প্রয়োজন মত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। অবশিষ্টাংশ রক্তস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া সূক্ষ্মভাবে দগ্ধ হয় এবং এই দহনের ফলস্বরূপ তাপ উৎপন্ন

হয়। কাঠ, কয়লা প্রভৃতি পদার্থ যেমন বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয় এবং তাপ ও কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প উৎপাদন করে, সেইরূপ আমাদিগের দেহ-মধ্যস্থ অন্নারম্ভটিত জীর্ণ খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থ প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইয়া তাপ ও কার্ব্বনিক্-এসিড্ বাষ্প উৎপাদন করিতেছে। নিশ্বাস-বায়ুর সহিত অক্সিজেন আমাদিগের ফুস্ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে ও তথায় রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয় এবং তদ্দ্বারা সূক্ষ্মভাবে দহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া তাপ ও কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প উৎপন্ন হয়। ইহা হইতেই আমরা শারীরিক উত্তাপ লাভ করিয়া থাকি এবং যে কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা দূষিত পদার্থ বলিয়া প্রশ্বাসের সহিত আমাদিগের শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়।

এই স্থলে বক্তা কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা প্রশ্বাস-বায়ু-মধ্যে যে কত অধিক পরিমাণ বিষাক্ত কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প থাকে, তাহা প্রদর্শন করেন এবং বাসগৃহ-মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু-সঞ্চালনের আবশ্যকতা সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন।

(৪) **শক্তি উৎপাদন**—আমাদের দেহমধ্যে নিয়ত যে তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইতেই আমরা কার্য্য করিবার সমস্ত শক্তি প্রাপ্ত হই। এঞ্জিন্ (Engine) চালাই-বার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা যেমন পাথুরে কয়লা পুড়াইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ আমাদিগের দেহ-যন্ত্র চালাইবার এবং পরিশ্রমঘটিত কার্য্য করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, জীর্ণ খাদ্য দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়া যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আমরা ঐ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

তাপ এক প্রকার শক্তিমাত্র (A form of Energy)। তাপকে কৌশলে কার্য্য করিবার শক্তি (Mechanical energy), আলোক (Light), তড়িৎ (Electricity) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে। পুনশ্চ তড়িৎ প্রভৃতি যে কোনরূপ শক্তিকেও তাপ বা আলোক প্রভৃতি অন্য প্রকৃতির শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে।

এই স্থলে বক্তা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা এক প্রকৃতির শক্তি কিরূপ সহজে অপর প্রকৃতির শক্তিতে পরিণত হইতে পারে, তাহা সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন।

জড় (Matter) ও শক্তি (Energy) লইয়াই এই জগৎ। জগতে যে পরিমাণ জড় পদার্থ আছে, তাহার সমষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। এক কণা জড় পদার্থও নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে না, আবার এক কণাও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যাহাকে আমরা বিনাশ বা ধ্বংস বলি, তাহা পদার্থের রূপান্তর মাত্র। পদার্থের এককালীন বিনাশ বা ধ্বংস নাই।

জড় পদার্থ সম্বন্ধে যে নিয়ম, শক্তি (Energy) সম্বন্ধেও ঠিক তাই। জগতে মোটের উপর যে শক্তি আছে, তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। তবে জড় পদার্থের ন্যায় শক্তিরও রূপান্তর হইয়া থাকে। তাপ, আলোক, তড়িৎ, চুম্বকাকর্ষণ, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি এক একটি

প্রাকৃতিক শক্তি আমরা পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করিলেও ইহারা একই আদিশক্তির রূপান্তর মাত্র। ইহাদিগের মধ্যে যে-কোন একটি শক্তিকে সহজেই আর একটি শক্তিতে পরিণত করিতে পারা যায়। তড়িৎশক্তি হইতে আলোক উৎপাদন এবং ট্রাম-গাড়ীচালন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, 'আহার-তত্ত্ব' সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে বক্তৃতা দিতে চুণীবাবুর ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি আর নাই, তাই তাঁহাকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। তারপর এইরূপ ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রবর্ত্তন দ্বারা বঙ্গভাষার কি পরিমাণে প্রভূত উপকার হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে, এবং ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে তাঁহার বক্তৃতার অন্তর্গত চিত্রগুলি প্রদর্শন করার জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২৭শে চৈত্র ১৩২৫, ১০ই এপ্রিল ১৯১৯, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬৷৹টা

উপস্থিতি—

মাননীয় সার্ শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার কে টি, এম্ এ, এম্ ডি (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ (পুণা), শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, কবিরাজ শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেনশাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীললিতমোহন ঘোষ, শ্রীহরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীপ্রভাষচন্দ্র দে, শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীশান্তিসাধন বিশ্বাস, শ্রীভূদেব হালদার, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

পরিষদের অগন্যমান্য সভাপতি সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বক্তৃতামালার অন্তর্গত ষষ্ঠ বক্তৃতার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়।

আলোচ্য বিষয়—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস্, রসায়নাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা।

পরিষদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে এবং সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার্ মাননীয় সার্ শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার কে টি এম্ এ, এম্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, সাহিত্য-সভার সম্পাদক এবং প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবী রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর পরলোকগমন করিয়াছেন। সমবেত সভামণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং যথাসময়ে উপযুক্তভাবে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত চুণীবাবু আরও জানাইলেন যে, তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন জন্য আগামী ২রা বৈশাখ পরিষদের কার্য্যালয় বন্ধ রাখা হইবে এবং পরিষৎ কি ভাবে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

তৎপরে তিনি সেই দিনকার সভাপতি মহাশয়, বঙ্গদেশে উচ্চ-শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার-কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে বহু বৎসর ব্যাপিয়া যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত করিয়া গভর্ণমেণ্ট অতি যোগ্য ব্যক্তির উপর এই গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তির জন্য তিনি পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

সভাপতি মহাশয় সাধারণভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক আলোচনার উপকারিতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত চুণীবাবুকে তাঁহার বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, এই বিষয়ে আলোচনা করিতে রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু মহাশয়ের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরল।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ-মত শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আহার-তত্ত্ব

(দ্বিতীয় বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার)

আমাদের দেহ—অস্থি, মাংস, চর্ব্বি, রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা গঠিত। এই সকল উপকরণ এক একটি যৌগিক পদার্থ (Compounds) অর্থাৎ কতকগুলি মূল পদার্থের (Elements) রাসায়নিক সম্মিলনে ইহারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত—মৌলিক ও যৌগিক। যে সকল পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া সেই পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন নূতন পদার্থ উৎপাদন করিতে পারা যায় না, তাহাদিগকে মৌলিক পদার্থ (Element) কহে। অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্, অঙ্গার, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দস্তা, লৌহ ইত্যাদি এক একটি মৌলিক পদার্থ। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ এই পর্য্যন্ত ৮২টি মূল পদার্থ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখনও, অনেক মৌলিক পদার্থ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

মৌলিক পদার্থগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোনটি বা কঠিন, যেমন লৌহ; কোনটি বা তরল, যেমন পারদ; অন্যগুলি বাষ্পাকারে অবস্থিতি করে, যেমন অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ ইত্যাদি। কোনটি রক্তবর্ণ, যেমন তাম্র; কোনটির বর্ণ উজ্জ্বল পীত, যেমন স্বর্ণ; কোনটি ধূসর বর্ণের, যেমন লৌহ; কোনটি কৃষ্ণবর্ণের, যেমন অঙ্গার; কোনটি বা উজ্জ্বল শুভ্র, যেমন রৌপ্য; আবার কতকগুলি একেবারে বর্ণহীন, যেমন অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্ নাইট্রোজেন্ ইত্যাদি। মানুষের মত কাহারও প্রকৃতি অতি উগ্র, যেমন ক্লোরিণ (Calorine); কেহ বা নিরীহ শান্তস্বভাব, যেমন নাইট্রোজেন্। মানুষের মত কেহ বা পাঁচ জনকে জ্বালাইয়া মারে, যেমন অক্সিজেন্; কেহ নিজেই পুড়িয়া মরে, অপরকে পোড়ায় না, যেমন হাইড্রোজেন্।

এই স্থলে বক্তা বিবিধ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা কতিপয় মৌলিক পদার্থের আকৃতি এবং প্রকৃতিগত বৈষম্য সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ একত্রে মিলিত হইয়া এক একটি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যৌগিক পদার্থের সংখ্যা করা যায় না। অস্থি, মাংস প্রভৃতি শারীরিক উপকরণসমূহ এক একটি যৌগিক পদার্থ। এই সকল উপকরণ ১৬টি মৌলিক পদার্থের সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক উপকরণের মধ্যে ১৬টি মূল পদার্থের যে সকলগুলিই আছে, তাহা নহে। মাংসপেশীর মধ্যে নাইট্রোজেন, অঙ্গার, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ ও গন্ধক আছে; অস্থির মধ্যে এই কয়টি মৌলিক পদার্থ ব্যতীত ক্যালসিয়ম্ (Calcium) ও ফসফরাস্ (Phosphorus) আছে; চর্ব্বির মধ্যে কেবলমাত্র অঙ্গার, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ থাকে।

আমাদের দেহ হইতে এই সকল উপকরণ নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; খাদ্যের দ্বারা সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া থাকে। অতএব যে সকল পদার্থ আমরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তাহাদের মধ্যে এই সকল মৌলিক পদার্থের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। একণে বক্তব্য এই যে, এই সকল মৌলিক পদার্থদিগকে তাহাদিগের মৌলিক আকারে গ্রহণ করিলে আমাদের শরীরের ক্ষয় পূরণ হয় না। পাথুরে কয়লা বা কাঠের কয়লার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গার আছে, কিন্তু কয়লা ভক্ষণ করিলে আমরা উহা হইতে আমাদিগের শরীর পোষণের উপযোগী অঙ্গার সংগ্রহ করিতে পারি না। বায়ুর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেন্ ও

কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প আছে, কিন্তু আমাদিগের দেহরক্ষার জন্য যে নাইট্রোজেন্ ও অঙ্গারের আবশ্যক হয়, তাহা আমরা বায়ুস্থিত নাইট্রোজেন্ অথবা কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প হইতে সংগ্রহ করিতে পারি না। উদ্ভিদ্‌জগৎ, বায়ুর নাইট্রোজেন্ হইতে এবং ভূমির মধ্যে নাইট্রেট্ (Nitrate) নামক যে লবণ থাকে, তাহা হইতে নাইট্রোজেন্ গ্রহণ করে ও বায়ুস্থিত কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প হইতে দেহপোষণোপযোগী সমস্ত অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ নাইট্রোজেন্ ও অঙ্গার অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া উদ্ভিদ্‌শরীরে প্রোটীন্ (Protein), তৈল (Fat), শ্বেতসার বা চিনি (Carbohydrate) প্রভৃতি উদ্ভিদ্ ও প্রাণী-দিগের প্রাণধারণোপযোগী নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীতে পরিণত হয় এবং উহারা বৃক্ষের ফল, মূল, কন্দ, বীজ প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। জীবগণ, উদ্ভিদ্‌জাত এই সকল সার পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নিরপেক্ষ মাংসভোজী প্রাণিগণও প্রত্যক্ষভাবে না হউক, গৌণভাবে উদ্ভিদ্‌জগৎ হইতেই নিজ নিজ আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহারা গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা সকলেই উদ্ভিদ্‌ভোজী অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌জগৎ হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব কি আমিষভোজী, কি নিরামিষভোজী, সকল প্রাণীরই আহার সংগ্রহের আদিস্থান উদ্ভিদ্‌জগৎ।

এই স্থলে বক্তা কতিপয় ছায়াচিত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ্ ও জীবজগতে অঙ্গার এবং নাইট্রো-জেন্ সংগ্রহের প্রণালী ও পরস্পরের মধ্যে এই দুই পদার্থের আদান-প্রদান সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প জীবগণের পক্ষে অতীব বিষাক্ত পদার্থ। জগদীশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে জীবগণ প্রতিনিয়ত প্রশ্বাসের সহিত উহা শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতেছে এবং বায়ু হইতে জীবনধারণের প্রধান সহায় অক্সিজেন্ বাষ্প গ্রহণ করিতেছে। জগৎরক্ষার এক অতি আশ্চর্য্য কৌশলে বায়ু হইতে এই বিষাক্ত কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প উদ্ভিদ্‌জগতের সাহায্যে দূরীভূত হইয়া বায়ুমণ্ডল পুনরায় নির্ম্মল এবং জীবগণের খাসোপযোগী হইতেছে। কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প অঙ্গার ও অক্সিজেন্, এই দুই মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সম্মিলনে উৎপন্ন। গাছের পাতায় যে সবুজ রং প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করে, তাহা সূর্য্যকিরণ-সাহায্যে বায়ুস্থিত কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্পকে বিশ্লেষণ করিয়া, উহা হইতে শরীর-পোষণোপযোগী অঙ্গার সংগ্রহ করে এবং জীবের প্রাণরক্ষার প্রধান সহায় অক্সিজেন্ বাষ্পকে বায়ুমধ্যে পুনরায় প্রত্যর্পণ করে। অতএব জীবগণের পক্ষে যাহা বিষ, সেই কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্পই উদ্ভিদগণ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং উহার মধ্যে যে অক্সিজেন্ আছে, জীবগণের প্রাণরক্ষার জন্য উহাকে বায়ুমধ্যে পুনরায় ফিরাইয়া দেয়। এইরূপে জীব ও উদ্ভিদ্‌জগতের এই আশ্চর্য্য খাসক্রিয়ার কৌশলে বায়ুর নির্ম্মলত্ব সংসাধিত হইয়া থাকে।

আমাদিগের শরীর-পোষণের জন্য খাদ্যের মধ্যে কতিপয় বিভিন্ন জাতীয় সার পদার্থের

(Nutritive principles) অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেই সকল সার পদার্থ কি, তাহাই আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

দুগ্ধ প্রকৃতিদত্ত আদর্শ খাদ্য। দুগ্ধ আমাদিগের জীবনের এক অবস্থায় শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার একমাত্র অবলম্বন। জীব শৈশবে স্তনদুগ্ধ পান করিয়া শরীর ধারণ করে, তাহার অন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। দুগ্ধ দ্বারাই তাহার শরীর পোষণ হয়, দুগ্ধ পান করিয়াই তাহার দেহ দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও ওজনে বাড়িতে থাকে। শরীর রক্ষার জন্য যে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, তাহা সে দুগ্ধ হইতেই সংগ্রহ করে এবং চঞ্চল শিশু হাত-পা ছুঁড়িয়া, হামা দিয়া, চলিয়া বা দৌড়িয়া যে পরিশ্রমের কার্য্য করে, তাহার জন্য তাহার যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা সে দুগ্ধ হইতেই আহরণ করে। অতএব দুগ্ধ শিশুর পক্ষে সর্ব্ববাদিসম্মত পূর্ণ খাদ্য (Complete food)।

এক্ষণে দেখা যাউক, দুগ্ধের মধ্যে কি কি সার পদার্থ (Nutritive principles) আছে।

দুগ্ধের মধ্যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থ অবস্থিতি করিতে দেখা যায়; এই সকলগুলিরই আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন। দুগ্ধের মধ্যে ছানা, মাখন, শর্করা বা চিনি, লবণ এবং জল আছে। আমাদের খাদ্যমধ্যে এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইংরাজীতে ছানাজাতীয় পদার্থকে প্রোটীড্ (Proteid) বা (Protein), মাখনজাতীয় পদার্থকে ফ্যাট্ (Fat), শর্করাজাতীয় পদার্থকে কার্ব্বোহাইড্রেট্ (Carbohydrate), লবণজাতীয় পদার্থকে সল্টস্ (Salts) এবং জলকে ওয়াটার্ (Water) বলা হয়। ইংরাজী নামের পরিবর্ত্তে আমরা দুগ্ধজাত সার পদার্থসমূহের নাম লইয়া এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের নামকরণ করিলাম, যথা,—

(১)	ছানাজাতীয় উপাদান	... ...	Proteid
(২)	মাখনজাতীয় "	... ...	Fat
(৩)	শর্করাজাতীয় "	... ...	Carbohydrate
(৪)	লবণজাতীয় "	... ...	Salts
(৫)	জল	... ...	Water

দুগ্ধ শিশুর পক্ষে উপযুক্ত ও পূর্ণ খাদ্য হইলেও বয়স্ক ব্যক্তির শুদ্ধ দুগ্ধের উপর নির্ভর করা চলে না; কারণ, তাহা হইলে প্রায় চার পাঁচ সের দুগ্ধ পান করিবার আবশ্যক হয়। এত দুগ্ধ খাইতে গেলে জল এবং ছানাজাতীয় উপাদান অনাবশ্যক অধিক পরিমাণে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়। পুনশ্চ প্রত্যহ কেবল দুগ্ধ পান করিলে আহারে অরুচি জন্মিয়া পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।

যখন আমরা শুদ্ধ দুগ্ধের উপর নির্ভর করিতে পারি না, তখন দুগ্ধের মধ্যে যে সকল সার পদার্থ আছে, উহাদিগকে অন্যান্য খাদ্য হইতে আমাদিগের সংগ্রহ করিবার আবশ্যক হয়। আমরা মাছ, মাংস, ডিম, চাউল, ডাল, ময়দা, ঘি, তৈল, চিনি, ফল, তরকারি প্রভৃতি

নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী হইতে উপরোক্ত পাঁচ জাতীয় সারপদার্থ সংগ্রহ করিয়া থাকি। মাছ, মাংস, ডিম, ডাল প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। মাখন, ঘি, চর্ব্বি এবং উদ্ভিদ্জাত তৈল, এ সমস্তই মাখনজাতীয় পদার্থ। চাউল, ময়দা, যব, ডাল, চিনি, গুড়, ফল প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে শর্করাজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। এই সকল খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে বিবিধ লবণ জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে এবং ব্যঞ্জনের সহিত লবণ গ্রহণ করিয়া লবণের অভাব আমরা পূরণ করিয়া থাকি। সকল খাদ্যের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে জল থাকে ; এতদ্ব্যতীত পানীয়রূপে জল গ্রহণ করিয়া আমাদের দেহের জলের অভাব পূরণ হইয়া থাকে।

এক্ষণে এই সকল বিভিন্ন জাতীয় সারপদার্থের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে উপযোগিতা কি, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

(১) ছানাজাতীয় উপাদান। শুদ্ধ এই জাতীয় উপাদানের মধ্যে নাই-ট্রোজেন্ আছে। সুতরাং মাংসপেশী প্রভৃতি নাইট্রোজেনযুক্ত দেহের উপকরণসমূহের পুষ্টি-সাধন ও ক্ষয়-পূরণ ছানাজাতীয় পদার্থের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। মাংসপেশীর ক্ষয়-পূরণ মাখনজাতীয় (Fat) বা শর্করাজাতীয় (Carbohydrate) উপাদানের দ্বারা হয় না। এই জন্য ছানাজাতীয় খাদ্যকে মাংস-গঠক (Flesh-former) খাদ্য কহে।

আমাদের খাদ্যের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান কম থাকিলে দেহ সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। শরীর জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কার্য্যে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি থাকে না এবং মাংসপেশীর দৃঢ়তার অভাবে অধিক পরিশ্রম-জনিত কার্য্য করিবার সামর্থ্য কমিয়া যায়। আমরা যত দূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে সাধারণ বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রদিগের খাদ্যে ছানাজাতীয় উপাদানের অর্থাৎ প্রোটিডের ভাগ কম থাকে, ইহাই আমাদের ধারণা। ইহার প্রধান কারণ যে অর্থাভাব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থাভাব ব্যতীত খাদ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবও ইহার আর একটি কারণ। দরিদ্র লোকে প্রত্যহ মাছ, মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি ছানাজাতীয় খাদ্য দ্রব্য যথোচিত পরিমাণে আহরণ করিতে অসমর্থ। কিন্তু ডালের মধ্যে মাছ, মাংস অপেক্ষা ছানাজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে এবং ডাল, মাছ-মাংস হইতে অনেক সস্তা। সাধারণ বাঙ্গালীর ধারণা এই যে, ডাল অল্প পরিমাণে না খাইলে অজীর্ণ ও পেটের অসুখ হইবার সম্ভাবনা। এই ধারণা ঠিক সত্য নহে; এ সম্বন্ধে পরে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। এ স্থলে কেবল এই কথা বলিতেছি যে, বাঙ্গালী যুবকদিগের খাদ্যে প্রোটীড্ বা ছানাজাতীয় উপাদানের বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার অভাবে তাহাদিগের শরীর যথোচিত বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না এবং তাহারা দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। ছানাজাতীয় খাদ্যের দ্বারা মাংস গঠিত হয় ; সুতরাং পরিশ্রম-জনিত মাংসপেশীর ক্ষয় কেবল এই জাতীয় পদার্থের সাহায্যে পূর্ণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ছানাজাতীয়

খাদ্যের দ্বারা স্নায়ুর বল (Nervous Energy) বৃদ্ধি হয় এবং নানাবিধ দেহস্থিত রস প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা শারীরিক উত্তাপ এবং কার্য্য করিবার শক্তিও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

(২) মাখনজাতীয় উপাদান—ইহার মধ্যে কার্ব্বন্, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ আছে, নাইট্রোজেন্ মোটেই নাই; সুতরাং ইহার দ্বারা মাংস-গঠন বা উহার ক্ষয়-পূরণ হয় না। ইহার প্রধান কার্য্য—তাপ এবং শক্তি উৎপাদন করা। শরীরের মধ্যে ইহা অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয় এবং তদ্দ্বারা তাপ উৎপন্ন হয়। সেই তাপের কতকাংশ কার্য্যকরী শক্তিতে পরিণত হইলে, তদ্দ্বারা যাবতীয় পরিশ্রমের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইজাতীয় খাদ্য অধিক খাইলে কতকাংশ দেহমধ্যে চর্ব্বিরূপে পরিণত হয়, অপরাংশ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই জাতীয় খাদ্য অপর সকল জাতীয় খাদ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণ তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ।

(৩) শর্করাজাতীয় উপাদান—এই জাতীয় খাদ্য হইতে আমরা কেবল তাপ ও শক্তি আহরণ করিতে সমর্থ হই। ইহা মাখনজাতীয় খাদ্যের ন্যায় তত অধিক তাপ উৎপন্ন না করিলেও দেহমধ্যে উহা অপেক্ষা সহজে ও শীঘ্র দগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং তাপ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য আমরা এই জাতীয় খাদ্যের উপর অধিক নির্ভর করিয়া থাকি। এই জাতীয় খাদ্যের মধ্যে নাইট্রোজেন্ নাই, সুতরাং ইহা মাংসপেশী গঠনের সহায়তা করে না। ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া চর্ব্বিতে পরিণত হয় এবং দেহমধ্যে সঞ্চিত হইয়া মানুষকে মোটা করে। ঘি ও চিনি-মিশ্রিত মিষ্টান্ন যাঁহারা অধিক ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের দেহ প্রায় স্থূল হইয়া পড়ে। প্রধানতঃ এই জাতীয় খাদ্য আমাদের শরীরে বল বিধান করে। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, মাংস ভক্ষণেই শরীরে বল উৎপন্ন হয়; এক্ষণে সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। মাংসপেশীর গঠন ও দৃঢ়তা ছানাজাতীয় খাদ্য (Proteid) দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু মাংসপেশী চালনা করিবার শক্তি মাখনজাতীয় ও শর্করাজাতীয় উপাদান হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রমসাধ্য ব্যায়াম বা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইলে মাংসজাতীয় খাদ্যের পরিবর্ত্তে মাখন বা শর্করাজাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া অধিক সুফল লাভ করা যায়।

(৪) লবণজাতীয় উপাদান—ছানাজাতীয় পদার্থের ন্যায় ইহাও শরীর-গঠনের সহায়তা করে। অস্থি-গঠনে ক্যাল্সিয়ম্ ফস্ফেট্ নামক লবণ, পাচক রস (Gastric juice) প্রস্তুত করিবার জন্য সোডিয়ম্ ক্লোরাইড্, অক্সিজেন্ শোষণের জন্য রক্তের মধ্যে লৌহঘটিত লবণ, রক্তের ক্ষারত্ব সম্পাদনের জন্য নানাবিধ ক্ষারঘটিত লবণ, স্নায়ুমণ্ডলীর জন্য ফস্ফরাস্-যুক্ত লবণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। এই সকল লবণের অভাবে শরীরের উপকরণসমূহ ঠিক ঠিক ভাবে নির্ম্মিত হয় না।

(৫) জল—জল না হইলে জীবনধারণ করা যায় না। জল রক্তকে তরল অবস্থায় রাখে,

নতুবা রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়। জল পরিপাকের সাহায্য করে এবং পরিপাকপ্রাপ্ত খাদ্যকে তরল করিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার সুবিধা করিয়া দেয়। জল, শরীরের যাবতীয় দূষিত পদার্থ মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের আকারে শরীর হইতে নির্গত করিয়া দেয়। জল না পাইলে কার্ব্বন, নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি মূল পদার্থগুলি শরীর গঠন করিতে পারে না।

(৬) ভিটামিন্ (Vitamines)—উপরোক্ত পাঁচ জাতীয় সারপদার্থ ব্যতিরেকে ভিটামিন্ নামক আর এক জাতীয় সারপদার্থ আমাদের খাদ্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকার একান্ত আবশ্যক। ইহা যে কি পদার্থ, তাহা নিশ্চয় করিয়া এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কিন্তু ইহা স্থির হইয়াছে যে, খাদ্যের মধ্যে অপর সকল জাতীয় সারপদার্থ যথাপরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও একমাত্র ভিটামিনের অভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না এবং বেরিবেরি (Beriberi), স্কর্ভি (Scurvy) প্রভৃতি কতকগুলি দুরারোগ্য রোগ উপস্থিত হয়। মাংস, দুধ, ডিম, চাল, ডাল, তরকারি ও ফল প্রভৃতির মধ্যে এই পদার্থ অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। টাটকা খাদ্যের অভাবে স্কর্ভি রোগ জন্মে। চাউল বেশী মাজা হইলে উহার ভিটামিন্ নষ্ট হইয়া যায়; এইরূপ চাউল ব্যবহার করিলে বেরিবেরি নামক এক প্রকার রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় বক্তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

বক্তা শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে ম্যাজিক ল্যান্টার্ণযোগে চিত্রাদি প্রদর্শন জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১ু৹ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৶৹ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

নিবেদন

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় ...র্বা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনু কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পা... ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্মাণ করিতে বলা হইয়াছে এবং তিনি প্যারিস প্লাষ্টারে আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহা পরিষৎ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছে। এ ভাস্করকে তাঁহার প্রাপ্য টাকা দিলেই তিনি মর্ম্মর-প্রস্তরে মূর্ত্তি খোদিত করি... এই জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের ... এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদ-পত্রে স্বীকৃত হইবে। ভরসা করি, অচিরেই আপনার নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য পা... সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা